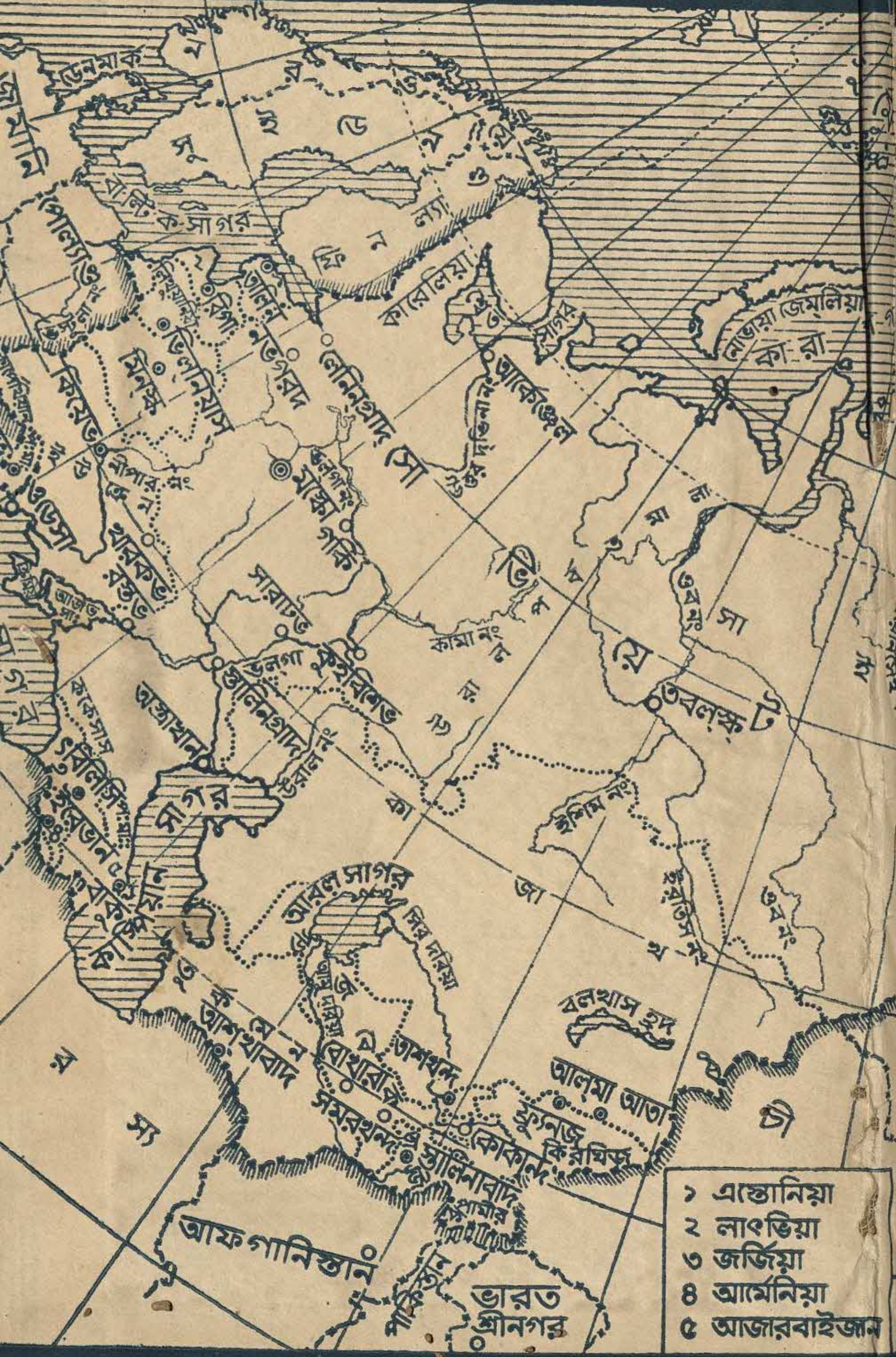
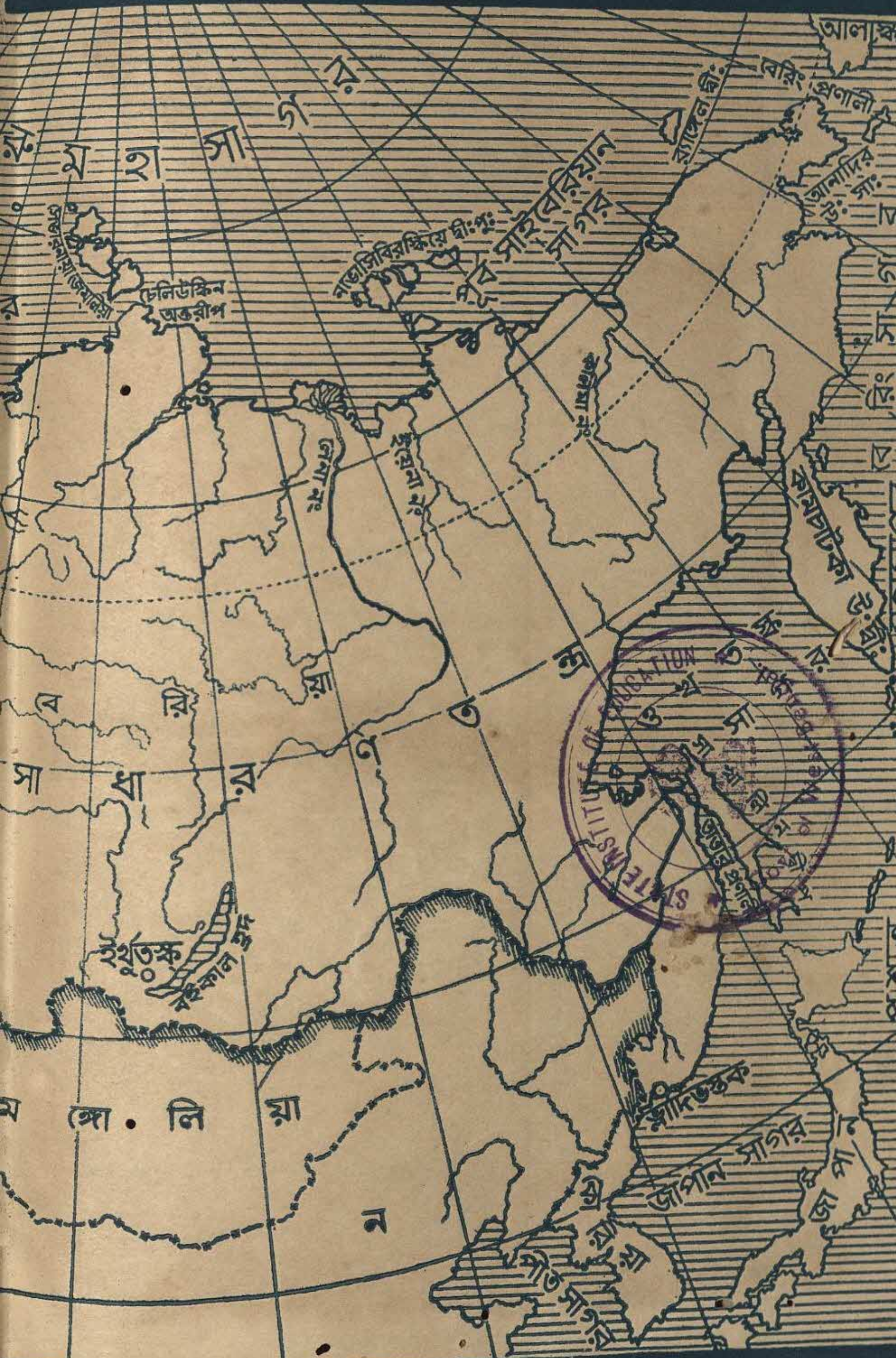
সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

ঋষি দাস



ডেনমার্ক
বাল্টিক সাগর
কারেলিয়া
লেনিনগ্রাদ
আর্কেঞ্জেল
মস্কো
গর্কি
সারাটভ
কামা নং
ভলগা
স্টালিনগ্রাদ
উরাল নং
তবলস্ক
ওব নং
ইশিম নং
নোভায়া জেমলিয়া
কারা
মিনস্ক
নীপার নং
খারকভ
আস্ত্রাখান
সাগর
আরল সাগর
সির দরিয়া
বলখাশ হ্রদ
আলমা আতা
তাশখন্দ
বোখারা
সমরখন্দ
স্টালিনাবাদ
কোকান্দ
ফ্রুনজ
কিরঘিজ
আশখাবাদ
আফগানিস্তান
ভারত
শ্রীনগর
চী
১ এস্তোনিয়া
২ লাৎভিয়া
৩ জর্জিয়া
৪ আর্মেনিয়া
৫ আজারবাইজান


মহাসাগর
বেরিং প্রণালী
র‍্যাঙ্গেল দ্বীঃ
পূর্ব সাইবেরিয়ান সাগর
নভোসিবিরস্কিয়ে দ্বীঃপুঃ
চেলিউস্কিন অন্তরীপ
লেনা নঃ
কামচাটকা উঃদ্বীঃ
ইর্খুতস্ক
বৈকাল হ্রদ
ভ্লাদিভস্তক
জাপান সাগর
পীত সাগর
কোরিয়া
জাপান
মঙ্গোলিয়া
STATE INSTITUTE OF EDUCATION

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা

পনেরো টাকা
(রেক্সিনে বাঁধাই)

মুদ্রণ :
সুকুমার চৌধুরী,
বাণীশ্রী প্রেস

প্রচ্ছদপট ও মানচিত্র :
হরেন্দ্র চক্রবর্তী

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি

প্রকাশন :
পরানচন্দ্র মণ্ডল

সুনীল মুখোপাধ্যায়

ও

আরতি মুখোপাধ্যায়

করকমলে—

ভূমিকা

একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিখ্যাত রুশ নৌ-সেনাপতি উশাকভের জীবনী নিয়ে নির্মিত একটি সোভিয়েত চিত্র দেখতে গিয়েছিলাম। চিত্রটির সংলাপ ছিল রুশ ভাষায়। রুশভাষা না জানায় সংলাপ বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু একটি শব্দ বার বার কানে আসছিল—আগন্! আগন্! সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলি গর্জে উঠছিল। ছবির নিচে ইংরেজী ব্যাখ্যাগুলি ফুটে উঠছিল শাদা হরফে—Fire! Fire!

আমরা বাঙ্গালীরা যাকে আগুন বলি, রুশরা তাকে বলে আগন্। মানুষ যখন আগুন ব্যবহার করতে শিখেছিল, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও কি রুশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ছিল? সেদিন রাশিয়া তথা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে খুবই কৌতূহল বোধ করেছিলাম।

ঐতিহাসিক যুগেও ভারতের সঙ্গে বর্তমান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির বহুবার ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে। এই সেদিনও ইংরেজদের রাজত্ব এদেশে শুরু হওয়ার আগে যে রাজবংশ ভারতে রাজত্ব করতেন, তাঁরাও এসেছিলেন বর্তমান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেকিস্তান থেকে। উজবেকদের এক জাতীয় অভ্যুত্থানই রাজ্যহারা ভাগ্যান্বেষী বাবরকে আফগানিস্থান ও ভারত অভিমুখে অগ্রসর হ'তে বাধ্য করেছিল।

সম্প্রতিকালেও ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের মনোভাব বহু বার বহু ভাবে কার্যত প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৩ ও ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য ও ঋণদান চুক্তিই তার প্রোজ্জল প্রমাণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাই বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর কৌতূহল সুগভীর। এই পুস্তক যদি সে কৌতূহল সামান্যও মেটাতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রণ-ত্রুটি চোখে পড়েছে। পাঠক-পাঠিকা সেজন্য মার্জনা করবেন।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	১৯	Hoarde	Horde
১০৭	৩	বিরস	বরিস
২০১	১৫	চতুর্থ	ষষ্ঠ
৪৫০	২৩	পশ্চাদপসারণ	পশ্চাদপসরণ

কতকগুলি পরিচ্ছেদ-সংখ্যায় অসতর্কতা-প্রসূত প্রমাদ ঘটেছে: সেগুলির শুদ্ধরূপ এই হবে:

পৃষ্ঠা	ভুল	শুদ্ধ
৪৯৪	একবিংশ	বিংশ
৫৫৯	দ্বাদশ	একবিংশ
৬৪৯	ত্রয়োদশ	দ্বাবিংশ
৭২২	চতুর্দশ	ত্রয়োবিংশ
৭৭৩	পঞ্চদশ	চতুর্বিংশ
৮৩০	ষোড়শ	পঞ্চবিংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক পরিচয়

সোভিয়েত দেশ আমাদের মহান্ প্রতিবেশী। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরেখা ও সোভিয়েত দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তরেখার মধ্যে মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সোভিয়েত দেশ আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির পুরোভাগে এসেছে। কেবল তাই নয়, আয়তনের দিক থেকেও এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এর আয়তন ৮৭ লক্ষ বর্গ মাইলেরও বেশী—অর্থাৎ চীনদেশের আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ, আর ভারতের আয়তনের প্রায় আট গুণ। সংক্ষেপে, সোভিয়েত দেশের আয়তন পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের ছ ভাগের এক ভাগ। পশ্চিমে কার্পাথিয়ান পর্বতমালা ও বাল্‌টিক সমুদ্র থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তরে উত্তর মহাসাগর থেকে দক্ষিণে ককেসাস পর্বতমালা ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এর সুবিপুল বিস্তার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তে কুরিল দ্বীপপুঞ্জে যখন সূর্যোদয় হয়, তখন পশ্চিমে কালিনিনগ্রাদে সন্ধ্যা নামে। আবার কালিনিনগ্রাদে যখন সূর্যোদয় হয়, তখন কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সন্ধ্যা নামে। তাই বলা চলে, সোভিয়েত দেশে কখনো সূর্যাস্ত হয় না।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঃ

এই সুবিশাল দেশের গঠন এবং জলবায়ু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের। এর কোথাও দুস্তর মরুভূমি ধু-ধু করছে, কোথাও বা বরফে ঢাকা শত শত মাইল রয়েছে বিস্তীর্ণ। কোথাও বহু শত মাইল ব্যাপ্ত হয়েছে নিবিড় অরণ্যে, আবার কোথাও বা বৃক্ষহীন সমতল প্রান্তর শত শত মাইল একটানা রয়েছে প্রসারিত। তবে

এই সুবিশাল দেশকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে: (১) উত্তরে উত্তর মহাসাগরের উপকূলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত বরফে ঢাকা অঞ্চল; (২) উত্তর ও পশ্চিমের অরণ্যময় অঞ্চল; (৩) দক্ষিণ ও পূর্বের সুবিশাল সমভূমি বা স্তেপ্।

সোভিয়েত দেশে পাহাড়-পর্বতের অভাব নেই। এর মধ্যস্থল দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে উরাল পর্বতমালা বিস্তৃত রয়েছে। উরাল পর্বতমালাকে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী সীমারেখা মনে করা হয়। কিন্তু ইতিহাসের ধারা এই ভৌগোলিক সীমারেখাকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছে। উরাল পর্বতমালা অনুচ্চ হ'লেও ধাতব সম্পদে পূর্ণ। দক্ষিণ ককেসাসের পার্বত্য অঞ্চলও এ বিষয়ে কম উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে লোহা, তেল, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যাপাটাইট প্রভৃতি ধাতব সম্পদে সোভিয়েত দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কয়লা, সীসা, দস্তা ও নিকেলের দিক থেকেও পৃথিবীতে সোভিয়েতের স্থান দ্বিতীয়।

অরণ্য সম্পদের দিক থেকেও সোভিয়েতের তুলনা নেই। সোভিয়েত দেশে নদীও আছে সুপ্রচুর। অনেকগুলি সুবৃহৎ নদী এই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। নদীগুলির মধ্যে দ্‌ভিনা, অব, ইয়েনিসেঈ ও লেনা উত্তর মহাসাগরে, ভল্‌গা কাস্পিয়ান সাগরে এবং নীপার, নীস্তার ও দন কৃষ্ণ সাগরে পড়েছে। শীতকালে এগুলিতে বরফ জমলেও বছরের অন্যান্য সময়ে নৌচলাচলের অসুবিধা হয় না। তাই এগুলি এই বিশাল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে এবং ইতিহাসের অন্যতম নিয়ন্তা হয়েছে।

জাতি ও রাজ্যের গঠন:

পনেরোটি সাধারণতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত দেশ বা সোভিয়েত

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। এই সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে আবার স্বায়ত্ত-শাসিত বহু সাধারণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, জাতীয় অঞ্চল প্রভৃতি আছে। সাধারণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি জাতিগত ভিত্তিতেই গঠিত। সোভিয়েত দেশে প্রায় ১০০টি জাতি এবং তাদের ভাষা ও উপভাষা আছে। তবে সংখ্যার দিক থেকে স্লাভ জাতি ও রুশ ভাষার প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশী।

জাতিতত্ত্বের বিচারে রুশ জাতি স্লাভ জাতি-গোষ্ঠির পূর্ব শাখা। রুশ জাতিকে আবার প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (১) বড় রুশ; (২) ছোট রুশ; এবং (৩) সাদা রুশ।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জনসংখ্যা বিশ কোটিরও বেশী। এদের মধ্যে স্লাভদের সংখ্যা প্রায় পনের কোটি। এই পনের কোটির মধ্যে "বড় রুশদের" সংখ্যা প্রায় দশ কোটি; "ছোট রুশদের" সংখ্যা প্রায় চার কোটি; আর "সাদা রুশ" বা বিয়েলোরুশদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে এবং সাইবেরিয়ায় প্রধানত বড় রুশদের বাস। ইউক্রেন অঞ্চলে ছোট রুশরা এবং বিয়েলোরাশিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ইউক্রেনের উপান্তবর্তী অঞ্চলে সাদা রুশরা বাস করে। উপরি-উক্ত স্লাভ জাতির প্রায় পনের কোটি লোক বাদে সোভিয়েতের প্রায় পাঁচ কোটি লোক হ'লো মঙ্গোল, তুর্কী, ইরানী, ইউগ্রো-ফিন্ প্রভৃতি জাতিগুলির বংশধর। মঙ্গোলরা প্রধানত বইকাল ও নিম্ন-ভল্গা অঞ্চলে, তুর্কীরা প্রধানত সোভিয়েত মধ্য-এশীয় ও ভল্গার তীরবর্তী অঞ্চলে, আর ইরানীরা প্রধানত ককেশাস ও দক্ষিণ-মধ্য-এশীয় অঞ্চলে বাস করে।

সোভিয়েত দেশের পনেরোটি সাধারণতন্ত্রের মধ্য রুশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রই সবচেয়ে বড়। এই সাধারণতন্ত্রটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৭৪ ভাগ নিয়ে গঠিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের

সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক এখানে বাস করে। উত্তরে উত্তর মহাসাগর থেকে দক্ষিণে ইউক্রেন এবং পশ্চিমে ফিন্ উপসাগর থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার। সোভিয়েতের সর্বশ্রেষ্ঠ দু'টি শহর—মস্কো ও লেনিনগ্রাদ—এই সাধারণতন্ত্রেই অবস্থিত।

আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইউক্রেন। এর জনসংখ্যা চার কোটিরও বেশী। রুশ দেশের প্রাচীন ইতিহাসে যে কিয়েভ শহর একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা এই সাধারণতন্ত্রেই অবস্থিত।

বাকী তেরোটি সাধারণতন্ত্র জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে বেশ ছোট। সেগুলির নাম—বিয়েলোরাশিয়া; আজারবাইজান; জর্জিয়া; আর্মেনিয়া; তুর্কেমানিয়া; উজবেকিস্তান; তাজিকিস্তান; কিরঘিজিয়া; মোল্‌দাভিয়া; এস্তোনিয়া; লাৎভিয়া; লিথুয়ানিয়া। এগুলির মধ্যে আর্মেনীয় সাধারণতন্ত্রটিই সবচেয়ে ছোট। এর আয়তন ২৯৮০০ বর্গ মাইল। এস্তোনিয়ার জনসংখ্যা সবচেয়ে কম, প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ। একত্র এই তেরোটি সাধারণতন্ত্রের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি।

তবে এই পনেরোটি সাধারণতন্ত্র একই সময়ে গ'ড়ে ওঠেনি বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয় নি। সে কাহিনী আমরা ঐতিহাসিক বিবরণে যথাসময়ে বলব। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস কেবল রুশ দেশের ইতিহাস নয়; রুশ দেশ ঐতিহাসিক ধারায় প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, রুশদেশ সোভিয়েত দেশের প্রধানতম অংশ; আর এই অংশের ইতিহাসই সোভিয়েত দেশের প্রধান ইতিহাস। তাই রুশদেশের ইতিহাসের ধারাকেই আমরা প্রধানত অনুসরণ করবো। তাতে সোভিয়েত দেশের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া সহজ হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদিম ও সুপ্রাচীন যুগ

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, পৃথিবীতে কয়েকটি হিম যুগ এবং হিম যুগগুলির মাঝে কয়েকটি উষ্ণ যুগ এসেছে। আমরা বর্তমানে একটি উষ্ণ যুগে বাস করছি। এই উষ্ণ যুগ পৃথিবীতে পনেরো থেকে বিশ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে। এর আগে এখানে কয়েক লাখ বছর ধ'রে হিম যুগ বর্তমান ছিল। এই হিম যুগের আগে পৃথিবীতে যে উষ্ণ যুগ বর্তমান ছিল, তখনই সোভিয়েত দেশে মানুষ প্রথম জন্মেছিল ব'লে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন।

মানুষ তখন ছোট ছোট দলে বাস করতো। তারা অমসৃণ পাথরের টুকরোকে হাতিয়ার বা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতো; দলবদ্ধভাবে ফল-মূল, শামুক-গুগলি ও পোকামাকড় সংগ্রহ ক'রে ক্ষুধা মেটাতো। ছোট-খাটো জন্তুজানোয়ারও তারা কখনো কখনো শিকার করতো। তখনো উষ্ণ যুগ পুরোপুরি বর্তমান থাকায় মানুষের ঘরবাড়ি বা বাস করবার মতো বিশেষ কোন আশ্রয় ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন হ'তো না।

কিন্তু ক্রমেই উষ্ণ যুগের হ'লো অবসান। জলবায়ু ক্রমেই ঠাণ্ডা ও আর্দ্র হয়ে উঠলো। উত্তরাঞ্চলে বড় বড় হিমবাহ গঠিত হ'লো আর সেগুলি পাহাড়-পর্বতের গা ব'য়ে নেমে আসতে লাগলো। ইউরোপের বিশাল ভূভাগ বরফে ঢাকা পড়লো। উষ্ণ যুগের গাছপালা ও জীবজন্তু ক্রমেই লোপ পেলো।

মানুষ কিন্তু লোপ পেলো না। তারা ধীরে ধীরে দক্ষিণে এগিয়ে এলো এবং আগুনের ব্যবহার শেখায় শীতের হাত থেকে রক্ষা পেলো। আগুনের ভয়ে হিংস্র জীবজন্তুরাও মানুষের কাছ

থেকে দূরে পালালো। মানুষ মাছ-মাংস রান্না ক'রে খেতে শিখলো। তারা শীত-বর্ষা ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহায় আশ্রয় নিলো। ককেসাস ও ক্রিমিয়া অঞ্চলে বহু পর্বতগুহায় এইসব মানুষের আশ্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে।

হিম যুগ যখন চূড়ান্ত অবস্থায় এলো, তখন সোভিয়েত দেশের প্রায় সারা ইউরোপীয় অংশই তুষারাবৃত হ'লো। মধ্য দন ও দক্ষিণ নীপার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই তুষারের আস্তরণ। হাজার হাজার বছর এই রকম বরফে ঢাকা রইলো দেশ। তারপর ধীরে ধীরে হিমবাহগুলি গলতে লাগলো, বরফের আবরণ ক্রমেই সরে যেতে লাগলো উত্তরে। বরফ সরবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও ক্রমেই এগোতে লাগলো সেদিকে।

জলবায়ু বদলাবার সঙ্গে গাছপালা এবং জীবজন্তুও প্রচুর পরিমাণে বদলে গেলো। আবহাওয়ায় প্রচুর আর্দ্রতা থাকায় অরণ্য ও তৃণাঞ্চলগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। মহাগজ (ম্যামথ) ও গণ্ডারের মতো বিশালকায় জীবগুলি বন, নদী ও হ্রদের তীরভূমিগুলিতে ভীড় করতে লাগলো। গুহাবাসী সিংহ, ভল্লুক ও হায়েনার দল আশ্রয় নিলো এসে পাহাড়-পর্বতের গুহায়।

এই অবস্থায় মানুষের চারিদিকে ছিল বিপদ। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কাঠের লাঠি, কাঠের বল্লম ও কোঁচ জাতীয় জিনিস এবং পাথরের টুকরো ভিন্ন আর কিছুই সম্বল ছিল না। এই অবস্থায় পরস্পরের সাহায্যে দলবদ্ধভাবে বাঁচা ভিন্ন মানুষের কোনও উপায় ছিল না। বড় বড় জন্তু-জানোয়ার শিকার করবার জন্যেও মানুষের দলবদ্ধভাবে পরস্পরের সাহায্য একান্ত আবশ্যক ছিল। ফলে মানুষের মধ্যে হয়েছিল আদিম সমাজের উৎপত্তি। এই আদিম সমাজে অতি সামান্য কিছু জিনিস ছাড়া ব্যক্তিগত ব'লে কিছুই ছিল না—তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল না। ফলে তখন সমাজে

কোনও রকম শ্রেণীভেদ বা বৈষম্য ছিল না। তবে উৎপাদন ব্যবস্থাও অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। মানুষ গুহার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে ছোট ছোট কুটির তৈরি করেছিল। সম্প্রতি দন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গাগারিনো গ্রামে এই রকম প্রাচীন বাসস্থানের বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল চিহ্ন থেকে জানা গেছে, মাটিতে ডিম্বাকারে গর্ত ক'রে তার ওপর কুঁড়েগুলি তৈরী করা হ'তো। গর্তের ধারগুলি পাথরের নুড়ি দিয়ে শক্ত করা হ'তো এবং উপরে গাছের ডাল ও পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী করা হ'তো ঘরের চাল। মহাগজ, গণ্ডার ও নানারকম ছোট জন্তু-জানোয়ারের যেসব হাড় পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায়, ঐগুলি কুটিরবাসীদের আহার্য ছিল। জন্তু-জানোয়ারের দাঁত ও ঝিনুক অলংকাররূপে ব্যবহৃত হ'তো। পাথরের ওপর খোদাইকরা স্ত্রীলোকের মূর্তিও কিছু পাওয়া গেছে। এই ধরনের প্রায় ২০০ বাসস্থান সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুরুষানুক্রমে অভ্যাস ও নব নব অভিজ্ঞতালাভের ফলে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে মানুষ ক্রমেই উন্নত হ'তে লাগলো। পাথর ও হাড়ের যন্ত্রপাতিগুলি অনেক নিপুণ হয়ে উঠলো। উৎপাদন ব্যবস্থাতেও ক্রমাগত উন্নতি ঘটলো লাগলো।

মানুষ আদিম যুগ থেকে ক্রমেই সভ্যতার যুগের দিকে অগ্রসর হ'লো। তারা বাসন-কোসন তৈরী করতে লাগলো, কাপড় বা ঐ ধরনের জিনিস তৈরী করলো, মাছ ধরবার উপযোগী জালও বুনলো। শিকারের জন্যে বর্শা, কোঁচ ও তীরধনু বা ঐ জাতীয় জিনিস ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। পুরাতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে এমন অনেক বিশালকায় জন্তুর অস্থি আবিষ্কার করেছেন, যেগুলিতে পাথরের ফলাওয়ালা তীর বিদ্ধ অবস্থায় থাকতে দেখা গেছে।

সাধারণত শিকারের কাজ পুরুষরা ও ফলমূল সংগ্রহের কাজ

মেয়েরা করত। মেয়েরা ধীরে ধীরে শস্য ও মূল রোপণ করতে শুরু করলো। তখনো লাঙলের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় নি; মেয়েরা খুরপি বা খন্তা দিয়েই মাটি কুপিয়ে বীজ বা মূল রোপণ করতো। এইভাবেই কৃষিকার্যের হ'লো সূত্রপাত। কৃষিকার্য শুরু হবার ফলে খাদ্য-সরবরাহ অনেকখানি নিশ্চিত হ'লো। মানুষকে আর অনিশ্চিত মৃগয়া বা বন্য ফলমূল আহরণের উপরই নির্ভর করতে হ'লো না। ফলে স্ত্রীলোকরাই সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করলো। উদ্ভব হ'লো মাতৃ-শাসিত সমাজের।

অন্যদিকে পুরুষরাও কেবল শিকারের কাজেই ব্যস্ত রইলো না। তারাও পশুদের হত্যা না ক'রে বশ ও পালন করবার উপায় উদ্ভাবন করলো। এইভাবে সূত্রপাত হ'লো পশু পালনের। মানুষ এই সময় সাধারণত বন্য অঞ্চলে নদী ও হ্রদের তীরে দল-বদ্ধভাবে বাস করতো। তখনো পরিবার ব'লে কিছু ছিল না—ছিল এক-একটি কৌম বা গোষ্ঠী। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্ল্যান'।

পশুপালনের উন্নতির ফলে মানুষ কেবল খাদ্যের পর্যাপ্ততা ও নিশ্চয়তা লাভ করলো না, পশুর লোম থেকেও শীঘ্রই তারা গরম কাপড় উৎপন্ন করলো। খুরপি ও খন্তার সাহায্যে এতোদিন মেয়েরা যে কৃষিকাজ করতো, পশুপালনের ফলে তাতেও পরিবর্তন এলো। এখন গৃহপালিত পশুদের দিয়ে কর্ষণের উপযোগী লাঙলের ব্যবহার সম্ভব হ'লো। পশু-চালিত লাঙল ব্যবহারের ফলে দ্রুত কৃষির উন্নতি ঘটলো এবং কৃষিকার্য মেয়েদের হাত থেকে পুরুষের হাতে চলে গেল। ফলে পুরুষরাই এখন সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করলো। এইভাবে উদ্ভব হ'লো পিতৃশাসিত সমাজের।

পুরুষরা যখন সমাজে আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করছিল, তখন তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র পাথরের তৈরী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের স্থান অধিকার করছিল। সোভিয়েত দেশে

সর্বপ্রাচীন যেসব তামার তৈরী জিনিস পাওয়া গেছে, সেগুলি ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে তৈরী হয়েছিল ব'লে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন। মানুষ সোনা ও রূপার ব্যবহারও শিখেছিল। উত্তর ককেশাসের মাইকপে ঐ যুগের একটি কবর-খানা থেকে সোনার তৈরী ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া গেছে। ককেশাস, ট্রান্সককেশাস ও আলতাই অঞ্চলে ব্রোঞ্জ যুগ ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ছিল মনে হয়।

কৃষি ও পশুপালনের উন্নতির ফলে সোভিয়েত দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল সমাজ এবং কোনও কোনও অঞ্চলে প্রধানত পশুপালনের উপর নির্ভরশীল সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ সাইবেরিয়ায়, মধ্য এশিয়ায় ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে লোকেরা প্রধানত পশুপালনের উপর নির্ভর করতো।

ব্রোঞ্জ যুগের পর সোভিয়েত দেশেও লৌহযুগের সূত্রপাত হয়। লোহার ব্যবহার সুপ্রচলিত হওয়ার ফলে কৃষিকার্যের ও বিভিন্ন শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। লোহার কুড়াল ও লাঙলের ফলা মানব সভ্যতাকে দ্রুত সাবালক ক'রে তোলে। সমাজে উৎপাদন ও ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির ফলে আদিম সঙ্ঘ-সমাজ ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে শ্রেণী সমাজের উৎপত্তি হয়। পণ্ডিতরা মনে করেন, সোভিয়েত দেশে এই রকম শ্রেণী সমাজ সর্বপ্রথম ট্রান্সককেসীয় অঞ্চলেই দেখা দিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রেণী-সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব

শ্রেণী সমাজ থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার, এই দুটি কারণে প্রাচীন গোষ্ঠীগত সমাজ ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়ে এবং সমাজে কতিপয় পরিবার ক্রমাগত অধিকতর শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হ'তে থাকে। এই সময়ে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হ'তো, তাতে বন্দীদের হত্যা করবার রীতি ত্যাগ করা হয় এবং বন্দীদের ক্রীতদাসরূপে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হ'তে থাকে। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই অধিক পরিমাণে ক্রীতদাসদের মালিক হওয়ায় তাদের শক্তি ও সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখন অনেক সময় কেবল ক্রীতদাস ধরার লোভেই উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। কেবল তাই নয়, উপজাতিগুলির মধ্যেও দুর্বল ও অল্পবিত্ত লোকদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হ'তে থাকে। এই-ভাবে ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন ঘটে এবং ক্রীতদাসদের মালিকরাই সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। ক্রীতদাসরা মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয়, মালিকরাও তাদের ইচ্ছামতো ক্রীতদাসদের ক্রয়-বিক্রয় ও হত্যা করবার অধিকার পায়।

যাই হোক, ক্রীতদাসের শ্রমের ফলে সমাজের এক শ্রেণীর লোকে অত্যধিক ধনসম্পদের অধিকারী হ'লো। এখন সমাজে ধনসম্পদের যে অসাম্য দেখা দিলো, তার ফলে ধনীরাই কৌম ও উপজাতির নায়ক বা দলপতি নির্বাচিত হ'তে লাগলো। যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের ফলে এই সকল নায়ক বা দলপতিরা ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হ'তে লাগলো এবং তাদের কেন্দ্র ক'রে সমাজে যোদ্ধা-

শ্রেণী গ'ড়ে উঠলো। এই যোদ্ধা শ্রেণীর সাহায্যে দলপতিরা সমাজের গরীব জনসাধারণ ও ক্রীতদাসদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো। ধনী দলপতি ও তার অনুচরদের স্বার্থরক্ষার জন্য সমাজে নূতন আইন-কানুন প্রচলিত হ'লো। এইভাবে শ্রেণী সমাজে উদ্ভব হ'লো রাষ্ট্র ব্যবস্থার। পার্শ্ববর্তী দুর্বল উপজাতিগুলিকে পদানত ক'রে রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও শক্তি আরও বাড়াঁনো হ'লো।

উরার্তু—জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান :

সোভিয়েত ভূমিতে এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বপ্রথম বিকাশ হয় ট্রান্সককেশাস অঞ্চলে—১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে ইরানের উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বান, সেবান ও উর্মিয়া হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কতকগুলি উপজাতি বাস করতো। ঐ সকল উপজাতি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠে। পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজ্য আসিরীয়া এই উপজাতিগুলির বিরুদ্ধে বহু অভিযান করে এবং এই সকল উপজাতির বাসভূমিকে "উরার্তু" বা উরার্ধু নামে অভিহিত করে।

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ঐ সকল উপজাতি সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং "কাল্‌ডীয়" নামে পরিচিত হয়। খালডু বা কালডু ছিল ঐ সকল উপজাতির দেবতার নাম। তা থেকেই কাল্‌ডীয় (Chaldean) নামের উৎপত্তি। খ্রীষ্টপূর্ব ৯ম-৮ম শতাব্দীতে কাল্‌ডীয় রাজ্য খুবই বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল্‌ডীয় রাজ্য উত্তরে আরাক্‌সেস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, এমন কি ককেসাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাল্‌ডীয়দের রাজা আর্গিষ্টি বানের নিকটবর্তী এক পর্বতগাত্রে তাঁর অভিযানের কাহিনী সগর্বে লিপিবদ্ধ করেন। তাতে বলা

হয় যে, একটি অভিযানে রাজা আর্গিষ্টি ৬৪০০০ লোককে হত্যা বা ক্রীতদাসরূপে বন্দী করেন। হাজার হাজার ক্রীতদাস বহু-সংখ্যক খাল খনন করে, পর্বতের উপরে বহু দুর্ভেদ্য প্রাসাদদুর্গ নির্মাণ করে, রাজ্যে সেচ ও জলসরবরাহের ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি করা হয়। রাজধানী বানে পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে খালটি খনন করা হয়, তা প্রায় দু হাজার বছরেরও বেশী সময় ব্যবহার-যোগ্য ছিল।

কালডীয়রা কৃষি ও পশুপালনে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেও তারা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। প্রাসাদ ইত্যাদির নির্মাণে তারা প্রধানত পাথর ব্যবহার করত। পাথরের টুকরোগুলিকে অপূর্ব কৌশলের সঙ্গে পরস্পরের চাপে পরস্পরের উপর সাজিয়ে গৃহগুলি নির্মিত হ'তো। ইরেবানের কাছাকাছি জায়গায় একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ একটি লিপিতে বলা হয়েছে: "এইরূপ ১০,০০০ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে মেন্নুয়সের পুত্র আর্গিষ্টি এই দুর্গটি নির্মাণ করেন।" উরার্তুর এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ক্রীতদাস প্রথার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল। এই রাজ্যের অধিবাসীরা স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সর্বাধিকসংখ্যক ক্রীতদাসের অধিকারী ছিলেন রাজা নিজে।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই রাজ্যের পতন শুরু হয়। উত্তর দিক থেকে বিভিন্ন যাযাবর উপজাতি ও দক্ষিণ দিক থেকে আসিরীয়রা এই রাজ্যের উপর চাপ দিতে থাকে। আসিরীয়ারাজ সারগন একটি যুদ্ধে কাল্‌ডীয়দের পরাজিত করেন এবং তাঁর বিজয়-অভিযানের কাহিনী তিনি একটি পর্বতগাত্রে লিপিবদ্ধ করান। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারসীকগণ

উরাতু´ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে কাল্ডীয়রা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উরাতু´ রাজ্যে আর্মেনীয় ও জর্জীয় নামে দুইটি জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আর্মেনিয়া পারস্যরাজ প্রথম দরয়বৌসের পদানত হয়। আর্মেনীয়রা এই পরাধীনতাকে সহজে স্বীকার করে না, তারা বার বার বিদ্রোহ করে। কিন্তু দরয়বৌস এই সকল বিদ্রোহ কঠিনহস্তে দমন করেন। দরয়বৌস কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে এই বিদ্রোহ ও তা দমনের কাহিনী জানা যায়।

পারসীকদের পর খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকরা আলেক-জান্দারের অধীনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এশিয়ার এক সুবিশাল অঞ্চলে আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং তাঁর অন্যতম সেনাপতি সেলুকস পশ্চিম এশিয়ায় শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। সেলুকসবংশীয় গ্রীক রাজারা আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া পদানত করেন। কিন্তু এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে গ্রীকদের অধীনতা-পাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০ অব্দে রোমানরা সিরিয়ার সেলুকসবংশীয় গ্রীকরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। এই সুযোগে আর্মেনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আর্মেনিয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এই রাজ্যের দ্বিতীয় তাইগ্রেনিস খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এশিয়া মাইনর, পারস্য ও তুর্কেমানিয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। রোমানদের অত্যাচারে বহু গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক তাঁর রাজ্যে এসে আশ্রয় নেন। তাইগ্রেনিস রোমান আদর্শে ও রীতিতে একটি দুর্জয় সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলেন। কিন্তু রোমানদের সঙ্গে শীঘ্রই দ্বিতীয় তাইগ্রেনিসের যুদ্ধ বাধে। রোমক বীর পম্পেঈ দ্বিতীয়

তাইগ্রেনিসকে বশ্যতাসূচক মিত্রতা মেনে নিতে বাধ্য করেন। জর্জিয়ার কতকাংশও রোমানদের পদানত হয়।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে পারস্য পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার কতকাংশ তার পদানত হয়। পারস্য বর্তমান আজারবাইজানও অধিকার করে। এইভাবে রোমক ও পারসীকরা আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও আজারবাইজানে রাজত্ব করতে থাকে। বিদেশীদের শাসনকালে এই অঞ্চলের দুর্দশার সীমা থাকে না। ফলে দেশে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে বহু বিদ্রোহ দেখা দেয়। রোমক ও পারসীকরা স্থানীয় ধনী সামন্তদের সাহায্যে এইসব বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে। রোম সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসায় আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়। মেস্‌রব মাস্‌তোৎস্‌ নামে জনৈক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্মেনীয় লিপির সংস্কার সাধন করেন। এইভাবে আর্মেনীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজান্‌টিয়ামের সঙ্গে জর্জিয়া সংস্পর্শে আসায় সেখানেও জর্জীয় সাহিত্যের সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে।

আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় পারসীকরা সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করে। ঐ সময়ে আরবরা খলিফাদের নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পারস্যে সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা সমগ্র আর্মেনিয়া এবং পূর্ব জর্জিয়া অধিকার করে। আজারবাইজানও তাদের পদানত হয়। আরবদের শাসনকালে ট্র্যান্সককেসীয় অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। আরবদের শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা স্বাধীনতার জন্যে সুদীর্ঘ কাল বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করে। নবম শতাব্দীর শেষভাগে আরবের খলিফা-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের

উদ্ভব হয়। ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আসোদ আর্মেনিয়ার রাজা হন এবং তিনি শক্তিশালী বাগ্রাতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে জর্জিয়াও বাগ্রাতীয় রাজগণের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল—সিদীয়, গ্রীক ও সার্মাতীয়গণ :

কৃষ্ণসাগরের উত্তরে ভল্‌গা ও নীস্তার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বহু উপজাতি বাস করত। এরা সকলেই সিদীয় (Scythian) নামেই অভিহিত হ'তো। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতসের রচনার মধ্যেও এই সিদীয়দের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। সিদীয়দের নিরবচ্ছিন্ন সহচর ছিল অশ্ব। সিদীয়রা দুঃসাহস ও বীরত্বের জন্যে পার্শ্ববর্তী সমসাময়িক জাতিগুলির কাছে সুখ্যাত ছিল। যোদ্ধারা সিদীয় সমাজে সর্বাধিক সম্মান লাভ করতো। যারা এক বা একাধিক শত্রুকে বধ করেছে, কেবল তারাই সিদীয়দের বার্ষিক জাতীয় উৎসবে একই পানপাত্র থেকে সুরাপানের অধিকার পেতো। সিদীয়রা নিহত শত্রুর মাথার খুলি দিয়ে পানপাত্র এবং গায়ের চামড়া দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরী করতো।

সিদীয়দের অপর এক শাখা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতীয় ইতিহাসে তারা "শক" নামে পরিচিত হয়েছিল। শকদের সঙ্গে এই সিদীয়দের কোনও যোগাযোগ ছিল ব'লে মনে হয় না।

সিদীয় উপজাতিগুলির নিজ নিজ রাজা ছিল। রাজারা অতুল সম্মানের অধিকারী ছিলেন। কোনও রাজার মৃত্যু হ'লে তাঁর মৃতদেহ সারা রাজ্যে গাড়িতে চড়িয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হ'তো। প্রজারা রাজার মৃতদেহ দেখে গভীর দুঃখ প্রকাশ করতো—চুল

ছোট ক'রে ছেঁটে ফেলতো, কানের অংশ কেটে বাদ দিতো, মুখ আঁচড়ে রক্তাক্ত করতো, বাম হাত তীরবিদ্ধ করতো। প্রকাণ্ড পিপেয় ভ'রে রাজার দেহ কবর দেওয়া হ'তো। রাজার স্ত্রী, দাস-দাসী ও বহু অশ্ব হত্যা ক'রে তাদেরও রাজার সঙ্গে কবর দেওয়া হ'তো। রাজার কবরে বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং মূল্যবান্ স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত পাত্রাদি রাখা হ'তো। কিছু কিছু কবর এখনো ঐ অঞ্চলে রয়েছে। ঐগুলির এক-একটির উচ্চতা ৩০-৩৫ ফুট হবে। কবর-গুলি খুঁড়ে বহু জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকে তৎকালীন সিদীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। নীপার নদীর তীরবর্তী নিকোপল শহর থেকে কিছু দূরে একটি কবরখানা থেকে অপূর্ব একটি রৌপ্যপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পাত্রের গায়ে যে সূক্ষ্ম নক্শা-করা ছবিগুলি রয়েছে, তা থেকে সিদীয়রা কিভাবে দুরন্ত ঘোড়াকে বশ মানাতো, তা বোঝা যায়। কার্চ শহরের নিকটবর্তী কুল-ওবা পাহাড়ে একটি স্বর্ণপাত্র পাওয়া গেছে। তাতেও খোদিত সুন্দর সুন্দর চিত্র রয়েছে। একটি চিত্রে একজন যোদ্ধা রাজার সামনে নতজানু হয়ে আছে। অপর একটি চিত্রে জনৈক সিদীয় ধনুকে ছিলা পরাচ্ছে। অপর একটি চিত্রে দেখা যায়, একজন সিদীয় অপর একজনের দাঁতের চিকিৎসা করছে; অপর একটি চিত্রে একজন সিদীয় অপর একজন সিদীয়ের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। সোলোখায় একটি কবর থেকে যে সোনার চিরুনি পাওয়া গেছে, তাতে তিনটি যোদ্ধার যুদ্ধদৃশ্য খোদিত রয়েছে। অনেকে মনে করেন, ঐ চিত্রে গ্রীকদের বিরুদ্ধে সিদীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের খণ্ডিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে গ্রীসদেশ অবস্থিত। গ্রীকরা সিদীয়দের ধনসম্পদের কথা অনেক কাল ধ'রেই শুনেছিল। কেবল তাই নয়, ককেসাস অঞ্চলের স্বর্ণখনিগুলিও তাদের কৃষ্ণ

সাগরের উত্তর ও পূর্ব উপকূলের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ঐসব অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস আমদানিও তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাই দেখা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর তীরে কতকগুলি গ্রীক উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে। এই সকল উপনিবেশের মধ্যে বুগ ও নীপার নদীর মোহানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ওল্‌ভিয়া, বর্তমান সেবাস্তপোলের নিকটবর্তী অঞ্চলে খের্রসোনেস এবং ক্রিমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ফেদোসিয়া ও পান্তিকাপাইয়াম (বর্তমান কার্চ) এবং দন নদীর মোহানায় আজভ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে তানাইস প্রধান। কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী ককেসাস অঞ্চলেও অনেকগুলি গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। সিথীয়দের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সংগ্রাম-সংঘর্ষই এই অঞ্চলের গ্রীকদের প্রধান ইতিহাস। দীর্ঘকাল গ্রীকরা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে গ্রীক উপনিবেশগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সার্মাতীয় (Sarmatians) নামে পরিচিত কতকগুলি যাযাবর উপজাতি এই সময়ে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সার্মাতীয়রা হুনদের আগমন-কাল পর্যন্ত সমভূমি অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধার জাতিরূপে পরিচিত ছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায়, তারা দীর্ঘ-কায় ও সুশ্রী ছিল। তারা সুদীর্ঘ বর্শা ও লৌহনির্মিত লম্বা তরবারি ব্যবহার করতো। অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাতা ও মণিকার হিসাবে তাদের নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তারা বর্তমান সোভিয়েত দেশের এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ক্রমেই তারা কৃষিকার্য ও পশুপালনে খুবই উন্নত হয়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে ব্যতিব্যস্ত ও বিপন্ন হয়ে সিথীয়রা পশ্চিম দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়। যারা বাসস্থান ত্যাগ ক'রে

যেতে অস্বীকার করে, তারা ধীরে ধীরে সার্মাতীয় জাতির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যায়। সার্মাতীয়দের মধ্যে "আলান" নামে পরিচিত উপজাতিটিই ছিল সর্বপ্রধান। আলানদের মধ্যে "রুখ্‌স্‌" নামে একটি গোষ্ঠীর পরিচয় মেলে। "রুখ্‌স্‌" শব্দের অর্থ উজ্জ্বল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন, এই রুখ্‌স্‌ শব্দ থেকেই পরে "রস" বা "রুশ" শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তবে তাঁদের এই অনুমানকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে সকলে স্বীকার করেন না।

রোমান ও গথ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমানরা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। রোমক সৈন্য-বাহিনী গ্রীক উপনিবেশগুলিতে ও ককেসাস অঞ্চলে বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ঐ সকল অঞ্চল রোমক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ক্রিমিয়া ও ককেসাস অঞ্চলের রোমক দুর্গগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু এই সুযোগে স্থানীয় কোনও রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই গথ নামে পরিচিত কতিপয় জার্মান উপজাতি সংঘবদ্ধ হয়ে ঐ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। গথরা এমনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা দানিয়ুব নদী পার হয়ে রোম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায়, কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী এশিয়া মাইনরে ও ককেসীয় অঞ্চলে লুঠতরাজ করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে গথরা রোমানদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হ'লেও গথদের সঙ্গে রোমানদের এই সংঘর্ষ রোম সাম্রাজ্যের আসন্ন কাল সূচিত করে। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপেও অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলির আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়। সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে এই সময়ে হুন জাতির লোকেরা দক্ষিণে অগ্রসর

হয়ে এখনকার সোভিয়েত দেশের বহু অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। সুদূর রোম পর্যন্ত তাদের বিজয় অভিযান অগ্রসর হয়।

হুন জাতির আক্রমণ ঃ

দক্ষিণ সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়ার সুবিশাল সমভূমিতে অসংখ্য যাযাবর উপজাতির বাস ছিল। পরে এইসব উপজাতি সংঘবদ্ধ হওয়ায় তুর্কী ও মঙ্গোল জাতিগুলির উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে চীনদেশের উত্তরে অবস্থিত সাই-বেরিয়ায় কতিপয় যাযাবর উপজাতি সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই উপজাতিগুলি "হুন" নামে পরিচিত। কয়েক শতাব্দী ধরে চীনারা এই হুনদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে হুনদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে চীনারা তাদের দেশের সীমান্তে যে প্রাচীর রচনা করে, তা-ই পরে "চীনের মহা-প্রাচীর" নামে পরিচিত হয়েছে। চীনারা পরে শক্তিশালী হয়ে উঠলে হুনরা বহুসংখ্যায় পশ্চিম দিকে ক্রমেই স'রে যেতে বাধ্য হয়। এশিয়ার সমভূমিতে অন্য যেসব উপজাতি ছিল, তারাও অনেকে হুনদের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে হুনরা নূতনতর শক্তি লাভ করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হুনরা মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। হুনরা গথদের বিতাড়িত করে; গথরা আরও পশ্চিমে স'রে যায়। দুর্ধর্ষ নায়ক এটিলার অধীনে হুনরা রোম পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং প্রায় সমগ্র মধ্য ইউরোপ তাদের অধীনে আসে। কিন্তু ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হ'লে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। হুনদের এক দল দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ তীরে বসবাস করে ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। অপর দল কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ফিরে আসে। কিন্তু তাদেরও কোনও পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

ভল্‌গার তীরবর্তী অঞ্চল—বুলগার ও খাজার ঃ

হুনদের দেখাদেখি বুলগার উপজাতির লোকেরাও তাদের পিছু পিছু কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে এসে পৌঁছে। বুলগারদের পিছু পিছু অন্যান্য উপজাতির লোকেরাও আসতে থাকে। ঐ সকল উপজাতির চাপ দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করা বুলগারদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বুলগার উপজাতিগুলি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে; তাদের কতকগুলি ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে; অপর কতকগুলি দল বল্‌কান অঞ্চলে প্রবেশ ক'রে সেখানকার স্থানীয় যুগোস্লাভ অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে আধুনিক বুলগেরীয় জাতির পূর্বপুরুষরূপে দেখা দেয়।

যে উপজাতিগুলির চাপে বুলগাররা ভল্‌গা ও বল্‌কান অঞ্চলে স'রে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে খাজার উপজাতিই প্রধান। খাজার উপজাতি তুর্কী উপজাতিগুলির অন্যতম। তারা আলতাই অঞ্চল থেকে ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে খ্রীষ্টীয় ৫৬০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভল্‌গার মোহানা অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন করে। খাজার রাজ্যের রাজাকে বলা হ'তো "কাগান" বা "খাকান"। কাগানকে খাজাররা দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতো। কিন্তু রাজ্য শাসনের প্রকৃত অধিকার অপর এক ব্যক্তির হাতে থাকতো। তাঁকে বলা হ'তো "বেগ"। খাজারদের প্রধান শহর ছিল ভল্‌গার মুখে অবস্থিত ইতিল। ইতিলে কাগান নিজে থাকতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইতিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আরব, মধ্য এশিয়া, গ্রীস ও জুডিয়া থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে বাণিজ্য করতে আসতো। ইতিল ছিল দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শুল্ক থেকেই কাগানের রাজকোষের একটি প্রধান অংশ পূর্ণ হ'তো। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খাজার রাজ্য খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দক্ষিণে

বাইজান্টিয়ামের সঙ্গে একযোগে তারা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আরাক্সাস নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ভল্গা নদীর পশ্চিমে কাস্পিয়ান ও আজভ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল খাজারদের অধীন ছিল। ক্রিমিয়ার কতকাংশও তাদের অধিকারভুক্ত হয়। নীপার ও ওকা নদীর তীরবর্তী স্লাভ উপজাতিগুলি তাদের রাজকর দিতে বাধ্য থাকে। উত্তরে খাজার অধিকার মধ্য ভল্গা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। খাজাররা ইহুদী, আরব ও গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় ইহুদী ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম, এই তিনটির সঙ্গেই তারা পরিচিত হয়। কিন্তু ইহুদী ধর্মকেই তারা গ্রহণ করে। অনেকে মনে করেন, সোভিয়েত দেশের বর্তমান ইহুদীদের অধিকাংশই এই ইহুদী খাজারদেরই বংশধর।

ভল্গা তীরের বুলগার রাজ্য ঃ

খাজারদের তাড়নার ফলে যেসব বুলগার ভল্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ধ'রে উত্তরে অগ্রসর হয়েছিল, তারা মধ্য ভল্গা ও কামা নদীর মিলনস্থলে একটি স্বাধীন রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। যাযাবর বুলগাররা এখানে এসে কৃষিকার্য শুরু করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে অল্পদিনের মধ্যে খুবই উন্নত হয়ে ওঠে। আরব লেখকদের মতে, গম, যব ও যোয়ার ছিল তাদের উৎপন্ন শস্য। কামা ও ভল্গা নদীর সংযোগস্থলে বহু সমৃদ্ধ শহর গ'ড়ে উঠেছিল। ঐ সব শহরে ট্রান্সককেসাস, বাইজান্টিয়াম, মধ্য এশিয়া এবং স্লাভ-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসতো। বুলগাররা রুশদের উত্তর অঞ্চলেও বহুমূল্য "ফার" কিনবার জন্যে যেতো। ঐ সময় রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলে যেসব লোক বাস করতো, তাদের সঙ্গে বুলগাররা একটি অভিনব পদ্ধতিতে পণ্য-বিনিময় করতো। এই বিনিময়-ব্যবস্থায় ক্রেতার

সঙ্গে বিক্রেতার সাক্ষাৎ হ'ত না। একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে বুলগার বণিকরা তাদের পণ্য রেখে আসতো। পরদিন গিয়ে তারা দেখতো, তাদের পণ্যের পাশে পরিমাণমতো ফার রয়েছে। বুলগার বণিক ঐ রক্ষিত ফারকে পণ্যবিনিময়ের পক্ষে উপযুক্ত মনে করলে সেই ফার নিয়ে তার পণ্য সেখানে ফেলে রেখে চলে আসতো, আর বিনিময়ের পক্ষে যথেষ্ট নয় মনে করলে নিজের পণ্যদ্রব্য নিয়ে ফিরতো। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, এই বিনিময় ব্যবস্থায় উভয় পক্ষই সাধুতার আশ্রয় নিতো, কেউ অসাধু উপায়ে অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করতো না।

ঐ সময়ে আরব জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে খুবই উন্নত হয়েছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে বুলগাররা আরবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। তারা আরবদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আরবদের অনুকরণে মুদ্রা তৈরী ক'রে নিজেদের রাজ্যে চালু করে।

বুলগার ও খাজার রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠার ফলে ভল্‌গা নদী এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথ হয়ে ওঠে। ভল্‌গার উৎসমুখ প্রায় পশ্চিম দ্‌ভিনা নদীর কাছাকাছি পৌঁছায় এবং পশ্চিম দ্‌ভিনা বাল্‌টিক সাগরে পড়ায়, বাল্‌টিক ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। যেখানে নদী-পথে এই যোগাযোগ রক্ষিত হ'তো না, সেখানে নৌকাগুলিকে স্থলপথে বয়ে এক নদী থেকে অন্য নদীতে আনা হ'তো। এই বহন পদ্ধতি (Portage) ছিল রুশ দেশের নদী-পথের পারস্পরিক সংযোগরক্ষার প্রধান উপায়।

মধ্য এশিয়ার কতিপয় রাজ্য ঃ সমরখন্দ, বোখারা, খোরেজম ঃ

মধ্য এশিয়ার সমভূমি অগণিত যাযাবর জাতির গমনাগমন পথে পরিণত হয়েছিল। দক্ষিণ সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়া থেকে

বহু উপজাতি এই পথেই দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাযাবর উপজাতিগুলির গমনপথে অবস্থিত হওয়ায় দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে কোনও স্থায়ী ও শক্তিশালী রাজ্যের উত্থান সম্ভব হয় নি। আরবরা যখন মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, তখন এই অঞ্চলে কয়েকটি রাজ্য নিজেদের মধ্যে অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বে নিযুক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল সগ্‌ডিয়ানা। সগ্‌ডিয়ানার রাজধানী ছিল মারাকান্দা (সমরকন্দ)। মারাকান্দা থেকে কিছু পশ্চিমে বোখারা এবং আমু দরিয়ার তীর-বর্তী অঞ্চলে খোরেজম শহর দুটি অবস্থিত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে এই শহরগুলি খুবই সমৃদ্ধ ছিল। সগ্‌ডিয়ানার অধিবাসীরা ছিল বর্তমান তাজিক জাতির পূর্বপুরুষ। পূর্বদিক থেকে চীনা ও তুর্কী উপজাতিগুলি এবং দক্ষিণ দিক থেকে আরবরা এই সমৃদ্ধ অঞ্চলের উপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল। শতাব্দী কাল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পর আরবরা এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। তাজিকরা কিন্তু নীরবে এই অধীনতা স্বীকার ক'রে নেয় না। অবশেষে নবম শতাব্দীর শেষভাগে আরব শক্তি মধ্য এশিয়ায় বিধ্বস্ত হ'লে বোখারা শহরকে কেন্দ্র ক'রে এক স্বাধীন তাজিক রাজ্যের পত্তন হয়। সামানীয় (Samanids) রাজবংশ এখানে রাজত্ব করতে থাকে। এই রাজবংশের চেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে। বোখারা, সমরখন্দ ও মার্ভ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ্ ইবন্-সিনা (আভিসেন্না) বোখারা শহরে বাস করতেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলী পরবর্তীকালে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচার লাভ করে।

উত্তরাঞ্চলে : কিরঘিজ ও ফিনো-ইউগ্রীয় উপজাতি :

মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ায়, আলতাই পর্বত ও ইয়েনিসেই নদীর উৎস অঞ্চলে কিরঘিজ (খাকাস) উপজাতির বাস ছিল। অষ্টম শতাব্দীর পরে কিরঘিজগণ খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের জনসংখ্যা যেমন বিপুল ছিল, তেমনি যোদ্ধার সংখ্যাও ছিল বিস্তর। তাদের সৈন্যবাহিনীতে ঐ সময় প্রায় ৮০,০০০ যোদ্ধা ছিল। পরে কিরঘিজরা দক্ষিণে অগ্রসর হয় ও মধ্য এশিয়ায় বসবাস করে।

উরাল পর্বতমালার তুই দিকে, পূর্বে ও পশ্চিমে যে নিবিড় বনভূমি আছে, সেখানে ফিনো-ইউগ্রীয় (Finno-Ugrian) উপজাতিগুলির বাস ছিল। এরা তুর্কী উপজাতিদেরই আত্মীয়। মৃগয়া ও মৎস্যশিকার ছিল এদের প্রধান উপজীব্য। বহুমূল্য "ফার" ছিল এদের প্রধান পণ্যদ্রব্য। বুলগারদের সঙ্গে এদের ব্যবসায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। নদীবহুল অরণ্য অঞ্চলে এদের বাস হওয়ায় এদের মধ্যে ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা গড়ে ওঠেনি ; ফলে কোনও শক্তিশালী সামরিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি। পরে স্লাভ জাতির লোকেরা যখন উত্তর দিকে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে, তখন তাদের প্রতিরোধ করা এদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে এই উপজাতির লোকেরা ধীরে ধীরে স্লাভদের সঙ্গে মিশে যায়। যারা এইভাবে মিশতে রাজী হয় না, তারা ধীরে ধীরে আরও উত্তর-পশ্চিমে সরে যায়।

উত্তর-পশ্চিমে—লিথুয়ানীয়, লিভি, এস্থ্ প্রভৃতি উপজাতি :

বর্তমান রুশদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাল্টিক বা লিথুয়ানীয় উপজাতির লোকেরা বাস করতো। তারা ফিনো-ইউগ্রীয়দের মত বনাঞ্চলে বাস করলেও শীঘ্রই বন পরিষ্কার ক'রে চাষ-আবাদ

শুরু করেছিল। ঐ অঞ্চলে যেসব কবর আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি থেকে জানা যায়, তারা যুদ্ধবিদ্যায় ও অশ্বচালনায় পারদর্শী ছিল। তবে প্রাচীন কালে তারা কোনও শক্তিশালী রাজ্য গঠনে সমর্থ হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। তারা চতুর্দশ শতাব্দীতে রুশ দেশের ইতিহাসে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

লিথুয়ানীয়দের উত্তরে লিভি, এস্থ্ প্রভৃতি উপজাতিরা বাস করতো। এই লিভি উপজাতির নাম থেকেই "লিভোনিয়া" এবং এস্থ্ উপজাতির নাম থেকে "এস্থোনিয়া" নামের উদ্ভব হয়েছে।

এ ছাড়াও রুশদেশের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে বহু উপজাতির বাস ছিল। সেগুলি স্লাভ জাতির অন্তর্গত ছিল না। সেগুলির মধ্যে মেরিয়া, মোর্দাভীয়, চুভাস, কোমি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যন্ত আমরা সোভিয়েত ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি বা উপজাতি সংঘের উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণনা করেছি। এই কাহিনী অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই সকল জাতি সোভিয়েত ভূমির ঐতিহাসিক প্রবাহের সঙ্গে বহু বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন স্রোতধারার মতো সংযুক্ত হয়ে নিজেদের নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলেছে। সোভিয়েত ভূমির মূল ঐতিহাসিক ধারার ধারক হিসাবে এরা কেউ আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। যে জাতি বা উপজাতি সংঘ সেই মহান কর্তব্য করতে সক্ষম হয়েছিল, তার বিবরণ এখনো আমরা দিইনি। সেই জাতি হ'ল স্লাভ জাতি। তার পরিচয় ও বিবরণ আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেবো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্লাভ জাতি ও কিয়েভ রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান

যে স্লাভ জাতি রুশদেশের তথা সোভিয়েত ভূমির ভাগ্যনিয়ন্তা-রূপে দেখা দিয়েছে, তারা স্মরণাতীত কালে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের রোমক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, বাল্‌টিক সাগরের দক্ষিণ উপকূলে ও ভিস্‌টুলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ঐ সময়ে স্লাভ জাতির লোকে বাস করতো। রোমক লেখকরা তাদের "ভেনেদি" (Venedi) নামেই জানতেন। ষষ্ঠ শতকের বাইজান্‌টাইন্ লেখকরা পূর্বী স্লাভদের "আন্তি" (Ante) নামে অভিহিত করেছেন। পূর্বী স্লাভরা ঐ সময়ে পশ্চিমে কার্পাথিয়ান পর্বতমালা থেকে পূর্বে কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগে, দানিয়ুব, নীপার, নীস্তার ও দন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করতো। কৃষি, পশু-পালন, মৃগয়া, মৎস্যশিকার ও বন্য মধু সংগ্রহ ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত; ছিটেবেড়া দিয়ে বাড়ি তৈরী করতো; গ্রামগুলির চারদিকে থাকতো পরিখা, মাটির ও কাঠের উঁচু প্রাচীর। তখনো স্লাভ উপজাতিগুলির মধ্যে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ হয় নি। উপজাতীয় বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত উপজাতীয়দের সভায় গৃহীত হ'তো। ঐ সকল সভাকে বলা হ'তো "ভেচে" (Veche) । [Veschat শব্দের অর্থ "বলা" ।] সমাজের প্রভাবশীল ব্যক্তিরা দলপতি নির্বাচিত হতেন।

যুদ্ধের সময়ে উপজাতিগুলির মধ্য থেকে প্রবীণ ও বুদ্ধিমান লোক দেখে দলপতি নির্বাচন করা হ'তো। যুদ্ধের সময়ে দল-পতিরা লুণ্ঠনের মোটা অংশ পাওয়ায় তাঁরা ক্রমেই আরও ধনী ও

শক্তিশালী হয়ে উঠতেন। অধিকতর ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় সর্বদাই একদল যোদ্ধা তাঁদের অনুচররূপে থাকতো। এই অনুচরদের সাহায্যে দলপতিরা ক্ষমতা হস্তগত ক'রে নিজ নিজ উপজাতিগুলির মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতেন। দলপতিরাই ছিলেন প্রিন্স বা উপরাজ। প্রত্যেক উপজাতিতে একাধিক উপরাজ থাকতেন। তাঁদের মধ্যে একজন গ্র্যাণ্ড প্রিন্স বা প্রধান উপরাজ ব'লে গণ্য হতেন। উপজাতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই প্রধান উপরাজ অন্যান্য উপরাজ ও প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। অনেক সময় "ভেচে" আহ্বান ক'রে সমগ্র জাতির মতামত নেওয়া হ'তো।

স্লাভরা জাতিগতভাবে ছিল বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও সহিষ্ণু। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে তারা অতুলনীয় সাহস ও শক্তির পরিচয় দিতো। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। স্লাভরা ঐ সময় ঐ অঞ্চলে প্রায়ই হানা দিতো এবং বাইজান্টাইন বাহিনীকে প্রায়ই বিপর্যস্ত করতো। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী বহু অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পূর্বদিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্তান্তিনোপল পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র বল্কান অঞ্চল স্লাভদের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বুলগাররা যখন পূর্ব দিক থেকে বিতাড়িত হয়ে পশ্চিমে চলে আসে, তখন তারা স্লাভ জাতির সঙ্গে মিশে যায় এবং দানিয়ুব নদীর তীরে বুলগেরিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করে। এখানে স্মরণীয় যে, বুলগার জাতির অপর একটি শাখা ভল্‌গা ও কামা নদীর সংগম-স্থলে আর একটি বুলগার রাজ্য বা বুলগেরিয়ার পত্তন করেছিল।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পূর্বী স্লাভরা এক বিশাল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা পলিয়ানে ("পলিয়ে" শব্দের

অর্থ ক্ষেত), দ্রেভ্লিয়ানে ("দ্রেভো" শব্দের অর্থ গাছ), দ্রেগোভিচি ("দ্রিয়াগ্ভা" শব্দের অর্থ জলাভূমি), সেভেরিয়ানে, ক্রিভিচি, রাদিমিচি, ভিয়াতিচি প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। ইল্‌মেন হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে যে স্লাভ উপজাতি বাস করতো, তাদের ইল্‌মেন স্লাভ বা নভ্গরদ স্লাভ বলা হ'তো। নভগরদ ছিল এই স্লাভদের প্রধান শহর। পলিয়ানে স্লাভদের প্রধান শহর ছিল নীপার নদীর তীরবর্তী কিয়েভ শহর। এই কিয়েভই প্রাচীন কালে রুশ জাতির রাষ্ট্রীয় বিকাশে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রুশ জাতির উৎপত্তি ঃ

স্লাভ জাতির সঙ্গে ভারাঞ্জিয়ান জাতির সংমিশ্রণের ফলেই রুশ জাতির উৎপত্তি হয়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার, অর্থাৎ নরওয়ে ও সুইডেনের, অধিবাসীরা সেকালে ভারাঞ্জিয়ান নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা তাদের বলত নর্স্‌ম্যান (নর্থ্‌ম্যান—উত্তরের মানুষ)। উত্তর-পশ্চিমে বাল্‌টিক সাগর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত যাতায়াতের জন্যে যে জলপথ ছিল, সেই পথে এই ভারাঞ্জিয়ান বা নর্স্‌ম্যানরা দলবদ্ধভাবে যাতায়াত ও দস্যুবৃত্তি করতো। ঐ সময়ে তাদের দস্যুতা ও লুণ্ঠন সারা পশ্চিম ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। স্লাভরাও তাদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতো। ভারাঞ্জিয়ানরা তাদের কোনুংদের (দলপতি বা উপরাজ) অধীনে সামরিক পদ্ধতিতে দলবদ্ধ হয়ে স্লাভ অঞ্চলে হানা দিতো ও ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন চালাতো, লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদের নিয়ে গিয়ে বুলগার ও খাজারদের রাজধানীতে, এমন কি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্তান্তিনোপলে বিক্রয় করতো। স্লাভ জাতির লোকেরা বারে বারে এই দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতো, তাদের বিতাড়িত করতো, তবু তাদের হাত থেকে

নিস্তার পেতো না। ভারাঙ্গিয়ানরা লুণ্ঠনশেষে সাধারণত নিজেদের দেশে ফিরে যেতো ; কিন্তু অনেকে আবার স্থানীয় দলপতিদের হত্যা বা পদানত ক'রে তাদের পরিবর্তে স্লাভদের শাসন করতো এবং দীর্ঘকাল স্লাভদের মধ্যে থাকার ফলে ধীরে ধীরে স্লাভদের সমাজ-সভ্যতা ও রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত হ'তো। তারা স্লাভ ভাষায় কথা বলতো এবং স্লাভ জাতির দেবতাদের পূজা করতো। এইভাবে তারা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর স্লাভদের সঙ্গে প্রায়ই মিশে যেতো।

রিউরিক ঃ

বাল্‌টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত যে জলপথের কথা বলা হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ভারাঙ্গিয়ানরা প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, রিউরিক নামে এক ভারাঙ্গিয়ান দলপতি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে নভ্‌গরদ শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দুই ভাই, সিনেয়ুস ও ত্রুভর, যথাক্রমে বিয়েলো ওজেরো (শ্বেত হ্রদ) ও ইজবরস্ক্‌ শহরে আধিপত্য স্থাপন করেন। আস্কোল্ড ও দির নামে অপর দুজন ভারাঙ্গিয়ান দলপতি কিয়েভ শহর অধিকার ক'রে পলিয়ানে স্লাভ উপজাতিকে পদানত করেন। পলতস্‌ক্‌ অঞ্চলটি ভারাঙ্গিয়ানদের অপর এক শাখার করতলগত হয়। এইভাবে স্লাভ উপজাতিগুলির বাসভূমিতে ভারাঙ্গিয়ানরা নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করে। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, ফিন ভাষায় সুইডেনের অধিবাসীদের বলা হ'ত রুয়োৎসি (Ruotsi). তা থেকেই ভারাঙ্গিয়ানরা এবং পরে ভারাঙ্গিয়ান ও স্লাভদের মিশ্রণের ফলে গঠিত জাতি "রুশ" নামে পরিচিত হয়েছে।

প্রায় সকল দেশেই বহু রাজবংশের উত্থান-পতন দেখা যায়। কিন্তু রুশদেশে মাত্র দু'টি রাজবংশ সুদীর্ঘকাল ধ'রে রাজত্ব করেন।

প্রথম রাজবংশটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন এই রিউরিক। রিউরিকের বংশধররা রুশদেশে প্রায় ৬০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

ওলেগ :

রিউরিকের মৃত্যুর পর ওলেগই প্রকৃতপক্ষে রুশ জাতিকে শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ ক'রে তোলেন। রিউরিক ছিলেন সুইডিশ; কিন্তু ওলেগ ছিলেন নরওয়েবাসী। তাঁদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল, তা বোঝা যায় না। অনেকে মনে করেন, ওলেগ রিউরিকের নিকট আত্মীয় ছিলেন এবং রিউরিকের পুত্র ইগর অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তিনিই অভিভাবকরূপে নভ্‌গরদের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।

ওলেগ নভ্‌গরদের শাসনভার নেওয়ার পর নীপার নদী ধ'রে দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং স্মোলেন্‌স্ক্‌ শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্রিভিচি স্লাভ উপজাতিকে পদানত করেন। তারপর তিনি নীপার নদী ধ'রে দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং আস্কোল্ড ও দিরকে হত্যা ক'রে কিয়েভ অধিকার করেন। পার্শ্ববর্তী দ্রেভ্‌লিয়ানে স্লাভ উপজাতিও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। সেভেরিয়ানে ও রাদিমিচি নামে স্লাভ উপজাতিগুলি খাজারদের পদানত ছিল। সেগুলিকেও ওলেগ নিজের অধীনে আনেন। এইভাবে নভ্‌গরদ ও কিয়েভ এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় একটি সুবিস্তৃত রুশ রাজ্যের পত্তন ঘটে। নভ্‌গরদ ও কিয়েভ নীপার জলপথ নিয়ন্ত্রণ করায় ওলেগই রাশিয়ার প্রধান উপরাজ (Grand Prince of Rus) ব'লে স্বীকৃত হন। এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হয় কিয়েভ। কিয়েভকে কেন্দ্র ক'রে এই রাজ্যটি গঠিত হওয়ায় এর নাম হয় "কিয়েভ রুশ"। মেরিয়া, ভেসি, চিউদ প্রভৃতি অস্লাভ উপজাতির লোকেরাও এই রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে।

প্রাচীন পুরাবৃত্ত থেকে জানা যায়, ওলেগ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে সফল হয়েছিলেন। ৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট তাঁর সঙ্গে যে সন্ধি করেন, তাতে গ্রীক ও রুশদের সম্পর্ক কি হবে, তা সুনির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয় এবং তা থেকে কিয়েভ রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ রণতরীগুলি কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে হানা দেয়। তবে ফেরবার পথে খাজারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইগর :

ওলেগের মৃত্যুর পর রিউরিকের পুত্র ইগর রাজা হন। তিনিও রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তিনি ৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টিয়ামের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রুশ বাহিনী কনস্তান্তিনোপলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিধ্বস্ত করে, কিন্তু পরে গ্রীক নৌবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। রুশরা যাতে আবার না আক্রমণ করে, সেই উদ্দেশ্যে বাইজান্টাইন সম্রাট ৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইগরের সঙ্গে এক সন্ধি করেন। সন্ধিপত্রে দুই রাজ্যের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের শর্তও থাকে। ৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইগর কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলেও অভিযান করেন। তবে আরব বাহিনীর কঠোর প্রতিরোধের ফলে এই অভিযান বিশেষ সফল হয় না।

ইগর পদানত উপজাতিগুলির কাছ থেকে নির্দয়ভাবে রাজস্ব আদায় করতেন। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। দ্রেভ্লিয়ানে স্লাভ উপজাতির লোকেরাও বিদ্রোহ করে। তারা সানুচর ইগরকে বন্দী ও হত্যা করে (৯৪৫)।

স্ভিয়াতোস্লাভ ঃ

ঐ সময় ইগরের পুত্র স্ভিয়াতোস্লাভ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় ইগরের মহিষী ওল্গাই রাজ্য শাসন করতে থাকেন (৯৪৫-৯৫৭)। তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। স্ভিয়াতোস্লাভ নামে ও চেহারায় প্রকৃতপক্ষে স্লাভ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি সাধারণ সৈন্যের মতো জীবন যাপন করতেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতেন না। তিনি আক্রমণের পূর্বে শত্রুর কাছে দূত পাঠিয়ে জানাতেন ঃ "আমি তোমার রাজ্য আক্রমণ করতে যাচ্ছি; প্রস্তুত হও।"

নীপার ও ইলমেন হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আগেই কিয়েভ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন স্ভিয়াতোস্লাভ নীপারের পূর্ব দিকে অবস্থিত স্বাধীন স্লাভ উপজাতিগুলিকে পদানত করতে চাইলেন। ওকা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ভিয়াতিচি স্লাভ উপজাতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলো। তাঁর বিজয় বাহিনী ভল্গা ও কামার তীরবর্তী বুলগার রাজ্য ও খাজার রাজ্য পদদলিত ক'রে উত্তর ককেসাস পর্যন্ত অগ্রসর হ'লো। ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী বুলগার রাজ্য আক্রমণ করলেন। ঐ সময়ে দানিয়ুর নদীর তীরবর্তী বুলগাররা প্রায়ই বাইজান্টাইন গ্রীক সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতো। বাইজান্টাইন সম্রাট একাকী এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে বীর স্ভিয়াতোস্লাভের সাহায্য চাইলেন। স্ভিয়াতোস্লাভের হাতে বুলগেরীয়রা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'লে বুলগেরিয়ার শোভা ও সম্পদ্ স্ভিয়াতোস্লাভকে মুগ্ধ করলো। তাই তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী পেরিয়াস্লাভেৎস্ শহরেই স্থায়িভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু বাইজাইন্টাইন সম্রাট এতে ভীত হলেন। তিনি বুলগেরিয়া থেকে স্ভিয়াতোস্লাভকে

বিতাড়িত করবার চেষ্টা করলেন। এই সময়ে পেচেনিয়েগ নামে একটি তুর্কী উপজাতি পূর্ব অঞ্চলে প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং খাজার রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর একটি স্বাধীন রাজ্য গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল। গ্রীক সম্রাটের প্ররোচনায় পেচেনিয়েগরা কিয়েভ অবরোধ করলো। স্ভিয়াতোস্লাভ কিয়েভ উদ্ধারের জন্যে দ্রুত অগ্রসর হলেন। পেচেনিয়েগরা তাঁর হাতে পরাজিত হয়ে পুনরায় স্তেপ অঞ্চলে পলায়ন করলো। কিয়েভকে নিরাপদ দেখে স্ভিয়াতোস্লাভ আবার বুলগেরিয়ার ফিরে এলেন। এখন গ্রীক সম্রাট জিমিস্কিস নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'লো। অবশেষে স্ভিয়াতোস্লাভ সন্ধি করতে বাধ্য হলেন (৯৭১)। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি বুলগেরিয়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু গ্রীক সম্রাট এতেও নিরস্ত হলেন না। তিনি পেচেনিয়েগদের প্ররোচিত করতে লাগলেন। বুলগেরিয়া থেকে ফেরবার পথে স্ভিয়াতোস্লাভ হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পেচেনিয়েগদের হাতে নিহত হলেন (৯৭২)। কথিত আছে, পেচেনিয়েগ দলপতি নিহত স্ভিয়াতোস্লাভের মাথার খুলি দিয়ে তাঁর পানপাত্র তৈরী করেছিলেন।

ভ্লাদিমির স্ভিয়াতোস্লাভিচ্ (স্ভিয়াতোস্লাভের পুত্র):

স্ভিয়াতোস্লাভ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তাঁর রাজ্যের শাসনভার তাঁর তিন পুত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। কিয়েভ সহ পলিয়ানেদের বাসভূমি শাসন করতেন ইয়ারোপল্ক্; দ্রেভ্লিয়ানে শাসন করতেন ওলেগ; আর নভ্গরদ শাসন করতেন ভ্লাদিমির। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিন ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধে ইয়ারোপল্ক্ ও ওলেগ নিহত হলেন এবং ভ্লাদিমিরের অধীনে পূর্বী স্লাভদের বাসভূমি আবার ঐক্যবদ্ধ হ'লো। ভ্লাদিমির পার্শ্ববর্তী বহু উপরাজ্য

জয় ক'রে কিয়েভ রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করলেন। পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত ক'রে পেচেনিয়েগদের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও করা হ'লো।

স্লাভ জাতির আদিম ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন ঃ

ভ্লাদিমিরের রাজত্ব কালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'লো রুশদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত স্লাভ জাতির মধ্যে যে ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তাকে এক কথায় প্রকৃতি পূজা বলা চলে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে মানবিক গুণে ভূষিত ক'রে স্লাভরা সেগুলিরই পূজা করতো। নদ-নদী, গাছ, পাথর, সকলই দৈব গুণ বা ঐশী শক্তির অধিকারী ব'লে কল্পনা করা হ'তো। স্লাভরা পবিত্র বৃক্ষের শাখায় ছিন্ন বস্ত্র জড়িয়ে দিতো, নদীতে বা জলে অর্ঘ্য অঞ্জলি দিতো, প্রকৃতির উদ্দেশে বলিও প্রদত্ত হ'তো। স্লাভদের মনোজগৎ ভূতপ্রেত ও দৈত্যদানায় পূর্ণ ছিল। প্রতি গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও অধিদেবতা কল্পিত হতেন। জলেও জলদেবতা থাকতেন। মৎস্য শিকারে যাওয়ার আগে স্লাভরা জলদেবতাদের সন্তুষ্টিবিধান করতো। আকাশ, সূর্য, বজ্র ও বিদ্যুৎকেও তারা দেবতারূপে পূজা করতো। আকাশ-দেবতা ছিলেন "স্‌ভরগ" (? স্বর্গ), সূর্য-দেবতা ছিলেন স্‌ভরগের পুত্র "দাজবগ", বজ্রের দেবতা ছিলেন "পেরাউন", বায়ুর দেবতা ছিলেন "স্ত্রিবগ"। কৃষি ও পশুপালনের দেবতা ছিলেন "ভেলেস"। তাঁকে কবিত্বের অধিষ্ঠাতা দেবতা হিসাবেও ভক্তি করা হ'তো। প্রাচীন কালে বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। নরবলিও অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হ'তো। জুন মাসে একটি উৎসবে একজন কুমারী মেয়েকে দেবতাদের সন্তোষবিধানের জন্যে নদীতে বা জলে ফেলে দেওয়া হ'তো। পরে ঐ উৎসবে জীবন্ত বালিকার

পরিবর্তে বালিকার মূর্তি নির্মাণ ক'রে জলে বিসর্জন দেওয়া হ'তো। ঐ উৎসব "কুপাল্স্কাইয়া ("কুপাৎ"-অর্থ স্নান করা) নামে পরিচিত ছিল। পূর্বী স্লাভদের কোনরকম মন্দির ছিল না। কাঠের পুতুল তৈরী ক'রে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হ'তো। সমাজে ডাইনদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল।

পার্শ্ববর্তী খ্রীষ্টান, ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের সংস্পর্শে আসায় স্লাভদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হচ্ছিল। রাজা ইগরের স্ত্রী ওল্গা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইগরের সেনাবাহিনীতে বহু খ্রীষ্টান সৈন্য ছিল। রুশ সম্ভ্রান্তদের মধ্যেও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। এই সময়ে একটি রাজনৈতিক ঘটনার ফলে অকস্মাৎ সমগ্র কিয়েভ রুশে খ্রীষ্টান ধর্ম সরকারী ধর্মরূপে প্রবর্তিত হ'লো। ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং দানিয়ুব তীরবর্তী বুলগাররাও উত্তর দিক থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে। এই অবস্থায় বাইজান্টাইন সরকার ভ্লাদিমিরের সাহায্য চান। ফলে কিয়েভ ও বাইজান্টিয়ামের মধ্যে মৈত্রী হয়। মৈত্রীর শর্ত অনুসারে স্থির হয় যে, সমস্ত রুশ জাতি সহ ভ্লাদিমির খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন এবং বাইজান্টিয়ামের রাজকন্যা আনার সঙ্গে ভ্লাদিমিরের বিবাহ হবে। কিন্তু রুশ বাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পরে বাইজান্টাইন সম্রাটরা (ঐ সময়ে বাইজান্টিয়ামে দুজন সম্রাট রাজত্ব করছিলেন) এই প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না। ফলে ভ্লাদিমির ক্রুদ্ধ হয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত খেরসোনিস (ক্রিমিয়াস্থ বর্তমান কেরসুন) অধিকার ক'রে নিলেন এবং মৈত্রীর শর্ত পূরণ করতে সম্রাটদের বাধ্য করলেন। ভ্লাদিমির গ্রীক প্রথায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সম্রাট-ভগিনী আনার বিবাহ হ'লো।

ভ্লাদিমির কিয়েভে ফিরে এসে গ্রীক পাদরীদের সাহায্যে সমগ্র রুশ জাতিকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করলেন। দেবদেবীর মূর্তি পুড়িয়ে ফেলা হ'লো। পেরাউনের মূর্তিগুলি জলে ফেলে দেওয়া হ'লো। সমগ্র কিয়েভ রুশে একটিমাত্র ধর্মের প্রবর্তন হওয়ায় রুশ জাতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পেলো। কেবল তাই নয়, পার্শ্ববর্তী খ্রীষ্টান রাজ্যগুলির সঙ্গে রুশদেশের ঘনিষ্ঠতাও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। তবে ঐ সময় ইউরোপে প্রধান দু' রকম খ্রীষ্টান ধর্মমত প্রচলিত ছিল। রোম সাম্রাজ্য দু ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিমে রোম ও পূর্বে কন্‌স্তান্তিনোপল ঐ দুই ধর্মমতের কেন্দ্র-স্থল হয়ে উঠেছিল। রোম থেকে যে খ্রীষ্টান মতবাদ প্রচারিত হচ্ছিল, তাকে বলা হ'তো "রোমান ক্যাথলিক" মতবাদ এবং কন্‌স্তান্তিনোপল থেকে যে মতবাদ প্রচারিত হচ্ছিল, তাকে বলা হ'তো গ্রীক অর্থোডক্স্ মতবাদ। এই দুই মতবাদ ও মত-বাদীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ ছিল অনিবার্য। রুশ জাতি কন্‌স্তান্তিনোপল্ থেকে গ্রীক অর্থোডক্স মতবাদ গ্রহণ করায় ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক রাজ্যগুলির ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ ঘটেছিল। সেজন্য রুশদেশকে অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হ'তেও হয়েছিল।

কিয়েভ রুশে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হওয়ায় তা রুশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাইজান্‌টিয়ামের অনুকরণে কিয়েভে চিত্রে, নকশায় ও মোজাইকে সুসজ্জিত বহু প্রস্তর সৌধ নির্মিত হয়েছিল। গ্রীক কারিগররা রুশদেশে এসে বহু সুরম্য গির্জা ও ভ্লাদিমিরের নিজের বাসের জন্য সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। শিক্ষার দ্রুত বিস্তার হয়েছিল। গ্রীক সরকারের নির্দেশ অনুসারে সিরিল ও মেথোডিয়াস নামে দুজন খ্রীষ্টান মিশনারী স্লাভ ভাষার উপযোগী বর্ণমালা উদ্‌ভাবন করেছিলেন এবং গ্রীক

ভাষা থেকে খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রগুলিকে স্লাভ জাতির অন্যতম আঞ্চলিক (বুলগারীয়) কথ্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ফলে স্লাভ জাতির ভাষায় সেই সর্বপ্রথম পুস্তক লিপিবদ্ধ হ'তে শুরু করেছিল। ভ্লাদিমির সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর শিশুদের জন্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ক'রে দিয়েছিলেন।

রুশদেশের ইতিহাসে ভ্লাদিমির একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁর ও তাঁর অনুচরদের কীর্তিকথা বহু প্রাচীন কিংবদন্তী ও লোককথায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ইয়ারোস্লাভ মুদ্রি (বিজ্ঞ):

১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্লাদিমিরের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ বাধে। স্ভিয়াতোপল্‌ক্ কিয়েভের সিংহাসন অধিকার ক'রে তাঁর দুই ভাই গ্লেব ও স্ভিয়াতোস্লাভকে হত্যা করেন। ইয়ারোস্লাভ নামে তাঁর আর এক ভাই বাবার জীবদ্দশায় নভ্‌গরদের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি স্ভিয়াতোপল্‌ক্‌কে পরাজিত ক'রে কিয়েভ অধিকার করেন। স্ভিয়াতোপল্‌ক্ তাঁর শ্বশুর পোল্যাণ্ডের রাজা বোলেস্লসের সাহায্যে কিয়েভ উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রজাদের বিরোধিতার ফলে ইয়ারোস্লাভের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। এখন (১০১৯) ইয়ারেস্লাভ কিয়েভ ও নভ্‌গরদকে সংযুক্ত ক'রে কিয়েভে রাজত্ব করতে থাকেন। ঐ সময়ে তাঁর অপর এক ভাই ম্স্তিস্লাভ ককেসাসের নিকটবর্তী তামান উপদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। তিনি ইয়ারোস্লাভের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর দুই ভাই নীপার নদীকেই তাঁদের রাজ্যের সীমা ব'লে মেনে নেন। ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ম্স্তিস্লাভের মৃত্যু হ'লে ঐ অঞ্চলও কিয়েভের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

ইয়ারোস্লাভ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর (১০১৯-৫৪) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে কিয়েভ রুশ শক্তি ও সামর্থ্যে ইউরোপে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। তিনি কয়েকটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ক'রে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় ক'রে তুলেছিলেন; ভগিনীর সঙ্গে পোল্যাণ্ডের রাজকুমারের এবং তিন কন্যার সঙ্গে ফ্রান্সের, নরোয়ের ও হাঙ্গেরির রাজাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ডের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। কন্‌স্তান্তিনোপলের বিরুদ্ধেও কয়েকটি অভিযান প্রেরিত হয়। পশ্চিম সীমান্তে বাল্‌টিক অঞ্চলে জার্মানরা উপদ্রব শুরু করায় ইয়ারোস্লাভ ইউরিয়েভ (বর্তমানে এস্তোনিয়ার অন্তর্গত তার্তু) নামে নগর নির্মাণ ক'রে বাল্‌টিক জাতির উপর নিজ প্রাধান্য বিস্তার করেন। তবে পূর্ব সীমান্তে পেচেনিয়েগ উপজাতির বিরুদ্ধে তাঁকে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করবার জন্যে সীমান্ত রেখা বরাবর বহু শহর নির্মাণ করেছিলেন। ভল্‌গা নদীর তীরে নির্মিত একটি শহর তাঁরই নাম অনুসারে "ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌" নামে পরিচিত হয়েছিল।

ইয়ারোস্লাভের সময়ে খ্রীষ্টধর্ম কিয়েভ রুশে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। গির্জাগুলির দেখাশোনার জন্যে কন্‌স্তান্তি-নোপলের প্রধান ধর্মযাজক (Patriarch) কিয়েভ রুশে একজন মেট্রোপলিটান নিযুক্ত করেন। কিয়েভের নিকটবর্তী বিখ্যাত পেচের্স্ক্‌ মঠ ইয়ারোস্লাভের আমলেই স্থাপিত হয়ছিল। শাসক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে এই মঠ একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইয়ারোস্লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রুশদেশের প্রাচীনতম আইনসংহিতা "রুশ্‌স্কাইয়া প্রাভ্‌দার" সংকলন। এই আইন-সংহিতায় বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের আইনাবলীর প্রভাব বিশেষ-

ভাবে লক্ষিত হ'লেও এতে প্রাচীন রুশ সমাজের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যেমন, প্রাচীন সমাজে হত্যার দ্বারা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে যে পারিবারিক রীতি ছিল, তা এই আইনসংহিতায়ও স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। পরে তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের আমলে রুশ্ স্কাইয়া প্রাভ্দার যথেষ্ট সংশোধন সাধিত হয়। তাঁর পুত্রদের আমলে হত্যার দ্বারা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রথা তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে অর্থদণ্ড প্রবর্তিত করা হয়।

প্রাচীনকালে রুশদেশের ইতিহাস রচনার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টাও ইয়ারোস্লাভের আমলেই শুরু হয়। তাঁর আমলেই কিয়েভের সেণ্ট সোফিয়া গির্জাটি গ্রীক স্থপতিরা নির্মাণ করেন। তবে রুশদের রুচি অনুসারে গ্রীক বাইজান্টাইন শিল্প-রীতিকে বহু পরিমাণে এতে পরিবর্তিত করা হয়। কিয়েভের সেণ্ট সোফিয়া গির্জাটি একাদশ শতাব্দীর রুশ স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইয়ারোস্লাভের আমলে আড়ম্বরে ও ঐশ্বর্য-সমারোহে কিয়েভ ইউরোপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনেক বৈদেশিক পর্যটক কিয়েভকে কনস্তান্তিনোপলের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন।

কিয়েভ রুশে অনৈক্য ঃ

কিন্তু ইয়ারোস্লাভের মৃত্যুর (১০৫৪) পর অল্পদিনের মধ্যেই কিয়েভ রাষ্ট্রের এই ঐক্যবদ্ধতা বিনষ্ট হয় এবং কিয়েভ রুশ কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যে ইয়ারোস্লাভের পুত্ররাই পৃথক-পৃথকভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। প্রথম তিন পুত্র—ইজিয়াস্লাভ, স্ভিয়াতোস্লাভ ও ভ্সেভলদ—যথাক্রমে কিয়েভ ও নভ্গরদে, চেরনিগভ অঞ্চলে, এবং পেরিয়াস্লাভ ও রস্তভ-সুজদাল অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকেন। গোড়ার দিকে

তাঁরা দেশে একযোগে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের এই ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে না। ফলে কিয়েভ রাজ্যে দুর্দিন দেখা দেয়।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলোভ্‌ৎসি নামে একদল তুর্কী জাতির লোক মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয় এবং পেচেনিয়েগদের পশ্চিমে দানিয়ুব নদীর দিকে বিতাড়িত ক'রে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী সমভূমি বা স্তেপ্‌ অঞ্চল অধিকার ক'রে নেয়। পলোভ্‌ৎসিরা কতকগুলি দলে বা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের শাসন করতেন দলপতি বা খান। পশুপালনই ছিল পলোভ্‌ৎসিদের প্রধান জীবিকা। তাদের বাহন ছিল অশ্ব। তারা দলবদ্ধভাবে রুশ অঞ্চলে দ্রুত এসে হানা দিতো এবং শস্য-সম্পদ্‌, নর-নারী, যা হস্তগত করতে পারতো, তা নিয়েই চক্ষের নিমেষে উধাও হয়ে যেতো। পলোভ্‌ৎসিরা রুশদেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইজিয়াস্লাভ ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পলোভ্‌ৎসিদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিয়েভে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিয়েভে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইজিয়াস্লাভ কিয়েভ থেকে পালিয়ে পোল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং পোলিশ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সিংহাসন উদ্ধার করেন। কিন্তু শীঘ্রই (১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর ভাই স্‌ভিয়াতোস্লাভ তাঁকে বিতাড়িত ক'রে কিয়েভ অধিকার করেন। ইজিয়াস্লাভ পরে জার্মান সম্রাট, পোপ ও পোলিশ বাহিনীর সাহায্যে কিয়েভের সিংহাসন অধিকার করলেও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে অল্পদিনের মধ্যেই নিহত হন। এইভাবে ইয়ারোস্লাভের বংশধরদের মধ্যে এক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

প্রভাবশালী যাঁরা, তাঁরা এক সম্মিলনে মিলিত হয়ে এই সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রুশদেশকে বাঁচাবার জন্যে শপথ গ্রহণ করেন। এই সময়ে স্থির হয় যে, প্রত্যেকে তাঁর পৈতৃক রাজ্য ফিরে পাবেন। সেই অনুসারে ইজিয়াস্লাভের পুত্র স্ভিয়াতোপল্‌ক্‌ কিয়েভের সিংহাসন পুনরায় লাভ করেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তাঁদের শপথ ভুলে যান। আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু পলোভ্‌ৎসিদের প্রতিরোধের জন্যে আবার তাঁদের মিলিত হ'তে হয়। ভ্‌সেভলদের পুত্র ভ্লাদিমির এই সময়ে প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ভ্লাদিমির মনোম্যাকাস ঃ

এঁর মাতামহ ছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাট কন্‌স্তান্তাইন মনোম্যাকাস। তা থেকেই ইনি "ভ্লাদিমির মনোম্যাকাস" নামে পরিচিত হন। ইনি নিজের পৈতৃক রাজ্য পেরিয়াস্লাভের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ইনি পলোভ্‌ৎসিদের হাত থেকে রুশ দেশকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হন এবং ইজিয়াস্লাভের পুত্র স্ভিয়াতোপল্‌কের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে পলোভ্‌ৎসিদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন (১১০৩)। যুদ্ধে পলোভ্‌ৎসিরা পরাজিত হয়। ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে আবার অভিযান চালিয়ে তাঁরা পলোভ্‌ৎসিদের বিধ্বস্ত করেন।

এর দু'বছর বাদে কিয়েভের শাসনকর্তা স্ভিয়াতোপল্‌কের মৃত্যু হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিয়েভের জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ এমন ব্যাপক ও ভয়ংকর আকার ধারণ করে যে, কিয়েভের সম্রান্তরা ভ্লাদিমির মনোম্যাকাস্‌কে কিয়েভের শাসন-ভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ ক'রে পাঠান। ভ্লাদিমির দ্রুত কিয়েভে এসে উপস্থিত হন এবং বিদ্রোহ দমন ক'রে কিয়েভের

সিংহাসন অধিকার করেন। কিয়েভের সিংহাসনের মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। ভ্লাদিমির কিয়েভের সিংহাসন লাভ ক'রে এখন কিয়েভ রাজ্যের শক্তি ও অখণ্ডতা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তিনি রুশদেশের অন্যান্য উপরাজদের তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। যাঁরা তাঁর ও কিয়েভের বশ্যতা মানতে অস্বীকার করেন, তাঁদের তিনি কঠোরভাবে দমন করেন। এইভাবে কিয়েভের পূর্ব শক্তি ও অখণ্ডতা অনেকাংশে ফিরে আসে।

ভ্লাদিমির গ্রীক সম্রাট কনস্তান্তাইন মনোম্যাকাসের দৌহিত্র ছিলেন। অন্যান্য কতকগুলি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ক'রেও তিনি ইউরোপে তাঁর সেই সম্মানকে বহুগুণে বর্ধিত করেন। তাঁর এক পৌত্রীর সঙ্গে এক গ্রীক রাজকুমারের এবং তাঁর ভগিনীর সঙ্গে জার্মান সম্রাটের বিবাহ হয়। তিনি নিজে ইংল্যাণ্ডের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন; গ্রীক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী দক্ষিণে দানিয়ুব নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

শক্তি ও সাহসের জন্যে তিনি রুশ দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের উপদেশ দেওয়ার জন্যে একটি বই লেখেন। ঐ বইয়ে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বলেন, "শত্রু ও পশুকে কখনো ভয় ক'রো না।" তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি লেখেন: "আমি শীতে গ্রীষ্মে দিনে রাতে কখনো নিজেকে বিশ্রাম দিইনি।" তিনি কেবল সৈন্যচালনায় নয়, রাজ্যচালনাতেও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি সকল রাজকার্য নিজেই দেখাশুনো করতেন। এমন কি আস্তাবল ও রান্নাঘরের খোঁজ-খবরও তিনি নিজে রাখতেন। শিকার ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম নেশা।

শিকারের সময় বহুবার তিনি বিপন্ন, এমন কি মারাত্মকভাবে আহত, হন।

ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসের এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব কিন্তু কিয়েভ রুশের পতন রোধ করতে পারলো না। তাঁর মৃত্যুর (১১২৫) পরেই কিয়েভ রুশ আবার বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল। গৃহবিবাদ ও বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে রুশদেশ দুর্বল ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। এইভাবে প্রায় আড়াই শ' বছর কেটে-ছিল। তারপর রুশদেশে আবার যে রাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুত্থান ঘটল—তা কিয়েভকে কেন্দ্র ক'রে হ'লো না। হ'লো মস্কোকে কেন্দ্র ক'রে। তাই ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসকেই কিয়েভ রুশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য শাসক চলা বলে।

কিয়েভ রুশের পতনের প্রধান কারণ ছিল সমাজে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্ব ও বৈদেশিক আক্রমণ

কৃষিই ছিল কিয়েভ রুশের অর্থনৈতিক ভিত্তি। একাদশ শতাব্দীতে কিয়েভ রুশে কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। নানাদিক থেকে এর বিকাশও ঘটেছিল। কিন্তু আগে ভূমির সঙ্গে কৃষকের যে সম্পর্ক ছিল, তা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। ফলে উদ্ভব হচ্ছিল নূতনতর উৎপাদন ব্যবস্থার—অর্থাৎ নূতনতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার। এই নূতনতর অবস্থাটাকে বলা হয় "সামন্ততন্ত্র"।

সামন্ততন্ত্রের আগের অবস্থা ঃ

নবম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে পূর্বী স্লাভদের মধ্যে ক্ল্যান বা কৌমগত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল এবং বড় বড় পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সকল পরিবার আত্মীয়তা বা রক্তগত সূত্রে আবদ্ধ না হ'লেও প্রতিবেশীরূপে একত্র থাকতো এবং গ'ড়ে তুলতো কৃষক সমাজ। এই ধরনের সমাজ বা সংঘকে বলা হ'তো "ভের্ভ্" (Verv). আর ভের্ভের অন্তর্গত কৃষকদের বলা হ'তো "স্মের্দ্" (Smerd). বন ও পশুচারণক্ষেত্রগুলি ভের্ভের অন্তর্গত সকল পরিবার যৌথভাবে ব্যবহার করতো। তবে আবাদী জমিগুলি পরিবারগতভাবেই ব্যবহৃত হ'তো। সেগুলি পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। সুরক্ষিত শহরকে কেন্দ্র ক'রেই এই ধরনের সমাজ গ'ড়ে উঠতো। বিপদের সময়ে সমাজের লোকেরা শহরের মধ্যে আশ্রয় নিতো।

কিন্তু সমাজের মোড়ল শ্রেণীর ধনী লোকেরা ক্রমেই নিজ নিজ

সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ভূসম্পত্তি বাড়বার সঙ্গে তাঁদের শক্তি ও প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পেলো; শক্তি ও প্রাধান্য বাড়বার সঙ্গে বাড়লো আরও ভূসম্পত্তি। যুদ্ধের সময়ে এই শ্রেণীর লোকের মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচন করা হ'তো। নেতাদের শক্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধির সুযোগ সবচেয়ে ছিল বেশী। প্রাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বন্দীদের একটা মোটা অংশই তাঁরা সিংহের ভাগ হিসাবে নিতেন। এই সিংহের ভাগ ঠিকমতো পাওয়া ও রক্ষা করবার জন্যে তাঁরা অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুচর-বাহিনী রাখতেন। এইভাবে সামরিক শক্তিতেও তাঁরা ক্রমেই সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতেন। প্রত্যেক উপজাতিতে এই ধরনের একাধিক দলপতি বা প্রিন্স (উপরাজ) থাকতেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রধান উপরাজ বা গ্র্যাণ্ড প্রিন্স ব'লে গ্রহণ করা হ'তো। এই গ্র্যাণ্ড প্রিন্স অন্যান্য উপরাজ ও প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। অনেক সময়ে তাঁরা সমগ্র উপজাতিকে পরামর্শের জন্যে ডাকতেন। সমগ্র উপজাতির ঐ পরামর্শ সভাকে বলা হ'তো "ভেচে" (Veche). এসব কথা আগেই বলা হয়েছে। গ্র্যাণ্ড প্রিন্সরাই প্রবল হয়ে রাষ্ট্রাধিনায়ক হতেন। এইভাবেই কিয়েভ রুশের উত্থান ঘটেছিল।

কিন্তু এই সময়েও প্রিন্স ও দলপতিরা নিজ নিজ ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির জন্যে ভূসম্পত্তির উপর বিশেষ জোর দিতেন না। তাঁরা রাজস্ব (Tribute) ও যুদ্ধে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁদের অধিকারে যে ভূমি থাকতো, সেগুলির চাষ-আবাদ সাধারণত ক্রীতদাসদের দিয়েই করানো হ'তো। তবে ক্রীতদাস প্রথা কখনও কিয়েভ রুশে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির মতো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে নি। সমাজে অধিকাংশই ছিল স্বাধীন কৃষক। আর স্বাধীন কৃষকরা নিজ নিজ জমিতে স্বাধীনভাবেই চাষ-আবাদ করতো।

সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ

কিন্তু একাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে কিয়েভ রুশের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রায় আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। প্রিন্স ও দলপতিরা ক্রমেই ভূম্যধিকারের দিকে বেশী জোর দিতে লাগলেন। যুদ্ধের সময়ে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত ধনসম্পদ্ ও রাজস্ব নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট রইলেন না, তাঁরা ভূমি হস্তগত ক'রে সেগুলির উৎপাদন থেকেও ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে তাঁরা ক্রমেই স্মের্দ্ বা স্বাধীন কৃষকদের জমি আত্মসাৎ করলেন; কৃষকদের আবাদী জমি, বন, চারণক্ষেত্র, সবই দখল ক'রে নিজ নিজ জমিদারি গ'ড়ে তুললেন। জমিদাররা "বয়ার" (Boyar) নামে পরিচিত হলেন। বয়ারদের নায়করূপে রইলেন প্রিন্সরা। তাঁরাও বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হলেন। প্রিন্স ও বয়ারদের সাহায্যে মঠগুলিও বহু ভূসম্পত্তি হস্তগত করলো।

আর স্বাধীন কৃষকরা? তারা ঠিক ক্রীতদাস হ'লো না বটে, তবে তারা প্রায় ক্রীতদাসের স্তরেই নেমে এলো। নানাভাবে তাদের স্বাধীনতা ও ভূসম্পত্তিতে অধিকার হরণ চলতে লাগলো। আগে প্রিন্স ও দলপতিরা স্মের্দ্ বা কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব নিতেন, আর নিজেদের জমিগুলি ক্রীতদাসদের দিয়েই আবাদ করাতেন। এই ব্যবস্থাটা খুব লাভজনক হচ্ছে না দেখে তাঁরা এখন কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব না নিয়ে তার বদলে নিজ নিজ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কৃষকদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য করলেন। তবে সেই সঙ্গে কৃষকদের নিজস্ব কিছু জমিও রইলো। এইভাবে কৃষকরা জমিদারের জমির সঙ্গে বাঁধা পড়লো। এই ধরনের কৃষকরা "সার্ফ্" বা ভূমিদাস নামে পরিচিত হ'লো।

এতে সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা—বয়াররা—খুবই শক্তিশালী হয়ে

উঠলেন। দেশের কৃষকরা জমিদারের জমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হওয়ায় বড় বড় জমিদাররাই, বয়াররাই, দেশের জনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। ফলে এই বয়ারদের অনুমোদন ছাড়া প্রিন্সরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কোনও কাজই করতে পারতেন না। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামন্ত শ্রেণীর লোকেরাই মূলত নিয়ন্ত্রণ করলেন। তাই এই ধরনের ভূমিব্যবস্থার ফলে রুশদেশে যে নূতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠলো, তা "সামন্ততন্ত্র" নামে পরিচিত হ'লো।

স্বাধীন কৃষকরা যে এই পরাধীনতাকে সহজে স্বীকার ক'রে নিল, তা নয়। এর বিরুদ্ধে তারা প্রায়ই বিদ্রোহ করতে লাগলো। কিন্তু সামন্ত শ্রেণী অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায় বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হ'লো এবং কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই কঠিনতর হয়ে উঠলো। রুশ্ স্কায়া প্রাভ্ দাতেও (রুশ আইনসংহিতা) কৃষকদের অধিকার হরণ ক'রে অনেক ধারা বিধিবদ্ধ করা হ'লো। জমিদারদের সুবিধামতো আইন করবার কোনও অসুবিধা ছিল না। কারণ উপরাজ বা প্রিন্সরাও ছিলেন এক-একজন বড় জমিদার, মানে বড় বড় জমিদারির মালিক। তাঁদের নিজস্ব জমিতেও কৃষকরা ঐ শর্তেই কাজ করতো।

এইভাবে একাদশ শতাব্দীতে বড় বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র ক'রে স্বাধীন সংঘ বা ভের্ভের পরিবর্তে রাজা, জমিদার (বয়ার) ও মঠের জমিদারিরূপে গ্রামগুলি গ'ড়ে উঠলো।

শহরের শ্রমশিল্পীরা গ্রামের কৃষকদের চেয়ে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করলেও তারাও ক্রমেই ধনী ব্যবসায়ী ও কুশীদজীবীদের কবলিত হচ্ছিল। শহরের অধিবাসীদের যে নাগরিক সভা বা "ভেচে" ছিল, সেগুলিতেও প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী, কুশীদজীবী ও অন্যান্য ধনী নাগরিকরা প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। ফলে শহর

থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে বা শহরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করানোর কাজে প্রিন্স বা উপরাজদের ধনিক শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হ'তো। ভেচেগুলির প্রতিপত্তি এমন ছিল যে, কোন নূতন উপরাজ সিংহাসনে বসলে তাঁকে কি কি শর্তে গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে "ভেচে" তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে দেখতো। উপরাজ পছন্দসই না হ'লে "ভেচে" এক উপরাজকে বাতিল ক'রে অন্য কাউকে উপরাজ হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতো।

অর্থাৎ, এক কথায়, গ্রামে বা শহরে ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর লোকদের প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসের মৃত্যুর (১১২৫) পর কিয়েভ রুশের ঐক্য ও সংহতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হ'লো। সমগ্র কিয়েভ রুশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেলো।

দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহের মধ্যে রুশদেশ হীনবল হয়ে পড়লো। দ্বাদশ শতাব্দীতে কিয়েভ রুশে অনৈক্য ও গৃহবিবাদ যে কী ভয়ংকর ও শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল, তার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় ঐ সময়ে রচিত "ইগর বাহিনী গাথা" নামে একটি কাব্য থেকে। এই কাব্যে কবি পলোভ্‌ৎসিদের বিরুদ্ধে সেভেরস্কের উপরাজ ইগরের একক অভিযান, পরাজয় ও মৃত্যুর করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং রুশদেশের অন্যান্য উপরাজদের ঐ বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। রুশদেশের প্রাচীন সাহিত্য জগতে "ইগর বাহিনী গাথা" একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

এই সময়ে রুশদেশে যে সকল উপরাজ্য বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হ'লো।

গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ ঃ

ভ্লাদিমির মনোম্যাকাস কিয়েভ রাষ্ট্রের ভাঙন রোধ করতে পারলেন না। কিয়েভ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায় কিয়েভ রাষ্ট্র অনেকগুলি উপরাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এই উপরাজ্যগুলির মধ্যে কিয়েভ, গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌, নভ্‌গরদ, রস্তভ-সুজদাল প্রভৃতি প্রধান। এই উপরাজ্যগুলিতে ভ্লাদিমির স্‌ভিয়াতোস্লাভিচের বংশের শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন ব্যক্তি রাজত্ব করতে লাগলেন। কিয়েভ ক্রমাগতই হস্তান্তরিত হ'তে লাগলো। উপরাজদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ হলেন, তিনিই কিয়েভ অধিকার করলেন।

কিয়েভের দক্ষিণ-পশ্চিমে কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে দ্বাদশ শতাব্দীতে গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ উপরাজ্যটি গ'ড়ে উঠলো। গালিচের প্রধান শহর ছিল ভ্লাদিমির। গালিচ লবণের খনির জন্যে বিখ্যাত ছিল। গালিচ সারা কিয়েভ-রুশের লবণ সরবরাহ করতো। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভ্লাদিমিরও বেশ উন্নত ছিল। প্রথমে গালিচ ও ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ দুটি স্বতন্ত্র উপরাজ্য ছিল। গালিচের রাজনীতিতে পার্শ্ববর্তী হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ড প্রায়ই হস্তক্ষেপ করতো, ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরাম ছিল না। গালিচের যখন এইরকম অবস্থা, তখন পার্শ্ববর্তী উপরাজ্য ভল্‌হিন্‌স্কে ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসের এক বংশধর রাজত্ব করছিলেন। তাঁর নাম রোমান ম্‌স্তিস্লাভিচ্‌। রোমান ম্‌স্তিস্লাভিচ্‌ ছিলেন শক্তিমান্ পুরুষ। তিনি ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গালিচ অধিকার ক'রে ভল্‌হিন্‌স্কের সঙ্গে যুক্ত করলেন। এইভাবে গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ উপরাজ্যের উৎপত্তি হ'লো। রোমান ম্‌স্তিস্লাভিচের আমলে গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ উপরাজ্যটি খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিয়েভের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও রোমান হস্তক্ষেপ করেন এবং লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান। তাঁর নামে পলোভ্‌ৎসিদের মধ্যে

ত্রাসের সঞ্চার হয়। তিনি নিজের উপরাজ্যটিকে শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেন এবং বয়ারদের সুযোগ-সুবিধা কঠোর হস্তে সংকুচিত করেন। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এক যুদ্ধে রোমান ম্স্তিস্লাভিচের মৃত্যু হয় (১২০৫)। তাঁর পুত্রদের সময়ে রাজ্যে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। বয়াররা ক্ষমতা পুনরধিকারের চেষ্টা করেন। হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ড গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্কের অন্তর্দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। তাতার-মঙ্গোলরাও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণের চেষ্টা করে। রোমান ম্স্তিস্লাভের জ্যেষ্ঠ পুত্র দানিয়েল বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বয়ারদের দমন করেন এবং হাঙ্গেরীয় ও পোলদের বিতাড়িত করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধেও অভিযান চালান। তাঁর সময়ে গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ উপরাজ্যটি ইউরোপে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। ইউরোপের সংস্পর্শে আসায় ব্যবসায়-বাণিজ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামরিক কৌশল, সকল দিক থেকেই গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ অসাধারণ উন্নতি লাভ করে।

নভ্‌গরদ ঃ

কিয়েভের উত্তরে নভ্‌গরদ উপরাজ্যটি অবস্থিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তা কিয়েভ রাষ্ট্র থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। নভ্‌গরদ উপরাজ্যের প্রধান শহর ছিল নভ্‌গরদ। ইল্‌মেন হ্রদ থেকে যেখানে ভল্‌খভ নদীটি বেরিয়েছে, সেখানেই ভল্‌খভের দুই তীরে এই শহরটি অবস্থিত ছিল। নভ্‌গরদ রুশদেশের একটি প্রাচীনতম শহর। নভ্‌গরদ উপরাজ্যটি উরাল পর্বতমালা থেকে ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত সমগ্র উত্তর অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। নভ্‌গরদ উপরাজ্যে উর্বর খেতের অত্যন্ত অভাব থাকায় খাদ্য শস্যের জন্যে পার্শ্ববর্তী রস্তভ-সুজদালের উপরই নির্ভর করতে হ'তো।

বন্য জন্তুদের গায়ের লোমশ চামড়া বা "ফার" নভ্‌গরদের প্রধান পণ্য ছিল। উত্তর মহাসাগরের তীরবর্তী তুন্দ্রা অঞ্চলে যে নেন্ত্‌সি উপজাতির লোকেরা বাস করতো, তারাও নভ্‌গরদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। নেন্ত্‌সি উপজাতির লোকেরা হরিণ পুষতো এবং মেরুশৃগাল ও জলমোরগ ধরতো। তুন্দ্রার দক্ষিণে তাইগা অঞ্চলে কোমি নামে শিকারী উপজাতিগুলি বাস করতো। তাদের উপরেও নভ্‌গরদবাসীরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। উত্তর উরালের তরাই অঞ্চলে ইউগ্রা উপজাতির লোকেরা বাস করতো। এরা এখন মান্‌সি ও খান্তি নামে পরিচিত। বহুমূল্য ফারের জন্যে ইউগ্রাদের আবাসভূমি ছিল বিখ্যাত। ইউগ্রা উপজাতির লোকেরা নভ্‌গরদবাসীদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই মৃগয়াজাত দ্রব্য নভ্‌গরদ উপরাজ্যের প্রধান সম্পদ্ ছিল। নভ্‌গরদ শহরটি ইউরোপ ও রুশদেশের বাণিজ্য পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিরূপে থাকায় তা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। এখানে টিউটন (জার্মান) ও গথ বণিকদের প্রধান আড্ডা ছিল। নভ্‌গরদের বণিকশ্রেণী খুবই শক্তিশালী ছিল। জমিদার বয়ার শ্রেণীর লোকেরাও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। নভ্‌গরদ ও পার্শ্ববর্তী বিজিত অঞ্চলের যতো ভালো ভালো জমি তাঁরা দখল করেছিলেন। সেগুলিতে কৃষক ও ভূমিদাসদের দিয়ে চাষ-আবাদ করানো হ'তো। কৃষকরা উৎপন্ন শস্যের প্রায় অর্ধেক জমিদারদের দিতে বাধ্য থাকতো। কেবল তাই নয়, তারা যাতে জমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে না পারে এবং তাদের কৃষিজাত ও মৃগয়া-জাত দ্রব্যাদি ধারে নভ্‌গরদের বণিকদের দেয়, সেজন্যেও কঠোর ব্যবস্থা ছিল। শ্রমশিল্পও বেশ উন্নত ছিল। তবে শ্রমশিল্পীরা বয়ার ও ধনী বণিকদের কাছে কেনা হয়ে ছিল। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাও বয়ার ও বণিকদের উপর নির্ভর করতে

বাধ্য হ'তো। নভ্‌গরদের সাধারণ অধিবাসীরা নানাভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হ'তো।

নভ্‌গরদে "ভেচে" খুবই শক্তিশালী ছিল। প্রিন্স বা উপরাজরা ভেচের কথামতো চলতে বাধ্য হতেন। তবে ভেচে নামমাত্র জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান ছিল, ধনী বণিক ও বয়াররাই ভেচে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এমন কি ইচ্ছা করলে তাঁরা উপরাজকে বন্দী বা বিতাড়িত করতে পারতেন। ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসের পৌত্র উপরাজ ভ্‌সেভলদ মৃস্তিস্লাভিচের একবার এই রকম দুর্দশা হয়েছিল। উপরাজরা প্রায় নামমাত্র অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতেন। পার্শ্ববর্তী রস্তভ-সুজদালের উপরাজরা নভ্‌গরদের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ক'রে কয়েকবার সফল হন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও নভ্‌গরদ খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। অন্যান্য উপরাজ্যগুলির উপকথায় উপরাজরাই প্রায় নায়করূপে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু নভ্‌গরদের উপকথাগুলির নায়ক ছিলেন অধিকাংশক্ষেত্রেই কোনও না কোনও দুঃসাহসী বণিক। এ থেকে নভ্‌গরদ উপরাজ্যের অধিবাসীদের বাণিজ্য-প্রীতিটি সহজেই ধরা পড়ে।

রস্তভ-সুজদাল :

পরবর্তী কালের ইতিহাসে যে উপরাজ্যটি প্রধানতম অংশ গ্রহণ করেছিল, সেটি হ'লো রস্তভ-সুজদাল। এই উপরাজ্যটি কিয়েভের উত্তর-পূর্বে ভল্‌গা ও ওকা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার ভূমি-সম্পদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হ'লেও বনগুলি বন্য জীবজন্তু ও মৌমাছিতে পূর্ণ ছিল। নদী-নালাগুলিতেও ছিল মাছের প্রাচুর্য। কৃষিজাত দ্রব্যও কোনও কোনও অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হ'তো। রস্তভ-সুজদালই যে নভ্‌গরদের খাদ্য শস্য সরবরাহ করতো, তা আগেই বলা

হয়েছে। এই উপরাজ্যের রস্তভ ও সুজদাল শহর দুটি খুবই প্রাচীন। একাদশ শতাব্দীতে ইয়ারোস্লাভ ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ শহর এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ভ্লাদিমির মনোম্যাকাস ভ্লাদিমির শহর স্থাপন করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে রস্তভ-সুজদাল কিয়েভ রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। পরে ভেসী, মর্দভিনীয় প্রভৃতি অস্লাভ উপজাতিগুলিও রস্তভ-সুজদালের অধীনতা স্বীকার করে। ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসের পুত্র ইউরি দল্‌গোরুকীই (দীর্ঘবাহু) দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বতন্ত্র রস্তভ-সুজদাল উপরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও বয়ার ও মঠের কর্তৃপক্ষ ভূসম্পত্তিগুলিকে আত্মসাৎ ক'রে রুশ ও অরুশ সকল কৃষক ও সাধারণ মানুষকে অর্ধক্রীতদাসে পরিণত করেছিল।

কিন্তু ইউরি দল্‌গোরুকী বয়ারদের বহু ভূসম্পত্তি অধিকার ক'রে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, ওকার উপনদী মস্ক্‌ভার তীরে কুচ্‌কা নামে এক বয়ারের একটি জমিদারি ছিল। ইউরি ঐ জমিদারি দখল ক'রে তার ওপরেই বর্তমান মস্কো শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। শহরটি সুজদাল ও চের্নিগভ উপরাজ্য দুটির ঠিক সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় ইউরি দল্‌গোরুকী শহরের চারিদিকে কাঠের প্রাচীর তৈরি করেছিলেন। ইউরি তাঁর কালের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপরাজ ছিলেন। তিনি ভল্‌গার তীরবর্তী বুলগারদের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে সফল হয়েছিলেন ও নভ্‌গরদকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি কিয়েভ অধিকার ক'রে কিয়েভের উপরাজ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি কিয়েভ, রস্তভ-সুজদাল ও নভ্‌গরদ উপরাজ্যগুলিকে একত্র ক'রে একটি ঐক্যবদ্ধ কিয়েভ রাষ্ট্রের পুনরভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর (১১৫৭) সঙ্গে সঙ্গে এই উপরাজ্যগুলি আবার স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

তাঁর পুত্র আন্দ্রেই বগোলিউব্স্কি (১১৫৭-৭৪) রস্তভ-সুজদালে পৃথকভাবে রাজত্ব শুরু করেন। তিনি ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কিয়েভ বিধ্বস্ত করেন। তিনি নভ্গরদ আক্রমণ করেন এবং নভ্গরদে সুজদাল থেকে শস্য সরবরাহ বন্ধ ক'রে দিয়ে নভ্গরদকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন।

ভ্লাদিমির শহরই তাঁর রাজধানী হয়। পশ্চিম ইউরোপ থেকে শিল্পী ও স্থপতিদের এনে তিনি এই শহরটিকে বহু সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত করেন। ভ্লাদিমির শহরের বিখ্যাত উস্পেন্স্কি গির্জা তাঁরই কীর্তি। এখন থেকে রস্তভ-সুজদাল উপরাজ্যটি ভ্লাদিমির উপরাজ্য নামেই পরিচিত হয় এবং ভ্লাদিমিরের প্রধান উপরাজই (Grand Prince of Vladimir) সর্বপ্রধান ব'লে স্বীকৃত হন। এই সম্মানজনক পদটি বংশের জ্যেষ্ঠই লাভ করতে থাকেন। পরে এই সম্মানজনক পদ লাভের জন্যে প্রচুর অন্তর্দ্বন্দ্বও ঘটে। ভ্লাদিমির শহরের উপকণ্ঠে বগোলিউবভো নামক গ্রামে এক আন্দ্রেইয়ের সুরক্ষিত একটি জমিদারি ছিল। সেখানেই তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন। এই জমিদারি থেকেই তাঁর নাম হয়েছিল বগোলিউবভ্স্কি বা "বগোলিউবভোর"। আন্দ্রেইও তাঁর পিতার মতো বয়ারদের শক্তি হ্রাস করবার জন্যে চেষ্টা করেন। তাই বয়াররা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকেন এবং তাঁর প্রাসাদে গোপনে প্রবেশ ক'রে তাঁকে হত্যা করেন। ভ্লাদিমির উপরাজ্যে সাময়িকভাবে গোলযোগ দেখা দেয় এবং বয়াররা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শীঘ্রই আন্দ্রেই বগোলিউবভ্স্কির এক ভাই ভ্সেভলদ ইউরিয়েভিচ্ বয়ারদের পরাস্ত ক'রে ভ্লাদিমিরের সিংহাসন অধিকার করেন (১১৭৬)। তাঁর সন্তানসংখ্যা বেশী হওয়ায় তাঁকে "বৃহৎ-নীড়" বলা হ'তো।

ভ্সেভলদ্ ৩৬ বছর (১১৭৬-১২১২) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি

নভ্‌গরদ ও রিয়াজান উপরাজ্যগুলিকে পদানত করেছিলেন। তিনি ভল্‌গার তীরবর্তী বুল্‌গার রাজ্য এবং স্তেপ্‌ অঞ্চলের পলোভ্‌ৎসিদের বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান করেন। তাঁর সময়ে সুদূর জর্জিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের মতোই বয়ারদের কঠোর হস্তে দমন করেন। ভ্‌সেভলদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের আমলে ভ্লাদিমির উপরাজ্য পাঁচটি এবং পৌত্রদের আমলে বারোটি ক্ষুদ্র উপরাজ্যে বিভক্ত হয়। তবে ভ্লাদিমিরের উপরাজই প্রধান ব'লে স্বীকৃত হন।

মঙ্গোল জাতির অভ্যুত্থান ঃ

এই সময়ে পূর্ব দিক থেকে মঙ্গোল জাতি ঝড়ের মতো বর্তমান সোভিয়েত ভূমির উপর এসে পড়লো। মঙ্গোল জাতির জন্মস্থান ছিল চীনের উত্তরে অবস্থিত মধ্য এশিয়ার স্তেপ্‌ বা সমভূমি, যার বর্তমান নাম মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলরা ছিল যাযাবর। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন ও মৃগয়া। কৃষিকার্য তারা বড়ো-একটা করতো না। খাদ্য হিসাবে শস্যের ব্যবহারও জানতো না। তাদের পালিত পশুর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় তারা পশুর খাদ্যের সন্ধানে ক্রমাগত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হ'তো। তাই তাদের স্থায়ী কোনো বাসভবন ছিল না, তাদের ছিল চাকাওয়ালা চলন্ত বাড়ি। এগুলিকে বলা হ'তো "কিবিৎকা"। বাড়ির উপরে থাকতো চামড়ার ছাউনি। ঘোড়া, উট প্রভৃতি জন্তু টেনে নিয়ে চলতো এই রথের মতো বাড়িগুলিকে। কিবিৎকার মধ্যেই মেয়েরা রান্না-বান্না করতো—ধোঁয়া বেরোবার জন্যে ব্যবস্থা থাকতো কিবিৎকাগুলিতে। দলে দলে মঙ্গোলরা যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতো, তখন সারি সারি কিবিৎকাগুলিকে দেখে মনে হ'তো, যেন একটা সারা শহর হেঁটে চলেছে। গোড়ার

দিকে মঙ্গোলরা বিভিন্ন ক্ল্যানে বিভক্ত ছিল। তখন তারা গোষ্ঠীগত ভাবেই পশুপালন করতো এবং পশুজাত সম্পদে সকলের সমান অধিকার ছিল। পরে ক্ল্যানগুলি একত্রিত হয়ে উপজাতির সৃষ্টি করে। উপজাতির দলপতিরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ক্রমাগত সাধারণ লোকের সম্পদ্ ও স্বাধীনতা হরণ করতে থাকে। এইভাবে মঙ্গোলদের মধ্যেও শ্রেণী সমাজের সৃষ্টি হয়। উপজাতিদের দলপতিরা "খান" নামে পরিচিত হন। খানরা তাঁদের সৈন্য ও অনুচরদের সাহায্যে নিজ নিজ সম্পদ্ ও অধিকার রক্ষা করেন। সাধারণ মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

চিঙ্গিস খাঁ :

দ্বাদশ শতাব্দীতে বইকাল হ্রদের পূর্ব তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলে একটি মঙ্গোল উপজাতির লোকেরা ঘুরে বেড়াতো। তাদের দলপতি ছিলেন ইয়েসুকাই। ইয়েসুকাই তাঁর সমসাময়িক মঙ্গোল দলপতিদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। পার্শ্ববর্তী তাতার জাতির সঙ্গে একটি যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পুত্র তেমুচিন ছিলেন নাবালক। ফলে তিনি তাঁর পৈতৃক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তেমুচিন অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস ও সংগঠন-শক্তির পরিচয় দেন। তিনি প্রতিবেশী খানদের সাহায্যে তাতারদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া ঐ তাতার জাতির লোকে প্রায় সকলেই নিহত হয়। স্ত্রীলোক ও শিশুরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। পরে তেমুচিনের নেতৃত্বে যে মঙ্গোল জাতি গ'ড়ে উঠেছিল, তারা অন্যান্য জাতির কাছে "তাতার" নামেও পরিচিত হয়েছিল। রুশদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তগুলিতে মঙ্গোলদের "তাতার" নামেই অভিহিত করা হয়েছে। তাতার ও মঙ্গোলদের মধ্যে যে জাতীয় পার্থক্য ছিল, তা অন্যান্য দেশের লোকেরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যাই হোক, তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার

পর তেমুচিন তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। অন্যান্য মঙ্গোল উপজাতিগুলিও তাঁর বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেয় এবং ১২০৬ সালে "কুরুল্‌তাই" বা উপজাতীয় দলপতিদের এক সভা তেমুচিনকে মঙ্গোল জাতির সর্বপ্রধান "খান" নির্বাচিত করে। তেমুচিনের নূতন নাম বা উপাধি হয় "চিঙ্গিস খান"। "চিঙ্গিস" শব্দের অর্থ অসীম শক্তিশালী।

দেখতে দেখতে চিঙ্গিস খাঁ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন। তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার, গঠন ও সংস্কৃতির মূলে ছিল সামরিক শক্তি। চিঙ্গিস খাঁ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দশমিক রীতিতে—দশ, শত, হাজার ইত্যাদির পর্যায়ে—গঠিত করেছিলেন। ঐ সকল দল নিজ নিজ নায়ক বা সেনানীর অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করতো। ফলে মঙ্গোল বাহিনী সশস্ত্র জনতা মাত্র ছিল না। আক্রমণ ও অপসরণ সুকৌশলে ও সত্বর সম্পন্ন করা যেতো। অশ্বারোহী সৈন্য ছিল মঙ্গোল বাহিনীর প্রধানতম অংশ। তীর-ধনুকই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র।

চিঙ্গিস খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জিউচি ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান সোভিয়েত ভূমির অন্তর্গত দক্ষিণ সাইবেরিয়া অধিকার করেন। ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চীনে অভিযান শুরু হয় এবং ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং মঙ্গোলদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। উত্তর চীনে অধিকার বিস্তার করার ফলে চীনের কেবল ধন-সম্পদ্‌ই মঙ্গোলদের হস্তগত হয় না, চীনের জনবলও মঙ্গোলদের কাজে লাগে। চীনারা মঙ্গোলদের সমর ও শাসন ব্যবস্থাতেও অংশ গ্রহণ করে। ইয়েলিউ চু-ৎসাই ছিলেন তখনকার চীনের বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌, জ্যোতির্বিদ্‌, কবি ও পণ্ডিত। তিনি অচিরে চিঙ্গিস খাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা তাঁরই সংগঠন-প্রতিভার ফল। তাছাড়া, চীনা বাহিনীর কারিকর

ও ইঞ্জিনিয়াররাও দলে দলে মঙ্গোল বাহিনীতে এসে যোগ দেন। বড় বড় নগর দ্রুত অবরোধ ও ধ্বংস করবার কাজে তাঁরা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দশমিক রীতিতে সৈন্যবাহিনী গঠনের কৌশলও চীনাদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়।

দক্ষিণ সাইবেরিয়া ও উত্তর চীনে আধিপত্য বিস্তারের পর চিঙ্গিস খাঁ মধ্য-এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দেন। এই সময়ে মধ্য-এশিয়ার বর্তমান সোভিয়েত ভূমিতে খোরেজম সাম্রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। শাহ্ মুখাম্মেদের শাসনকালে (১২০০-১২২০) খোরেজম খুবই শক্তিশালী ছিল। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে উত্তর ও পূর্ব পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খোরেজম তখন শক্তি, সম্পদ্ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, কোনও দিক থেকেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চেয়ে হীন ছিল না। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মধ্যে সারা খোরেজম সাম্রাজ্য মঙ্গোলদের পদানত হ'লো, শাহ্ মুখাম্মেদ দক্ষিণে আশ্রয়ের সন্ধানে পলায়ন করলেন। কাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপে তাঁর মৃত্যু হ'লো। শাহ্ মুখাম্মেদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে মঙ্গোল বাহিনী জেবে ও সুবুদেই নামে দুই সেনাপতির অধীনে ককেসাস পর্বত অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চললো। ঐ সময়ে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল। সাময়িকভাবে সেল্‌জুক তুর্কীদের পদানত হ'লে রাজা ডেভিড (১০৮৯-১১২৫) ও রানী তামারার (১১৮৪-১২১৬) অধীনে জর্জিয়া খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল। পার্শ্ববর্তী পারস্য, এশিয়া মাইনর ও বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জর্জিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান রাজনৈতিক দিক থেকে জর্জিয়া অপেক্ষা অনেক দুর্বল হ'লেও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ন্যূন ছিল না। যাই হ'ক, মঙ্গোল আক্রমণের সম্মুখে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া একে একে

আত্মসমর্পণ করলো। বিজয়ী মঙ্গোল বাহিনী অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে অবস্থিত সমভূমিতে—পলোভ্‌ৎসিদের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

পলোভ্‌ৎসিরা এখন দুর্ধর্ষ মঙ্গোলদের আক্রমণ একাকী প্রতিরোধ করা অসম্ভব দেখে রুশদের কাছে সাহায্য চাইলো—"আপনারা যদি আমাদের সাহায্য না করেন, তবে আজ আমরা নিহত হব, আর কাল হবেন আপনারা।" পলোভ্‌ৎসিদের এই আহ্বানে রুশ উপরাজরা নীরব রইলেন না। তাঁরা কিয়েভের উপরাজের নেতৃত্বে পলোভ্‌ৎসিদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন এবং আজভ সাগরের উত্তরে কল্‌কা নদীর তীরে এসে মঙ্গোল প্রতিরোধের জন্যে সমবেত হলেন। কল্‌কা নদীর তীরে এক যুদ্ধে মঙ্গোলরা রুশ ও পলোভ্‌ৎসিদের মিলিত শক্তিকে পরাজিত করলো (১২২৩)। যুদ্ধে কিয়েভের উপরাজ নিহত হলেন। কল্‌কার যুদ্ধে জয়ী হয়ে মঙ্গোল বাহিনী উত্তরে ভল্‌গার তীরবর্তী বুলগার রাজ্য আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হ'লো। যে কারণেই হোক, বুলগারদের বিরুদ্ধে মঙ্গোলরা সফল হ'তে পারলো না। তখন কাজাকিস্তানের সমভূমি পার হয়ে তারা মঙ্গোলিয়ায় ফিরে গেলো। এইভাবে মঙ্গোলরা মাত্র সতেরো বছরের (১২০৬-২৩) মধ্যে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হ'লো।

স্বুবর্ণ শিবির ঃ

এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার মূল ভূভাগ মঙ্গোলদের অধীনতা থেকে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করেছিল। কিন্তু মাত্র ১৩-১৪ বছরের মধ্যে তাদের ভাগ্যেও দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর সাম্রাজ্য কয়েকটি "উলুস" বা

বিভাগে বিভক্ত হ'লো। ঐ উলুসগুলি তাঁর পুত্র ও পৌত্রেরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। চিঙ্গিসের মৃত্যুর প্রায় সমসময়েই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জিউচির মৃত্যু হয়েছিল। তাই তাঁর তৃতীয় পুত্র ওগ্‌দাই (উগুদেই) প্রধান খান নির্বাচিত হন। তাঁর প্রাধান্য সমস্ত মঙ্গোল উলুসগুলিতে স্বীকৃত হ'লেও মঙ্গোলিয়া ও উত্তর চীনই সরাসরিভাবে তাঁর শাসনাধীন থাকে। চিঙ্গিসের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই মধ্য এশিয়ার বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কাজাকিস্তানের কতকাংশ নিয়ে গঠিত উলুসটির কর্তৃত্ব পান। এই উলুসটির পশ্চিমে অবস্থিত মঙ্গোল-অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলের শাসনাধিকার পান জিউচির পুত্র বাটু। এই উলুসটি "জিউচির উলুস" নামে পরিচিত হয়। বাটু কিন্তু এই উত্তরাধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট রইলেন না। তিনি ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমে উরাল নদী অতিক্রম ক'রে ভল্‌গা তীরবর্তী বুলগার রাজ্য আক্রমণ করলেন। বুলগার রাজ্য বিধ্বস্ত হ'লো (১২৩৭)। তিনি রুশদেশের রিয়াজান উপরাজ্যও আক্রমণ করলেন। পার্শ্ববর্তী ভ্লাদিমির উপরাজ্যের কাছে সাহায্য না পাওয়ায় রিয়াজান বিধ্বস্ত হ'লো। রিয়াজানের পরেই বাটু ভ্লাদিমির আক্রমণ করলেন। মাত্র এক মাসের মধ্যে মস্কো সহ চোদ্দটি শহর বাটুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'লো। ভ্লাদিমিরের প্রধান উপরাজ ইউরি ভ্‌সেভলদোভিচ্‌ মঙ্গোলদের হাতে সিত নদীর তীরে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন (১২৩৮)। বাটুর বিজয়বাহিনী এগিয়ে চললো নভ্‌গরদ অভিমুখে। কিন্তু আসন্ন শীত এবং দুস্তর বন ও জলাভূমির কথা ভেবে বাটু দক্ষিণে ফিরে গেলেন। পরে অবশ্য নভ্‌গরদও মঙ্গোলদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হ'লো।

দক্ষিণের স্তেপ্‌ অঞ্চলে পলোভ্‌ৎসিদের সঙ্গে বাটুর ভয়ংকর যুদ্ধ হ'লো। বাটু পলোভ্‌ৎসিদের পদানত ক'রে এগিয়ে চললেন

কিয়েভের দিকে। কিয়েভ বীরত্বের সঙ্গে মঙ্গোল প্রতিরোধ করতে চেষ্টা ক'রেও বিধ্বস্ত হ'লো। কিয়েভের পর বাটু অধিকার করলেন গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ উপরাজ্যটি। তারপর তিনি পোল্যাণ্ড অধিকার ক'রে হাঙ্গেরিতে গিয়ে পৌঁছলেন। হাঙ্গেরি বিধ্বস্ত হ'লে মঙ্গোল বাহিনী চেকিয়াতে উপস্থিত হ'লো। কিন্তু এই সময়ে মঙ্গোল-বাহিনী প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ায় বাটু বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়া অধিকার ক'রে ভল্‌গার তীরবর্তী স্তেপ্‌ অঞ্চলে ফিরে গেলেন।

এই প্রত্যাবর্তনের পেছনে অন্য কারণও ছিল। মঙ্গোলিয়ায় তখন প্রধান খান ওগদাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তী প্রধান খান নির্বাচিত হওয়ার আশা ছিল বাটুর। তাই তিনি নির্বাচনে যোগ দেওয়ার জন্যে দ্রুত দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু বাটুর এই আশা পূর্ণ হ'লো না। ওগদাই খানের পুত্র গুইউক পরবর্তী প্রধান খান নির্বাচিত হলেন। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও নববিজিত ভূভাগ নিয়েই বাটু সন্তুষ্ট রইলেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী হ'লো ভল্‌গা নদীর মোহানার কাছাকাছি সরাই নামে নূতন এক শহর। সরাই শব্দের অর্থ প্রাসাদ। আর বাটুর এই রাজ্য "সির ওর্দা" বা "স্বুবর্ণ শিবির" নামে পরিচিত হ'লো। এটিকে ইংরেজীতে বলা হয় "গোল্ডেন হোর্ড" (Golden Hoarde).

মঙ্গোল শাসন ঃ

রুশ উপরাজ্যগুলির প্রধান ব্যক্তিরা দুর্ধর্ষ মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করলেন না। মঙ্গোলরাও তাঁদের বিতাড়িত বা সিংহাসনচ্যুত করলো না। মঙ্গোল খানের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিলেই তাঁরা মঙ্গোল দরবার থেকে ফরমান পেলেন। এই ফরমান তাঁদের নিজেদের মঙ্গোল দরবারে গিয়ে নানা হীনতা ও অপমান

স্বীকার ক'রে নিয়ে আনতে হ'তো। অপমান ও হীনতা স্বীকার করতে না চাইলে অনেক সময়ে তাঁদের প্রাণহানিও ঘটতো। চের্নিগভের উপরাজ মিখাইল কোনও অপমানকর রীতি পালন করতে অস্বীকার করলে মঙ্গোল দরবারে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। মঙ্গোল খানের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিলে এবং ঐসব অপমানজনক রীতিনীতি সসম্ভ্রমে পালন করলে উপরাজরা পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতেন।

কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা ছিল অন্যরকম। মঙ্গোলরা খেয়াল-খুশিমতো তাদের উপর অত্যাচার করতো, তাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতো, ইচ্ছা করলে তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করতো। আর উপরাজ ও বয়াররা জনসাধারণের উপর মঙ্গোলদের দেয় করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। মঙ্গোলরা নিজেরা এই সময় ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করতো না। তুক-তাক ও প্রকৃতিপূজা ইত্যাদিই ছিল তাদের ধর্ম। তাই ধর্ম সম্পর্কে কোনও গোঁড়ামি তাদের ছিল না। রুশ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মকে তারা শোষণের অন্যতম হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করলো। তারা ধর্মযাজকদের দেয় রাজকর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল এবং ফরমান দিয়ে তাদের জমিদারিগুলি রক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল। ফলে বয়ার ও ধর্মযাজকরা মঙ্গোলদের পক্ষেই কাজ করতো। এইভাবে জনসাধারণ ভেতরের ও বাইরের দুই শ্রেণীর লোকের হাতে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। মঙ্গোল শাসনে জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। মঙ্গোল কর্মচারীরা রাজকর আদায়ের নামে জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। মঙ্গোল খান (রুশরা বলতো জার) তিন বার সমগ্র মঙ্গোল-অধিকৃত রুশ দেশের লোক গণনা করিয়েছিলেন। লোকসংখ্যার অনুপাতে কেবল কর নির্ধারিত হ'তো না। প্রতি দশজনে একজনকে মঙ্গোল

বাহিনীতে যোগ দিতে হ'তো। মঙ্গোলদের প্রধান খান কুবলাই যখন দক্ষিণ চীন জয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বাহিনীতে বহু রুশ সেনাও ছিল। সামান্য ক্রটির অজুহাতে মঙ্গোল কর্মচারীরা প্রায়ই জনসাধারণকে বন্দী ক'রে দাসরূপে বিক্রয় করতো। ব্যাপারটি কি রকম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, তা এই থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার একজন খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীতে ৩৭৫০ জন স্লাভ ক্রীতদাস ছিল। শহরগুলিতে মঙ্গোল শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। রুশ উপরাজদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পরে মঙ্গোল কর্মচারীদের পরিবর্তে তাঁরাই মঙ্গোলদের কর সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার ভার নেন। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করলে সেগুলিও তাঁরা কঠোরহস্তে দমন করতে থাকেন।

মঙ্গোল শাসনের প্রথম পঁচিশ বছর স্লাভদের দুর্গতির সীমা ছিল না। পরে এই অবস্থা অনেকখানি অভ্যস্ত ও সহনীয় হয়ে যায়। মঙ্গোলরা সংখ্যায় ছিল কম। তারা প্রায়ই যাযাবর জীবন যাপন করতো। অন্যান্য তাতার উপজাতিগুলির সঙ্গে তাদের দ্রুত সংমিশ্রণ চলেছিল এবং তারাও তাতার নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হচ্ছিল। মঙ্গোল খান ও সামন্তরাজদের হারেমে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক থাকতো। এদের মধ্যে স্লাভ রমণীর সংখ্যা কম ছিল না। সাধারণ মঙ্গোলরাও প্রায়ই স্লাভ স্ত্রীলোকদের বিবাহ করতো। স্লাভরাও অনেক সময় মঙ্গোল স্ত্রী গ্রহণ করতো। কোন কোন রুশ উপরাজ মঙ্গোল রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ফলে স্লাভদের সঙ্গেও মঙ্গোলদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। স্লাভ জাতির লোকেরা সমাজ-সংস্কৃতিতে উন্নততর হওয়ায় তারা মঙ্গোলদের যেমন প্রভাবিত করছিল, তেমনি মঙ্গোলরা শাসন শক্তির অধিকারী হওয়ায় তাদের বহু রীতিনীতি স্লাভ জাতির লোকেরা ধীরে ধীরে গ্রহণ করছিল। এইভাবে রুশদেশে এশীয় প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপকভাবে

বিস্তার লাভ করেছিল, যার চিহ্ন বহু ক্ষেত্রে আজও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং যেজন্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ রুশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে "এশীয়" ব'লে নাসিকা কুঞ্চিত করে!

মঙ্গোলদের শাসনকালে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যোগাযোগ অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানকার সোভিয়েত ভূমিতে বহু সমৃদ্ধ নগর গ'ড়ে উঠেছিল। স্বর্ণ শিবিরের রাজধানী ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তাই মঙ্গোল শাসনে জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'লেও ধনিক বয়ার, ব্যবসায়ী, মঠাধ্যক্ষ ও উপরাজদের অবস্থা মন্দ ছিল না। তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ও সমর্থনের ফলেই মঙ্গোল শাসন রুশ দেশে প্রায় আড়াই শ বছর টিকে থাকতে পেরেছিল।

জার্মান ও সুইডিশ আক্রমণ ঃ

পূর্বদিক থেকে মঙ্গোলদের আক্রমণের ফলে রুশদেশ যখন বিপন্ন হয়েছিল, সেই সময়ে পশ্চিম দিক থেকে জার্মান ও সুইডিশ জাতিগুলিও তার উপর আক্রমণ হানবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাল্টিক সাগরের উপকূলে পশ্চিম দ্ভিনা নদীর মোহানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জার্মান বণিকরা কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলে লিভি উপজাতির লোকেরা বাস করতো। তা থেকেই এই অঞ্চল লিভোনিয়া নামে পরিচিত ছিল। জার্মানরা লিভোনিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে খ্রীষ্টধর্মকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিল। তারা ওখানে তরবারির সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে চাইলো। লিভোনিয়ার অধিবাসীরা রুশ পলোৎস্কের উপরাজের অধীন ছিল। তাই তারা জার্মানদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে পলোৎস্কের উপরাজের সাহায্য চাইলো। পলোৎস্কের উপরাজ এ-বিষয়ে লিভোনীয়দের সাহায্যে অগ্রসর

হলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। জার্মানরা রুশ শহর ইউরিয়েভ অধিকার ক'রে নিলো। এই সময় "টিউটনিক অর্ডার" নামে আর একটি জার্মান ধর্মযোদ্ধার দল বাল্টিক সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জার্মান অধিকার বিস্তারের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল। ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তারাও লিভোনিয়ার জার্মান ধর্ম-যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হ'লো। এইভাবে জার্মানরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ক'রে রুশদেশের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্যে উদ্‌যোগ করলো। সীমান্তবর্তী নভ্‌গরদ ও প্‌স্কভ শহরগুলি বিপন্ন হ'লো।

জার্মানরা যখন এইভাবে রুশদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন সুইডেনও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারাও অচিরে রুশদেশ আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হ'লো (১২৪০)।

এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে একই সঙ্গে বিপদ ঘনিয়ে ওঠায় রুশ উপরাজ্যগুলিতে দুই ধরনের মতবাদ দেখা দিলো। একদল উপরাজ মনে করছিলেন, জার্মান ও সুইডিশ জাতির লোকেরা ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টান, সুতরাং তারা শত্রু হিসাবে মঙ্গোলদের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক নয়। তাদের সাহায্য নিয়ে মঙ্গোলদের প্রতিরোধ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই মতবাদীদের নেতা ছিলেন গালিচ-ভল্‌হিন্‌স্কের উপরাজ দানিয়েল রোমানোভিচ্‌। তিনি সহজে মঙ্গোলের বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলেন না। খ্রীষ্টান ইউরোপের সাহায্যে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। গালিচ্‌ ও ভল্‌হিন্‌স্ক্‌ মঙ্গোল হস্তে বিধ্বস্ত হ'লো (১২৬০)। তিনি দুর্ধর্ষ মঙ্গোল খানের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটলো।

আলেকজান্দার নেভ্‌স্কি :

অন্য পক্ষে, আর একদল বলছিলেন, মঙ্গোলের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়ে পশ্চিমী শত্রুদেরই আগে দমন করা দরকার। এই

মতবাদীদের নায়ক ছিলেন ভ্লাদিমিরের উপরাজ ইউরি স্ভেলোদোভিচের ভ্রাতুষ্পুত্র আলেকজান্দার ইয়ারোস্লাভিচ্। আলেকজান্দার ইয়ারোস্লাভিচ্ তাঁর সমসাময়িক রুশ উপরাজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি নভ্গরদের প্রধান উপরাজ ছিলেন। পরে প্রধান মঙ্গোল খান গুইয়ুক তাঁকে কিয়েভের সিংহাসন এবং বাটুর পুত্র তাঁকে ভ্লাদিমিরের প্রধান উপরাজের পদ দিয়েছিলেন।

১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন নভ্গরদ আক্রমণের জন্যে নেভা নদীর মোহানায় সুইডিশ বাহিনী এসে পৌঁছলো, তখন তিনি অবিলম্বে তার প্রতিরোধের জন্যে অগ্রসর হলেন এবং নেভার যুদ্ধে সুইডিশ বাহিনীকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করলেন। নেভার যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় তিনি "নেভ্স্কি" বা "নেভা নদীর" উপাধি পেয়েছিলেন। সুইডেনের পরাজয়ের অল্পদিন বাদেই জার্মানরা নভ্গরদ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হ'লো। এবারও আলেকজান্দার নেভ্স্কি বীরত্বের সঙ্গে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করলেন। পাইপাস হ্রদের তীরে বরফের উপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'লো (১২৪২)। জার্মানরা পরাজিত হ'লো শোচনীয়ভাবে। এই যুদ্ধ রুশদেশের ইতিহাসে "বরফের উপর যুদ্ধ" নামে বিখ্যাত হয়েছে। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় বাল্টিক সাগরের পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলে জার্মানদের প্রাধান্য প্রায় বিনষ্ট হ'লো। এইভাবে আলেকজান্দার নেভ্স্কি সুইডিশ ও জার্মানদের আক্রমণ থেকে রুশদেশকে রক্ষা করলেন।

মঙ্গোলদের অপরাজেয় শক্তির কথা তিনি জানতেন। তাই মঙ্গোলদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়ে রুশ জনসাধারণের অবস্থা যথাসম্ভব সহনীয় ক'রে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর বংশধররাও প্রায় শতাব্দী কাল তাঁর এই নীতিই অনুসরণ ক'রে চলতে বাধ্য হন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মস্কোর অভ্যুত্থান ও মঙ্গোল শাসনের অবসান

স্বর্ণ শিবির বা "গোল্ডেন হোর্ড" রুশদেশে আধিপত্য করলেও তা প্রথম এক শতাব্দী কাল বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্যেরই অংশ মাত্র ছিল। এই মঙ্গোল সাম্রাজ্য পূর্বে চীনদেশ থেকে পশ্চিমে রুশদেশ এবং উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সমস্ত উলুসই প্রধান খানের অধীনতা মেনে চলতো। অবশ্য সেজন্যে বিভিন্ন উলুসের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ যে চলতো না, এমন নয়। স্বর্ণ শিবিরের সঙ্গে ইরানের মঙ্গোল খানদের বিবাদ প্রায় শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। প্রথমে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মঙ্গোলিয়ায়, কারাকোরামে। পরে পঞ্চম প্রধান খান কুবলাই (১২৬০-৯৪) যখন সারা চীনদেশ অধিকার ক'রে চীনের সম্রাট হন, তখন চীনের রাজধানী পিকিংয়েই সমগ্র মঙ্গোল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কুবলাই খানের বংশ চীনদেশের ইতিহাসে ইউয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত। আলেকজান্দার নেভ্স্কির মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী বাদে চীনদেশে এই ইউয়ান রাজবংশের পতন ঘটে (১৩৬৮)। ফলে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের পতন হয়। স্থানীয় মঙ্গোল খানরা এখন থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। মঙ্গোল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ায় তার সেই দুর্বার শক্তি বিনষ্ট হয়।

মঙ্গোল সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মঙ্গোল সাম্রাজ্যের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতি কখনও ছিল না। কেবল বিভিন্ন উলুসের মধ্যেই ক্রমাগত বিবাদ চলতো না, অনেক সময় একই উলুসের মধ্যেও একাধিক শক্তিশালী রাজ্য ও

উপরাজ্যের উদ্ভব হ'তো। স্বর্ণ শিবিরেও তা-ই ঘটলো। খান মঙ্গু-তেমিরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলো। নোগাই নামে তাঁর এক আত্মীয় খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্বর্ণ শিবিরের পর পর তিনজন খানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন এবং স্বর্ণ শিবিরের পূর্বাংশে স্বতন্ত্রভাবেই রাজত্ব করতে লাগলেন। রুশদেশের বিভিন্ন উপরাজ্য মঙ্গোলদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে দুই পক্ষে যোগ দিলো। মস্কো ও ৎভেরের উপরাজরা নোগাইকে সমর্থন করলেন। নোগাই তাঁদের স্ব স্ব উপরাজ্যে কর আদায়ের অধিকার দিয়ে মঙ্গোল কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেন। রুশদের ওপর এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। মঙ্গোলদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে রুশ জাতি কিছু আশার আলোকও দেখলো।

কিন্তু ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে তখ্‌তা খান্‌ স্বর্ণ শিবিরের ঐক্য ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনলেন। তখ্‌তা এবং তাঁর পরবর্তী খান্‌ উজবেগ (১৩১৩-৪১) যোগ্য শাসক ছিলেন। উজবেগ কেবল নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে সরকারী সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে পৃথিবীতে ইসলামধর্ম খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাই ইসলাম গ্রহণ করায় মধ্য প্রাচ্যে ও মধ্য এশিয়ায় উজবেগের সম্মান প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পেলো। ভল্‌গা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান স্তালিনগ্রাদের কাছে নয়া সরাইয়ে উজবেগ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। রুশ উপরাজ্যগুলির মধ্যে কোনটিই যাতে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য দিলেন।

ৎভের ও মস্কো ঃ

এই সময়ে উত্তর-পূর্ব রুশে দুটি উপরাজ্য নিজেকে শক্তিশালী ক'রে তোলার চেষ্টা করছিল। এই দুটি উপরাজ্য হ'লো ৎভের

ও মস্কো। মঙ্গোল আধিপত্যের পরেই মস্কো একটি উপরাজ্যের রাজধানীরূপে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। তখন মস্কো ও অপর দুটি ছোট শহর নিয়ে মস্কো উপরাজ্যটি গঠিত হয়েছিল। আলেকজান্দার নেভ্স্কির পুত্র দানিলোভ এই ক্ষুদ্র উপরাজ্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে পান। তিনি এর কিছুটা বিস্তৃতিসাধন করেন। কিন্তু তখনও ৎভের উপরাজ্যটিই ছিল বেশী শক্তিশালী। ৎভেরের প্রধান উপরাজ ছিলেন আলেকজান্দার নেভ্স্কির ভ্রাতুষ্পুত্র মিখাইল ইয়ারোস্লাভিচ। মিখাইল মঙ্গোলদের কাছ থেকে ভ্লাদিমিরের প্রধান উপরাজ পদও ফরমান যোগে পেয়েছিলেন। ফলে মিখাইল দ্রুত নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিলেন। উজবেগ তা ভালো চোখে দেখলেন না, রুশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি মস্কোর উপরাজ ইউরি দানিলোভিচ্‌কে (৩০৩-২৫) সাহায্য করতে লাগলেন। এমন কি ইউরির সঙ্গে তিনি নিজের ভগিনীর বিবাহও দিলেন। মঙ্গোল বাহিনীর সাহায্যে ইউরি মিখাইলের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হলেন। ইউরির স্ত্রী মিখাইলের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। বন্দিনী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হ'লো। ভগিনীর মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে উজবেগ মিখাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং ভ্লাদিমির উপরাজ্যটি ইউরিকে দিলেন। কিন্তু মিখাইলের এক পুত্রের হস্তে ইউরিও নিহত হলেন। উজবেক হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন, কিন্তু ভ্লাদিমির উপরাজ্যটি তিনি মিখাইলের অপর এক পুত্র আলেকজান্দার মিখাইলোভিচ্‌কে দিলেন।

ইভান কলিতা:

ইউরির মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ইভান দানিলোভিচ্ (১৩২৫-৪১) মস্কোর উপরাজ হলেন। তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন,

তাই লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল "কলিতা" বা টাকার থলি। ইভান কলিতা নিজের তথা মস্কোর প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে রুশ দেশের প্রধান ধর্মযাজক ভ্লাদিমিরে থাকতেন। তাঁকে তিনি মস্কোতে আসতে প্ররোচিত করলেন। তখন থেকে মস্কো রুশদেশের প্রধান ধর্মস্থান হয়ে উঠলো। ফলে সারা রুশদেশে মস্কোর মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। ইভান কলিতা মঙ্গোল খান, খানের অনুচর ও মহিষীদের প্রচুর টাকা দিয়ে বশ করলেন। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানের সঙ্গে ৎভের ও ভ্লাদিমিরের প্রধান উপরাজ আলেকজান্দারের বিরোধ বাধলে ইভান কলিতা দ্রুত খানের পক্ষে যোগ দিলেন। আলেকজান্দার রাজ্য ছেড়ে প্‌স্কভ শহরে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু রুশদেশের প্রধান ধর্মযাজক প্‌স্কভবাসীদের সাবধান ক'রে দিলেন যে, তারা যদি আলেকজান্দারকে আশ্রয় দেয়, তবে তাদের ধর্মচ্যুত করা হবে। আলেকজান্দার ভয়ে লিথুয়ানিয়ায় চ'লে গেলেন। পরে সেখান থেকে ৎভেরে ফিরে এলেন ও খানের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন। প্রথমে খান তাঁকে মার্জনা করলেও পরে ইভান কলিতার প্ররোচনায় তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠালেন ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

ৎভেরে আলেকজান্দারের বিদ্রোহ দমনের পরেই ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইভান কলিতা তাঁর বহুকাম্য ভ্লাদিমিরের প্রধান উপরাজ পদটি পেলেন। কেবল তাই নয়, সমগ্র মঙ্গোল-শাসিত রুশ থেকে মঙ্গোলদের প্রাপ্য কর সংগ্রহের এবং সংগৃহীত কর দরবারে পৌঁছে দেওয়ার ভারও তাঁকে দেওয়া হ'লো। ফলে রুশ উপরাজ্যগুলির উপর তাঁর প্রাধান্য বিশেষ রূপে বৃদ্ধি পেলো। তাছাড়া, মঙ্গোল খানের প্রাপ্য করের চেয়ে তিনি বেশী কর সংগ্রহ ক'রে তা নিজে আত্মসাৎ করলেন। এইভাবে অর্থের দিক থেকেও তাঁর প্রাধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো। ইভান কলিতার সময়ে মস্কো উপরাজ্যটি

আয়তনে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি মস্কোর সুশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। চুরি-ডাকাতি ও বলপ্রয়োগ অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের জীবন অনেকখানি নিরাপদ হয়ে উঠেছিল। পার্শ্ববর্তী উপরাজ্যগুলি থেকে লোকে তাই প্রায়ই মস্কোয় এসে আশ্রয় নিতো। ফলে মস্কোর জনসংখ্যাও অনেক বেড়েছিল।

লিথুয়ানিয়া উপরাজ্য ঃ

এইভাবে ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় ক'রে মস্কো মঙ্গোল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। কিন্তু এই সময়ে মঙ্গোল খান ও মস্কোর উপরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিলো রুশদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি রাজ্য—লিথুয়ানিয়া (Grand Duchy of Lithuania). লিথুয়ানিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মেন্‌দাউগ নামে জনৈক উপরাজ অন্যান্য উপরাজদের অপসারিত ক'রে নিজেকে শক্তিশালী ক'রে তোলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কিছু রুশ অঞ্চলও হস্তগত করেন। তাঁর রাজধানী হয় রুশ শহর নভ্‌গরদক। তিনি জার্মান ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্য পাওয়ার আশায় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। বিনিময়ে পোপ তাঁকে রাজা উপাধি দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মেন্‌দাউগ আরও শক্তি সঞ্চয় ক'রে ঐ ধর্মমত ত্যাগ করেন এবং জার্মান ধর্মযোদ্ধাদের পরাজিত করেন। তিনি পোল্যাণ্ড ও পার্শ্ববর্তী প্রুশি উপজাতীয় অঞ্চলেও হানা দেন। লিথুয়ানিয়াকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে তিনি অন্যান্য উপরাজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁদের চক্রান্তে তিনি নিহত হন (১২৬৩)।

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উপরাজ গেদিমিনের (১৩১৬-৪১) অধীনে লিথুয়ানিয়া আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গেদিমিন

লিথুয়ানিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক উপাধি গ্রহণ করেন। সামরিক দিক থেকেও লিথুয়ানিয়া প্রবল হয়ে ওঠে এবং পার্শ্ববর্তী রুশ অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রুশরা মঙ্গোলদের চেয়ে লিথুয়ানিয়ার অধীনতাকেই শ্রেয় মনে করেছিল। মেন্দাউগের আমলেই পলোৎস্কে লিথুয়ানিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। গেদিমিনের পুত্র গ্র্যাণ্ড ডিউক ওল্গিয়ের্দের (১৩৪৫-৭৭) আমলে ভিতেব্স্ক্, মিন্স্ক্ প্রভৃতি রুশ অঞ্চলে লিথুয়ানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হ'লো। কিয়েভ, চের্নিগভ, সেভের্স্ক্ ও ভল্হিনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলও তিনি অধিকার করলেন। ওল্গিয়ের্দের পরে স্মোলেন্স্ক্ রুশ উপরাজ্যও লিথুয়ানিয়ার অধীন হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় শক্তিশালী লিথুয়ানিয়া রাজ্যটির। এই রাজ্যের রাজধানী হয় ভিল্নিয়াস। লিথুয়ানিয়া রাজ্যে রুশ অঞ্চল বহু পরিমাণে থাকায় এটি প্রকৃত পক্ষে একটি রুশ-লিথুয়ানীয় রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ওল্গিয়ের্দের পুত্র ইয়াগিয়েলো (১৩৭৭-৯২) পোল্যাণ্ডের রানী ইয়াদ্ভিগাকে বিবাহ করায় পোল্যাণ্ডও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে যুক্ত হ'লো। ইয়াগিয়েলো একই সঙ্গে পোল্যাণ্ডের রাজা ও লিথুয়ানিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক হলেন। এতে লিথুয়ানিয়ার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। ইয়াগিয়েলোর এক আত্মীয়, ভিৎভিৎ, বিদ্রোহ করলেন। বহু পোল সৈন্য লিথুয়ানীয়দের হস্তে নিহত হ'লো। অবশেষে ভিৎভিৎ (১৩৯২-১৪৩০) লিথুয়ানিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক ব'লে স্বীকৃত হলেন। তবে তিনি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না ক'রে রাজা ইয়াগিয়েলোর প্রাধান্য মেনে নিলেন।

এই সময় জার্মানরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং পার্শ্ববর্তী লিথুয়ানীয় ও রুশ রাজ্যগুলির আতঙ্কের কারণ হ'লো। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ভিৎভিৎ পোল্, সাদা রুশ ও ইউক্রেন বাহিনীর সাহায্যে জার্মান যোদ্ধাদের সম্মুখীন হলেন। গ্রুনেভাল্ড ও

তানেনবুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে এক যুদ্ধে জার্মান বাহিনী ভয়াবহভাবে বিধ্বস্ত হ'লো। এর পর থেকে জার্মান যোদ্ধারা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়লো এবং ইতিহাসের পটভূমি থেকে ধীরে ধীরে অপসারিত হ'লো।

লিথুয়ানিয়ার অভ্যুত্থানের ফলে রুশ-জাতি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বড় রুশ, পশ্চিম অঞ্চলে সাদা রুশ এবং দক্ষিণে ইউক্রেন অঞ্চলে ছোট রুশ। বড় রুশরা মঙ্গোলদের অধীনে এবং সাদা ও ছোট রুশরা লিথুয়ানীয়দের অধীনে ছিল। লিথুয়ানীয় রাজ্য পশ্চিমে বাল্‌টিক সাগর থেকে পূর্বে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় রুশদেশে মঙ্গোল শক্তি ও প্রভাব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

মস্কো-মঙ্গোল-সংঘর্ষ ঃ

যখন পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের সাদা ও ছোট রুশরা লিথুয়ানিয়ার অধীনে মঙ্গোলদের অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করছিল, তখন উত্তর ও উত্তর-পূর্বে বড় রুশরাও মস্কোর নেতৃত্বে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল। ইভান কলিতার পৌত্র দিমিত্রি ইভানোভিচের (১৩৫০-৮৯) সময়ে মস্কো আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। দিমিত্রি মস্কো শহরের চারদিকে পাথরের প্রাচীর তৈরী ক'রে মস্কোকে দুর্ভেদ্য ক'রে তুললেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রুশ উপরাজ্যগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। ৎভের, রিয়াজান ও নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ উপরাজ্যগুলি তাঁর বিরুদ্ধে লিথুয়ানিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক ওল্‌গিয়ের্দের সাহায্য প্রার্থনা করলো। ওল্‌গিয়ের্দ তিন বার মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন, কিন্তু মস্কোর দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরে তাঁর সকল অভিযান ব্যর্থ হ'লো। দিমিত্রি পার্শ্ববর্তী অরুশ অঞ্চলগুলিতেও নিজের অধিকার বিস্তৃত করলেন। উরাল অঞ্চলে জিরিয়ানে (কোমি) ও পেমিয়াক উপজাতির লোকেরা বাস

করতো। দিমিত্রির চেষ্টায় তারা মস্কোর অধীনতা স্বীকার ক'রে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলো।

মস্কো উপরাজ্যটি খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠায় মঙ্গোলদের সঙ্গে তার বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠলো। মঙ্গোল বিরোধিতায় মস্কো প্রায় সমগ্র রুশ জাতির সমর্থন পেলো। অন্য পক্ষে, ঐ সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মঙ্গোল স্মবর্ণ শিবির বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, স্মবর্ণ শিবির-শাসিত বিভিন্ন অঞ্চলে বহু স্বাধীন রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং খানরা নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্যে পরস্পর কলহে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় মামাই নামে এক মঙ্গোল সামন্ত খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চিঙ্গিসের বংশধর না হওয়ায় নিজে স্মবর্ণ শিবিরের প্রধান খানের পদ পেলেন না। তবে স্মবর্ণ শিবিরের প্রধান খান তাঁর হাতের পুতুল মাত্র ছিলেন। এই সময় জিউচির উলুসের পূর্বাংশে তখ্‌তামিস নামে একজন খানও নিজের শক্তি বৃদ্ধি ক'রে স্মবর্ণ শিবিরের নেতৃত্ব অধিকারের চেষ্টা করছিলেন। ফলে মামাই পশ্চিমে মস্কোর দিমিত্রি ও পূর্বে তখ্‌তামিস্‌, এই দুই প্রবল শত্রুর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে দিমিত্রির বিরুদ্ধে অভিযান করাই সমীচীন মনে করলেন। তিনি লিথুনিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক ইয়াগিয়েলোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ক'রে মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হলেন। দিমিত্রি প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করলেন। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর দন নদীর তীরে বিখ্যাত কুলিকোভো পোলিয়ে (কাদা-খোঁচার মাঠ) নামক প্রান্তরে দিমিত্রি ও মামাইয়ের বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হ'লো। মঙ্গোল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। দনের যুদ্ধে দিমিত্রি জয়ী হলেন। দনের যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় দিমিত্রি "দনস্কয়" (দন নদীর) উপাধি পেলেন। রুশ উপরাজদের মধ্যে দিমিত্রি দন্‌স্কয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

মামাই পরাজিত হয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। কিন্তু পূর্ব দিক থেকে দ্রুত তখ্‌তামিস পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ায় মামাই আগে তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযান করতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধে তখ্‌তামিস জয়ী হলেন এবং মামাই পরাজিত হয়ে ক্রিমিয়ায় পলায়ন করলেন। সেখানে তিনি শত্রুহস্তে নিহত হ'লে তখ্‌তামিস সমগ্র জিউচির উলুসের অবিসংবাদী অধীশ্বর হলেন। মামাইয়ের পরাজয়ে রুশদেশে মঙ্গোলদের প্রাধান্য বিনষ্ট হ'তে চলেছিল, তখ্‌তামিস এখন তা রোধ করবার জন্যে দ্রুত মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন (১৩৮২)। দিমিত্রি সৈন্য সংগ্রহের জন্যে মস্কো থেকে উত্তরে চলে গিয়েছিলেন। তখ্‌তামিস মস্কো আক্রমণ করলে মস্কোবাসীরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে তাঁর প্রতিরোধ করতে লাগলো। তখ্‌তামিস অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। মস্কোবাসীরা সন্ধির শর্তে রাজী হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করলো। কিন্তু অকস্মাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তখ্‌তামিস অতর্কিতে মস্কো শহরে প্রবেশ করলেন। নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন চললো। তখ্‌তামিস মস্কো শহর পুড়িয়ে দিলেন। এইভাবে রুশ জাতি পুনরায় মঙ্গোলের পদানত হ'লো।

কিন্তু কুলিকোভোর যুদ্ধে দিমিত্রি রুশ জাতিকে যে শক্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদ দিয়েছিলেন, তা তারা ভুললো না। মঙ্গোল শক্তি যে অজেয়, এই বিশ্বাসও তাদের চিরতরে বিনষ্ট হয়েছিল। তারা ক্রমাগত স্বাধীনতা লাভের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। অবশ্য, সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হ'তে তাদের আরো এক শতাব্দী লেগেছিল।

তৈমুরলঙ্গ ঃ

তখ্‌তামিসের অধীনে স্বর্ণ শিবির সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠলেও তা নিতান্তই অস্থায়ী ছিল। শীঘ্রই

পূর্ব দিক থেকে এক দুর্বার শত্রু এসে তাকে চরম আঘাত দিলেন। এই শত্রুর নাম তৈমুরলঙ্গ।

মধ্য এশিয়ায় চিঙ্গিসের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাইয়ের বংশধররা রাজত্ব করছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে চাঘতাই উলুস প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম অংশে তুর্কী জাতির সংখ্যাধিক্য থাকায় সেখানকার মঙ্গোলরা তাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তৈমুর নামে এক মঙ্গোল-তুর্কী সামন্তরাজ খুবই প্রবল হয়ে ওঠেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন, তাই তৈমুর লঙ্গ (খঞ্জ) নামে পরিচিত হন। তিনি প্রথম জীবনে সমরখন্দের রাজা হোসেনের অধীনে চাকরি নেন। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হোসেনকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে নিজেই সমরখন্দের সিংহাসন অধিকার করেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমু দরিয়া ও সির দরিয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁর পদানত হয়। তিনি খোরেজম অধিকার ক'রে পারস্যে অভিযান করেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে পারস্য তাঁর পদানত হয়। খোরেজম আগে স্বর্ণ শিবিরের অধিকারভুক্ত ছিল। তাই পারস্য অভিযানের জন্যে তৈমুর অনুপস্থিত থাকার সুযোগে তখ্‌তামিস খোরেজম আক্রমণ করেন। পারস্য অভিযান শেষে ফিরে এসে তৈমুর তখ্‌তামিসকে পরাজিত ক'রে সমগ্র পশ্চিম সাইবেরিয়া অধিকার করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি ট্র্যান্স্‌ককেশীয় অঞ্চলে অভিযান ক'রে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া অধিকার করেন। তিনি সরাই ধ্বংস ক'রে স্বর্ণ শিবির-শাসিত বহু অঞ্চল পদদলিত করেন। মস্কো আক্রমণের জন্যেও তিনি উত্তরে অভিযান করেন, কিন্তু রিয়াজান থেকেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। দিমিত্রি দন্‌স্কয়ের পুত্র প্রথম ভাসিলির বিপুল সৈন্য সমাবেশ দেখে তিনি অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করেন না। তৈমুরলঙ্গ ফিরে গেলেও স্বর্ণ শিবিরের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন, তা

স্নুবর্ণ শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে হীনবল ক'রে দেয়। মধ্য এশিয়ায় তৈমুর যে বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর (১৪০৫) পর তাও ভেঙে পড়ে। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল-তাতার-শাসিত ভূমিতে বহু ক্ষুদ্র খণ্ড স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মস্কো ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অবশেষে মঙ্গোল-তাতার শাসন থেকে রুশদেশকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে।

প্রথম ভাসিলি ঃ

দিমিত্রি দন্‌স্কয়ের পুত্র প্রথম ভাসিলি (১৩৮৯-১৪২৫) তখ্‌তামিসের হাতে পরাজিত হয়ে মঙ্গোলের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গোলদের এখন আর তিনি প্রবল শত্রু ব'লে মনে করলেন না। তাই লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে তিনি মঙ্গোলদের সাহায্য পেতে চাইলেন। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পোল্‌তাভার কাছে ভর্‌স্কলা নদীর তীরে লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হ'লো, তাতে লিথুয়ানিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটলো। ফলে রুশভূমিতে লিথুয়ানিয়ার প্রভাব প্রায় লোপ পেলো।

দ্বিতীয় ভাসিলি ঃ

প্রথম ভাসিলির পুত্র দ্বিতীয় ভাসিলির (১৪২৫-৬২) সময়ে মস্কো উপরাজ্যে সাময়িকভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় বিশ বছর ধ'রে চলে। ভাসিলি সাময়িকভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দিমিত্রি "সেমিয়াকার" (অসংগত) হাতে বন্দী হন, এমন কি তাঁকে অন্ধও ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচর ও প্রজাদের সাহায্যে ভাসিলি আবার মস্কোর সিংহাসন ফিরে পান এবং অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

তৃতীয় ইভান :

উত্তর-পূর্ব রুশের যে অংশ এখনও স্বাধীন ছিল, তা অন্ধ ভাসিলির পুত্র তৃতীয় ইভানের (১৪৬২-১৫০৫) সময়ে মস্কোর অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে আবার একটি অখণ্ড রুশ রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ইভানের সিংহাসনে আরোহণ কালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার অধীন ছিল। দক্ষিণে মস্কো রাজ্যের সীমা স্তেপের প্রান্তে ওকা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হ'লো। পূর্বে কাজানে ছিল মঙ্গোল খানের আধিপত্য, তিনি নিজেকে মস্কোরও অধিরাজ ব'লে ঘোষণা করতেন। উত্তর-পশ্চিমে নভ্‌গরদ রাজ্যটি নামে মস্কোর অধীন হ'লেও কার্যত প্রায় স্বতন্ত্র ছিল। এখন ইভান মস্কো রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় ক'রে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন।

১৪৭১ থেকে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নভ্‌গরদকে সম্পূর্ণরূপে মস্কো রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণ শিবিরের মঙ্গোল খান আখ্‌মতের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধলো। ইভান মঙ্গোলকে কর দেওয়া বন্ধ করলে খান আখ্‌মত লিথুয়ানিয়ার সাহায্যে মস্কো রাজ্য আক্রমণ করলেন। ঐ সময় ক্রিমিয়ায় একটি তাতার রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ঐ রাজ্যের খান ছিলেন মেংলি গিরাই। ইভান মেংলি গিরাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রে চলতেন। খান আখ্‌মতের অনুপস্থিতির সুযোগে খান মেংলি গিরাই স্বর্ণ শিবির আক্রমণ করতে চাইলেন। তাই অকস্মাৎ খান আখ্‌মত রণক্ষেত্র ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হলেন। এইভাবে মঙ্গোল শাসন থেকে মস্কো চিরতরে মুক্ত হ'লো। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল তুর্কী অধিকারে গেলে শেষ বাইজান-টাইন সম্রাটদের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও উত্তরাধিকারিণী সোফিয়া পেলিয়া-লোগ ইতালিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইভান নিজ শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সোফিয়াকে বিবাহ করলেন। অতঃপর তিনি

নিজেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী এবং মস্কোকে তৃতীয় রোম মনে করতে থাকেন। বাইজান্টিয়ামকে দ্বিতীয় রোম মনে করা হ'তো। তিনি নিজে জার (সীজার বা সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করেন। রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় প্রতীক তুই-মস্তকযুক্ত ঈগল পক্ষীও এখন থেকে মস্কো রাজ্যের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হয়ে ওঠে। এখন গ্রীক অর্থোডক্স্ চার্চ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে মিলন ঘটবে এবং মস্কো তুর্কীর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবে, এমন আশা অনেকে করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয় না। তবে পাশ্চাত্যের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেকখানি হৃদ্যতাপূর্ণ হয়। তৎকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের শক্তিশালী "পবিত্র রোম সাম্রাজ্য" (Holy Roman Empire) থেকে মস্কোতে সর্বপ্রথম দূত প্রেরিত হয়। মস্কোকে সাহায্য করবার জন্যে অস্ত্রনির্মাতা, যন্ত্রবিদ্, বাস্তুকার, স্থপতি, শিল্পী ইত্যাদি দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ থেকে আনবার জন্যে চেষ্টা চলতে থাকে। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইভান ডেনমার্ক রাজ্যের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেন। এইভাবে পশ্চিমের সঙ্গে মস্কোর যোগাযোগের পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়।

মঙ্গোল শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এখন তৃতীয় ইভান পশ্চিম সীমান্তবর্তী রুশ অঞ্চলকে ধীরে ধীরে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন। মস্কোর নেতৃত্বে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব রুশ মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ হ'লেও তখনো মুরমান্স্ক্ উপকূল থেকে দানিয়ুব ও কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত কিয়েভ রুশের সুবিশাল অঞ্চল জার্মান, লিথুয়ানীয়, সুইডিশ, দিনেমার ও তুর্কীদের অধীন ছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান কন্স্তান্তিনোপল জয় করেছিলেন এবং তার ফলে বাইজান্-টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল, ককেসাস, বল্কান ও ভিয়েনা পর্যন্ত বিস্তৃত দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী

অঞ্চল তুরস্কের করতলগত হয়েছিল। তৃতীয় ইভান তুরস্কের সঙ্গে শত্রুতা না ক'রে সন্ধি করাকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার এক সন্ধি হ'লো। তৃতীয় ইভানই ইউরোপের সর্বপ্রথম সার্বভৌম শাসক, যিনি তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এই সন্ধির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম সীমান্তের মুক্তিসাধনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

ঐ বছর (১৪৯২) তৃতীয় ইভান নারোভা নদীর মোহানায় একটি নগর-দুর্গ নির্মাণ করেন এবং নিজের নাম অনুসারে তার নাম দেন ইভান্‌গরদ (ইভান নগর)। এটিকে বাল্‌টিক সাগরের সঙ্গে রুশদেশের যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত বলা চলে। ঐ সময়ে সুইডিশ বাহিনী ভলোগ্‌দা শহর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। রুশ বাহিনী সুইডিশ বাহিনীকে পরাভূত করলো এবং সুইডিশ বাহিনীকে বিতাড়িত ক'রে বথনিয়া উপসাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হ'লো।

প্রাচীন রুশভূমির অধিকার নিয়ে লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ চলে। মস্কো বাহিনী কতকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করে। লিথুয়ানিয়া একাকী মস্কোর বিরুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব দেখে লিভোনিয়ার জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করে। জার্মান নাইটরা কয়েকবার প্‌স্কভ শহরের কাছ পর্যন্ত অগ্রসর হ'লেও রুশ বাহিনীর হস্তে ভয়ানকভাবে পরাজিত হয়। ফলে লিথুয়ানিয়া বাধ্য হয়ে সন্ধি করে। সন্ধির শর্ত অনুসারে চের্নিগভ শহর সহ সেভের্‌স্ক্‌ মস্কো রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। লিভোনিয়ার জার্মান সংঘ মস্কোর উপরাজকে বার্ষিক কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে এই প্রতিশ্রুতি তারা পালন করে না।

পূর্বদিকেও মস্কো রাজ্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করবার দিকে তৃতীয় ইভান যথেষ্ট মনোযোগ দেন। কাজানের তাতার খান তাঁর

বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেন। ইভান উরাল অঞ্চলেও একাধিক অভিযান করেন। ইউগ্রা উপরাজরা তাঁর প্রতিরোধে অগ্রসর হ'লেও অবশেষে পরাজিত হয়ে কর দিতে স্বীকৃত হন।

এইভাবে শক্তি ও কূটনীতির সাহায্যে ইভান মস্কো রাজ্যকে শক্তিশালী ক'রে তোলেন। তৃতীয় ইভানের আমলে মস্কোর অধীনে রুশ রাষ্ট্র ইউরোপে একটি প্রধান আসন লাভ করে। জার্মান সম্রাট ইভানকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করতে চান। কিন্তু তৃতীয় ইভান তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, এই উপাধি অপরের কাছ থেকে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই তাঁর। পোপ রুশদেশে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় মস্কোর সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রাখেন। মস্কো প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বণিকরা রাশিয়ার মধ্য দিয়ে চীন ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। রুশ বণিক আফানাসি নিকিতিন তৃতীয় ইভানের সময়েই ভারতবর্ষে এসেছিলেন (১৪৬৭-৭২)। সর্বপ্রথম যেসব ইউরোপীয় ভারতে এসেছিলেন, আফানাসি নিকিতিন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আফানাসি নিকিতিনের বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেছে। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গেও মস্কো রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে ইতালির ভেনিস প্রজাতন্ত্রটি ছিল ইউরোপে ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নত। রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করায় ইতালির সঙ্গে, বিশেষত ভেনিসের সঙ্গে, মস্কোর বাণিজ্য-সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল। ভেনিসের বণিকরা কৃষ্ণ সাগর ও ক্রিমিয়ার পথে প্রায়ই মস্কোতে আসতেন। তুরস্কের সঙ্গে তৃতীয় ইভান বন্ধুত্ব করায় তুরস্ক ও মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গেও মস্কোর ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো। রুশদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যবস্থাও বেশ উন্নত হয়েছিল। প্রায় সমগ্র রুশদেশ

মস্কোর বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেওয়ায় সারা দেশে শান্তি ও ঐক্যের আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে তা একান্ত অনুকূল ছিল। মস্কো শহরে অসংখ্য বাজার ও দোকান-পাট গ'ড়ে উঠেছিল। বাজারগুলিতে দেশবিদেশের বণিকরা এসে সমবেত হতেন। তাই ঐ বাজারগুলিকে গোড়ার দিকে বলা হ'তো "গস্তিনিয়ে দ্‌ভরি" বা "অতিথিদের সরাইখানা"। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তৃতীয় ইভান মস্কো শহরকে নূতন ক'রে তৈরী করেছিলেন। এর আগে মস্কোর সব বাড়ি, এমন কি রাজভবনও, কাঠের তৈরী ছিল। তৃতীয় ইভানের সময়ে মস্কোয় প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পায়। তাঁর আমলেই এখনও বর্তমান ক্রেমলিনের দেওয়াল, মিনার ও গির্জাগুলি নির্মিত হয়। বহু বিদেশী স্থপতি এই নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ইতালীয় স্থপতি রিদল্‌ফো দি ফিওরাভান্তে তৃতীয় ইভানের সময়েই মস্কোয় এসেছিলেন। তিনি গৃহনির্মাণশিল্পে রুশদের শিক্ষা দেন ও সাহায্য করেন।

আগে মস্কো একটি উপরাজ্য ছিল। তার শাসক উপরাজদের মধ্যে প্রধান হ'লেও একজন উপরাজ মাত্র ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় ইভানের আমলে মস্কো প্রায় সমগ্র রুশজাতি নিয়ে গঠিত একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ফলে মস্কোর গ্র্যাণ্ড প্রিন্স এখন আর প্রধান উপরাজ মাত্র ছিলেন না, তিনি হয়েছিলেন সমগ্র উত্তর-পূর্ব রুশ দেশের সার্বভৌম রাজা। এমন কি তিনি মাঝে মাঝে নিজেকে জার (সীজার) ব'লেও অভিহিত করতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি রত্নখচিত সিংহাসনে বসতেন এবং ভ্লাদিমির মনোম্যাকাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মুকুট,

মনোম্যাকাসের 'টুপি,' পরতেন। কথিত আছে, ঐ টুপিটি ভ্লাদিমির মনোম্যাকাস তাঁর মাতামহ বাইজান্টাইন সম্রাট মনোম্যাকাসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মনোম্যাকাসের এই টুপিটিকে রাশিয়ার রাজারা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের চিহ্ন ব'লে ভাবতেন।

মস্কোর গ্র্যাণ্ড প্রিন্স এখন জার বা সার্বভৌম নৃপতিরূপে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য উপরাজরা তাঁর দরবারের পারিষদে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁদের স্বাধীন কোনও সত্তা ছিল না। তবে তাঁরা সহজে ও স্বেচ্ছায় তাঁদের এই পরাধীন অবস্থাকে স্বীকার ক'রে নেননি। তাঁরা রাজ্যের শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশলাভের অধিকার দাবী করতে থাকেন এবং গ্র্যাণ্ড প্রিন্স যাতে তাঁদের পরামর্শ মতো চলতে রাজী হন, সে বিষয়ে সচেষ্ট হন। এখন গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের দরবারে বয়ারের সংখ্যা অত্যধিক্য হওয়ায় তাঁদের সকলের পরামর্শ বা সব পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে বয়াররা মনে মনে বা গোপনে গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের বিরোধিতা ক'রেই ক্ষান্ত হন না, নিজেদের মধ্যে অবিরাম দলাদলি করতে থাকেন। রাজকার্যে অংশ গ্রহণের জন্যে বয়াররা সকলে সকল সম্মানজনক পদ পেতেন না। এ বিষয়ে একটা মীমাংসা সাধনের জন্যে বয়ারদের বংশগত অধিকার অনুসারে স্তর বিভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বংশগত অধিকারে প্রধান বয়াররা হুমার বা গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের শাসন-পরিষদের সদস্য হ'তে পারতেন। তার ফলেও বয়ারদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ দেখা দিতো। কেবল তাই নয়, এর ফলে প্রায়ই অযোগ্য ব্যক্তিরা বংশগত অধিকারের দাবীতে উর্ধ্বতন পদে নিযুক্ত হতেন এবং যোগ্য ব্যক্তিরা সে সুযোগ পেতেন না। বয়ারদের মধ্যে স্ব স্ব অধিকার নিয়ে যখন বিবাদ বাধতো, তখন গ্র্যাণ্ড প্রিন্সই তার মীমাংসা করতেন। ফলে বয়ারদের উপর তাঁর আধিপত্য অবি-সংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সামরিক দিক থেকে তৃতীয় ইভান যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন, তার ফলেও বয়াররা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের শক্তি অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্বে উপরাজদের স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী থাকতো। গ্র্যাণ্ড প্রিন্স তাঁদের আহ্বান করলে বাহিনীগুলি নিজ নিজ উপরাজের পতাকা তলে যুদ্ধ করতো। এতে যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন উপরাজের সৈন্যদলের মধ্যে যেমন বিবাদ ও অনৈক্য দেখা দিতো, তেমনি গ্র্যাণ্ড প্রিন্সও উপরাজদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। এখন উপরাজরা প্রধান বয়ার ও গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের দরবারের সভ্য হওয়ায় তাঁদের সৈন্যবাহিনীগুলিকেও গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের দরবারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ফলে রুশবাহিনী যেমন সুদৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি গ্র্যাণ্ড প্রিন্সই সামরিক শক্তির একক অধিকারী হয়েছিলেন। বয়ারদের ছোট ছোট সৈন্যবাহিনী থাকলেও এখন থেকে বয়ারদের অধীনস্থ ক্ষুদ্র জমিদারদের অধীনেই সৈন্যবাহিনী গঠিত হ'তে থাকে। সৈন্যবাহিনীর গঠন ও সংরক্ষণের ব্যয় বাবদ ঐসব জমিদার জমি পেতেন। তবে জমির উপর উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁদের অধিকার থাকতো না—যতোদিন তাঁরা কর্মচারী হিসাবে গণ্য হতেন, ততোদিন ঐ সম্পত্তি তাঁদের অধিকারে থাকতো; তাঁরা পদচ্যুত হ'লে বা তাঁদের মৃত্যু হ'লে সম্পত্তিগুলি নূতন ক'রে বন্টন করা হ'তো। এই ব্যবস্থায় বয়ার বা তাঁদের অধীনস্থ জমিদাররা কেউ গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের অনুগ্রহ ছাড়া শক্তির অধিকারী হ'তে পারতেন না।

কেবল সামরিক কারণে নয়, অর্থনৈতিক কারণেও বয়াররা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তারের ফলে মুদ্রাই দেশের প্রধান নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বয়ারদের হাতে টাকা-পয়সা বেশী থাকতো না। তাই তাঁরা প্রায়ই তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে বা বিক্রি ক'রে টাকা

সংগ্রহ করতে বাধ্য হতেন। ঐ সময় ধনী বণিক ও মঠগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা থাকায় তাঁদের কাছেই বয়ারদের ধরনা দিতে হ'তো। সুদের ব্যবসায় ও দান সংগ্রহ ক'রে মঠগুলি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিল। এখন বয়ারদের সম্পত্তি প্রায়ই তাদের হস্তগত হ'লো। বয়াররা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লেন।

বহু উপরাজ্য নিয়ে মস্কো রাজ্যটি গ'ড়ে ওঠায় তাকে শাসন-কার্যের জন্যে অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করতে হয়েছিল। এই প্রদেশের শাসনকার্যের জন্যে গ্র্যাণ্ড প্রিন্স নিজের ইচ্ছামতো তাঁর প্রতিনিধিরূপে বয়ারদের নিযুক্ত করতেন। এইসব প্রাদেশিক শাসকরা প্রজাদের উপর খুব অত্যাচার করলেও তাঁরা সকলেই গ্র্যাণ্ড প্রিন্সের কর্মচারী মাত্র ছিলেন।

এইভাবে তৃতীয় ইভানই প্রকৃতপক্ষে রুশ রাজ্যে একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। গ্র্যাণ্ড প্রিন্সকে শক্তিশালী করার কাজে গির্জাও বিশেষভাবে সাহায্য করে। বিনিময়ে তৃতীয় ইভান গির্জাকে বহু সুযোগ-সুবিধা দেন। গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ হয়। গ্রীক অর্থোডক্স ধর্মমত না মেনে চললে সেজন্যে যে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার অবাধ অধিকার থাকে গির্জার।

তৃতীয় ইভানের সময়ে একদিকে রাজতন্ত্র যেমন শক্তিশালী হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে জনসাধারণের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তৃতীয় ইভান বয়ারদের পূর্ব অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত করলেও তিনি কৃষকদের উপর তাঁদের অধিকার ও আধিপত্যকে আরও সুদৃঢ় ক'রে দিয়েছিলেন। সম্ভ্রান্তরা যাতে ভূমিদাস ও কৃষকদের সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারেন, সেজন্যে তিনি ১৪৯৭ সালে একটি আইন পাস করেন। ঐ আইন অনুসারে স্থির হয় যে, জমিদারের ক্ষেতের

সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কৃষকরা জমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারবে না। আরও স্থির করা হয় যে, কেবল সেণ্ট জর্জ দিবসের পূর্বে বা পরে এক সপ্তাহের মধ্যে কৃষকরা জমিদারের জমি ছেড়ে যেতে পারবে, অন্য কোনও সময়ে তাদের সে অধিকার থাকবে না। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেতে হ'লেও তাদের জমিদারের সঙ্গে সকল দেনাপাওনার হিসাব চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে কৃষকরা সম্পূর্ণরূপে জমির সঙ্গে বাঁধা পড়লো। তাদের পক্ষে এক জমি বা জমিদারের কাজ ছেড়ে অন্য জমিতে বা জমিদারের কাজে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠলো।

তৃতীয় ইভান তাঁর রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করেন। ১৪৯৭ সালে তিনি "সুবেদ্নিক" নামে একটি "আইন সংহিতা" প্রচার ক'রে রাজ্যের শাসন ও আইন সংক্রান্ত সকল বিধিব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ক'রে দেন।

তৃতীয় ভাসিলি ঃ

তৃতীয় ইভানের মৃত্যুর (১৫০৫) পর তাঁর পুত্র তৃতীয় ভাসিলি (১৫০৫-৩৩) মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়েই উত্তর ও পূর্ব রুশ উপরাজ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি ১৫১০ সালে প্‌স্কভ ও ১৫২১ সালে রিয়াজানকে সম্পূর্ণরূপে মস্কোর অন্তর্ভুক্ত করেন। লিথুয়ানিয়ার অধীনতা থেকে রুশ অঞ্চলগুলিকে মুক্ত করার যে সংগ্রাম চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ক্রমাগত চলছিল, তাও তিনি চালিয়ে যান। তিনি ১৫১৪ সালে স্মোলেন্‌স্ক্ অধিকার ক'রে মস্কোর অধীন করেন এবং "সমগ্র রুশভূমির রাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বয়ারদের শক্তি ও সুযোগ-সুবিধা আরও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

চতুর্থ ইভান বা ইভান গ্রজ্‌নি ঃ

১৫৩৩ সালে তৃতীয় ভাসিলির মৃত্যু হ'লে তাঁর তিন বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র চতুর্থ ইভান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নাবালক হওয়ায় তাঁর মা এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না গ্লিন্‌স্কাইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন (১৫৩৩-৩৮)। তৃতীয় ভাসিলির মৃত্যুর সুযোগে তাঁর ভাইয়েরা পুনরায় নিজ নিজ স্বাধীনতা লাভের জন্যে সচেষ্ট হন। কিন্তু এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করেন। বয়ারদের সকল বিরোধিতাও তিনি কঠোর হস্তে দমন করতে সমর্থ হন। ফলে বয়াররা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন।

মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে ইভান অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। আট বৎসর বয়স্ক এই বালকটিকে কেন্দ্র ক'রে বয়ারদের নানারূপ চক্রান্ত চলতে থাকে। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করবার চেষ্টাতে বয়ারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কলহ দেখা দেয়। প্রথমে প্রিন্স শুইস্কি ও প্রিন্স বেল্‌স্কির মধ্যে বিরোধ ঘটে। শুইস্কির সমর্থকরা সদলবলে ক্রেমলিনে প্রবেশ ক'রে বিপক্ষ দলকে পরাভূত করেন। কিন্তু শুইস্কির দলও দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারেন না। ১৫৪৩ সালে আন্দ্রেই শুইস্কি নিহত হ'লে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্লিন্‌স্কি পরিবারের হস্তগত হয়। ইভানের মা এলেনা এই গ্লিন্‌স্কি পরিবারের মেয়ে হওয়ায় এঁদের প্রাধান্যলাভের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। বয়াররা কেন্দ্রীভূত সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তাই তাঁরা বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের শাসনাধিকার নিজ নিজ আত্মীয় ও সমর্থকদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিলেন। এইসব নব-নিযুক্ত শাসকের দল জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ করতে লাগলো। রুশ রাষ্ট্রে এইরকম অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে ক্রিমিয়া ও কাজানের

তাতার খানেরা রুশদেশে হানা দিতে শুরু করলো। বয়ারদের এই আধিপত্য প্রায় ন' বছর স্থায়ী হয়েছিল।

বয়ারদের এই রকম কলহ-বিবাদের মধ্যে নিতান্ত অবহেলায় ও অযত্নে ইভান বড় হ'তে লাগলেন। বয়াররা তাঁর প্রতি যথেষ্ট অবহেলা প্রদর্শন করলেও তিনি আশৈশব নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে প্রধান ধর্মযাজক মাকারি তাঁকে বিশেষভাবে সজাগ ক'রে তোলেন। ইভান আবাল্য নানা বিষয়ে পড়াশুনোও করেন। তিনি চারদিকের বিবাদ-কলহ, চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁকেও হত্যা করা হ'তে পারে, এমন আশঙ্কা সর্বদা ছিল। এই আবহাওয়ায় আবাল্য মানুষ হওয়ায় তাঁর চরিত্রে নিষ্ঠুরতার দিকটা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

১৫৪৭ সালে ইভান সতের বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে "জার" উপাধি গ্রহণ করেন। এর ফলে রুশদেশে তিনিই যে সার্বভৌম নৃপতি একথা কেবল ঘোষণা করা হয় না, রুশ রাজ্য যে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে, তাও ঘোষণা করা হয়। ঐ সময় ইভান বিবাহও করেন। তাঁর সঙ্গে আনাস্তাসিয়া রোমানোভার বিবাহ হয়। রোমানভরা ছিলেন রুশদেশের একটি প্রাচীন বয়ার পরিবার।

বয়াররা সাময়িকভাবে প্রাধান্য লাভ ক'রে দেশের জনসাধারণকে যেভাবে শোষণ করছিলেন, তার প্রতিবাদ রূপে ১৫৪৭ সালে মস্কোতে গ্লিন্স্কি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ দীর্ঘকাল ধ'রে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ঐ সময় মস্কোতে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং মস্কো শহরের একটি বৃহৎ অংশ ভস্মীভূত হয়। জনসাধারণ এই অগ্নিকাণ্ডের জন্যে গ্লিন্স্কি পরিবারকে, বিশেষত ইভানের মাতামহী আনা গ্লিন্স্কাইয়াকে, দায়ী করে। বিদ্রোহীদের হাতে গ্লিন্স্কি পরিবারের এক ব্যক্তি

নিহত হন এবং অন্যান্য সকলে পলায়ন করেন। এমন কি, জার ইভানকেও মস্কো ছেড়ে একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

যাই হ'ক, শীঘ্রই এই বিদ্রোহ দমিত হয়। বিদ্রোহের পর আলেক্‌সি আদাশেভ নামে এক কর্মচারী এবং সিল্‌ভেস্তার নামে দরবারের প্রভাবশালী এক যাজক ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তাঁদের কেন্দ্র ক'রে রাজ্যের কয়েকজন শক্তিশালী বয়ার একটি দল গঠন করেন। জারও এই দলটির পরামর্শ মতো কিছুদিন চলতে বাধ্য হন। এই দলটি থেকেই "ইজ্‌ব্রান্নাইয়া রাদা" বা প্রধান ব্যক্তিদের পরিষদ্‌টি গঠিত হয়।

এই পরিষদের পরামর্শমতো ইভান কতকগুলি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেন। এই সময়েই "জেম্‌স্কি সবর" বা "জাতীয় আইনসভা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই আইনসভায় ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতন দুটি পরিষদ্‌ ছিল। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বয়ার, পাদরী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে ঊর্ধ্বতন পরিষদ্‌টি এবং ব্যবসায়ী, ছোট জমিদার ও বাবু শ্রেণীর লোকদের নিয়ে নিম্নতন পরিষদ্‌টি গঠিত হয়। বয়াররা যাতে রাজ্যের শাসন ব্যাপারে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নিম্নতন পরিষদ্‌টি গঠিত হয়েছিল। পূর্বে প্রাদেশিক শাসক বা গভর্নরদের উপর কর আদায় ও অপরাধনিরোধের ভার ন্যস্ত থাকতো। গভর্নররা মাইনে পেতেন না। তাঁদের খাদ্য ও অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রজারাই যোগাতো। এই ব্যবস্থাটি প্রজাদের উপর দুর্বহ বোঝায় পরিণত হয়েছিল। গভর্নররা অপরাধনিরোধ করা দূরের কথা, অপরাধপ্রবণ লোকদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতেন। এখন আইনসভার অনুমোদন নিয়ে ইভান এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করলেন। কর আদায় ও অপরাধ নিরোধের জন্যে জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়োগ করবার অধিকার পেলো। সামরিক

বিভাগে কাজের জন্যে জমি দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, তা ব্যাপকতর করা হ'লো। মস্কোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই এক হাজার সামরিক কর্মচারীকে এই রকম জমি দেওয়া হ'লো। জমিগুলি সাময়িক-ভাবেই দেওয়া হয়েছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলের কোনও অধিকার ছিল না। এই সময়ে বন্দুকধারী স্থায়ী পদাতিক বাহিনীও গ'ড়ে তোলা হ'লো। এই সৈন্যরা "স্ত্রেল্‌ৎসি" নামে পরিচিত ছিল। মস্কোতে পাঁচ হাজার স্ত্রেল্‌ৎসি এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী শহরে সাত হাজার স্ত্রেল্‌ৎসি রাখা হয়। স্ত্রেল্‌ৎসির সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সংখ্যা বেড়ে ৫০ হাজারে গিয়ে পৌঁছে।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ক'রে ইভান এবার কাজান রাজ্য আক্রমণ করলেন। তৃতীয় ইভানের সময়ে কাজানের তাতার খান মস্কোর বশ্যতা স্বীকার করলেও তৃতীয় ভাসিলির রাজত্ব কালে কাজান স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং চতুর্থ ইভানের নাবালক অবস্থায় প্রায়ই রুশভূমিতে এসে হানা দিতে থাকে। তারা প্রায়ই রুশদের ধনদৌলত লুঠ করতো এবং রুশ বন্দীদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রি ক'রে দিতো। এই অবস্থার অবসান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সামরিক কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের যে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেজন্যেও অতিরিক্ত জমির ছিল প্রয়োজন। কেবল তাই নয়, ভল্‌গা জলপথটিই কাস্পিয়ান সাগর ও উরাল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান উপায় ছিল এবং কাজান ছিল এই জলপথের প্রধান একটি ঘাঁটি। কৃষ্ণ সাগর ও ককেসাস অঞ্চলে তুরস্ক ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। কাজান ও অস্ত্রাখানের পথে তুরস্কের রুশদেশ আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল। সেজন্যে কাজান ও অস্ত্রাখান অধিকার ক'রে ঐ অঞ্চল সুরক্ষিত করাও একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।



ইভান ভয়ংকর

১৫৫০ সালে কাজানের বিরুদ্ধে একটি অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু পর বৎসর কাজান থেকে প্রায় বিশ মাইল উত্তরে ভল্‌গার উপরে স্ভিয়াজস্কে ইভান একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এখান থেকে মস্কো বাহিনী কাজানের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। কামান ও বারুদ ব্যবহারের ফলে ১৫৫২ সালের অক্টোবর মাসে কাজান বিধ্বস্ত হয় এবং কাজানের খান রুশদের হাতে বন্দী হন। এইভাবে সমস্ত কাজান রাজ্য রুশদের করতলগত হয়। কাজান রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির লোক বাস করায় এবং তাদের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ থাকায় কাজানে রুশ শাসন প্রবর্তন সহজ হয়। কাজানে মুসলমান প্রজাদের ধর্মে কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। কাজান অধিকার করার পর রুশ বাহিনী অস্ত্রাখান আক্রমণ করে। অস্ত্রাখান রাজ্য খুবই দুর্বল ছিল। ফলে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ত্রাখানও রুশ অধিকারে আসে।

আদাশেভ প্রভৃতি জারের প্রধান পরামর্শদাতাদের ইচ্ছা ছিল কাজান ও অস্ত্রাখান অধিকারের পরই ক্রিমিয়ার খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া এবং রুশভূমিতে তাতার আক্রমণের আশঙ্কা চিরতরে লোপ করা। কিন্তু এই সময়ে ইভান যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের অভিভাবকত্ব পছন্দ করছিলেন না। কেবল তাই নয়, তিনি তাঁর এইসব পুরাতন বন্ধুদের সদিচ্ছা সম্পর্কে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। এই অবস্থায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁর পত্নী আনাস্তাসিয়ার মৃত্যু হ'লো। ইভানের উপর আনাস্তাসিয়ার প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইভানের পুরাতন পরামর্শদাতারা গোপনে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছেন, এইরকম একটি গুজব রটলো। ইভানও এই গুজবে বিশ্বাস করলেন। কিছুদিন আগে বৈদেশিক নীতি নিয়ে তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত মতবিরোধ ঘটেছিলো।

তিনি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করলেন এবং কৃষ্ণ সাগরের দিকে অভিযান না ক'রে বাল্‌টিক সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ-পথ মুক্ত করতে অগ্রসর হলেন।

বাল্‌টিক সাগরের পথ উন্মুক্ত করার পশ্চাতে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ, ঐ সময় শিল্প ও কারিগরির দিক থেকে রুশদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অবাধ যোগাযোগ ঘটানো ছিল একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয় ইভানের সময় থেকে পাশ্চাত্য দেশের বিশেষজ্ঞ ও কারিগর নিয়োগ করা হচ্ছিল বিভিন্ন বিষয়ে। এর ফলে রুশ দেশের শিল্প ও কারিগরিতে উন্নতির দ্রুত সম্ভাবনা থাকায় লিভোনিয়ার জার্মান নাইটরা এবং পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের রাজারা এ বিষয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করছিলেন। কারণ রুশদেশকে অনুন্নত রাখতে পারলে তাঁদের লাভ ছিল। তাই বাল্‌টিক সাগরের পথ উন্মুক্ত করার কাজে ইভান দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের সমর্থন পেলেন।

পশ্চিমে অভিযানের প্রারম্ভেই ইভান লিভোনিয়ার নাইটদের কাছ থেকে রাজকর দাবী করলেন। তারা প্রথমে রাজী হ'লেও পরে প্রতিশ্রুতি পালন করলো না। ফলে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বাহিনী লিভোনিয়া আক্রমণ করলো। লিভোনিয়া রুশদেশের পদানত হয়, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, সুইডেন ও ডেনমার্ক, কেউ তা চাইতো না। তারা এখন একযোগে ইভানকে বাধা দিতে অগ্রসর হ'লো। লিভোনিয়ার নাইটরা লিথুয়ানিয়ায় আশ্রয় নিলো। পোল্যাণ্ড কুরল্যাণ্ড, সুইডেন এস্তোনিয়া এবং ডেনমার্ক ওয়েসেল দ্বীপ অধিকার করলো। ইভান কিন্তু নির্ভয়ে শত্রুদলের এই সমবেত বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। তিনি প্রথমে শত্রুদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করলেন। তিনি ওয়েসেলের ডেনিশ শাসক ম্যাগ্‌নাসের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করায় ডেনমার্কের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী হ'লো। তিনি বিজয়ী হ'লে লিভোনিয়া ও এস্তোনিয়ার ওপর ম্যাগ্‌নাসের আধিপত্য

স্বীকৃত হবে এবং ম্যাগ্নাসের অধীনে ঐ অঞ্চল রুশদেশ ও বাল্‌টিক অঞ্চলের মধ্যে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র হিসাবে থাকবে, এমন প্রতিশ্রুতিও তিনি দিলেন।

লিভোনিয়ার এই যুদ্ধের প্রথম কয়েক বছর ভালোই কাটলো। মস্কো বাহিনী কতকগুলি যুদ্ধে পরাজিত হ'লেও অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করলো। ইভান পরাজয়গুলির জন্যে প্রধানত বয়ার সেনাপতিদেরই দায়ী করলেন। তিনি অনেক বয়ারকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

কাজান অধিকারের পর থেকেই বয়ারদের সঙ্গে ইভানের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল। ইজব্রান্নাইয়া রাদা বা বয়ার পরিষদ্ তাঁর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সমর্থন পেয়ে ইভান বয়ারদের এই চেষ্টা ব্যর্থ করলেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আদাশেভ্‌কে মস্কো থেকে নির্বাসিত ক'রে লিভোনিয়ার একটি বিজিত শহরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেই কিছু দিন বাদে আদাশেভের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে ইভান যাজক সিল্‌ভেস্তারকেও একটি মঠে অন্তরীণ ক'রে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদাশেভ্ ও সিল্‌ভেস্তারর সমর্থকদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। অনেকে রুশ রাষ্ট্রের অন্যতম শত্রু লিথুয়ানিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। ইভানের পুরাতন পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রিন্স কুর্ব্‌স্কি। প্রিন্স কুর্ব্‌স্কির ওপর লিভোনিয়ায় যুদ্ধরত রুশবাহিনীর সৈনাপত্যের ভার ছিল। একটি যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটায় তিনি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে লিথুয়ানিয়ার পক্ষে যোগ দিলেন। কুর্ব্‌স্কির বিশ্বাসঘাতকায় ইভান আরও ক্রুদ্ধ হলেন এবং সন্দেহক্রমে তিনি আরও বহু বয়ার ও তাঁদের সমর্থককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। কেবল তাই নয়, ইভান রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে বয়ার শ্রেণীর এই বিরোধিতাকে সমূলে বিনষ্ট করতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এজন্যে তিনি একটি অভাবনীয় পন্থা অবলম্বন করিলেন।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি হঠাৎ মস্কো ছেড়ে চ'লে গিয়ে মস্কো থেকে পুব দিকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রভ নামে এক ছোট শহরে গিয়ে নিজের সদর কার্যালয় স্থাপন করলেন। সেখান থেকে তিনি মস্কোর জনসাধারণের কাছে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, বয়ারদের ক্রমাগত বিরোধিতার ফলে তিনি সিংহাসন ত্যাগের সংকল্প করেছেন। এই আকস্মিক ঘোষণায় মস্কোবাসীরা বিমূঢ় হয়ে তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ ক'রে তাঁকে এই সংকল্প ত্যাগ করতে অনুরোধ করলো। তখন তিনি জানালেন যে, বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তিদানের ও শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটাবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা তাঁকে দিলে তবেই তিনি তাঁর এই সংকল্প ত্যাগ করতে পারেন। মস্কোবাসী তাতেই রাজী হ'লো। দেশের জনসাধারণ, বণিক শ্রেণী, সাধারণ সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং সামরিক বাহিনীর কর্ণধাররা তাঁকে সমর্থন জানালো।

অবিলম্বে ইভান বিশ্বাসঘাতক বয়ারদের শাস্তি দিলেন এবং "জেম্স্কি সবর" বা জাতীয় পরিষদ্ আহ্বান করলেন। তিনি দেশে "অপ্রিচ্নিনা" নামে অভিনব এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। "অপ্রিচ্নিনা" শব্দের মূল অর্থ "পৃথক গৃহস্থালি"। এই ব্যবস্থা অনুসারে ইভান সমগ্র রাজ্যকে দু ভাগে বিভক্ত করলেন— "অপ্রিচ্নিনা" ও "জেম্শ্চিনা"। "অপ্রিচ্নিনার" শাসন কর্তৃত্ব তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন এবং "জেম্শ্চিনার" শাসনভার তাঁর নির্দেশ অনুসারে বয়ার পরিষদ্ কর্তৃক পরিচালিত হ'লো। রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত সেরা অঞ্চলগুলি নিয়ে "অপ্রিচ্নিনা" গঠিত হ'লো। এই অঞ্চলগুলির সামরিক ও আর্থিক গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হ'লো জেম্‌শ্চিনা। মস্কো শহরকেও অনুরূপভাবে দু ভাগে বিভক্ত করা হ'লো। অপ্রিচ্‌নিনার রাজধানী হ'লো আলেকজান্দ্রভা স্লবোদ (আলেকজান্দ্রভ গ্রাম)। অপ্রিচ্‌নিনার জন্যে ছোটখাটো জমিদারদের সাহায্যে শক্তিশালী বাহিনী গ'ড়ে তোলা হ'লো। "অপ্রিচ্‌নিনা" বাহিনীর সদস্যদের বলা হ'তো "অপ্রিচ্‌নিক।" অপ্রিচ্‌নিকদের সংখ্যা প্রায় ছ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অপ্রিচ্‌নিনা গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বয়ারদের হীনবল করা। ইভান অবিলম্বে অপ্রিচ্‌নিনা থেকে সমস্ত প্রিন্স ও বয়ারদের জেম্‌শ্চিনাতে স্থানান্তরিত করলেন। তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'লো এবং জেম্‌শ্চিনার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের জমিদারি দেওয়া হ'লো। তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির তুলনায় আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এইসব জমিদারির বিশেষ মূল্য ছিল না। তাঁদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অপ্রিচ্‌নিকদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'লো। ইভান অপ্রিচ্‌নিকদের সাহায্যে বয়ারদের কঠোরহস্তে দমন করলেন। অনেক সময় তিনি বয়ারদের হত্যা করবার সময়ে তাদের শিশু, স্ত্রী, ঝি-চাকর এবং জমির চাষীদেরও বাদ দিলেন না। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ চার্চের প্রধান যাজক ফিলিপ তাঁর কাজের প্রতিবাদ করলে তিনি তাঁকে বন্দী ক'রে এক মঠে আটক রাখলেন। সেখানে ফিলিপ অপ্রিচ্‌নিকদের হস্তে নিহত হলেন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বয়াররা একটি ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়লে ষড়যন্ত্রকারী বয়ারদের নির্মমভাবে বধ করা হ'লো। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নভ্‌গরদের যোগ থাকায় ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইভান নভ্‌গরদে শাস্তিমূলক অভিযান করলেন। পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে অপ্রিচ্‌নিকরা নভ্‌গরদের অধিবাসীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালালো। বহু লোককে ভল্‌খভ নদীতে ডুবিয়ে মারা হ'লো। শহর

লুণ্ঠিত হ'লো। ইভান নভ্‌গরদ থেকে প্‌স্কভে গেলেন। সেখানেও লুণ্ঠন চললো। তবে সম্ভবত নিকোলাস সালোস নামে এক সাধুর নির্ভীক তিরস্কারের ফলেই জার সেখানে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত রইলেন এবং তাঁর রাজধানী আলেকজান্দ্রভে ফিরে গেলেন।

অপ্রিচ্‌নিকদের সাহায্যে ইভান শক্তিশালী বয়ারদের দমন ক'রে ছোট ছোট জমিদারদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন এবং তাদের স্বার্থের দিকে পুরোপুরি নজর দেন। সেজন্যে অপ্রিচ্‌নিকরা বয়ারদের মতো কৃষকদের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার করে। বয়ারদের জমিতে যেসব কৃষক কাজ করতো, তাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। ছোট ছোট জমিদাররাও নানাভাবে তাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। কৃষকদের স্বাধীনতার শেষ চিহ্নগুলিও একে একে হরণ করা হয়। নানাভাবে তাদের শোষণ চলতে থাকে।

কিন্তু অপ্রিচ্‌নিকদের অত্যধিক শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে ইভান শীঘ্রই সচেতন হয়ে ওঠেন। বয়ারদের ও কৃষকদের এইভাবে দমন করায় রাষ্ট্রের শক্তি যে খুবই হ্রাস পেয়েছিল, তা ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার খান দেভ্‌লৎ গিরাই অকস্মাৎ রুশদেশ আক্রমণ করেন এবং প্রায় বিনা বাধায় মস্কোয় এসে পৌঁছেন। তিনি ক্রেমলিন ছাড়া সমগ্র মস্কো শহর জ্বালিয়ে দেন এবং অসংখ্য লোককে বন্দী ক'রে নিয়ে যান। পর বৎসর (১৫৭২) তিনি আবার রুশদেশে অভিযান করলে তাঁকে ওকা নদীর তীরে বাধা দেওয়া হয় এবং তিনি ক্রিমিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় দেশের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বয়াররা এখন যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁদের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা কম ছিল। তাই অপ্রিচ্‌নিনার প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছিল। কেবল তাই নয়, অপ্রিচ্‌নিনা এখন

অনিষ্টকর হয়ে উঠেছিল। অপ্রিচ্নিকদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। ফলে ইভান অবিলম্বে বিশ্বাসঘাতক অপ্রিচ্নিকদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং অপ্রিচ্নিনা তুলে দিলেন (১৫৭২)। বয়ারদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি যেখানে সম্ভব হ'লো, সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো।

চতুর্থ ইভান কঠোর হস্তে বয়ারদের দমন ক'রে দেশের লোকের কাছে "ইভান গ্রজ্নি" বা "ইভান্ ভয়ংকর" নামে পরিচিত হয়েছিলেন। জনসাধারণ এই সময় বয়ারদের দমন চেয়েছিল। তাই "ভয়ংকর" বলতে তারা দুর্ধর্ষ, শক্তিমান্, ন্যায়বান্ ও শত্রুর প্রতি নিষ্করুণই বোঝাতো। এর মধ্যে কোনরূপ নিন্দার ভাব ছিল না।

১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লিভোনিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর এই যুদ্ধ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে চলেছিল। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিভোনিয়ার যুদ্ধে মস্কোকে পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্কের সমবেত বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া সংযুক্ত হয়। পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার রাজা সিগিসমুণ্ড অগাস্টাসের মৃত্যু হ'লে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্টিফেন বাটোরি পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। তিনি শীঘ্রই পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করেন এবং শক্তিশালী পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী গ'ড়ে তোলেন। তিনি এখন আত্মরক্ষামূলক নীতি ত্যাগ ক'রে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করলেন এবং অকস্মাৎ সসৈন্যে পলোৎস্কে উপস্থিত হলেন। একমাস অবরোধের পর পলোৎস্ক্ আত্মসমর্পণ করলো। বাটোরি কেবল রুশ-অধিকৃত শহরগুলি পুনরধিকার ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি রুশদেশ অধিকারের জন্যেও প্রাচীন রুশ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হলেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে

প্স্কভ অবরোধ করলেন। কিন্তু রুশদের প্রবল বিরোধিতার ফলে প্স্কভ অধিকার করা সম্ভব হ'লো না। বহুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হওয়ার পর বাটোরি পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

রুশ বাহিনী যখন পোল-লিথুয়ানীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ব্যস্ত ছিল, তখন সুইডেনও অভিযান চালাচ্ছিল। সুইডিশ বাহিনী আগেই রেভেল (তালিন) অধিকার করেছিল। তারা এখন রুশ কারেলিয়ায় অভিযান চালিয়ে রুশ শহরগুলি অধিকার করলো। সকল সীমান্তেই চতুর্থ ইভান পরাজিত হচ্ছিলেন।

প্স্কভে পোল বাহিনীর ব্যর্থতার ফলে রুশরা সন্ধির প্রস্তাব করবার সুযোগ পেলো। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি ঘটলো। যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুসারে চতুর্থ ইভান লিভোনিয়ার রুশ-অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল ছেড়ে দিলেন। বাটোরিও পোল-অধিকৃত রুশ শহরগুলি প্রত্যর্পণ করলেন। পর বৎসর (১৫৮৩) সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হ'লো। চুক্তি অনুসারে চতুর্থ ইভান সুইডেন-অধিকৃত রুশ শহরগুলি সুইডেনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

এইভাবে বাল্টিক সাগরের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ স্থাপনের সকল চেষ্টা পঁচিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো। তবু এই যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। পোল্যাণ্ড, সুইডেন ও জার্মানি রুশ-দেশের পশ্চিমে অবরোধের যে কঠিন প্রাচীর গ'ড়ে তুলেছিল, তা নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে চতুর্থ ইভানের পরাজয় ঘটলেও পশ্চিম ইউরোপ নবজাগ্রত রুশ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হ'লো।

চতুর্থ ইভানের শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসরে রুশ অধিকার পূর্বদিকেও সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্ত্রগানভ নামে একটি বিখ্যাত লবণ-ব্যবসায়ী পরিবার এই অধিকার বিস্তারে প্রধান

ভূমিকা গ্রহণ করেন। কাজান বিজয়ের ছ বছর বাদে (১৫৫৮) স্ত্রগানভরা মস্কো সরকারের কাছ থেকে কামা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার ক'রে সেখানে লবণের কারখানা গ'ড়ে তোলার অনুমতি পান। তাঁরা কামান ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে ঐ অঞ্চল সুরক্ষিত ক'রে তোলেন। উপজাতিগুলির সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ হ'লেও স্ত্রগানভরা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং চতুর্থ ইভান তাঁদের ঐ অঞ্চলে প্রায় সার্বভৌম অধিকার দেন।

কাজানের যখন পতন হয় (১৫৫২), তখন সাইবেরিয়ায় ইয়েদিগার নামে একজন খান স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। তিনি ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে নেন এবং জারকে বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কিছুদিন বাদে কুচুম নামে এক ব্যক্তির হস্তে ইয়েদিগার নিহত হন। কুচুম ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি সাইবেরিয়ার খান হয়ে উরাল পর্বতের পশ্চিমেও তাঁর রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। কুচুম নিজেকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রগানভ পরিবারের সঙ্গে কুচুম খানের শীঘ্রই বিরোধ বাধলো।

এই সময়ে দন নদীর তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলে রুশ রাজ্যের সীমান্তে কসাক নামে পরিচিত একশ্রেণীর লোক বাস করতো। তুর্কী ভাষায় কসাক (কাজাখ বা কাজাক) শব্দের অর্থ "স্বাধীন"। আসলে এরা আগে কৃষক ছিল এবং রুশ বয়ারদের অত্যাচারে নিজ নিজ বাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এই অঞ্চলে প্রচুর বন্য পক্ষী ও মৎস্য থাকায় এরা সহজেই জীবিকা-নির্বাহ করতে পারতো। এরা প্রথমে কৃষক থাকলেও কৃষির সঙ্গে বয়ারদের অত্যাচারের যে স্মৃতি জড়িত ছিল, সম্ভবত সেই কারণেই এরা কৃষিকার্য ত্যাগ করেছিল। এরা রুশ শহর থেকেই খাদ্যশস্য কিনে আনতো। এরা প্রায়ই তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো এবং

যুদ্ধ-শেষে লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ ক'রে নিতো। মাঝে মাঝে এরা ভল্‌গা নদীতে রুশ বণিকদেরও আক্রমণ ক'রে যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করতো। অভিযান, লুণ্ঠন প্রভৃতি বিষয়ে এরা সভা আহ্বান ক'রে একযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো এবং দলপতি নির্বাচন করতো। কসাকদের সভাকে "ক্রুগ" এবং দলপতিকে "আতামন" বলা হ'তো। এরা ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি দুঃসাহসী। এদের স্বাধীন নির্ভীক জীবন নানা অত্যাচারে ক্লিষ্ট রুশ জনসাধারণের কাছে খুবই লোভনীয় ছিল। তাই সুযোগ পেলেই রুশ কৃষকরা জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গোপনে পালিয়ে গিয়ে কসাকদের দলে যোগ দিতো। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কসাকদের উপনিবেশগুলি বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। এদের সংখ্যাও খুব অল্প ছিল না।

স্ত্রগানভরা তাঁদের আত্মরক্ষা ও অধিকার বিস্তারের জন্যে এই নির্ভীক কসাকদের একটি দলকে নিয়োগ করলেন। ইয়েরমাক তিমোফিয়েভিচ্‌ নামে এক আতামনের (দলপতির) নেতৃত্বে কসাকরা স্ত্রগানভ পরিবারের কাছে খাদ্য, অস্ত্র ও নৌকো নিয়ে উরাল অতিক্রম ক'রে পূর্ব দিকে অগ্রসর হ'লো। শেষে তারা সাইবেরিয়ার খানের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছলো। তবল ও ইর্তিশ নদীর সঙ্গমস্থলে কুচুম খানের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। খানের সৈন্যেরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কসাকরা আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ায় তাদের সামনে দাঁড়াতে পারলো না। কুচুম খান তাঁর রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

একদল কসাকের পক্ষে এই নববিজিত রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা অবিলম্বে চতুর্থ ইভানকে এই নবাধিকৃত রাজ্য গ্রহণের জন্যে অনুরোধ ক'রে প্রতিনিধি পাঠালো। ইভান সানন্দে এই প্রতিনিধিদের গ্রহণ করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই

আতামন ইয়েরমাক ও জার চতুর্থ ইভানের মৃত্যু হওয়ায় এই অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রইলো। সাইবেরিয়া আবার তাতার অধিকারে গেল। পরবর্তী মস্কো সরকার সাইবেরিয়ার তিউমেনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেটিকেই সাইবেরিয়ায় অধিকার বিস্তারের প্রধান ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা হ'তে থাকে।

যাই হ'ক, ইভানের রাজত্বকালের শেষভাগে পূর্বে ও পশ্চিমে তাঁর ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি যে-শক্তিশালী রাজতন্ত্র গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাও কোনও যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আনাস্তাসিয়ার গর্ভে ইভানের দুই পুত্র হয়েছিল—ইভান ও ফিয়োদোর। পুত্র ইভান স্বাভাবিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু ফিয়োদোর ছিলেন অসুস্থ; অতি সরল ও নির্বোধ। আনাস্তাসিয়ার মৃত্যুর পর ইভান পর পর আরও ছ' বার বিয়ে করেন। এইসব বিবাহ তিনি প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই করেছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী ক'রে তোলা তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাঁর সপ্তম স্ত্রী মারিয়া নাগাইয়াকে তিনি ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন। মারিয়ার গর্ভে দিমিত্রি নামে তাঁর এক পুত্র হয় (১৫৮২)। তিনি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হ'তে চেষ্টা করেছিলেন এবং মারিয়া নাগাইয়ার জীবদ্দশাতেই তিনি রানী এলিজাবেথের আত্মীয়া মেরী হেস্টিংস্‌কে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। মেরী হেস্টিংস্ অসুস্থা, এই অজুহাতে এই বিবাহ স্থগিত ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইভানের মৃত্যু হয়েছিল। ইভান যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন, তখন তাঁর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকতো না। এইভাবে একদিন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইভানকে রাজদণ্ড দিয়ে আঘাত করেন। এই আঘাতের ফলে ইভানের মৃত্যু হয় (১৫৮২)। ফলে চতুর্থ ইভান তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত হন।

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ইভানের মৃত্যু হ'লে তাঁর দুর্বল ও নির্বোধ পুত্র ফিয়োদোরকে সিংহাসনে বসানো হ'লো। ফিয়োদোরই রিউরিক বংশের শেষ রাজা। তাঁর অযোগ্যতার সুযোগে বয়াররা আবার স্বার্থসন্ধান ও আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। আবার রুশদেশের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায় শুরু হ'লো।

বাণিজ্যবিস্তার :

ষোড়শ শতাব্দীতে রুশদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। চতুর্থ ইভান কাজান ও অস্ত্রাখান জয় করায় সমগ্র ভল্‌গা জলপথ রুশদের করায়ত্ত হয়েছিল। তার ফলে পারস্য, বোখারা, আজারবাইজান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে রুশ বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও জার্মান সংঘ রুশদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাধার সৃষ্টি করায় পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রুশ-দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত হওয়ার অন্তরায় ছিল। এই অন্তরায় দূর করবার জন্যেই চতুর্থ ইভান বাল্‌টিক জলপথ উন্মুক্ত করতে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর (১৫৫৮-৮৩) সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রামে তিনি সফল হ'তে পারেন নি। তাই এই অন্তরায়ও অপসারিত হয়নি। কিন্তু তাঁর শাসনকালে আকস্মিক একটি দুর্ঘটনার ফলে পশ্চিমের সঙ্গে রুশদেশের বাণিজ্যের জলপথ আবিষ্কৃত হ'লো এবং সেই পথে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রুশ-দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল। তবে সমুদ্রে তখনো স্পেন ও পর্তুগালের অধিবাসীরাই আধিপত্য করতো। আফ্রিকা ঘুরে ভারতে যাওয়ার পথ তখনো পর্তুগীজদের হাতেই ছিল। তাই ইংরেজ বণিকরা উত্তর মহাসাগরের মধ্য দিয়ে

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ পথ আবিষ্কার করবার চেষ্টায় একটি অভিযান করেছিল। এই অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযানে প্রেরিত একটি জাহাজ ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে শ্বেতসাগরে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখান থেকে উত্তর দ্ভিনা নদীর মোহানায় গিয়ে পড়ে। এইভাবে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের একটি জলপথ ইংরেজরা আবিষ্কার করে। ঐ জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন চ্যান্সেলর নামে এক ইংরেজ। চতুর্থ ইভান তাঁর দরবারে চ্যান্সেলরকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ইংল্যাণ্ডকে রুশদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার সুযোগ-সুবিধা দেন।

ইংল্যাণ্ডের মতো বাণিজ্যে উন্নত একটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় রুশদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। রুশদেশে শ্রমশিল্প তখন বেশ অনুন্নত ছিল। তাই রুশদেশ ইংল্যাণ্ড থেকে পশম ও অন্যান্য বস্ত্র এবং ধাতু ও ধাতব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করতো। ইংল্যাণ্ড এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে মসলা ইত্যাদি যে সকল পণ্য আমদানি করতো, তাও বহুল পরিমাণে রুশদেশে আসতো। বিনিময়ে ইংরেজ বণিকরা রুশদেশ থেকে ফার, শণ, মাংস ইত্যাদি কাঁচা মাল দেশে নিয়ে যেতো। প্রাচ্য দেশগুলি থেকে যেসব জিনিস রুশদেশে আমদানী হ'তো, তারও একটি বৃহৎ অংশ ইংরেজ বণিকরা ক্রয় ক'রে পশ্চিম ইউরোপে চালান দিতো। ইংরেজদের দেখাদেখি ওলন্দাজরাও রুশদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তুলেছিল। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রুশদেশের রীতিমতো ব্যবসায় শুরু হয়েছিল।

কিন্তু শ্বেতসাগরের পথে ব্যবসায়-বাণিজ্য ঠিকমতো চালাবার একটি অসুবিধাও ছিল। বৎসরের বেশ কয়েক মাস শ্বেতসাগর তুষারাবৃত থাকতো। গ্রীষ্মকালে ভিন্ন ঐ পথে নিয়মিত বাণিজ্য

করা সম্ভব ছিল না। তাই বাল্‌টিক সাগরের পথ উন্মুক্ত করা রুশদেশের পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

পূর্বে ও পশ্চিমের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বিকাশ লাভ করায় রুশদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেশে শিকার ও শ্রমশিল্পের উন্নতির সূচনা হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক বিকাশ ঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে রুশদেশের অতি অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষিত ছিল। পাদরীদের মধ্যেও এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁদের বর্ণ-পরিচয়ের বেশী বিদ্যা ছিল না। চতুর্থ ইভান দেশের এই নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা দূর করবার জন্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে পাদরীদের বিদ্যালয় খুলতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হ'তে পায় না। কারণ শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক তখনও দেশে ছিল না।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে চতুর্থ ইভান মুদ্রণব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি মস্কোতে যে ছাপাখানা খোলেন, তাতে কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র ছাপানো হয়। এইটিই রুশদেশের সর্বপ্রথম ছাপাখানা। এই ছাপাখানায় প্রধান যে দুজন মুদ্রক ছিলেন, তাঁদের নাম ইভান ফিওদোরভ ও পিঅতর মস্তিস্লাভেৎস্। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইভান ফিওদোরভ ও পিঅতর মস্তিস্লাভেৎস্ বিয়েলো রুশ ও ইউক্রেনেও মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ইভান তাঁর রাজধানী আলেক্‌জান্দ্রভা স্লোবদাতেও একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এখান থেকে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশ ও পোল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি ইতিহাস ছাপা হয়ে বেরোয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে রুশদেশে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা ব্যাপক হ'লেও যাজক ও বয়ার শ্রেণীর মধ্যে অনেকে খুবই শিক্ষিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ধর্মযাজক মাকারির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ ইভান নিজেও সুশিক্ষিত ছিলেন। প্রিন্স কুর্ব্স্কি, যিনি লিথুয়ানিয়ার পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও সুশিক্ষিত ছিলেন। ইভান ও কুর্ব্স্কির মধ্যে যে-সব পত্রালাপ হয়, সেগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুর্ব্স্কি "মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউকের ইতিহাস" নামে একখানি বইও লেখেন। এতে তিনি চতুর্থ ইভান সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা বিবৃত করেন। ঐ সময়ে "স্তেপেন্নাইয়া ক্নিগা" (বংশাবলী) নামে একটি পুস্তকও রচিত হয়। তাতে কিয়েভের উপরাজ ভ্লাদিমিরের পিতামহী ওল্গার আমল থেকে চতুর্থ ইভানের আমল পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

এই সময়ে স্থাপত্যশিল্পেও রুশদেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এতোদিন পর্যন্ত রুশ স্থাপত্যে বাইজান্টাইন ও ইতালীয় প্রভাব বিশেষভাবে ছিল। কিন্তু ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে রুশ স্থাপত্য বিশুদ্ধ দেশীয় রীতিতেই বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, গির্জাগুলি দেখতে কতকটা শিবিরের মতো লাগতো। এই রীতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হ'লো মস্কো থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে কলোমেন্স্কোয়ে গ্রামে নির্মিত গির্জাটি। মস্কোর সেন্ট বেসিল গির্জাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গির্জাটি পস্ত্নিক-ইয়াকভ্লিয়েভ ও বার্মা নামে দু'জন রুশ স্থপতির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রুশ স্থাপত্যশিল্পে "মস্কো রীতি" প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। রুশদেশে যে কাষ্ঠনির্মিত গৃহের প্রচলন ছিল, তারই অনুকরণে এই স্থাপত্য রীতি গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে অনেকে মনে করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক, যেমন, ভের্নাদ্স্কি, অনুমান

করেন যে, এতে সম্ভবত মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাবও ছিল।

পট-অঙ্কন শিল্পটি রুশদেশের একটি সুপ্রাচীন শিল্প। নভ্গরদে এই শিল্প আগে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল। নভ্গরদ মস্কো রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বহু শ্রেষ্ঠ চিত্রকর মস্কোতে এসে সমবেত হয়েছিলেন। ঐ সময় প্রাচীরচিত্র অঙ্কনেও শিল্পীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে রুশদেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রিউরিক বংশের পতন ও রোমানভ বংশের প্রতিষ্ঠা

জার ফিয়োদোর ও বরিস গদিউনভ ঃ

যখন জার চতুর্থ ইভানের মৃত্যু হয়, তখন তাঁর দুই পুত্র জীবিত ছিলেন—আনাস্তাসিয়া রোমানভার গর্ভজাত ফিয়োদোর এবং মারিয়া নাগাইয়ার গর্ভজাত দিমিত্রি। ফিয়োদোর ইভানোভিচ্ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনিই জার হলেন। কুমার দিমিত্রি এবং তাঁর মা মারিয়া নাগাইয়া ও তাঁর আত্মীয়দের উগ্‌লিচ্ নামে একটি ছোট শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। ফিয়োদোর জার-পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। তাই তাঁর আমলে তাঁর শ্যালক বরিস গদিউনভ রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে উঠলেন।

বরিস গদিউনভ প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ না করলেও তিনি বহু গুণের অধিকারী হওয়ায় চতুর্থ ইভানের শাসনকালের শেষভাগে চতুর্থ ইভানের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চতুর্থ ইভানের নীতি ও কার্যের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রাচীনবংশীয় বয়ারদের ঘৃণা করতেন এবং বিদেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গ'ড়ে তোলায় উৎসাহী ছিলেন। বরিস রাজসভা থেকে তাঁর বিরোধী বয়ারদের বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি নিজে বৈদেশিক রাজদূতদের অভ্যর্থনা করতেন। জার ফিয়োদোরের শাসনকালের শেষভাগে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই তাঁর হস্তগত হয়েছিল। চতুর্থ ইভান লিভোনিয়ার যুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরিস গদিউনভ আবার লিভোনিয়ার যুদ্ধ শুরু করলেন। প্রথম লিভোনিয়ার যুদ্ধের (১৫৫৮-৮৩) ফলে সুইডেন মস্কো রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বাল্‌টিক সাগরের উপকূলভাগ

অধিকার ক'রে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রুশদেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। লিভোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৯০-৯৫) বরিস গদিউনভ সফল হলেন। সন্ধির (১৫৯৫) শর্ত অনুসারে সুইডেন ফিন উপসাগর ও লাদোগা হ্রদের তীরবর্তী রুশ অঞ্চল মস্কোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। লিভোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে সাফল্য লাভ করায় দেশে বরিস গদিউনভের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো।

চতুর্থ ইভানের মতোই বরিস গদিউনভ পশ্চিম ইউরোপ থেকে কারিগরী কলা-কৌশল ও শিক্ষা-সংস্কৃতি আমদানি করতে চান। সেজন্যে তিনি বহু রুশ যুবককে বিদেশে শিক্ষার্থী রূপে পাঠান। তিনি তাঁর নিজের পুত্র ও কন্যাকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলেন এবং বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্যে ডেনমার্কের এক রাজকুমারের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলিতে গদিউনভ ব্যর্থ হন। তিনি যেসব রুশ যুবককে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ ফিরে আসেন না; তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহের কিছু আগেই ডেনিশ রাজকুমারের মৃত্যু হয়।

বরিস গদিউনভ উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বা বয়ারদের দমন করলেও তিনি সাধারণ সম্ভ্রান্ত, বণিক ও গির্জাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেন। এতোদিন রুশদেশের ধর্ম প্রতিষ্ঠান গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে জড়িত ছিল। গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের প্রধানতম যাজক বা "প্যাট্রিয়ার্ক্" ছিলেন রুশ অর্থোডক্স চার্চের সর্বোচ্চ কর্তা। তিনি মাঝে মাঝে রুশদেশ থেকে "দান" সংগ্রহ করতেন। গদিউনভ তাঁর সঙ্গে চুক্তি ক'রে রুশ অর্থোডক্স চার্চকে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করলেন। মেট্রোপলিটান জোব ছিলেন এখন গদিউনভের একনিষ্ঠ সমর্থক। গদিউনভ তাঁকেই রুশ

অর্থোডক্স চার্চের প্যাট্রিয়ার্ক্ নিযুক্ত করলেন। সাধারণ সম্ভ্রান্ত ও জমিদারদের সুযোগ-সুবিধার জন্যে তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা করেন। ওই সময়ে সাধারণ সম্ভ্রান্ত ও জমিদারদের সম্মুখে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কৃষক সংগ্রহ করা। ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষকদের জীবন ক্রমেই দুঃসহ হয়ে ওঠায় কৃষকরা দলে দলে পূর্বে ভল্‌গা নদীর এবং দক্ষিণে ওকা নদীর ওপারে চ'লে গিয়েছিল। ফলে মধ্য রুশ অঞ্চল প্রায় কৃষকশূন্য হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ ইভান কৃষকদের এক জমি ছেড়ে অন্য জমিতে যাওয়া বা পলায়ন রোধ করবার জন্যে কতকগুলি ব্যবস্থা করেছিলেন। পলাতক কৃষককে ধ'রে এনে তাকে তার জমিদারের হাতে অর্পণের জন্যে প্রয়োজন ছিল, সে যে ঐ জমিদারের অধীনে ছিল তা প্রমাণ করা। সেজন্য গদিউনভ সমগ্র রাজ্যের আদমসুমারি করালেন (১৫৯২-৯৩)। এই আদমসুমারিতে সমস্ত কৃষককে বিভিন্ন জমিদারের অধীন ব'লে লেখানো হ'লো এবং তারা ঐসব জমিদারের ভূমিদাস ব'লে গণ্য হ'লো। ১৫৯৭ সালে এই মর্মে একটি আইন করা হ'লো যে, কোনও পলাতক কৃষক পাঁচ বছরের মধ্যে (১৫৯৭-১৬০২) ধরা পড়লে তাকে তার জমিদারের হাতে অর্পণ করা হবে। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে যারা ধরা পড়বে না, তারা তাদের নূতন জায়গায় থাকতে পাবে। পূর্বে এক শ্রেণীর স্বাধীন কৃষক ছিল, তারা খাওয়া-পরার বিনিময়ে মনিবের কাছে কাজ করতো এবং ইচ্ছামতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারতো। কিন্তু ১৫৯৭ সালের আইন অনুসারে নির্দেশ দেওয়া হ'লো যে, কেউ খাওয়া-পরার বিনিময়ে ছ' মাসের বেশী কারও কাছে কাজ করলে তাকে সেই মনিবের ভূমিদাসে পরিণত হ'তে হবে। এইভাবে বরিস গদিউনভের শাসনকালে কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। শহরের গরীব অধিবাসীদের অবস্থাও

ক্রমেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ফলে রুশ দেশে পর পর কতকগুলি বিদ্রোহ ঘটলো সেগুলিতে কৃষক ও শহরের গরীব অধিবাসীরা প্রধান অংশ গ্রহণ করলো।

বরিস গদিউনভ শাসন বিষয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তাঁর স্মৃতি রুশ জনসাধারণের কাছে ভয় ও ঘৃণার বস্তু হয়ে উঠেছিল। তাই বহু গুরুতর অপরাধের কলঙ্ক তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছিল। তিনি জার চতুর্থ ইভানকে, ভগিনীপতি জার ফিয়োদোরকে এবং ভাবী জামাতা ডেনিস রাজকুমারকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন ব'লে একদল অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক কারাম্‌জিন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গদিউনভকে এই সকল অপরাধের দায় থেকে মুক্ত করেছেন। তবে একটি অভিযোগ তিনিও অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনিও স্বীকার করেছেন যে, চতুর্থ ইভানের নাবালক পুত্র দিমিত্রির মৃত্যুর জন্যে গদিউনভই ছিলেন দায়ী। রুশদেশের জাতীয় কবি পুশ্‌কিনও তাঁর বিখ্যাত "বরিস গদিউনভ" নাটকে গদিউনভকে ঐ একটি মাত্র অপরাধের জন্যেই দায়ী করেছেন। অবশ্য, পুশ্‌কিন কারাম্‌জিনকেই অনুসরণ করেছিলেন।

গদিউনভ এই একটিমাত্র অপরাধের জন্যেও দায়ী ছিলেন কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যাই হ'ক, দিমিত্রি ইভানোভিচের মৃত্যুর ঘটনাটি ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল এবং এই হত্যাকে কেন্দ্র ক'রে রুশদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেবল আলেকজান্দার ডুমার উপন্যাসেই সম্ভব ব'লে মনে হবে।

কুমার দিমিত্রি মায়ের সঙ্গে উগ্‌লিচে বাস করছিলেন। ১৫৯১ সালে, তাঁর বয়স তখন ন' বছর, উঠানে খেলা করবার সময়ে হঠাৎ তাঁকে গলাকাটা ও মৃত অবস্থায় দেখা যায়। মারিয়া নাগাইয়া দাসীদের আর্ত চীৎকারে বাইরে ছুটে আসেন এবং পুত্রকে

এই অবস্থায় দেখে চীৎকার করতে থাকেন যে, মস্কো থেকে প্রেরিত লোক তাঁর পুত্রকে হত্যা করেছে। উগ্‌লিচ শহরের জনসাধারণ পূর্ব থেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। তারা এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তারা জারের কর্মচারীদের হত্যা করলো এবং চুক্তিনামা ও দলিলপত্র নষ্ট ক'রে দিলো। বিদ্রোহ দমনের জন্যে অবিলম্বে মস্কো থেকে স্ত্রেল্‌ৎসি বা বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনী এসে পেঁাছলো। বিদ্রোহ সহজেই দমিত হ'লো। তখন প্রিন্স ভাসিলি শুইস্কির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন বসলো। এই কমিশন তদন্ত শেষে এই মর্মে একটি রায় দিলো যে, আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলেই কুমার দিমিত্রির মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছুরি নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যখন খেলা করছিলেন, তখন হঠাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি মূর্ছিত হন, তাঁর গলায় ছুরির আঘাত লাগে এবং সেই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তদন্ত কমিশনের এই রকম রায় দেওয়ার ফলে মারিয়া নাগাইয়াকে সন্ন্যাসিনীরূপে মঠে পাঠানো হ'লো। তাঁর বহু আত্মীয় এবং উগ্‌লিচ শহরের বহু অধিবাসী শান্তিভঙ্গের অভিযোগে নির্বাসিত হলেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, গদিউনভের নির্দেশক্রমে কুমার দিমিত্রিকে হত্যা করা হয়েছে।

জার ফিয়োদোর অসুস্থ এবং অপুত্রক ছিলেন। দিমিত্রির মৃত্যুর ফলে জার চতুর্থ ইভানের বংশ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। কিন্তু দিমিত্রির মৃত্যুর অল্পদিন বাদেই গদিউনভের ভগিনী ও জার ফিয়োদোরের পত্নী ইরিনের গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। কিন্তু তিন বৎসর বাদে এই কন্যারও মৃত্যু হ'লো। ফলে জার চতুর্থ ইভানের বংশরক্ষার আর কোনও সম্ভাবনা রইলো না।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জার ফিয়োদোরের মৃত্যু হ'লো। মৃত্যুকালে তিনি রাজ্যের শাসনভার তাঁর স্ত্রী ইরিনের হাতেই দিয়ে গেলেন।

কিন্তু ইরিন এই গুরু দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন এবং সন্ন্যাসিনীরূপে মঠে আশ্রয় নিলেন। তখন পরবর্তী জার নির্বাচনের জন্য জেম্স্কি সবর বা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হ'লো। দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করায় গদিউনভই ছিলেন যোগ্য নির্বাচনপ্রার্থী। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কয়েকজন প্রভাবশালী বয়ারের নামও উল্লেখ করা হ'লো। এঁদের মধ্যে ফিয়োদোর রোমানভ ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন জার ফিয়োদোরের মাতুলের বংশধর। কিন্তু রুশ অর্থোডক্স চার্চের কর্ণধার প্যাট্রিয়ার্ক জোব বরিস গদিউনভের দাবী সমর্থন করায় ফিয়োদোর রোমানভ নির্বাচনে পরাজিত হলেন। জার নির্বাচিত হলেন বরিস গদিউনভ। ফিয়োদোর রোমানভকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য করা হ'লো। এখন থেকে তাঁর নাম হলো ফিলারেত্। ফিয়োদোর রোমানভ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তাঁর স্ত্রী মার্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ব'লে গণ্য করা হ'লো। মার্থাও সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ ক'রে মঠে আশ্রয় নিলেন। রোমানভ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের উত্তর অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। এইভাবে বরিস গদিউনভ নিষ্কণ্টক হয়ে মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

প্রথম নকল দিমিত্রি ঃ

কিন্তু গদিউনভের শত্রুরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। গদিউনভ ক্রমাগত শক্তিশালী বয়ারদের উপর দমননীতি প্রয়োগ করেছিলেন। কৃষক ও দরিদ্র শহরবাসীদের তিনি সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে ভূমিদাসে পরিণত করেছিলেন। রাজ্যের এই দুই প্রধান শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। রুশ রাজ্যের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য সম্পর্কে পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল। শীঘ্রই রাজ্যময় এই জনরব প্রচারিত হ'লো যে,

গদিউনভের লোকেরা চতুর্থ ইভানের কনিষ্ঠ পুত্র দিমিত্রিকে হত্যা করতে পারেনি; তারা ভুলক্রমে অন্য এক বালককে হত্যা করেছিল এবং দিমিত্রি জীবিত অবস্থায় শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন; শীঘ্রই তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আত্ম-প্রকাশ করবেন।

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ এসে পৌঁছলো যে, কুমার দিমিত্রি আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং গালিসিয়ার অন্তর্গত সাম্বোরে পোলিশ সম্ভ্রান্ত ইউরি ম্নিস্‌জেকের প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছেন। এই দিমিত্রি আসলে কে ছিলেন, তা আজও নির্ধারিত হয় নি। তবে তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে এই প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, নিজের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। সম্ভবত অতি অল্প বয়স থেকেই বয়াররা তাঁকে এই ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলেছিলেন এবং তিনি যে চতুর্থ ইভানের পুত্র দিমিত্রি, এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর প্রকৃত পরিচয় চিররহস্যময় রয়ে গেছে। তবে তাঁর আত্ম-প্রকাশের পরে মস্কো সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন মস্কোর একটি মঠের ভূতপূর্ব ব্রহ্মচারী গ্রিগরি ওত্রেপিয়েভ।

যাই হ'ক, নকল দিমিত্রির আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বয়ারদের চক্রান্ত আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করলো। নকল দিমিত্রি রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করায় পোপ তাঁর অন্যতম প্রধান সমর্থক হয়ে উঠলেন। তবে নকল দিমিত্রি রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করলেও সেকথা জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা হ'লো। কারণ ধর্মভীরু রুশ জনসাধারণ রোমান ক্যাথলিক মতবাদের বিরোধী ছিল, তাতে নকল দিমিত্রির সাফল্যের অন্তরায় সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। পোল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ডও নকল দিমিত্রিকে সমর্থন জানালেন।

এর পেছনে তাঁর নিজের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ছিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে নকল দিমিত্রির সম্পর্ককে দৃঢ় করবার জন্যে তাঁর সঙ্গে তাঁর আশ্রয়দাতা জর্জ ম্নিস্‌জেকের কন্যার বিবাহের সম্পর্কও স্থির হ'লো। বিজয়ী হ'লে নকল দিমিত্রি ম্নিসজেক্ পরিবারকে নভ্‌গরদ ও প্‌স্কভ অঞ্চলের শাসনাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

পোলিশ সরকার নকল দিমিত্রিকে তাঁর অভিযানের জন্যে সরকারী সৈন্য দিয়ে সাহায্য না করলেও তাঁকে পোল্যাণ্ডে সামরিক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের অধিকার দিলেন। রুশদেশে অধিকার ও প্রাধান্য বিস্তারের লোভে পোলিশ সম্ভ্রান্তরা নকল দিমিত্রিকে অকৃপণভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই বহু-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হ'লো। কৃষক, ভূমিদাস ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে গদিউনিভ যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে তাদের অবস্থা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তার ওপর ১৬০১ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর পর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। ফলে রুশদেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশও নকল দিমিত্রির পশ্চাতে এসে দাঁড়ালো। কসাকরা, পলাতক কৃষকরা, ভূমিদাসরা দলে দলে তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো। তিনি যে চতুর্থ ইভানের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দিমিত্রি সাধারণ মানুষের মনে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না এবং বরিস গদিউনভ তাদের ওপর যে দাসত্ব নিষ্করুণ হস্তে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে তারা মুক্তি পাবে, এমন আশা তাদের মনে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালের শেষাশেষি চার হাজারেরও বেশী সৈন্য নিয়ে নকল দিমিত্রি নীপার নদী পার হয়ে কিয়েভের কাছে এসে হাজির হলেন। কতকগুলি শহর প্রায় বিনা বাধায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। তাঁর বিজয়বাহিনী নভগরদ-সেভের্‌স্ক অঞ্চলে অবরোধের

সৃষ্টি করলো। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মস্কো থেকে সৈন্য-বাহিনী ঐ অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে এসে পৌঁছলো। নকল দিমিত্রির সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হ'লেও ফলাফল অনিশ্চিত রয়ে গেল। দিমিত্রি জারের সৈন্যবাহিনীকে এড়িয়ে সেভ্স্কের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সেভ্স্কের কাছাকাছি একটি গ্রামে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'লো। যুদ্ধে নকল দিমিত্রি পরাজিত হয়ে অবশিষ্ট সৈন্যসহ দ্রুত পুতিভ্লে পালিয়ে গেলেন। যুদ্ধে জয়ী হ'লেও বরিস গদিউনভের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগলো। চারিদিকে নূতন নূতন বিদ্রোহী দলের আবির্ভাব ঘটলো। দন কসাকরা নকল বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিল। ক্রোমির একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার ক'রে তারা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। জারের মূল বাহিনী তাদের বিতাড়িত করবার জন্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু জারের সৈন্যবাহিনীতেও শীঘ্রই ভাঙন দেখা গেল। বহু জায়গায় তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো। কেবল তাই নয়, বহু সৈনিক সৈন্যবাহিনী ত্যাগ ক'রে বাড়ি চলে গেল। এই অবস্থার মধ্যে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিস গদিউনভের মৃত্যু হ'লো। বরিস গদিউনভের মৃত্যুর পর তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ফিয়োদোরকে মস্কোর সিংহাসনে বসানো হ'লো। বরিস গদিউনভের আকস্মিক মৃত্যুতে এখন নকল দিমিত্রির অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটলো। জারের সৈন্যবাহিনীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলো। নকল দিমিত্রি দ্রুত সসৈন্যে মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

নকল দিমিত্রিকে মস্কোর সিংহাসনে বসিয়ে বয়াররা তাঁদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। প্রিন্স ভাসিলি শুইস্কি, যিনি কুমার দিমিত্রির মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত ক'রে মৃগীরোগে আক্রান্ত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে দিমিত্রির মৃত্যু ঘটেছে ব'লে রায়

দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর পূর্ব ঘোষণা প্রত্যাহার ক'রে বললেন, গদিউনভ কুমার দিমিত্রিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুলে অন্য বালককে হত্যা করা হয়েছিল, কুমার দিমিত্রি জীবিত অবস্থায় পলায়ন করেছিলেন এবং ইনিই সেই কুমার দিমিত্রি। মস্কোয় নকল দিমিত্রির উপস্থিতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বয়াররা নূতন জার ফিয়োদোর বরিসোভিচ্ ও তাঁর মাকে হত্যা করলেন। নকল দিমিত্রি বিনা বাধায় মস্কো প্রবেশ করলেন (জুন, ১৬০৫)।

মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই নকল দিমিত্রি তাঁর স্বরূপ ধারণ করলেন। পলাতক কৃষক ও ভূমিদাসরা তাদের অবস্থার উন্নতির যে আশা পোষণ করছিল, তা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হ'লো। তিনি তাদের দলে দলে পূর্বতন মনিবদের হস্তে অর্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গে যে পোলিশ বাহিনী এসেছিল, তাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার রুশদের ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। নকল দিমিত্রি প্রচুর অর্থ পোল্যাণ্ডে পাঠালেন এবং বৈদেশিক ভাড়াটে সৈন্যদের তিনি নিজের দেহরক্ষীরূপে নিয়োগ করলেন। প্রকাশ্যেই মস্কোবাসীরা নূতন জার সম্পর্কে সমালোচনা করতে লাগলো।

১৬০৬ সালের বসন্তকালে ইউরি ম্নিস্‌জেকের মেয়ে মেরিনা মস্কোয় এলেন এবং তাঁর সঙ্গে এলেন পোল সম্ভ্রান্তদের বিপুল এক বাহিনী। মস্কোয় মহাসমারোহে নকল দিমিত্রির সঙ্গে মেরিনার বিবাহ হ'লো এবং উন্মত্ত পানোৎসব চললো কয়েকদিন ধ'রে। পানোন্মত্ত পোলিশ সম্ভ্রান্তরা বহু দুষ্কার্য করতে লাগলেন। মস্কো-বাসীদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এমন স্তরে এসে পৌঁছলো যে, যে-কোনও মুহূর্তে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিলো। নকল দিমিত্রির সিংহাসন লাভের ফলে রুশ বয়ারদের আশাও পূর্ণ হয় নি। পোলিশ সম্ভ্রান্তরাই তাঁদের স্থান অধিকার করেছিল। তাই বয়াররা জনসাধারণের এই বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করলেন।

তাঁরা প্রিন্স ভাসিলি শুইস্কির নেতৃত্বে নকল দিমিত্রিকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে চক্রান্ত করতে লাগলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখের প্রত্যুষে হঠাৎ মস্কোর গির্জায় গির্জায় ঘন্টাগুলি বেজে উঠলো। রুশরা এই সংকেত পেয়ে দলে দলে "পোলদের হত্যা করো" ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে এলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই রুশ জনতা প্রাসাদ ঘিরে ফেললো। নকল দিমিত্রি আত্মরক্ষার জন্যে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন এবং এই পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু হ'লো। সারা শহরে রুশরা দলে দলে পোলদের হত্যা করলো। প্রায় দু'হাজার পোলিশ সম্ভ্রান্ত ও সৈনিক রুশদের হাতে নিহত হ'লো।

জনসাধারণের এই বিক্ষোভ সম্পর্কে রুশ বয়ারদেরও ভীতি ছিল। তাঁরা দ্রুত প্রিন্স ভাসিলি শুইস্কিকে জার ব'লে ঘোষণা করলেন। অবিলম্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা হ'লো। এইভাবে রুশ জনসাধারণ সেদিন পোল্যাণ্ডের গ্রাস থেকে তাদের স্বদেশকে রক্ষা করলো।

বিদ্রোহী বলৎনিকভ ঃ

ভাসিলি শুইস্কি সিংহাসনে আরোহণ করায় শাসনক্ষমতা বয়ারদের হাতে গিয়ে পড়লো। দরিদ্র জনসাধারণের বিন্দুমাত্র উপকার হ'লো না। কেবল তাই নয়, সাধারণ সম্ভ্রান্ত ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরাও শীঘ্রই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। বয়ারদের শাসন-ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হওয়া তারা পছন্দ করলো না। ফলে অচিরে দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। বিদ্রোহ বিভিন্ন স্থানে দেখা দিলেও সেগুলির মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ, সংহতি ও শৃঙ্খলা না থাকায় তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ'তে বাধ্য হয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহগুলির মধ্যে ইভান বলৎনিকভের নেতৃত্বে পরিচালিত

কৃষক, ভূমিদাস ও কসাকদের বিদ্রোহটি (১৬০৬-৭) সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল।

প্রথম জীবনে বলৎনিকভ এক বয়ারের ভূমিদাস ছিলেন। তিনি ভূমিদাসের দুর্বহ জীবন থেকে মুক্তি লাভের আশায় গোপনে দন অঞ্চলের কসাকদের কাছে পালিয়ে যান। পরে তাতাররা তাঁকে বন্দী ক'রে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় ক'রে দেয়। দীর্ঘকাল ক্রীতদাসরূপে কাজ করবার পর তিনি আবার পালাতে সক্ষম হন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান, তারপর আবার রুশ সীমান্তে ফিরে আসেন। সেই সবেমাত্র রুশদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শুইস্কির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। বলৎনিকভ এসে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর দুর্ধর্ষ দৈহিক শক্তি ও দুঃসাহসের কথা তাঁর সমসাময়িকরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে গেছেন।

বলৎনিকভ ও তাঁর বিদ্রোহী বাহিনী যেখানেই গেলো, সেখানেই দলে দলে কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। শহরের দরিদ্র অধিবাসীরাও তাঁকে সাহায্য করতে লাগলো। বলৎনিকভের বাহিনী পুতিভ্ল্ থেকে ক্রোমি, সের্পুকভ ও কলোম্না হয়ে মস্কোর পথে জারের বহু সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে অগ্রসর হ'লো। বলৎনিকভের বাহিনী ক্রমেই দুর্বার ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো। বিক্ষুব্ধ সম্ভ্রান্তরাও এখন দলে দলে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে লাগলেন।

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বলৎনিকভ মস্কোর উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। পর পর তিনটি প্রস্তর প্রাচীরে ঘেরা মস্কো শহর অধিকার করা সহজ ছিল না। তাই বলৎনিকভ মস্কো অবরোধ করলেন। তিনি কৃষক ও ভূমিদাসদের উদ্দেশে বয়ার ও জমিদারদের উৎখাত করবার জন্যে আহ্বান

জানালেন। কৃষক ও ভূমিদাসদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে বলৎনিকভের দলের সম্ভ্রান্তরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা অবিলম্বে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে জার শুইস্কির দলে যোগ দিলেন। জারও তাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে বলৎনিকভকে আক্রমণের জন্যে এগিয়ে এলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'লো। বিদ্রোহী সম্ভ্রান্তদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বলৎনিকভ পরাজিত হলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে দ্রুত দক্ষিণে কালুগায় সরে গেলেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে জারের এক বিশাল বাহিনী কালুগা অবরোধের জন্যে অগ্রসর হ'লো। এদিকে বলৎনিকভের বাহিনীতে নূতন কসাক বিদ্রোহীরা এসে যোগ দিলো। যুদ্ধে জারের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হ'লো। বলৎনিকভ টুলা শহরে গেলেন। দলে দলে বিদ্রোহী কসাকরা তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিতে লাগলো।

টুলায় বলৎনিকভকে আক্রমণের জন্যে জার শুইস্কি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুললেন। টুলা অবরুদ্ধ হ'লো। খাদ্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা দীর্ঘ বারো মাস কাল জারের সৈন্য-বাহিনীর প্রতিরোধ করলো। এই সময়ে জারের পক্ষ থেকে বাঁধের সাহায্যে নদীর জল আটকে টুলা শহর ভাসিয়ে দেওয়া হ'লো। ফলে বিদ্রোহীদের হাতে খাদ্য ও গোলাবারুদ যা ছিল, তাও বিনষ্ট হ'লো। বিদ্রোহীরা এই নিরুপায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আত্মসমর্পণ করলে জার শুইস্কি বিদ্রোহীদের মুক্তি দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখলেন না। বিদ্রোহী নেতা ইভান বলৎনিকভকে বন্দী ক'রে উত্তরে কার্গোপলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। সেখানে তাঁকে অন্ধ ক'রে দিয়ে জলে ডুবিয়ে মারা হ'লো। বহু বিদ্রোহী ক্রীতদাসে পরিণত হ'লো; আর ভূমিদাসদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো তাদের পূর্বতন মনিবদের কাছে।

বলৎনিকভ ও তাঁর সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হ'লেও জার শুইস্কির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিন্তু থামলো না। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ চলতে লাগলো। ১৬০৮ সালের শরৎকালে মধ্য ভল্‌গা অঞ্চলে আবার একবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

দ্বিতীয় নকল দিমিত্রি ঃ

বলৎনিকভের বিদ্রোহ দমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জার শুইস্কি আর এক বিপদের সম্মুখীন হলেন। পোলরা রুশদেশে তাদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা ছাড়ে নি। প্রথম নকল দিমিত্রি যেদিন নিহত হয়েছিলেন, সেদিনই মস্কোয় পোলরা রটিয়ে দিয়েছিল যে, শুইস্কির লোকেরা দিমিত্রিকে মারতে পারে নি, তারা ভুলক্রমে অপর এক ব্যক্তিকে মেরেছে। পোল্যাণ্ডে ঐ সময় গোলযোগ দেখা দেওয়ায় মস্কোয় নূতন সৈন্যদল পাঠানো সম্ভব হয় নি। ১৬০৭ সালে এই গোলযোগ দূর হ'লে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ড আবার রুশদেশের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পেলেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে যুবরাজ দিমিত্রি ইভানোভিচ্ ব'লে এক ব্যক্তিকে খাড়া করা হ'লো। প্রথম নকল দিমিত্রির মৃত্যু হ'লে তাঁর স্ত্রী মেরিনাকে পোল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনিও এই ব্যক্তিকে তাঁর স্বামী দিমিত্রি ব'লেই ঘোষণা করলেন। দিমিত্রি ইভানোভিচের আবির্ভাবের সংবাদে আবার রুশদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। দ্বিতীয় নকল দিমিত্রি তখন মস্কো রাজ্যের সীমান্তে এসে উপস্থিত হলেন। পোল্যাণ্ড তাঁর সাহায্যের জন্যে প্রভূত সৈন্য পাঠালো। দন ও ইউক্রেন অঞ্চলের কসাকরাও বহুসংখ্যায় দিমিত্রির সাহায্যে এগিয়ে এলো।

দ্বিতীয় নকল দিমিত্রির সৈন্যবাহিনীর হাতে জারের সৈন্যদল বলখভের নিকটবর্তী স্থানে এক যুদ্ধে পরাজিত হ'লো। দ্বিতীয়

নকল দিমিত্রির মূল বাহিনী কালুগা ও মোঝাইস্কের পথে মস্কোর দিকে এগিয়ে চললো। তারা মস্কো অধিকার করবার জন্যে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হওয়ায় মস্কো থেকে কিছু দূরে মস্ক্‌ভা নদীর তীরে তুশিনো গ্রামে শিবির স্থাপন করলো। তাই দ্বিতীয় নকল দিমিত্রি "তুশিনো জার" নামে পরিচিত হলেন। কয়েকজন বয়ারও দ্বিতীয় নকল দিমিত্রির দলে এসে যোগ দিলেন। মস্কোয় দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় জার শুইস্কির ওপর জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ফলে তাঁর পতন যে আসন্ন, সে সম্পর্কে অনেক বয়ারের মনেও কোন সন্দেহ ছিল না। জনসাধারণও দ্বিতীয় নকল দিমিত্রিকে চতুর্থ ইভানের পুত্র এবং সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদার ব'লেই ধ'রে নিয়েছিল।

কিন্তু ক্রমাগত অধিক সংখ্যায় পোলদের আগমন এবং তাদের ব্যাপক লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ফলে রুশ জনসাধারণের এই ভুল ধারণা ভাঙলো, দ্বিতীয় নকল দিমিত্রি তাদের কাছে প্রতারকরূপে দেখা দিলেন। ফলে রুশদেশের কৃষক, ভূমিদাস, শহরের সাধারণ মানুষ, সকলেই এই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'তে লাগলো। তারা বহুস্থলে পোল সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণও করলো। এদিকে জার শুইস্কি দেখলেন, পোল্যাণ্ডের সাহায্যে পুষ্ট দ্বিতীয় নকল দিমিত্রির বিরুদ্ধে একক যুদ্ধ করা অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত রুশদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সুইডেনের যুদ্ধ চলছিল। শুইস্কি সুইডেনের রাজা নবম চার্ল্‌সের সঙ্গে এক মিত্রতাসূচক সন্ধি ক'রে তাঁর সাহায্য চাইলেন। শুইস্কি সন্ধির শর্ত অনুসারে কারেলিয়া অঞ্চল সুইডেনের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। অবিলম্বে (১৬০৯) সুইডিশ বাহিনী রুশভূমিতে নামলো।

এই অবস্থায় পোল্যাণ্ড দেখলো, রুশ জনসাধারণ দ্বিতীয় নকল দিমিত্রিকে সাহায্য না করায় তার রাজনৈতিক উপযোগিতা বিশেষ নেই। তাই এখন প্রকাশ্যেই রুশদেশ আক্রমণ করা দরকার। সুইডেনের সঙ্গে শুইস্কির মৈত্রী সেই সুযোগ এনে দিলো। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের সারা গ্রীষ্মকাল ধ'রে পোলিশ বাহিনী রুশদেশের সীমান্ত অঞ্চলে হানা দিতে লাগলো। তারপর শরৎকালে রাজা তৃতীয় সিগিস্মুণ্ডের অধিনায়কত্বে এক বিরাট পোল বাহিনী রুশ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে স্মোলেন্স্ক্ অবরোধ করলো। রুশদেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এখন আর নকল দিমিত্রির কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাই সিগিস্মুণ্ড দ্বিতীয় নকল দিমিত্রির সমর্থক পোলিশ বাহিনীকে তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন। রুশ-সুইডিশ বাহিনী দ্রুত মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই অবস্থায় পোলিশ বাহিনীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দ্বিতীয় নকল দিমিত্র দ্রুত তুশিনো থেকে কালুগায় পলায়ন করলেন। যেসব রুশ বয়ার ও সম্ভ্রান্ত দ্বিতীয় নকল দিমিত্রিকে সাহায্য করছিলেন, তাঁরা এখন রাজা তৃতীয় সিগিস্মুণ্ডের সঙ্গে আপোস করতে চাইলেন।

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের একটি যুদ্ধে সাহায্যকারী সুইডিশ ও জার্মান বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রুশ বাহিনী পোল বাহিনীর হস্তে পরাজিত হ'লো। জুলাই মাসে মস্কোর অধিবাসীরা জার ভাসিলি শুইস্কির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। এই বিদ্রোহের সংবাদে দ্বিতীয় নকল দিমিত্রি কালুগা থেকে আবার মস্কোর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। মস্কোর বয়াররা শুইস্কিকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মস্কোয় একটি বয়ার-সরকার গঠন করলেন। এই সরকার সাতজন সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী বয়ারকে নিয়ে গঠিত হ'লো। প্রকৃতপক্ষে এই সরকার পোলদের তাঁবেদার সরকারই ছিল।

মস্কোর বায়ররা এই শর্তে সিগিস্‌মুণ্ডের সঙ্গে আপোস করলেন যে, তাঁর পুত্র ভ্লাদিস্লসকে মস্কো রাজ্যের জার ব'লে মেনে নেওয়া হবে, তবে তিনি বয়ারদের সহযোগে রাজ্য শাসন করবেন এবং তাঁকে রুশ অর্থোডক্স ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে। বয়াররা দ্বিতীয় দিমিত্রির অভিযান প্রতিরোধের অজুহাতে পোলিশ বাহিনীকে ক্রেমলিনে প্রবেশের অধিকার দিলেন। পোলিশ বাহিনী দ্রুত ক্রেমলিনে প্রবেশ করলো। আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তি সম্পাদনের জন্যে রুশদেশের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি-দলকে রাজা সিগিস্‌মুণ্ডের কাছে পাঠানো হ'লো। এই প্রতিনিধি-দলে মেট্রোপলিটান ফিলারেতও (ফিয়োদোর রোমানভ) ছিলেন। ঐ প্রতিনিধি-দল পত্রে রুশদের জানালেন যে, তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত অপমানজনক এবং রুশরা যেন রাজা সিগিস্‌মুণ্ড বা তাঁর পুত্রের কাছে মাথা নত না করেন। রুশদেশের সাধারণ মানুষ ও ধর্মযাজক শ্রেণী এই চুক্তিকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলো।

এই সময় রুশদেশের রাজনীতিতে আকস্মিক একটা পরিবর্তন ঘটলো। কাসিমভের তাতার খান দিমিত্রির সমর্থক রূপে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে দ্বিতীয় নকল দিমিত্রি তাঁকে হত্যা করলেন। ফলে তাতার খানের এক বন্ধুর হাতে নকল দিমিত্রি নিহত হলেন। নকল দিমিত্রির স্ত্রী মেরিনা এখন দন কসাকদের আতামন (দলপতি) ইভান জারুৎস্কিকে তাঁর সংরক্ষক ও প্রণয়ী-রূপে গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় নকল দিমিত্রির মৃত্যুর ফলে ভ্লাদিস্লস মস্কোর সিংহাসনে নিজের অধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পেলেন। কিন্তু এই সময় রাজা তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ড অকস্মাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন, তিনি নিজেকেই এখন মস্কোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ফলে রুশ

রাজনীতিতে অভাবনীয় জটিলতার সৃষ্টি হ'লো। পোলিশ রাজকুমার ভ্লাদিস্লসকে জাররূপে স্বীকার ক'রে নিলেও তাতে রুশদেশের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতো এবং ভ্লাদিস্লস রুশ অর্থোডক্স ধর্মমত মেনে নিলে ধর্মের দিক থেকেও কোন ক্ষতি হ'তো না। কিন্তু রাজা তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ডের মস্কোর সিংহাসন অধিকারের অর্থ ছিল পোল্যাণ্ডের শাসন এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা। ফলে রুশরা সিগিস্‌মুণ্ডের এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁরা চুক্তিপূরণের জন্যে সিগিস্‌মুণ্ডের ওপর চাপ দিতে লাগলেন। তখন সিগিস্‌মুণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ফিলারেত সহ রুশ প্রতিনিধি দলকে বন্দী করলেন। এতেও রুশরা ভীত হ'লো না, তারা এখন ঐক্যবদ্ধভাবে পোলদের প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশদেশের মুক্তি-সংগ্রাম ঃ

রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্রধানতম ব্যক্তি প্যাট্রিয়ার্ক হার্মোজেন রুশদেশবাসীর কাছে এক জ্বালাময়ী আবেদন পাঠালেন। এই আবেদনের সংবাদ পেয়ে পোলরা তাঁকে বন্দী ক'রে এক অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল রইলেন। তাঁর আবেদন রুশদের সংঘবদ্ধ ক'রে তুললো। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রুশ ও কসাকদের নিয়ে একটি মিলিত বাহিনী গঠিত হ'লো। এই মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব কসাকদের রীতি অনুযায়ী একটি সামরিক পরিষদের ওপর ন্যস্ত হ'লো। সামরিক পরিষদের কর্তৃত্ব রইলো তিন ব্যক্তির ওপর। প্রিন্স দিমিত্রি ত্রুবেৎস্কয় সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত কসাকদের প্রতিনিধিরূপে, ইভান জারুৎস্কি দন কসাকদের প্রতিনিধিরূপে এবং প্রকোপি লিয়াপুনভ সম্ভ্রান্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিনিধিরূপে মিলিত হলেন। কিন্তু শীঘ্রই দন কসাক ও সম্ভ্রান্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর

মধ্যে বিবাদ দেখা দিলো। লিয়াপুনভ কসাকদের হস্তে নিহত হলেন। লিয়াপুনভের মৃত্যুর ফলে সম্ভ্রান্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভেঙে গেলো। এখন পোলদের বাধা দেওয়ার গুরু দায়িত্ব এসে পড়লো কসাকদের ওপর। প্রিন্স ত্রুবেৎস্কয় ও ইভান জারুৎস্কির নেতৃত্বে কসাকরা পোল-কবলিত মস্কো অবরোধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

রুশ সম্ভ্রান্ত ও কসাকদের মিলিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ভেঙে গেলেও পোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছিল। রুশ সম্ভ্রান্ত ও বণিকরা কেবল কসাকদের ওপর নির্ভর ক'রেই নীরব ছিলেন না। নিঝ্নি নভ্গরদের বিখ্যাত ধনী কুচ্মা মিনিন একটি নূতন রুশবাহিনী গঠনের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে লাগলেন। তিনি দেশবাসীকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে ধনপ্রাণ বিসর্জন দিতে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। প্রিন্স দিমিত্রি পোজার্স্কি পোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কুচমা মিনিনের প্রস্তাব অনুসারে তিনিই নবগঠিত রুশবাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। মিনিন ও পোজার্স্কির চেষ্টায় উত্তরে সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে রিয়াজান পর্যন্ত সর্বত্র পোলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী গ'ড়ে উঠলো। এই বিপুল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংবাদে মস্কোর পোলরা ভীত হ'লো এবং তাদের পক্ষপুষ্ট বয়াররা পোলিশ রাজপুত্র ভ্লাদিস্লাসকে জাররূপে স্বীকার ক'রে নেওয়ার জন্যে রুশদের প্ররোচিত করতে লাগলো। কিন্তু দেশবাসী স্বার্থান্ধ এই বয়ারদের ডাকে সাড়া দিলো না।

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে রুশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিঝ্নি নভ্গরদ থেকে ইয়ারোস্লাভ্লে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। এখানে এই বাহিনী চার মাস রইলো এবং একটি জাতীয় সরকার গঠন করলো। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে কৃষক, কসাক, স্ত্রেল্ৎসি,

রুশ, তাতার, মারী, চুভাস ইত্যাদি বহু শ্রেণী ও বহু জাতির লোক ছিল। মিনিন ও পোজারস্কি অক্লান্ত চেষ্টায় এই স্বেচ্ছাসেবক দলগুলিকে সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনীতে পরিণত করলেন। এই জাতীয় বাহিনী পোল ও দ্বিতীয় নকল দিমিত্রির সমর্থক কসাকদের হাত থেকে বহু অঞ্চল মুক্ত করলো। দেশের সর্বত্র জনসাধারণও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পোলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষভাগে এই জাতীয় বাহিনী মস্কোর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলো। দন কসাকদের দলপতি ইভান জারুৎস্কি ইতিমধ্যে পোলদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। জাতীয় বাহিনীর আগমনে ভীত হয়ে তিনি দক্ষিণে পলায়ন করলেন। প্রিন্স ত্রুবেৎস্কয়ের অধীনে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত কসাকরা মস্কোর উপকণ্ঠে ঘাঁটি গেড়ে বসলো। প্রথমে তারা জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগ না দিলেও পরে পোলদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলো। মস্কোর পোল বাহিনীকে সাহায্যের জন্যে এক বিশাল পোল বাহিনী এসে পৌঁছলে রুশ ও পোল বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধলো। দুই দিন অক্লান্ত যুদ্ধের পর পোলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। খাদ্য ও সাহায্যের অভাবে মস্কোয় যে পোলবাহিনী ছিল, তারা সামান্য যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লো। মস্কো আবার মুক্ত হ'লো।

রোমানভ বংশের প্রতিষ্ঠা ঃ

মস্কো মুক্ত হওয়ার পর জাতীয় সরকার জেম্স্কি সবরের এক অধিবেশন আহ্বান করলেন। এই অধিবেশনে নূতন জার নির্বাচনের প্রশ্ন উঠলো। সুদীর্ঘ আলোচনার পর ফিলারেতের (ফিয়োদোর রোমানভের) পুত্র মিখাইল রোমানভকে জার পদের যোগ্য প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হ'লো। তখন মিখাইলের

বয়স মাত্র ষোল বৎসর। তাঁর পিতা ফিলারেত তখনো পোলদের হস্তে বন্দী। তাই মিখাইল সিংহাসন গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর মা মার্থার সঙ্গে পরামর্শ করা হ'লো। মার্থা তখন পুত্র মিখাইলের সঙ্গে কস্ত্রোমা প্রদেশে বাস করছিলেন। তিনি একটি শর্তে তাঁর পুত্রের এই মনোনয়ন গ্রহণে রাজী হলেন। শর্তটি হ'লো এই যে, তরুণ মিখাইলকে তাঁর গুরুত্ব-পূর্ণ কাজে সাহায্য করবার জন্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ক্রমাগত চলবে। ফিয়োদোর রোমানভ ও তাঁর পুত্র মিখাইল রোমানভ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাই জাতীয় জীবনের এক সংকট-মুহূর্তে মিখাইলের এই মনোনয়ন উপযুক্ত বিবেচনার কাজ হয়েছিল। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে মিখাইল রোমানভ সর্বসম্মতিক্রমে জার নির্বাচিত হলেন।

এইভাবে রুশদেশে রোমানভ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হ'লো। এই রোমানভ রাজবংশই পরবর্তী তিন শ' চার বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রুশ রাজ্যের বিস্তার ও আভ্যন্তরীণ সংকট

জার মিখাইল রোমানভঃ

মিখাইল রোমানভকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত চিরন্তন সমস্যার কিছুটা সমাধান হ'লেও রুশ রাজ্যের শান্তি ও শক্তি ফিরে আসতে তখনো দেরি ছিল। বিদ্রোহী জারুৎস্কি ও মেরিনা ম্নিস্জেক একদল কসাক সহ দক্ষিণে অস্ত্রাখানে চ'লে গিয়েছিলেন। জারুৎস্কি নিজেকে জার দিমিত্রি এবং মেরিনার শিশুপুত্রকে জারেভিচ্ ইভান দিমিত্রিভিচ্ নামে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কসাক জনসাধারণ জারুৎস্কির এই কাজ সমর্থন করে নি। অস্ত্রাখানের অধিবাসীরা জারুৎস্কির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে জারুৎস্কি ইয়াইক (উরাল) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে চ'লে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি কসাকদের বিরোধিতার হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। তারা তাঁকে ও পুত্রসহ মেরিনাকে ধ'রে মস্কো সরকারের হাতে তুলে দিলো। মস্কোয় জারুৎস্কির প্রাণদণ্ড হ'লো। মেরিনা বন্দিনী অবস্থায় কারাগারে মারা গেলেন। তাঁর শিশু পুত্র ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন।

কসাক দমন ঃ

কসাকরা শক্তিশালী থাকায় তারা প্রায় প্রতিটি গোলযোগে অংশ গ্রহণ করছিল। তাতে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল। এই অবস্থা দূর করবার জন্যে মস্কো সরকার অবিলম্বে দুটি প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে কসাক আতামনদের ও অন্যান্য ধনী কসাকদের প্রচুর পরিমাণে জমি ও ভূমিদাস দেওয়া

হ'লো। ফলে কসাকদের মধ্যে একটি জমিদার শ্রেণী গ'ড়ে উঠলো। তারা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় অচিরে রুশ সরকারের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হ'লো এবং কসাকরা সুস্পষ্টভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেলো। এখন রুশ সরকার দরিদ্র কসাকদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে ঘিরে ঘিরে ধ্বংস করতে লাগলো। মিখাইল রোমানভের সিংহাসনে আরোহণের পরেও নিঝ্নি নভ্গরদ ও কাজান অঞ্চলের কৃষক ও ভূমিদাসরা বিদ্রোহ করেছিল। সরকারী ফৌজ এই বিদ্রোহগুলিও কঠোরহস্তে দমন করলো। সরকার কসাক ও বিদ্রোহী কৃষাণদের কঠোরহস্তে দমন ক'রে জমিদারদের সুযোগ-সুবিধা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিলো। পলাতক ভূমিদাসদের পাঁচ বছরের মধ্যে ধরতে না পারলে তারা স্বাধীন কৃষক ব'লে বিবেচিত হ'তো। এখন এই পাঁচ বছরকে বাড়িয়ে পঁচিশ বছর করা হ'লো।

সারা রুশ রাজ্যে যে অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব চলছিল, কসাক ও কৃষাণদের দমনের ফলে তা সাময়িকভাবে বন্ধ হ'লো। ফলে এখন রুশ সরকার আবার বৈদেশিক শত্রুর দিকে মন দেওয়ার সুযোগ পেলেন।

সুইডেনের সঙ্গে সন্ধি ঃ

সুইডিশ বাহিনী নভ্গরদ অধিকার ক'রে সেখান থেকে ক্রমাগত সামরিক অভিযান চালাচ্ছিল। মস্কো বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে বার বার ব্যর্থ হ'লেও ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্স্কভের একটি যুদ্ধে সুইডেনের রাজা গুস্তাভাস আদোল্ফাস্ রুশ বাহিনীর হস্তে পরাজিত হলেন। এর ফলে রুশরা সুইডেনের সঙ্গে সন্ধির জন্যে আলাপ-আলোচনা করবার একটি সুযোগ পেলো। সুইডেনের সঙ্গে রুশদেশের ক্রমাগত বিরোধ চলায় ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড রুশ-

দেশের সঙ্গে ঠিক মতো ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারছিল না। তাই তারাও সুইডেন ও রুশদেশের মধ্যে যাতে সন্ধি স্থাপিত হয়, সেজন্যে মধ্যস্থতা করতে লাগলো। অবশেষে ১৬১৭ সালে স্তল্‌বভোতে সুইডেনের সঙ্গে রাশিয়ার সন্ধি হ'লো। সুইডেন নভ্‌গরদ অঞ্চল ছেড়ে দিলেও ফিন উপসাগরের উপকূলবর্তী সমগ্র অঞ্চল ও কতিপয় শহর নিজেদের অধিকারে রাখলো। এইভাবে রুশদেশ আবার বাল্‌টিক সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ :

সুইডেনের সঙ্গে সন্ধি হ'লেও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তখনো যুদ্ধ চলছিল। তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ডের পুত্র ভ্লাদিস্লস তখনো মস্কোর সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি ছাড়েন নি। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে মস্কো অভিযান করলেন। মস্কো বাহিনী তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করলো। ফলে তিনি পিছু হটতে বাধ্য হলেন। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি মস্কো ও পোল্যাণ্ড সরকারের প্রতিপত্তিশালী কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সাড়ে চোদ্দ বছরের জন্যে এক সন্ধি হ'লো। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে স্মোলেন্‌স্ক্‌ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং সেভের্‌স্ক্‌ (চের্নিভগ) প্রদেশ সাময়িকভাবে পোল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেওয়া হ'লো। এই সন্ধির ফলে জার মিখাইল রোমানভের বাবা ফিলারেত (ফিয়োদোর রোমানভ) পোল্যাণ্ডের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। ফিলারেত আবার রুশদেশে ফিরে আসায় রুশরা তাদের বহুবাঞ্ছিত শাসককে ফিরে পেলো। তরুণ জার মিখাইল নামে মাত্র জার থাকলেও ফিলারেতই রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে উঠলেন। তিনি রুশ অর্থোডক্স চার্চের সর্বপ্রধান ব্যক্তি প্যাট্রিয়ার্কও নিযুক্ত হলেন। ফলে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শাসনের উভয় বল্‌গা-রজ্জুই তাঁর

হস্তে ন্যস্ত হ'লো। রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শাসনের সর্বোচ্চ অধিকার লাভ করায় কেবল তিনিই অখণ্ড শক্তির অধিকারী হলেন না, রুশদেশের রাজতন্ত্রও এক অভূতপূর্ব শক্তি লাভ করলো। তিনি নিজে "ভেলিকি গস্থদার" বা "মহা প্রভু" উপাধি গ্রহণ করলেন। ১৬১৯ সাল থেকে ১৬৩৩ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত চোদ্দ বছর তিনিই রুশ রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এই সন্ধির কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আবার যুদ্ধ শুরু হ'লো। স্মোলেন্স্ক্ ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর নগর-দুর্গ। কেবল তাই নয়, নীপার নদীর প্রবেশ-পথের ওপর ছিল এটি। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যেও এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। তাই স্মোলেন্স্ক্ শহরটিকে রুশ অধিকারে ফিরিয়ে আনবার জন্যে মস্কো সরকার সামরিক দিক থেকে দ্রুত প্রস্তুত হলেন। বিদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানি করা হ'লো। কেবল তাই নয়, সৈন্যবাহিনীতে বিদেশ থেকে ভাড়াটে সৈনিকও আনানো হ'লো প্রচুর পরিমাণে। সৈন্যদল-গুলিকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ক'রে তোলা হ'লো। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বয়ার শেইনের সেনাপতিত্বে রুশ বাহিনী স্মোলেন্স্ক্ অবরোধ করলো। এই সময়ে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় সিগিস্-মুণ্ডের মৃত্যু হওয়ায় সিংহাসন নিয়ে পোল্যাণ্ডে অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। তাই পোল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ স্মোলেন্স্কের দিকে ঠিক-মতো নজর দিতে পারলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মোলেন্স্ক্ অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়ায় এবং মস্কো বাহিনীর বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকায় ও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করায় স্মোলেন্স্কের অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হ'লো।

ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ড ক্রিমিয়ার তাতারদের উপহার ও উৎকোচ দিয়ে মস্কো সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান করতে প্ররোচিত করলো।

তাতাররা রুশদেশের দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চলে হানা দিতে লাগলো। তাতার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে দক্ষিণ অঞ্চলের সম্ভ্রান্তরা দ্রুত নিজেদের পরিবার ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্যে স্মোলেন্‌স্ক্‌ ছেড়ে চ'লে গেলেন। ফলে অবরোধী মস্কো বাহিনী বেশ দুর্বল হয়ে পড়লো। তার ওপর এলো চূড়ান্ত আঘাত। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ রাষ্ট্রের নিপুণ কর্ণধার প্যাট্রিয়ার্ক ফিলারেত অকস্মাৎ মারা গেলেন। মস্কোর বয়াররা আবার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করলেন। তাঁরা শেইনের সৈন্যবাহিনীর রসদ বন্ধ ক'রে দিলেন। পোল্যাণ্ডের অন্তর্ঘাতী বিরোধেরও অবসান হ'লো ইতিমধ্যে এবং তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ডের পুত্র ভ্লাদিস্লসই পোল্যাণ্ডের রাজা নির্বাচিত হলেন। এখন তিনি স্মোলেন্‌স্কের অবরুদ্ধ পোল সৈন্যদের সাহায্যের জন্যে সসৈন্যে দ্রুত অগ্রসর হলেন। ভ্লাদিস্লসের বাহিনী ও স্মোলেন্‌স্কের পোল বাহিনীর মাঝে প'ড়ে রুশ বাহিনী অত্যন্ত বিপন্ন হ'লো। মস্কো থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য এলো না। শেইন অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। মস্কোর বয়াররা নিজেরাই এই পরাজয়ের জন্যে দায়ী হ'লেও শেইনকে তাঁরা বিশ্বাস-ঘাতক ঘোষণা ক'রে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। স্মোলেন্‌স্কে মস্কো বাহিনীর পরাজয়ের ফলে পোল বাহিনী অগ্রসর হ'তে লাগলো। কিন্তু বেলাইয়ার কাছে তাদের অগ্রগতি প্রতিহত হ'লো। এই সময় তুরস্ক কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় রাজা ভ্লাদিস্লস দ্রুত সন্ধি স্থাপন করতে চাইলেন। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের এই সন্ধি অনুসারে পোল্যাণ্ড স্মোলেন্‌স্ক্‌ ও অন্যান্য বিজিত রুশ শহরগুলি নিজের অধিকারে রাখলো। তবে রাজা ভ্লাদিস্লস মস্কোর সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি ত্যাগ করলেন এবং মিখাইল রোমানভকে রুশদেশের জার ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন।

তাতারদের বিরুদ্ধে অভিযান:

স্মোলেন্স্কে বয়ার শেইনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণ সীমান্তে তাতার আক্রমণ। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরে রুশ সরকার এখন তাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ রুশ সীমান্ত সুরক্ষিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করলেন। শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু নূতন দুর্গ নির্মিত হ'লো এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার করা হ'লো। এই রক্ষাব্যবস্থার ফলে দক্ষিণের স্তেপ্ অঞ্চলে রুশ জমিদারদের জমিদারিগুলি হ'লো নিরাপদ। আজভ সাগরের তীরবর্তী আজভ নগর-দুর্গটি তুরস্কের অধীন ছিল। ফলে আজভ সাগর ও দন নদীর মোহানা রুশদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত ছিল না। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দন অঞ্চলের কসাকরা আজভ আক্রমণ ক'রে ঐ নগরদুর্গ অধিকার করলো। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান আজভ পুনরুদ্ধারের জন্যে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। এই বাহিনী কামান ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত হ'লেও কসাক বাহিনীর হস্তে পরাজিত হ'লো এবং বাধ্য হয়ে আজভের অবরোধ তুলে নিলো। কিন্তু তুরস্ক পুনরায় অধিকতর সৈন্য সমাবেশ করতে পারে, এই ভয়ে কসাকরা মস্কো সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন করলো। জার মিখাইল জেম্স্কি সবরের বিনা অনুমোদনে আজভ নিয়ে তুরস্কের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামতে ইতস্তত করতে লাগলেন। পর বৎসর (১৬৪২) জেম্স্কি সবরের অধিবেশনে বসলো। কিন্তু তাতে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের ও গুরু করভারের তীব্র নিন্দা করা হ'লো। এই অবস্থায় নূতন সামরিক অভিযানে জেম্স্কি সবরের সমর্থন পাওয়ার আশা না থাকায় মস্কো সরকার কসাকদের আজভ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন।

জার আলেক্সি মিখাইলোভিচ্ঃ

জার মিখাইল তাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালে বিশেষ যোগ্যতা ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিতে পারেন নি। যে কয়েক বছর তাঁর বাবা প্যাট্রিয়ার্ক ফিলারেত রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন, সেই ক'বছরে রুশ রাষ্ট্রে বয়ারদের প্রভাব কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ফিলারেতের মৃত্যুর পর বয়াররা আবার পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার মিখাইলের মৃত্যু হ'লে বয়ারদের এই সুযোগ আরো বৃদ্ধি পেলো। মিখাইলের মৃত্যুর পর তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র আলেক্সি মিখাইলোভিচ্ (১৬৪৫-৭৬) মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আলেক্সি আমোদ-প্রমোদে তাঁর বেশির ভাগ সময় নষ্ট করায় রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা তাঁর অভিভাবক বয়ার বরিস ইভানোভিচ্ মরোজভের হস্তগত হ'লো। বরিস মরোজভ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিজের লোকদের নিয়োগ করলেন। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি মিলোস্লাভ্স্কি নামে কুলমর্যাদাহীন এক বয়ারের কন্যাকে বিবাহ করলেন এবং জার আলেক্সির সঙ্গে ঐ বয়ারের অন্য এক কন্যার বিবাহ দিলেন।

অর্থনৈতিক সংকট ঃ

ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। তাই মরোজভ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকেই সর্বপ্রথম নজর দিলেন। তিনি ব্যয় কমাবার জন্যে সামরিক কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে দিলেন এবং আয় বাড়াবার জন্যে নূতন ক'রে লবণ কর ধার্য করলেন। লবণের ওপর কর বসানোর ফলে লবণের দাম অত্যধিক বেড়ে উঠলো এবং হাজার হাজার মণ মাছ লবণের অভাবে প'চে গেলো। এতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি

হ'লো প্রচুর পরিমাণে। মরোজভ নিজের ভুল বুঝতে পেরে লবণের ওপর থেকে কর তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন এবং অন্যান্য অনেক নূতন কর ধার্য করলেন।

এই সকল করের বোঝা গরীব জনসাধারণের ওপরই পড়লো। তাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে উঠলো। অন্যপক্ষে ধনী বণিকদের, যাদের ওপর কর আদায়ের ভার ছিল, তারা দরিদ্র জনসাধারণকে নিষ্পেষিত ক'রে অত্যধিক কর আদায় করতে লাগলো এবং করের মোটা অংশ আত্মসাৎ ক'রে আরও ধনী হয়ে উঠলো। ফলে জার আলেক্সি মিখাইলোভিচের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে কয়েক বছরে বিভিন্ন শহরের গরীব অধিবাসীরা বিদ্রোহ করলো।

মস্কোয় বিদ্রোহ :

১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে জার একবার তীর্থযাত্রা সেরে মস্কোয় ফিরলে মস্কোর গরীব অধিবাসীরা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে মরোজভ ও তাঁর লোকদের অত্যাচার সম্পর্কে অভিযোগ করলো। অভিযোগের প্রতিবিধান দূরের কথা, তখন জারের পুলিস আবেদনকারীদের চাবকে দূর ক'রে দিলো। পরদিন উত্তেজিত জনতা ক্রেমলিনে প্রবেশ ক'রে রাজপ্রাসাদে পৌঁছলো এবং অবিলম্বে রাজধানীর পুলিসের কর্তা লেওন্তি প্লেশ্চেইয়েভ্‌কে তাদের হাতে দেওয়ার জন্যে দাবী জানালো। অত্যাচার ও বহু দুষ্কর্মের জন্যে প্লেশ্চেইয়েভ কুখ্যাত ছিলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে বয়াররা উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করবার জন্যে কেউ কেউ এগিয়ে এলেন, কিন্তু জনতার কাছে লাঞ্ছিত হয়ে তাঁরা সভয়ে পালালেন। জনতা বহু বয়ার ও রাজকর্মচারীদের গৃহে হানা দিলো। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনতার হস্তে নিহত হলেন। শহরের বহু অংশে

জনতা অগ্নিসংযোগ করলো। বিদ্রোহ ক্রমেই ভয়ংকর আকার ধারণ করলো। জার ভীত হয়ে প্লেশ্চেইয়েভ ও ত্রাখানিওতভ্ নামে দুই ব্যক্তিকে জনতার হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনতা তাঁদের হত্যা করলো। তখন জনতা মরোজভকে দাবী করতে লাগলো। ফলে জার কয়েকজন বয়ারকে জনতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে, তিনি অবিলম্বে মরোজভকে পদচ্যুত করবেন। ঐদিন রাত্রেই মরোজভকে গোপনে মস্কো থেকে দূরে এক মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। কিন্তু তাতেও বিদ্রোহ থামলো না। ঐ সময়ে সম্ভ্রান্তদের একাংশও জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং দাবী তুললেন যে, অবিলম্বে জেম্স্কি সবরের অধিবেশন ডাকা হ'ক এবং ঐ অধিবেশনে নূতন ক'রে আইন প্রণয়ন করা হ'ক।

মস্কোর গোলযোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য অনেক শহরেও গোলযোগ দেখা দিলো। ঐ বৎসর শরৎকালে মস্কো সরকার তাড়াতাড়ি জেম্স্কি সবরের অধিবেশন আহ্বান করলেন। এই অধিবেশনে বহু লোক যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শহরের অধিবাসী ও মফঃস্বল অঞ্চলের সম্ভ্রান্তদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তাঁদের সমস্ত দাবীই মেনে নেওয়া হ'লো। ১৬৪৯ সালের বসন্তকালে নূতন এক আইনসংহিতা রচিত হ'লো।

কিন্তু এই নূতন আইনসংহিতা অনুসারেও জনসাধারণের অবস্থার কোনও উন্নতি হ'লো না। সম্ভ্রান্ত ও শহরের ধনী অধিবাসীরাই অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করলেন। পলাতক কৃষকদের প্রথমে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ও পরে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ধরতে পারলে তাদের পূর্ব মনিবদের হস্তে অর্পণ করবার যে নিয়ম ছিল, এখন তা পরিবর্তন ক'রে সময়ের মেয়াদ তুলে দেওয়া হ'লো। জারের প্রতি আক্রমণ বা অপমানজনক কোনও কাজের জন্যে যথাক্রমে মৃত্যুদণ্ড ও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হ'লো। এই

নূতন আইনসংহিতার বিরুদ্ধেও কোনও কোনও শহরে বিদ্রোহ দেখা দিলো। প্‌স্কভে বিদ্রোহ কঠিন আকার ধারণ করলো। জার আবার জেম্‌স্কি সবরের অধিবেশন ডাকলেন এবং প্‌স্কভের বিদ্রোহীরা শান্ত হ'লে তাদের মার্জনা করবেন ভরসা দিলেন। জারের কথামতো বিদ্রোহীরা শান্ত হ'লে তাদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার শুরু হ'লো। বিদ্রোহীদের যাঁরা দলপতি ছিলেন, তাঁদের হয় প্রাণদণ্ডে, নয় নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। এইভাবে বিদ্রোহের ফলে সম্ভ্রান্ত ও ধনিকদের কিছু উপকার হ'লেও দরিদ্র জনসাধারণ আগের মতোই দুঃসহ অবস্থায় রইলো।

পোল শাসনে ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়া ঃ

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লুবলিনে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সংযুক্তির চুক্তি হওয়ায় ইউক্রেনের একটি বিশাল অংশ—ভল্‌হিনিয়া, কিয়েভ ও চের্নিগভ—পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং বড় বড় পোলিশ জমিদাররা ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল। পোলিশ জমিদাররা ঐসব অঞ্চলের কৃষকদের মানুষ ব'লে গণ্য করতো না। তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন করতো। ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ায় নিজেদের অখণ্ড আধিপত্য বিস্তারের জন্যে তারা রুশ অর্থোডক্স ধর্মমতের পাশাপাশি রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতেরও প্রবর্তন করেছিল। রোমান ক্যাথলিক জেস্যুইট সম্প্রদায়ের প্রস্তাবের ফলে ঐ অঞ্চলের রুশ অর্থোডক্স চার্চ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চকে একত্রিত ক'রে তাকে সমগ্রভাবে পোপের অধীন করবার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্রেস্ট্‌ শহরে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি সভা ডাকা হয়। ঐ সভায় অধিকাংশ সদস্যই একত্রীকরণের বিরোধিতা করলেও পোল্যাণ্ডের

রাজার এক বিশেষ নির্দেশ অনুসারে ঐরূপ একত্রীকরণ ঘোষণা করা হ'লো।

গ্রামে কৃষকরা যেমন পোল জমিদারদের অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছিল, তেমনি শহর অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীদেরও দুর্দশার সীমা ছিল না। শীঘ্রই ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার অধিবাসীরা নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'লো এবং শহরে বিভিন্ন "ভ্রাতৃসঙ্ঘ" গঠন ক'রে পোল ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালাতে লাগলো।

জাপরোঝিয়ে কসাক ঃ

রুশদেশে সম্ভ্রান্ত ও জমিদারদের অত্যাচারের ফলে কৃষকরা নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ ক'রে দন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে দন কসাক সম্প্রদায় গ'ড়ে তুলেছিল। ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার কৃষকরাও তেমনি দলে দলে নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ ক'রে নীপার নদীর তীরবর্তী স্তেপ্ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তারা "জাপরোঝিয়ে কসাক" নামে একটি সম্প্রদায় গ'ড়ে তুলেছিল। জাপরোঝিয়ে কসাকরাও দন কসাকদের মতোই ছিল দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়। তারাও সভা ক'রে নিজেদের দলপতি ও সামরিক কর্মচারীদের নির্বাচিত করতো। মাছ ধরা, শিকার ও বিভিন্ন শিল্পকর্ম তাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় হ'লেও তারা প্রায়ই তাতারদের ওপর আক্রমণ চালাতো এবং লুঠতরাজ করতো। তারা ছোট ছোট নৌকো গ'ড়ে দলে দলে নীপার নদী দিয়ে কৃষ্ণ সাগরে নামতো এবং সেখান থেকে হঠাৎ তুরস্কের রাজধানী কন্‌স্তান্তিনোপলে গিয়েও হানা দিতো। বসন্তকাল থেকেই তাদের এইসব অভিযান শুরু হ'তো। শীতের সময় তাদের "সেচ্" বা সুরক্ষিত আড্ডা পরিত্যক্ত অবস্থায় প'ড়ে

থাকতো এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌকোগুলি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা হ'তো।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপরোঝিয়ে কসাকদের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পোল্যাণ্ডের রাজা স্টিফেন বাটোরি এই কসাকদের একাংশকে "তালিকাভুক্ত" করেছিলেন। পোলিশ সরকার এই "তালিকাভুক্ত" কসাকদের বিভিন্ন যুদ্ধে ও সীমান্ত অঞ্চলের পোলিশ জমিদারি রক্ষার কাজে নিয়োগ করতেন। এইসব তালিকাভুক্ত কসাকদের রাজকোষ থেকে মাহিনা ও শহরে থাকবার জায়গা দেওয়া হ'তো। ধনী কসাকদের মধ্য থেকেই কসাকদের তালিকাভুক্ত করা হ'তো। কসাকদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে গরীব কসাকদের ভূমিদাসে পরিণত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তালিকাভুক্ত কসাকদের অনেকেই জমিদারে পরিণত হয়েছিল; তাদের নিজ নিজ স্থায়ী গৃহ, ভূমি, ভূমিদাস ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল। তালিকাভুক্ত কসাকদের যারা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতো, তাদের দলপতি বা হেৎমান আগের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত না হয়ে রাজার দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তালিকাভুক্ত কসাকরা বিদেশী শাসক এবং জমিদার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সহায়ক হ'লেও সাধারণ জাপরোঝিয়ে কসাকরা প্রায়ই তাদের বিরোধিতা করতো।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার কৃষকরা প্রায়ই বিদ্রোহ করতো। তাদের সঙ্গে জাপরোঝিয়ে কসাকরাও যোগ দিতো। অনেক সময় তালিকাভুক্ত কসাকরাও বাদ যেতো না। এইসব বিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহীরা পোলিশ জমিদারদের প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিতো, জমিদারদের হত্যা করতো। যেসব পোলিশ জমিদার সৌভাগ্যক্রমে পালাতে পারতো, তারা পোল্যাণ্ড থেকে পোলিশ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ফিরে

আসতো এবং কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করতো। বিদ্রোহীরা প্রায়ই নীপার নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গভীর অরণ্যে গিয়ে আত্মগোপন করতো এবং সেখান থেকেই দীর্ঘকাল ধ'রে যুদ্ধ চালাতো। এই সময়ে অসংখ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ভল্‌হিনিয়ার সেভেরিন নালিভাইকোর বিদ্রোহ (১৫৯৫) বিশেষ উল্লেযোগ্য। নালিভাইকোর বিদ্রোহী দল বিয়েলো-রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ ক'রে বিয়েলোরুশ কৃষকদের উত্তেজিত ক'রে তুললো। দেখতে দেখতে বিদ্রোহীরা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলো। কয়েকটি শহর তাদের হস্তগত হ'লো। পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় সিগিস্‌মুণ্ড হেৎমান জোল্‌কিয়েভ্‌স্কির অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। এই সৈন্যবাহিনীর হস্তে নালিভাইকোর বিদ্রোহী দল পরাজিত হ'লো। নালিভাইকোকে বন্দী অবস্থায় পোল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে বহু লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের পর হত্যা করা হ'লো।

নালিভাইকোর বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লেও ইউক্রেন ও বিয়েলো-রাশিয়া পোলিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে লাগলো। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপরোঝিয়ে কসাকরাও বার বার বিদ্রাহ করলো। ইউক্রেনের সঙ্গে জাপরোঝিয়ে কসাকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে কোডাকে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পোলিশ সরকার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করলেন। কসাকদের ডেকে এই দুর্গ দেখানো হ'লো। পোলিশ হেৎমান, যিনি এই দুর্গ দেখাচ্ছিলেন, তিনি বিদ্রূপ ক'রে বললেন—"কোডাক সম্পর্কে তোমাদের মত কি ?"

কসাকদের একজন তরুণ দলপতি বোগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি জবাব দিলেন, "মানুষ এই দুর্গ তৈরি করেছে। মানুষই একে ভাঙবে।"

কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়েছিল। বিদ্রোহী কসাকরা কোডাকের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ধ্বংস করেছিল।

১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউক্রেনে সাধারণ মানুষের এই বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহগুলি চলতে লাগলো। অবশেষে পোলিশ বাহিনী সেগুলি দমন করলো। কিন্তু তাও দশ বছরের বেশী স্থায়ী হ'লো না। বিদ্রোহ দমন ক'রে পোলিশ শাসক ও শোষক সম্প্রদায় ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ আরও তীব্রতর ক'রে তুললো। ফলে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পোলিশ সরকার ও পোল জমিদার ও সম্ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে ইউক্রেন আবার বিদ্রোহ করলো। এবারের বিদ্রোহ শুরু করলো জাপরোঝিয়ে কসাকরা—নেতৃত্বে করলেন হেৎমান বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি।

বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি:

বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি কিয়েভ একাডেমিতে পড়াশুনো করেছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন, লাতিন ভাষাও জানতেন। তিনি কসাকদের বহু দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব ক'রে সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে পোলদের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ যুদ্ধে তাঁর বাবা নিহত হয়েছিলেন এবং বগদানকে তুর্কীরা বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে প্রায় দু' বছর আটক রেখেছিল। কসাকরা তাঁকে খুবই ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। পোলিশ সরকারের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনায় তিনি কসাকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি বেশ সংগতিপন্ন জমিদার ছিলেন। তিনি "তালিকাভুক্ত"ও ছিলেন। কিন্তু ইউক্রেনবাসীদের ওপর পোলিশ সরকার ও জমিদারের ক্রমাগত অত্যাচার তাঁকে তিক্ত ক'রে তুললো।

শীঘ্রই পোলিশ সরকারের অবিচার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধেও প্রসারিত হ'লো। চাপ্‌লিন্‌স্কি নামে এক পোলিশ জমিদার পোলিশ সরকারের ফরমানের জোরে হঠাৎ খ্‌মেল্‌নিৎস্কির জামিদারিতে প্রবেশ ক'রে তাঁর বাড়িতে চড়াও হ'লো এবং তাঁর বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ ক'রে বাড়ির বাসিন্দাদের বন্দী করলো। এই ঘোরতর অবিচারের বিরুদ্ধে খ্‌মেল্‌নিৎস্কি পোলিশ সরকারের কাছে নালিশ করলে চাপ্‌লিন্‌স্কি তাঁর দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে চাবকে মেরে ফেললো। রাজদরবারেও এই ভয়ংকর অবিচার ও শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কোনও সুবিচার পাওয়া গেল না। এই ঘটনাটি খ্‌মেল্‌নিৎস্কির কাছে ইউক্রেনবাসীদের নিরুপায় অবস্থার ভয়ংকর স্বরূপ উদঘাটন ক'রে দেখালো। পোল্যাণ্ড থেকে তিনি ফিরে এসে তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কসাক বন্ধুকে নিয়ে গোপনে একটি সভা করলেন। এই সভাতেই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো।

বিদ্রোহের এই পরিকল্পনার কথা কোনও বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে পোলিশ সম্ভ্রান্তরা জানতে পেরে খ্‌মেল্‌নিৎস্কিকে অবিলম্বে গ্রেফ্‌তার করলো। কিন্তু সুচতুর খ্‌মেল্‌নিৎস্কি কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন এবং জাপরোঝিয়ে অঞ্চলে গিয়ে একটি দ্বীপে নিজের ঘাঁটি গাড়লেন। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের ডাক ছড়িয়ে পড়লো। কৃষকরা দিকে দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা সভয়ে নিজ নিজ প্রাসাদ ও জমিদারি ফেলে দ্রুত পোল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কিও এই অবস্থায় নীরব ছিলেন না। তিনি জানতেন, সশস্ত্র পোলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায়-নিরস্ত্র ইউক্রেনবাসীদের এই বিদ্রোহ সফল হবে না। তাই তিনি অবিলম্বে ক্রিমিয়ার তাতার খানের সঙ্গে মৈত্রী করলেন। পোল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে খানের

সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। তিনি একজন রাজকুমারের সেনাপতিত্বে একদল তাতার সেনা বগদানকে সাহায্যের জন্যে পাঠালেন। ক্রিমিয়া থেকে ফিরে এলে জাপরোঝিয়ে কসাকরা বগদানকে সানন্দে গ্রহণ করলো এবং তাঁকে জাপরোঝিয়ে কসাকদের অধিনায়ক নির্বাচিত করলো।

১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বগদানের নেতৃত্বে কসাক বাহিনী জাপরোঝিয়ে অঞ্চল থেকে অগ্রসর হ'লো। হেৎমান পতোকির নেতৃত্বে পোলিশ বাহিনী এগিয়ে এলো তাদের প্রতিরোধ করতে। পোলিশ বাহিনীতে যেসব কসাক ছিল, তারা দলে দলে বগদানের পক্ষে যোগ দিলো। বগদানের হস্তে একটি পোলিশ বাহিনী পরাজিত হ'লে হেৎমান পতোকি তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেলেন। কিন্তু বগদান সসৈন্যে তাঁর পিছু নিলেন এবং কর্সুনের যুদ্ধে পোলিশ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে পতোকিকে বন্দী করলেন।

বগদানের হাতে পোলিশ বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ বিদ্যুতের মতো সারা ইউক্রেনে ছড়িয়ে পড়লো। কৃষাণ বিদ্রোহ দুর্জয় হয়ে উঠলো। তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো বিয়েলোরাশিয়াতেও। বগদান এখন সমগ্র ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার মুক্তি যুদ্ধের অধিনায়ক হয়ে উঠলেন। ইউক্রেনের বিদ্রোহী কৃষাণ নেতা মাক্‌সিম ক্রিভোনোসের সঙ্গে একযোগে তিনি পলিয়াভ্‌কা নদীর তীরে এক যুদ্ধে পোলিশ বাহিনীকে আবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৪৮)। পলিয়াভ্‌কার এই যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি ইউক্রেন থেকে পোলদের বিতাড়িত ক'রে কিয়েভে এসে পৌঁছলেন। কিয়েভের জনসাধারণ তাঁকে ইউক্রেনের মুক্তিদাতারূপে অভিনন্দিত করলো। প্রায় তিন শ' বছর বাদে কিয়েভ মুক্তি পেয়ে আবার ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত হ'লো।

পোলিশ সরকার কিয়েভে দূত পাঠিয়ে শান্তির প্রস্তাব করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নূতন সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্যে কিছু সময় পাওয়া। কিন্তু সন্ধির শর্ত হিসাবে খ্মেল্নিৎস্কি অবিলম্বে সমগ্র ইউক্রেন থেকে পোলিশ সৈন্য অপসারণ দাবি করলেন। এই শর্তে পোল্যাণ্ড রাজী না হওয়ায় সন্ধি হ'লো না।

পর বৎসর (১৬৪৯) গ্রীষ্মকালে খ্মেল্নিৎস্কি আবার নূতন ক'রে অভিযান শুরু করলেন। এখন ক্রিমিয়ার খান নিজে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। জ্বরভ শহরের কাছে কসাক ও তাতার বাহিনী পোলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু এই সময় ক্রিমিয়ার খান পোলিশ সম্ভ্রান্তদের কাছে প্রচুর ঘুষ পেয়ে খ্মেল্নিৎস্কিকে সন্ধি করবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। এই অবস্থায় খ্মেল্নিৎস্কি তাতার খানের সঙ্গে বিবাদ করা সমীচীন ভাবলেন না এবং সন্ধি করতে রাজী হলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইউক্রেনের একাংশকে স্বতন্ত্র শাসনাধিকার দেওয়া হ'লো এবং এই অংশের হেৎমান নির্বাচিত হলেন বগদান খ্মেল্নিৎস্কি স্বয়ং। তালিকাভুক্ত কসাকদের দাবী নিয়েই তিনি এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিলেন। সে বিষয়েও তিনি অমনোযোগী হলেন না। এখন তালিকাভুক্ত কসাকের সংখ্যা ছ' হাজার থেকে চল্লিশ হাজার করা হ'লো।

জ্বরভের এই সন্ধিকে ইউক্রেনের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় বলা যায়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে তালিকাভুক্ত ধনী কসাকদের প্রধান দাবীগুলি মিটলেও সাধারণ কসাক ও কৃষকদের কোন দাবীই মিটলো না। ফলে ঐ সকল কসাক ও কৃষকদের নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে হ'লো। কৃষকরা তাদের পূর্ব জমিদারদের ভূমিদাসরূপেই রইলো। সন্ধি হওয়ার পর পোলিশ সম্ভ্রান্তরা আবার ইউক্রেনে তাদের জমিদারিতে ফিরে আসতে

লাগলো। সন্ধির শর্ত কৃষকদের সন্তুষ্ট করেনি; তাই তারা পোলিশ জমিদারদের ফিরে আসার প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা হ'লো ব্যর্থ। জমিদাররা এখন কৃষকদের নির্মমভাবে পদদলিত করলো। দরিদ্র কৃষক ও শহরবাসীদের মৃতদেহে মাঠঘাট ভ'রে গেলো। মাক্সিম ক্রিভোনোস সহ বহু কৃষক নেতা তাদের হাতে প্রাণ দিলেন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পোলিশ বাহিনী পশ্চিম ইউক্রেন আক্রমণ করলো। এই আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কসাকদের খ্মেল্‌নিৎস্কি সময়মতো সংগ্রহ করতে পারলেন না। ঐ বৎসর বসন্তকালে পোল্যাণ্ডের রাজা নিজেই সসৈন্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ইউক্রেনবাসীদের বিরুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করলো, পোপ তাদের 'পাপমুক্ত' ঘোষণা করলেন। খ্মেল্‌নিৎস্কি আবার ক্রিমিয়ার তাতার খানের সাহায্য নিলেন। ১৬৫১ সালের জুন মাসে বেরেস্তেচ্‌কোর কাছে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধলো। কিন্তু যুদ্ধ চলবার সময়ে হঠাৎ তাতার বাহিনী কসাকদের পক্ষ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স'রে গেলো। খ্মেল্‌নিৎস্কি এই সংকটজনক অবস্থায় খানের কাছে গিয়ে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু খান তাঁর এই অনুরোধ রাখা দূরের কথা, তিনি খ্মেল্‌নিৎস্কিকে কয়েকদিন নিজের শিবিরে আটকে রাখলেন। কসাকরা এইভাবে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়লো। তারা বীরত্বের সঙ্গে পোলদের কয়েকটি আক্রমণ প্রতিরোধ করলেও নেতৃহীন অবস্থায় যুদ্ধ চালানো যে অসম্ভব, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইলো না। কসাকরাও অনেকে নিজ নিজ দল ত্যাগ ক'রে স'রে পড়লো। যারা বীরের মতো যুদ্ধ করলো, তারা সকলেই প্রাণ দিলো।

প্রায় এক মাস বাদে খানের শিবির থেকে খ্মেল্‌নিৎস্কি মুক্তি পেলেন। তখন পোলিশ বাহিনী কিয়েভ অধিকার করেছে এবং

তাতাররা পোলদের পক্ষে যোগ দিয়ে সারা ইউক্রেন অঞ্চলে হানা, লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসের চূড়ান্ত করেছে। খ্মেল্‌নিৎস্কি এই অবস্থায় অসম্মানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। কঠিন সংগ্রামের ফলে যা পাওয়া গিয়েছিল, এখন তার প্রায় সবটুকুই গেল। 'তালিকাভুক্ত' কসাকের সংখ্যা কমিয়ে বিশ হাজার করা হ'লো। জ্‌বরভের সন্ধির শর্ত অনুসারে কসাকরা যেসব অধিকার পেয়েছিল, সেগুলি থেকেও তারা হ'লো বঞ্চিত।

পোলিশ জমিদাররা কৃষকদের ওপর অত্যাচার করায় তারা দলে দলে ইউক্রেন ছেড়ে রুশ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানে আশ্রয় নিলো। অনেকে উত্তর দনেৎসের তীরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলো। পোলিশ সম্ভ্রান্তরা অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করলো। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে সারা ইউক্রেনে ত্রাসের সঞ্চার হ'লো। পোল্যাণ্ডের রাজা ক্রিমিয়ার খানকে ইউক্রেন লুণ্ঠন করবার জন্যে চল্লিশ দিন সময় দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তাতাররাও ইউক্রেনে এক বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি করলো। লক্ষাধিক নরনারীকে তারা বন্দী ক'রে ক্রীতদাসরূপে বেচলো।

কেবল নিজেদের চেষ্টায় যে পোল্যাণ্ডের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না, ইউক্রেনবাসীরা তা মনে-প্রাণে বুঝেছিল। খ্মেল্‌নিৎস্কি এ বিষয়ে মস্কো সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, মস্কো সরকার ইউক্রেনকে রুশ রাজ্যভুক্ত করুক। ১৬৫৩ সালের শরৎকালে জেম্‌স্কি সবরের এক অধিবেশনে ইউক্রেনকে রুশ রাজ্যের অঙ্গরূপে গ্রহণ করার এবং পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। ১৬৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে কসাকরাও এক সভায় খ্মেল্‌নিৎস্কির এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করলো। ইউক্রেনবাসীদের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল সহজ। কারণ তারাও ছিল রুশ;

জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, সকল দিক থেকেই তারা ছিল বড়ো রুশদের সগোত্র। মস্কোতে সম্পন্ন এক চুক্তি অনুসারে স্থির হ'লো যে, ইউক্রেন স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাবে এবং তাদের শাসনব্যবস্থা তাদের নির্বাচিত একজন হেৎমান্ (দলপতি) পরিচালনা করবেন। তালিকাভুক্ত কসাকের সংখ্যা হবে ষাট হাজার।

কিন্তু বিনা যুদ্ধে পোল্যাণ্ড তার অধিকার ছাড়বে, এমন কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাই ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার মুক্তির জন্যে ১৬৫৪ সালে মস্কো সরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই প্রায় সমগ্র বিয়েলোরাশিয়া পোল্যাণ্ডের কবল থেকে মুক্ত হ'লো। শরৎকালে স্মোলেন্স্ক্ রুশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। পর বৎসর (১৬৫৫) গ্রীষ্মকালে রুশ বাহিনী ভিলনো অধিকার করলো। নীপার নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলেও ইউক্রেনবাসীরা এবং রুশ সৈন্যদল একযোগে পোলিশ বাহিনীর সমর্থক তাতারদের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানলো। এইভাবে সমগ্র ইউক্রেন হ'লো মুক্ত। এখন বগদান খ্মেল্নিৎস্কি রুশ বাহিনীর সাহায্যে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে লুবলিন অধিকার করলেন।

সুইডেনের রাজা দশম চার্লস্ এই অবস্থায় পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ হস্তগত করতে চাইলেন। তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়ে ওয়ার্‌শ, ক্রাকাউ ও অন্যান্য বহু পোলিশ শহর অধিকার করলেন। সুইডেন কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পোল্যাণ্ড এখন মস্কোর সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলো। সমস্ত বিয়েলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের ওপর থেকে পোল্যাণ্ড তার সমস্ত দাবী প্রত্যাহার করবে, কেবল এই শর্তেই সন্ধি হ'তে পারে ব'লে মস্কো সরকার জানিয়ে দিলো। কিন্তু এই শর্তে রাজী না হওয়ায় সন্ধি হ'লো না, সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র ঘটলো।

সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজী হওয়ার কারণও মস্কো সরকারের ছিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এই সময়ে সুইডেনের যুদ্ধ চলায় সুইডেনের কাছ থেকে এখন বাল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে, মস্কো সরকার এমন আশা করেছিল। অবিলম্বে সুইডেনের সঙ্গে মস্কোর যুদ্ধ বাধলো। রুশ বাহিনী পশ্চিম দ্‌ভিনা নদীর তীরবর্তী কতিপয় সুইডিশ দুর্গ অধিকার ক'রে রিগা অবরোধ করলো। কিন্তু সমুদ্র-পথে আরও সুইডিশ বাহিনী এসে পৌঁছায় অবরোধ সফল হ'লো না। কয়েক বৎসর ধ'রে যুদ্ধ চললো। বহু খণ্ড-যুদ্ধে উভয় পক্ষের জয়-পরাজয় ঘটলো। অবশেষে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে কার্দিসে মস্কো ও সুইডেনের মধ্যে এক সন্ধি হ'লো। সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয়েই পূর্বের অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলি ফিরে পেলো। ফলে এই যুদ্ধে কোনও লাভ হ'লো না। বাল্‌টিক সমুদ্রের সঙ্গে রুশদেশের যোগাযোগ-পথ পূর্বের মতোই অবরুদ্ধ রইলো।

এদিকে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কির মৃত্যু ঘটায় ইউক্রেনে দলপতি নির্বাচন নিয়ে বাধলো দ্বন্দ্ব। স্বার্থান্বেষী অনেকেই পোল্যাণ্ডকে সমর্থন করতে লাগলো। নূতন হেৎমান ভিগোভ্‌স্কি পোল্যাণ্ডের পক্ষে যোগ দিলেন। তিনি ক্রিমিয়ার খানের সঙ্গে মিলিত হয়ে কনোতপের নিকটবর্তী এক যুদ্ধে রুশ বাহিনীকে পরাজিত করলেন। যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গ ক'রে পোল্যাণ্ডও এখন প্রকাশ্যে যুদ্ধে যোগ দিলো। সাধারণ কসাক ও কৃষকরা কিন্তু রুশ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে লাগলো। যুদ্ধ চললো প্রায় দশ বৎসর ধ'রে। পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া উভয়েই এই যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অবশেষে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্মোলেন্‌স্কের নিকটবর্তী আন্‌দ্রুসোভো গ্রামে উভয় পক্ষে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লো। এই চুক্তি

অনুসারে স্থির হ'লো, যুদ্ধবিরতি সাড়ে তেরো বৎসর স্থায়ী হবে। রাশিয়া বিয়েলোরাশিয়ার একাংশ, স্মোলেন্স্ক্ এবং নীপার নদীর বাম তীরবর্তী সমগ্র ইউক্রেন অঞ্চল পাবে। নীপার নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী কিয়েভ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও দু বছরের জন্যে রাশিয়ার অধিকারে থাকবে। অবশ্য দু বছরের মেয়াদ শেষ হ'লেও ঐ স্থানগুলি রাশিয়ার অধিকারেই থাকে। পরে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি অনুসারে কিয়েভকে রুশদেশের সঙ্গে চিরতরে সংযুক্ত করা হয়।

রুশ রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট ও গণবিদ্রোহ ঃ

পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটছিল। যুদ্ধের খরচ যোগাবার জন্যে জনসাধারণের উপর ক্রমাগত অধিকতর কর ধার্য করা হচ্ছিল। কেবল তাই নয়, জনসাধারণকে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে বাধ্য করায় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। এই অবস্থায় ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো সরকার যুদ্ধের ব্যয় যোগাবার উদ্দেশ্যে দেশে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। এ পর্যন্ত রুশদেশে রৌপ্য মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। তামার দাম রূপোর দামের শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও রুশ সরকার তাম্রমুদ্রাকে রৌপ্য মুদ্রার সমমূল্য ব'লে ঘোষণা করেন। পরবর্তী আট বছরে বিপুল পরিমাণে তাম্র মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়। জনসাধারণ তাম্র মুদ্রাকে রৌপ্য মুদ্রার সমমর্যাদা না দেওয়ায় দ্রব্যাদির, বিশেষত খাদ্যের, মূল্য অত্যন্ত বেড়ে যায়। কৃষকরা তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিক্রয় বন্ধ ক'রে দেওয়ায় শহরের দরিদ্র অধিবাসীদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্ত্রেল্ৎসি ও ছোট-খাটো সামরিক কর্মচারীদের তাম্র মুদ্রায় পারিশ্রমিক দেওয়ায় তাদের অবস্থাও

খুবই সংকটজনক হয়ে ওঠে। ফলে দেশে, বিশেষত শহরগুলিতে, বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ জুলাই তারিখে মস্কোর জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ সময়ে জার আলেক্সি মিখাইলোভিচ্ মস্কো থেকে অনতিদূরে কলোমেন্স্কোয়ে গ্রামে ছিলেন। মস্কোর সাধারণ মানুষরা—কারিগর, সেপাই ও স্ত্রেল্ৎসিদের এক জনতা কলোমেন্স্কোয়েতে গিয়ে পৌঁছে। তারা তাম্র মুদ্রা তুলে দেওয়ার জন্যে, করভার লাঘব করবার জন্যে এবং যেসব বয়ার তাঁদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের জন্যে জনসাধারণের ঘৃণা ও রোষের পাত্র হয়েছিলেন, তাঁদের জনতার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে দাবী জানাতে থাকে। জার ভীত হয়ে তাদের দাবী মেনে নিতে রাজী হন এবং জনতাকে মস্কোয় ফিরে যেতে বলেন। জনতা জারের কথায় বিশ্বাস ক'রে মস্কোয় ফিরে যাচ্ছিল, পথে তাদের সঙ্গে মস্কো থেকে আগত আর একটি জনতার সঙ্গে দেখা হয় এবং তাদের সঙ্গে মিলে জনতা আবার কলোমেন্স্কোয়েতে ফিরে যায়। ইতিমধ্যে কলোমেন্স্কোয়েতে সশস্ত্র বাহিনী এসে গিয়েছিল। তারা জারের আদেশে নিরস্ত্র জনতাকে আক্রমণ করে এবং মস্ক্ভা নদীর দিকে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বহু লোক মস্ক্ভা নদীতে ডুবে মারা যায়। বহু লোক সৈন্যদলের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। অসংখ্য লোক বন্দী হয়। বন্দীদেরও কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। তবে আবার যাতে বিদ্রোহ না ঘটে, সেজন্যে জার তাম্র মুদ্রার প্রচলন বন্ধ ক'রে দেন।

ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও কতিপয় বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহে বাশ্‌কির, তাতার, মারি, চুভাস, কালমুক (মঙ্গোল), মান্‌সি ও খান্তি প্রভৃতি অরুশ জাতিগুলি অংশগ্রহণ করেছিল। জারের সরকার কঠিন হস্তে এইসব বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু দন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কসাকরা যে বিদ্রোহ করে,

তা ভয়ংকর আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহ এক বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিদ্রোহের অধিনায়কত্ব করেছিলেন স্তেফান তিমোফিয়েভিচ্ রাজিন।

স্তেফান রাজিনের বিদ্রোহ ঃ

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্তেফান রাজিন গরীব কসাকদের নিয়ে গঠিত এক বাহিনী নিয়ে দন থেকে ভল্‌গা অভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকেন। পথে কসাক বাহিনী কতিপয় শস্য ও পণ্যে পূর্ণ পোত অধিকার করে। ঐ সকল দ্রব্যের মালিক ছিলেন জার স্বয়ং, প্যাট্রিয়ার্ক এবং ভাসিলি সোরিন নামে এক ধনী বণিক। একটি পোতে লৌহশৃংখলে আবদ্ধ নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত বহু বন্দীও ছিল। কসাকরা বন্দীদের মুক্ত ক'রে দিলো। রাজিন মুক্ত বন্দী, স্ত্রেল্‌ৎসি ও নৌকার মঝিমাল্লাদের বললেন, "তোমরা সকলেই মুক্ত। তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। আমি কেবল বয়ার ও ধনী জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বেরিয়েছি। সাধারণ মানুষরা আমার ভাইয়ের মতো, তারা আমার সঙ্গে সকল কিছুর সমান অংশীদার।"

তারপর রাজিনের নেতৃত্বে কসাকরা কাস্পিয়ান সাগর দিয়ে ইয়াইক (উরাল) নদীর দিকে অগ্রসর হ'লো এবং এখানকার ইয়াৎস্কের সুরক্ষিত দুর্গটি অবরোধ করলো। সারা শীতকাল রাজিন সসৈন্যে উরাল নদীতে কাটালেন। তারপর বসন্তকালে তিনি সমুদ্র দিয়ে পারস্যের দিকে চললেন। ক্রমেই রাজিনের সৈন্যসংখ্যা বাড়ছিল। এখন তা বেড়ে হয়েছিল কয়েক হাজার। পথে রাজিন কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ককেসাস অঞ্চলে হানা দিয়ে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করলেন। তারপর যখন তিনি পারস্যের কাছাকাছি এসে পড়লেন, তখন কয়েকজন লোককে শাহের

কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে, তিনি এবং কসাকরা মস্কোর বয়ারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তাই তাঁরা শাহের অনুমতি পেলে পারস্যের স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে বাস করবেন। শাহ্ কিন্তু মস্কো সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে রাজিনের এই দূতদের বন্দী ও হত্যা করলেন। ফলে কসাক বাহিনী পারস্যের বহু শহর লুণ্ঠন করলো। শাহ্ রাজিনের প্রতিরোধের জন্যে সৈন্যপূর্ণ পঞ্চাশটি রণতরী পাঠালেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড নৌযুদ্ধ হ'লো। যুদ্ধে জয়ী হয়েও রাজিন আর পারস্যে কালক্ষয় সমীচীন ভাবলেন না। তিনি ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে অস্ত্রাখানে এসে পৌঁছলেন। অস্ত্রাখান রক্ষার সুব্যবস্থা থাকলেও সেখানকার পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা রাজিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন না। অস্ত্রাখানের দরিদ্র কসাকরা রাজিনের কসাক বাহিনীকে সানন্দে অভিনন্দন জানালো। রাজিন যখন তাঁর কসাক বাহিনী নিয়ে অভিযান শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর বাহিনীর কসাকদের গায়ে মলিন ছিন্নবস্ত্রের বেশী কিছুই ছিল না। এখন তারা সকলেই সোনার জরিদার মূল্যবান রেশমী পোশাকে সুসজ্জিত ছিল। এই অবস্থাটা কসাকদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় মনে হ'লো। কেবল তাই নয়, রাজিন মুক্তহস্তে দরিদ্রদের প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য দান করলেন। অস্ত্রাখানের বহু দরিদ্র অধিবাসী তাঁর সৈন্যদলে এসে যোগ দিলো।

অতঃপর রাজিন সসৈন্যে দন নদী ধ'রে অগ্রসর হলেন। তিনি দন ও দনেৎস্ নদীর সঙ্গমস্থলে একটি দ্বীপের মধ্যে একটি নগরদুর্গ নির্মাণ করলেন। অসংখ্য কসাক, কৃষক, ভূমিদাস ও পলাতক স্ত্রেল্ৎসি দলে দলে এই নগর-দুর্গে এসে রাজিনের সঙ্গে যোগ দিলো। এই সময়ে চের্কাস্কে কসাকদের এক সম্মিলন হচ্ছিল। ঐ সম্মিলনে জারের দূত ইয়েভ্‌দকিমভ কসাকদের প্রতি জারের

অনুগত থাকবার জন্যে বলছিলেন এবং প্রচুর বকশিসের লোভ দেখাচ্ছিলেন। স্তেফান রাজিন এই সংবাদ পেয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীর একাংশ নিয়ে দ্রুত চের্কাস্কে গিয়ে পৌঁছলেন। চের্কাস্ক্ সম্মিলনে ধনী কসাকদেরই ছিল প্রাধান্য এবং তারা জারের কাছে আনুগত্য জানাবার জন্যে একদল প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু রাজিনের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র কসাকরা ধনী কসাকদের পক্ষ ত্যাগ ক'রে রাজিনের দলে যোগ দিলো এবং রাজদূত ইয়েভ্‌দকিমভকে হত্যা করলো।

চের্কাস্ক্ থেকে রাজিন আরো নূতন সৈন্যবাহিনী গঠন ক'রে দন নদী ধ'রে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন এবং ভল্‌গা অতিক্রম করলেন। পথে দলে দলে কসাক ও কৃষাণরা এসে তার সৈন্য-বাহিনীতে এসে যোগ দিতে লাগলো। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৬৬৬) দন অঞ্চলের কসাকরা আর একজন বিদ্রোহী নেতার নেতৃত্বে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহী নেতার নাম ভাসিলি উশ। এখন ভাসিলি উশও স্তেফান রাজিনের সৈন্যবাহিনীতে এসে যোগ দিলেন। তিনি অবিলম্বে রাজিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে উঠলেন। এই সময়ে রাজিনের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার। তিনি সহজেই নগরবাসীদের সাহায্যে জারিৎসিন (বর্তমান স্তালিনগ্রাদ) অধিকার করলেন। এখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তাঁর হস্তগত হ'লো।

জারিৎসিন অধিকারের পর রাজিন রুশ রাজ্যের অভ্যন্তরে অভিযান করবার সিদ্ধান্ত করলেন। দরিদ্রের বন্ধু এবং ধনী বয়ার ও জমিদারদের শত্রু হিসাবে রাজিনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই দরিদ্র জনসাধারণ তাঁকে সানন্দে সাহায্য করতে লাগলো। এইভাবে দরিদ্র জনসাধারণের এই মুক্তি-আন্দোলন রুশ রাজ্যের এক বিরাট অঞ্চলে ব্যাপক-

ভাবে ছড়িয়ে পড়লো। রুশ রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার আগে রাজিন অস্ত্রাখান অধিকার করলেন। অস্ত্রাখানের দরিদ্র জনসাধারণ রাজিনের সঙ্গে যোগ দিলো এবং শহরের ধনী সম্ভ্রান্তদের হত্যা করলো।

অস্ত্রাখান থেকে রাজিন ভল্‌গা ধ'রে উত্তরে অগ্রসর হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। ভল্‌গার দুই তীরবর্তী অঞ্চলেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। কসাক, কৃষক, ভূমিদাস ও পলাতক স্ত্রেল্‌ৎসিরা জমিদারদের হত্যা করলো। বহু জমিদারের ছিন্ন শির থলেয় ভ'রে তারা রাজিনের পায়ে উপহার দিয়ে গেলো। এখন বিদ্রোহের রূপও সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল। দুঃস্থ কসাকদের লুণ্ঠন-অভিযানে যার সূত্রপাত হয়েছিল, এখন তা পরিণত হ'লো ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহে।

কৃষকদের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রেল্‌ৎসিরা কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলালো। তারা জমিদার ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের দলে দলে বন্দী ক'রে এনে রাজিনের হাতে তুলে দিলো, বহু নগরদুর্গের তোরণ তারা বিনা বাধায় খুলে দিলো। এইভাবে সহজেই সারাটভ ও সামারা (বর্তমান কুইবিশেভ) রাজিনের হস্তগত হ'লো।

রাজিনের লোকেরা দলে দলে গোপনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ করবার জন্যে প্ররোচিত করতে লাগলো। বললো, এই বিদ্রোহ জারের বিরুদ্ধে নয়। কারণ জার নিজেও বয়ারদের হাতে বন্দীর মতো রয়েছেন। বয়ারদের হুকুম মতো তাঁকে চলতে হয় এই বিদ্রোহ হ'লো বয়ারদের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে। দেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার মূলে রয়েছে তারাই। রাজিন জারের জন্যেই যুদ্ধ করছেন। এ-ও প্রচারকরা বলতে লাগলো যে, বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কির সহকর্মী ইউক্রেনের বিদ্রোহী বীর নেচাই এবং

জারের পুত্র যুবরাজ আলেক্সি আলেক্সিভিচ্‌ও রাজিনের সঙ্গে আছেন। যদিও আসলে অনেক আগেই পোলিশ সম্ভ্রান্তদের হাতে বীর নেচাই নিহত হয়েছিলেন এবং স্তেফান রাজিনের বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগেই যুবরাজ আলেক্সি আলেক্সিভিচ্‌ মারা গিয়েছিলেন। রাজিনের প্রচারকরা কেবল রুশদের কাছে নয়, রুশদেশের নিপীড়িত অরুশ অধিবাসীদের কাছেও আবেদন করতে লাগলো। এই আবেদন ব্যর্থ হ'লো না। বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো।

ভল্‌গা অঞ্চলে রাজিনের সাফল্য এবং কৃষাণ বিদ্রোহের বিস্তার মস্কো সরকারকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুললো। জার অবিলম্বে দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সামরিক শক্তিকে বিদ্রোহ দমনের জন্যে নিয়োগ করলেন। প্রিন্স ইউরি দল্‌গোরুকির সেনাপতিত্বে এক বিশাল বাহিনী রাজিনের বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'লো। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জারের ও রাজিনের সৈন্যবাহিনী সিম্‌বির্স্কের কাছাকাছি পরস্পরের সম্মুখীন হ'লো। বিপুল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও রাজিনের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হ'লো। রাজিন অল্পসংখ্যক কসাক সঙ্গে নিয়ে দন অঞ্চলে চ'লে গেলেন। সিম্‌বির্স্কে রাজিন পরাজিত হ'লেও কৃষাণ বিদ্রোহ ভল্‌গা থেকে কাজান, নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ ও ওকা নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা বহু শহর অবরোধ ও অধিকার করেছিল। রুশদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কালমুক, তাতার, চুভাস, বাশ্‌কির, মারি, মোর্দাভীয় প্রভৃতি অরুশ জাতিগুলিও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। মস্কোর পাশে কলোম্‌নায় এবং উত্তর সমুদ্র অঞ্চলেও বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু এইসব বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং বিদ্রোহীদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় জারের সংঘবদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে সক্ষম হ'লো না।

জারের বিশাল বাহিনী বিদ্রোহী অঞ্চলগুলি ঘিরে ফেলে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালালো। কৃষকদের দলে দলে বন্দী ক'রে আর্জামাস শহরে নিয়ে গিয়ে দুঃসহ পীড়নের পর হত্যা করা হ'লো। সারা শহরের চারিদিক সারি সারি ফাঁসির মঞ্চে ছেয়ে গেলো। একজন বৈদেশিক দর্শকের বিবরণ থেকে জানা গেছে, ঐ শহরে মাত্র তিন মাসে এগারো শ' লোককে ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছিল। আলিওনা নামে আর্জামাসের অধিবাসিনী এক কৃষক রমণী বিরাট একটি বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। তিনি ধরা পড়লে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বিদ্রোহীরা এই অত্যাচার ও প্রাণদণ্ড অপূর্ব নির্ভীকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ভল্‌গা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটিগুলি জারের বাহিনী বিধ্বস্ত করলো। দন অঞ্চল থেকে রাজিন গরীব কসাকদের সঙ্গে নিয়ে ভল্‌গা অঞ্চলে চ'লে গিয়েছিলেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাগাল্‌নিৎস্কি-গরদকে জারের বাহিনী তাঁকে বন্দী করলো। বন্দী অবস্থায় রাজিনকে মস্কোয় আনা হ'লো। তাঁর ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হ'লো, তবু কিন্তু তাঁর মুখ থেকে সামান্য এতোটুকু আর্তনাদও বেরুলো না। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাজিনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। ঘাতকরা প্রথমে তাঁর হাত ও পা কেটে ফেলে পরে শিরশ্ছেদ করলো।

রাজিনের মৃত্যুর পর তাঁর অপর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফিয়োদোর শেলুদিয়াক নূতন ক'রে আবার অভিযান শুরু করলেন (জুলাই, ১৬১৭) এবং সিম্বির্স্ক্‌ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। কিন্তু জারের বাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়ে তাঁকে অস্ত্রাখানে পালিয়ে আসতে হ'লো। মাস খানেকের মধ্যে জারের এক বিশাল বাহিনী অস্ত্রাখান অবরোধ

করলো। শেলুদিয়াক প্রায় দু'মাস অস্ত্রাখান রক্ষা করলেন। শেষে এই অসম যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হ'লো। জারের বাহিনী অস্ত্রাখান অধিকার করলো এবং শেলুদিয়াককে ফাঁসি দিলো।

এইভাবে পৃথিবীর এক বৃহত্তম কৃষাণ অভ্যুত্থানের অবসান ঘটলো। জনসাধারণ কিন্তু সহজে তাদের প্রিয়তম নেতা স্তেংকা (স্তেফান) রাজিনের মৃত্যু ঘটেছে ব'লে বিশ্বাস করতে চাইলো না, তারা দীর্ঘকাল ধ'রে আশা ক'রে রইলো, তাদের এই সুমহান্ নেতা কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছেন, সুযোগ হ'লেই আবার আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ধনী বয়ার ও সম্ভ্রান্তদের প্রচণ্ড আঘাত হেনে নির্মূল ক'রে দেবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই আশাও স্তিমিত হয়ে এলো। স্তেফান রাজিন তখন তাদের গানে গল্পে এক অপরূপ রূপকথার রাজপুত্ররূপে মূর্ত হয়ে উঠলেন। রুশদেশের জাতীয় কবি পুশ্‌কিন স্তেফান রাজিনকে রুশ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কবিত্বময় চরিত্র ব'লে বর্ণনা করেছেন।

রাজিনের নেতৃত্বে এই কৃষাণ অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর আবার কৃষকরা দীর্ঘকালের জন্যে তাদের দুঃখদুর্দশাকে ভাগ্যের বিধান ব'লেই মেনে নিলো—তবে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে যে তারা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে চেষ্টা না করলো এমন নয়। কিন্তু জার ও তাঁর বয়ারদের স্বৈরশাসন আরও উদ্ধত হয়ে উঠলো।

রুশ অর্থোডক্স চার্চের সংস্কার ও ধর্মীয় মতদ্বৈধ ঃ

রুশদেশের সঙ্গে ইউক্রেনের সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রুশদেশের ধর্মমতেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। কেবল তাই নয়, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রুশদেশের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রুশ অর্থোডক্স চার্চের কিছু কিছু সংস্কার অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপে ধর্ম আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬), জন কালভিন্ (১৫০৯-৬৪), জন নক্স (১৫১৪-৭২) প্রভৃতি মনীষী ও ধর্মনেতারা পশ্চিম ইউরোপে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে প্রবল শক্তিতে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশদেশে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রতি সহানুভূতি দেখা দিলেও রুশ সরকার রাশিয়ানদের রুশ অর্থোডক্স মতবাদ ত্যাগ ক'রে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। ফলে রুশ অর্থোডক্স চার্চের কিছু সংস্কার সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়লো। রুশদেশ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং পোল্যাণ্ডের অধীনে থাকায় ইউক্রেনের রুশ অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে মস্কো রাজ্যের রুশ অর্থোডক্স চার্চের নানা বিষয়ে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এখন মস্কো রাজ্যের সঙ্গে ইউক্রেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ঘটায় ঐ দুই চার্চের মধ্যে যথাসম্ভব সংগতি ঘটাবার প্রয়োজন দেখা দিলো। তাছাড়া রুশ অর্থোডক্স চার্চকে শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে চার্চের বিভিন্ন শাখার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দূর করবারও একান্ত প্রয়োজন ছিল। নিকন নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এই সংস্কারকার্য সম্পন্ন হ'লো।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিঝ্নি নভ্গরদ অঞ্চলের এক কৃষক পরিবারে নিকনের জন্ম হয়। তিনি গ্রাম্য যাজক হিসাবেই তাঁর ধর্মীয় জীবন আরম্ভ করেন। পরে তাঁর পুত্রকন্যাদের অকালমৃত্যু হ'লে তিনি নিজে সন্ন্যাসী রূপে মঠে আশ্রয় নেন। তাঁর স্ত্রীও সন্ন্যাসিনীরূপে মঠে যোগ দেন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিকন নভ্গরদের মেট্রোপলিটান হন। জার আলেক্সি রোমানভের প্রিয়পাত্র হওয়ায় চার বৎসর বাদে রুশ অর্থোডক্স চার্চের সর্বোচ্চ পদ শূন্য হ'লে তাঁকেই প্যাট্রিয়ার্ক পদে নিযুক্ত করা হয়। তবে এই শর্তে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন যে, জার ও বিশপরা তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন।

নিকন প্যাট্রিয়ার্ক পদে অধিষ্ঠিত হয়েই প্যাট্রিয়ার্ক ও মঠগুলির অধীনে যেসব ভূসম্পত্তি ছিল, সেগুলি যেন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি এইভাবে বিক্রয় করেন এবং বিপুল ধনদৌলতের অধিকারী হন। সাধারণ যাজকদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। তাই সাধারণ যাজকরা তাঁকে বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখতে থাকেন।

চার্চের বিভিন্ন শাখাকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিকন সংস্কারকার্যে মন দেন। রুশ গির্জায় প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র ও অনুষ্ঠানবিধিগুলির সঙ্গে যেখানে গ্রীক বা ইউক্রেনীয় ধর্মশাস্ত্র ও অনুষ্ঠানবিধির পার্থক্য ছিল, সেগুলিকে তিনি পরিবর্তন করেন। এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যে গ্রীস ও ইউক্রেন থেকে পণ্ডিতদের আনা হয়। রুশ অর্থোডক্স চার্চের নিয়ম অনুসারে এতোদিন দুই আঙুল দিয়েই ক্রুশের সংকেত করা হ'তো। নিকন গ্রীক প্রথার অনুসরণে তিন আঙুল দিয়ে ক্রুশের সংকেত করতে নির্দেশ দেন। রুশদেশে যে-সব ধর্মীয় পট অঙ্কিত হ'তো, সেগুলিকেও তিনি গ্রীক রীতিতে আঁকবার জন্যে নির্দেশ দেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রের সংশোধন এবং অনুষ্ঠানবিধির পরিবর্তন ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি চার্চকেই সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী ব'লে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ঐহিক শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি শ্রেষ্ঠতর—অর্থাৎ জারের অপেক্ষাও প্যাট্রিয়ার্কের মর্যাদা ও ক্ষমতা বেশী হওয়া উচিত। ফিলারেতের মতো তিনি নিজে "ভেলিকি গসুদার" উপাধি গ্রহণ করেন এবং দেশের শাসন ও সমর বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে থাকেন।

এইরূপে নিকনের অত্যধিক শক্তিবৃদ্ধিতে দরবারের প্রভাবশীল অভিজাতরা অসন্তুষ্ট হন। প্রথমে জার আলেক্‌সি চার্চ সংস্কারের বিষয়ে নিকনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও জারের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তিনিও নিকনের বিরোধিতা

করতে থাকেন। চার্চ সংস্কারের ব্যাপারে দেশের জনসাধারণও যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এইসব অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন তাদের কাছে ধর্মের হানি ব'লেই মনে হচ্ছিল। সাধারণ যাজকদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করায় তাঁরাও নিকনের বিরোধিতা করছিলেন। শীঘ্রই জার ও নিকনের মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো, তার ফলে নিকন জারের সমর্থন সম্পূর্ণরূপে হারালেন। নিকন হঠাৎ প্যাট্রিয়ার্কের পদ ত্যাগ ক'রে ভস্ক্রেসেন্স্কি মঠে (নূতন জেরুজালেমে) চলে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এতে জার ও বয়াররা ভয় পেয়ে যাবেন এবং জার তাঁকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়ে সানুনয়ে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু জার তেমন কিছুই করলেন না। তিনি ১৬৬৬ সালে চার্চের প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় দুজন গ্রীক প্যাট্রিয়ার্কও অংশ গ্রহণ করলেন। নিকন যে রাজশক্তিকে নিজের অধীন করবার চেষ্টা করেছিলেন, এই সভা তার নিন্দা করলো। তবে নিকন-প্রবর্তিত সংস্কারগুলি যথাযথ ব'লেই ঘোষিত হ'লো। নিকন উত্তর অঞ্চলের একটি মঠে সাধারণ সন্ন্যাসী হিসাবে নির্বাসিত হলেন। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে ভস্ক্রেসেন্স্কি মঠে ফেরবার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু নিকন-প্রবর্তিত সংস্কারগুলিকেও সকলে মেনে নিতে চাইলো না। ফলে রুশ অর্থোডক্স চার্চে বিভেদের সৃষ্টি হ'লো। নিকন-বিরোধীরা পুরাতন অনুষ্ঠানবিধিই অনুসরণ করতে চাইলেন। এঁরা "রাস্কল্‌নিকি" বা বিভেদপন্থী নামে পরিচিত হলেন। চার্চের উচ্চতম যাজকরা নিকনের সংস্কারগুলিকে ভালো চোখেই দেখছিলেন। কারণ, এতে তাঁদের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেবল তাই নয়, গির্জা ও মঠের বিপুল সম্পত্তির ওপর তাঁদের অখণ্ড অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর

যাজকরা নিকনের বিরোধিতা করছিলেন। নিকন-বিরোধীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন আভাকাম। তিনি নিম্নতন যাজকদের মধ্য থেকেই এসেছিলেন। নিকনের বিরোধিতা করায় তাঁকে পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। সেখানে প্রায় দশ বছর ধ'রে জারের লোকেরা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। পরে তিনি মস্কোয় ফিরে এলে আবার নিকনপন্থী সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। এবার তিনি কিছুদিন উত্তর অঞ্চলে এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাগারে বন্দী থাকেন এবং ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। কেবল আভাকাম নয়, সংস্কারবিরোধীদের ওপর এইভাবে নির্যাতন চলতে থাকে। নূতন সংস্কার মেনে নেওয়ার অপেক্ষা অনেকে মৃত্যুই শ্রেয় মনে করে। বহু পুরাতনপন্থী কাঠের বাড়িতে নিজেদের আটক ক'রে ঐসব বাড়িতে আগুন দেয় এবং এইভাবে দলে দলে আত্মহত্যা করে। প্রায় বিশ হাজার লোক এইভাবে মরেছিল ব'লে অনুমান করা হয়েছে। গরীব কৃষক, গরীব কারিগর, ছোটখাটো ব্যবসায়ী ও সিপাইদের মধ্যেই প্রাচীনপন্থীদের সমর্থক সর্বাধিক পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। দরবারের সম্ভ্রান্তদের একাংশ এবং কিছু পরিমাণ যাজকও সংস্কারের বিরোধিতা করছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল, এই সংস্কারের ফলে চার্চ দুর্বল হয়ে পড়বে।

সাইবেরিয়ায় রুশ অধিকার বিস্তার ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীতে কেবল ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়াই রুশ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় না, রুশ রাজ্য পূর্ব সাইবেরিয়াতেও বিস্তার লাভ করে। ইয়েরমাকের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে পশ্চিম সাইবেরিয়ায় রুশ রাজ্য-বিস্তার সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সামরিক বাহিনী তিউমেনে তাদের

াটি গাড়ে এবং ধীরে ধীরে পশ্চিম সাইবেরিয়া অধিকারের কাজে অগ্রসর হয়। পর বৎসর তারা তবল নদীর তীরে তবলস্ক্ নামে একটি ছোট উপনিবেশ গ'ড়ে তোলে। এই তবলস্ক্ পশ্চিম সাইবেরিয়ায় জারের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। কয়েক বছরের মধ্যে পার্শ্ববর্তী মান্‌সি ও খান্তি উপজাতিগুলি জারের পদানত হয়। কিন্তু তখনো পশ্চিম সাইবেরিয়ার তাতার খান কুচুম জারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। তিনি ক্রমাগত স্তেপ্ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং রুশ রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে হানা দিয়ে রুশ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলেন। অবশেষে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচুম খান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এইভাবে সারা পশ্চিম সাইবেরিয়ায় রুশ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

এই অঞ্চলে যেসব উপজাতির বাস ছিল, তাদের কাছ থেকে জারের সরকার রাজস্ব হিসাবে মূল্যবান চামড়া ও ফার গ্রহণ করতেন। জারের শাসন ও সমর বিভাগীয় কর্মচারীরাও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে ঐসব জিনিস আদায় করতো। অনেক সময় তারা স্থানীয় অধিবাসীদের বন্দী ক'রে ক্রীতদাসরূপেও বেচতো। যাই হ'ক, মূল্যবান চামড়া ও ফার থেকে রুশ সরকারের রাজকোষে প্রচুর অর্থ আসতো। তাই সাইবেরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে মস্কো সরকারের মনোযোগ ও উৎসাহের অভাব ছিল না।

রুশ সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বণিকরাও দলে দলে পশ্চিম সাইবেরিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে প্রায় বিনা মূল্যেই বহুমূল্য ফার হস্তগত করতেন। তাঁদের পেছনে পেছনে রুশ কারিগর ও কৃষকরাও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় দলে দলে গিয়েছিল। এইভাবে অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিম সাইবেরিয়া রুশ করতলগত হয়েছিল। কিন্তু তখনও পূর্ব সাইবেরিয়া রুশ শাসনের বাইরে ছিল।

ঐ সুবিশাল ভূখণ্ডে কোনও শক্তিশালী রাজ্য বা শাসনব্যবস্থা ছিল না ; ইভেন্‌কি, নিভ্‌খি, ওচুলি, নিমিলান, ইতেলমান, কিরঘিজ (খাকাস), ইয়াকুত, বুরিয়াত, দাউর প্রভৃতি উপজাতিদের বাস ছিল। এইসব উপজাতির অধিকাংশই প্রস্তর যুগের সভ্যতার অধিক অগ্রসর ছিল না। তারা লোহার ব্যবহার জানতো না। পাথর ও হাড়ই ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারের প্রধান উপাদান। তারা শিকার করতো, মাছ ধরতো। পশুপালনও করতো। কোনও কোনও উপজাতি চাষ-আবাদও জানতো। কিরঘিজ, ইয়াকুত, বুরিয়াত ও দাউর উপজাতিগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। যাই হ'ক, তারা কেউই রুশ শক্তির যোগ্য প্রতিপক্ষ ছিল না। তাই অল্প দিনের মধ্যে রুশ রাজ্য পূর্ব সাইবেরিয়ার ইয়েনিসেই নদী থেকে পূর্বে ওখৎস্ক্‌ সাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই অধিকার বিস্তারের কাজে সেনাদল, উৎসাহী শিকারী, ব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দল প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পূর্ব সাইবেরিয়ার মূল্যবান চামড়া রুশ জাতির চোখ ঝলসে দিয়েছিল। তারা যেন জীবন্ত সোনার খনির সন্ধান পেয়েছিল সাইবেরিয়ার এই অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত লোকে।

১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশরা ইয়েনিসেই নদীর তীরে ইয়েনিসেইস্ক্‌ নগর গ'ড়ে তুলেছিল এবং সেখান থেকেই ইভেন্‌কি, বুরিয়াত প্রভৃতি উপজাতিগুলিকে পদানত করতে শুরু করেছিল। দশ বৎসর বাদে ইয়েনিসেই নদীর তীরে তারা ক্রাস্‌নোইয়ার্স্ক্‌ নামে একটি শহর গ'ড়ে তুলেছিল। এখানে কিরঘিজরা রুশদের প্রবল বিরোধিতা করলেও তাতে রুশ অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি।

ইয়েনিসেই নদীর অন্যতম উপনদী অঙ্গারার তীর ধ'রে রুশরা অগ্রসর হয়ে বাইকাল হ্রদ অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছিল। আঙ্গারা ও বাইকালের সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে তারা গ'ড়ে তুলেছিল তাদের

ইর্কুতস্ক্ উপেনিবেশ। পরে এই উপনিবেশই ইর্কুতস্ক্ শহরে পরিণত হয়েছিল। এখানকার আদিম অধিবাসী বুরিয়াতরা রুশদের প্রাণপণে বাধা দিলেও অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। লেনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ইয়াকুত উপজাতির লোকেরা বাস করতো। তারাও রুশদের পদানত হ'লো। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সেনাদল লেনা নদীর তীরে একটি দুর্গ গ'ড়ে তুললো—ইয়াকুৎস্ক্। ইয়াকুৎস্ক্ থেকে রুশ সৈন্য ও ব্যবসায়ী দল ক্রমাগত পূর্বদিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। তারা উত্তর পূর্বে উত্তর মেরু সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলো। ঐ অঞ্চলে ওচুলি উপজাতির লোকেরা বাস করতো। ওচুলিরাও রুশদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো।

১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে একদল রুশ অভিযাত্রী ইয়াকুৎস্ক্ থেকে উত্তর মেরু সাগরের উপকূল অঞ্চল আবিষ্কারের জন্যে রওনা হলেন। এই অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করেন কসাক সেমিয়ন দেঝ্নিয়ভ। এই অভিযাত্রী দল কলিমা নদীর মোহানা থেকে সাতটি জাহাজে ক'রে অগ্রসর হয়। কিন্তু জাহাজগুলির অধিকাংশই সমুদ্রে বিধ্বস্ত হয়। সৌভাগ্যবশত সেমিয়ন দেঝ্নিয়ভের জাহাজটি ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, যেখানে এশিয়া আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে (বেরিং প্রণালী), গিয়ে পৌঁছে। একটি প্রণালী যে এশিয়া থেকে আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেকথা ইউরোপ-বাসীর কাছে তখনো অজ্ঞাত ছিল। সেমিয়ন দেঝ্নিয়ভই তা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তাই তাঁর নাম অনুসারেই এশিয়ার সর্বোত্তর-পূর্ব অন্তরীপের নাম হয় অন্তরীপ দেঝ্নিয়ভ।

দেঝ্নিয়ভ যখন উত্তর মেরু সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অন্যান্য অভিযাত্রী দল ওখৎস্ক্ ও আমুর অঞ্চলে অভিযান চালাচ্ছিল। লেনা নদীর অন্যতম

উপনদী আল্‌দান থেকে একটি সামরিক বাহিনী পূর্বে ওখৎস্ক্‌ সাগরের তীরে ওখৎস্ক্‌ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। ওখৎস্ক্‌ অঞ্চলের ইভেন্‌কি উপজাতির লোকেরা রুশবাহিনীকে বাধা দিলেও অবশেষে আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তারা মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমুর অঞ্চলে দাউর উপজাতির লোকেরা বাস করতো। ব্যবসায়ীরা ঐ অঞ্চলের মূল্যবান চামড়া ও ফারের প্রাচুর্যের সংবাদ প্রচার করতে লাগলো। ফলে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকুৎস্ক্‌ থেকে একটি সামরিক অভিযান পাঠানো হ'লো ঐ অঞ্চলে। খাদ্যাভাব ও দাউরদের তীব্র প্রতিরোধের ফলে প্রথম বারের এই অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু দুঃসাহসী ব্যবসায়ী ও অভিযাত্রী দল ক্রমাগত এই অঞ্চলকে আয়ত্তে আনার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েরোফেই খাবারভ নামে এক ব্যবসায়ী নিজের খরচে স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ ক'রে ঐ অঞ্চল বিজয়ের জন্যে অগ্রসর হন। তিন বৎসর ক্রমাগত চেষ্টার পর তিনি আমুর অঞ্চলকে পদানত করেন। এ পর্যন্ত চীনারা এই অঞ্চল থেকে রাজকর আদায় করতো। তাই তারা রুশদের বিতাড়িত করবার জন্যে অগ্রসর হ'লো। চীনা বাহিনীর সঙ্গে খাবারভের সংঘর্ষ ঘটলো। সৈন্যসংখ্যার অল্পতা সত্ত্বেও খাবারভ বীরত্বের সঙ্গে চীনা বাহিনীর প্রতিরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁর অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। খাবারভকে রুশ সরকার মস্কোয় ডেকে পাঠালেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী চীনা বাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হ'লো।

কিন্তু এতেই রুশরা আমুর অঞ্চল জয়ের পরিকল্পনা ছাড়লো না। আমুরের একটি উপনদীর তীরে উত্তর অঞ্চলে তারা নেরচিন্‌স্কে একটি দুর্গ নির্মাণ করলো এবং খাবারভের অভিযানের

পনের বৎসর পরে আমুর নদীর তীরেই আল্‌বাজিনে উপনিবেশ স্থাপন করলো। চীনা সরকার এই উপনিবেশন ধ্বংস করলে রুশ সরকার আল্‌বাজিনে পুনরায় উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তাকে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত ক'রে তুললেন। চীনারা আবার আল্‌বাজিন আক্রমণ করলো। কিন্তু এবার তাদের আক্রমণ সৈন্যসংখ্যার অল্পতা সত্ত্বেও রুশবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করলো। ফলে চীনা সরকার রুশ সরকারের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন (১৬৮৯)। সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয় রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট করা হ'লো। কিন্তু এই নূতন সীমা নির্ধারণের ফলে আমুর অঞ্চল চীনাদের দখলে গেল। আল্‌বাজিন আবার বিধ্বস্ত হ'লো।

আমুর অঞ্চলে ব্যর্থ হ'লেও সাইবেরিয়ার অবশিষ্ট বিশাল ভূমি রুশদের অধিকারে এসেছিল। রুশ সরকার এই অঞ্চলে দ্রুত শাসন ও সমর ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা অপরাধীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত ক'রে সাইবেরিয়াকে রুশ-অধ্যুষিত ক'রে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। যেসব চাষী রুশদেশে নিজেদের অবস্থাকে দুঃসহ মনে করেছিল, তারাও দলে দলে সাইবেরিয়া অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। এ বিষয়ে রুশ সরকার তাদের সাহায্য ও উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ব্যবসায়ের জন্যেও বহু রুশ বণিক সাইবেরিয়ায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন।

এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে সাইবেরিয়ার এক সুবিশাল অঞ্চলে রুশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল এবং বিয়েলোরাশিয়া, ইউক্রেন ও সাইবেরিয়া রুশ রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় রুশ রাজ্যের আয়তন খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশরাজ্য পৃথিবীর অন্যতম সুবৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মহান্ পিটার ও তাঁর শাসনকাল

রুশ রাজ্যের অনগ্রসরতা ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রুশ রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করলেও অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর ছিল। রাজনৈতিক সংগঠন ও শাসন ব্যবস্থার দিক থেকেও রুশ রাজ্য ছিল যথেষ্ট দুর্বল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জেম্‌স্কি সবরের অধিবেশন প্রায় বন্ধ হয়েছিল। বয়ার-শাসিত দুমাই শাসন ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করেছিল। শহরগুলিতে সরকারী শাসনকর্তা ও পদস্থ রাজকর্মচারীরা প্রজাদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতো। প্রজারা ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। রাজস্ব ঠিকমতো আদায় হ'তো না। দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতি না হওয়ায় বিদেশের ওপর প্রায়ই নির্ভর করতে হ'তো। কিন্তু বাল্‌টিক সাগর ও আজভ সাগরের পথ রুদ্ধ থাকায় রুশদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায়ই অচল অবস্থা দেখা দিতো। তারপর দেশময় ছিল খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ। দেশে শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না; শিক্ষালয় ছিলই না বললে চলে। ফলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাও ছিল অত্যল্প।

জার আলেক্‌সি মিখাইলোভিচের সুদীর্ঘ শাসনকালে এইসব সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হয় নি। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার আলেক্‌সি মিখাইলোভিচের মৃত্যু হ'লে বয়ারদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ও উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব রুশ রাজ্যের অবস্থাকে আরও সংকটময় ক'রে তুললো।

জার ফিয়োদোর আলেক্‌সিভিচ্‌ঃ

জার আলেক্‌সি মিখাইলোভিচ্‌ দু'বার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন মারিয়া মিলোস্লাভ্‌স্কি এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন নাতালী নারিশ্‌কিন। ফলে জারের দরবারে প্রাধান্য নিয়ে মিলোস্লাভ্‌স্কি ও নারিশ্‌কিন পরিবারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রথম বিবাহের ফলে জার আলেক্‌সির কয়েকটি মেয়ে ও দুটি ছেলে হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন সোফিয়া। আর দুই পুত্র ছিলেন ফিয়োদোর ও ইভান। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে জার আলেক্‌সির এক পুত্র হয়েছিল (১৬৭২)। এই পুত্রের নাম পিটার। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার আলেক্‌সির মৃত্যু হ'লে তাঁর চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র ফিয়োদোরই মস্কোর সিংহাসনে বসলেন। জার আলেক্‌সির শাসনকালের শেষ কয়েক বছরে দরবারে নারিশ্‌কিনদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন ফিয়োদোর জার হওয়ায় তাঁরা সকলে বিতাড়িত হলেন এবং তাঁদের স্থান অধিকার করলেন মিলোস্লাভ্‌স্কিরা। ফিয়োদোর চির-রুগ্‌ণ ও দুর্বলচিত্ত ছিলেন। তাই মিলোস্লাভ্‌স্কিদের প্রাধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে রাজ্যের অন্যান্য বয়াররা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

যুগ্ম জার ও সোফিয়ার অভিভাবকত্ব ঃ

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে জার ফিয়োদোরের অকস্মাৎ মৃত্যু হ'লো। জার ফিয়োদোর অপুত্রক থাকায় আবার উত্তরাধিকারের সমস্যা দেখা দিলো। ঐ সময়ে ফিয়োদোরের ভাই ইভানের বয়স ছিল পনেরো বছর এবং পিটারের বয়স ছিল দশ বছর। তাই ইভানেরই জার হওয়ার কথা। কিন্তু ইভান ছিলেন নির্বোধ ও রুগ্‌ণ। অন্যপক্ষে পিটার ছিলেন সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান ও প্রাণশক্তিতে পূর্ণ। মিলোস্লাভ্‌স্কিদের উদ্ধত প্রাধান্যও বয়ারদের পিটারের

সমর্থক ক'রে তুলেছিল। তাই মস্কোর বয়াররা এবং প্যাট্রিয়ার্ক এখন পিটারকেই জার ব'লে ঘোষণা করলেন (১৬৮২)। কিন্তু মিলোস্লাভ্স্কিরা সহজে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চাইলেন না। কারণ পিটারের সিংহাসনলাভের অর্থ ছিল তাঁদের ক্ষমতা থেকে বিতাড়ন এবং নারিশ্‌কিনদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রাজকুমারী সোফিয়াও নীরবে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। তাই তাঁরা গোপনে পিটারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

এই সময়ে স্ত্রেল্‌ৎসিদের মধ্যে খুবই অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। জার ফিয়োদোরের রাজত্বকালে স্ত্রেল্‌ৎসি বাহিনীর শৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট হয়েছিল। তাদের বেতন অত্যল্প হওয়ায় শান্তির সময়ে তারা ব্যবসায় ও কারিগরিও করতো। তাদের বেতন দীর্ঘকাল বাকী পড়েছিল। কেবল তাই নয়, যেসব সম্ভ্রান্তরা সামরিক বিভাগে উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তাঁরা প্রায়ই তাদের মাহিনার কতকাংশ আত্মসাৎ করতেন এবং তাদের নিজ নিজ ভূমিদাসের মতো খাটাতেন। ফলে স্ত্রেল্‌ৎসিরা সরকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সোফিয়া ও তাঁর মাতুলবংশীয় মিলোস্লাভ্স্কিরা স্ত্রেল্‌ৎসিদের এই বিক্ষোভকে নিজেদের কাজে লাগাতে চাইলেন। তাঁদের লোক স্ত্রেল্‌ৎসিদের মধ্যে এই ব'লে প্রচার করতে লাগলো যে, নারিশ্‌কিনরাই তাদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী। স্ত্রেল্‌ৎসিদের মধ্যে উত্তেজনা যখন খুব প্রবল, এই জনরব ছড়িয়ে পড়লো যে, নারিশ্‌কিনরা কুমার ইভানকে হত্যা করেছে। তখন সশস্ত্র স্ত্রেল্‌ৎসিরা দলে দলে ক্রেমলিনে ঢুকে পড়লো। উত্তেজিত স্ত্রেল্‌ৎসিদের ভুল দূর করবার জন্যে জারিৎসা নাতালী জার পিটার ও কুমার ইভানকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রেল্‌ৎসিরা ইভানের হত্যার সংবাদ যে মিথ্যা তা বুঝলো। কিন্তু নারিশ্‌কিনদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ

অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাই তারা প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে জারিৎসা নাতালীর দুই দাদাকে হত্যা করলো। জারিৎসা নাতালী শৈশবে বয়ার আর্তামন মাৎভেইয়েভের পরিবারে লালিতা হয়েছিলেন। মাৎভেইয়েভ জার আলেক্সির খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁর অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। স্ত্রেল্‌ৎসিরা তাঁকেও হত্যা করলো। নারিশ্‌কিনরা ভীত হয়ে যে যেখানে পারলেন পালালেন। এই সুযোগে সোফিয়া স্ত্রেল্‌ৎসিদের শান্ত করবার জন্যে তাদের ৩৫ বৎসরের বাকী বেতন মিটিয়ে দিতে চাইলেন। স্ত্রেল্‌ৎসিরা ইভানকে "প্রথম জার" ব'লে ঘোষণা করার কথা দাবী করলো। তাদের এই দাবী মেনে নেওয়া হ'লো। ইভান ও পিটার এখন একযোগে জার হলেন। আর এই অপ্রাপ্তবয়স্ক জারদের অভিভাবিকা হলেন সোফিয়া। প্রকৃতপক্ষে সোফিয়াই হলেন এখন রুশ রাজ্যের শাসনকর্ত্রী।

সোফিয়া অন্যান্য রুশ রাজকন্যাদের থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা। তিনি প্রকাশ্যে জনসাধারণের সম্মুখে বার হ'তেন। এমন কি বিদেশীদের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ ও আলাপ করতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান সচিব ছিলেন প্রিন্স ভাসিলি গলিৎসিন। গলিৎসিন সে যুগের বয়ারদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ছিলেন। দেশের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার, তা তিনি অনুভব করতেন এবং প্রকাশ্যে সেসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করতেন। এমন কি ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়া উচিত, এমন কথাও তিনি বলতেন। তবে তাঁর এইসব ধারণা কখনো বাস্তব রূপ পায় নি। এতে যে রাজ্যের শক্তিশালী বয়ার ও সম্ভ্রান্তদের অসন্তুষ্ট করা হবে, তা তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। এ বিষয়ে সোফিয়াও তাঁর সঙ্গে ছিলেন একমত।

ভাসিলি গলিৎসিন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মিত্রতার পক্ষপাতী

ছিলেন। এই সময় তুরস্কের সঙ্গে অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড ও ভেনিসের যুদ্ধ চলছিল। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যোগে দেবে এই শর্তে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ও রুশদেশের মধ্যে এক সন্ধি হ'লো। পোল্যাণ্ড কিয়েভের ওপর তার দাবী ত্যাগ করলো এবং কিয়েভের পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল রুশদেশকে ছেড়ে দিতে রাজী হ'লো।

ক্রিমিয়ার খান তুরস্কের অধীন ছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসাবে রুশ বাহিনী ক্রিমিয়া আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হ'লো। এই যুদ্ধে রুশ বাহিনীর সেনাপতিত্ব করলেন গলিৎসিন নিজে। কিন্তু তাতাররা স্তেপ্ অঞ্চলের তৃণভূমিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় গলিৎসিনের এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'লো। এর দু' বছর বাদে (১৬৮৯) গলিৎসিন আবার ক্রিমিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। এবারও তাঁর অভিযান ব্যর্থ হ'লো। গলিৎসিনের এইসব অভিযান ও সেগুলির ব্যর্থতা সোফিয়ার সরকারের মর্যাদা বহুল পরিমাণে হ্রাস করেছিল। অভিযানগুলিতে প্রচুর লোকবল ও অর্থবলের অপচয় ঘটেছিল। সেজন্যে কেবল সাধারণ মানুষ নয়, প্রভাবশীল বয়াররাও সোফিয়ার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিটারেরও বয়ঃক্রম সতেরো হয়েছিল। বয়সের তুলনায় তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ কয়েছিল। বয়াররা তাই ক্রমেই সোফিয়াকে ত্যাগ ক'রে পিটারের সমর্থক হয়ে উঠছিলেন।

পিটারের কৈশোর ঃ সোফিয়ার পতন ঃ

সোফিয়ার অভিভাবকত্বের কালে পিটার তাঁর মায়ের সঙ্গে রাজধানীর উপকণ্ঠে প্রেয়োব্রাঝেন্স্কোয়ে গ্রামে বাস করতেন। তিনি "জার" উপাধিতে ভূষিত হ'লেও তাঁর কোনও ক্ষমতা ছিল না।

প্রেয়োব্রাঝেন্স্কোয়ে গ্রামের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা খেলতেন। তাঁরা মাটির দুর্গ তৈরি ক'রে সেগুলি বিধ্বস্ত করতেন। কয়েক বছর বাদে পিটার তাঁর এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার সাথীদের নিয়ে দুটি সৈন্যদল গ'ড়ে তুলেছিলেন। দু'টি গ্রামের নাম অনুসারে এই দুটি সৈন্যদলের নাম হয়েছিল প্রেয়োব্রাঝেন্স্কি ও সেমিয়োনভ্স্কি বাহিনী। পরবর্তী কালে তাঁর এই দুই সৈন্যদল জারের সমস্ত বাহিনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে পরিচিত হয়েছিল।

মস্কোর উপকণ্ঠে যে বৈদেশিক উপনিবেশ ছিল, কিশোর পিটার সেখানে প্রায়ই যেতেন এবং ওলন্দাজ, জার্মান, সুইশ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকদের সঙ্গে মিশে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখানে তিনি তাঁর কয়েকজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর সন্ধান পেয়েছিলেন। ইস্মাইলোভো গ্রামে তাঁর পিতামহের আমলের কিছু পুরাতন জিনিস প'ড়ে ছিল। সেগুলির মধ্যে একটি বিদেশী ছোট পালতোলা জাহাজও ছিল। মস্কোর বৈদেশিক উপনিবেশে ব্র্যাণ্ট নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে একদা নৌবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। তিনি এই জাহাজখানি কিভাবে চালানো যায়, তা পিটারকে শিখিয়ে দিলেন। পিটার প্রথমে ঐ জাহাজ মস্কোর নিকবর্তী ইয়াউজা নদীতে এবং পরে ইস্মাইলোভোর একটি দীঘিতে চালান। কিন্তু দীঘিতে স্থানাভাব হওয়ায় পিটার তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে পেরিয়াস্লাভ্লের বড়ো হ্রদে জাহাজটি চালাতে শুরু করেন। জাহাজ নির্মাণ ও নৌবাহিনী-গঠন পিটারের জীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এবং নৌবাহিনীর দ্বারাই তিনি রুশদেশকে একদিন অজেয় ক'রে তুলেছিলেন। ইস্মাইলোভো গ্রামে তাঁর পিতামহের আমলের এই পুরাতন জাহাজ দিয়েই তার সূচনা হয়েছিল।

পিটার শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার থেকে এইসব সামরিক খেলাধুলোয় ব্যস্ত আছেন দেখে সোফিয়া প্রথমে খুশীই হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এগুলিই তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো। পিটার ও তাঁর "নকল" বাহিনীর সৈন্যেরা সকলেই বয়সে বড়ো হয়েছিলেন। পিটারের বয়স এখন সতেরো বছর। তাঁর "নকল" বাহিনী দুটিও ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষা পেয়ে ও নিয়মিত অনুশীলনের ফলে মস্কোর দুটি শ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। বয়াররাও অনেকেই পিটারের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। এই অবস্থায় পিটার যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হবেন, সে বিষয়ে সোফিয়ার কোনও সংশয় ছিল না। তাই তিনি স্ত্রেল্ৎসি বাহিনীর সাহায্যে পিটারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পিটার এই সংবাদ পেলেন যে, সোফিয়া তাঁর জীবননাশের সংকল্প করেছেন এবং স্ত্রেল্ৎসিদের সমবেত ক'রে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সংবাদ পেয়েই পিটার দ্রুত ঘোড়ায় চ'ড়ে সুরক্ষিত ত্রোইৎস্ক্-সের্গিইয়েভ মঠে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। শীঘ্রই তাঁর "নকল" বাহিনী দুটিও এসে পৌঁছলো। কেবল তাই নয়, পিটারকে সমর্থন জানিয়ে কতিপয় বয়ার এবং কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্তও এলেন। স্ত্রেল্ৎসি বাহিনীকেও সোফিয়া কাজে লাগাতে পারলেন না। এক রেজিমেন্ট স্ত্রেল্ৎসি পিটারকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যে পিটারের সমর্থকের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শক্তিশালী বয়ার ও সম্ভ্রান্তরা একে একে সোফিয়াকে ত্যাগ করলেন। এখন সোফিয়াকে একটি মঠে অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'লো। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সচিব গলিৎসিন নির্বাসিত হলেন রুশদেশের উত্তর অঞ্চলে।

এখন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পিটারের মা নাতালীই চালাতে

লাগলেন। পিটার তাঁর সামরিক "খেলাধুলো" নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। তিনি কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে একটি যুদ্ধজাহাজ তৈরী ক'রে পেরিয়াস্লাভ্‌ল্ হ্রদে ভাসালেন। কিছুদিন বাদে তিনি একবার আর্কেঞ্জেল বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে বিশালকায় বৈদেশিক জাহাজগুলি দেখলেন। রাশিয়াও ঐ রকম বিশালকায় জাহাজের অধিকারী হবে, তার রণপোত সদম্ভে বাল্‌টিকে, আজভে, কৃষ্ণসাগরে ঘুরে বেড়াবে, এই হ'লো তাঁর স্বপ্ন। বিদেশীদের সঙ্গে পিটার ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। প্যাট্রিক গর্ডন নামে এক বৃদ্ধ স্কচ্ জেনারেলের সঙ্গে তাঁর খুবই সৌহার্দ্য হয়েছিল। গর্ডন তাঁকে প্রায়ই যুদ্ধের গল্প বলতেন। এইসব যুদ্ধের কাহিনী কিশোর পিটারের মনে সামরিক শক্তিতে দুর্জয় এক রুশদেশের স্বপ্ন জাগিয়ে তুললো। বিদেশীদের সঙ্গে তিনি নানারকম আমোদ-প্রমোদেও মত্ত হতেন। সেই সঙ্গে চলতো তাঁর জ্ঞানার্জন। টিমারম্যান নামে এক ওলন্দাজের কাছে তিনি গণিত, জ্যামিতি ও গোলন্দাজী বিদ্যা দ্রুত শিক্ষা লাভ করলেন। এসব বিষয়ে তিনি এমন দ্রুত অগ্রসর হলেন যে, তিনি শীঘ্রই তাঁর শিক্ষককেও ছাড়িয়ে গেলেন।

আজভে অভিযান ঃ

পিটারের সামরিক "খেলাধুলো" নিছক ক্রীড়া-কৌতুক ছিল না। এগুলি ছিল তাঁর ক্রিমিয়া অভিযানের প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। আজভ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল রুশদেশের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কারণ, দন নদীর পথ উন্মুক্ত না থাকা রুশদেশের বৈষয়িক উন্নতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়েছিল। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পিটার তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ওকা ও ভল্‌গা নদীর পথে দন নদীতে উপস্থিত হলেন। রুশ বাহিনী আজভ অবরোধ করলো। কিন্তু শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকায় আজভে তুরস্ক থেকে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ

বন্ধ করা গেল না। পিটার এই দুর্বলতার কথা বুঝলেন এবং আজভের অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হলেন।

পিটার এখন একটি নৌবাহিনী গ'ড়ে তোলার কথা ভাবতে লাগলেন। ভরোনেজ নদীর তীরে জাহাজ তৈরির জন্যে কতকগুলি কারখানা গ'ড়ে তোলা হ'লো। পিটার নিজে অক্লান্তভাবে এই কারখানাগুলিতে কাজ করতে লাগলেন। ছুতারের কাজ পর্যন্ত তিনি নিজের হাতে করতে লাগলেন। ১৬৯৬ সালের বসন্তকালেই পিটার তাঁর নবগঠিত নৌবহর নিয়ে আজভে এসে পৌঁছলেন। জল ও স্থল, উভয় দিক থেকে অবরোধের ফলে এবার আজভ আত্মসমর্পণ করলো।

পিটারের পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ ঃ

পিটার কিন্তু তাঁর নৌবাহিনীর দুর্বলতার কথা জানতেন। তাই তিনি পশ্চিম ইউরোপের রীতিতে তাঁর নৌবাহিনীকে গ'ড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে একটি "মহান দৌত্য" পাঠাতে মনঃস্থ করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি নিজেও একজন জাহাজীর ছদ্মবেশে গেলেন। ছদ্মবেশী জার পিটারের নাম হ'লো পিটার মিখাইলভ। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিনিধিদল মস্কো ত্যাগ করলো। পশ্চিম ইউরোপের জীবনযাত্রা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক কীর্তি ও কারিগরী কলাকৌশল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভই পিটারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিনিধিদলের আগেই তিনি কোয়েনিগ্‌স্‌বের্গে পৌঁছে গোলন্দাজী বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলেন। সেখান থেকে তিনি গেলেন হল্যাণ্ডের সার্দামে। জাহাজ তৈরির জন্যে সার্দাম ছিল সুবিখ্যাত। এখানে তিনি এক গরীব কামারের বাড়িতে বাসা ভাড়া নিয়ে জাহাজের কারখানায়

সাধারণ ছুতার হিসাবে কাজ করলেন। বহু ওলন্দাজ বণিক রাশিয়ায় যেতো। তারা এই সাড়ে ছ' ফুট লম্বা শক্তিশালী মানুষটিকে দেখেই চিনতে পারলো যে, ইনি রুশদেশের তরুণ জার পিটার। দলে দলে পিটারকে দেখবার জন্যে লোক আসতে শুরু করলো। ফলে পিটার বাধ্য হয়ে সার্দাম থেকে আম্‌স্টার্দামে পালিয়ে গেলেন। সেখানেও তিনি জাহাজের কারখানায় শিক্ষানবীশ কারিগর হিসাবে কাজ করতে লাগলেন। এখানে তিনি পুরো চার মাস ছিলেন এবং একটি জাহাজ তৈরির কাজে আগাগোড়া অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জাহাজের কারাখানার কাজের ফাঁকে তিনি অন্যান্য কলকারখানা, জাদুঘর, দোকানপাট ইত্যাদি দেখে বেড়াতেন, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করতেন। হল্যাণ্ড থেকে পিটার গেলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে তিনি ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করলেন; একদিন পার্লামেণ্টের অধিবেশনও দেখলেন। এখানে জাহাজ তৈরির কারখানাতেও তিনি ছ' মাস শিক্ষানবীশি করলেন।

ফেরবার পথে পিটার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে গেলেন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে তাঁর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, এখন তুর্কীর বিরুদ্ধে সমবেত কোনও অভিযান সম্ভব নয়, কারণ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি স্পেনের উত্তরাধিকার ও তার উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েই মত্ত আছে। পিটারের এই ধারণা ছিল অভ্রান্ত। কারণ, এর অল্পদিন বাদেই স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধ দীর্ঘ তেরো বৎসর (১৭০১-১৪) ধ'রে চলে। স্পেনে অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ রাজবংশেরই একটি শাখা রাজত্ব করতেন এবং রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ফলে

অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। তাই অস্ট্রিয়া এখন তুরস্কের বিরুদ্ধে পিটারকে সাহায্য দূরের কথা, তাড়াতাড়ি তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করলো। পোল্যাণ্ডও তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করেছিল।

বিদেশ ভ্রমণকালে পিটার সুইডেনের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন। সুইডেন রাশিয়াকে বাল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে বঞ্চিত ক'রে তাকে পশ্চিমে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখেছিল। এমন কি রুশদেশের কতকাংশও সে গ্রাস করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সুইডেন ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করছিল। ফলে এখন সে কেবল রুশদেশের নয়, ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ডেরও আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। পিটার তাই দক্ষিণ-পূর্বে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ এখন বন্ধ রেখে সুইডেনের বিরুদ্ধেই মিত্র সংগ্রহ করতে চাইলেন। তিনি জানতেন, বাল্‌টিক সমুদ্র-পথ উন্মুক্ত করতে না পারলে রুশদেশের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ও পশ্চিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন কখনই সম্ভব নয়।

পিটার যখন ভিয়েনায় ছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ সংবাদ পেলেন যে, মস্কোয় স্ত্রেল্‌ৎসি বাহিনী বিদ্রোহ করেছে। তাই তিনি দ্রুত মস্কো অভিমুখে যাত্রা করলেন। তবে পথে পোল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় অগাস্টাসের সঙ্গে দেখা ক'রে সুইডেনের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের কথা আলোচনা করতে ভুললেন না।

মস্কোয় স্ত্রেল্‌ৎসি বিদ্রোহ:

স্ত্রেল্‌ৎসি বাহিনী আগে মস্কোয় পাহারার কাজ করতো এবং সেই সঙ্গে ছোটখাটো ব্যবসায় এবং কারিগরি করতো। কিন্তু জার পিটার এখন তাদের সামরিক কাজে পুরোপুরি নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন এবং আজভ জয়ের পর তিনি দক্ষিণ অঞ্চলে কতিপয়

স্ত্রেল্‌ৎসি রেজিমেণ্ট ও পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কতিপয় স্ত্রেল্‌ৎসি রেজিমেণ্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। স্ত্রেল্‌ৎসিদের পরিবার ও কাজ-কারবার মস্কোয় থাকায় তারা পিটারের এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল। সোফিয়া ও তাঁর সমর্থকরা এখনও ক্ষমতা পুনরধিকারের আশা ছাড়েন নি। তাঁরা স্ত্রেল্‌ৎসিদের অসন্তোষকে জাগিয়ে তুলে নিজেদের কাজে লাগাতে চাইলেন। পিটারের অনুপস্থিতিতে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে, তরোপেৎস্‌ শহরের চারটি স্ত্রেল্‌ৎসি রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ক'রে মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হ'লো। জেনারেল গর্ডন রাজধানী থেকে অদূরে একটি যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজিত করলেন। এইভাবে স্ত্রেল্‌ৎসি বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো।

পিটারের প্রত্যাবর্তন :

পিটার সবার অজ্ঞাতে অকস্মাৎ রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং প্রাসাদে না গিয়ে প্রেয়োব্রাঝেন্‌স্কোয়ে গ্রামের এক সাধারণ বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পরদিন প্রাতে এই সংবাদ পেয়ে বয়ার, সম্ভ্রান্ত, বণিক ও শহরবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গেল। পিটার সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু পুরাতন রীতি অনুসারে তিনি কাউকে তাঁর সম্মুখে নতজানু হ'তে দিলেন না। কেবল তাই নয়, অভ্যর্থনার সময়ে তিনি বয়ারদের লম্বা দাড়িগুলি কেটে দিলেন। কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক লম্বা ঝুলওয়ালা যে পোশাকগুলি রুশদেশে প্রচলিত ছিল, সেগুলি পরাও তিনি নিষিদ্ধ ক'রে এক হুকুম জারী করলেন। পরে তিনি কৃষক ছাড়া আর সকলের দাড়ির ওপর কর ধার্য করেন। পিটার যে রুশদেশে পশ্চিম ইউরোপের রীতিনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তারই সূত্রপাত হচ্ছিল এইভাবে।



মহান্ পিটার

পিটার ফিরে এসে স্ত্রেল্‌ৎসি বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে নূতন ক'রে তদন্তের ব্যবস্থা করলেন। এই তদন্তের ফলে রাজকুমারী সোফিয়া যে বিদ্রোহের চক্রান্তের পেছনে ছিলেন, তা প্রমাণিত হ'লো। সোফিয়াকে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে একটি মহিলাদের মঠে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হ'লো। পিটার বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দিলেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে সারি সারি ফাঁসির কাঠ পুঁতে সেগুলিতে প্রায় বারো শ' স্ত্রেল্‌ৎসিকে ফাঁসি দেওয়া হ'লো। সোফিয়া যে কক্ষে থাকতেন, তাঁর জানালার সম্মুখেই ১৯৫.জন স্ত্রেল্‌ৎসিকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইভাবে পিটার বিদ্রোহের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক ক'রে দেন।

সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ

পিটার এখন সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তিনি মাত্র তিন মাসে পাশ্চাত্য রীতিতে সুশিক্ষিত বত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গ'ড়ে তুললেন। তিনি অবিলম্বে তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে আজভ রুশদের দখলে রইলো। ইতিমধ্যে পিটার সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরেই তিনি বাল্‌টিক অঞ্চলে অবস্থিত নার্ভার সুইডিশ দুর্গ আক্রমণের জন্যে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। কিন্তু নার্ভা অবরোধ ক'রেই পিটার তাঁর সৈন্যবাহিনীর কতিপয় দুর্বলতা লক্ষ্য করলেন। রসদ, গোলা-বারুদ, যোগাযোগ, সকল দিক থেকেই ত্রুটি ছিল। তাই নার্ভার অবরুদ্ধ বাহিনীর সাহায্যের জন্যে যখন নূতন সুইডিশ বাহিনী এসে পৌঁছলো, তখন রুশ বাহিনীর পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠলো। সুইডিশ বাহিনীর হাতে বহু রুশ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হ'লো। তারা সমস্ত কামানগুলি হস্তগত করলো। নার্ভায় রুশবাহিনীর পরাজয়ের

ফলে সুইডেনের রাজা চার্ল্‌স্‌ রুশ বাহিনীকে অত্যন্ত নগণ্য মনে করলেন এবং তিনি পোল্যাণ্ডের রাজা অগাস্টাসের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন।

পিটার তাঁর পরাজয়ের কারণগুলি ভালো ক'রেই জানতেন। তাই তিনি হতাশ না হয়ে ত্রুটিগুলি দ্রুত শুধরে নিতে চাইলেন। সুইডিশ বাহিনী রুশ বাহিনীর বহু কামান হস্তগত করায় যে ক্ষতি হয়েছিল, তা পূরণের জন্যে পিটার গির্জার বড় বড় ঘণ্টাগুলি এনে গালিয়ে সেগুলি দিয়ে কামান তৈরি করালেন। এক বৎসরের মধ্যে তিন শ' নূতন কামান তৈরি হ'লো। নার্ভাতে তিনি যে-সংখ্যক কামান হারিয়েছিলেন, এ ছিল তার প্রায় দ্বিগুণ। তিনি সৈন্য-বাহিনীগুলিকেও নূতন ক'রে গঠন করলেন। তিনি এত দ্রুত এই সকল সংস্কার সাধন করলেন যে, ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দেই রুশ বাহিনী পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লো। তিনি পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার সাহায্যের জন্যেও সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। অল্পদিনের মধ্যেই রুশ বাহিনী সুইডিশ বাহিনীকে দু বার পরাজিত ক'রে প্রায় সমগ্র লিফ্ল্যাণ্ডিয়া অধিকার করলো। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারিয়েনবুর্গ এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে দোরপাত ও নার্ভা রুশ বাহিনীর অধিকারে এলো। ইতিমধ্যে পিটার স্বয়ং নেভা নদীর বাম তীরে ইন্‌গ্রিয়াতে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। ইন্‌গ্রিয়াও তাঁর পদানত হ'লো। তিনি কতিপয় সুইডিশ দুর্গ অধিকার করলেন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র থেকে অদূরে নেভা নদীর তীরে তিনি একটি দুর্গ জয় করেন। ঐ বছর মে মাসে ঐ দুর্গের কাছেই তিনি বিখ্যাত পিটার ও পল দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। পাশে কতকগুলি কাঠের বাড়ী ছিল। সেগুলিতেই ভবিষ্যৎ সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গ (এখনকার লেনিনগ্রাদ) শহরের সূচনা হয়েছিল বলা চলে। পিটার নার্ভাকে সুরক্ষিত করবারও দ্রুত ব্যবস্থা করলেন। কারণ নার্ভা ছিল বাল্‌টিক সমুদ্র-

পথের অন্যতম প্রধান তোরণ। সুইডেনের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধের জন্যেও পিটার দ্রুত প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

আভ্যন্তরীণ সংকট ঃ

পিটার বলেছিলেন, "অর্থই হ'লো যুদ্ধের পেশী"। অল্পদিনের মধ্যে নৌবাহিনী গ'ড়ে তোলায়, বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনায় এবং সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ করায় বিপুল অর্থব্যয় হয়েছিল। এই অর্থসংগ্রহের জন্যে জনসাধারণের ওপর করভার অত্যধিক চাপানো হয়েছিল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তা প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছিল। পিটার যে সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ শহর গঠন আরম্ভ করেছিলেন, সেজন্যেও অর্থ ও শ্রমের প্রচুর প্রয়োজন ছিল এবং সেজন্যেও জনসাধারণের উপর খুবই চাপ পড়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে—কৃষক, ভূমিদাস, কারিগর, নিম্নস্তরের কসাক, সকলের মধ্যে—বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভ শীঘ্রই কতিপয় বিদ্রোহে ফেটে পড়লো।

সর্বপ্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয় অস্ত্রাখানে। ১৭০৫ সালের ৩০-এ জুলাই অস্ত্রাখান শহরের গরীব অধিবাসী ও স্ত্রেল্‌ৎসিদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা শহরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা করে। বিদ্রোহীরা স্থানীয় সৈন্যবাহিনী ও অধিবাসীদের সাহায্যে ইয়াইক, তেরেক ও ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী কতিপয় শহর অধিকার করে। বিদ্রোহীদের হাত থেকে অস্ত্রাখান মুক্ত করবার জন্যে সরকারী সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। তীব্র গোলাবর্ষণের পর অবশেষে অস্ত্রাখানের বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে (মার্চ, ১৭০৬)।

সরকারী ফৌজ অস্ত্রাখানে বিদ্রোহ দমন করলেও অল্প দিনের মধ্যে দন কসাকদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন কন্‌দ্রাতি বুলাভিন। আজভ অধিকারের পর দন

কসাকদের ওপর সামরিক কাজ ছাড়া আরও অনেক রকম কাজ চাপানো হয়েছিল। কসাকদের মধ্যে যে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা ছিল, তাও ক্রমেই নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছিল। ফলে নিম্ন দনের ধনী কসাকরাও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। উত্তর ভল্‌গা অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বহু পলাতক কৃষক এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্মমত নিয়ে দেশে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলেও রাস্‌কল্‌নিকরা ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। জমিদাররা কৃষকদের পলায়ন সম্পর্কে ক্রমাগত সরকারের কাছে অভিযোগ করায় সরকার কতকগুলি অভিযান পাঠিয়েছিলেন। এই সকল অভিযানে সামরিক বাহিনী প্রায়ই কসাক শহরগুলিতে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাতো। ফলে কসাকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং একদল গরীব কসাক আতামন কন্‌দ্রাতি বুলাভিনের নেতৃত্বে একটি সামরিক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল (১৭০৭)। এই বিদ্রোহ বিদ্যুৎবেগে প্রায় সারা দন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। জাপরোঝিয়ে কসাকদেরও একটি অংশ এই বিদ্রোহে যোগ দিলো। বুলাভিন চেরকাস্ক্‌ অধিকার ক'রে নিলেন। কিন্তু ধনী কসাকরা মুখে বুলাভিনের আনুগত্য স্বীকার করলেও গোপনে সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তারা শীঘ্রই বুলাভিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো। বুলাভিন দীর্ঘকাল তাদের প্রতিরোধ করলেও অবশেষে বন্দী হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যা করলেন।

বুলাভিনের মৃত্যুর পরও তাঁর সহকর্মীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলতে লাগলো। বিদ্রোহীরা জারিৎসিন (বর্তমান স্তালিনগ্রাদ) অধিকার ক'রে সারাটভের দিকে অগ্রসর হ'লো। রুশ রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলো। বাশ্‌কিররাও ঐ সময় বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহী কসাকরা মধ্য ভল্‌গা অঞ্চলের

দিকে অগ্রসর হওয়ায় রুশ সরকার ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ কসাক ও বাশ্‌কিরদের মিলনের ফলে এই বিদ্রোহ যে আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। পিটার নিষ্করুণ হস্তে বিদ্রোহ দমনের জন্যে চারিদিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। প্রিন্স দল্‌গোরুকির অধীনে দন ও নিম্ন ভল্‌গা অঞ্চলে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। দল্‌গোরুকি বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে প্রায় সমস্ত বয়স্ক পুরুষকেই হত্যা করলেন। বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র, যোগাযোগ ও সংঘবদ্ধতা না থাকায় সরকারী বাহিনীর প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বিদ্রোহগুলি দমিত হ'লো।

সুইডেনের পরাজয়ঃ

রুশ রাজ্যে যখন বিদ্রোহ আভ্যন্তরীণ সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তখন সুইডেন পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পুনরায় অগ্রসর হচ্ছিল। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস্ পোল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় অগাস্টাসকে পরাজিত করেন। তখন রাশিয়াই ছিল তাঁর একমাত্র প্রতিপক্ষ। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সুইডিশ বাহিনী রুশ সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হ'লো। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে চার্ল্‌স্ নীপার নদীর তীরবর্তী মগিলেভে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। তিনি রাশিয়ার পুনর্গঠিত বাহিনীর শক্তির কথা জানতেন, তাই মস্কোর দিকে অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণে ইউক্রেনের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে সুইডিশ বাহিনীকে তিনি কিছু বিশ্রামের সুযোগ দেবেন। এখানে খাদ্যও সহজে মিলবে। সুইডেন থেকে আরও সৈন্যবাহিনী এসে পড়লে তখন তিনি মস্কোর দিকে অগ্রসর হ'তে পারবেন। কেবল তাই নয়, বিক্ষুব্ধ কসাকরা রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এমন ভরসাও তিনি হেৎমান

ইভান মাজেপার কাছে পেয়েছিলেন। কিন্তু ইভান মাজেপার চক্রান্ত ব্যর্থ হ'লো। কসাকরা এই দেশদ্রোহীকে সাহায্য করা দূরের কথা, তারা সুইডিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে লাগলো। সুইডেন থেকে যে বাহিনী আসছিল, পিটার তাকে সঝ্ নদীর তীরে লেস্‌নাইয়া গ্রামে এক যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন করলেন। সুইডিশ বাহিনী ইউক্রেনে বিপন্ন হয়ে পড়লো।

এই অবস্থায় ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজা চার্লস্ পোল্‌টাভার ক্ষুদ্র দুর্গটি অবরোধ করলেন। পোল্‌টাভার দুর্গ ক্ষুদ্র হ'লেও এর গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। চার্লস্ পোল্‌টাভা অধিকার করতে পারলে তাঁর সম্মুখে মস্কো ও ভরোনেঝের পথ উন্মুক্ত হবে। ভরোনেঝে রুশ বাহিনীর জন্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল। তা হস্তগত করতে পারলে সুইডিশ বাহিনীর খাদ্যসমস্যা দূর হবে। কেবল তাই নয়, তুরস্ক যে এই সুযোগে শান্তির চুক্তি ভঙ্গ ক'রে সুইডেনকে সাহায্য করবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা ছিল না।

তাই পিটার দ্রুত পোল্‌টাভায় সসৈন্যে অভিযান করলেন। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ জুন তারিখে ভস্ক্‌লা নদীর তীরে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে সুইডিশ বাহিনী পরাজিত হ'লো। সামান্য কিছু অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাজা চার্লস্ ও হেৎমান মাজেপা তুরস্কে পালিয়ে গেলেন। অবশিষ্ট সুইডিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। চার্লসের সমস্ত সেনাপতি সহ প্রায় বিশ হাজার সৈন্য হ'লো বন্দী।

সুইডিশ বাহিনী তৎকালে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত ছিল। রাজা চার্লসেরও সুখ্যাতি ছিল ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ব'লে। তাঁর পরাজয়ে রাশিয়া সামরিক শক্তির দিক থেকে ইউরোপে অসামান্য মর্যাদা লাভ করলো। পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক আবার সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে রাশিয়ার

সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হ'লো। প্রাশিয়াও অন্যতম মিত্র হিসাবে তাঁদের দলে যোগ দিলো।

সুইডেনের রাজা চার্লসের প্ররোচনায় তুরস্ক এখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো (১৭১০)। পিটার অবিলম্বে চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দানিয়ুব নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি পোল্যাণ্ডের সাহায্য এবং তুরস্কের অধীন স্লাভ জাতিগুলির বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তুরস্ক প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে প্রুথে পিটারের সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু তুর্কী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি রুশ বাহিনীকে চূড়ান্ত সংগ্রামে এখানে আক্রমণ না ক'রে তাদের শক্তির কথা ভেবে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে পিটার তুরস্কের হাতে আজভ আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লেও এক ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তিনি রক্ষা করলেন।

তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ এইভাবে শেষ হ'লে পিটার এখন সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া ও ডেনমার্কের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হলেন। ফিনল্যাণ্ডের কাছে এক জলযুদ্ধে পিটারের অধীনে রুশ নৌবাহিনী সুইডিশ নৌবহরকে বিধ্বস্ত করলো (১৭১৪)। এই নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা চার্লস্ পিটারের সঙ্গে সন্ধির শর্ত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আলোচনা বন্ধ হ'লো। এখন নূতন সুইডিশ সরকার প্রাশিয়া, ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি ক'রে রাশিয়ার বিরুদ্ধেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চাইলো। রুশ নৌবহর আবার একটি যুদ্ধে সুইডিশ নৌবহরকে পরাজিত করলো (১৭২০)। এই দুর্জয় নৌবহরের সাহায্যে রুশ বাহিনী খাস সুইডেনে গিয়েও হানা দিলো, তারা এমন কি স্টকহলমের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। ফলে সুইডেন

সন্ধি করতে বাধ্য হ'লো (১৭২১)। সন্ধির শর্ত অনুসারে রাশিয়া রিগা উপসাগর ও ফিন উপসাগরের উপকূল ভাগ, কারেলিয়ার একাংশ (ভাইবর্গ্ সহ) ইন্‌গ্রিয়া, এস্তোনিয়া (নার্ভা ও রেভেল সহ) এবং লিফ্‌ল্যাণ্ডিয়া (রিগা সহ) লাভ করলো। এইভাবে রাশিয়া তার বহুবাঞ্ছিত বাল্‌টিকের সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করলো এবং পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ক্রমাগত যে চেষ্টা চলছিল, পিটারই তাকে সার্থক ক'রে তুললেন।

সুইডেনের সঙ্গে এই সন্ধির পরে পিটার "রাজ্যের পিতা", "সম্রাট" ও "মহান" উপাধিতে ভূষিত হলেন এবং সরকারীভাবে রাশিয়ার নাম হ'লো "রুশ সাম্রাজ্য"।

রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ

পিটার দক্ষিণ-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও পূর্ব দিকে সাইবেরিয়া সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ইর্তিশ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ১৭১৫ থেকে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রুশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। খিবা ও বোখারা অঞ্চলেও পিটার তাঁর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলেও তিনি ঘাঁটি গাড়তে চেষ্টা করেন। ট্র্যান্সককেসাস অঞ্চল পারস্যের শাসনাধীন ছিল। এই অঞ্চলকে রুশ প্রভাবাধীন করবার জন্যে তিনি চেষ্টা করেন। সুইডেনের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পর তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁর অভিযানে তিনি আজারবাইজান, পূর্ব জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে রাশিয়া কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরবর্তী দের্‌বেন্ত্ ও বাকু এবং দক্ষিণ তীরবর্তী অস্ত্রাবাদ লাভ

করে। তবে ঐসব অঞ্চল অল্পদিনের মধ্যেই আবার রুশদের হস্তচ্যুত হয়।

সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ্‌ঃ

বাল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল লাভ ক'রে ঐ অঞ্চলকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ ক'রে তোলার জন্যে পিটার কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এজন্যে তিনি কতকগুলি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী অ্যানের সঙ্গে ডিউক অব ক্যুরল্যাণ্ডের এবং অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্যাথেরিনের সঙ্গে ডিউক অব মেক্‌লেনবুর্গের বিবাহ দেন। তিনি নিজের মেয়ে অ্যানের সঙ্গেও ডিউক অব হল্‌স্টাইনের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কেবল তাই নয়, তিনি রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী মস্কো থেকে এই অঞ্চলে অবস্থিত সেন্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তরিত করেন। এর পর সুদীর্ঘকাল সেন্ট পিটার্সবার্গই রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকে।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে পিটার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের পত্তন করেছিলেন। গভীর অরণ্য ও জলাভূমির মধ্যে কতিপয় গ্রাম নিয়ে এই শহরটি গঠিত হয়। সর্বপ্রথম পিটার নিজের জন্যে পিটার ও পল দুর্গের পাশেই একটি কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ ক'রে এই শহরের সূত্রপাত করেন। তাঁর পরে তাঁর বহু ঘনিষ্ঠ সহচর, সম্ভ্রান্ত ও বণিকরা নিজ নিজ গৃহ নির্মাণ করতে থাকেন। পোল্‌টাভার যুদ্ধে জয়লাভের পর পিটার এই উপনিবেশকেই রাশিয়ার রাজধানী করতে সংকল্প করেন। সারা দেশ থেকে হাজার হাজার কৃষককে এই শহর নির্মাণের জন্যে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইসব কৃষককে প্রায়ই এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হ'তো। কোদাল ও মাটি ফেলবার জন্যে ঠেলা-গাড়িও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। অনেক সময় চাষীরা নিজেদের কোঁচড়ে ক'রে

মাটি ফেলতে বাধ্য হ'তো। এই অবস্থায় হাজার হাজার লোক মারা যায়। তা সত্ত্বেও পনেরো-বিশ বছরের মধ্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গ একটি ছোট গ্রাম থেকে প্রায় সত্তর হাজার অধিবাসীর এক শহরে পরিণত হয়। পিটার এই শহরটিকে ইট ও পাথর দিয়েই তৈরি করতে মনঃস্থ করেছিলেন। দেশের অন্যান্য শহরে পাথরের বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ ক'রে দিয়ে সমস্ত স্থপতি, কারিগর ও মাল-মসলা তিনি এই শহর নির্মাণের কাজে লাগান। শহরটিকে সুন্দর ক'রে তোলার জন্যে বিদেশ থেকেও বহু স্থপতি ও শিল্পী আনানো হয়। নেভা নদীর তীরে পাথরের বড় বড় প্রাসাদ নির্মিত হয়। সুন্দর পথ ও ফোয়ারায় শোভিত বহু সুপরিকল্পিত সুরম্য উপবনও রচিত হয়। পিটার ও পল দুর্গের বিপরীত দিকে স্থাপিত হয় একটি জাহাজের কারখানা। এখান থেকে যে বৃক্ষ-শোভিত প্রশস্ত পথটি বেরিয়ে আসে, সেটিই নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট নামে বিখ্যাত হয়েছে।

শিল্পোন্নতি ঃ

শ্রমশিল্পের দিক থেকে রাশিয়া অত্যন্ত অনুন্নত ছিল এবং তাকে সেজন্যে পশ্চিম ইউরোপের উপরই নির্ভর করতে হ'তো। কিন্তু সুইডেনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশ ব্যাহত হয়েছিল। তাই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির অভাব দেখা দিয়েছিল দেশে। সৈন্যদের জন্যে প্রয়োজনীয় গরম পোশাক, জুতো, বন্দুক, বারুদ ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন মেটানোর সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। পিটার তাই দেশে দ্রুত কলকারখানা গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন এবং কলকারখানার মালিকদের বহু সুযোগ-সুবিধা দেন। কেবল তাই নয়, বিদেশীদেরও তিনি রাশিয়ায় কুঠি ও কারখানা খোলার জন্যে উৎসাহিত করেন।

দেশে বহু সরকারী কারখানা স্থাপিত হয়। কলাকৌশলের দিক থেকে রাশিয়া অনগ্রসর হওয়ায় পিটার দেশে বিদেশ থেকে বহু বিশেষজ্ঞ আনান। দেশে ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত থাকায় কারখানায় প্রায়ই শ্রমিকের অভাব দেখা দিতো। তাই পিটার ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে এক নির্দেশ জারী ক'রে কারখানাগুলিকে সমগ্র গ্রাম কেনার এবং ঐ সকল গ্রামের ভূমিদাসদের স্থানীয় কারখানার সঙ্গে সংযুক্ত করার অনুমতি দেন। ঐসব ভূমিদাস কারখানার কাজের সঙ্গে কৃষিকাজও করতো। অল্পদিনের মধ্যে রাশিয়া গরম কাপড়, সূতী কাপড় ও চামড়ার জিনিস তৈরির কাজে খুবই উন্নত হয়ে ওঠে। ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। লোহা ও তামার উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতি হওয়ায় কারখানার মালিকরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। তবে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় থাকে।

দেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য দেশেই ব্যবহৃত হ'তো। কিন্তু প্রচুর কাঁচা মাল দেশ থেকে বাইরে চালান যেতো। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গে প্রায় ২০০ বিদেশী জাহাজ সেজন্যে এসেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে রুশদেশ যাতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে, সে বিষয়ে পিটার সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন। তাই বাইরে থেকে জিনিসের আমদানি যথাসাধ্য কমানো হয়েছিল। বাইরে থেকে আমদানি হ্রাসের ফলে দেশের শ্রমশিল্পগুলি উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল।

রাজস্ব ও শাসন সংস্কার ঃ

রাজকর ও জমিদারি সম্পর্কেও পিটার বহু সংস্কার সাধন করেন। শাসন ও সমর বিষয়ে ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন কর তুলে দিয়ে পিটার মাথা পিছু কর ধার্য করেন। এজন্যে মধ্যে

মধ্যে লোক গণনারও প্রয়োজন হয়। এতদিন সম্ভ্রান্তরা তাঁদের কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে জমিদারিগুলি ব্যবহার করতেন। পিটার তাঁদের কাজের জন্যে নগদ পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের অধীনে যে জমিদারি ছিল, সেগুলি এখন থেকে তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত হয়। এই দুই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে পড়ে। পিটার কুলমর্যাদাকেই আভিজাত্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেন না। তিনি অতি সাধারণ লোককেও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চপদে নিয়োগ করেন এবং উচ্চ সম্মান দেন। পিটারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন আলেকজান্দার দানিলভ মেন্‌শিকভ। মেন্‌শিকভ তাঁর বাল্যকালে মাংসের বড়া ফিরি করতেন। তিনি পিটারের "নকল" বাহিনীতে যোগ দেন এবং পিটারের সঙ্গে বিদেশভ্রমণ ও জাহাজের কারখানায় কাজ করেন। মেন্‌শিকভের সাহস, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা করতেন পিটার। তিনি সামরিক বিভাগের ভার মেন্‌শিকভের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু মেন্‌শিকভের টাকা-পয়সা সম্পর্কে দুর্বলতার কথা পিটার জানতেন। সেজন্যে গোপনে তিনি মেন্‌শিকভের পিঠে দু-একবার ছড়ির ব্যবহারও করেছিলেন। পিটারের প্রকুরেটর-জেনারেল ইয়াগুঝিন্‌স্কি বাল্যকালে মেষপালক ছিলেন। বৈদেশিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত শাফিরভ বাল্যকালে এক দোকানে কাজ করতেন।

শাসন ব্যাপারেও পিটার প্রায় আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণকালে ঐসব দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। রুশদেশের শাসনব্যবস্থার কাঠামোকেও তিনি পশ্চিমী দেশগুলির শাসনব্যবস্থার যথাসম্ভব অনুরূপ করতে চাইলেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করলেন এবং বিদেশ থেকেও বিশেষজ্ঞ আনালেন। অবশ্য

পশ্চিমী শাসনব্যবস্থার কাঠামো রুশ দেশে কতোখানি প্রযোজ্য, সে বিষয়ে তিনি সজাগ ও সতর্ক রইলেন।

বয়ার ডুমাই রুশ রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে উঠেছিল। পিটার কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন। মেন্‌শিকভ্, ইয়াগুঝিন্‌স্কি শাফিরভ, সেরেমেন্‌তেভ প্রভৃতি পিটারের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা সাধারণ শ্রেণীতে জন্মেছিলেন। বয়াররা তাঁদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। পিটার তাই বয়ার ডুমাকে উপেক্ষা ক'রে এইসব ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের পরামর্শ মতোই চলতেন। ডুমার সদস্যরা আগে রাজধানীতেই থাকতেন। কিন্তু পিটার তাঁদের শাসন ও সমর বিষয়ে কাজ দিয়ে রাজধানী থেকে দূরে পাঠালেন। ফলে ডুমার পূর্ণ অধিবেশনও সম্ভব হ'তো না। কোনও সরকারী নির্দেশ জারী করলে পিটার তা নিজের নামেই করতেন। তাতে আগের মতো "বয়ার ডুমারও সমর্থন আছে", এই কথাগুলির উল্লেখ থাকতো না। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে পিটার যখন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তিনি শাসনকার্য চালাবার জন্যে ন'জন সদস্য নিয়ে একটি "সেনেট" গঠন ক'রে যান। এই সেনেট গঠনের ফলে বয়ার ডুমা অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে পিটার সরকারী কাজগুলিকে বিভিন্ন "কলেজে" বা বিভাগে বিভক্ত করেন। "কলেজের" সংখ্যা প্রথমে ছিল নয়, পরে বাড়িয়ে করা হয় বারো।

চার্চকেও পিটার রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন করতে চেষ্টা করেন। তিনি চার্চকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ এবং যাজকদের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসাবেই দেখতে যান। তিনি চার্চকে রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন করবার উদ্দেশ্যে প্যাট্রিয়ার্কের পদ তুলে দেন এবং চার্চ পরিচালনার ভার "সাইনড" বা ধর্মীয় কলেজের ওপর ন্যস্ত করেন।

পিটার কেবল শাসন সংস্কারের দ্বারা কেন্দ্রীয় শক্তিকেই দৃঢ় করেন না, তিনি আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থায়ও বহু রদবদল ঘটান।

১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রুশ রাজ্যকে আটটি "গুবার্নিয়ায়" বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক গুবার্নিয়ায় একজন গভর্নর বা শাসনকর্তা থাকেন। শাসনকর্তারা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে চলতে বাধ্য হন। গুবার্নিয়াগুলির আয়তন খুবই বড়ো ছিল। পরে (১৭১৯) সেগুলিকে পঞ্চাশটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রদেশগুলি আবার বহু ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত হয়। এইভাবে সারা রুশ রাজ্যে পিটার একইরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ

পিটার সামরিক বিভাগেও আমূল পরিবর্তন ঘটান। পূর্বে সৈন্যদল সশস্ত্র জনতা মাত্র ছিল। কিন্তু পিটার তাকে ইউরোপীয় প্রথায় সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত করেন। আক্রমণের জন্যে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। শক্তিশালী রুশ নৌবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী গঠনও তাঁরই কীর্তি। পিটারের আমলে রুশ বাহিনী ইউরোপের কোনও দেশের সৈন্যবাহিনী থেকে হীন ছিল না। কসাক ছাড়া ঐ বাহিনীতে প্রায় দু লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। পিটারের পূর্বে রুশদেশের একটিও জাহাজ ছিল না। পিটারের মৃত্যুর সময় রুশদেশের শক্তিশালী নৌবহর বাল্‌টিক সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতো এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌবহর ব'লে পরিচিত ছিল।

সাংস্কৃতিক বিকাশ ঃ

কেবল শাসন ও সামরিক বিষয়ে নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পিটার রুশদেশকে উন্নত ক'রে তোলার জন্যে চেষ্টা করেন। পিটারের পূর্ব পর্যন্ত রুশদেশে বিদ্যালয়ী শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তিনি মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গে বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ক'রে দেশে বিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। প্রদেশগুলিতেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে ১০ থেকে ১৫ বছরের বালকদের শিক্ষা দেওয়া হ'তো। পিটার সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকদের ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ প্রায় বাধ্যতামূলক করেন এবং শিক্ষা সমাপনের পূর্বে সম্ভ্রান্ত যুবকদের বিবাহ নিষিদ্ধ ক'রে দেন। শিক্ষাব্যবস্থাও বেশ কঠোর করা হয়।

দেশে আগে ছাপা বইয়ের খুবই অভাব ছিল। পিটার এক নূতন ধরনের সহজে পাঠোপযোগী হরফ প্রবর্তন করেন এবং ঐ হরফে বহুসংখ্যক বই ছাপা হ'তে থাকে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ক মৌলিক বই রুশভাষায় না থাকায় ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা থেকে ঐগুলির অনুবাদ করবার জন্যেও পিটার ব্যবস্থা করেন। ইতিহাস সংক্রান্ত বহু বই ঐ সময় প্রকাশিত হয়। ঐ সময় রুশদেশের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র "ভেদোমস্তি" প্রথমে (১৭০৩) মস্কোয় ও পরে সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রকাশিত হয়।

পিটারবিরোধী চক্রান্ত ঃ

পিটার রুশদেশের সমাজ, শাসন, সমর, ধর্ম, সকল দিক থেকে যে সকল সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, তাতে একদল লোক যে তাঁর বিরোধিতা করবে, তা-ই ছিল স্বাভাবিক। এইসব বিরোধীরা আশা করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেক্সি যখন সম্রাট হবেন, তখন তিনি এইসব সংস্কার বাতিল ক'রে দিয়ে দেশে আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনবেন। তাই তাঁরা কুমার আলে্কসিকে কেন্দ্র ক'রেই সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। আলেক্সিও পিতার মৃত্যুর জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, এমন কি পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহ করবার কথাও ভাবছিলেন। পিটার

তাঁর বিভ্রান্ত পুত্রকে এ বিষয়ে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "পুত্র, যা কিছু তোমার দেশের মঙ্গল ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে, তা-ই তোমার প্রিয় হওয়া উচিত। তুমি যদি আমার এই পরামর্শ মেনে না চলো, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো।"

কিন্তু আলেক্সি পিতার এই উপদেশে কর্ণপাত করলেন না, তিনি অষ্ট্রিয়ায় পালিয়ে গেলেন। বৈদেশিক শক্তির আশ্রয় নেওয়ার অর্থ পিটার বেশ ভালো ক'রেই জানতেন। তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতা ও মঙ্গল একমাত্র পুত্রের চেয়েও প্রিয় ছিল। তাই তিনি আলেক্সিকে প্রলোভন দেখিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনলেন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তবে দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হওয়ার আগেই কারাগারে আলেক্সির মৃত্যু হ'লো (১৭১৮)।

আলেক্সির সমর্থকরাও অনেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এইভাবে পিটার নিষ্করুণ হস্তে দেশের অগ্রগতির সকল অন্তরায় অপসারিত করলেন।

পিটারের চরিত্র ঃ

পিটার বিভিন্ন দিক থেকে রুশদেশকে শক্তিশালী ও সমুন্নত ক'রে তুলেছিলেন। এর পশ্চাতে ছিল অশ্রান্ত শ্রম ও অসামান্য বুদ্ধি। পিটার মাঝে মাঝে উদ্দাম আমোদ-প্রমোদে মত্ত হ'লেও কর্মে তাঁর কখনো অবহেলা বা অবসাদ ছিল না। দানবের মতো এই বিশাল দেহধারী সাড়ে ছ ফুট লম্বা মানুষটি আপন প্রাণশক্তি দিয়ে যেন দৌর্বল্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পঙ্কশয্যা থেকে সমস্ত রুশদেশকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি প্রচলিত রাজকীয় রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর পূর্বে জনসাধারণ মস্কোর

জারদের কেবল ছুটির দিনে গির্জায় বহুমূল্য স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদে ভূষিত অবস্থায় দেখতে পেতো। কিন্তু পিটার ছিলেন স্বতন্ত্র। তিনি দরবারের আড়ম্বর যেমন ভালোবাসতেন না, তেমনি ভালোবাসতেন না মূল্যবান জাঁকজমক পোশাক। তিনি সাধারণ পোশাক পরতেন। তিনি প্রাসাদের অন্তরালে আত্মগোপন ক'রেও থাকতেন না। তাঁকে রাজধানীর পথে ঘাটে বাজারে কল-কারখানায় সর্বত্রই দেখা যেতো।

শারীরিক পরিশ্রমকে জার, বয়ার ও সম্ভ্রান্তরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। কিন্তু পিটার শ্রম ভালোবাসতেন। সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের মতো কাজ করতে তাঁর কোনও সংকোচ ছিল না, বরং তাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। পরিশ্রম করার মতো অসাধারণ শক্তিও ছিল তাঁর। তিনি হাতের চাপে লোহার তৈরী ঘোড়ার পায়ের নাল অবলীলায় বাঁকিয়ে ফেলতে পারতেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা, বিশেষত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানপিপাসা, ছিল অসামান্য।

কর্মময় ছিল পিটারের সমস্ত জীবন। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে শুরু হ'তো তাঁর কাজ। প্রথমে আধঘণ্টা খানেক তিনি হেঁটে বেড়াতেন। তারপর এসে ব'সে শুনতেন তাঁর সেক্রেটারির কাছে বিভিন্ন রাজকীয় বিষয়ের বিবরণ। তারপর সামান্য প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়তেন গাড়িতে ক'রে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে, আবহাওয়া ভালো থাকলে পায়ে হেঁটেই। ঘুরে বেড়াতেন রাজধানীর এখানে-ওখানে, জাহাজের কারখানায়, অন্যান্য কল-কারখানায়, বিভিন্ন অফিসে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি রাজকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। রাজকার্য তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন, রুশ সাম্রাজ্যের সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার তিনিই ছিলেন সারথি। তাঁর পূর্বপুরুষরা রাজাদেশগুলি রচনা দূরের কথা, স্বাক্ষর পর্যন্ত করতেন

না। কিন্তু পিটার রাজকীয় নির্দেশ ও রাজ্যের নূতন আইনের সমস্ত খসড়া নিজেই তৈরি করতেন।

তারপর তিনি নিজের কারখানায় নিজ হাতে কাজ করতেন। সন্ধ্যায় বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন, ব্যবসায়ীদের, বড় বড় কারিগরদের ও নাবিকদের বাড়িতে গিয়েও হাজির হতেন। কোনও রাজা বা সম্রাটের পক্ষে এ ছিল অভাবনীয়।

পিটার সাধারণ মানুষের সঙ্গে এভাবে মিশলেও তাঁর রাজোচিত মর্যাদা ও মহিমা ছিল অক্ষুণ্ণ। তিনি প্রয়োজন বোধ করলে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকেও চাবকাতে কুণ্ঠিত হতেন না। অনেক সময় সাধারণ অপরাধের জন্যে তিনি কঠোর দণ্ড দিতেন।

পিটারের চরিত্র তাই রাজতন্ত্রের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল ও অতুলনীয় হয়ে আছে। আলেকজাণ্ডার যে অর্থে মহান ছিলেন, শার্লমান যে অর্থে মহান্ ছিলেন, পিটার সে অর্থে মহান্ ছিলেন না। তাঁর মহত্ত্ব ছিল স্বতন্ত্র ধরনের, তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়, একান্ত অভিনব।

দশম পরিচ্ছেদ

পিটারের পরবর্তিগণ : দ্বিতীয় ক্যাথেরিন ও প্রথম পল

সম্রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথেরিন (১৭২৫-২৭) :

পিটার তাঁর স্ত্রী ইউদোক্সিয়াকে ত্যাগ ক'রে ল্যাটভিয়ান বন্দিনী স্কাভ্রোন্স্কাইয়াকে বিবাহ করেন। এই স্কাভ্রোন্স্কাইয়া ক্যাথেরিন নামে পরিচিতা ছিলেন। ক্যাথেরিন স্কাভ্রোন্স্কাইয়ার গর্ভে পিটারের দুই কন্যা জন্মে—এলিজাবেথ ও আনা। কারাগারে পিটারের একমাত্র পুত্র আলেক্সির মৃত্যু হওয়ায় পিটারের উত্তরাধিকারী কে হবে, সে সম্পর্কে জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কুমার আলেক্সির পুত্র দ্বিতীয় পিটারেরই সিংহাসন লাভ করবার কথা। কিন্তু মহান্ পিটার তা চান নি। কারণ তিনি জানতেন, তাতে রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই প্রাধান্য বাড়বে। তাই তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন ক'রে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী নির্বাচনের আগেই তাঁর মৃত্যু হ'লো (১৭২৫)। পিটারের মৃত্যু হ'লে দরবারের রক্ষী-বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের সমর্থনের ফলে পিটারের দ্বিতীয়া পত্নী ক্যাথেরিনই সম্রাজ্ঞী মনোনীতা হলেন।

সম্ভ্রান্তরা পিটারের জীবদ্দশায় খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা বিশাল জমিদারি ও বহুসংখ্যক ভূমিদাসের মালিক ছিল। রক্ষী-বাহিনীতে অধিকাংশ পদস্থ কর্মচারী ও সৈনিক সম্ভ্রান্তবংশীয় হওয়ায় সামরিক দিক থেকেও তাদের প্রতিপত্তি কম ছিল না। এখন সম্ভ্রান্তরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সম্রাজ্ঞীর অন্তরঙ্গদের নিয়ে একটি সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদ্ গঠন

করলো। জার পিটারের আমলে যাঁরা পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে নিয়েই এই পরিষদ্ গঠিত হ'লো। একমাত্র প্রিন্স গলিৎসিন ছাড়া তাঁরা সকলেই ছিলেন নয়া-সম্ভ্রান্ত —যেমন, আলেকজান্দার মেন্‌শিকভ, কাউন্ট পিটার টলস্টয় (বিখ্যাত লেখক লেও টলস্টয়ের পূর্বপুরুষ), গলভ্‌কিন, ওস্তারমান প্রভৃতি। এই সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের পরামর্শ ছাড়া সম্রাজ্ঞী কোনও আদেশ জারী করবেন না ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেনেট ও কলেজগুলিকে এই সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের অধীন করা হ'লো। তবে মেন্‌শিকভ পিটারের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। তাই সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের আমলে শাসনকার্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করলেন; প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদ্ তাঁরই ইচ্ছামতো পরিচালিত হ'তে লাগলো। দরবারে মেন্‌শিকভ তাঁর ও তাঁর বংশধরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থায়ী করবার ইচ্ছায় সম্রাজ্ঞীকে দিয়ে মহান্ পিটারের পৌত্র (আলেক্‌সির পুত্র) কুমার পিটারকেই ক্যাথেরিনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়ে নিলেন এবং কুমার পিটারের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে মনঃস্থ করলেন।

দ্বিতীয় পিটার (১৭২৭-৩০):

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের মৃত্যু হ'লে মেন্‌শিকভ দ্বাদশবর্ষীয় বালক দ্বিতীয় পিটারকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর নামে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু মেন্‌শিকভের এই অত্যধিক ক্ষমতাবৃদ্ধি অন্যান্য সম্ভ্রান্তদের ঈর্ষার কারণ হ'লো। তাঁরা মেন্‌শিকভকে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। ফলে মেন্‌শিকভ ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত হলেন। এখন তাঁর স্থান অধিকার করলেন দল্‌গোরুকীর বংশধররা। তাঁরা দ্বিতীয় পিটারের সঙ্গে নিজেদের বংশের একটি মেয়ের বিয়েরও ব্যবস্থা

করলেন। কিন্তু বিয়ের আগেই দ্বিতীয় পিটারের অকস্মাৎ অসুখের ফলে মৃত্যু হ'লো।

সম্রাজ্ঞী আনা ইভানোভ্না (১৭৩০-৪০) :

দ্বিতীয় পিটারের মৃত্যুর পরে রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদ্ই গ্রহণ করে। ঐ সময়ে পরিষদ্ প্রাচীনবংশীয় সম্ভ্রান্তদের কুক্ষিগত ছিল। পরিষদের আটজন সদস্যের মধ্যে ছ'জন ছিলেন প্রাচীন গলিৎসিন ও দল্‌গোরুকী পরিবারের লোক। প্রিন্স গলিৎসিন ছিলেন পরিষদের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর পরামর্শমতো জার মহান্ পিটারের অন্যতমা ভ্রাতুষ্পুত্রী ও জার ইভানের কন্যা আনাকে সিংহাসন গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। মহান্ পিটার ক্যুরল্যাণ্ডের ডিউকের সঙ্গে আনার বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আনা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর মিত্তাউয়ে বাস করছিলেন। আনাকে সিংহাসন গ্রহণের বিনিময়ে কতকগুলি শর্তও দেওয়া হয়েছিল। শর্তাবলীর মধ্যে সর্বপ্রধান এই ছিল যে, আনা সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করতে পারবেন না। আনা সিংহাসন লাভের আশায় ঐ সকল শর্ত মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সম্ভ্রান্তরা মাত্র কয়েকজন প্রাচীনবংশীয় সম্ভ্রান্তের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চ'লে যাওয়া পছন্দ করলেন না। আনা মস্কোয় এসে পৌঁছলে তাঁরা তাঁর কাছে সর্বোচ্চ মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন। শক্তিশালী রক্ষী-বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী ও বহু সৈন্য সম্ভ্রান্তবংশীয় হওয়ায় তাঁরাও আনাকে এইসব শর্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলেন। সম্ভ্রান্ত ও রক্ষী-বাহিনীর সাহায্য পেয়ে আনা চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেললেন এবং রক্ষী-বাহিনীর সাহায্যে মস্কোর সিংহাসনে বসলেন।

আনা অকৃতজ্ঞা ছিলেন না। তিনি সম্ভ্রান্তদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিলেন। তাঁদের সামরিক কাজের ব্যবস্থা অনেক সহজ ক'রে দিলেন। তিনি সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদ্ বাতিল ক'রে তার পূর্বতন সদস্যদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

আনার শাসনকালে রুশদেশের শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বিরন নামে এক নির্বোধ ও অশিক্ষিত জার্মান অভিজাতের হস্তে ন্যস্ত ছিল। বিরনকে আনা মিত্তাউ থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। কেবল তাই নয়, এই সময় জার্মান সম্ভ্রান্তরা রুশ রাষ্ট্রে অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। রুশ বৈদেশিক ও সামরিক নীতিও তারাই নিয়ন্ত্রিত করতো। শাসন ও সমর বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ পদেও তারা অধিষ্ঠিত ছিল। এইসব জার্মান সম্ভ্রান্তরা রুশদেশকে শোষণের ক্ষেত্র হিসাবেই দেখতো, তারা রুশদের ঘৃণা করতো, এমন কি রুশভাষা শিক্ষা করাও প্রয়োজন মনে করতো না। পক্ষান্তরে জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতিকেই উন্নতির একমাত্র মাধ্যম হিসাবে রুশদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর রুশরাও রাজানুগ্রহ লাভের লোভে জার্মান শিক্ষক রেখে ছেলেমেয়েদের জার্মান ভাষায়, জার্মান রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে শিক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন। দলে দলে জার্মানরা রুশদেশে এসে পৌঁছেছিল। তারা রুশদেশের উর্বর জমিগুলি নিজ নিজ জমিদারি হিসাবে কিনেছিল এবং রুশদেশের শ্রমশিল্পেও প্রচুর টাকা নিয়োগ করেছিল। জার্মানরা প্রকৃতপক্ষে এইভাবে "শান্তিপূর্ণ উপায়েই" রুশদেশ অধিকার ক'রে বসেছিল। এই বিদেশীদের অধীনে রুশদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুঃসহ। করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বিরন সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে জার্মানদের অত্যধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকায় রুশ সম্ভ্রান্তরাও তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জার্মান প্রভাব থেকে সম্রাজ্ঞীকে মুক্ত করবার জন্যে

চেষ্টা করছিলেন। এঁদের মধ্যে ভলিন্‌স্কি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিরনের প্রভাবে সম্রাজ্ঞী ভলিন্‌স্কি ও তাঁর সমর্থকদের বন্দী করলেন। অশেষ নির্যাতন সহ তাঁদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে দুঃসহ নির্যাতনের দ্বারা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে একটি গুপ্ত বিভাগ খোলা হয়েছিল। এখানে জার্মানবিরোধীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হ'তো।

১৭৩০ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আনা রাজত্ব করেছিলেন। জার্মান শোষণ ও জার্মানীকরণের প্রচেষ্টা ছাড়া ঐ সময়ে রুশদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটে নি। তবে ১৭৩৫ থেকে ১৭৩৯ পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরের উপকূলভাগ অধিকারের চেষ্টায় রুশদেশ অস্ট্রিয়ার সহযোগে তুরস্ক ও ক্রিমিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। এই যুদ্ধে রুশদেশ নীপার নদীর উভয় তীরবর্তী কিছু অঞ্চল পেলেও দেশের ধনবল ও জনবলের অত্যন্ত অপচয় ঘটেছিল। ফলে রুশদেশের বৈষয়িক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছিল।

জার চতুর্থ ইভান ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ :

আনা অপুত্রক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর ভগিনী ক্যাথেরিনের কন্যা আনার শিশুপুত্র ইভানকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে গিয়েছিলেন। ক্যাথেরিনের বিবাহ হয়েছিল মেক্‌লেন্‌বুর্গের ডিউকের সঙ্গে এবং ক্যাথেরিনের মেয়ে আনার বিবাহ হয়েছিল ব্রুন্‌স্‌ভিকের ডিউকের সঙ্গে। তাই শিশু ইভানের সিংহাসনলাভের ফলে যে জার্মান প্রতিপত্তি রুশদেশে অব্যাহত থাকবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। সম্রাজ্ঞী আনার মৃত্যু হ'লে তিন মাস বয়স্ক শিশু ইভানকে রুশদেশের জার ব'লে ঘোষণা করা হ'লো। বিরন তাঁর অভিভাবকরূপে আগের মতোই রুশদেশের ভাগ্যবিধাতা রইলেন। কিন্তু বিরনের উদ্ধত্য ও নির্বুদ্ধিতা

তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদেরও বিরক্ত ক'রে তুলেছিল। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে এক ষড়যন্ত্র করা হ'লো এবং ফীল্ড মার্শাল মিউনিক রক্ষী-বাহিনীর সাহায্যে প্রাসাদ অধিকার ক'রে তাঁকে বন্দী করলেন। এখন শিশু সম্রাট ইভানের মা আনাই ইভানের অভিভাবিকা ব'লে ঘোষিত হলেন।

সম্রাজ্ঞী আনা ইভানোভ্‌নার মৃত্যুর পর জার্মান সম্ভ্রান্তরা নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে দলাদলি শুরু করেছিলেন এবং সেই সুযোগে রুশরাও জার্মান প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। শিশু জার ইভান ও তাঁর মা আনার বিরুদ্ধে গোপনে চক্রান্ত গ'ড়ে উঠলো। রক্ষী-বাহিনী জার চতুর্থ ইভানের বদলে জার মহান্ পিটারের কন্যা এলিজাবেথকেই রুশদেশের সিংহাসনে বসাতে চাইলো। রুশদেশে জার্মান প্রভাব ফরাসীদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই ফরাসী রাজদূতও গোপনে চক্রান্ত-কারীদের সাহায্য করতে লাগলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক রাত্রিতে এলিজাবেথ অকস্মাৎ রক্ষী-বাহিনীর একাংশ ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে এসে পৌঁছলেন। শিশু জার, তাঁর মা এবং ফীল্ড মার্শাল মিউনিক সহ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের বন্দী করা হ'লো। এলিজাবেথ সম্রাজ্ঞী ব'লে ঘোষিত হলেন (১৭৪১)। শিশু ইভানকে শ্লুসেল্‌বুর্গ দুর্গে বন্দী ক'রে রাখা হ'লো। পরে সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের আমলে তাঁকে হত্যা করা হয়। রক্ষীরা প্রকাশ্যে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের উদ্দেশে "জার্মান শাসন থেকে মুক্ত করুন" ধ্বনি দিতে লাগলো। এলিজাবেথের আমলে জার্মান প্রভাব হ্রাস পেলেও বৈদেশিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে গেলো না। দরবারে এখন জার্মান সংস্কৃতির স্থান অধিকার করলো ফরাসী সংস্কৃতি।

এলিজাবেথ রুশ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে নূতন নূতন সুযোগ-সুবিধা

দিলেন। সম্ভ্রান্ত ছাড়া অপর কারো কৃষক-অধ্যুষিত ভূমির মালিক হওয়ার অধিকার রইলো না। অপরাধের জন্যে চাবুক মারবার যে ব্যবস্থা ছিল, তা থেকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে রেহাই দেওয়া হ'লো। সম্ভ্রান্তরা যাতে খুব অল্প সুদে টাকা ধার পেতে পারেন, সেজন্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গে একটি "সম্ভ্রান্তদের ব্যাঙ্ক" খোলা হ'লো বিনা বিচারে ভূমিদাসদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করবার অধিকারও দেওয়া হ'লো সম্ভ্রান্তদের। ফলে সম্ভ্রান্তরা প্রায়ই অবাঞ্ছিত ভূমিদাসদের—বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুর্বলদের—সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করতে লাগলেন। ঐসব হতভাগ্য ভূমিদাসদের অধিকাংশই পথে মারা যেতো।

এলিজাবেথ তাঁর পূর্ববর্তিনীদের মতোই নিজে রাজকার্য দেখাশোনা করতেন না, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত থাকতেন। বেশ-ভূষার জন্যে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন।

তিনি ১৭৪১ থেকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বছর ধ'রে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রাশিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ। রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের অধীনে প্রাশিয়া খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করছিল। ফলে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও স্যাক্‌সনি সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড নিয়েছিল প্রাশিয়ার পক্ষ। ফ্রেডেরিক স্যাক্‌সনি আক্রমণ করলে রুশবাহিনী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'লো। ফ্রেডেরিক নিজের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাই রুশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধটা ছেলেখেলা হবে, এইরকম একটা ধারণা তাঁর ছিল। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জার্মান বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হ'লো। সুরক্ষিত কোয়েনিগ্‌স্‌বার্গ বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করলো। এই পরাজয় ফ্রেডেরিকের পক্ষে

ছিল মারাত্মক। কিন্তু রাশিয়ার সহযোগী ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার গাফিলতির ফলে প্রাশিয়া সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেলো। ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার এই গাফিলতির কারণও ছিল। প্রাশিয়ার পতনের ফলে রাশিয়া অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এই আশঙ্কা তাদের ছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডেরিক আবার শক্তি সংগ্রহ ক'রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কুনের্স্‌ডর্ফ নামে এক গ্রামের কাছে জেনারেল সল্‌তিকভের সেনাপতিত্বে রুশ বাহিনী জার্মান সৈন্যের সম্মুখীন হ'লো। ফ্রেডেরিক তাঁর জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হ'লো। কুনের্স্‌ডর্ফের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রেডেরিক হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন কি আত্মহত্যার কথাও ভাবলেন। এবারও রাশিয়ার সহযোগীদের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় ফ্রেডেরিক রেহাই পেলেন। তবে পর বৎসর (১৭৬০) রুশ বাহিনী বার্লিন অধিকার করলো। ফ্রেডেরিকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। কিন্তু এই সময়ে (১৭৬১) হঠাৎ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যু হওয়ায় রুশদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটলো, তাতে প্রাশিয়ার ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হ'লো।

জার তৃতীয় পিটার :

মহান্‌ পিটারের অন্যতমা কন্যা আনার সঙ্গে হল্‌স্টেইনের ডিউকের বিবাহ হয়েছিল। এলিজাবেথ তাঁর জীবদ্দশায় এই আনার পুত্র পিটারকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে গিয়েছিলেন। পিটার ছিলেন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নির্বোধ। তিনি জার্মানির সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে ফ্রেডেরিকের একান্ত অনুরাগী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তিনি রুশদেশকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ পিটারের সঙ্গে জার্মানির আন্‌হল্ট জের্‌ব্‌স্ট্‌ নামে একটি ছোট

রাজ্যের রাজকুমারী সোফিয়ার বিবাহ দিয়েছিলেন। সোফিয়া রুশদেশে ক্যাথেরিন নামে পরিচিতা ছিলেন। ক্যাথেরিন ছিলেন স্বামীর ঠিক বিপরীত—বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা ও পরিশ্রমী। তিনি রুশদেশকে নিজের ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি রুশ ভাষা শিখেছিলেন এবং রুশদেশের রীতি-নীতি নিখুঁতভাবে অভ্যাস করেছিলেন। তাই রুশ প্রজারা পিটারের চেয়ে তাঁকেই বেশী পছন্দ করতো।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর পিটার সিংহাসনে বসলেন (১৭৬২)। তিনি ফ্রেডেরিকের ভক্ত ছিলেন, তাই প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করলেন। কেবল তাই নয়, তিনি রাশিয়ার প্রাক্তন সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে সৈন্য দিয়ে সাহায্যও করতে লাগলেন। রাশিয়া তাই তার গৌরবময় বিজয়ের কোনও সুফলই ভোগ করতে পেলো না।

ফলে রুশদেশের সামরিক শক্তি ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের উপহাসের বস্তু হয়ে উঠলো। মহান্ পিটার রুশবাহিনীকে যে রীতিতে গ'ড়ে তুলেছিলেন, তা যে দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক-প্রবর্তিত রীতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল, সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইলো না। রুশ সেনাপতি রুমিয়ানৎসেভ এই যুদ্ধে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মহারাণী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন :

তৃতীয় পিটার কেবল রাজা ফ্রেডেরিকের সঙ্গে সন্ধি ক'রে তাঁকে সাহায্য ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি রুশ সৈন্যবাহিনীতে প্রাশিয়ার রীতি ও রণকৌশলও প্রবর্তন করতে চাইলেন এবং জার্মানি থেকে আনীত অফিসারদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করলেন। ফলে সামরিক বাহিনীতে পিটারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসন্তোষ দেখা দিলো। রক্ষী-বাহিনীর নায়কগণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করতে লাগলেন এবং তাঁরা পিটারের স্ত্রী জারিৎসা ক্যাথেরিনকেই সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। এ বিষয়ে ক্যাথেরিনের অমত ছিল না। স্বামীর অযোগ্যতা এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। চক্রান্তকারীরা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের এক শেষ রাতে ক্যাথেরিনকে শহরের উপকণ্ঠস্থ প্রাসাদ থেকে সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গে নিয়ে এলেন এবং তাঁকেই সম্রাজ্ঞী ব'লে ঘোষণা করলেন। রক্ষী-বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন থাকায় এতে কোনও অসুবিধা হ'লো না। পরদিন পিটার ক্রন্‌স্টাড অভিমুখে পলায়নের কালে পথে বন্দী হলেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করছেন এই মর্মে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু পরে তাঁকে হত্যা করা হ'লো এবং ক্যাথেরিন সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন নামে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

ক্যাথেরিন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন রুশদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। রাজকোষ ছিল শূন্য। সৈন্যদের বেতন সাত মাসেরও বেশী বাকী পড়েছিল। দুর্গগুলি ভেঙে পড়ছিল, নৌবহরের জাহাজগুলি নষ্ট হচ্ছিল কাজ ও মেরামতির অভাবে। শাসন ও বিচার বিভাগ অত্যাচার, জুলুম ও উৎকোচের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা পৌঁছেছিল চরমে। চারিদিকে অসন্তোষ ও অশান্তি ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। কসাক, কৃষক, ভূমিদাস ও কলকারখানার শ্রমিকরা বহুস্থলে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। জেলগুলি ভরে গিয়েছিল বন্দীতে।

ক্যাথেরিন বুঝেছিলেন, রুশদেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি খুবই দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি একদিকে যেমন সম্ভ্রান্তদের বহু সুযোগসুবিধা দিয়ে তাদের শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাইলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি জনসাধারণের কল্যাণ-



মহান্ ক্যাথেরিন

সাধনের ভাণ করতে লাগলেন। ঐ সময়ে ফ্রান্সের ভল্‌তের, মঁতেস্কিউ, দিদেরো প্রভৃতি দার্শনিকরা কল্যাণব্রতী রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করছিলেন। তাঁদের মত এই ছিল যে, উদার ও মহৎ রাজারাই সুশাসনের দ্বারা প্রজার কল্যাণ সাধন করতে পারবেন। তাঁদের এই মতবাদকে ক্যাথেরিন তাঁর স্বৈর শাসনের মুখোশ রূপে গ্রহণ করলেন। তিনি ভল্‌তের, দিদেরা প্রভৃতি দার্শনিকদের লেখা প'ড়েই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে লাগলেন। তাঁদের বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ইউরোপে এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে তিনি এই ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি একজন আদর্শ কল্যাণব্রতী শাসক এবং এইসব দার্শনিক তাঁর মতো শাসকের কথাই বলছেন। এইসব মনীষীদের কাছে লেখা পত্রে ক্যাথেরিন নিজের দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রায়ই মিছে কথা বলতেন। দারিদ্র্য, অনাহার ও অর্ধাহারে দেশ যখন মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, তখন তিনি ভল্‌তেরকে এক পত্রে জানান যে, রুশদেশে কেউ অনাহারে নেই, রুশদেশের কৃষকরা সকলেই রোজ মুরগী খেতে পায়, ইত্যাদি। ক্যাথেরিন ছিলেন ভণ্ড, ফরাসী দার্শনিকদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সম্পূর্ণ মৌখিক।

তবে ক্যাথেরিনের কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞীদের মতো নিষ্ক্রিয় বা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতেন না। শাসন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই স্থির করতেন। আইন ও নির্দেশাবলীর খসড়া তিনি নিজেই রচনা করতেন। সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর অনুরাগ। একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন।

ক্যাথেরিনের আমলে সম্ভ্রান্তরা সর্বাধিক সুযোগসুবিধা পেয়েছিলেন। তাই ক্যাথেরিনের আমলকে "সম্ভ্রান্তদের স্বর্ণ যুগ"

বলা যেতে পারে। সিংহাসন লাভের পরেই ক্যাথেরিন নিজ নিজ জমিদারের প্রতি কৃষকদের পরিপূর্ণ আনুগত্যের নির্দেশ জারী করেছিলেন। তিনি কৃষক সহ বিশাল বিশাল ভূসম্পত্তি সম্ভ্রান্তদের দিয়েছিলেন। তাঁর সিংহাসন লাভের জন্যে চক্রান্তে অংশগ্রহণকারী অর্লভ ভাইদের তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার কৃষক সহ ভূমি দান করেছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রিয়পাত্র ফীল্ড মার্শাল পোটেম্‌কিনকে তিনি চল্লিশ হাজারেরও বেশী কৃষক সহ জমি দেন। ক্যাথেরিন এইভাবে সম্ভ্রান্তদের প্রায় আট লক্ষ কৃষক সহ ভূমি দান করেছিলেন। অন্যান্য নানাভাবেও তিনি সম্ভ্রান্তদের শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন। তিনি সমস্ত রাজ্যকে পঞ্চাশটি গুবার্নিয়ায় ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেকটি গুবার্নিয়ায় প্রায় তিন লাখ ক'রে অধিবাসী থাকতো। গুবার্নিয়াগুলি আবার কতকগুলি "উইয়েজ্‌দ্‌" বা বিভাগে বিভক্ত ছিল। গুবার্নিয়াগুলির শাসনভার গভর্নরদের ওপর এবং উইয়েজ্‌দ্‌গুলির শাসনভার প্রধান কনস্টেবল বা কোতোয়ালের ওপর ন্যস্ত থাকতো। উইয়েজ্‌দ্‌গুলির শাসনকার্যে স্থানীয় সম্ভ্রান্তদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একটি পরিষদ্‌ বিশেষ অংশ গ্রহণ করতো। ফলে সম্ভ্রান্তরা কেবল জমিদার হিসাবে নয়, শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেও দেশে অসীম ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

ক্যাথেরিন সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেছিলেন (১৭৬২—১৭৯৬)। এই সুদীর্ঘকালে রুশদেশের ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। তাই দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের রাজত্বকাল রুশদেশের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। পোল্যাণ্ড বিভাগ, তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ, ক্রিমিয়া অধিকার ও পুগাচেভের বিদ্রোহ সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বারের পোল্যাণ্ড বিভাগ:

একদা পোল্যাণ্ড ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার নজর ছিল, প্রত্যেকেই চাইছিল পোল্যাণ্ডকে কবলিত করতে। পোল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র থাকলেও রাজার ক্ষমতা সেয়িম বা পরিষদ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হ'তো। আবার সেয়িমও "লিবেরাম ভেটো" নামে এক পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতো না। "লিবেরাম ভেটো" পদ্ধতি অনুসারে কোনও সিদ্ধান্ত একজনমাত্র সদস্যের বিরোধী ভোটের জোরে বাতিল হয়ে যেতো। যখন পরিষদ্ সর্বসম্মতিক্রমে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হ'তো, তখন তাও সকল সময়ে কার্যকরী করা সম্ভব হ'তো না। সম্ভ্রান্তদের সশস্ত্র সংঘ ছিল, তাঁরা বলপ্রয়োগে সেয়িমের সিদ্ধান্তকে বাতিল ক'রে দিতেন। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বে পোল্যাণ্ড অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পোল্যাণ্ড রাজ্য আয়তনের দিক থেকে বেশ বড়ো ছিল। তখনও পশ্চিম ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়া এবং বাল্‌টিকের তীরবর্তী বহু অঞ্চল পোল্যাণ্ডের অধীন ছিল। অস্ট্রিয়া পশ্চিম ইউক্রেন এবং প্রাশিয়া নিম্ন ভিস্টুলার তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করতে চাচ্ছিল। আর রুশদেশ ফিরে পেতে চাচ্ছিল পোল্যাণ্ড-অধিকৃত বিয়েলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের অংশ। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু হ'লে ক্যাথেরিন পোল্যাণ্ডের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাঁর মনোনীত প্রার্থী কাউন্ট স্তানিস্লাউস পানিয়াতোভ্‌স্কিকেই পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসালেন। কেবল তাই নয়, তিনি প্রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে পোলিশ সেয়িমের কাছে এই মর্মে দাবী জানালেন যে, রুশ অর্থোডক্স ধর্মমতে বিশ্বাসীদের ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের রোমান

ক্যাথলিকদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে। সেয়িম এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করলে পোল্যাণ্ডস্থ রুশ দূত রেপ্‌নিন পোলিশ পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে বন্দী ক'রে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন এবং সেয়িমকে রাশিয়ার দাবী মেনে নিতে বাধ্য করলেন। কিন্তু পোলিশ সম্ভ্রান্তদের একাংশ রুশ সরকারের এই দাবী মেনে নিতে রাজী হলেন না এবং একটি সশস্ত্র সংগঠন গ'ড়ে তুললেন। পোল্যাণ্ডে রুশ প্রভাব প্রতিহত করবার ইচ্ছায় ফ্রান্সও তাঁদের সাহায্য করতে লাগলো। তারা ইউক্রেনের অধিবাসীদের ওপর হামলা শুরু করলো। ফলে পোলিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে কসাক ও কৃষকরা বিদ্রোহ করলো। কিন্তু পাছে বিদ্রোহ রুশদেশেও ছড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে রুশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে এলেন। তাতে পোল্যাণ্ডের ওপর রুশ সরকারের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেলো এবং অচিরে সমগ্র পোল্যাণ্ড যে রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়বে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিলো। ফলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ভয় পেলো। তাই রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক পোল্যাণ্ডের কতকাংশকে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া, এই তিন রাজ্যের মধ্যে ভাগ ক'রে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন। রাশিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বারের পোল্যাণ্ড বিভাগ সম্পন্ন হ'লো। ভাগ-বাঁটোয়ারা অনুসারে প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডের কতকাংশ এবং বাল্‌টিক তীরস্থ পোল-অধিকারভুক্ত অঞ্চল লাভ করলো। ফলে প্রাশিয়ার পূর্বাংশ পশ্চিমাংশের সঙ্গে হ'লো সংযুক্ত। প্রাশিয়া ডান্‌জিগ ও থর্ন্‌ দাবী করলেও ক্যাথেরিনের আপত্তির ফলে তা সম্ভব হ'লো না। অষ্ট্রিয়া ইউক্রেনের অন্তর্গত গালিসিয়া এবং রাশিয়া বিয়েলোরাশিয়ার একাংশ পেলো।

তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৭৬৮-৭৪) :

পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধকেও ত্বরিত ক'রে তুললো। তুরস্কে ফ্রান্সের যিনি রাজদূত ছিলেন, তিনি তুরস্কের সুলতানকে বোঝালেন যে, পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্রভাববৃদ্ধি তুরস্কের বিপদের কারণ হবে। তাই এখন রাশিয়াকে সুযোগমতো আঘাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পোল্যাণ্ডে রুশ বাহিনীর একাংশ ব্যস্ত থাকায় এই সময়ে তুরস্ক রুশদেশের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লো। কন্‌স্তান্তিনোপলে অবস্থিত রুশ দূতের কাছে তুরস্কের সুলতান অবিলম্বে পোল্যাণ্ড থেকে রুশ সৈন্য অপসারিত করবার দাবী জানালেন। রুশ সরকার এই দাবী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে সুলতান রুশ দূতাবাসের কর্মচারীদের বন্দী করলেন।

ইউরোপে সকলের এই ধারণা ছিল যে, একই সঙ্গে তুরস্ক ও পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ চালানো রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হবে। ক্রিমিয়ার খান তুরস্কের অধীন ছিলেন। তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তাতার বাহিনী নিয়ে রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চলে হানা দিলেন। রাশিয়া দ্রুত তাতারদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলো। প্রাশিয়ার সঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যে বিখ্যাত রুশ সেনাপতি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই জেনারেল রুমিয়ান্‌ৎসেভের ওপর অভিযানের ভার প্রদত্ত হ'লো। তাঁর অধীনে সেনাপতিদের মধ্যে জেনারেল আলেকজান্দার সুভোরভও ছিলেন। তাতার ও তুর্কী বাহিনীর তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে রুশ বাহিনী অত্যন্ত দুর্বল ছিল। মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে রুমিয়ান্‌ৎসেভ প্রায় আশী হাজার তাতার সৈন্যের ও প্রায় দেড় লাখ তুর্কী সৈন্যের বাহিনীকে দানিয়ুব নদীর অন্যতম উপনদী কাগুলের তীরে একটি

যুদ্ধে পরাজিত করলেন (১৭৭০)। তুর্কী বাহিনী নীস্তার ও দানিয়ুব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছেড়ে স'রে যেতে বাধ্য হ'লো।

রুশ নৌবহরও ইতিমধ্যে বাল্‌টিক থেকে ইউরোপ প্রদক্ষিণ ক'রে ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের উপকূলে এসে পৌঁছেছিল। তুরস্কের নৌবহর অধিকতর-সংখ্যক ও বৃহত্তর রণতরীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রুশ নৌবহরের হস্তে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হ'লো। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বাহিনী সমগ্র ক্রিমিয়া অধিকার করলো। পর বৎসর তারা দানিয়ুব পার হয়ে অগ্রসর হ'লো দক্ষিণে। এই সামরিক অভিযানগুলিতে জেনারেল সুভোরভ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন।

তুরস্ক বাধ্য হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলো। ইতিমধ্যে দেশে কসাক নেতা পুগাচেভের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। তাই সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনও দ্রুত সন্ধি স্থাপনে রাজী হলেন। সন্ধির (১৭৭৩) শর্ত অনুসারে রাশিয়া নীপার ও বুগ নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল এবং ক্রিমিয়ার কার্চ লাভ করলো। কার্চ অধিকারে আসায় কার্চ প্রণালী দিয়ে কৃষ্ণ সাগরে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হ'লো। কৃষ্ণ সাগরে রুশ জাহাজগুলি এখন থেকে বৃটিশ ও ফরাসী জাহাজের মতোই চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা পেলো। তুরস্ক দার্দানেলেস ও বস্‌ফোরাস প্রণালীগুলি রুশ জাহাজের জন্যে উন্মুক্ত ক'রে দিতে বাধ্য হ'লো। ক্রিমিয়ার খান এখন থেকে তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হলেন এবং ক্রিমিয়ায় রুশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেলো।

পুগাচেভ বিদ্রোহ ঃ

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে কসাক নেতা স্তেফান রাজিনের নেতৃত্বে রুশদেশে এক ব্যাপক কৃষাণ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। আবার তেমনি

এক ব্যাপক কৃষাণ অভ্যুত্থান ঘটলো দন কসাক এমেলিয়ান পুগাচেভের নেতৃত্বে। একই গ্রামে স্তেফান রাজিন ও এমেলিয়ান পুগাচেভের জন্ম হয়েছিল। তাই বাল্যকাল থেকেই পুগাচেভ যে রাজিনের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এমেলিয়ান পুগাচেভ প্রথম জীবনে রুশ সৈন্য-বাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন, কিন্তু আর সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যান না, পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। তিনি দন, ভল্‌গা ও ইয়াইক (উরাল) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়ান। ঐ সব জায়গায় তাঁর সঙ্গে অসংখ্য পলাতক কৃষক, শ্রমিক ও নির্যাতিত রাস্‌কল্‌নিকদের পরিচয় হয়। এই সময় তিনি সাধারণ মানুষ কি চায়, তা বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পারেন।

শীঘ্রই পুগাচেভ কসাকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়াইক নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেন। রাজতন্ত্রের লোপ হবে এবং তার পরিবর্তে গণতন্ত্রের হবে প্রতিষ্ঠা, এমন কোনও ধারণা তখনো রুশ জন-সাধারণের মনে ছিল না। তারা চাইছিল এমন একজন মহানুভব রাজা, যিনি তাদের কল্যাণ করবেন, সম্ভ্রান্ত ও জমিদারদের করাল কবল থেকে তাদের করবেন উদ্ধার। সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন সম্ভ্রান্ত ও জমিদারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ায় জন-সাধারণের জীবন আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাই ক্যাথেরিনের ওপর গরীব শ্রমিক, কৃষক ও কসাকদের রাগ ও ঘৃণা থাকাই ছিল স্বাভাবিক। ক্যাথেরিন তাঁর স্বামী তৃতীয় পিটারকে বঞ্চিত ক'রে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। সেজন্যে জনসাধারণের মনে তৃতীয় পিটারের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি ছিল। তা ছাড়া, তৃতীয়

পিটারের প্রকৃত পরিচয় তারা জানতো না। ফলে তৃতীয় পিটার সম্পর্কে তাদের মনে ভালো ধারণাই ছিল। জনসাধারণের এই মনোভাবের কথা পুগাচেভ জানতেন। তাই তিনি আত্মপ্রকাশ ক'রে বললেন যে, ক্যাথেরিন তাঁর স্বামী তৃতীয় পিটারকে হত্যা করতে পারেন নি। তিনি জীবিত আছেন এবং তিনি নিজেই সেই তৃতীয় পিটার।

তখন দলে দলে কসাকরা এসে তাঁর বাহিনীতে যোগ দিতে লাগলো। পুগাচেভ তাঁর কসাক বাহিনী নিয়ে ইয়াইক নদী ধ'রে ওরেন বুর্গ শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে রুশ বাহিনীর যেসব ঘাঁটি ছিল, সেগুলির সেনারা নিজ নিজ অফিসারদের হত্যা বা বন্দী ক'রে পুগাচেভের বাহিনীতে এসে যোগ দিলো। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুগাচেভ ওরেনবুর্গ শহরের বাইরে এসে পৌঁছলেন। এই নগরদুর্গটি অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়ায় পুগাচেভ সহজে তা অধিকার করতে পারলেন না। তিনি ওরেনবুর্গ অবরোধ ক'রে রইলেন। এই অবরোধ প্রায় ছ মাস কাল স্থায়ী হয়েছিল।

পুগাচেভ বিদ্রোহের ঢেউ এক বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। ভল্‌গা, ইয়াইক ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে কাজাখ, কালমুক, তাতার, বাশ্‌কির, মারী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকেরা দলে দলে পুগাচেভের বাহিনীতে এসে যোগ দিতে লাগলো। রুশ কৃষক ও ভূমিদাসরাও এলো দলে দলে। খনি ও ধাতব দ্রব্য নির্মাণের কলকারখানাগুলি থেকে এলো শ্রমিকরাও। এইভাবে সারা ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের রুশ ও অরুশ অধিবাসীদের মধ্যে এক ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিলো। পুগাচেভ তৃতীয় পিটারের নামেই ইশ্‌তেহারগুলি জারী করলেন। তিনি জনসাধারণকে চাষের জমি, পশুচারণের জমি, বন এবং মাছ চাষ করবার

ও ধরবার উপযুক্ত নদ-নদী খাল-বিল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বললেন, তিনি চান জনসাধারণকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, সমগ্র দেশের সাধারণ অধিবাসীদের ওপর থেকে মাথা পিছু করের বোঝা নামাতে।

অবরুদ্ধ ওরেন্‌বুর্গ মুক্ত করবার জন্যে যে সরকারী বাহিনী পাঠানো হয়েছিল, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি পুগাচেভ তাকে পরাজিত করলেন। তাঁর এই জয় সাধারণ মানুষের মধ্যে অদম্য উৎসাহ এবং ধনী ও সম্ভ্রান্তদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করলো। বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্যে নূতন ক'রে সরকারী বাহিনী পাঠানো হ'লো। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুগাচেভ ওরেন্‌বুর্গের কাছে পরাজিত হলেন এবং দ্রুত বাশ্‌কিরিয়ায় চ'লে গেলেন। সেখানে রুশ কৃষক, বাশ্‌কির এবং খনি ও ধাতু দ্রব্য নির্মাণের কলকারখানার শ্রমিকরা দলে দলে তাঁর বাহিনীতে এসে যোগ দিলো। এই নব-গঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুগাচেভ কাজানের দিকে অগ্রসর হলেন। কাজান ছিল সমগ্র ভল্‌গা অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। কাজান অধিকার করতে পারলে, তা যে সমগ্র বিদ্রোহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে, পুগাচেভ তা জানতেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি কাজানের কাছে এসে পৌঁছলেন। গোড়ার দিকে তিনি কিছুটা সফল হ'লেও কাজানের উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে পরাজিত হলেন এবং ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল নিয়ে ভল্‌গার দক্ষিণ তীরে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণে স্তেপ্ অঞ্চলে পৌঁছলেন। তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নিঝ্নি নভ্‌গরদের দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র ভল্‌গা অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে উঠলো। শহরের পর শহর বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করলো। কৃষকরা দলে দলে পুগাচেভের বাহিনীতে এসে যোগ দিলো। তারা জমিদারদের হাতে-পায়ে বেঁধে পুগাচেভের কাছে আনলো। কিন্তু

জারের সুশিক্ষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বাহিনীর সম্মুখে বিদ্রোহী কৃষকরা বেশীদিন দাঁড়াতে পারলো না। পুগাচেভ বাধ্য হয়ে পেছু হঠতে লাগলেন এবং সরকারী ফৌজ তাঁকে খেদিয়ে নিয়ে চললো। পুগাচেভ পেন্‌জা, সারাটভ্‌ ও কামিশিনের পথে জারিৎসিনে এসে পৌঁছলেন। সরকারী ফৌজ তাঁকে সেখানে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলো। পুগাচেভ সামান্যসংখ্যক কসাক সঙ্গে নিয়ে ভল্‌গা অতিক্রম ক'রে কোনও ক্রমে স্তেপ্‌ অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি ইয়াইক অঞ্চলে পালাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। জারিৎসিনে পরাজিত হবার পর ক্রমেই তাঁর সমর্থকরা তাঁকে ত্যাগ করছিল। কসাকরাও তাঁর বিরোধিতা শুরু করেছিল। কসাকদের একদল প্রধান তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বন্দী করলো এবং হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে সরকারী ফৌজের হাতে তুলে দিলো। বন্দী পুগাচেভকে একটি কাঠের খাঁচায় পুরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মস্কো আনা হ'লো। সেখানে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এইভাবে পুগাচেভ বিদ্রোহের অবসান ঘটলো। বলৎনিকভ, স্তেফান রাজিন ও বুলাভিনের নেতৃত্বে কৃষক অভ্যুত্থানগুলির মতো এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হ'লো। কিন্তু দেশের জনসাধারণ এমেলিয়ান পুগাচেভের কথা ভুললো না। তাদের অসংখ্য গল্পে ও গাথায় তিনি অমর হয়ে রইলেন।

পুগাচেভের বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লেও তা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানলো। তবে এর প্রতিক্রিয়ারূপে ক্যাথেরিন সম্ভ্রান্তদের আরো শক্তিশালী ক'রে তুলতে চেষ্টা করলেন। কসাকদের অধিকার আরও সংকুচিত করা হ'লো।

ক্রিমিয়া অধিকার ঃ

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে যে সন্ধি হয়েছিল, তার ফলে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী স্তেপ্‌ অঞ্চল ও ক্রিমিয়াকে সাম্রাজ্য-

ভুক্ত করবার সুযোগ পেয়েছিল। কৃষ্ণ সাগরের উপর অবাধ অধিকার বিস্তারের জন্যে তা ছিল অপরিহার্য। সন্ধির শর্ত অনুসারে ক্রিমিয়ার খানকে স্বাধীন ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেও রুশ সরকার খান পরিবারের গৃহবিবাদের সুযোগ গ্রহণ করলেন। ঐ পরিবারের শাগিন গিরাই নামে এক ব্যক্তি রুশ সরকারের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাকে বিতাড়িত ক'রে রুশ সরকার ক্রিমিয়াকে সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে নিলেন।

ক্রিমিয়া অধিকারের পর কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল রাশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হ'লো। ঐ অঞ্চলের নূতন নাম হ'লো "নভোরাশিয়া" বা নব রাশিয়া। ঐ অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় রুশ জমিদাররা দ্রুত এসে নিজ নিজ সুবিধামতো জমি অধিকার করলো। স্থানীয় তাতার অধিবাসীরা অনেকে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে, এমন কি দেশ ছেড়ে তুরস্কে, চলে যেতে বাধ্য হ'লো। নূতন অধিবাসীতে ভ'রে গেলো ঐ অঞ্চল। রাশিয়ার মধ্য অঞ্চল থেকে বহু রুশ কৃষককে ওখানে যেতে বাধ্য করা হ'লো। তা ছাড়া, গ্রীক, আর্মেনীয় ও স্থানীয় তাতার অধিবাসীরাও ছিল। সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র জেনারেল পোটেম্‌কিন সমস্ত নববিজিত অঞ্চলের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন। ঐ অঞ্চলে বহু সমৃদ্ধ শহরও গ'ড়ে উঠলো। ক্রিমিয়ার সেবাস্তপলে একটি শক্তিশালী নৌঘাঁটি স্থাপিত হ'লো। নীপার নদীর মোহানায় নির্মিত হ'লো খেরসন দুর্গ।

তুরস্কের সঙ্গে আবার যুদ্ধ :

তুরস্ক যে ক্রিমিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে রুশ অধিকার বিস্তার নীরবে সহ্য করবে না, ক্যাথেরিন তা জানতেন। তাই তিনি তুরস্কের সঙ্গে সম্ভাবিত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে

লাগলেন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্র হিসাবে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করলেন। রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ফ্রান্স খুবই ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তার প্ররোচনায় তুরস্ক ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। নীপার নদীর মুখে কির্‌বার্ন নামে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করার পর তুরস্কের সৈন্যবাহিনী রুশ সেনাপতি সুভোরভের হাতে পরাজিত হয়ে সমুদ্রে ফিরে যেতে বাধ্য হ'লো। পর বৎসর অষ্ট্রিয়াও রাশিয়ার পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলো। রুশ বাহিনী জেনারেল পোটেম্‌কিনের সেনাপতিত্বে তুরস্কের অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ ওচাকভ অধিকার করলো। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল সুভোরভ আরও দুটি যুদ্ধে তুরস্ককে পরাজিত করলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া তুরস্কের সঙ্গে এক সন্ধি ক'রে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালো। রাশিয়া একাই যুদ্ধ চালিয়ে গেলো। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রুশবাহিনী দানিয়ুব নদীর মুখে অবস্থিত তুর্কী দুর্গ ইসমাইল অবরোধ করলো। সৈন্যসংখ্যার অল্পতা এবং অন্যান্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সুভোরভ ইসমাইল অধিকার করলেন। এই যুদ্ধে প্রায় ছাব্বিশ হাজার তুর্কী সেনা নিহত হ'লো।

কয়েকটি নৌযুদ্ধেও রাশিয়া তুরস্ককে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। নৌ-সেনাপতি উশাকভ কয়েকটি যুদ্ধে তুরস্কের নৌবহরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেন।

ফলে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্ক সন্ধি করতে বাধ্য হ'লো (১৭৯১)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে তুরস্ক দক্ষিণ বুগ নদী ও নীস্তার নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল রাশিয়াকে ছেড়ে দিলো এবং ক্রিমিয়াকে রুশ সাম্রাজ্যের অংশ ব'লে স্বীকার ক'রে নিলো। এইভাবে শতাব্দীকাল সংগ্রামের পর কৃষ্ণ সাগরের পথ রুশদেশের জন্যে উন্মুক্ত হ'লো।

সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধ:

তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়া যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় এই সুযোগে সুইডেন রুশ-অধিকৃত বাল্‌টিক তীরবর্তী অঞ্চল হস্তগত করতে চাইলো। কিন্তু সুইডেনের এই অভিপ্রায় পূর্ণ হ'লো না। রুশ বাহিনীর বীরত্বে তার সকল চেষ্টা হ'লো ব্যর্থ। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন বাধ্য হয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করলো। সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয় পক্ষের নিজ নিজ পূর্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রইলো।

ফরাসী বিপ্লব ও বিপ্লবী চিন্তাধারা:

ক্যাথেরিনের শাসনকালের শেষভাগে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, ফরাসী বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবের ফলে দুনিয়ায় প্রায় হাজার বৎসর আধিপত্য করবার পর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা নূতন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এর পূর্বে হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটলেও সেগুলি ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আতঙ্কের কারণ হয়নি। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব কেবল ফ্রান্সের স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে নয়, সারা ইউরোপের স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে কঠিন আঘাত হেনেছিল। তাই সারা ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ক্যাথেরিন এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রগণ্যা। তিনি বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্যে প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও সুইডেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান। তিনি বলেন, যারা জুতো তৈরি করে, তারা রাজ্য শাসন করবে, এ কখনও হ'তে দিতে পারা যায় না। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে ইউরোপের রাজা-রানীদের মধ্যে ক্যাথেরিনই সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ফ্রান্স থেকে রুশদের দেশে আনানো হয় এবং বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল সকল ফরাসীকে ক্যাথেরিন রুশদেশ থেকে

বিতাড়িত করেন। অন্যপক্ষে প্রতিবিপ্লবী ফরাসী সম্ভ্রান্তদের তিনি রুশদেশে আশ্রয়, চাকরি, বৃত্তি, প্রাসাদ, এমন কি জমিদারিও, দেন।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের যে অগ্নিময় বাণী প্রচার করছিল, তা রুশদেশেও প্রবেশ লাভ করেছিল। রুশদেশের বহু প্রগতিশীল চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বাণীমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আলেকজান্দার রাদিশ্চেভ ও নিকোলাই নভিকভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাদিশ্চেভের রচনা প'ড়ে ক্যাথেরিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে "পুগাচেভের চেয়েও ভয়ংকর দুর্বৃত্ত" ব'লে অভিহিত করেন। আদালতের বিচারে রাদিশ্চেভের প্রাণদণ্ড হয়। পরে তাঁর এই দণ্ড হ্রাস করা হ'লে তিনি দশ বৎসরের জন্যে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হন। ক্যাথেরিনের আদেশে রাদিশ্চেভের রচনা পুড়িয়ে ফেলা হয়। ক্যাথেরিনের মৃত্যুর পর সম্রাট পল রাদিশ্চেভকে সাইবেরিয়া থেকে ফিরে আসবার অনুমতি দেন। রাদিশ্চেভ ফিরে এসে আবার ভূমিদাস প্রথা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন। পুনরায় তাঁর নির্বাসিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁর দেহ ও মন ভেঙে পড়ে। তিনি বিষপান ক'রে আত্মহত্যা করেন (১৮০২)।

নভিকভও দেশে নূতন চিন্তাধারা প্রচারের চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টায় বহু বিদ্যালয়, মুদ্রণালয় ও প্রকাশনালয় স্থাপিত হয়। তিনি দিদেরো, রুশো, ভল্‌তের প্রভৃতি ফরাসী মনীষীদের বহু পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মস্কোয় সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তিনি কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ দেশের শাসনব্যবস্থা ও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। ক্যাথেরিনের আদেশে নভিকভ শ্লুসেল্‌বুর্গ দুর্গে বন্দী হয়ে থাকেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং তাঁর প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ সরকার কর্তৃক

বাজেয়াপ্ত হয়। পরে সম্রাট পলের রাজত্বকালে নভিকভ মুক্তি পেলেও দুঃস্থ, অসুস্থ ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৮১৮)।

দ্বিতীয় বার পোল্যাণ্ড বিভাগ :

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব পোল্যাণ্ডেও বিস্তার লাভ করেছিল। কেবল তাই নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো পোল্যাণ্ডেও বুর্জোয়া শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা পোল্যাণ্ডের এই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থাকে নীরবে মেনে নিলো না। তারা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোল্যাণ্ডকে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলো। তাদের নেতারা ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে পোল্যাণ্ডের জন্যে এক নূতন সংবিধান রচনা করলেন। এই সংবিধান অনুসারে রাজা-নির্বাচন এবং "লিবেরাম ভেটোর" প্রথা তুলে দেওয়া হ'লো। সেয়িমের প্রতিনিধিদের সাধারণ সংখ্যাধিক্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হ'লো। লিথুয়ানিয়া রাজ্যকে সরাসরি পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হ'লো। কিন্তু এই সংবিধান পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। ফলে পোল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধলো। পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনের কাছে আবেদন জানালো। পোল্যাণ্ডকে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ক্যাথেরিন দ্রুত পোল্যাণ্ডে এক লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। পোলিশ সেয়িম রুশ বাহিনীর প্রতিরোধের জন্যে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু সামরিক শক্তিতে দুর্বল পোল্যাণ্ডের পক্ষে তা সম্ভব হ'লো না। রুশ বাহিনীর সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীলরাই রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করলো। পোলিশ বাহিনীর জেনারেল কশিউস্কো

সহ ৩রা মের সংবিধানের সমর্থকরা দেশত্যাগ ক'রে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

প্রাশিয়াতেও ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ লেগেছিল। তাই প্রাশিয়াও এখন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলালো। প্রাশিয়া ও রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে আর এক দফা গ্রাস করতে চাইলো। প্রাশিয়ান বাহিনী পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়লো এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় দফা বিভাগ সমাপ্ত হ'লো। এই বারের ভাগ-বাঁটোয়ারা অনুসারে রাশিয়া মিন্‌স্ক্‌, ভল্‌হিনিয়া ও পদোলিয়া সহ বিয়েলোরাশিয়ার একাংশ লাভ করলো। ঐ অংশে প্রায় তিরিশ লক্ষ বিয়েলোরুশ ও ইউক্রেনীয়রা বাস করতো। প্রাশিয়া পেলো পোজ্‌নান, কালিস, বেস্তোচোয়া, থর্ন্‌ ও ডানজিগ। ঐসব জায়গার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল পোলিশ। পোল্যাণ্ড ব'লে যা অবশিষ্ট রইলো, তাকেও ৩রা মের সংবিধান বাতিল করতে বাধ্য করা হ'লো।

তৃতীয় বার পোল্যাণ্ড বিভাগ :

কিন্তু পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর একাংশ স্বদেশের এই অঙ্গচ্ছেদকে সহজে স্বীকার ক'রে নিলো না। তারা রুশ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লাগলো। জেনারেল কশিউস্‌কো গোপনে দেশে ফিরে এসেছিলেন। তিনিই এই চক্রান্তের নেতৃত্ব করতে লাগলেন। তিনি ক্রাকাউয়ে বিদ্রোহ করলেন এবং বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে রুশ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হ'লো। কশিউস্‌কোর নেতৃত্বে ওয়ারশতে একটি অন্তর্বর্তিকালীন সরকারও প্রতিষ্ঠিত হ'লো। পোল্যাণ্ডের কৃষকরা সুযোগ-সুবিধা পাবে, এই আশায় বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু কশিউস্‌কো তাদের জন্যে কিছুই করলেন না। তাই কৃষকরা দলে দলে হতাশ

হয়ে বিদ্রোহী বাহিনী থেকে স'রে গেলো। লিথুয়ানিয়ায় বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ভিল্‌নোতে একটি অন্তর্বর্তিকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ওয়ারশ ও ভিল্‌নোর দুই বিদ্রোহী সরকার মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারলেন না। ফলে রুশ ও প্রাশিয়ান বাহিনীর সুবিধাই হ'লো। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রাশিয়ান বাহিনী ক্রাকাউ এবং আগস্ট মাসে রুশ বাহিনী ভিল্‌নো অধিকার করলো। অক্টোবর মাসে জেনারেল সুভোরভ ওয়ারশ বিধ্বস্ত করলেন।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গৃহীত হ'লো। তারপর রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডকে তৃতীয় দফায় ভাগ ক'রে নিলো (১৭৯৫)। এইবারের বিভাগ অনুসারে ভল্‌হিনিয়ার পশ্চিমাংশ, কুর্‌দিয়া সহ লিথুয়ানিয়া ও ক্যুরল্যাণ্ড রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত হ'লো। ওয়ারশ সহ পোল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অংশ পেলো প্রাশিয়া এবং ক্রাকাউ সহ পোল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ পেলো অষ্ট্রিয়া। স্বাধীন রাজ্যরূপে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব আর রইলো না।

বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি বিরোধিতা :

স্বাধীন পোল্যাণ্ড নিশ্চিহ্ন হ'লেও রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে অনেকখানি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'লো। এই তিনটি রাজ্যই ছিল রাজতন্ত্রের প্রবল ঘাঁটি। এরা একযোগে এখন বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। ইউরোপে অবশিষ্ট শক্তিশালী রাজতন্ত্রী দেশ ছিল ইংল্যাণ্ড। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথেরিন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও মিত্রতাসূচক সন্ধি করলেন। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযানে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাঠাতে স্বীকৃত হ'লো। ক্যাথেরিন স্থির করলেন, জেনারেল সুভোরভের অধীনে ষাট হাজার সৈন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পাঠাবেন। কিন্তু তিনি তাঁর

এই বিপ্লব-বিরোধী পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার সুযোগ পেলেন না। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হ'লো।

জার প্রথম পল (১৭৯৬-১৮০১) ঃ

ক্যাথেরিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম পল রাশিয়ার জার হলেন। পলের সঙ্গে তাঁর মার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। ক্যাথেরিনের সিংহাসনে আরোহণকে পল তাঁর নিয়মসংগত উত্তরাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ ব'লে করতেন। ক্যাথেরিনও তাঁর পুত্রকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে মনে করতেন এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে দূরে রাখতেন। ফলে পল সামরিক বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তিনি মহান্ পিটার, রুমিয়ান্‌ৎসেভ ও সুভোরভ-প্রবর্তিত সামরিক নীতি-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন সামরিক বিষয়ে দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক-প্রবর্তিত রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধ'রে রাশিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাই সামরিক বিভাগ রুশ রাষ্ট্রের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। পল সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই সামরিক বিভাগে তাঁর পছন্দসই প্রাশিয়ান রীতিনীতি প্রবর্তন করলেন। প্রাশিয়ান সামরিক কৌশল যে রুশ সৈন্যদের যন্ত্রে পরিণত ক'রে ফেলবে, তাদের ব্যক্তিগত বীরত্ব, বুদ্ধি ও উৎসাহ যে লোপ পাবে, ফীল্ড মার্শাল সুভোরভ তা খুব ভালো ক'রেই জানতেন। তাই তিনি সম্রাটের সামরিক বিভাগে এইসব সংস্কার প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেজন্যে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পল তাঁকে তাঁর সামান্য জমিদারি কন্‌চান্‌স্কোয়েতে অন্তরীণ ক'রে রাখেন।

পল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ

প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তাঁর খামখেয়াল ও বদমেজাজ তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরদেরও আতঙ্কের কারণ ছিল। তাঁর এই অপ্রকৃতিস্থতা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং তাই তাঁর মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণে পরিণত হয়।

পল চার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই কয়েক বৎসরে তিনি তাঁর মা সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন-প্রবর্তিত বহু ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে বাতিল ক'রে নিজের ইচ্ছামতো নূতন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা চালু করেছিলেন। তিনি খুশিমতো তাঁর প্রিয় সম্ভ্রান্তদের বহু ভূমি ও সরকারী ভূমিদাস বকশিস হিসাবে দান করলেও তিনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অধিকার অনেকখানি সংকুচিত করেছিলেন। সম্ভ্রান্তদের সামরিক বিভাগে কাজ করবার বাধ্যতামূলক নীতি পুনরায় প্রবর্তিত করা হয়। যেসব সম্ভ্রান্ত সৈন্যদলে কাজ করতে আপত্তি করতেন বা ঐরূপ কাজ এড়াতে চাইতেন, তাঁদের তিনি রাজধানী থেকে নির্বাসিত করবার ব্যবস্থা করেন। ভূমিদাস প্রথা সম্পর্কে তিনি মূলত তাঁর মায়ের নীতি অনুসরণ করলেও কয়েকটি কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে ভূমিদাসদের সপ্তাহে তিন দিনের বেশী খাটানো ও রবিবারে খাটানো নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন। তবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তাঁর এই নির্দেশ কার্যকরী হয় না। সম্ভ্রান্তরা ভূমিদাসদের আরও কঠোরভাবে খাটাতে থাকেন। গৃহকার্যে নিযুক্ত ভূমিদাসরা প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

পলের বৈদেশিক নীতি :

সম্রাট পল তাঁর মা ক্যাথেরিন কর্তৃক অনুসৃত বৈদেশিক নীতিরও আমূল পরিবর্তন করেন। পল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধাবস্থা বর্তমান ছিল। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই তিনি রুশদেশকে যুদ্ধশেষে "বিশ্রাম

দেওয়ার” নীতি ঘোষণা করেন। ক্যাথেরিন আবশ্যিকভাবে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদানের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা তিনি বাতিল ক'রে দেন এবং ইংরেজ রাজদূতকে জানান যে, তিনি ক্যাথেরিন-প্রতিশ্রুত সৈন্য সাহায্য দিতে পারবেন না। অবশ্য, বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি তাঁর বিরোধিতাও তিনি সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন। এই অবস্থায় যে-রুশবাহিনী উত্তর সাগরে নিযুক্ত ছিল, ইংল্যাণ্ড তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে রাশিয়াকে পরিপূর্ণভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নামাবার জন্যে তারা অন্য উপায়ে চেষ্টা করতে থাকে। মাল্টাদ্বীপ ভূমধ্যসাগরে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নেপোলিয়ন মিশর অভিযানের পথে মাল্টা অধিকার করেছিলেন। মাল্টীয় সংস্থার অধিকারে ছিল মাল্টা। মস্কোর সঙ্গে মাল্টীয় সংস্থার যোগাযোগ ছিল। মাল্টীয় সংস্থা পলের কাছে সাহায্য চাইলো এবং পলকে সংস্থার গ্র্যাণ্ড মাস্টার বা প্রধান অধিনায়ক উপাধিতে ভূষিত করলো। পল তাঁর মা ক্যাথেরিনের মতোই কৃষ্ণ ও ভূমধ্য-সাগরে রুশ আধিপত্য বিস্তারের জন্যে বিশেষভাবে উৎসুক ছিলেন। এ বিষয়ে পলের পূর্ববর্তীরা বারবার তুরস্কের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। মিশর ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ। নেপোলিয়ন মিশরে অভিযান করায় শত্রুতার পরিবর্তে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী হ'লো। নৌসেনাপতি উশাকভ ছিলেন কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত রুশ নৌবহরের অধিনায়ক। পল তুরস্ককে সাহায্য করবার জন্যে তাঁকে নির্দেশ দিলেন। উশাকভ মাত্র দেড় মাসের মধ্যে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জের চারটি ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করলেন (১৭৯৮)। কর্ফু দ্বীপের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটিও রুশ অধিকারে এলো। কর্ফুর দ্রুত পতনের ফলে ইউরোপে রুশ নৌবহরের মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো। উশাকভও নৌ-সেনাপতি হিসাবে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হলেন। কর্ফু বিজয়ের

পর রুশ বাহিনী দক্ষিণ ইতালিতে অবতরণ করলো। এখানে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছিল। রুশ নৌবাহিনী এই বিদ্রোহ সমর্থন করলো এবং নাপ্‌ল্‌স্ ও রোম অধিকার করলো।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক ও নাপল্‌স্ রাজ্য নূতন ক'রে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'লো। পল আগেই অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করবার জন্যে বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এখন তিনি নাপল্‌সের রাজাকে সাহায্য করবার জন্যে এগারো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠালেন। রিম্‌স্কি-কোর্সাকভের সেনাপতিত্বে তৃতীয় একটি সেনাদলও পাঠানো হ'লো।

উত্তর ইতালিতে মিত্রপক্ষের মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ। কিন্তু বয়সে তিনি ছিলেন যেমন তরুণ, সামরিক ব্যাপারেও ছিলেন তেমনি অনভিজ্ঞ। তাই অষ্ট্রিয়া সরকার তাঁর সহকারী ও পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবার জন্যে সুবিখ্যাত রুশ জেনারেল সুভোরভকে পাঠাবার জন্যে পলকে অনুরোধ করলেন। সামরিক বিষয়ে সংস্কার নিয়ে সুভোরভ জারের অপ্রীতি-ভাজন হয়ে ঐ সময় তাঁর গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন। পল মিত্রপক্ষের অনুরোধ রাখবার জন্যে সুভোরভকে পুনরায় পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে পাঠালেন। সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ফরাসী সেনাপতিরা প্রায় সকলেই সুভোরভের হাতে পরাজিত হলেন। উত্তর ইতালি ফরাসীদের কবল থেকে মুক্ত হ'লো। কিন্তু ইতালিতে রাশিয়ার এই শক্তিবৃদ্ধি তার মিত্ররা, বিশেষিত অষ্ট্রিয়া, পছন্দ করলো না, সুভোরভকে ইতালি থেকে অন্যত্র সরাবার কথা ভাবলো। ঐ সময় জেনারল রিম্‌স্কি-

কোর্সাকভের অধীনে রুশ বাহিনী সুইজারল্যাণ্ডেও যুদ্ধ করছিল। সুইজারল্যাণ্ডস্থ রুশ বাহিনীকে সাহায্য করবার অছিলায় সুভোরভকে সেখানে পাঠানো হ'লো। সেণ্ট গট্‌হার্ড গিরিবর্ত্মের মধ্যে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে সুভোরভ আল্পস্ পর্বত পার হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করলেন। দুস্তর গিরিপথ ও শত্রুকে পরাভব করতে গিয়ে এই সময় বহু হাজার রুশসৈন্য প্রাণ দিলো।

পল তাঁর মিত্রদের স্বার্থপরতা সম্পর্কে শীঘ্রই সচেতন হয়ে উঠলেন এবং তাদের হাতের ক্রীড়নক হ'তে আর চাইলেন না। তিনি সুভোরভকে অবিলম্বে সসৈন্যে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে নির্দেশ দিলেন।

ভূতপূর্ব মিত্র ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক শীঘ্রই তিক্ত হয়ে উঠলো। ইংল্যাণ্ড মাল্টা অধিকার করলে পল রুশ বন্দরে অবস্থিত সমস্ত বৃটিশ পোত ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করবার নির্দেশ দিলেন। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সুযোগকে নেপোলিয়ন কাজে লাগালেন। তিনি রাশিয়ার বন্ধুত্বের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে মাল্টা উদ্ধার ক'রে রাশিয়ার হাতে অর্পণ করতে এবং বন্দী রুশ সৈন্যদের সুসজ্জিত অবস্থায় মুক্তি দিতে চাইলেন। পল নেপোলিয়নের এই বন্ধুত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফরাসী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা অধিকার ক'রে যে সামরিক একনায়ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পল তার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের বিলুপ্তির আভাসও পেয়েছিলেন। তাই নেপোলিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী বিপ্লব উভয়কে আঘাত দেবে, এই আশায় পল দ্রুত নেপোলিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের উভয়ের মধ্যে সন্ধির শর্তাবলী ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান সম্পর্কে পত্রবিনিময়

চললো। ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়ে একযোগে ভারতে বৃটিশ অধিকার লোপ করবার জন্যে অগ্রসর হবেন স্থির হ'লো। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পল দন কসাকদের একটি বাহিনীকে ওরেনবুর্গের মধ্য দিয়ে বোখারা ও খিবার পথে সিন্ধুদেশে পৌঁছতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই অভিযানের জন্যে যে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তার কিছুই করা হয় নি। এমন কি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় মানচিত্রাদিও ছিল না। রুশ সীমান্তে গিয়ে পৌঁছবার আগেই মরুভূমিতে সৈন্যদলের অর্ধেক ঘোড়া মারা গেল। পলের মৃত্যুর পর অবিলম্বে এই সৈন্যবাহিনীকে ফিরে আসবার জন্যে আদেশ দেওয়া হয়। পল তাঁর জীবনের শেষ কয়েক মাসে ককেসাসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কেও উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং এই অঞ্চলকে ভারত ও ইরানে যাওয়ার সম্ভাব্য পথে পরিণত করতে চান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে তিনি ইশ্‌তেহারের দ্বারা রাশিয়ার সঙ্গে জর্জিয়ার স্বেচ্ছায় মিলন ঘোষণা করেন।

পলের মৃত্যু :

পলের বৃটিশবিরোধী নীতির প্রতিক্রিয়া ইংল্যাণ্ডে ও রাশিয়ায়, উভয়ত্রই দেখা দিলো। ইংল্যাণ্ড বাল্টিক সমুদ্রে একটি নৌবহর পাঠালো। সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গে যে বৃটিশ প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি পলের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাশিয়া থেকে শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ইংল্যাণ্ডে রফ্‌তানী হ'তো। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঐসব দ্রব্যের বাজার নষ্ট হ'লো। ফলে রুশ জমিদাররা পলের বৃটিশবিরোধী নীতি সমর্থন করলো না। কেবল তাই নয়, পলের বদ্‌মেজাজ, অস্থিরচিত্ততা ও নৃশংসতা তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরদের মনেও বিরুদ্ধ মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল।

অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে থাকতেন। কখন তাঁরা সামান্য কারণে সম্রাটের বিরাগভাজন হবেন এবং তাঁদের মান-মর্যাদা, এমন কি জীবন, বিপন্ন হবে, এই ছিল সর্বদা তাঁদের ভয়। ফলে কাউন্ট পিটার পাহ্‌লেনের নেতৃত্বে পলের কয়েকজন পারিষদ ও সামরিক কর্মচারী একটি চক্রান্ত গ'ড়ে তুললেন। ঐ সময়ে পলের পুত্র আলেকজান্দারের বয়স ছিল চব্বিশ বছর। তিনি এই চক্রান্ত সম্পর্কে জেনেও নীরব রইলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪-এ মার্চ তারিখে রাত্রিতে চক্রান্তকারীরা পলের শয়নকক্ষে ঢুকে তাঁকে হত্যা করলো। আলেকজান্দার পিতার সিংহাসনচ্যুতি কামনা করেছিলেন, কিন্তু তা যে হত্যার দ্বারা সংঘটিত হবে, তা তিনি আশা করেন নি। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কাউন্ট পাহ্‌লেন তাঁর মূর্ছা ভাঙিয়ে বললেন, "এ দুর্বলতা শিশুর শোভা পায়, জারের শোভা পায় না।" পলের মৃত্যুর পর আলেকজান্দার রাশিয়ার সিংহাসনে বসলেন।

এইভাবেই রাশিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস শেষ হ'লো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশ সমাজ ও সভ্যতা

জনসংখ্যা :

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রুশদেশে জনসংখ্যা নির্ণয়ের কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জনসংখ্যা প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পায়—আড়াই কোটি থেকে তিন কোটি সত্তর লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল রুশদেশের আয়তন বৃদ্ধি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশ সাম্রাজ্যের আয়তন বিস্তার লাভ ক'রে প্রায় তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার বর্গ মাইল হয়েছিল। রুশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত ছিল সতেরো হাজার মাইল। কেবল ভৌগোলিক কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণেও এইরূপ দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। ক্রমাগত যুদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায় হওয়া সত্ত্বেও রুশদেশে জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জনসংখ্যা প্রায় ছ'কোটি আশি লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রুশদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বাস করতো। তখনো শহরগুলি তেমন জনবহুল হয়ে ওঠে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশদেশের শহরগুলির জনসংখ্যা একুনে ছিল প্রায় পাঁচ লাখ। মানে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র সাড়ে তিন ভাগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহরগুলির অধিবাসীর সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়তে থাকে। রুশ শহরগুলির জনসংখ্যা ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিন লক্ষ আটশ হাজার, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে আট লক্ষ দু হাজার এবং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তেরো লক্ষ এক হাজার ছিল।

কৃষি ও কৃষকদের অবস্থা :

রুশদেশের জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল কৃষক। কৃষিই ছিল রুশ জাতির প্রধান জীবিকা। দেশের কৃষিব্যবস্থা ভূমিদাস প্রথার ভিত্তিতে গঠিত ছিল। রুশ দেশের সমগ্র কৃষকসংখ্যার অর্ধেক ছিল সম্ভ্রান্ত বা জমিদারদের ব্যক্তিগত ভূমিদাস। সরকার, জার ও রাজপরিবারের লোকেরাও বিপুলসংখ্যক ভূমিদাসের অধিকারী ছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথেরিন মঠগুলির জমিদারি বাজেয়াপ্ত করেন। তখন ঐসব জমিদারির ভূমিদাসরা সরকারের "অর্থনৈতিক বিভাগ" নামে একটি বিভাগের অধীন হয়।

ভূমিদাসদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ভূমিদাসদের মধ্যে দু' রকম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উত্তরের অরণ্য অঞ্চলে যেখানে জমির উৎপাদিকা শক্তি খুবই অল্প, সেখানে জমিদাররা ভূমিদাসদের দিয়ে নিজ নিজ জমি চাষ না করিয়ে তাদের কাছ থেকে "অব্রক" বা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিতেন। অন্যপক্ষে, দক্ষিণের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে যেখানে জমির উর্বরতা খুব বেশি, সেখানে জমিদাররা ভূমিদাসদের দিয়ে নিজ নিজ জমি চাষ করাতেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো "বার্স্‌চিনা"। সরকার ভূমিদাসদের সপ্তাহে তিন দিনের বেশি ও ছুটির দিনে জমিদারের জমিতে কাজ করানো নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এই নিষেধ প্রায়ই অমান্য করা হ'তো। জমিদাররা ভূমিদাসদের সপ্তাহে তিন দিনের বেশিও কাজ করতে বাধ্য করতেন। ভূমিদাসরা অনেক ক্ষেত্রে কেবল ছুটির দিনে ছাড়া নিজের জমিতে কাজ করবার সুযোগ পেতো না। ফলে বার্স্‌চিনা ভূমিদাসের অবস্থা জমিদারের জুলুমের ফলে একান্ত দুঃসহ ছিল।

যেসব ভূমিদাস "অব্রক" বা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতো, তারা জমিদারকে দেয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে প্রায়ই গ্রাম ছেড়ে ছুতার,

কামার, গাড়োয়ান, ফিরিওয়ালা বা কারখানার মজুরের কাজ করতো। দেশে কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হ'তে থাকায় "অব্‌রক" ভূমিদাসদের অবস্থা "বার্স্‌চিনা" ভূমিদাসদের চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল। সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের আমলে অব্‌রক ভূমিদাসের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছিল।

ভূমিদাসদের কাজের সময়ের কোনও রকম নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকায় জমিদাররা তাদের যতোক্ষণ ইচ্ছা খাটাতেন। সাধারণত কৃষকরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হ'তো। জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার অধিকার ছিল না তাদের। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন ক'রে ক্যাথেরিন জমিদারদের তাঁদের অধীন "উদ্ধত" কৃষকদের নির্বাসিত করবার অধিকার দিয়েছিলেন। দু বছর বাদে আর একটি রাজাদেশের জোরে জমিদারের বিরুদ্ধে কোনও রকম অভিযোগ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষকদের ক্রয়-বিক্রয় একটি সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জমিদাররা প্রায়ই তাঁদের অধীন কৃষকদের ভূমি থেকে বিচ্যুত ক'রে ক্রয়-বিক্রয় করতেন। অর্থাৎ ভূমিদাসরা ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। কৃষকদের সমগ্র পরিবার, এমন কি সমগ্র গ্রামও, বেচা-কেনা হ'তো। স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে, ছেলেমেয়েকে বাপ-মার কাছ থেকে, নিয়েও পৃথকভাবে বিক্রয় করা চলতো। স্ত্রী-পুরুষ, বয়স, দৈহিক গঠন ও শক্তি এবং কার্যনৈপুণ্য ও পেশা হিসাবে কৃষকদের দাম ঠিক হ'তো। এক-একটি বালিকা মাত্র দশ রুবল দামেও বেচাতো। জমিদাররা তাঁদের ভূমিদাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন কাগজে গোরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, আসবাব-পত্রের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশিই ছাপতেন। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ঐসব প্রাণী ও জিনিসের কোনও পার্থক্য ছিল না।

জমিদাররা ভূমিদাসদের উপর নির্বিচারে ও নির্বিবাদে অত্যাচার করতেন। ঐ সময় সল্‌তিকোভা নামে এক জমিদারনীর বিরুদ্ধে আনীত একটি মামলা থেকে জানা যায়, কি ধরনের অত্যাচার জমিদাররা ভূমিদাসদের উপর করতেন। দশ বছরে সল্‌তিকোভা প্রায় ১৪০ জন ভূমিদাসকে—তাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও বালিকা—অশেষ নির্যাতন সহ হত্যা করেছিলেন। ভূমিদাসদের নির্যাতন করবার জন্যে তিনি নানারকম বীভৎস পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। সম্ভ্রান্তদের দৈহিক শাস্তি অবৈধ হওয়ায় সল্‌তি-কোভার মধ্যে ভীতি উৎপাদনের জন্যে যে ব্যবস্থা করা হয়, তা আরও অদ্ভুত। তাঁর সম্মুখে কয়েকজন নির্দোষ লোকের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়। আদালতের বিচারে সল্‌তিকোভার সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন সে দণ্ড মকুব ক'রে তাঁকে মঠে আটক রাখার নির্দেশ দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষকদের ছিল এমনি দুরবস্থা। তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষকের সংখ্যা ও আবাদী জমির পরিমাণ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। শস্য ও শণ ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

শ্রমশিল্প ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশদেশে শ্রমশিল্পেরও উন্নতি হয়। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে দু শরও কম কারখানা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দেখা যায়, তা বেড়ে প্রায় আড়াই হাজার হয়েছে এবং সেগুলিতে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। তবে ঐ সকল কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য দেশের প্রয়োজনের সামান্যই মেটাতে পারতো। গ্রামের কৃষক ও শহরের ছোটখাটো কারিগররা বাজারের অধিকাংশ জিনিস উৎপন্ন করতো। রুশদেশে, বিশেষত

উত্তর রাশিয়ায়, শীতকাল সুদীর্ঘ হওয়ায় কৃষকরা ঐ সময়টা কারিগরি কাজে সাধারণত আত্মনিয়োগ করতো।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের আমলে কারখানাগুলির সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় তিন গুণ বাড়ে। ভূমিদাসদেরই কারখানায় শ্রমিকরূপে নিয়োগ করা হ'তো। দেশে স্বাধীন শ্রমিকের অভাব থাকায় এবং জমিদাররা ভূমিদাসদের মালিক হওয়ায় ব্যবসায়ীদের চেয়ে জমিদাররাই কারখানা খোলার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পেতেন। কারখানায় নিযুক্ত ভূমিদাসদের অবস্থা জমি ও গৃহকার্যে নিযুক্ত ভূমিদাসদের চেয়ে মোটেই ভালো ছিল না। তাদের রোজ ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হ'তো। মজুরি ছিল অত্যন্ত অল্প, তাও নিয়মিত দেওয়া হ'তো না। তারা প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে থাকতো, রোগে ভুগতো। প্রায়ই নিজ গ্রাম ও পরিবার থেকে তারা বহু দূরে থাকতে বাধ্য হ'তো—কারখানাগুলি অনেক সময় শ্রমিকদের বাড়ি থেকে বহু শত মাইল দূরে থাকতো।

ধাতুশিল্প ও খনির কাজ বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল। তামা, সীসা, এবং পরে, সোনা ছিলই প্রধান ধাতু। মহান্ পিটার বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা করায় তা ধাতুশিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। কারুশিল্পও যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ

কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নতির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বছরে আর্কেঞ্জেল বন্দর থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ রুবলের মাল বিদেশে রফ্তানী হ'তো। পরে সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গ প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় আর্কেঞ্জেল থেকে রফ্তানী মালের পরিমাণ কমে, তা প্রায় তিন লাখ রুবলে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ সময় সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গ থেকে প্রায় চল্লিশ লাখ

ও রিগা থেকে প্রায় বিশ লাখ রুবলের মাল রফ্‌তানী হ'তে থাকে। শস্য ও শণ জাতীয় জিনিস, অরণ্যজাত দ্রব্য ও কাঁচা লোহাই ছিল প্রধান রফ্‌তানী দ্রব্য। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে রুশদেশ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দেড় কোটি রুবল এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় বারো কোটি রুবল লাভ করেছিল। তবে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রুবলের মূল্য অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্যে নদী পথই প্রধানত ব্যবহৃত হ'তো। নদীগুলিকে বহু খাল কেটে সুনাব্য ও সংযুক্ত ক'রে তোলা হয়েছিল। তবে বড় পাকা রাস্তা তৈয়ারির কাজ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে আরম্ভ হয়নি। রেলপথ ও বাষ্পীয় পোতের প্রচলনও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়নি। তা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

রাজস্ব ও সরকারী আয়-ব্যয়ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশদেশে বিশাল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে উঠেছিল। মহান্ পিটারের আমলে স্থায়ী সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দু'লাখ। এই সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এবং তা এক শ বছরের মধ্যে আট লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় সৈন্যবাহিনী রুশ রাষ্ট্রের প্রধানতম অঙ্গ ছিল। ফলে সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করতো। সৈন্যবাহিনীর জন্যে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লাগতো। ঐ সকল জিনিস সরকার নিয়মিত ক্রয় করায় সরকার রুশদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে অন্যতম প্রধান ক্রেতা ছিলেন। সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের জন্যে সরকার প্রভূত পরিমাণে শস্য, মাংস ও অন্যান্য খাদ্য কিনতেন। ঐসব জিনিস সম্ভ্রান্তরা তাঁদের নিজ নিজ জমিদারি থেকে সরবরাহ করতেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন ক'রে সরকারকে কৃষিজাত দ্রব্য সরবরাহের সম্পূর্ণ অধিকার

জমিদারদের দেওয়া হয়েছিল। সৈন্যদের পোশাকের জন্যে কাপড় সরকার দেশের কারখানাগুলি থেকে কিনতেন। সেজন্যে কাপড়ের কারখানাগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সরকার। সৈন্যবাহিনীর জন্যে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত দরকার হ'তো। সেজন্যে খনি ও ধাতুশিল্পেরও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সরকার। প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাতে সরকার অতি অল্পমূল্যে পেতে পারেন, সেজন্যে সরকার কারখানা ও জমিদারদের ভূমিদাস সরবরাহ করতে বাধ্য হতেন। ঐ ধরনের ভূমিদাস সরবরাহ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকার প্রায় তেরো লক্ষ কৃষককে বিভিন্ন কারখানায় ও জমিদারিতে নিযুক্ত করেছিলেন। সরকারী প্রয়োজন যে ঐ সময় রুশদেশের কৃষি ও শ্রমশিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতো, তা সহজেই বলা চলে।

সামরিক বিভাগের ব্যয় মেটাবার জন্যেই মহান্ পিটার তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারগুলি করেছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে, যে বছর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সরকারী বাজেটের শতকরা ৬৫ ভাগ খরচ হয়েছিল সামরিক খাতে। এই বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিনি মাথা পিছু কর প্রবর্তন করেছিলেন। ঐ কর মাথা পিছু আশি কোপেক (১০০ কোপেকে এক রুবল) ক'রে দিতে হ'তো। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র সরকারী আয়ের শতকরা ৫৪ ভাগ ঐ মাথা পিছু কর থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ঐ করের আওতা থেকে বাদ পড়তেন। অন্য শ্রেণীগুলির কাছ থেকেই ঐ কর আদায় হ'তো দেশে। প্রশাসনিক সুব্যবস্থা না থাকায় ঐ কর প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করা হ'তো না। প্রায়ই কৃষক সংঘ গ'ড়ে তোলা হ'তো এবং ঐ সংঘের কাছ থেকেই দেয় কর সংগৃহীত হ'তো। জমিদারদের জমিতে যেসব ভূমিদাস কাজ করতো, তাদের সংখ্যার অনুপাতেও কর নির্ধারিত হ'তো।

তবে ক্রমেই সরকারী আয়ের খাতে মাথা পিছু করের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মাথা পিছু কর সমস্ত সরকারী আয়ের শতকরা ৫৪ ভাগ ছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তা শতকরা ৩০ ভাগে এসে দাঁড়ায়। সরকার অন্যান্য নানাবিধ পরোক্ষ কর ধার্য ক'রে আয় বাড়াতে থাকেন। ঐ ধরনের করের মধ্যে মদের ওপর নির্ধারিত কর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম ঃ

রুশ জাতির জীবনে চার্চ এক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে ছিল। কিন্তু মহান্ পিটারের পর থেকে গির্জার প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত হ্রাস পায়। চার্চের পরিচালন ব্যবস্থাকে পিটার সরকারী বিভাগের অধীন করেন। চার্চের উর্ধ্বতন পদগুলিতে নিয়োগকার্যও সরকারই করতে থাকেন। সমাজের উচ্চ শ্রেণী ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসায় চার্চের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময়ে ইউরোপে ভল্‌তের-প্রমুখ চিন্তানায়কদের যুগ। তাঁরা প্রায় সকলেই কমবেশি চার্চের বিরোধী ছিলেন। ফলে রুশ সম্ভ্রান্তরাও তাঁদের প্রভাবে চার্চের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেও চার্চ তার পূর্ব প্রভাব হারিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চে সংস্কারপন্থী ও পুরাপন্থীদের মধ্যে যে বিভেদ ঘটেছিল, তার ফলে বহুসংখ্যক রুশ চার্চের প্রতি তাদের আস্থা হারিয়েছিল।

সংস্কারবিরোধীরা প্রায়ই সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তো। সংস্কারবিরোধীরা বহু দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। খ্লিস্তি, দুখোবর, মলাকানে প্রভৃতি ছিল এইসব দল ও সম্প্রদায়ের নাম। রাশিয়ার কুখ্যাত গ্রেগরি রাস্‌পুতিন খ্লিস্তিদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক লেও টলস্টয় ছিলেন দুখোবর সম্প্রদায়ের

সমর্থক। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দেও দুখোবর সম্প্রদায়ের নেতাদের পুড়িয়ে মারবার জন্যে আদেশ দেওয়া হয়। পরে ক্যাথেরিন এই আদেশ বাতিল ক'রে তাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের ব্যবস্থা করেন। যাই হ'ক, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সকল দল ও সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল অসাধারণ। এদের প্রভাব রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্রভাব ও মর্যাদাকে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যেও খ্লিস্তি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সম্রাট প্রথম আলেকজান্দার সেণ্ট পিটার্সবার্গের সম্ভ্রান্তদের মধ্যে খ্লিস্তি সম্প্রদায়ের সংগঠন গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

অন্য দিক থেকেও সরকার চার্চকে কঠিন আঘাত দিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্চের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেন। বহু মঠ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

শিক্ষা ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রুশদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিতান্ত ধর্মগত ও সংকীর্ণ ছিল। মহান্ পিটারের রাজত্বকালে সামরিক ও নৌবিভাগের প্রয়োজনের ফলেই শিক্ষাব্যবস্থাকে চার্চের আওতা থেকে মুক্ত করা হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে পিটার মস্কোয় গণিত ও নৌবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে তিনি হেনরি ফার্গোয়ারসন নামে জনৈক স্কটকে আমন্ত্রণ ক'রে আনেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় সেণ্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এর নাম হয় নৌ-আকাদেমি। এই আকাদেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রুশদেশের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত গণিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইসব বিদ্যালয়ে অঙ্ক ও জ্যামিতি শেখানো হ'তো। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই রুশদেশে এইরকম প্রায় চল্লিশটি স্কুল স্থাপিত হয় এবং

সেগুলিতে প্রায় দু হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করতে থাকে। সম্ভ্রান্ত এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের পরিবারের বালকরাই এই-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিৎসের পরামর্শক্রমে মহান্ পিটার সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি বিজ্ঞান আকাদেমি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। পিটারের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, ঐ আকাদেমির কাজ শুরু হয়। আকাদেমির প্রধান সদস্যরা জার্মানি ও ফ্রান্স থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত অঙ্কবিদ্ দানিয়েল বের্নুলি ও লেওনার্দ ইউলারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আকাদেমির সঙ্গে একটি জিম্‌নাসিয়াম বা উচ্চ বিদ্যালয়ও সংযুক্ত ছিল। সেখানে প্রধানত সরকারী কর্মচারী ও ধনী ব্যবসায়ীদের ছেলেরা পড়তো। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাডেট কোর নামে সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সম্ভ্রান্তরা সাধারণত সেখানেই তাঁদের ছেলেদের পড়বার জন্যে পাঠাতেন। এখানে শিক্ষা লাভ করলে সামরিক বিভাগে উচ্চপদে নিয়োগের সুবিধা হ'তো। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে প্রধানত জার্মান অধ্যাপকরাই নিযুক্ত হতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দুটি জিম্‌নাসিয়াম বা উচ্চ বিদ্যালয়ও সংযুক্ত ছিল। ঐ উচ্চ বিদ্যালয়গুলির একটিতে সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকরা এবং অপরটিতে অন্যান্য শ্রেণীর বালকরা পড়তো। সেন্ট পিটার্সবার্গে সম্ভ্রান্ত ও ধনী নাগরিক পরিবারের মেয়েদের জন্যে স্মোল্‌নি ইন্‌স্টিটুট স্থাপিত হয়। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে সেন্ট পিটার্সবার্গে কলা আকাদেমি স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের আমলে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষালয় স্থাপনের জন্যে একটি বিরাট পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিকল্পনার অতি সামান্যই কার্যে পরিণত হয়েছিল। দেশে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অত্যন্ত

অভাব থাকায় অনেক উৎসাহী ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়িতে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ধনী সম্ভ্রান্তরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্যে প্রায়ই বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। এইসব শিক্ষকের চাহিদা এতোই বেশী ছিল যে, বহুসংখ্যক অশিক্ষিত বিদেশীও গৃহ-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হ'তো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ফরাসী ভাষা রুশ ভাষার স্থান অধিকার করেছিল। তরুণ সম্ভ্রান্তরা ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো, কিন্তু রুশ ভাষায় মনের সামান্য ভাবও প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ করতো। কেবল বিদেশী শিক্ষকরাই সম্ভ্রান্ত পরিবারে শিক্ষা দিতেন না, বিদেশী বই, বিশেষত ফরাসী ভাষায় লেখা বই, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধান পাঠ্য ছিল। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করবার ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতে ফরাসী সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সাহিত্য ঃ

সাহিত্যেই ফরাসী প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। রুশ লেখকরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাসিন, মলিয়ের, ভল্‌তের প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখকদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন। পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য ও চিন্তাধারাও রুশ লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশক্তিকে অনেক পরিমাণে বিকশিত ক'রে তোলে। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যও রুশ ভাষায় অনূদিত হ'তে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আধুনিক রুশ সাহিত্যের জন্ম হয় বলা চলে। যাঁরা এই জন্মদানের জন্যে দায়ী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ফরাসী ক্লাসিসিজ্‌মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ক্লাসিক্যাল রুশ সাহিত্যের প্রথম দুই অগ্রদূত ছিলেন প্রিন্স আন্তিওক কান্তেমির (১৭০৮-৪৪) এবং ভাসিলি কিরিলোভিচ

ত্রেদিয়াকোভ্স্কি (১৭০৩-৬৯)। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ লেখকদের মধ্যে মিখাইল লমোনোসভ, আলেকজান্দার পেত্রোভিচ্ সুমারোকভ, দেনিস ইভানোভিচ্ ফন্‌ভিজিন, গাভ্‌রিইল রোমানোভিচ্ দের্ঝাভিন এবং নিকোলাই মিখাইলোভিচ্ কারাম্‌জিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক হিসাবেই মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ্ লমোনোসভ সুবিখ্যাত হ'লেও রুশ সাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য। রুশ সাহিত্যের অন্যতম ইতিহাসকার ডি. এ. মির্‌স্কি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "কান্তেমির ও ত্রেদিয়াকোভ্স্কি ছিলেন অগ্রদূত। আধুনিক রুশ সাহিত্য ও আধুনিক রুশ সংস্কৃতির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এক ব্যক্তি—মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ্ লমোনোসভ।" প্রকৃতপক্ষে লমোনোসভের মতো বহুমুখী প্রতিভাধর পুরুষ পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মেছেন—তিনি একধারে ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, খনিজবিদ্যা, মোজাইক শিল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলংকার, কবিতা ও ইতিহাস, বিভিন্ন বিষয়েই ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। তিনি রুশ ভাষায় কেবল কবিতা লেখেন নি, রুশ ভাষা ও সাহিত্যকে তিনিই সুনিয়মিত একটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষার মতো রুশ দেশে চার্চ স্লাভোনিক ভাষার ছিল অপরিসীম প্রতিপত্তি। বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সংস্কৃত শব্দ ও প্রচলিত শব্দের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ সাধন ক'রে বাংলা ভাষাকে সুনিয়মিত রূপ দিয়েছিলেন, লমোনোসভ তেমনি চার্চ স্লাভোনিক ও প্রচলিত রুশ শব্দের সুষ্ঠু সংমিশ্রণের পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে আধুনিক রুশ ভাষাকে দিয়েছিলেন একটি সুনিয়মিত রূপ। তিনিই রুশ ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দ ও শব্দ-প্রয়োগরীতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও যেসব

তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, সেগুলি তাঁর সমসাময়িকদের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। তাই তিনি জীবদ্দশায় বৈজ্ঞানিকের চেয়ে সাহিত্যিক রূপেই হয়েছিলেন অধিকতর খ্যাতিমান্। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিস্ময়কর অবদানগুলি যখন স্বীকৃতি পেলো, তখন তাঁকে আবার কাব্য ও সাহিত্যসূত্রকার হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার একটি ফ্যাশন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে লমোনোসভ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক, উভয় রূপেই সমান স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছেন।

রুশদেশের সেই যুগে যখন সম্ভ্রান্তরা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের কাছে সম্মান-প্রতিপত্তির সকল দ্বার ছিল রুদ্ধ, লমোনোসভ তখন সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেও যে আপনার অমিত প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। লমোনোসভের বাবা ছিলেন এক ধনী ধীবর। আর্কেঞ্জেলের অদূরে দেনিসোভ্কা নামে সমুদ্রতীরবর্তী এক গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। সেখানেই ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মিখাইল লমোনোসভের জন্ম হয়। মিখাইলের বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তাঁর বাবা তাঁকে সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে যান। এই সামুদ্রিক জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় লমোনোসভের। ঐ সময়ে বালক মিখাইলের স্লাভোনিক ভাষায় বর্ণপরিচয় হয়। তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে অঙ্ক এবং ব্যাকরণও শেখেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসে। কিন্তু সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি হ'তে দেওয়া হয় না। তখন তিনি মাছের চালানের সঙ্গে মস্কোয় চ'লে আসেন এবং নিজের জন্মপরিচয় গোপন ক'রে স্লাভোনিক-গ্রীক-লাতিন আকাদেমিতে ভর্তি হন। এই সময়ে তাঁকে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁর সম্ভ্রান্তবংশীয় সহপাঠীরা প্রায়ই তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। কিন্তু তাদের

সকল পরিহাস-বিদ্রূপ উপেক্ষা ক'রে তিনি বিদ্যালয়ে দ্রুত সাফল্য লাভ করেন এবং স্লাভোনিক-গ্রীক-লাতিন আকাদেমিতে পাঁচ বছর পড়বার পর বিজ্ঞান আকাদেমিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। বিজ্ঞান আকাদেমিতেও তিনি ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং অল্পকালের মধ্যে অধ্যাপকদের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠেন। ঐ সময় সেরা তিনজন ক'রে ছাত্রকে বিদেশে শিক্ষা লাভ করবার জন্যে পাঠানো হ'তো। লমোনোসভ সেরা ছাত্র হিসাবে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান। বিদেশে চার বৎসর থাকাকালে তিনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের রচনাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে এলে অধ্যাপকের পদ পান এবং বিজ্ঞান আকাদেমিতে সর্বপ্রথম রুশ সদস্য নিযুক্ত হন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য হ'লেও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রতিভাকে নিয়োগ করেন। তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত রুশ লেখক পুশ্‌কিন বলেন: "অসামান্য ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে অসামান্য যুক্তিশক্তির মিলন সাধন ক'রে লমোনোসভ শিক্ষার সকল শাখাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ...ঐতিহাসিক, আলংকারিক, কারিগর, রসায়নবিদ্‌, ধাতুবিদ্‌, শিল্পী ও কবি—সকল রূপেই তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং সকল কিছুর গভীরেই তিনি প্রবেশ করেছিলেন।"

লমোনোসভের চেষ্টায় ও উৎসাহে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে রুশদেশ কিভাবে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে, সেই ছিল লমোনোসভের একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুমারোকভ (১৭১৮-৭৭) রুশ সাহিত্যে ক্লাসিসিজ্‌মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন। তিনি মধ্য শ্রেণীর সম্ভ্রান্তদের রাজনৈতিক

অধিকার বৃদ্ধির সমর্থনে প্রচার করেন এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অজ্ঞতা, ঔদ্ধত্য ও নির্বুদ্ধিতাকে তাঁর রচনায় বিশেষভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। তিনি সাহিত্যে ফরাসী রীতির অনুরাগী ও অনুসারী ছিলেন। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও নীতিকাব্য ও ব্যঙ্গ-রচনাতেও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেন। সুমারোকভের নাটকে, এমন কি সংলাপে, অবাস্তব ও বৈদেশিক ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হ'লেও রুশ রঙ্গমঞ্চের বিকাশে এই নাটকগুলির দান অনস্বীকার্য। রূপক উপকথা রচনাতেও সুমারোকভ যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। পরে এই ধরনের রচনা রুশ সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।

সুমারোকভের পর ফরাসী প্রভাব ক্রমেই কমতে থাকে। রুশ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে হাস্যরসাত্মক নাটকের উপাদান সংগ্রহ শুরু হয়। দেনিস ইভানোভিচ্ ফন্‌ভিজিনের (১৭৪৫-৯২) সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর নাটকে সমসাময়িক সম্ভ্রান্তদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে পরিহাস-বিদ্রূপ করেন।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন দের্ঝাভিন (১৭৪৩-১৮১৬)। তিনি রুশ কাব্যের ভাষাকে সহজ ও সুমধুর ক'রে তোলেন। দের্ঝাভিন তাঁর রচনায় সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও রুশদেশের সামরিক বিজয়-গৌরব সহানুভূতি ও সমর্থনের সঙ্গে চিত্রিত করেন। তিনি শাসক-সম্প্রদায়ের সমালোচনাও কিছু পরিমাণে করেছিলেন। তবে সে সমালোচনা ছিল ঐ সম্প্রদায়কে আরো শক্তিশালী ক'রে তোলার উদ্দেশ্যেই।

এই সময়কার অন্যতম শক্তিশালী কবি ও লেখক হলেন কারাম্‌জিন (১৭৬৪-১৮২৬)। তাঁর একখানি ভ্রমণকাহিনী—"রুশ পর্যটকের চিঠি"—খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই বইয়ে

তিনি রুশদের কাছে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনধারার শ্রেষ্ঠতাকে সুন্দররূপে তুলে ধরেন। তাঁর "হতভাগিনী লিজা" নামে কাহিনীটিও খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঐ কাহিনীতে তিনি একজন সম্ভ্রান্তের প্রতি একটি কৃষককন্যার করুণ প্রেম বর্ণনা করেন। তিনি যে পুষ্করিণীতে লিজার আত্মহত্যা করবার কথা লিখেছিলেন, বহুদিন ভাবপ্রবণ মস্কোবাসীদের কাছে তা পবিত্র তীর্থের মতো ছিল। কবিতা রচনাতেও তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেন। পরে কারাম্‌জিন কল্পনামূলক রচনা ছেড়ে রুশদেশের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর "রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্রাট আলেকজান্দারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর বৎসর (১৮২৬) কারাম্‌জিনের মৃত্যু হয়।

রঙ্গালয়ঃ

সাহিত্যের সঙ্গে রুশ রঙ্গমঞ্চেরও প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হ'তে থাকে। মহান্ পিটারই রুশদেশে জনসাধারণের জন্যে সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। কিন্তু ভালো নাটক ও নিপুণ অভিনেতার অভাবে ঐ রঙ্গালয় বিশেষ সাফল্যলাভ করে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ ইতালীয়, ফরাসী ও জার্মান অভিনেতাদের অভিনয় দেখেই রুশ দর্শকদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মহান্ পিটারের কন্যা সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাডেট কোরের ছাত্ররা রাজপ্রাসাদে অনেক সময় শৌখিন অভিনয় করতো। ঐ সময় রুশদেশে ফিয়োদোর ভল্‌কভ নামে এক শক্তিশালী অভিনেতা ও মঞ্চ-পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে। ভল্‌কভ ছিলেন ইয়ারোস্লাভ্‌লের এক ব্যবসায়ীর পুত্র।

ইয়ারোস্লাভ্‌লে তাঁর কতিপয় অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠান এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে "রাশিয়ান থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৫৭)। নাট্যকার ও কবি সুমারোকভ ঐ রঙ্গালয়ের পরিচালক এবং ভল্‌কভ ও তাঁর দল অভিনেতা নিযুক্ত হন। ভল্‌কভকে রুশ রঙ্গালয়ের জন্মদাতা বলা হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পরও রুশ রঙ্গালয় ক্রমাগত উন্নতিলাভ করতে থাকে।

"রাশিয়ান থিয়েটার" প্রতিষ্ঠার পর সেণ্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কোতে আরও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উদ্যম ও সাহায্যেও রুশ রঙ্গালয় দ্রুত উন্নতিলাভ করে। রাজধানীর সম্ভ্রান্তদের অনুকরণে মফস্বলের ধনী জমিদাররাও তাঁদের ভূমিদাসদের নিয়ে বহু রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। ভূমিদাসদের অনেকেই নাট্যশিল্পে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তবে তাঁরা জমিদারদের খামখেয়াল ও শখের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ায় তাঁদের প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয় না। তাঁদের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়।

সংগীত ঃ

অন্যান্য শিল্পের মতো রুশদেশে সংগীতও চার্চের আওতায় ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং দ্রুত বিকাশ লাভ করে। সম্রাজ্ঞী আনা ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের দরবারে বিভিন্ন উৎসবে ইতালীয় অপেরা বা গীতাভিনয় হ'তো। ফলে রুশ সংগীতে ইতালীয় প্রভাব পড়ে এবং অল্পদিনের মধ্যে রুশদেশে বহু শক্তিমান্ গীতিকার ও সুরকারের উদয় হয়। এঁদের অনেকেই ভূমিদাস বা শহরের দরিদ্র সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। ঐ যুগের বিখ্যাত রুশ গীতিকার ও বেহালাবাদক খান্দোশ্‌কিন প্রিন্স পোটেম্‌কিনের গৃহকার্যে নিযুক্ত ভূমিদাস ছিলেন। খান্দোশ্‌কিন তৎকালীন ইউরোপে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিশিল্পী ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন। গীতিশিল্পী ইয়েফ্‌স্তিগ্‌নেই কোমিন ছিলেন সাধারণ সেপাইয়ের ছেলে। গীতিশিল্পী মিখাইল মাতিন্‌স্কি ছিলেন কাউন্ট ইয়াগুঝিন্‌স্কির অধীনে একজন সামান্য ভূমিদাস। কোমিন ও মাতিন্‌স্কি রুশ অপেরার প্রবর্তন করেন। এঁরা দুজনেই তাঁদের গীতিনাট্যগুলিতে রুশদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরের বহু দৃশ্যের অবতারণা করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সুরকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। রুশদেশে যন্ত্র-সংগীতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন দিমিত্রি বর্ত্‌নিয়ান্‌স্কি (১৭৫১-১৮২৫)। তিনি ইতালিতে দীর্ঘদিন সংগীত শিক্ষালাভ করেন এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সংগীতগুলি থেকে উপাদান আহরণ ক'রে রুশ যন্ত্রসংগীতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

চিত্রকলা ঃ

চিত্রকলাও চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে যে কলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা রুশদেশে চারুকলার বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সম্ভ্রান্তদের গৃহ সজ্জিত করবার কাজ থেকে চিত্রকলা ঐ সময় বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা পায়। অল্পদিনের মধ্যে রুশদেশে বহু শক্তিমান্ চিত্রকরের উদয় হয়। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ইভান আগুর্নভ, লেভিৎস্কি ও তাঁর শিষ্য বরোভিকোভ্‌স্কির নাম করা যায়।

শিল্পী আগুর্নভ ছিলেন কাউন্ট শেরেমেভের অধীনে একজন ভূমিদাস। তাঁর মনিবের গৃহের দেওয়াল ও সিলিং চিত্রিত করবার

কাজেই তাঁর চিত্রশিল্পী জীবনের সূত্রপাত ঘটে। রাজপরিবারের লোক ও সম্ভ্রান্তদের প্রতিকৃতি রচনার মধ্য দিয়ে চিত্রশিল্পের অন্যতম শাখা প্রতিকৃতি-রচনাও দ্রুত উন্নতি লাভ করে। শিল্পী লেভিৎস্কি ও তাঁর শিষ্য বরোভিকোভ্স্কি প্রতিকৃতি-চিত্রণে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ

প্রাসাদ ও গির্জা নির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে, প্রধানত ইতালি ও ফ্রান্স থেকে স্থপতিদের আনা হ'তো। বিদেশী স্থপতিরা যাঁরা রুশদেশে কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইতালীয় বার্তোলোমিও রাস্ত্রেলি এবং স্কচ চার্লস্ ক্যামেরন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে রুশদেশেও কৃতী স্থাপতিদের উদয় হয়। এঁদের মধ্যে ভাসিলি বাঝেনভ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বাঝেনভ ছিলেন মস্কোর এক গির্জার সাধারণ ডীকনের পুত্র। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম্‌নাসিয়ামে এবং সেন্ট পিটার্স্‌বার্গের কলা আকাদেমিতে শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ফ্রান্স ও ইতালিতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্থপতিদের কাছে কাজ করেন। ঐ সময়েই তিনি ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত হন। বিদেশের অনেকে তাঁকে কাজ করবার জন্যে প্রচুর টাকা দিতে চান। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং স্বদেশকে নব নব সৌধে সজ্জিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নির্মিত বিখ্যাত সৌধগুলির মধ্যে মস্কোর পাশ্‌কভ প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাশ্‌কভ প্রাসাদে এখন লেনিন লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন খ্যাতনামা স্থপতি হলেন মাৎভেই কাজাকভ। কাজাকভ ছিলেন বাঝেনভের সমসাময়িক। তাঁর বাবা ছিলেন দরিদ্র কেরানী। মস্কোর বহু সুরম্য প্রাসাদ

নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর। বাঝেনভ ও কাজাকভকে রুশ স্থাপত্যের জন্মদাতা বলা চলে।

রুশ ভাস্কর্যও বৈদেশিক প্রভাবেই জন্ম ও বিকাশ লাভ করে। দু'জন ফরাসী ভাস্কর, এতিয়েন মোরিস ফালকোনে ও মারী-আন্ কলো, সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিখ্যাত মহান্ পিটারের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন। ধীরে ধীরে শক্তিমান্ রুশ ভাস্করদেরও উদয় হয়। এঁদের মধ্যে ফেদোত স্থবিন, ইভান মার্তোস ও মিখাইল কজ্‌লোভ্‌স্কির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কজ্‌লোভ্‌স্কি-রচিত জেনারেল স্থভোরভের প্রতিমূর্তি এবং মার্তোস-রচিত মিনিন ও পোঝার্‌স্কির প্রতিমূর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিজ্ঞান ও আবিষ্কার ঃ

রুশদেশের অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা ভূমিদাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কারখানার মালিকরা উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতির উন্নতির দিকে আদৌ মনোযোগ দিতেন না। যন্ত্রের অপেক্ষা মানুষের শ্রমশক্তির উপরই তাঁরা বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। তা সত্ত্বেও দেশে অনেক কৃতী বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল এবং তাঁরা অসামান্য উদ্‌ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐসব উদ্‌ভাবন বিশেষ কোনও কাজে লাগেনি, এমন কি অনেক সময় স্বীকৃতিও পায় নি। কেবল যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশলে নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশদেশ মূল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ঐ সময় রুশদেশে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা পশ্চিম ইউরোপে পুনরাবিষ্কৃত হ'তে আরো প্রায় অর্ধ-শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু ঐ সকল আবিষ্কার তখন দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতার জন্যে স্বীকৃতি পায় নি।

মহান্ পিটার দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করবার আগেই বিজ্ঞান আকাদেমির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিজ্ঞান আকাদেমি দেশে শিক্ষাবিস্তার ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রথমে বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা বিদেশ থেকে আমদানী হ'লেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগেই মিখাইল লমোনোসভের মতো একজন সর্বতোমুখী প্রতিভা এর সদস্যপদ পেয়েছিলেন এবং রুশদেশের বিজ্ঞানকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমকক্ষ, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উন্নততর, ক'রে তুলেছিলেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যায় তিনি যেসব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন লাভোয়াসিয়ে, ইয়াং, হার্শেল, নানসেন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা পরবর্তী কালে সেগুলিই পুনরাবিষ্কার ক'রে হয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিখাইল লমোনোসভের এইসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এমন অগ্রগামী ছিল যে, সেগুলি তৎকালে স্বীকৃতি পায় নি এবং লমোনোসভ তাঁর জীবদ্দশায় কবি ও আলংকারিক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অসামান্যতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অস্বীকৃত ছিল।

কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নয়, যন্ত্রশিল্পেও রুশদেশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট অগ্রগণ্য ছিল। ইভান ইভানোভিচ্ পল্জুনভ (১৭২৮–৬৬) জেম্স্ ওয়াটের একুশ বছর আগেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ভূমিদাসদের শ্রমে চালিত কারখানার মালিকরা এই মহামূল্য আবিষ্কারকে বিন্দুমাত্রও স্বীকৃতি দেন নি, এই আবিষ্কারের কথা কালক্রমে রুশদেশেও বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছিল। ইভান পেত্রোভিচ্ কুলিচিন (১৭৩৫–১৮১৮) নামে এক উদ্ভাবকও ঘড়ি নির্মাণে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাজেও রুশদেশ পশ্চাদ্‌বর্তী ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে সিমিয়ন দেঝ্‌নিয়ভ এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে একটি প্রণালী আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই আবিষ্কারের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল। মহান্ পিটার তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কাম্‌চাট্‌কা অভিযানের জন্যে একটি নির্দেশ দিয়ে যান। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোনরূপ সংযোগ আছে কিনা তা নির্ণয় করা। ঐ সময় ভিটাস বেরিং নামে এক দিনেমার রুশ নৌ-বাহিনীতে কাজ করতেন। তাঁর ওপরই এই অভিযানের ভার দেওয়া হয়। ১৭২৮-৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম যে অভিযান করেন, তাতে তিনি পরবর্তী কালে তাঁর নামেই অভিহিত প্রণালীটি পর্যন্ত যাত্রা করেন, কিন্তু আমেরিকার উপকূলভাগে গিয়ে পৌঁছতে সাহস করেন না। তাঁর ফিরে আসবার দু বছর বাদে ফিয়োদোরভ ও গ্‌ভজ্‌দিয়েভ নামে দুজন রুশ অভিযাত্রী আমেরিকার উপকূলভাগে গিয়ে পৌঁছেন এবং এশিয়া ও আমেরিকার পরস্পর সম্মুখবর্তী দুই উপকূলের মানচিত্র রচনা করেন। পরে বেরিং দ্বিতীয় বার যে অভিযান করেন, তাতে তিনি অলাস্কার তুষারাবৃত পর্বতমালা দেখতে পান। রুশরাই প্রথম আলাস্কা সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করেন। ফেরবার পথে বেরিংয়ের মৃত্যু হয়। পরে বহু-সংখ্যক রুশ অভিযাত্রী, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ী কুরিল ও আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকায় অভিযান করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি রুশ-মার্কিণ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানি আলাস্কায় ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার ও আলাস্কার প্রাকৃতিক সম্পদ্ ব্যবহারের অধিকার পায়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাস্কায় রুশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই উপনিবেশ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশদেশ ভূমিদাস প্রথার দুস্তর অন্তরায় সত্বেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। তখন সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, বিজ্ঞানে ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে রুশ জাতি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তা ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় কোনও অংশে কম ছিল না। তবে এজন্য মহান্ পিটারের অসামান্য প্রতিভা ও দূরদর্শিতা এবং পশ্চিমের প্রভাবই যে বিশেষভাবে দায়ী ছিল তা নিঃসন্দেহ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জার প্রথম আলেকজান্দার ঃ নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান

প্রথম আলেকজন্দার (১৮০১—২৫) ঃ

প্রথম আলেকজান্দারের সিংহাসন আরোহণকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী খুবই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলো। আলেকজান্দার তাঁর পিতামহী দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। লাহার্প্ নামে এক নরমপন্থী সুইস প্রজাতন্ত্রীর ওপর ছিল তাঁর শিক্ষার ভার। লাহার্পের কাছে আলেকজান্দার তৎকালীন ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সামরিক বিষয়ে এবং প্রশিয়ান সামরিক রীতিনীতি সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি জেনারেল আরাক্‌চিয়েভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। জেনারেল আরাক্‌চিয়েভ ছিলেন সম্রাট পলের প্রিয়পাত্র এবং ভূমিদাস প্রথার উগ্র সমর্থক। তাঁর প্রভাব জার আলেকজান্দারের মধ্যে উদারনৈতিক মনোভাবের প্রতিষেধক রূপে কাজ করেছিল বলা চলে। মুখে আলেকজান্দার উদারনীতি ও প্রগতির সমর্থক হ'লেও কার্যত তিনি তার বিপরীত পরিচয়ই দিতেন। সেজন্যে অনেকে তাঁকে ভণ্ড ও ধূর্ত মনে করতেন। অনেকে মনে করতেন, তিনি দুর্বল ও অস্থিরচিত্ত, তাই সহজেই নীতি পরিবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে, একদিকে তিনি যেমন ইউরোপীয়ের প্রগতিশীল চিন্তাধারায় শিক্ষালাভ করায় অমায়িক ও উদারনীতির সমর্থক ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন ও জেনারেল আরাক্‌চিয়েভের প্রভাবে মানুষ হওয়ায় মনে প্রাণে

হয়েছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। যাই হোক, প্রথম আলেকজান্দার যথেষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক ইউরোপে তাঁর সমকক্ষ কূটনীতিবিদ্ খুব অল্পই ছিলেন। মনে রাখা দরকার, তাঁকে ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল শত্রু ও বন্ধু হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো একজন ধুরন্ধর ব্যক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল। নেপোলিয়ন নিজেও আলেকজান্দারের বুদ্ধির প্রশংসা করতেন। মেয়েরা সহজেই আলেকজান্দারের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আলেকজান্দার অনেক সময় মেয়েদের সাহায্যও নিতেন।

আলেকজান্দারের আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ

অলেকজান্দার যুবরাজ অবস্থায় তাঁর শিক্ষক লাহার্প্‌কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি যখন জার হবেন, তখন তিনি তাঁর "দেশকে স্বাধীনতা দেবেন এবং তার দ্বারা দেশকে উন্মাদের হাতের ক্রীড়নক হওয়া থেকে বাঁচাবেন।" তাঁর এই প্রতিশ্রুতি তিনি কার্যে পরিণত না করলেও কিছু প্রশংসনীয় কাজ যে করেছিলেন, তা অনস্বীকার্য। তাঁর পিতা যেসব ব্যক্তিকে নির্বাসিত করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই তিনি ফিরিয়ে আনেন এবং পূর্ব মর্যাদা দেন। বাইরে থেকে মাল ও বই আমদানি করবার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তিনি প্রত্যাহার করেন। বিদেশে যাওয়াও তাঁর পিতার আমলে নিষিদ্ধ হয়েছিল। তিনি বিদেশ-ভ্রমণেরও অনুমতি দেন। গোয়েন্দা পুলিস ও অপরাধীর উপর উৎপীড়নের যে ভয়ংকর ব্যবস্থা ছিল, তাও তিনি বাতিল করেন। তিনি শহরবাসী ও সম্ভ্রান্তদের হৃত অধিকার অনেক পরিমাণে ফিরিয়ে দেন। বণিক ও শহরবাসীদের অনধ্যুষিত জমি কেনবার অধিকার মঞ্জুর করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সম্ভাবিত সংস্কার সম্পর্কে খসড়া রচনার জন্যে তিনি

একটি "গোপন কমিটি" নিয়োগ করেন। তাঁর চারজন "তরুণ বন্ধুকে" নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। "বন্ধুরা" ছিলেন পল স্ত্রগানভ, নিকোলাস নভোসিল্‌ৎসভ, ভিক্তর কেচুবেই এবং আদাম জার্তোরিস্কি। জার্তোরিস্কি ছিলেন পোল সম্ভ্রান্ত, তিনি সম্রাট আলেকজান্দারের অধীনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পোল্যাণ্ডকে পুনরায় একটি জাতিরূপে পুনরুজ্জীবিত করবার বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।

আলেকজান্দারের এইসব "তরুণ বন্ধু" সকলেই ছিলেন সুশিক্ষিত ও ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত। এই কমিটি যেসব সংস্কারের সুপারিশ করেন, সেগুলির অন্যতম হ'লো ভূমিদাস ছাড়া জারের অন্যান্য সকল প্রজাকে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি লাভের অভিকার দেওয়া। জার এই সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন। মহান্ পিটার প্রশাসনিক বিষয় পরিচালনার জন্যে যে বিভিন্ন "কলেজ" বা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন, সেগুলিকে ক্যাথেরিন বাতিল ক'রে দেন। গোপন কমিটির সুপারিশ অনুসারে জার আলেকজান্দার এখন কলেজের পরিবর্তে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। আটজন মন্ত্রীর উপর সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, বৈদেশিক বিষয়, বিচার, অর্থ, বাণিজ্য ও জনশিক্ষা, এই আটটি শাসন বিভাগের ভার দেওয়া হয়। মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার লাভ করেন এবং ভারপ্রাপ্ত বিভাগের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের কাছে দায়ী থাকেন। জার আলেকজান্দার নিজের ক্ষমতা ও অধিকার এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে সম্ভ্রান্তদের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস করেন।

"সেনেট" ছিল ঐ সময় উচ্চতর আইনসভা। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জার সেনেট পুনর্গঠন করেন। ফলে সম্ভ্রান্তরা দাবী করেন যে, কেবল সম্ভ্রান্তদের নিয়েই সেনেট গঠিত হ'ক এবং জারের ব্যক্তিগত ক্ষমতা কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা হ'ক আলেকজান্দার সম্ভ্রান্তদের

এই দাবী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন এবং সেনেটের প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র ক্ষমতা থাকে, সেটি হ'লো জারের কোনও নির্দেশ যদি আইনানুগ না হয়, তবে সেনেট তার প্রতিবাদ করতে পারবে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমর সচিবের প্রস্তাব অনুসারে আলেকজান্দার এই নির্দেশ দেন যে, যেসব সম্ভ্রান্ত সামরিক বিভাগে কাজ ক'রেও অফিসার শ্রেণীতে উন্নীত হ'তে পারেন নি, তাঁদের নন্‌-কমিশন্‌ড্‌ অফিসার রূপে অন্ততপক্ষে বারো বছর কাজ করতে হবে। সেনেট এই নির্দেশের প্রতিবাদ করে এবং জানায় যে, এতে সম্ভ্রান্তদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে আলেকজান্দার ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি আইন ক'রে সেনেটের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করবার ক্ষমতাকে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঘোষিত আইন ও নির্দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে দেন। কেবল তাই নয়, সম্ভ্রান্তদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্যে তিনি সম্ভ্রান্ত ছাড়া অপর শ্রেণীর স্বাধীন লোকদেরও জমির মালিক হওয়ার অধিকার দেন এবং ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া ও তাদের জমি দেওয়া সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম করেন। তবে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারটি জমিদারির মালিকদের হাতেই থাকে এবং ভূমিদাসদের মুক্তির বিনিময়ে প্রচুর ক্ষতিপূরণ, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার রুবল পর্যন্ত, দিতে হয়। ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে নির্দেশটি প্রকাশিত হ'লে জমিদাররা প্রায় ৫০০০০ ভূমিদাসকে মুক্তি দেন। ভূমিদাসের সংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা অতি নগণ্য হ'লেও আদর্শ ও নীতির দিক থেকে এর যথেষ্ট মূল্য ছিল এবং এর ফলে সম্ভ্রান্তরা জারের বিরুদ্ধাচরণ করতে আর সাহস পাচ্ছিলেন না। কারণ তাঁদের ভয় ছিল, জার যে কোনও মুহূর্তে সম্ভ্রান্তদের প্রতি রুষ্ট হয়ে সমস্ত ভূমিদাসকেই মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। আলেকজান্দার সরকারী কৃষকদের সম্ভ্রান্তদের ভূমিদাসে পরিণত করাও বন্ধ করেন।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বকশিস এখন ভূমিদাসের পরিবর্তে নগদ মুদ্রায় দেওয়া হ'তে থাকে। তবে ভূমিদাস প্রথার কোনও মৌলিক পরিবর্তন করা হয় না।

আলেকজান্দার তাঁর শাসনকালের গোড়ার দিকে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিলেন। নূতন শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে এখন দেশে তিন রকমের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল—জিম্‌নাসিয়াম, জিলা স্কুল ও গ্রামের আঞ্চলিক স্কুল। জিম্‌নাসিয়ামগুলিতে সম্ভ্রান্তরা তাঁদের ছেলেদের ভর্তি করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে জারস্কোয়ে সেলো এবং রিশ্‌লু লাইসিয়াম নামে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়। জার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও আইন ক'রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশদেশে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—মস্কোয় ও দোরপাতে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে খারকভ ও কাজানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্স্‌বার্গের সেন্ট্রাল পেডাগজিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুটকেও বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ও তত্ত্বাবধানের জন্যে "বালক-বালিকার শিক্ষা" ও "বিজ্ঞানের প্রসার" নামে প্রতিষ্ঠানগুলি গ'ড়ে ওঠে।

নেপোলিয়নের সঙ্গে প্রথম সংঘাত ঃ

কিন্তু এই সময়ে বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় আভ্যন্তরীণ সংস্কার-কার্যে আলেকজান্দার বিরত থাকেন। বিপ্লবী ফ্রান্স এখন নেপোলিয়নের কুক্ষিগত হয়েছিল এবং নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্স বিপ্লবের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ছেড়ে সাম্রাজ্য জয়ের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, ঐ সময় বিশ্বের বাজারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও বুর্জোয়া ফ্রান্স ও বুর্জোয়া ইংল্যাণ্ডের মধ্যে

চলছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। রাশিয়ার বন্ধু হিসাবে ইংল্যাণ্ড নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করেছিল (১৮০২)। কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হ'লো না এবং রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও সুইডেনের সহযোগে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি সামরিক জোট গ'ড়ে তুললো। এই সামরিক জোটের উদ্দেশ্য ছিল কেবল নেপোলিয়নের বিজয় অভিযান রোধ করা নয়, সেই সঙ্গে ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সেনাপতি কুটুজভের অধীনে একটি রুশ বাহিনী অষ্ট্রিয়াকে সাহায্যের জন্যে যায়। কিন্তু ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে বোহেমিয়ার অন্তর্গত অস্তার্‌লিজ গ্রামে মিলিত রুশ-অষ্ট্রীয় বাহিনী নেপোলিয়নের হস্তে পরাজিত হয়। অষ্ট্রিয়া দ্রুত পৃথকভাবে নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করে। তখন প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু জেনার যুদ্ধে প্রাশিয়াও নেপোলিয়নের হস্তে পরাজিত হয় (১৮০৬)। ফরাসী বাহিনী বিনা যুদ্ধে বের্লিন অধিকার করে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করেন। ঐ বৎসর গ্রীষ্মকালে ফ্রীড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে রুশ বাহিনী নেপোলিয়নের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। এই অবস্থায় আলেকজান্দার সন্ধির প্রস্তাব করতে বাধ্য হন।

তিল্‌সিতের সন্ধি ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বিরোধ :

নিয়েমান নদীর মধ্যবর্তী তিল্‌সিতে একটি বজরায় স্বয়ং নেপোলিয়ন ও আলেকজান্দার সন্ধির শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিল্‌সিতে যে সন্ধি হয়, তার শর্ত অনুসারে রাশিয়া নেপোলিয়নের বিজিত রাজ্যে তাঁর অধিকার

স্বীকার ক'রে নেয় এবং ফ্রান্সের সঙ্গে আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী করে। কেবল তাই নয়, নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে "মহাদেশিক অবরোধের" ব্যবস্থা করেছিলেন, রাশিয়াকে তাতেও যোগ দিতে হয়।

পরাজয়ের জন্যে কঠিন মূল্য দেয় প্রাশিয়া। প্রাশিয়ার অধীনে পোল্যাণ্ডের যে অংশ ছিল, প্রাশিয়া তা নেপোলিয়নকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডের এই অংশ নিয়ে "ডাচি অব ওয়ারস" নামে একটি পৃথক রাজ্য সৃষ্টি করেন এবং তাঁর তাঁবেদার স্যাক্‌সনির রাজাকে এর সিংহাসনে বসান। বেলোস্তক অঞ্চল রাশিয়াকে দেওয়া হয়। কেবল তাই নয়, সুইডেন ও বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়া তার অভিরুচি মতো যুদ্ধ বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে, এমন সুযোগও রাশিয়া পায়। অন্যপক্ষে, তিল্‌সিতের সন্ধি অনুসারে রাশিয়া আড্রিয়াতিক সাগরে তার নৌ-প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ হারায়। রাশিয়া আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সকে ছেড়ে দেয়।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে মহাদেশিক অবরোধ গ'ড়ে তোলা হয়েছিল, তার অংশরূপে রাশিয়া ইংল্যাণ্ডে শস্য রফ্‌তানি বন্ধ করে। এতে রাশিয়ার ভয়ংকর ক্ষতি হয়। রুশ জমিদাররা সকলেই বিপদের সম্মুখীন হন। শস্যের মূল্য অত্যন্ত ক'মে যায়। অন্যান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যেও ভয়াবহ মন্দা দেখা দেয়। কফি, চিনি, তুলা প্রভৃতি তথাকথিত "ঔপনিবেশিক পণ্যের" রুশদেশে আমদানিও প্রায় বন্ধ হয়। ঐসব দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে রুশ সম্ভ্রান্তরা ও জনসাধারণ তিল্‌সিতের সন্ধির বিরোধিতা করতে থাকেন। আলেকজান্দারের চারজন ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতার মধ্যে তিনজন—কোচুবেই, জার্তোরিস্কি ও নভোসিল্‌ৎসভ—পদত্যাগ করেন। এখন মিখাইল স্পেরান্‌স্কি নামে আভ্যন্তরীণ

মন্ত্রণা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আলেকজান্দারের প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। স্পেরান্‌স্কি (১৭৭২-১৮৩৯) ছিলেন এক গ্রাম্য যাজকের পুত্র। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে ধর্মীয় বিত্থালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং সামান্য কেরানীর পদ থেকে দ্রুত রাষ্ট্র সচিবের পদে উন্নীত হন। তিনি ফরাসী-প্রেমিক ব'লে পরিচিত ছিলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধির পর জারের প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

তৎকালীন রুশদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় স্পেরান্‌স্কি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি রুশদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে প্রচার করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ভূমিদাসদের মুক্তির কথা না বললেও একথা বলেন যে, "ইতিহাসে এমন কোনও সভ্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত জাতির নজির নেই, যা সুদীর্ঘকাল দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ ছিল।" তিনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশ রাষ্ট্রের আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করবার জন্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ডুমা বা আইনভার গঠন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করেন, তা কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক ছিল। তিনি বলেন, সম্ভ্রান্ত ও অন্য সকল শ্রেণীর লোক, যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী, তাদের রাষ্ট্রীয় ডুমায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকা উচিত। তিনি ডুমার নির্বাচনের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করেন: প্রত্যেক ভোলোস্ত্‌ বা অঞ্চলের সম্পত্তির মালিকরা তাঁদের প্রতিনিধি দিয়ে একটি ভোলোস্ত্‌ ডুমা নির্বাচন করবেন। ভোলোস্ত্‌ ডুমার সদস্যরা বিভাগীয় ডুমা বা ওক্‌রুগ ডুমার সদস্য নির্বাচন করবেন। ওক্‌রুগ ডুমার সদস্যরা আবার নির্বাচন করবেন প্রাদেশিক বা গুবার্নিয়া ডুমার সদস্যদের। অবশেষে গুবার্নিয়া ডুমার সদস্যরা রাষ্ট্রীয় ডুমার সদস্যদের নির্বাচন করবেন। এই রাষ্ট্রীয় ডুমা ও রাষ্ট্রীয় সেনেটের অনুমোদন ছাড়া কোনও আইন পাস করা

চলবে না। শাসন বিষয়ক ক্ষমতাগুলি মন্ত্রিসভার হাতে থাকবে এবং মন্ত্রিসভা দায়ী থাকবে দুমার কাছে। এই ব্যবস্থায় সম্ভ্রান্ত ও জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুতির কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। তাই তাঁরা স্পেরান্স্কির এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং তাঁদের বিরোধিতার ফলে আলেকজান্দার প্রশাসনিক সংস্কারের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাপরিষদ্ গঠন করেন। জার নিজেই এই পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করেন। জারকে পরামর্শ দেওয়ার অধিক কোনও ক্ষমতা এই পরিষদের থাকে না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পরিষদ্ই কার্যকরী ছিল। জার তাঁর মন্ত্রীদের সংখ্যা আট থেকে এগারো করেন। এই নবনিযুক্ত তিনজন মন্ত্রীর হাতে যথাক্রমে পুলিস, যানবাহন ও পথঘাট এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে।

সম্ভ্রান্তরা ক্রমাগত স্পেরান্স্কির পদত্যাগ ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করতে থাকেন। ভূমিদাস প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অবিলম্বে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও তাঁদের অন্যতম দাবী হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক কারাম্জিন ছিলেন তাঁদের প্রধান মুখপাত্র।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলেকজান্দার স্পেরান্স্কিকে পদচ্যুত করেন। স্পেরান্স্কি প্রথমে নিঝ্নি নভ্গরদে (বর্তমান গর্কিতে) ও পরে পার্মে নির্বাসিত হন।

সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮০৮-৯) ও ফিন্ল্যাণ্ড অধিকার ঃ

সুইডেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থায় যোগ না দেওয়ায় নেপোলিয়ন রাশিয়াকে সুইডেন আক্রমণের পরামর্শ দেন এবং সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে রাশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডের ওপর অধিকার বিস্তারের সুযোগ পায়। ফিন্ল্যাণ্ডের সীমান্তরেখা ছিল রুশ

সাম্রাজ্যের রাজধানী সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গের কাছেই এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড ছিল সুইডেনের অধীন। তাই সামরিক দিক থেকে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ওপর প্রাধান্য বিস্তার রুশদেশের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ফিন্‌ল্যাণ্ডে প্রবেশ করে এবং মার্চ মাসে সুইডেনে গিয়ে পৌঁছে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড অধিকার করবার পর জার আলেকজান্দার বোর্গা শহরে ফিন্‌ল্যাণ্ডের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন (মার্চ, ১৮০৯)। ফিন্‌ল্যাণ্ড রুশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ ব'লে ঘোষিত হ'লেও জার ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও তার সংবিধান মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দেন। সুইডেন রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়, রুশ-অধিকৃত ফিন্‌ল্যাণ্ডে রুশ অধিকারকে স্বীকার ক'রে নেয় এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশিক অবরোধে যোগ দেয় (সেপ্টেম্বর, ১৮০৯)।

তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮০৬-১২) :

ফরাসী বাহিনীর কাছে অস্তার্‌লিজে রুশ বাহিনীর পরাজয়ের এই সুযোগে তুরস্ক পশ্চিম ট্র্যান্সককেসিয়া থেকে রুশদের দূর করতে এবং কৃষ্ণ সাগরে নিজেদের পরিপূর্ণ প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হ'লো। ফ্রান্সও এ বিষয়ে তুরস্ককে উৎসাহ দিতে লাগলো। এইভাবে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার বাধলো যুদ্ধ। রাশিয়ার মূল বাহিনী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও রুশ বাহিনী তুরস্ক-অধিকৃত দানিয়ুর অঞ্চলে প্রবেশ করলো এবং সমগ্র বেসারেবিয়া, মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করলো। ট্র্যান্সককেসিয়া থেকেও তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে রাশিয়া প্রস্তুত হ'তে লাগলো। এই সময়ে তিল্‌সিতের সন্ধি হওয়ায় নেপোলিয়ন তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্যে মধ্যস্থতা

করতে লাগলেন। সন্ধির শর্ত হিসাবে রাশিয়া দাবী করলো যে, দানিয়ুব অঞ্চলের রুশ-বিজিত রাজ্যগুলি রাশিয়ার অধীন থাকবে, তুরস্কের অধীনতা থেকে সার্বিয়াকে মুক্তি দিতে হবে এবং জর্জিয়ার ওপর মেনে নিতে হবে রাশিয়ার অধিকার। তুরস্ক এই সকল শর্তে রাজী না হওয়ায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবার যুদ্ধ শুরু হ'লো। বল্‌কান ও ট্র্যান্স্‌ককেসিয়া অঞ্চলে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুরস্ক সন্ধি করতে বাধ্য হ'লো। ঐ সময়ে ফ্রান্সের সঙ্গে আবার রাশিয়ার বিরোধ বেধেছিল এবং নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাই রাশিয়াও দ্রুত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হ'লো। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে বুখারেস্টের এক সন্ধি অনুসারে তুরস্ক রাশিয়াকে বেসারেবিয়া ছেড়ে দিলো। তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার ফলে এখন আলেকজান্দার সমগ্র রুশ বাহিনীকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবার সুযোগ পেলেন।

নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান ঃ

তিল্‌সিতের সন্ধির পরেও নেপোলিয়ন ও আলেকজান্দারের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। মহাদেশিক অবরোধের ফলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় রাশিয়ার খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। তাই গোপনে প্রায়ই ইংল্যাণ্ড থেকে মাল রুশদেশে আমদানী হ'তো এবং জারের শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীরা সে সম্পর্কে লক্ষ্য দিতো না। এ বিষয়ে নেপোলিয়নের বার বার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও আলেকজান্দার কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। প্রাশিয়ার প্রতি আলেকজান্দারের সহানুভূতিও নেপোলিয়নের বিরক্তির অন্যতম কারণ ছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬টি জার্মান রাজ্য নিয়ে নেপোলিয়ন যে রাইন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, জার আলেকজান্দারের এই মনোভাবের ফলে

নেপোলিয়ন তার ওপর পরিপূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারছিলেন না। নেপোলিয়ন আলেকজান্দারের এক ভগিনীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। আলেকজান্দার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নেপোলিয়ন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যে তিনি কিছুদিন ধ'রে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন।

অন্যপক্ষে, আলেকজান্দারও নেপোলিয়নের প্রতি নানা কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ডে নেপোলিয়নের কার্যকলাপ অন্যতম। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার কাছ থেকে পোল্যাণ্ডের এক অংশ নিয়ে ওয়ারসর ডাচি বা উপরাজ্যটি গঠিত হয়েছিল। পরে অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে গালেসিয়া নিয়ে ঐ ডাচির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পোল সম্ভ্রান্তদের সাহায্যলাভের আশায় নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডকে তার হৃত অঞ্চলগুলি—অর্থাৎ লিথুয়ানিয়া, বিয়েলোরাশিয়া এবং ইউক্রেনের কতকাংশ—ফিরিয়ে দেওয়ার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড নেপোলিয়নের পরামর্শক্রমে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাস-প্রথা তুলে দিয়েছিল। পোল্যাণ্ডে নেপোলিয়নের এইসব কার্যকলাপে আলেকজান্দার ভীত হন এবং প্রতিবাদ জানান। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন হল্যাণ্ড ও ওল্‌ডেনবুর্গ রাজ্য দুটি অধিকার করেন। ওল্‌ডেনবুর্গে আলেকজান্দারের এক আত্মীয় রাজত্ব করছিলেন। আলেকজান্দার ওল্‌ডেনবুর্গ অধিকার সম্পর্কে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু নেপোলিয়ন আলেকজান্দারের সকল প্রতিবাদই হেলাভরে উপেক্ষা করলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ককে নেপোলিয়ন সাহায্য দিতে চাওয়ায় তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সামান্য আবরণও লোপ পেলো। রাশিয়া ও ফ্রান্স চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

ইতিমধ্যে স্পেনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়াও নিজেদের পুনরায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে থাকে। এক আন্তর্জাতিক অশুভ লগ্নেই যে নেপোলিয়ন রাশিয়া অভিযান করেছিলেন, তা বলা চলে।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪-এ জুন যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী ছাড়াও বিজিত দেশগুলির সৈন্যবাহিনীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর "গ্রাঁদ আর্মে" বা মহা বাহিনীতে পাঁচ লক্ষেরও বেশী সৈন্য ছিল। সৈন্যদের মধ্যে জার্মান, ইতালীয়, সুইস, স্পেনিয়ার্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় লোকেরা ছিল। রুশদেশে লুণ্ঠনই ছিল এদের লক্ষ্য। তাই বিশ বৎসর পূর্বে যে ফরাসী বাহিনী বিপ্লব ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছিল, এই ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না।

নেপোলিয়ন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে নিয়েমেন নদী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। শীঘ্রই তিনি রুশ বাহিনীর সাক্ষাৎ পাবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু রুশ বাহিনী দূরের কথা, একজন রুশ গ্রামবাসীরও তিনি সাক্ষাৎ পেলেন না। নির্জন পরিত্যক্ত গ্রাম ও দিগন্তবিস্তৃত অরণ্য প্রান্তর অতিক্রম ক'রে নেপোলিয়নের বাহিনী এগোতে লাগলো। রুশ বাহিনী সৈন্যসংখ্যায় ছিল মাত্র এক লক্ষ আশি হাজার। অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদের দিক থেকেও তা ফরাসী বাহিনীর চেয়ে ছিল অনেক নিকৃষ্ট। তাই রুশ সেনাপতিরা সম্মুখ যুদ্ধে সহজে ধরা দিলেন না। নিজ নিজ বাহিনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে পেছু হটতে লাগলেন।

রুশবাহিনীর ক্রমাগত পেছু হটবার সংবাদে রুশ সম্ভ্রান্তরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পেছু হটবার নীতি নিয়ে সেনাপতি বার্ক্লে ডি টলি ও সেনাপতি বাগ্রাতিয়নের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটলো।

এই অবস্থায় সম্ভ্রান্তদের চাপে আলেকজান্দার ৬৭ বৎসর বয়স্ক ফীল্ড মার্শাল কুটুজভকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করলেন।

নেপোলিয়নের বাহিনী যতোই রুশদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগলো, ততোই তার অবস্থা বেশী খারাপ হয়ে পড়লো। বিরাট এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়ায় তার সংহতি হ'লো বিনষ্ট। যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হ'লো, রসদ সরবরাহও ঠিকমতো রইলো না। রুশবাহিনীর সঙ্গে ছোট-খাটো সংঘর্ষ হ'তে লাগলো। কেবল তাই নয়, স্থানীয় অধিবাসীরাও গেরিলা যুদ্ধে গ্রাঁদ আর্মেকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। নেপোলিয়ন বিয়েলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়া অধিকার ক'রে সেখানে লিথুয়ানিয়ার গ্র্যাণ্ড ডাচি নামে একটি পৃথক সরকার গঠন করেছিলেন এবং স্থানীয় জমিদারদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কৃষকরা পূর্বের মতোই তাঁদের দাসত্ব করবে। তাই বিয়েলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার কৃষকরা সকলের আগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো। যুদ্ধ আর সৈন্যদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। অচিরে সমগ্র দেশবাসী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম শুরু করলো।

আক্রমণকারী বিদেশীদের খাদ্য-সরবরাহ তারা বন্ধ করলো। ফরাসী বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেলেই তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়ে খাদ্যশস্য নষ্ট ক'রে বনে গিয়ে আশ্রয় নিলো এবং বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে লাগলো। নেপোলিয়ন এই ধরনের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ সেপ্টেম্বর তারিখে রুশ সেনাপতির কাছে এই "বর্বর ও অপ্রচলিত" যুদ্ধরীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখবার জন্যে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রুশ সেনাপতিমণ্ডলী ও জনসাধারণ নেপোলিয়নের প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না।

কুটুজভ নেপোলিয়নের বিশাল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর কথা ভালো ক'রেই জানতেন এবং সেনাপতি বার্ক্লে ডি টলির পশ্চাদপসরণের নীতি কিছুটা সমর্থন করতেন। কিন্তু ক্রমাগত পশ্চাদপসরণও বিপজ্জনক ছিল। তাই কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের পর মস্কো থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে বরোদিনো গ্রামে তিনি নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে মুখোমুখি বাধা দিলেন। নেপোলিয়ন বরোদিনোতে এক লক্ষ তিরিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। রুশ বাহিনীতেও নিয়মিত সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ উনত্রিশ হাজার। বরোদিনোতে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'লো। এই যুদ্ধে বিখ্যাত রুশ সেনাপতি বাগ্রাতিয়নের মৃত্যু হ'লেও নেপোলিয়ন পেছু হটতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধকালে রুশবাহিনী প্রচণ্ড বীরত্ব ও ত্যাগ দেখালো এবং প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও সুসংঘবদ্ধভাবে মস্কোয় ফিরে এলো। কুটুজভ আবার মস্কোয় ফরাসী বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া সমীচীন ভাবলেন না। চৌদ্দই সেপ্টেম্বর রুশবাহিনী মস্কো ত্যাগ ক'রে পশ্চাদপসরণ করলো। সেই সঙ্গে মস্কোবাসীরাও দলে দলে মস্কো ছেড়ে চললো। ফরাসী সেনাপতি ম্যুরার বাহিনী যখন মস্কোয় প্রবেশ করলো, তখন মস্কো জনহীন ও পরিত্যক্ত পড়েছিল। রাত্রিতে মস্কোয় ঘটলো অগ্নিকাণ্ড। বাতাসে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরময় এবং কাঠের বাড়িগুলিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলো। ছদিন ধরে ক্রমাগত চললো অগ্নিকাণ্ড। দিন ও রাত্রির পার্থক্য রইলো না। অগ্নিদগ্ধ মস্কোয় ফরাসী বাহিনী ইচ্ছামতো লুঠতরাজ চালালো।

নেপোলিয়ন মস্কোয় এসে বুঝেছিলেন, তাঁর রাশিয়া অভিযান ব্যর্থ হ'তে চলেছে এবং ফ্রান্স থেকে তিনি বহু দূরে এসে পড়েছেন। তিনি আলেকজান্দারের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব হলেন এবং

ইউরোপে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে মস্কোয় ব'সেই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করতে চাইলেন। কিন্তু আলেকজান্দার তাঁর সকল প্রস্তাব নীরবে উপেক্ষা করলেন। দুরন্ত শীতও সমাগতপ্রায়। খাদ্য ও পরিচ্ছদের অভাবে "গ্রাঁদ আর্মের" অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো।

কুটুজভ রুশ বাহিনী নিয়ে মস্কো থেকে রিয়াজানের পথ ধ'রে এগিয়ে হঠাৎ তারুতিনোর দিকে অগ্রসর হলেন এবং পাশ ও পেছন থেকে ফরাসী বাহিনীকে ঘিরে ফেলবার ব্যবস্থা করলেন। নেপোলিয়ন এতোদিনে কুটুজভের এই বিপজ্জনক কৌশল সম্পর্কে সচেতন হলেন এবং দ্রুত মস্কো ত্যাগের আদেশ দিলেন (১৮ই অক্টোবর, ১৮১২)। নেপোলিয়ন ক্রেমলিন উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় বোমার পলতেগুলি ভিজে যায়, তাই ক্রেমলিনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কেবল একটি মিনার ও প্রাচীরের একাংশ ধ্বংস হয়।

নেপোলিয়ন কালুগার পথে ইউক্রেনে চলে যাওয়া স্থির করেছিলেন। কারণ, সেখানে রুশ বাহিনী খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রেখেছিল। কিন্তু তা সম্ভব হ'লো না। কুটুজভ তাঁকে পথে বাধা দিলেন। মালোইয়ারোস্লাভেৎসে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হ'লো। যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়লো। নেপোলিয়ন দ্রুত স্মোলেন্স্ক্ অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে শত শত অগ্নিদগ্ধ পরিত্যক্ত গ্রাম ও শহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফরাসী বাহিনীতে ভয়ংকর খাদ্যাভাব দেখা দিলো। সৈন্যরা মৃত অশ্বের মাংস খেতে লাগলো। স্মোলেন্স্ক্‌গামী পথ ফরাসী সৈন্য ও অশ্বের মৃতদেহে ভ'রে গেলো। তার ওপর স্থানীয় অধিবাসীরা গেরিলা যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো।

নেপোলিয়নের "গ্রাঁদ আর্মে" এখন স্মোলেন্স্কে পৌঁছে দেখলো,

মস্কোর মতো স্মোলেন্স্ক্ও হয়েছে ভস্মীভূত। খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার সামান্য সম্ভাবনাও সেখানে নেই। তার ওপর নামলো প্রচণ্ড কুয়াশা ও দুরন্ত শীত। সাধারণত বলা হয়, সেনাপতি শীতই ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শীত পড়বার আগেই ফরাসী বাহিনী পরাজিত ও পলায়িত হয়েছিল। দেশবাসীর অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগ এবং রুশ সেনাপতিদের বুদ্ধি ও সমর-কৌশল সেদিন নেপোলিয়নের কবল থেকে রুশদেশকে রক্ষা করেছিল।

যুদ্ধে, খাদ্যাভাবে, শীতে ও রোগে নেপোলিয়নের পাঁচ লক্ষ সৈন্যের "গ্রাঁদ আর্মে" এখন মাত্র তিরিশ হাজার মানুষের একটি জনতায় পরিণত হয়েছিল। নেপোলিয়ন তাঁর পরাজিত অবশিষ্ট বাহিনীকে পথে ফেলে রেখে দ্রুত প্যারিসে ফিরে গেলেন। কারণ বিজয়ী রুশবাহিনী এখনও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল।

নেপোলিয়নের পতন ঃ

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নেপোলিয়নের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে রুশবাহিনী পোল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ায় প্রবেশ করলো। নেপোলিয়ন-বিজিত দেশগুলিতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটতে লাগলো। ঐ বৎসর রাশিয়া ও মিত্র পক্ষীয় বাহিনীর হস্তে লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হলেন এবং আলেকজান্দার সহ মিত্র পক্ষীয় বাহিনী ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারিসে প্রবেশ করলো। নেপোলিয়ন বন্দী, সিংহাসনচ্যুত ও এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হলেন। যে বুর্‌বোঁ রাজবংশকে ফরাসী বিপ্লব বিতাড়িত করেছিল, তাকেই পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হ'লো। ফ্রান্সের বিজিত দেশগুলিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেওয়ার জন্যে ভিয়েনায় ইউরোপীয় রাজাদের এক

সম্মিলন বসলো। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত স্বাক্ষরিত হ'লো এবং রাশিয়া ওয়ারসর ডাচির অধিকাংশ লাভ করলো।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে আলেকজান্দার নিজেকে পোল্যাণ্ডের রাজা ব'লে ঘোষণা করলেন এবং পোল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্তদের সন্তুষ্ট করবার জন্মে পোল্যাণ্ডকে "সাংবিধানিক সনদ" দিলেন। এই সংবিধান অনুসারে যে পোলিশ সেয়িম গঠিত হ'লো, তার জার কর্তৃক উত্থাপিত বিলগুলির আলোচনা করবার ক্ষমতা রইলো, তবে সেয়িমের নিজস্ব কোনও বিল উত্থাপনের অধিকার রইলো না। জারের হয়ে কাজ করবার জন্মে পোল্যাণ্ডে একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন।

ভিয়েনায় যখন সম্মিলন চলছিল, তখন নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ থেকে গোপনে পালিয়ে প্যারিসে ফিরে এসেছিলেন। তিনি নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্মে প্রায় তিন মাস কাল সংগ্রাম করেন এবং অবশেষে বৃটিশ ও জার্মান বাহিনীর হস্তে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হন। নেপোলিয়নকে এবার সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। সেখানেই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। যে ষোড়শ লুইকে বিপ্লবীরা গিলোটিন করেছিল, তাঁর ভাই অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইউরোপে বিপ্লব প্রতিরোধের জন্মে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার রাজারা "পবিত্র মৈত্রী" নামে একটি জোট গ'ড়ে তোলেন। এই জোটের নেতা ছিলেন আলেকজান্দার স্বয়ং। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপে রাশিয়ার মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ইতালি, স্পেন ও ইউরোপের অন্মান্ম দেশে বিপ্লববিরোধী কার্যকলাপের তদারক করবার কাজ রাশিয়াই করতে থাকে।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে আলেকজান্দারের প্রাধান্য হ্রাস ঃ

কিন্তু রাশিয়া শীঘ্রই তার এই প্রাধান্য হারায় এবং অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেটার্নিক এখন ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আলেকজান্দারের স্থান অধিকার করেন। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিতে ইংল্যাণ্ড তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দেয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকরা তুরস্কের স্থলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করে। গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে রুশ অর্থোডক্স চার্চের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় রুশরা গ্রীকদের প্রতি স্বভাবতই সহানুভূতিশীল ছিল। তাই গ্রীকদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্যের জন্যে রুশরা দাবী করতে থাকে। কিন্তু মেটার্নিক গ্রীকদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে "বিপ্লবী" আখ্যা দিয়ে সাহায্যের অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করেন এবং আলেকজান্দার ম্যাটার্নিকের মতই মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড মধ্য প্রাচ্যে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় গ্রীসের বিরুদ্ধে তুরস্কের পক্ষ সমর্থন করে। আলেকজান্দার তখন মধ্য প্রাচ্যে প্রভাব হারাবার ভয়ে গ্রীকদের বিরোধিতা করতে মনঃস্থ করেন এবং এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান। গ্রীসের সম্পর্কে আলেকজান্দারের এই আকস্মিক নীতি পরিবর্তন দেশে তাঁর সমালোচনার কারণ ঘটায়। কেবল তাই নয়, তিনি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও যে সকল ব্যবস্থা করেন, সেগুলিও জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর একাংশকে বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ক'রে তোলে এবং তাঁর সমালোচনা ও বিরোধিতা ক্রমেই তীব্রতর হ'তে থাকে।

ককেসাস অঞ্চল অধিকারের চেষ্টা ঃ

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর আলেকজান্দার উত্তর ককেসাস অঞ্চল অধিকারের জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৮১৬

খ্রীষ্টাব্দে ইয়েরমোলোভ ককেসাসে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তিনি ককেসাস অঞ্চলকে দ্রুত অধিকারে আনবার ব্যবস্থা করেন। ১৮১৭-২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম ককেসাসে সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা হয়।

প্রশাসনিক সংস্কার ও আরাক্‌চিয়েভ্‌ ব্যবস্থা :

স্পেরান্‌স্কির পতনের পর কিছুদিন নিকোলাস নভোসিল্‌ৎসভ আভ্যন্তরীণ সংস্কার বিষয়ে আলেকজান্দারকে পরামর্শ দেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নভোসিল্‌ৎসভ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় রুশ সাম্রাজ্যকে কতিপয় বৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত করার কথা বলা হয়। বলা হয়, প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব সেয়িম (আইনসভা) ও শাসন পরিষদ্‌ থাকবে এবং প্রাদেশিক সেয়িমগুলি সর্বোচ্চ জাতীয় আইনসভার জন্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। আলেকজান্দার এই পরিকল্পনার প্রশংসা করলেও একে কার্যকরী করতে ইতস্তত করতে থাকেন। অবশেষে তিনি এটিকে আংশিকভাবে চালু করবার সিদ্ধান্ত করেন এবং প্রদেশে আঞ্চলিক পরিষদ্‌ গঠন করবার কাজে হাত দেন। পরীক্ষামূলকভাবে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াজান প্রদেশে ঐরূপ একটি পরিষদ্‌ গঠিত হয়।

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে যে সংস্কার সাধনের সর্বাগ্রে ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেটি হ'লো ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধন। কিন্তু এ বিষয়ে জার সাহসিকতার সঙ্গে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। ১৮১৬-১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি এস্তোনিয়া, কুর্‌ল্যাণ্ড ও লিভোনিয়ায় ভূমিদাস প্রথা তুলে দেন। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকরা কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা পেলেও ভূমিতে অধিকার না পাওয়ায় তাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয় না।

এস্তোনীয় এবং লেটিশ কৃষকরা যথেষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনতাও পায় না। জমিদারদের অনুমতি ভিন্ন কোনও জীবিকার সন্ধান করা তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

আলেকজান্দার-প্রবর্তিত আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ছিল সামরিক উপনিবেশ স্থাপন। তাঁর সমর সচিব আলেক্‌সি আরাক্‌চিয়েভ এই ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন। তাই একে "আরাক্‌চিয়েভ ব্যবস্থা" বলা হয়। আরাক্‌চিয়েভ সামান্য গোলন্দাজ বাহিনীর কর্মচারী থেকে জেনারেল ও জারের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। আরাক্‌চিয়েভ জনসাধারণের উপর নির্মম স্বেচ্ছাচার চালাতেন। তাই লোকে তাঁকে "আধা-জার" বলতো। আরাক্‌চিয়েভের ঘৃণ্যতম কাজ ছিল সামরিক উপনিবেশগুলির স্থাপনা ও পরিচালনা। বিরাট স্থায়ী বাহিনী রাখা ছিল অতীব ব্যয়সংকুল। তাই কতিপয় অঞ্চলে সরকারী ভূমিদাসদের উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তাদের স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক সৈন্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ভূমিদাসরা কেবল সৈন্য ছিল না। তাদের চাষবাসও করতে হ'তো। এইভাবে সৈন্যবাহিনীকে সাবলম্বী করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সামরিক উপনিবেশের সৈন্যদের ছেলেমেয়ের দুর্গতির সীমা থাকতো না। আট বছর বয়স থেকেই ছেলেদের সামরিক পোশাক প'রে কুচকাওয়াজ করতে হ'তো। সামান্য ত্রুটির জন্যে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'তো। সৈন্যেরা ব্যারাকে সাধারণ কুঁড়েঘরে থাকতো। তাদের কাজকর্ম, আহার, শয়ন, সব কিছুই কঠোর নিয়ম অনুসারে বিউগল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে করতে হ'তো। প্রায়ই সামান্যতম ত্রুটির জন্যে তাদের প্রচণ্ড প্রহার করা হ'তো। খাদ্য ছিল অতি সাধারণ। অথচ জার নিজে যখন এইসব উপনিবেশ পরিদর্শনে যেতেন, তখন দেখানো হ'তো যে, সৈন্যদের প্রত্যেককে

হাঁস ও শূকর মাংসের রোস্ট দেওয়া হয়। এজন্যে একটি মাত্র থালায় ক'রে রোস্ট সাজানো হ'তো এবং সেই থালাটিকে ব্যারাকের খিড়কি দিয়ে জার আসবার ঠিক আগে সেপাইয়ের খাবার টেবিলে রাখা হ'তো এবং জার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থালাটি পরবর্তী ঘরে চালান যেতো। উপনিবেশগুলিতে সৈন্যদের দুরবস্থার জন্যে আরাক্‌চিয়েভই সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন। রুশ দেশের পশ্চিম সীমান্তে নভ্‌গরদ গুবার্নিয়া ও ইউক্রেন গুবার্নিয়াতে এই উপনিবেশগুলি গ'ড়ে তোলা হয়েছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এইসব উপনিবেশে প্রায় তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভূমিদাসকে বসানো হয়েছিল।

কৃষকরা এইসব উপনিবেশে যেতে চাইতো না এবং প্রাণপণে বাধা দিতো। নভ্‌গরদ ও ইউক্রেনের উপনিবেশগুলির অধিবাসীরাও প্রায়ই বিদ্রোহ করতো। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউক্রেনের চুগুইয়ে উপনিবেশে ঐরূপ একটি বিদ্রোহ ঘটে। স্থানীয় কৃষকরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিদ্রোহ দ্রুত তাগান্‌রগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আকার ধারণ করে। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের নেতাদের তাঁদের পরিবারের সামনে দশ হাজার ঘা পর্যন্ত চাবুক মারবার আদেশ দেওয়া হয়। ঐ দণ্ড শেষ হওয়ার বহু আগেই দণ্ডিত ব্যক্তিরা মারা যেতেন। শত শত সৈন্যকে উপনিবেশ থেকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। জারকে সামরিক উপনিবেশ তুলে দেওয়ার জন্যে কেউ কেউ পরামর্শ দেন। তার উত্তরে তিনি বলেন, "সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ থেকে চুদোভো পর্যন্ত সমস্ত পথ যদি সৈন্যদের মৃতদেহে ভ'রে যায়, তবু এইসব উপনিবেশ তোলা হবে না।" চুদোভো ছিল সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে। এখান থেকেই সামরিক উপনিবেশগুলি শুরু হয়েছিল।

গুপ্ত সমিতি ও বিদ্রোহের সূচনা ঃ

আলেকজান্দারের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে এবং তাঁর প্রধান অনুচরদের কার্যকলাপে দেশে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেশে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এইসব গুপ্ত সমিতির পেছনে শিক্ষিত তরুণ সম্ভ্রান্তবংশীয়রা ছিলেন। তাঁদের দাবী ছিল দেশে শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ভূমিদাস প্রথার বিলোপ। এইসব গুপ্ত সমিতির কথা আলেকজান্দারের কর্ণগোচর হয়, কিন্তু সেগুলিকে তিনি তেমন আমল দেন না। কেবল গুপ্ত সমিতির আড্ডাগুলিকে বন্ধ ক'রে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেগুলির নেতৃত্বে দেশে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ "ডিসেম্বর বিদ্রোহ" নামে পরিচিত।

জার প্রথম আলেকজান্দারের মৃত্যু ঃ

সারা দেশময় যখন সকল শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন অকস্মাৎ জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাগান্‌রগে জার প্রথম আলেকজান্দারের মৃত্যু হ'লো (১লা ডিসেম্বর, ১৮২৫)। কিছুদিন যাবৎ তিনি অত্যন্ত ধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রায়ই সিংহাসন ত্যাগ ক'রে সাধারণভাবে জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন। তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার যুবরাজ উইলিয়মকে জানিয়েছিলেন, তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর নেবেন। তাই আলেকজান্দারের এই আকস্মিক মৃত্যুর ফলে কিংবদন্তীর উদ্ভব হয় যে, তিনি মরেন নি, সাধুর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনিই পরে বৃদ্ধ বয়সে সাইবেরিয়ায় ফিয়োদোর কুচ্‌মিচ নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জার প্রথম নিকোলাস—ডিসেম্বর বিদ্রোহ ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

জার প্রথম নিকোলাস ঃ

প্রথম আলেকজান্দার অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর কে রুশদেশের সিংহাসনে বসবে, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা কন্‌স্তান্তিনকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। কন্‌স্তান্তিন ছিলেন পোলিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, তিনি এক পোল মহিলাকে বিয়ে ক'রে ওয়ারসতেই ছিলেন। তিনি রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। তখন আলেকজান্দার তাঁর পরবর্তী অনুজ নিকোলাসকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করলেন। আলেকজান্দার তাঁর এই নির্বাচনের কথা গোপন রাখলেন এবং নির্বাচন-পত্রের তিনটি কপি তিনটি সীলমোহর করা খামে ভ'রে পৃথকভাবে তিন জায়গায় রাখলেন। ভাবী জার হিসাবে নিকোলাসের নাম ঘোষণা না করবার প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল নিকোলাসের জনপ্রিয়তার অভাব। নিকোলাস একজন প্রাশিয়ান রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। প্রাশিয়ানদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা রুশ সম্ভ্রান্ত, সামরিক পদস্থ কর্মচারী ও জনসাধারণ পছন্দ করতেন না। তা ছাড়া নিকোলাস ছিলেন সংরক্ষণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। সেজন্যেও তাঁর নির্বাচন সমসাময়িক বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের উপযুক্ত ছিল না।

আলেকজান্দারের শেষ ইচ্ছা ও নির্বাচনের কথা তাঁর দুই ভাই-ই জানতেন। কিন্তু কন্‌স্তান্তিন আলেকজান্দারের ইচ্ছানুরূপ কাজ করলেও নিকোলাস করলেন না। নিকোলাস তখন সেন্ট

পিটার্সবার্গের সামরিক গভর্নর ছিলেন। তিনি সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীকে জার ব'লে কন্‌স্তান্তিনের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দিলেন। অন্যপক্ষে, কন্‌স্তান্তিনও ওয়ারসতে সমস্ত সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীকে জার ব'লে নিকোলাসের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে নির্দেশ দিলেন। এইভাবে অদ্ভুত এক অবস্থার সৃষ্টি হ'লো। সেন্ট পিটার্সবার্গ ও ওয়ারস-র মধ্যে লোক ছুটোছুটি করতে লাগলো। ঐ সময় রেলপথ বা টেলিগ্রাফের যোগাযোগ না থাকায় দু ভাইয়ের মধ্যে রফা হ'তে কিছুটা সময় লাগলো। কন্‌স্তান্তিন আগের মতোই জারের পদ নিতে অস্বীকার করলেন এবং ২৬-এ ডিসেম্বর নিকোলাসের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার দিন স্থির হ'লো। দেশের শাসক নির্বাচনের এই অনিশ্চয়তার সুযোগে গুপ্ত সমিতিগুলি অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ডিসেম্বর মাসে এই অভ্যুত্থান ঘটে, তাই একে "ডিসেম্বর বিদ্রোহ" এবং বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারী ও সমর্থকদের "ডিসেম্বরী" বলা হয়। ডিসেম্বর অভ্যুত্থান তরুণ সুশিক্ষিত ও প্রগতিশীল সম্ভ্রান্তবংশীয়দের নেতৃত্বেই ঘটেছিল।

ডিসেম্বর বিদ্রোহ ঃ

ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের সর্বসম্মত দাবী ছিল ভূমিদাস প্রথার বিলোপ এবং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ বা নিয়ন্ত্রণ। রুশদেশের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ যে একান্ত প্রয়োজন, তা রুশদেশের চিন্তাশীল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা উপলব্ধি করছিলেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এমন কি প্রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল। দেশে কলকারখানার উন্নতির জন্যে ভূমিদাসদের মুক্তি ছিল অপরিহার্য। কারণ কারখানাগুলিতে কাজের জন্যে ভূমিদাসদের উপরই নির্ভর করতে

হ'তো। অথচ এইসব ভূমিদাস নিজ নিজ মালিকের আদেশ অনুসারে কারখানায় যোগ দিতে বা কারখানা ত্যাগ করতে বাধ্য হ'তো। ভূমিদাসরা কারখানায় কাজ ক'রে যা রোজগার করতো, তা প্রায় সমস্তই তাদের মালিকরা নিয়ে নিতো। ফলে কারখানার কাজে ভূমিদাসরা মোটেই উৎসাহ পেতো না। তাই দেশে কল-কারখানার উন্নতি ও ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্যে স্বাধীন শ্রমিকের ছিল প্রয়োজন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রগতিশীল চিন্তাধারাও রুশ তরুণদের উদ্দীপিত ক'রে তুলেছিল। যেসব রুশ তরুণ সৈন্যদলে কাজ করতেন, তাঁরা ফ্রান্সে অভিযানের ফলে ফরাসী চিন্তাধারার সঙ্গে—মঁতেস্‌কিউ, দিদেরো, ভল্‌তের, রুশো প্রভৃতির রচনার সঙ্গে—পরিচিত হয়েছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে অভিযান ক'রে সেসব দেশের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন হয়েছিলেন। ঐসব দেশে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ও ধনতন্ত্রের বিকাশই যে উন্নতির প্রধান কারণ, তা তাঁদের বুঝতে বাকী ছিল না। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব থেকে তাঁরা প্রজাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কেও নিঃসংশয় হয়েছিলেন। ইতালি, স্পেন ও বল্‌কান দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামও তাঁদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। ফলে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত তরুণরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠন ক'রে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। এইসব সমিতির লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দ্বারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ বা নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিদাসদের মুক্তিসাধন।

বিপ্লবী সম্ভ্রান্ত তরুণরা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির নাম ছিল "মুক্তি সংঘ"। কর্নেল আলেকজান্দার মুরাভিয়েভ ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। এই সংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ।

এর উদ্দেশ্য ছিল দেশে ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদ এবং সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশে ঐ সময় আর একদল বিপ্লবী ছিলেন। যাঁরা রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও ভূমিদাস প্রথার বিলোপকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের প্রধান নেতা ছিলেন কর্নেল পাভেল ইভানোভিচ্ পেস্তেল (১৭৯৩-১৮২৬)। "মুক্তি সংঘ" প্রতিষ্ঠার দু'বছর বাদে "সমৃদ্ধি সংঘ" নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা ছিল এবং এর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় দু' শ। দক্ষিণ অঞ্চলে ইউক্রেনের তুল্‌চিনে এর যে শাখাটি ছিল, সেটিই ছিল সবচেয়ে বিপ্লবী এবং সেই শাখার সংগঠক ছিলেন পেস্তেল স্বয়ং। পেস্তেলের প্রভাবে "সমৃদ্ধি সংঘ" দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এ নিয়ে সংঘের নরমপন্থীদের সঙ্গে বিরোধ বাধে এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘ ভেঙে যায়। তখন পেস্তেল "দক্ষিণ সংঘ" নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন।

পেস্তেল ছিলেন সুশিক্ষিত তরুণ। তিনি অসামান্য চিন্তাশক্তি ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বরোদিনোর যুদ্ধে আহত হন। তিনি ১৮১৩ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রুশবাহিনীর বৈদেশিক অভিযানগুলিতেও অংশ গ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকেই ভল্‌তের, দিদেরো, রুশো প্রভৃতি চিন্তানায়কের রচনা তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি অচিরে বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ সমর্থক হয়ে ওঠেন। রুশদেশে কি কি সংস্কার সাধন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে তিনি একটি বিশদ সূচী প্রণয়ন করেন। তিনি ঐ সূচীকে "রুশ্‌স্কায়া প্রাভ্‌দা" বা "রুশীয় সত্য" নাম দেন। তাঁর পরিকল্পনা বলা হয় যে, রুশদেশে আকস্মিক বিদ্রোহের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রজাতন্ত্রের একটি কেন্দ্রীয়

সরকার থাকবে। রাজবংশের সকলকেই হত্যা করা হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার জন্যে দুটি পরিষদ্ থাকবে: একটি আইনসভা—নারোদ্নাইয়ে ভেচে বা গণ-পরিষদ্, অপরটি দের্ঝাভ্-নাইয়া দুমা—রাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ্। তা ছাড়া থাকবে ভের্খভ্নি সবর বা সর্বোচ্চ পরিষদ্। আইনানুগভাবে কার্য পরিচালনা হচ্ছে কিনা তার তত্ত্বাবধানের ভার থাকবে এই পরিষদের হাতে। সকল নাগরিককে সমান অধিকার ও সমান স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কেবল সম্পত্তির মালিক ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ভোটাধিকার লাভের যোগ্যতা সংকুচিত রাখা হবে না। সকল ভূমিদাসকে ভূমিসহ মুক্তি দিতে হবে। জমিদারদের কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।

পর বৎসর (১৮২২) সেন্ট পিটার্সবার্গে "উত্তর সংঘ" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে। এই সংঘের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন নিকিতা মুরাভিয়ভ (১৭৯৫-১৮২৬)। তিনি রক্ষী-বাহিনরী একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং বৈদেশিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি প্যারিসে একটি নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেখানে বহু বিপ্লবী গ্রন্থও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পরে দেশে ফিরে তিনি গুপ্ত সমিতিগুলির অন্যতম প্রধান পরিচালক হয়ে ওঠেন।

মুরাভিয়ভ আদর্শ রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা করেন, তাতে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ না ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে সম্রাটের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্যে দুই-পরিষদ্-বিশিষ্ট একটি আইনসভা—নারোদনাইয়ে ভেচে থাকবে। ঊর্ধ্বতন পরিষদ্ই হবে সর্বোচ্চ দুমা এবং নিম্নতম পরিষদ্টি হবে জন-প্রতিনিধি পরিষদ্। সম্পত্তির যাঁরা অধিকারী, কেবল তাঁরাই নারোদনাইয়ে ভেচের, বিশেষত সর্বোচ্চ দুমার, নির্বাচনে ভোট

দেওয়ার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হবেন। ভূমিদাস-প্রথা তুলে দিতে হবে, তবে ভূমি জমিদারদের হাতেই থাকবে। স্পষ্টত, এই পরিকল্পনাটি যথেষ্ট বিপ্লবী ও প্রগতিশীল ছিল না।

দক্ষিণ ও উত্তর সংঘের প্রায় সমসময়ে ইউক্রেনের ভল্‌হিনিয়াতে অপর একটি গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে ওঠে। এটির নাম "সম্মিলিত স্লাভ সংঘ"। সৈন্যবাহিনীর নিম্নতন কর্মচারী বা বেসামরিক তরুণ সম্ভ্রান্তরাই ছিলেন এই সংঘের সদস্য। এই সংঘের নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা ছিল না। পরে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এই সংঘ পেস্তেলের কর্মসূচীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ সংঘের সঙ্গে মিলিত হয়।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর ফলে উত্তরাধিকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয়েছিল, তারই সুযোগে উত্তর সংঘ বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত করেন। ২৬-এ ডিসেম্বর তারিখে নিকোলাসের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের দিন ছিল। উত্তর সংঘের নেতাদের প্রভাবে সামরিক বাহিনীকে শপথ গ্রহণ না করতে এবং সংবিধান দাবী করতে প্ররোচিত করা হ'লো। বিদ্রোহীদের অধীনে সৈন্য-বাহিনীগুলি সেনেট স্কোয়ারে এসে হ'লো সমবেত। কিন্তু তারা দ্রুত ক্ষমতা অধিকার করলো না, এমন কি নেতারা কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনও নির্দেশ দিলেন না। জারের আদেশে গোলন্দাজ-বাহিনী বিদ্রোহীদের উপর গোলাবর্ষণ করলো। ফলে নেভা নদীর তীর, সেনেট স্কোয়ার ও রাজপথগুলি মৃতদেহে ভ'রে গেল। বিদ্রোহের নেতারা হলেন বন্দী।

সেণ্ট পিটার্সবার্গের অভ্যুত্থানের ঠিক প্রাক্কালেই এক বিশ্বাসঘাতক পেস্তেলকে ধরিয়ে দিয়েছিল। পেস্তেলের সহকর্মীদের নেতৃত্বে ইউক্রেনে চের্নিগভ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করলো (১০ই জানুয়ারি, ১৮২৬)। সেণ্ট পিটার্সবার্গের মতো চের্নিগভ রেজিমেণ্টও

দ্রুত আক্রমণ শুরু না করায় বিদ্রোহ বিফল হ'লো। সম্মিলিত স্লাভ সংঘের কতিপয় বিপ্লবী নেতা একটি সৈন্যদল পাঠিয়ে কিয়েভ অধিকার করবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু নরমপন্থী নেতাদের গড়িমসির ফলে এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হ'লো। ঐ বিদ্রোহী বাহিনীও সরকারী সৈন্যদলের হস্তে পরাজিত হ'লো (১৫ই জানুয়ারি, ১৮২৬)। নিকোলাস বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। পেস্তেল প্রভৃতি নেতারা সকলেই ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। বহু বিদ্রোহী সাইবেরিয়ায় ও ককেসাসে হলেন নির্বাসিত। বিদ্রোহী সিপাইদের অনেককে চাবুকের বারো হাজার ঘা পর্যন্ত মারবার ব্যবস্থা হ'লো।

এইভাবে ডিসেম্বর বিদ্রোহ প্রায় সূচনাতেই হ'লো ব্যর্থ। জনসাধারণের সঙ্গে এই বিদ্রোহের যোগাযোগ না থাকায় এবং বিদ্রোহীরা বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ না করায় এতো দ্রুত এই বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল। কিন্তু ডিসেম্বর বিদ্রোহ যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল, তা বলা যায় না। ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের ত্যাগ ও চিন্তাধারা পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জার প্রথম নিকোলাসের আভ্যন্তরীণ নীতি :

ডিসেম্বর বিদ্রোহের পর নিকোলাস ব্যাপকভাবে দমন নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের জন্যে বিশেষ "তৃতীয় বিভাগ" নামে একটি বিভাগ খোলেন। গোয়েন্দা পুলিসের প্রধান কর্তা জেনারেল বেন্‌কেনডর্ফ্ এই বিভাগের কর্তা নিযুক্ত হন। সমস্ত রুশ সাম্রাজ্যকে সাত ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগে গোয়েন্দাগিরি নিপুণভাবে চালানোর ভার গোয়েন্দা পুলিসের এক-একজন কর্তার ওপর থাকে। সৈন্যবাহিনীতেও যাতে বিদ্রোহ বা বিদ্রোহীদের চিহ্ন মাত্র

না থাকে, সেজন্যেও ব্যবস্থা করা হয়। ডিসেম্বরীদের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক ছিল ব'লে সন্দেহ করা হয় এমন সকল সামরিক কর্মচারীই সৈন্যদল থেকে বিতাড়িত হন। নিকোলাসের শিক্ষক ছিলেন কুরল্যাণ্ডের এক অধিবাসী। তিনি প্রাশিয়ান সৈন্যদলের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও পুলিশী রাষ্ট্রের উপযোগিতার কথা নিকোলাসের মনে অল্প বয়স থেকেই সঞ্চারিত করেছিলেন। নিকোলাস ছিলেন তাঁর দাদা আলেকজান্দারের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না। স্বভাবের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সংরক্ষণপন্থী। প্রাশিয়ার তৃতীয় উইলিয়মের কন্যা চার্লোটের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সেজন্যেও প্রাশিয়ান রীতিনীতিকে তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রকে বিশাল একটি সামরিক ব্যারাকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় আয়ের অর্ধেক সামরিক ও পুলিশ বিভাগের জন্যেই ব্যয় করা হ'তো। জুলুম, ঘুষ, দুর্নীতি প্রভৃতির জন্যে নিকোলাসের আমলের সরকারী বিভাগগুলি কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষিত তরুণ সম্ভ্রান্তরাই ডিসেম্বর বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিলেন। তাই শিক্ষা সম্পর্কেও নিকোলাস নূতন ব্যবস্থা করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পড়বার নীতি প্রবর্তিত হয়। স্থির হয়, গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর ছেলেরা, জেলা স্কুলগুলিতে বণিক ও কারিগরদের ছেলেরা এবং জিম্‌নাসিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সম্ভ্রান্তদের ছেলেরা পড়বে। বিদ্যালয়গুলি সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ও বিপ্লবী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্র হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদের শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা আবার চালু করা হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কমাবার উদ্দেশ্যে

বেতন বাড়ানো হয়। রাষ্ট্রীয় আয়ের মাত্র এক-শতাংশ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে ব্যয় করা হ'তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লোপ পায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অধীন করা হয়। ছাত্রদের ইউনিফর্ম বা একই ধরনের পোশাক পরবার নিয়ম চালু হয়। চিন্তাশীল শিক্ষক ও অধ্যাপকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিতাড়িত হন।

নিকোলাসের শাসনকালের শেষার্ধে দেশে কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২২৫৯টি কারখানা ও মিল চালু ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐসব কলকারখানায় ১৭৩০০০ শ্রমিক কাজ করতো। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৪৯০০০এ গিয়ে দাঁড়ায়। দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ হ'তে থাকে। কারখানাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহারও শুরু হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হ'তে থাকে। এখন দেশের কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেবল সম্ভ্রান্ত ও জমিদার শ্রেণীর বা ধনী বণিকদের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের নিম্নস্তর থেকেও বহু ব্যক্তি আপন প্রচেষ্টা ও প্রতিভার জোরে বহু কলকারখানা ও বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে সাভা মরোজোভের নাম সহজে করা যায়। তিনি প্রথম জীবনে ভূমিদাস ছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুক্তি কেনেন এবং প্রথমে মেষপালক, গাড়োয়ান, মিলের শ্রমিক ও বাড়িতে তাঁতের কাজ করেন। পরে তিনি মস্কোয় গিয়ে নিজের মাল বেচাকেনা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও অবশেষে কারখানা খোলেন।

কলকারখানাগুলিতে ভূমিদাসদের নিয়োগের তুলনায় স্বাধীন শ্রমিকদের নিয়োগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদের পূর্ণ

বিকাশের জন্যে তা ছিল একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা বর্তমান থাকায় প্রয়োজনের তুলনায় স্বাধীন শ্রমিকের অভাব ছিল। নিকোলাস এ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করেন নি। তবে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন ক'রে তিনি ভূমিদাসদের অধিকতর পরিমাণে ভূমি দেওয়ার নির্দেশ দেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন ক'রে তিনি ভূমিদাসদের পরিবার ভেঙে পৃথকভাবে তাদের বিক্রি করবার রীতি নিষিদ্ধ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি ঘোষণার দ্বারা ভূমিদাসদের প্রতি জমিদারদের কতিপয় কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দেন। তবে এই নির্দেশ কার্যকারী হয় না। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে তিনি ভূমিদাসদের করণীয়ের তালিকা প্রস্তুত করান। তবে ভূমিদাসদের কাজ এই তালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জমিদাররা তাদের অত্যধিক পরিমাণে খাটাতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস প্রথার এই ধরনের সংস্কারের কোনও উপযোগিতা ছিল না। একান্ত প্রয়োজন ছিল ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের। নিকোলাস তা না ক'রে ভূমিদাস প্রথার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবারই চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে প্রচুর পরিমাণে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। অভ্যুত্থানের সংখ্যা তাঁর কঠোর নীতি সত্ত্বেও ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৮২৬ থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪৫টি কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বছরে ঐ সংখ্যা বেড়ে ৩৪৮-এ গিয়ে দাঁড়ায়। বিদ্রোহী ভূমিদাস কার্মেলিউকের নেতৃত্বে ইউক্রেনে যে বিদ্রোহ হয়, তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

দেশে অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রার প্রচলনের ফলে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি ও রুবলের মূল্যহ্রাস দেখা দিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে তা ছিল প্রধান অন্তরায়। নিকোলাসের নির্দেশ অনুসারে

তাঁর অর্থ সচিব কান্‌ক্রিন কাগজী মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করেন এবং সংরক্ষিত সোনার সঙ্গে কাগজী মুদ্রার সমতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

বিপ্লবী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে নিকোলাস :

ডিসেম্বর বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করলেও দেশে যে বুর্জোয়া বিপ্লবী চিন্তাধারার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা ক্রমেই শাখা-প্রশাখা ও মূল বিস্তার করতে থাকে এবং দেশ থেকে বিপ্লবী চিন্তাধারাকে সমূলে উৎখাত করবার জন্যে নিকোলাস প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

১৮৩০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পর্যন্ত মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয় বিপ্লবী চিন্তাধারার উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তরুণ দার্শনিক নিকোলাই ভ্লাদিমিরোভিচ্ স্তান্‌কেভিচ্‌কে কেন্দ্র ক'রে একটি চক্র গ'ড়ে ওঠে। এই চক্রের সদস্যরা ফিখ্‌টে, শিলিং, এবং সর্বোপরি হেগেল, প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকদের রচনা ও মতামত সম্পর্কে খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কেবল দার্শনিক তত্ত্বকথাই সকল সদস্যকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে না। ঐ সময়ে ফরাসী সমাজতন্ত্রী সেণ্ট সাইমনের আদর্শেও তাঁরা অনুপ্রাণিত হন এবং নিছক দার্শনিকতা ছেড়ে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার প্রচার ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন।

স্তান্‌কেভিচ চক্রের যাঁরা সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার প্রচারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলেকজান্দার ইভানোভিচ্ হার্জেন (১৮১২-৭০) ছিলেন সর্বপ্রধান। হার্জেন ছিলেন এক ধনী জমিদারের পুত্র। তাঁর পিতার গ্রন্থশালায় প্রচুর জার্মান ও ফরাসী গ্রন্থ ছিল। সেগুলি প্রথম জীবনেই তিনি পড়েছিলেন। ফলে ফরাসী বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি গভীর শ্রদ্ধা

অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনে গ'ড়ে উঠেছিল। ডিসেম্বর বিদ্রোহের অন্যতম নেতা কবি রিলেইয়েভের রচনাও তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ডিসেম্বর বিদ্রোহ তাঁর বিপ্লবী তরুণ মনকে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাবী কবি ওগারিয়ভের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তখন দুই বন্ধু বিপ্লবের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবার শপথ গ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর হার্জেন বিপ্লবী চিন্তাধারার কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। অল্পদিনের মধ্যেই জার নিকোলাসের পুলিশ তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে এবং তিনি নির্বাসিত হন। কয়েক বৎসব বাদে তিনি মস্কোয় ফিরে এসে বিখ্যাত সমালোচক বেলিন্‌স্কির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদেশভ্রমণে যান এবং বিপ্লবী ফ্রান্স ও ইতালিতে কিছুদিন কাটান। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যখন বিপ্লব হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের এই বিপ্লব ছিল প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম বিপ্লব। পেটি বুর্জোয়া নেতাদের কাপুরুষতা এবং প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের বিরোধিতার ফলেই এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। বিপ্লবের ব্যর্থতায় হার্জেন হতাশ হয়ে পড়েন। তখন তিনি কৃষকদের মধ্যেই বিপ্লবী শক্তির সন্ধান করতে থাকেন। এইভাবে তিনি রুশদেশে ইউটোপীয় কৃষক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তকরূপে দেখা দেন। তিনি জার শাসন ও ভূমিদাসপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। রুশদেশে বাস করা তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিল না। কেবল তাই নয়, তিনি রুশদেশের নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। তখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকতা গ্রহণ করেন এবং পরে লণ্ডনে চলে যান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে "ফ্রী রাশিয়ান প্রেস"-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং "মেরু তারকা" নামে একটি বিপ্লবী-পত্রিকা

প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার মলাটে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের ছবি প্রকাশিত হ'তো। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি "কলোকল" বা "পাগলা ঘন্টি" নামে বিখ্যাত কাগজটিও প্রকাশ করেন। তাঁর রচনা রুশদেশে বহু বিপ্লবীর জন্ম দেয়। এইসব বিপ্লবী "রাজ্নোচিনেৎস্" (সাধারণ শ্রেণীভুক্ত) নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে চের্নিশেভ্স্কি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রুশদেশে বিপ্লবী চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন ভিসারিয়ন গ্রিগোরিয়েভিচ বেলিন্স্কি (১৮১১-৪৮)। তাঁর বাবা ছিলেন নৌবিভাগের একজন সার্জেন। বেলিন্স্কি ছিলেন হার্জেনের সমসাময়িক। পুশ্কিন, ঝুকোভ্স্কি, দের্ঝাভিন প্রভৃতির রচনা প'ড়ে অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি দেখা দেয়। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়েই "দিমিত্রি কালিনিন" নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। সাহিত্যশিল্পের দিক থেকে এই উপন্যাসখানির বিশেষ মূল্য না থাকলেও এতে বেলিন্স্কি ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করেন। এখন থেকেই শুরু হয় বেলিন্স্কির দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম। বেলিন্স্কিকে রুশ সমালোচনা সাহিত্যের জন্মদাতা বলা চলে। সাহিত্য তাঁর কাছে অবকাশবিনোদনের সামগ্রী ছিল না। তা ছিল বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচারের ও জনসাধারণের সেবার বাহন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গগল যখন জনস্বার্থকে বলি দিয়ে জারের পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টা করেছিলেন, তখন বেলিন্স্কি তাঁকে যে খোলা চিঠি লেখেন, তা হাতে লেখা শত শত কপিতে পাঠকদের কাছে ঘুরতে থাকে। ঐ চিঠিতে তিনি গগলের কতিপয় প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। তিনি গগলকে মুক্ত-কণ্ঠে জানান, রুশদেশের মুক্তি কেবল ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদে এবং

জনসাধারণের মধ্যে মানসিক মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলাতেই আছে—উপদেশে বা উপাসনায় নেই।

জারের সেন্সরের শ্যেনদৃষ্টি সত্ত্বেও বেলিন্‌স্কি শব্দ ও ভাষার অন্তরালে যা লিখতেন, তাতে বিপ্লবী চিন্তাধারা রুশ জনসাধারণের মধ্যে সহজেই বিস্তারলাভ করতো। বেলিন্‌স্কি ছিলেন বিপ্লবী গণতন্ত্রী। তিনি ছিলেন ভূমিদাস প্রথা তথা সকল প্রকার অন্যায় ও উৎপীড়নের বিরোধী। রুশদেশের সম্মুখে যে এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে লিখেছিলেন ঃ "আমি ঈর্ষা করি আমাদের সেই পৌত্র ও প্রপৌত্রদের যারা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের রুশদেশকে দেখবে। তারা দেখবে রুশদেশ দাঁড়িয়ে আছে শিক্ষিত জগতের শীর্ষে। বিজ্ঞানে ও শিল্পে সে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সারা আলোকপ্রাপ্ত বিশ্ব।" বেলিন্‌স্কির এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যে সত্যে পরিণত হয়েছে, আজকের সোভিয়েত দেশ তার প্রমাণ।

দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে বেলিন্‌স্কি মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ক্ষয়-রোগে মারা যান। তবে অকালমৃত্যুই যে তাঁকে জার নিকোলাসের নিষ্করুণ হাত থেকে রক্ষা করেছিল, তা নিঃসন্দেহ।

মস্কোর মতো সেন্ট পিটার্সবার্গেও বিপ্লবী চক্র গ'ড়ে উঠেছিল। মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ পেত্রাশেভ্‌স্কি ছিলেন এই চক্রের কেন্দ্র। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পেত্রাশেভ্‌স্কি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরাসী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী ফুরিয়ের (১৭৭২-১৮৩৭) মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং রুশদেশে ঐ ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। পেত্রাশেভ্‌স্কি ফুরিয়ের মতোই শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যেসব বিপ্লব ঘটে, সেগুলির দ্বারা তাঁর চক্রের বহু সদস্য প্রভাবিত হন। তাঁরা জারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং

বিদ্রোহের কথা চিন্তা করতে থাকেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জারের পুলিশ পেত্রাশেভ্স্কি চক্রের ৩৪ জন সদস্যকে গ্রেফ্তার করে। এই সদস্যদের মধ্যে ভাবী কালের বিখ্যাত রুশ লেখক দস্তোইয়েভ্স্কি সহ ১৫জন সদস্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং বাকী সকলে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। কিন্তু প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হওয়ার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই অকস্মাৎ জারের "করুণা" ঘোষণা করা হয় এবং দণ্ডিতরা যাবজ্জীবন সশ্রম নির্বাসনে নির্বাসিত হন।

ঐসময় বহু কবি ও সাহিত্যিকও তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে দেশে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এইসব কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্রিবোইয়েদভ, পুশ্কিন, লের্মোন্তভ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার কবি লের্মোন্তভের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অতিশয় উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, "একটা কুকুর—কুকুরের মতো মরেছে।" এইসব কবি ও লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদ করা হবে।

জার নিকোলাসের বৈদেশিক নীতির পটভূমিকা ঃ

আভ্যন্তরীণ নীতির মতো বৈদেশিক নীতিতেও জার নিকোলাস বিপ্লববিরোধিতাকেই প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি নিকট প্রাচ্যে জার-শাসিত রুশদেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিকোলাসের এই উচ্চাশার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া। কৃষ্ণসাগরে রাশিয়াই ছিল সর্বপ্রধান শক্তি। তাই কৃষ্ণসাগরের প্রণালীগুলিকে ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ রাশিয়াকে দেবে এবং রাশিয়ার কোনও শত্রুকে রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল আক্রমণের জন্যে প্রণালীগুলিকে ব্যবহার করতে দেবে না, ঐ অঞ্চলে এমন কোনও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নিকোলাসের অন্যতম লক্ষ্য। অন্যপক্ষে অস্ট্রিয়া চাচ্ছিল

দানিয়ুব নদীতে নৌচলাচল নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং বল্‌কান উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে—মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ায়—নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে। মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ। ফ্রান্স চাচ্ছিল তুরস্কের কাছ থেকে মিশর ছিনিয়ে নিতে এবং ইংল্যাণ্ড চাচ্ছিল তুরস্ককে একটি অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত ক'রে তাকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ও পূর্বদিকে রুশ অগ্রগতির বাধা রূপে ব্যবহার করতে। ফলে তুরস্ককে নিজ নিজ দলে টানবার জন্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া চেষ্টা করছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল এবং মধ্য-প্রাচ্য ও মধ্য-এশিয়াকে সে তার পণ্যদ্রব্যের অন্যতম প্রধান বাজাররূপে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। তাই মধ্য-এশিয়ায় রুশ অগ্রগতির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে। নিকোলাস তাঁর শাসনকালের গোড়ার দিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা অন্দোলনকে সমর্থন ক'রে বল্‌কান উপদ্বীপে রাশিয়ার প্রাধান্যকে দৃঢ়তর করতে চেয়েছিলেন। তখনও ইংল্যাণ্ড তাঁর এই সাধে বাধ সেধেছিল। গ্রীক পুঁজিপতিদের সাহায্য ক'রে এবং গ্রীক সরকারকে ঋণ দিয়ে ইংল্যাণ্ড গ্রীসকে রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে নিজের প্রভাবাধীন করেছিল।

ককেসাস অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার ঃ

জার প্রথম আলেকজান্দার ককেসাস অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। জার প্রথম নিকোলাসও সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। ককেসাস অঞ্চলে পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তারের ফলে তুরস্ক, পারস্য ও ভারতবর্ষের উপর প্রভাব বিস্তারও যে সহজ হবে, জার নিকোলাস তা ভালোভাবেই জানতেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার

সম্পর্কে ভীত ছিল। তাই তারা পারস্য ও তুরস্ককে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাবার জন্যে বার বার প্ররোচিত করছিল। তা ছাড়া ককেসাস অঞ্চলে পারস্য ও তুরস্কের স্বার্থও ছিল সর্বাধিক।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। পারসিক বাহিনী আজারবাইজান অধিকার ক'রে দাগেস্তান ও চেচেনের দিকে অগ্রসর হ'লো। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জেনারেল ইভান পাশ্‌কেভিচ পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করলেন। পর বৎসর বসন্তকালে তুর্কমান্‌চাইয়ে উভয় পক্ষে সন্ধি হ'লো। সন্ধির শর্ত অনুসারে পারস্য রাশিয়াকে আর্মেনিয়ার কতকাংশ ছেড়ে দিলো।

রাশিয়ার সঙ্গে পারস্যের সন্ধি হওয়ার পূর্বে তুরস্ক ককেসাস অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। নিকোলাস ককেসাস অঞ্চলে নিজের প্রাধান্য রক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করলেন না, তিনি কনস্তান্তিনোপল এবং দার্দানেল্‌স্ ও বস্‌ফোরাস প্রণালীগুলি অধিকার করতে অগ্রসর হলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে নাভারিনো উপসাগরে তুরস্কের নৌবহর রুশ নৌবহরের হস্তে বিধ্বস্ত হ'লো। পর বৎসর রুশ বাহিনী তুর্কী সাম্রাজ্যের দুটি বল্‌কান প্রদেশ মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এবং আড্রিয়ানোপল অধিকার করলো। এই অবস্থায় তুরস্ক রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হ'লো। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের আড্রিয়ানোপলের সন্ধি অনুসারে তুরস্ক বাটুম ছাড়া সমুদ্রোপকূলবর্তী সমগ্র অঞ্চল রাশিয়াকে ছেড়ে দিলো।

পারস্য ও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় সমগ্র ককেসাস অঞ্চল পদানত করবার পথ হ'লো প্রশস্ত। কিন্তু ককেসাস অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরা সহজে বশ্যতা স্বীকার করলো না। নিকোলাস তাদের হয় বশ্যতা স্বীকার করাতে, নয় সমূলে ধ্বংস করতে জেনারেল পাশ্‌কেভিচ্‌কে আদেশ দিলেন। ককেসাস অঞ্চলের খান ও বেগরা

সহজেই বশ্যতা স্বীকার করলো এবং জারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো। কিন্তু ককেসাস অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জার সরকারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়ে গেল। এই সকল সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম কাজি মোল্লা এবং সামিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সামিল ককেসাস অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন। নিকোলাসের সুদক্ষ সেনাপতিরাও তাঁর হাতে বার বার পরাজিত হন। অবশেষে নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্দারের আমলে (১৮৫৯) দাগেস্তানের যুদ্ধে সামিল পরাজিত ও বন্দী হন। বন্দী সামিলকে রুশ রাজধানীতে আনা হয়। তিনি কিছুদিন কালুগায় বাস করেন, পরে তীর্থযাত্রার জন্যে মদিনায় যান। মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পশ্চিম ককেসাস অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরাও জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সামিলের পরাজয়ের পর পশ্চিম ককেসাস, কুবান ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের জন্যে সৈন্য প্রেরিত হয়। সামিলের সহযোগী মহম্মদ আমিন সেখানে বিদ্রোহ পরিচালনা করছিলেন। সামিলের পরাজয়ের পর মহম্মদ আমিন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এইভাবে ককেসাস অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ (১৮৩০-৩১):

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে জুলাই বিপ্লব হয়, তার ফলে ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লস্ (রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের ভাই) সিংহাসনচ্যুত হন এবং রাজা চতুর্থ হেনরির বংশধর লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। লুই ফিলিপের বিপ্লবী মনোভাবের কথা ইউরোপে সুবিদিত ছিল। তিনি ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী জাকোবিনদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং প্রজাতন্ত্রী

বাহিনীতে যোগ দিয়ে রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই লুই ফিলিপের সিংহাসন আরোহণকে জার নিকোলাস শান্তচিত্তে নিতে পারলেন না, ফ্রান্সের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে চাইলেন এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যে আড়াই লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীকে প্রস্তুত হ'তে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই সময় পোল্যাণ্ডে অকস্মাৎ বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় ফ্রান্স রুশ বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে পোল্যাণ্ডে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের আদর্শে ওয়ারসতেও একটি গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে ওঠে। রুশ শাসন থেকে পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করাই ছিল এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। তারা বিপ্লবী ফ্রান্সের কাছ থেকে সাহায্য পাবে এমন আশাও করেছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই সমিতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ওয়ারস বিদ্রোহীদের হাতে গেল। বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার অধিকার ক'রে ওয়ারসর অধিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে তুললো। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্রোহীরা নূতন আইনসভা গঠন করলো। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুসারে নিকোলাস ছিলেন পোল্যাণ্ডেরও রাজা। এই আইনসভা নিকোলাসকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত ব'লে ঘোষণা করলো। নিকোলাস বিদ্রোহ দমনের জন্যে জেনারেল ইভান দিয়েবিৎশের অধীনে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। বিদ্রোহীদের বাহিনীতে প্রায় এক লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল। তারা সাফল্যের সঙ্গে রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করলো। অল্পদিনের মধ্যে জেনারেল দিয়েবিৎশে কলেরায় মারা গেলে তরুণ ককেসাস-খ্যাত জেনারেল ইভান পাশ্‌কেভিচ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ আগস্ট তারিখে পাশ্‌কেভিচ ওয়ারস অধিকার ক'রে নৃশংস হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন। ১৮৩০-৩১

খ্রীষ্টাব্দের পোলিশ বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লো। কৃষকদের এই জাতীয় সংগ্রামের অংশরূপে গ্রহণ না করাই ছিল এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। নিকোলাস এখন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান বাতিল ক'রে দিলেন। পোলিশ বাহিনী ভেঙে দেওয়া হ'লো। ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও পোলিশ লেখকদের লেখা নিষিদ্ধ করা হ'লো। বিদ্রোহের নেতারা নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টায় দেশত্যাগী হলেন।

পোল্যাণ্ড থেকে বিদ্রোহ লিথুয়ানিয়া, বিয়েলোরাশিয়া এবং ইউক্রেনেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোথাও তা পোল্যাণ্ডের মতো ব্যাপক আকার ধারণ করে নি। ঐ সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হ'লো।

মধ্য-প্রাচ্যে বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিযোগিতাঃ

তুর্কমানচাই ও আদ্রিয়ানোপলের সন্ধির ফলে রাশিয়া নিজেকে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভালো চোখে দেখেনি। পারস্যে ও তুরস্কে রুশ প্রভাব বিনষ্ট করবার জন্যে তারা চেষ্টা করছিল। তুর্কমানচাইয়ের সন্ধির এক বৎসর বাদেই পারস্যে তেহেরানের বৃটিশ অধিবাসীদের সাহায্যে এক বিদ্রোহ হয় এবং তার ফলে রুশ রাজদূত ও কবি গ্রিবোইয়েদভ নিহত হন। আদ্রিয়ানোপলের সন্ধি অনুসারে রাশিয়া অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল। রুশ সাম্রাজ্যের প্রজারা তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য করবার অধিকারী ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল। গ্রীস, সার্বিয়া, মোল্‌দাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়াকে প্রচুর পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে ঐসব রাজ্যে রুশ প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন কি

দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে রুশ বাহিনী উপস্থিত ছিল।

তুরস্কের ওপর রাশিয়ার প্রভাব আরো বৃদ্ধি পেলো আদ্রিয়ানোপলের সন্ধির তিন বৎসর পরে। মিশর তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মিশরের পাশা মেহেমেত আলি ফ্রান্সের সাহায্যে ও প্ররোচনায় তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁর পুত্র সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করলেন। তখন সুলতান নিকোলাসের সাহায্য চাইলেন। নিকোলাসের হস্তক্ষেপের ফলে তুরস্ক সে যাত্রা রক্ষা পেলো। মিশরীয় বাহিনীর হাত থেকে কন্‌স্তান্তিনোপল রক্ষা করার জন্যে জেনারেল মুরাভিয়েভের অধীনে রুশ সৈন্যদল প্রেরিত হ'লো। ইঙ্গিয়ার ইস্‌কেলেসির সন্ধি অনুসারে রাশিয়া তুরস্কের সংরক্ষক হয়ে উঠলো। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে, বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌স্ প্রণালী দুটিতে রাশিয়া ও তুরস্ক ছাড়া অন্যান্য দেশের যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হ'লো। কিন্তু এই সন্ধির ফলাফল রাশিয়া ভোগ করবার বিশেষ সুযোগ পেলো না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সম্মিলন হয়, তার ফলে তুরস্ককে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মিলিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়। ফলে তুরস্কে রাশিয়ার প্রাধান্য আর থাকে না। ইউরোপীয় রাজনীতিতেও রাশিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি হারায়।

বিপ্লব প্রতিরোধে নিকোলাস ঃ

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে এই মর্মে একটি মিত্রতার চুক্তি হয় যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রাকাউয়ে পোলিশ বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্যে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া একযোগে সৈন্যবাহিনী পাঠায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে

যে বিপ্লব ঘটে, তা শীঘ্রই ইউরোপের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন বিপ্লব দমনের জন্যে জার নিকোলাস দ্রুত অগ্রসর হন এবং ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় যে বিপ্লব হয়, তা দমন করবার জন্যে নিকোলাস অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করেন। তিনি ইতালির জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্যে ষাট লক্ষ রুবল দেন। জার্মানিতে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী একটি ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের যে আন্দোলন করছিলেন, নিকোলাস তারও প্রতিবাদ করেন।

ইউরোপের অন্যান্য স্থানের, বিশেষত প্যারিসের, বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লবীদের দৃষ্টি ও আশা হাঙ্গেরির উপর নিবদ্ধ ছিল। হাঙ্গেরি ছিল অষ্ট্রিয়ার অধীন। হাঙ্গেরীয় বিপ্লবীরা জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে লাযস্ কস্যুথের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন হাঙ্গেরি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে সমগ্র প্রতি-ক্রিয়াশীল ইউরোপ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলো। নিকোলাস প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জেনারেল পাশ্‌কেভিচ্‌কে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে পাঠালেন। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত বিশাল বাহিনীর কাছে তেইশ হাজার সৈন্যের ক্ষুদ্র হাঙ্গেরীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লো (১৮৪৯)। হাঙ্গেরির পরাজয়ে ইউরোপে সামন্ত-তান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিজয় ঘোষিত হ'লো। সেই সঙ্গে রাশিয়ার জারতন্ত্রও তার পূর্ব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ফিরে পেলো।

কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে ইউরোপীয় রাজনীতির চাকা শীঘ্রই আবার ঘুরলো। ফলে ইউরোপে রাশিয়ার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হ'লো।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) :

ইউরোপে বিপ্লব দমনের পরে নিকোলাসের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

পাওয়ায় এখন তিনি আবার মধ্য-প্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ফ্রান্স এখন তুরস্ককে ঋণ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে তুরস্কে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মধ্য-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের প্রতিকূল ছিল সে। ইংল্যাণ্ডও মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি এবং দার্দানেল্‌স্ ও বস্‌ফোরাস প্রণালীতে রুশ নিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরোধী ছিল। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের এই মনোভাব জানা সত্ত্বেও নিকোলাস মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তারের কাজে অগ্রসর হলেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর পুরাতন মিত্র অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সমর্থন আশা করেছিলেন।

তুরস্কের অধীন ছিল প্যালেস্টাইন। প্যালেস্টাইনের "পবিত্র স্থানগুলির" প্রশ্নকে রাশিয়া তুরস্ক ও ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধের অজুহাতরূপে গ্রহণ করলো। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুচুক কাইনার্জিতে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার যে সন্ধি হয়েছিল, তার শর্ত অনুসারে তুরস্কে অর্থোডক্স খ্রীষ্টানদের অভিভাবক ছিলেন রাশিয়ার জার। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে তুরস্ককে ক্যাথলিকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে বলায় সুলতান প্যালেস্টাইনের বেথলেহেম মন্দিরের চাবি অর্থোডক্স খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে নিয়ে ক্যাথলিক চার্চের হাতে দিয়েছিলেন। এখন জার নিকোলাস অর্থোডক্স খ্রীষ্টানদের অভিভাবক হিসাবে এর প্রতিবাদ ক'রে তুরস্কের রাজধানীতে বিশেষ দূত পাঠালেন এবং চাবি ক্যাথলিকদের কাছ থেকে নিয়ে অর্থোডক্স খ্রীষ্টানদের দিতে বললেন। তুরস্ক জারের এই প্রস্তাবে রাজী হ'লো না। নিকোলাস তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আশি হাজার সৈন্যের এক রুশ বাহিনী তুরস্কেব অধীন মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ায় প্রবেশ করলো।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য পাবে জেনে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তুরস্কের সৈন্যবাহিনী দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল ও ককেসাস অঞ্চলে রুশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ নৌ-সেনাপতি নাখিমভ কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ উপকূলস্থ সিনোপের একটি যুদ্ধে তুরস্কের নৌবহর বিধ্বস্ত করলেন। ফলে বৃটেন, ফ্রান্স এবং পরে সার্দিনিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলো। রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেলো না। দানিয়ুব অঞ্চলে রুশ প্রভাব বৃদ্ধিতে অষ্ট্রিয়া আতঙ্কিত হয়ে রাশিয়াকে অবিলম্বে মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারিত করতে বললো। প্রাশিয়াও রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিলো না। ঐক্যবদ্ধ জার্মানির বিরোধিতা করায় প্রাশিয়া নিকোলাসের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। ফলে রাশিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া থেকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে এবং একাকী তুরস্ক ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হ'লো।

অষ্ট্রিয়াও যে কোনও সময়ে রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে, এমন সম্ভাবনা ছিল। তাই রুশ বাহিনীর প্রধান অংশ অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষার জন্যে নিযুক্ত রইলো। রুশ বাহিনী বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীর সমকক্ষ ছিল না। বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীতে বহু বাষ্পচালিত রণপোত ছিল। তাই নৌযুদ্ধে রাশিয়াকে পেছু হটতে হ'লো। এখন (সেপ্টম্বর, ১৮৫৪) মিত্রপক্ষ ক্রিমিয়ায় ইউপাটোরিয়ার কাছে সৈন্য অবতরণ করালো এবং সেবাস্তোপল্ অধিকারের জন্যে অগ্রসর হ'লো। উত্তর দিক থেকে প্রায় ৬২০০০ সৈন্যের বৃটিশ, ফরাসী ও তুর্কী বাহিনী সেবাস্তোপলের উপকূল দিয়ে এগিয়ে চললো। রুশ বাহিনী আল্‌মা নদীর তীরে

সর্বপ্রথম তাদের বাধা দিলো। রুশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রায় অর্ধেক। রুশ বাহিনী অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও হ'লো পরাজিত। মিত্র বাহিনীর সম্মুখে সেবাস্তোপলের পথ উন্মুক্ত হ'লো।

জেনারেল এডোয়ার্ড টড্‌ল্‌বেন দ্রুত সেবাস্তোপলকে সুরক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন। বৃটিশ ও ফরাসী নৌবহর যাতে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্যে রুশ নৌবহরকে বন্দরের মুখে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মিত্র পক্ষীয় বাহিনী সেবাস্তোপল অবরোধ করলে রুশ বাহিনী অসামান্য ত্যাগ, সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে সেবাস্তোপল রক্ষা করতে লাগলো। অবরোধ চললো সুদীর্ঘ এগারো মাস ধ'রে। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক লেও টলস্টয় তখন তরুণ। তিনিও সেবাস্তোপল রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন। রুশ বাহিনী যে অসীম ত্যাগ ও বীরত্ব দেখিয়েছিল, তিনি তাঁর "সেবাস্তোপলের কাহিনী" গ্রন্থে তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। এই যুদ্ধে নৌসেনাপতি কর্নিলভ, ইস্তোমভ ও নাখিমভ নিহত হন। জেনারেল টড্‌ল্‌বেনও গুরুতর আঘাত পান। অবশেষে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ফরাসীরা মালাকফ্‌ কুর্গান অধিকার করে। মালাকফ্‌ কুর্গান অধিকারের ফলে সেবাস্তোপল্‌ রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন রুশ বাহিনী সেবাস্তোপল্‌ ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হয়।

তুরস্কের বিরুদ্ধে ককেসাস অঞ্চলেও যুদ্ধ চলছিল। সেখানে রুশ বাহিনী যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল এবং ককেসাস্‌ রুশ অধিকারে গিয়েছিল। কিন্তু ককেসাসের যুদ্ধ সমগ্র যুদ্ধের উপর বিশেষ কোনও প্রস্তাব বিস্তার করতে পারলো না। সেবাস্তোপলেই "ক্রিমিয়ার যুদ্ধে" রাশিয়ার পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেলো।

সেবাস্তোপলের যুদ্ধ চলা কালেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর

তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, তাতে রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক ও সার্দিনিয়া অংশ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনে ইংল্যাণ্ড রাশিয়া সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেও ফ্রান্স অনেকখানি আপোসের মনোভাব দেখাতে থাকে। কারণ, রাশিয়ার পতনের সুযোগে ইংল্যাণ্ড অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তা ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না। প্যারিসে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সন্ধি সম্পন্ন হ'লো, তার শর্ত অনুসারে কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধ জাহাজ এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলে দুর্গ রাখবার অধিকার রাশিয়ার রইলো না। অটোমান (তুরস্ক) সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও সমগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার সুনিশ্চিত ভরসাও দেওয়া হ'লো। পূর্বে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যে সীমান্ত রেখা বর্তমান ছিল, তাই স্বীকৃত হ'লো পুনরায়। রাশিয়া তুরস্ককে কার্স্‌ প্রত্যর্পণ করলো; বিনিময়ে সে সেবাস্তোপল ফিরে পেলো। সার্বিয়া, মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়াকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মিলিত সংরক্ষণে রাখা হ'লো। দার্দানেল্‌স্‌ ও বস্‌ফোরাস নিরপেক্ষ এবং সকল দেশের বাণিজ্যপোতের জন্যে উন্মুক্ত ব'লে ঘোষিত হ'লো। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রাধান্য আর রইলো না।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল তার অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতা। ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু রাশিয়া প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। যখন "ক্রিমিয়ার যুদ্ধ" বাধে, তখন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া, কোনও দেশই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বুর্জোয়া

উৎপাদন ব্যবস্থা যখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে দ্রুত প্রস্তুত ক'রে তুললো, রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তা পারলো না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়াকে তার এই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ক'রে দিলো। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভয়ংকর হ'লেও রাশিয়ার পক্ষে তা ছিল অত্যাবশ্যক। জার আলেকজান্দারের শাসনকালের গোড়ার দিকে রুশদেশে ভূমিদাস প্রথার যে উচ্ছেদ ঘটেছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় ছিল তার অন্যতম আশু কারণ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্প-সংস্কৃতি

বিজ্ঞান ঃ

সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথা বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে ঘোর অন্তরায় হ'লেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশদেশ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বিজ্ঞান আকাদেমি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক সংঘগুলি। ঐ সময় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর উদয় হয়েছিল। নিকোলাই ইভানোভিচ্ লোবাচেভ্স্কি (১৭৯৩-১৮৫৬) তাঁদের অন্যতম। লোবাচেভ্স্কি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি জ্যামিতি সম্পর্কে যে নূতন রীতি ও তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, তা প্রচলিত ইউক্লিডীয় জ্যামিতি থেকে ছিল স্বতন্ত্র। বিখ্যাত ইংরেজ অঙ্কবিদ্ সিল্ভেস্টার তাঁকে "জ্যামিতির কোপারনিকাস" ব'লে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় রুশদেশে তাঁর এই অভিনব আবিষ্কার স্বীকৃতি পায় নি, এমন কি অনেকে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছিলেন। লোবাচেভ্স্কি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ্ ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ।

পদার্থবিদ্যাতেও রুশদেশ পশ্চাদ্বর্তী ছিল না। পদার্থবিদ্ ভাসিলি ভ্লাদিমিরোভিচ্ পেত্রভ (১৭৬২-১৮৩৪) আধুনিক বৈদ্যুত-রসায়নের মূল ভিত্তি ইলেক্ট্রোলাইসিস আবিষ্কার করেন। ইংরেজ বিজ্ঞনী নিকল্সন এবং কার্লাইলও পৃথকভাবে ঐ একই তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। ইংরেজ বিজ্ঞানী ডেভিকেই সাধারণত "ভোল্টাইক আর্কের" আবিষ্কর্তা বলা হয়। কিন্তু ডেভির ভোল্টাইক

আর্ক আবিষ্কারের কয়েক বছর আগেই পেত্রভ ঐ একই বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতার জন্যেই তাঁর এইসব মূল্যবান্ উদ্‌ভাবন আরও অর্ধশতাব্দী বাদে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রুশ বিজ্ঞানীরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক কারেণ্টের ব্যাবহারিক প্রয়োগ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শিলিং পিটার্সবার্গে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক টেলিগ্রাফ চালু করেন। এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা উইণ্টার প্যালেস ও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দফ্‌তরের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আবিষ্কারের গৌরব ইংরেজ হুইটস্টোন ও কুক পেয়েছিলেন। তাঁরা শিলিংয়ের কয়েক বছর বাদে এই উদ্‌ভাবন করলেও পৃথিবীতে তাঁদের উদ্‌ভাবিত পদ্ধতি ও যন্ত্রই ব্যবহৃত হ'তে থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত জলযানও সর্বপ্রথম রুশদেশেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবিষ্কার করেছিলেন রুশ বিজ্ঞানী জাকোবি (১৮০১-৭৪)। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তৈরী বৈদ্যুতিক জলযান নেভা নদীতে যাত্রীদের নিয়ে চলতো। ঐ ধরনের জলযান পশ্চিম ইউরোপে প্রায় অর্ধ শতাব্দী বাদে ইংল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় রুশদেশের এই উদ্‌ভাবনের কথা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ যন্ত্রবিদ্ চেরেপানভ বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু রুশদেশে তাঁর এই নির্মাণপদ্ধতি স্বীকৃতি বা বিকাশের সুযোগ পায় নি। বিদেশ থেকেই ষ্টীম ইঞ্জিন আমদানি করা হ'তো।

জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও ভেষজবিজ্ঞান এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানেও রুশদেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারেও রুশদেশ ছিল অগ্রগামী। ১৮১৯-২১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ লাজারেভ সমুদ্রপথে দক্ষিণ মেরুর তুষারাবৃত উপকূলে গিয়ে পৌঁছে-ছিলেন। দক্ষিণ মেরু অঞ্চল আবিষ্কারের গৌরব তাই রুশদেশেরই

প্রাপ্য। প্রশান্ত মহাসাগরেও তাঁদের অসংখ্য আবিষ্কারের সাক্ষ্য বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের নাম আজও বহন করছে।

সাহিত্য :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশ সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কাব্য, অসামান্য উন্নতি লাভ করেছিল। তাই এই সময়টাকে অনেকে রুশ কাব্যের "সুবর্ণ যুগ" আখ্যা দিয়েছেন। এই সময়ে সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার জীর্ণ অবয়ব ভেদ ক'রে যে নূতন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা দেখা দিয়েছিল, তারই অভ্যর্থনা ঘোষণা করছিল এই সময়কার রুশ সাহিত্য। জার শাসন এর ঘোর অন্তরায় হ'লেও তা কবিদের মুক্ত কণ্ঠ সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে পারেনি। সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমালোচনার জন্যে অনেক সাহিত্যিককে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথার সমালোচনা এবং দেশপ্রেম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জয়গান করেছিলেন নির্ভীকভাবে। জার-শাসিত রুশদেশে যে সেন্সর ব্যবস্থা চালু ছিল, তা-ই ছিল সাহিত্যিকদের কণ্ঠরোধের প্রধান উপায়।

এ যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ঝুকোভ্স্কি, গ্রিবোইয়েদভ, পুশ্‌কিন্ লের্মোন্তভ, গগল প্রভৃতির নাম রুশ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। ভাসিলি আন্দ্রেইয়েভিচ্ ঝুকোভ্স্কিকে রুশ কাব্যে "সুবর্ণ যুগের" অগ্রদূত বলা হয়। তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে টুলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মস্কোয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কারাম্‌জিনের "ইউরোপের দূত" কাগজে তাঁর ইংরেজ কবি গ্রের বিখ্যাত "এলেজির" (Elegy) অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের রুশদেশ অভিযানের সময়ে তিনি সৈন্যদলে যোগ দেন। ঐ সময় তিনি "রুশ যোদ্ধাদের শিবিরে চারণ"

নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতা তাঁকে বিখ্যাত ক'রে তোলে। তাঁর দেশপ্রেম ও কবিখ্যাতি শীঘ্রই সম্রাট আলেকজান্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময়ে কুমার (পরে সম্রাট) নিকোলাসের সঙ্গে প্রাশিয়ার রাজকন্যার বিবাহ স্থির হয়। রাজকন্যাকে রুশভাষা শিক্ষাদানের ভার জার আলেকজান্দার ঝুকোভ্স্কির উপর দেন। পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলাসের পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্দারের জন্ম হ'লে এই শিশুর শিক্ষাদানের ভারও তাঁর ওপর পড়ে। দ্বিতীয় আলেকজান্দার সাবালক হওয়া পর্যন্ত এই কাজের ভার ঝুকোভ্স্কির ওপর ছিল। ঝুকোভ্স্কির শিক্ষা ও প্রভাব দ্বিতীয় আলেকজান্দারের মধ্যে যে উদার মনোভাব গ'ড়ে তুলেছিল, তা রুশদেশে ভূমিদাস প্রথার বিলোপের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ রুশ কবি পুশ্কিনের পরেই ছিল তাঁর স্থান। পুশ্কিন তাঁর চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন। ঝুকোভ্স্কি পুশ্কিনকে খুবই স্নেহ করতেন এবং কর্তৃপক্ষের কুনজরে প'ড়ে পুশ্কিন যতোবার বিপন্ন হয়েছিলেন, প্রতিবারেই ঝুকোভ্স্কি তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি বিখ্যাত লেখক গগল ও ইউক্রেনীয় কবি শেভ্চেঙ্কোরও গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। কবি শেভ্চেঙ্কো ছিলেন ভূমিদাস। তাঁকে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করবার ব্যাপারে ঝুকোভ্স্কি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রৌঢ় বয়সে তিনি এক জার্মান তরুণীকে বিবাহ করেন এবং বাকী জীবন জার্মানিতে কাটান। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাডেন-বাডেনে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলেকজান্দার সার্গেইয়েভিচ্ গ্রিবোইয়েদভও এই যুগের সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। ডিসেম্বর বিপ্লবী স্তেইঙ্গেল জেরার সময়ে বলেছিলেন যে, তিনি ভল্তের, রাদিশ্চেভ ও গ্রিবোইয়েদভের রচনা থেকে বিপ্লবের প্রেরণা

পেয়েছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোয় গ্রিবোইয়েদভের জন্ম হয়। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান ও আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন, তারপর ডক্‌টরেট লাভের জন্যে গবেষণা করতে থাকেন। ঐ সময় নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। গ্রিবোইয়েদভ সৈন্যদলে নাম লেখান, তবে তাঁকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয় না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেন্ট পিটার্স্‌বার্গে যান এবং সেখানে সরকারী বৈদেশিক বিভাগে কেরানী রূপে যোগ দেন। শীঘ্রই তিনি কর্মদক্ষতার জন্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হ'তে থাকে। এই সময়ে মঞ্চ সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং বুদ্ধিদৃপ্ত রসিকতার জন্যে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রিবোইয়েদভের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা হ'লো "গোরে অৎ উমা" বা "বুদ্ধি থেকে দুঃখ"। জারের সেন্সর এই বইখানিকে নিষিদ্ধ ক'রে দিলে এটি শীঘ্রই হাতের লেখা কপিতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের সঙ্গে সকল বিষয়ে তাঁর মতৈক্য না হ'লেও তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই ব্যাপারটা জার সরকারের কাছে ছিল ভয়ংকর। অথচ গ্রিবোইয়েদভের জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্তরায়। তাই জার নিকোলাস তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারস্যে রাজদূত ক'রে পাঠান। কিছুদিন বাদে জারের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ এক জনতার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রুশদেশের নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ যে গ্রিবোইয়েদভের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

রুশদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার সার্গেইয়েভিচ্ পুশ্‌কিনও অত্যন্ত তরুণ বয়সে জার নিকোলাসের রজেত্বকালেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন। পুশ্‌কিন কেবল রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি



আলেকজান্দার পুশ্‌কিন

ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। রুশ কাব্যে ও কাহিনীতে তাঁর দান অসামান্য। তাঁর রচনায় রুশ ভাষায় গদ্যও এক অভিনব রূপ লাভ করেছিল। ফরাসী ভাষাই চিঠিপত্র লেখায় ব্যবহৃত হ'তো। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবিরা রুশ ভাষায় পত্র লেখার রীতি প্রচলিত করেন। রুশ সাহিত্যে পত্র রচনা এক নূতন শিল্পরূপে দেখা দেয়। তাই ঐ সময়টা কেবল কবিতার নয়, পত্র রচনারও ছিল স্বর্ণ যুগ। পত্ররচয়িতাদের মধ্যে পুশ্‌কিন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর লেখা পত্র রুশ গদ্য সাহিত্যে আজও একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে। পুশ্‌কিন তাঁর আটত্রিশ বৎসরের স্বল্পায়ু জীবনে রুশ সাহিত্যকে যে সম্পদ্‌ ও মর্যাদা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোয় এক দরিদ্র প্রাচীন অভিজাত বংশে পুশ্‌কিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন মহান্‌ পিটারের প্রিয় নিগ্রো অনুচর, ইঞ্জিনিয়ার ও জেনারেল, আব্রাহাম গানিবলের পৌত্রী। পুশ্‌কিন নিজের পিতার দু শতাব্দীর পুরানো অভিজাত্য ও মাতার নিগ্রো রক্ত সম্পর্কে গর্ববোধ করতেন। তিনি তাঁর বাল্যকালে কাকা ও বাবার বন্ধুদের চেষ্টায় অভিজাত শ্রেণীর জন্যে নবপ্রতিষ্ঠিত জারস্কোয়ে সেলোর লাইসিয়ামে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থাতেই পুশ্‌কিন কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ "ইউরোপের দূত" কাগজে প্রকাশিত হয় এবং লাইসিয়াম ছাড়বার আগেই তিনি তৎকালীন আধুনিক কবিদের সংঘ "আর্জামাসের" সদস্যরূপে গৃহীত হন।

ফরাসী বিশ্বকোষিকরা পুশ্‌কিনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাই অল্প বয়স থেকেই সকলপ্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেন বিদ্রোহ। মাত্র ষোল বছর বয়সে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি "লিসিনিয়াসের প্রতি" নামে কবিতাটি লেখেন, তাতে

দাসত্বের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। পড়াশুনো শেষ হ'লে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার সরকারের বৈদেশিক বিভাগে কেরানীরূপে কাজে যোগ দেন। চাকরি ছিল নামমাত্র। কাব্য-সাধনাতেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ছয় সর্গে সমাপ্ত তাঁর নূতন কাব্য "রুস্লান ও লিউদ্মিলা" প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থ অচিরে আলোড়নের সৃষ্টি করে। তরুণরা এর মধ্যে নূতন আদর্শ ও প্রেরণার সন্ধান পান, আর প্রাচীনরা এর নিন্দায় হয়ে ওঠেন মুখর। পুশ্কিনের রচনায় যে স্বাধীনতাপ্রীতি ও ভূমিদাস প্রথার প্রতি বিরুদ্ধতা ছিল, সে সম্পর্কে জার প্রথম আলেকজান্দার সচেতন হন এবং পুশ্কিনকে অবিলম্বে রাজধানী ত্যাগ করবার জন্যে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একাতেরিনোস্লাভে বদলি করা হয়। সেখানে পৌঁছেই তিনি অসুস্থ হন, তখন তাঁকে পাঠানো হয় ককেসাসে। সেখানে ককেসাসের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা তাঁকে মুগ্ধ করে। সেখানে তিনি ইংরেজ কবি বাইরনের কাব্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।

তিনি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিশিনেভে থাকেন। কিয়েভ প্রদেশ ঐ সময় বিপ্লবী আন্দোলনের একটি ঘাঁটি ছিল। সেখানে কামেন্কা নামে একটি জমিদারিতেও পুশ্কিন কিছু সময় অতিবাহিত করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর "ককেসাসের বন্দিনী" প্রকাশিত হয়। এই বইখানি "রুস্লান ও লিউদ্মিলার" চেয়েও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তিনি "বাক্চিসরাইয়ের ঝরণা" প্রভৃতি আরো অনেক কবিতা লেখেন এবং তাঁর বিখ্যাত কাব্য "ইভ্জেনি ওনেগিন"-এর রচনা শুরু হয়। ফের ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে ওডেসায় বদলি করা হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরি থেকে বিতাড়িত হন এবং তাঁকে তাঁর পৈতৃক জমিদারি—প্স্কভ প্রদেশের মিখাইলোভ্স্কোয়েতে

থাকবার জন্যে আদেশ দেওয়া হয়। নিরীশ্বরবাদের সমর্থনে তাঁর সামান্য কিছু উক্তিকে এই অন্তরীণ করবার কারণ হিসাবে দিলেও আসলে জারের শাসনব্যবস্থা ও আরাক্‌চিয়েভ, গলিৎসিন প্রভৃতি জারের বিশ্বস্ত অনুচরদের সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব, স্বাধীনতা-প্রীতি ও ভূমিদাসপ্রথার বিরোধিতাই এ জন্যে ছিল দায়ী। ডিসেম্বর বিদ্রোহের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন থাকলেও মিখাইলোভ্‌স্কোয়েতে অন্তরীণ থাকায় তিনি সক্রিয়ভাবে এই বিদ্রোহে যোগ দিতে পারেন নি।

মিখাইলোভ্‌স্কোয়েতে অন্তীরণ থাকাকালে পুশ্‌কিন সাহিত্য-সাধনায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা "ইভ্‌জেনি ওনেগিন" শেষ করেন এবং "বরিস গদিউনভ" নামে একটি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন। "বরিস গদিউনভ" সম্পর্কে পুলিসের কর্তা বেন্‌কেন্‌ডর্ফ জারকে জানান যে, এই নাটকে পুশ্‌কিন জারতন্ত্রকে বীভৎসভাবে চিত্রিত করেছেন। জার নিকোলাস নিজেও বইখানি প'ড়ে ঐ একই সিদ্ধান্তে আসেন। জারের আদেশে বইখানি কয়েক বৎসরের জন্যে নিষিদ্ধ থাকে। পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বইখানি প্রকাশিত হয়।

জার নিকোলাস পুশ্‌কিনের বিদ্রোহী মনোভাব জানতেন। কিন্তু এই জনপ্রিয় কবির প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ না দিয়ে তাঁকে মস্কোয় ডেকে পাঠান।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পুশ্‌কিনের বিবাহ হয়। পুশ্‌কিনের স্ত্রী নাতালী গন্‌চারোভা অসামান্যা রূপসী ছিলেন। তাঁর মনের অগভীরতা ও লঘু চাঞ্চল্য পুশ্‌কিনের মানসিক অশান্তি, এমন কি অবশেষে মৃত্যুর, কারণ হয়েছিল। তাই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের রাচনাগুলির মধ্যে পুশ্‌কিনের প্রথম জীবনের সেই প্রতিভার ভাস্বরতা অনেক পরিমাণে ম্লান হয়ে এসেছিল। তিনি ঐ সময়

কিছুদিন জার মহান্ পিটারের একখানি জীবনেতিহাস রচনার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকেন। কিন্তু ঐ বইখানি অলিখিতই রয়ে যায়। তিনি অনেক বাধা-বিপত্তির পর একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশের অনুমতি পান এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে "সোভ্রেমেন্নিক" (সমসাময়িক) নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই শোচনীয়ভাবে পুশ্‌কিনের মৃত্যু ঘটে।

ওলন্দাজ রাজদূতের পোষ্যপুত্র ব্যারন দ'আঁতে নাতালীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এতে যে কেলেংকারির সৃষ্টি হয়, তার ফলে পুশ্‌কিন ক্রুদ্ধ হয়ে দ'আঁতেকে তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে পিস্তলের গুলীতে পুশ্‌কিন মারাত্মকভাবে আহত হন (২৭-এ জানুয়ারি, ১৮৩৭)। এই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (২৯-এ জানুয়ারি)। এই মহা প্রতিভার মৃত্যুতে রুশ জনসাধারণের মধ্যে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। তাই গোপনে রাত্রির অন্ধকারে পুশ্‌কিনের মৃতদেহ পিটার্স্‌বার্গ থেকে তাঁর পৈতৃক জমিদারি মিখাইলোভ্‌স্কোয়েতে আনীত হয়। সেখানেই স্‌ভিয়াতোগর্‌স্ক্‌ মঠে তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়।

জার নিকোলাসের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন মিখাইল ইউরিয়েভ লের্মোন্তভ (১৮১৪-৪১)। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে মস্কোয় লের্মোন্তভের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সামরিক কর্মচারী ও ছোট জমিদার। ন'বছর বয়সে লের্মোন্তভকে ককেসাস অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। ককেসাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ বালক লের্মোন্তভের কবি চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মস্কো থেকে

পিটার্স্‌বার্গে যান এবং সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রূপে যোগ দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রক্ষী বাহিনীতে গৃহীত হন এবং পিটার্স্‌বার্গে কবি-গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্যকাহিনী "হাজী আব্‌রেক" একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পুশ্‌কিনের মৃত্যু হ'লে তিনি "কবির মৃত্যু প্রসঙ্গে" নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতায় তিনি কবির হত্যাকারী ও জার-শাসিত রাশিয়ার কুৎসিত পরিপার্শ্ব সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। ফলে নিকোলাসের আদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামরিক আদালতের বিচারে তিনি রক্ষী বাহিনী থেকে বিতাড়িত এবং ককেসাসে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীতে স্থানান্তরিত হন। পর বৎসর তাঁকে মার্জনা করা হয় এবং তিনি আবার সেন্ট পিটার্স্‌বার্গে ফিরে আসেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি সুনির্বাচিত কবিতা-সংকলন এবং "আমাদের যুগের নায়ক" নামে বিখ্যাত উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর রচনা-শক্তি যখন পরিণত হয়ে উঠেছে, তখন অকস্মাৎ পুশ্‌কিনের মতোই তিনিও এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন (১৫ই জুলাই)। লের্মোন্তভ নিজের জীবদ্দশায় অতি সামান্যসংখ্যক রচনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত রচনাগুলি দ্রুত প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর "দানব", "ম্ৎসিরি" (শিক্ষানবীশ) প্রভৃতি রচনা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জার নিকোলাসের আমলে গদ্য সাহিত্যেরও অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। এই সময়েই রুশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ্‌ গগলের (১৮০৯-৫২) অমর লেখনী রুশ সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ ক'রে তোলে। নিকোলাই গগল পোলটাভা প্রদেশের সরোচিন্‌ৎসি শহরে এক সম্ভ্রান্ত কসাক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শখের নাট্যকার ছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে

বিদ্যালয়ী শিক্ষা শেষ ক'রে গগল সেন্ট পিটার্স্‌বার্গে যান। সেখানে তিনি ঝুকোভ্‌স্কি, পুশ্‌কিন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "দিকান্‌কার কাছে খামারে কয়েক সন্ধ্যা" নামে তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই গল্প-সংকলন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক খণ্ড এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আরও দু খণ্ড গল্প-সংকলন প্রকাশ করেন। এই গল্পগুলির মধ্যে "পুরানো যুগের বাবুরা", "তারাস বুলবা", "ইভান ইভানোভিচ্ ও ইভান্ নিকিফরোভিচ্" প্রভৃতি কাহিনীগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গগল সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি ঐ পদ ত্যাগ ক'রে সাহিত্য সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত হাস্যরসাত্মক নাটক "রেভিজর" (ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি সরকারী আমলাতন্ত্রকে কঠোরভাবে পরিহাস-বিদ্রূপ করেন। ফলে সরকারী আমলাতন্ত্র তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু জার নিকোলাস ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করায় গগল বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান। ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বারো বৎসরের অধিকাংশ সময় গগল বিদেশে কাটান। এই সময়ে তাঁর সুবিখ্যাত "মরা গোলাম" উপন্যাসের প্রথম খণ্ড রচিত হয়। তিনি এই সময়েই তাঁর "তারাস বুলবা" ও "প্রতিকৃতি" উপন্যাস সংশোধন ও পরিমার্জনা এবং দ্বিতীয় নাটক "বিবাহ" ও বিখ্যাত ছোট গল্প "গ্রেটকোট" রচনা করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর "মরা গোলাম" উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ভূমিদাস প্রথার ভয়ংকর রূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান। পুশ্‌কিনের মৃত্যুর পরে এখন গগল রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত লেখক ব'লে স্বীকৃতি পেতে থাকেন। তাঁর "তারাস বুলবাকে" বিখ্যাত

সমালোচক বেলিন্স্কি মহাকবি হোমারের "ইলিয়াডের" সঙ্গে তুলনা করেন। হার্জেন "মরা গোলামের" উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গগলের নাটকগুলি রুশ রঙ্গমঞ্চের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

অতঃপর গগল তাঁর "মরা গোলাম" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ঐ রচনা মনঃপূত না হওয়ায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেটিকে পুড়িয়ে ফেলেন। ক্রমেই তাঁর মধ্যে ধর্মানুশীলনের আতিশয্য দেখা দেয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এই সময় ইউক্রেনীয় সাহিত্যেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। ইউক্রেনীয় কবিদের মধ্যে তারাস গ্রিগোরিয়েভিচ্ শেভ্চেংকোর (১৮১৪-৬১) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেভ্চেংকোর বাবা ছিলেন কিয়েভের ধনী জমিদার এংগেলহার্টের অধীনে এক ভূমিদাস। শিশুকালেই শেভ্চেংকোর বাবা মারা যান। তখন শেভ্চেংকো গির্জার এক গাইয়ের আশ্রয়ে থাকেন। সেখানে তিনি লিখতে ও পড়তে শেখেন। ছোটবেলাতেই তাঁর মধ্যে চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা দেখা যায় এবং তিনি প্রাচীর-চিত্রণে নিযুক্ত চিত্রকরদের সঙ্গে গিয়ে থাকেন। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি প্রথমে কিছুদিন মেষপালক ও পরে এক জমিদারের ভৃত্যরূপে কাজ করেন। পরে মনিবের সঙ্গে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে যান এবং সেখানে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্যে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অপর একজন ইউক্রেনীয় চিত্রকর রুশ কবি ঝুকোভ্স্কি, ইউক্রেনীয় কবি গ্রেবিংকা এবং রুশ চিত্রকর ব্রিউলভের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন।

শেভ্চেংকোর প্রতিভার বিকাশের জন্যে প্রয়োজন ছিল তাঁর ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি। চিত্রকর ব্রিউলভ তাই কবি ঝুকোভ্স্কির একখানি প্রতিকৃতি আঁকেন এবং সেখানি লটারিতে বিক্রি ক'রে আড়াই হাজার রুবল সংগ্রহ করেন। ঐ টাকা দিয়েই

শেভ্‌চেংকোর মুক্তি ক্রয় করা হয়। অতঃপর শেভ্‌চেংকো কলা আকাদেমিকে ভর্তি হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কবিতা-সংগ্রহ "কোব্‌জার" প্রকাশিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে "নৈমিচ্‌কা", "কাতেরিনা" ও "হাইদামাক্‌স্‌" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইদামাক্‌সে তিনি পোল সম্ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কৃষক বিদ্রোহের এক অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেন। তাঁর "স্বপ্ন" কবিতায় জার শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পায়। এই কবিতায় তিনি জার নিকোলাসকে একটি ভল্লুকরূপে চিত্রিত করেন। তাঁর "ককেসাস" কবিতাতেও তিনি জারের শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পদদলিত জাতিগুলিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে আহ্বান জানান।

কেবল বিপ্লবাত্মক কবিতা রচনা ক'রেই শেভ্‌চেংকো ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি বিপ্লবের জন্যে সক্রিয়ভাবেও কাজ করতে থাকেন। ঐ সময় কিয়েভে "কিরিক মেথোডি ভ্রাতৃসংঘ" নামে একটি গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে উঠেছিল। শেভ্‌চেংকো এই সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেফ্‌তার হন। তখন তাঁকে সাধারণ সৈন্যরূপে "ওরেনবুর্গ বিশেষ বাহিনীতে" পাঠানো হয়। জার তাঁর কবিতা লেখা ও ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করেন এবং তাঁর ওপর কড়া নজর রাখতে আদেশ দেন। জার নিকোলাসের মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের আমলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শেভ্‌চেংকো মুক্তি পান। দীর্ঘদিন সামরিক জীবনের কঠোর শাসনও তাঁর বিপ্লবী চেতনা ও উদ্যমকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। তিনি জারের উপর নির্ভর না ক'রে কৃষকদের নিজেদের শক্তিতে মুক্তি অর্জন করতে আহ্বান করেন। ফলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি তাঁর স্বগ্রামে গ্রেফ্‌তার হন। তাঁকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেন্ট পিটার্সবার্গে আনা হয়। ইউক্রেনে

ফেরা নিষিদ্ধ হওয়ায় এখন তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকেন এবং বিখ্যাত বিপ্লবী লেখক চের্নিশেভ্স্কি ও দব্রোলিউবভের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্পর্কে দব্রোলিউবভ বলেছিলেন: "তিনি (শেভ্চেংকো) ছিলেন সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের কবি।...জনসাধারণের মধ্য থেকেই তিনি এসেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যেই তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন, মানস ও জীবন বন্ধনে তিনি জনসাধারণের সঙ্গেই ছিলেন আবদ্ধ।"

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শেভ্চেংকোর মৃত্যু হয়। পুশ্কিনের মতো শেভচেংকোও আজ সোভিয়েত দেশে অতীব জনপ্রিয় হয়ে আছেন।

রঙ্গমঞ্চ:

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশদেশে রঙ্গমঞ্চেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল মস্কোর বল্‌শয় (গ্র্যাণ্ড) ও মালি থিয়েটার। মস্কোর পেত্রোভ্কা স্ট্রীটে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বল্‌শয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল পেত্রোভ্কা থিয়েটার। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই থিয়েটার আগুন লেগে পুড়ে যায় এবং বিশ বছর বাদে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তা পুনর্নির্মিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শয় থিয়েটার আবার বিনষ্ট হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা পুনর্নির্মিত হয়। মালি থিয়েটার মস্কোয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুশদেশের বহু শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিল্পী নিজেদের প্রতিভা-বলে মালি থিয়েটারকে সুবিখ্যাত ক'রে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে মিখাইল শ্চেপ্কিন ও পল মোচালভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ রুশ অভিনেতা ছিলেন শ্চেপ্কিন (১৭৮৮-১৮৬৩)। তিনি কেবল রুশদেশের রঙ্গমঞ্চে বাস্তবধর্মী অভিনয়ের প্রবর্তক ছিলেন না, হাস্যরসাত্মক অভিনয়-শিল্পেও

ছিলেন এক যুগান্তকারী প্রতিভা। শ্চেপ্‌কিনের বাবা ভূমিদাস কৃষক ছিলেন। শ্চেপ্‌কিন ৩৩ বৎসর বয়সে নিজের মুক্তি ক্রয় করেন। গ্রিবোইয়েদভ, গগল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনাকে তিনি মঞ্চরূপ দিয়ে অতীব জনপ্রিয় ক'রে তোলেন।

হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন মিখাইল শ্চেপ্‌কিন, তেমনই করুণ রসাত্মক অভিনয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন পল মোচালভ (১৮০০-৪৮)। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয় ক'রে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

সঙ্গীত ও গীতিনাট্য ঃ

রুশদেশ এতোদিন সাধারণত ইতালীয় অপেরা বা গীতিনাট্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু মিখাইল ইভানোভিচ্ গ্লিংকা (১৮০৪-৫৭) রুশ নীতিনাট্য ও ঐকতানিক সংগীতকে স্বাজাত্যের মর্যাদা দেন। গ্লিংকা স্মোলেন্‌স্কে নভোস্‌পাস্‌কোইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামাঞ্চলের লোকগীতি তাঁকে আবাল্য প্রভাবিত করে। তিনি পরে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফীল্ডের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন এবং ইতালিতে দনিৎসেত্তি ও বেল্লিনির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি বের্লিনেও কিছুদিন সংগীত শিক্ষা করেন, অতঃপর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গীতিনাট্য "জারের জন্য জীবন" খুবই সাফল্য অর্জন করে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুশ্‌কিনের বিখ্যাত কাব্য "রুস্‌লান ও লিউদ্‌মিলা"কে সংগীতে রূপায়িত করেন। গ্লিংকার গীতিনাট্যগুলিতে জাতীয়তার মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কেবল তাই নয়, তিনি বিদেশীয় সংগীত রীতির সঙ্গে দেশীয় লোকগীতির সুরের অপূর্ব এক সংমিশ্রণ ঘটান। তাই তাঁকেই রুশীয় সংগীত-রীতির জন্মদাতা বলা হয়। জনসাধারণের সুর ও জীবনকে তাঁর সংগীতে প্রাধান্য

দেওয়ায় গ্লিংকা অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে অবহেলার পাত্র হয়ে ওঠেন। এমন কি তাঁর বিখ্যাত গীতিনাট্য "ইভান সুসানিন"কে অভিজাত সম্প্রদায় "গাড়োয়ানী গান" আখ্যা দেন। স্বদেশে গ্লিংকা অবহেলা, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা পেয়ে অবশেষে দেশত্যাগ করেন। বের্লিনে তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৫৭)।

বিদেশে ভগ্নমনোরথ অবস্থায় গ্লিংকারের মৃত্যু হ'লেও রুশ গীতিকারগণ তাঁকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত গীতিকার চাইকোভ্স্কি বলেন যে, সমগ্র রুশ ঐকতানিক সংগীতের বীজ গ্লিংকার একমাত্র "কামারিন্স্কায়া"র মধ্যেই নিহিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশদেশ পাশ্চাত্যের সংগীত জগতে যে গৌরবময় স্থান করেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গ্লিংকাই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চিত্রকলা ও স্থাপত্য ঃ

প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে যুদ্ধের দৃশ্য ও সামরিক জীবনের আলেখ্য বিশেষভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেতো। সৈন্যদের পোশাক, পদক, পতাকা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণন ছিল এই চিত্রকলার মূল বৈশিষ্ট্য। সরকারী আকাদেমি অনুমোদিত চিত্রকলার প্রধান মুখপাত্র ছিলেন ব্রিউলভ (১৭৯৯-১৮৫২)। তাঁর আঁকা ছবি "পম্পেইয়ের শেষ দিন" ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদর্শিত হয় এবং যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। সমসাময়িক এক কবি লিখেছিলেন যে, "পম্পেইয়ের শেষ দিনই রুশ চিত্রকলার প্রথম দিন হয়েছিল।" ব্রিউলভ এই ছবিতে কেবল অঙ্কন-নৈপুণ্যই দেখাননি, বর্ণ ও আলোকের সমাবেশপ্রাচুর্যে ছবিখানিকে দর্শকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছিলেন। রুশ চিত্রকলায় যাঁরা বাস্তবধর্মিতার প্রবর্তন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের অগ্রগণ্য ছিলেন আ. আ.

ইভানভ। প্রায় ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত ছবি "জনসাধারণের কাছে খ্রীষ্টের আবির্ভাব" রচনা করেছিলেন। প্রথম বাস্তববাদী চিত্রকরদের অন্যতম ছিলেন ভেনেৎসিয়ানভ। তিনি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল। তাই কৃষক ও কারিগরের মতো সাধারণ মানুষের জীবনও তাঁর চিত্রে স্থান পায়। ঘরোয়া জীবনের চিত্র এঁকে খুবই কৃতিত্ব দেখান ফেদোতভ। তাঁর "মেজরের পাকা-দেখা" ছবিটির জন্যে কলা আকাদেমি তাঁকে আকাদেমির সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে প্রতিকৃতি-অঙ্কনও যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল। ভূমিদাস ত্রোপিনিন কারাম্জিন ও পুশ্‌কিনের সুন্দর প্রতিকৃতি রচনা করেন। শিল্পী কিপ্রেন্‌স্কিও ক্রিলভ, পুশ্‌কিন ও নিজের প্রতিকৃতি রচনা ক'রে যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্থাপত্যশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ভরোনিখিন। তাঁর নির্মিত সেণ্ট পিটার্সবার্গের কাজান গির্জাটি রুশ স্থাপত্য-কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গির্জাটি ভরোনিখিন রোমের বিখ্যাত সেণ্ট পিটার গির্জার অনুকরণে নির্মাণ করেছিলেন।

শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশদেশ যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও অগ্রসর ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও এই সমৃদ্ধি ও অগ্রসরতা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্দার ঃ ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ঃ

জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ করেন (মার্চ, ১৮৫৫)। তিনি যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন ভূমিদাস প্রথার সমর্থনে বিভিন্ন সময়ে নিজের মত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করবার পর তাঁকে তাঁর এই মত পরিবর্তন করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষি ও শ্রমশিল্পে ভূমিদাস প্রথার অনুপযোগিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেশের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ যে একান্ত প্রয়োজন, জমিদার শ্রেণীর একাংশও তা স্বীকার করেছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রয়োজন আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। কেবল তাই নয়, সমগ্র দেশে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ঘটছিল। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮৬টি, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯০টি এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১০৮টি কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এইসব অভ্যুত্থানে কৃষকরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি, তারা ক্রমেই সমগ্র ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। বিচ্ছিন্ন কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্যাপক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। কি সরকার, কি জমিদার শ্রেণী, সকলেই কৃষক অভ্যুত্থানকে ভয় করতেন। তাই জমিদার শ্রেণীর একাংশ যেমন ভূমিদাস প্রথার পক্ষে আন্দোলন করতে লাগলেন, তেমনি জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদকেই অধিকতর নিরাপদ মনে করলেন। তিনি ১৮৫৮

খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর সম্ভ্রান্তদের উদ্দেশে এক ঘোষণায় বললেন যে, "নিচ থেকে ভূমিদাস প্রথা স্বতই লোপ পাওয়ার চেয়ে উপর থেকে তা উচ্ছেদ করাই শ্রেয়।"

ফলে ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভ্রান্তদের নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি নিযুক্ত করা হ'লো। কিভাবে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ করা হবে, তার সর্বসম্মত পন্থা উদ্ভাবনের ভার ছিল এই কমিটিগুলির উপর। এইসব কমিটির প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি বিচার ক'রে গ্রহণ বা বর্জন করবার জন্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গে সরকারী কমিশন বসানো হ'লো। এই কমিশনে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং বড় বড় জমিদাররা সদস্যরূপে অংশ গ্রহণ করলেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমিদাস প্রথার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা চললো। দেশের সম্ভ্রান্তরা ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদকে নীতি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হ'লেও এর ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিমত হলেন। জমিদাররাই ছিলেন অধিকাংশ ভূমিদাসের মালিক। তাঁরা আবার ছিলেন প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অনুর্বর অঞ্চলগুলিতে জমিদাররা ভূমিদাসদের কাছ থেকে জমিতে কাজের পরিবর্তে "অব্‌রক" বা নগদ টাকা নিতেন। কারণ, জমিতে ভূমিদাসদের খাটাবার চেয়ে এটাই ছিল বেশী লাভজনক। তাই তাঁরা ভূমিদাসদের জমি সহ মুক্তি দিতে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করতে চাইলেন। কিন্তু উর্বর অঞ্চলের জমিদাররা ভূমিদাসদের কাছ থেকে নগদ টাকা না নিয়ে জমিতে তাদের খাটাতেন এবং সেটাই ছিল তাঁদের কাছে বেশী লাভের। তাই তাঁরা ভূমিদাসদের মুক্তি দিতে চাইলেও তাদের জমি দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করতে লাগলেন। অবশেষে সরকার এই দুই মতের মধ্যে একটা আপোস করবার চেষ্টায় স্থির করলেন, ভূমিদাসরা যে পরিমাণ জমি নিজের জন্যে

চাষ করতো, তারা সেই পরিমাণ জমি পাবে এবং তারা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এজন্যে কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লো। এই ব্যবস্থা অনুসারে দেশের অর্ধেক জমি জমিদারদের হাতে রইলো।

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপর থেকেই কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কারণ, ভূমিদাস প্রথা বিলোপের জন্যে যেসব কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, সেগুলিতে কৃষকদের প্রতিনিধি বা তাদের মুখপাত্র বিপ্লবী গণতন্ত্রী চিন্তানায়কদের স্থান ছিল না। দেশের প্রগতিশীল চিন্তানায়করা —যেমন চের্নিশেভস্কি, দব্রোলিউবভ, কবি নেক্রাসভ—সকলেই সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা ও বিরোধিতা করছিলেন। তাঁরা সকলেই ভূমিদাসদের বিনা ক্ষতিপূরণে জমি সহ পূর্ণ মুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা উপর থেকে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে তলা থেকেই বিপ্লবের পথে ভূমিদাসদের মুক্তি আনবার জন্যে সংঘবদ্ধ হ'তে বলছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হ'লো না। দেশে তখনও শ্রমিক শ্রেণী শক্তিশালী না হওয়ায় কৃষকদের বিপ্লবের পথে সংঘবদ্ধ করবার বা নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনও শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ঘোষণা-বলে উপর থেকেই "ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ" করা হ'লো।

সংস্কার ব্যবস্থার ফলাফল :

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের এই ঘোষণা এবং আইন অনুসারে ভূমিদাসরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ব'লে স্বীকৃত হ'লো। কৃষকদের ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় করবার অধিকার আর জমিদারদের রইলো না। কৃষকদের বিবাহে বাধা দেওয়ার বা তাদের পারিবারিক বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করবার অধিকারও জমিদাররা হারালেন। কৃষকরা ব্যবসায় বা যে কোনও পেশা গ্রহণ করবার, নিজেদের নামে চুক্তি করবার, বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার এবং মামলা-মোকদ্দমা করবার সুযোগ ও অধিকার পেলো। অর্থাৎ আইনগতভাবে কৃষকরা দাসত্বের বন্ধন থেকে করলো মুক্তিলাভ। কিন্তু অর্থনৈতিক পীড়ন থেকে মুক্তি না ঘটায় প্রকৃত মুক্তি তাদের ঘটলো না। নানারকম অর্থনৈতিক বন্ধনে তারা জমিদারদের কাছে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হ'লো। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘোষণার বলে যে সংস্কার সাধিত হ'লো, তাতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বহু পুরাতন চিহ্নও অবশিষ্ট রয়ে গেলো। কৃষক এবং জমিদারের মধ্যে ক্ষতিপূরণ চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কৃষকরা নিজেদের জমির জন্যে জমিদারকে খাজনা বা শারীরিক শ্রম দিতে বাধ্য রইলো।

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের বিশ বৎসর বাদে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এক আইনের দ্বারা কৃষক ও জমিদারের মধ্যে ক্ষতিপূরণ চুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়। জমির জন্যে কৃষকরা জমিদারদের জমির ন্যায্য মূল্যের প্রায় দেড় গুণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। ঐ টাকা সরকার থেকে ৪৯ বৎসরে বার্ষিক কিস্তিতে শোধ করবার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ রূপে দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষকরা দু শত কোটি রুবল দেয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের ফলে জমিদারদের কবল থেকে প্রায় এক কোটি কৃষক মুক্তি পায়। তবে ক্ষতিপূরণ চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জমিদাররাই জমির মালিক ব'লে গণ্য হন এবং জমি ব্যবহারের জন্যে কৃষকরা খাজনা দিতে বা জমিদারের জন্যে কাজ করতে বাধ্য থাকে। ক্ষতিপূরণ চুক্তি অনুসারে জমি যখন কৃষকের হাতে আসে, তখন তাও ব্যক্তিগতভাবে আসে না। জমির মালিকানা এক-একটি অঞ্চলের কৃষক সংঘকে সমষ্টিগতভাবে দেওয়া হয় এবং

ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দিতে কৃষক সংঘ সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে। কৃষক সংঘ মাঝে মাঝে কয়েক বছর ছাড়া পরিবারের লোকসংখ্যা অনুসারে কৃষকদের মধ্যে জমির পুনর্বণ্টন করে। এইসব ব্যবস্থায় কৃষকদের ব্যক্তিগত উত্তম বিনষ্ট হয়। কেবল তাই নয়, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কৃষকদের গ্রামের বাইরে গিয়ে জীবিকা উপার্জনের অধিকারও থাকে না। গ্রামের বাইরে কাজ করবার জন্যে কর্তৃপক্ষ মাত্র এক বছরের মেয়াদে অনুমতি দিতেন। ঐ মেয়াদ শেষ হ'লে কৃষককে নিজের গ্রামে ফিরে আসতে হ'তো। কাজ বা জীবিকার সন্ধানে গ্রামের বাইরে কৃষকদের যাওয়ার বা অধিক কাল থাকবার সুযোগ না থাকায় জমিদাররা স্বল্প পারিশ্রমিকে তাদের খাটাতে পারতেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের নামে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এমন জমি ছাড়বার অধিকার কৃষকদের ছিল না। এই ব্যবস্থাও কৃষকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তরায় ছিল।

জমিদারদের অধীন কৃষক ছাড়াও রাজপরিবার ও সরকারের অধীন প্রায় এক কোটি কৃষক ছিল। রাজপরিবারের অধীনস্থ দশ লক্ষ কৃষক ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি সহ মুক্তিলাভ করে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কৃষকরা প্রায় পাঁচ কোটি দশ লক্ষ রুবল রাজপরিবারকে দেয়। সরকারের অধীনে পঁচানব্বই লক্ষেরও বেশী কৃষক ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি আইন অনুসারে, তারা যে জমি চাষ করতো, তা তাদের দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণ বাবদ কৃষকরা সরকারকে এক শ ছ কোটি রুবল দেয়।

সর্বসমেত ছ কোটি বারো লক্ষ ঊনাশি হাজার পুরুষ কৃষক মুক্তি পায়। কৃষক রমণীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, তবে তারা জমিও পায় না। যেসব ভূমিদাস গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকতো, তারাও দুবছরের মধ্যে মুক্তি পায়। তাদেরও কোনও রকম ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

বহু ত্রুটি সত্ত্বেও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ রুশ দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত করে। দেশের অর্থনীতি ক্রমে ধনতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্রের প্রচুর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ পুঁজিবাদী সমাজের পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায়রূপে থাকলেও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পর শ্রমশিল্পের ভিত্তিতে ধনতন্ত্র বিকাশ পেতে থাকে। জার-শাসিত রাশিয়ার প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে এবং তা ক্রমেই বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পথ নেয়।

ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া, বিয়েলোরাশিয়া, ককেসাস অঞ্চল এবং ট্র্যান্সককেসিয়াতেও ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড বিদ্রোহ করায় জার পোলিশ জমিদারদের উপর ক্রুদ্ধ হন। ফলে লিথুয়ানিয়া, বিয়েলোরাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের কৃষকরা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পায়। কিন্তু ককেসাস অঞ্চল ও জর্জিয়ায় কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ রুশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র চালু করা হয় না। কালমুক অঞ্চলে ভূমিদাস প্রথা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। মধ্য-এশিয়ার খিবা ও বোখারায় দাস প্রথা ও ভূমিদাস প্রথার শেষ চিহ্ন ঐসব অঞ্চলে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিল।

স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্কার :

ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের পরে জার সরকার দেশে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের অনুকূলে আরও কিছু কিছু সংস্কার সাধন করতে বাধ্য হন। নির্বাচিত জেম্স্ত্ভো ও মিউনিসিপ্যাল ডুমাগুলি সেগুলির অন্যতম। সম্ভ্রান্তরা ছাড়া কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিদেরও ঐসকল প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হয়। স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্কারের মধ্যেই বুর্জোয়া

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় বলা চলে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উইয়েজ্‌দ্‌ ও গুবার্নিয়া জেম্‌স্ত্‌ভোগুলি গঠিত হয়। স্থানীয় গ্রাম্য অধিবাসীদের হিতকর কার্যের—যথা, হাসপাতাল, স্কুল ও পথঘাট নির্মাণের—ভার এইসব স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। জেম্‌স্ত্‌ভোগুলিতে একটি ক'রে প্রতিনিধি-সভা ও একটি ক'রে কর্ম-পরিষদ্‌ থাকে। জমিদার, কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার পান। তবে জমির মালিকানার ভিত্তিতেই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়ায় জেম্‌স্ত্‌ভোগুলিতে বড় বড় জমিদাররাই অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেন। কৃষকরাও তাদের প্রতিনিধি হিসাবে "কুলাক" শ্রেণীর কৃষক অর্থাৎ গ্রাম্য বুর্জোয়াদের নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি জমিদার শ্রেণীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হ'তে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা চলে, জেম্‌স্ত্‌ভো ট্যাক্সগুলি কৃষকরা জমিদারদের চেয়ে দ্বিগুণ হারে দেয়, পথগুলি জমিদারদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরী হয়, হাসপাতালগুলিও জমিদারদের জমিদারির কাছে-পিঠেই স্থাপিত হয়।

বহু ত্রুটি সত্ত্বেও জেম্‌স্ত্‌ভোগুলির উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে ভালো পথ-ঘাট ছিল না বললেই চলে। জেম্‌স্ত্‌ভোগুলির চেষ্টায় দেশময় বহু পথ-ঘাট দ্রুত নির্মিত হয়। জেম্‌স্ত্‌ভোগুলি দেশে রেলপথ ও ব্যাঙ্ক স্থাপনেরও ব্যবস্থা করে। ফলে সেগুলি বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল ডুমাগুলিরও সংস্কার সাধন করা হয়। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের আমলে ছজন প্রতিনিধি নিয়ে যে পৌরসভাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির পরিবর্তে এখন শহরের বাড়ির মালিক, কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী ও উচ্চ হারে

ট্যাক্সদাতাদের প্রতিনিধি নিয়ে নূতন মিউনিসিপ্যাল ডুমাগুলি গঠিত হয়। ডুমাগুলিতে একটি ক'রে কর্মপরিষদ্ ও একজন ক'রে মেয়র থাকেন। মিউনিসিপ্যাল ডুমাগুলির তত্ত্বাবধান করেন গভর্নররা। মিউনিসিপ্যাল ডুমাগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের অত্যধিক প্রভাব থাকায় তাঁদেরই স্বার্থে এগুলি পরিচালিত হ'তে থাকে।

আইন সংস্কার ঃ

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়েও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়। এখন থেকে প্রকাশ্যভাবে বিচার অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে উকিল এবং বিচারের জন্যে সম্ভ্রান্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকে জুরী নিয়োগ করা হয়। ছোটখাটো মামলার বিচারগুলি "জাস্টিস অফ পীস্"-এর আদালতে হ'তে থাকে। মিউনিসিপ্যাল ডুমা ও জেম্‌স্ত্‌ভোগুলি বড় বড় জমিদার ও বাড়িওয়ালাদের মধ্য থেকে জাস্টিস অব পীসদের নির্বাচিত করে। গ্রামাঞ্চলে কেবল কৃষকদের বিচারের জন্যে ভোলস্ত্‌ (আঞ্চলিক) আদালতগুলি স্থাপিত হয়। এইসব আদালত কৃষকদের দৈহিক দণ্ড দেওয়ারও অধিকারী ছিল। দেওয়ানী মামলার বিচারও প্রকাশ্যে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হ'তো। নূতন আইন অনুসারে দেওয়ানী মামলার বিচার হ'তো। নূতন আইনগুলি জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেই রচিত হয়েছিল। এই নূতন বিচার ব্যবস্থা বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের জন্যে অপরিহার্য ছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের ফলে রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থা ইউরোপের অন্যান্য বুর্জোয়া দেশগুলির বিচার-ব্যবস্থার প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল।

তবে রাজনৈতিক অপরাধের বিচার সুবেদনাইয়া পালাতা, সেনেট এবং সামরিক আদালত কর্তৃক সম্পন্ন হ'তো। অনেক সময় রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনোরূপ বিচার হ'তো না। শাসন বিভাগ থেকে তাদের সাইবেরিয়ায় বা রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলে বিনা বিচারে নির্বাসিত করা হ'তো।

সামরিক সংস্কার :

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জার সরকার সামরিক ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। পূর্বে সৈন্যসংগ্রহের যে ব্যবস্থা ছিল, তা বাতিল ক'রে দিয়ে সকল শ্রেণীর লোকের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। যুবকদের বয়স ২১ হ'লেই তাদের সামরিক শিক্ষালাভের জন্যে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই যুবকদের একাংশ সামরিক কার্যে নিযুক্ত থাকে এবং বাকী যুবকদের "রিজার্ভ" হিসাবে রাখা হয়। যারা সক্রিয়ভাবে সামরিক কার্যে যোগ দেয়, তারা ছ বছর কাজ করবার পর আবার "রিজার্ভ" শ্রেণীভুক্ত হয়। তবে শিক্ষিত যুবকদের সৈন্যদলে কাজ করবার মেয়াদ যথেষ্ট কমানো হয়েছিল। সম্ভ্রান্তদের সন্তানরাই প্রধানত শিক্ষার সুযোগ পেতো, তাই অল্পমেয়াদী সামরিক কার্যের সুযোগও প্রধানত তারাই পেতো। পরিবারের একমাত্র পুত্র, একমাত্র পৌত্র এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের একমাত্র নির্ভর, এমন সব যুবককে সাধারণত "রিজার্ভ" ব'লে গণ্য করা হ'তো। রিজার্ভ শ্রেণীভুক্ত যুবকদের সাধারণত যুদ্ধের জন্যে ডাক পড়তো না। তাদের সর্বপ্রথম ডাক পড়েছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে।

বিপ্লবী চিন্তাধারা ও রাজ্‌নোচিনেৎস্‌গণ :

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারী

ব্যবস্থাকে কৃষকরা যথেষ্ট মনে করে নি। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৮৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দু হাজারেরও বেশী কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ফলে শত শত কৃষক নিহত ও আহত, হাজার হাজার কৃষক কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত এবং বহু লক্ষ কৃষক কশাঘাতে দণ্ডিত হয়েছিল। জার-প্রবর্তিত ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা কেবল কৃষকদের নয়, প্রগতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও মনঃপূত ছিল না। ঐ সময় রুশদেশের বিপ্লবী গণতন্ত্রী চিন্তাধারার বাহক ছিলেন এঁরাই। এঁরা কৃষক অভ্যুত্থানগুলিকে সমর্থন করছিলেন এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ হয়ে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই গণতন্ত্রী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা দেশে পরিচিত ছিলেন রাজ্‌নোচিনেৎস বা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নামে। এরা ছিলেন প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত, নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারী, গরীব পাদরী ও দরিদ্র অভিজাতদের বংশধর। ডিসেম্বর বিদ্রোহের সময়ে বিপ্লবী চিন্তাধারার নায়ক ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত তরুণরা। এখন রাজ্‌নোচিনেৎস্‌রাই তাঁদের সেই মহান্‌ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

আলেকজান্দার হার্জেনের রচনা ও প্রচারণাই যে রুশদেশে রাজ্‌নোচিনেৎস্‌দের আবির্ভাবের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী ছিল, তা আগেই বলেছি। রাজ্‌নোচিনেৎসদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন নিকোলাই গাভ্‌রিলোভিচ্‌ চের্নিশেভ্‌স্কি (১৮২৪—৮৯)। লেনিন তাঁকে প্রাক্‌মার্ক্‌সীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী ও লেখক গণতন্ত্রী ব'লে বর্ণনা করেছেন।

চের্নিশেভ্‌স্কির জন্ম হয় সারাতভে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। প্রথম জীবনে চের্নিশেভ্‌স্কি চার্চের বিদ্যালয়ে ও পরে সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি পশ্চিম ইউরোপীয় ও রুশ বিপ্লবী চিন্তাধারার সঙ্গে

পরিচিত হন। ফলে তিনি বস্তুবাদী জার্মান দার্শনিক ফয়ারবাখের অনুগামী হয়ে ওঠেন এবং রুশদেশে প্রাক্-মার্কসীয় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারক হয়ে ওঠেন। চের্নিশেভ্স্কি বিশ্বাস করতেন যে, রুশদেশের গ্রামীণ কৃষক সমাজ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ছাড়াই সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। রুশদেশে তখনো পুঁজিবাদ তথা শ্রমিক শ্রেণী পরিণত না হওয়ায় চের্নিশেভ্স্কি এই ধরনের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং তাঁর চিন্তা মার্ক্স্ ও এংগেল্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তার স্তরে উন্নীত হ'তে পারে নি। "পিটার ও পল" দুর্গে বন্দী থাকা কালে লেখা তাঁর "কি করতে হবে?" নামে উপন্যাসে তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রী মতবাদকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করেন। বিখ্যাত বিপ্লবী চিন্তানায়ক বেলিন্স্কির শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ছিলেন চের্নিশেভ্স্কি। তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে "সোভ্রেমেন্নিক" (সমসাময়িক) পত্রিকায় লেখা শুরু করেন এবং অচিরে এই পত্রিকার চিন্তানায়ক হয়ে ওঠেন। তাঁর নায়কত্বে "সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকা রুশদেশে বিপ্লবা গণতন্ত্রের মুখপত্র হয়ে ওঠে।

এই পত্রিকায় লেখা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে চের্নিশেভ্স্কি কৃষক বিপ্লবের সূচী বিশদভাবে বর্ণনা করেন। তিনি অবিলম্বে ভূমিদাস প্রথার পরিপূর্ণ বিলোপ এবং বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি ও পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা দানের জন্যে দাবী জানান। জার ও তাঁর পারিষদবর্গ দেশে যে ধরনের ভূমিদাস প্রথার সংস্কার সাধন করতে চান, চের্নিশেভ্স্কি তার বিরোধিতা করেন এবং তার স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। ফলে জার সরকার তাঁকে বন্দী ক'রে দু বছরের জন্যে "পিটার ও পল" দুর্গে আটক রাখেন এবং পরে তাঁকে ১৪ বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। শেষে ঐ দণ্ডকাল কমিয়ে সাত বৎসর করা হয়। কিন্তু দণ্ডকাল শেষ হ'লে আবার

তাঁকে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের নিজস্ব আদেশে বন্দী ক'রে সুদূর সাইবেরিয়ার ভিলিউইস্ক্ শহরে কারারুদ্ধ ক'রে রাখা হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিলিউইস্ক্ জেল থেকে তাঁকে অস্ত্রাখান জেলে আনা হয়। অবশেষে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে, বন্দী হওয়ার সাতাশ বছর বাদে, তিনি তাঁর জন্মস্থান সারাতভে ফিরে আসেন। ঐ বৎসরই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রুশদেশের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় চের্নিশেভ্স্কির দান অসাধারণ। মার্ক্স্, এংগেল্স্ ও লেনিন তাঁর রচনা সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ভবিষ্যৎ রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনার কাজে যাঁরা আত্মদান করেছিলেন এবং বিপ্লবী চিন্তাধারায় দেশকে যাঁরা উজ্জীবিত করেছিলেন, চের্নিশেভ্স্কি ছিলেন তাঁদের একজন।

চের্নিশেভ্স্কির যাঁরা একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত সমালোচক দব্রোলিউবভ ও বিখ্যাত কবি নেক্রাসভের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই 'সোভ্রেমেন্নিক' কাগজে চের্নিশেভ্স্কির সহকর্মী ছিলেন।

নিকোলাই আলেক্জান্দ্রোভিচ্ দব্রোলিউবভ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিঝ্নি নভ্গরদে (বর্তমান গর্কিতে) এক পাদ্রী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মীয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেন এবং খুব অল্প বয়স থেকেই ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশুনো শুরু করেন। হার্জেন ও বেলিন্স্কির চিন্তাধারা তাঁকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে যান এবং সেখানে কেন্দ্রীয় পেডাগজিক্যাল ইন্স্টিট্যুটে ইতিহাস ও দর্শন শিক্ষা লাভ করবার জন্যে ভর্তি হন কিন্তু এই শিক্ষালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশ ও শিক্ষাধারা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদ ও ফয়ারবাখের বস্তুবাদের সঙ্গে সুপরিচিত হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি পেডাগজিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট থেকে পাস ক'রে বেরোন। ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে চের্নিশেভ্‌স্কির পরিচয় হয় এবং তিনি চের্নিশেভ্‌স্কির অনুগামী ও "সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়ে ওঠেন। চের্নিশেভ্‌স্কির মতো দব্রোলিউবভও বস্তুবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বরূপটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। তিনি শিল্প-সাহিত্যে সমাজমুখী বাস্তবধর্মিতার প্রচারক ছিলেন। তিনি তাঁর "অব্‌লোমভবাদিতা কি?" "কবে দিন আসবে?" "অন্ধকারের জগৎ" প্রভৃতি প্রবন্ধে জমিদার-শাসিত সমাজ ও স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আঘাত করেন। তাঁর বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলিতে তিনি রুশ "উদারপন্থীদের" বিশ্বাসঘাতকতাকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান। কিন্তু দব্রোলিউবভের অতুল প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার অবকাশ পায় না। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৮৬১)।

সুবিখ্যাত রুশ কবি নিকোলাই আলেক্‌সিয়েভিচ্‌ নেক্রাসভ (১৮২১-৭৭) ছিলেন এক জমিদারের পুত্র। তাঁর বাবার বহু ভূমিদাস ছিল। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে ভূমিদাস প্রথার প্রতি ঘৃণা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ ঘটে। ফলে তিনি পিতার সংসর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সেন্ট পিটার্স্‌বার্গে চলে যান। সেখানে দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর দিন কাটে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নেক্রাসভ প্রথম যৌবনেই বেলিন্‌স্কি ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রের মুখপত্র পুশ্‌কিনের স্মৃতিবিজড়িত "সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। বেলিন্‌স্কির প্রভাবে নেক্রাসভ তাঁর পুরাতন বন্ধু নরমপন্থী উদারনীতিকদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে

দেশে কৃষক বিপ্লবের জন্য প্রচার করতে থাকেন। তাঁর কবিতায় নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীর মর্মব্যথা ভাষা পায় এবং তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তা রুশ সরকারকে ভীত ক'রে তোলে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার প্রথম চেষ্টার পরে সরকারী মহলে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তার ফলে এই পত্রিকা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। দু বছর বাদে নেক্রাসভ "ওতেচেস্ত্‌ভেন্নিয়ে জাপিস্কি" (স্বদেশের কথা) পত্রিকাটি নেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এর প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। প্রকাশক ও সম্পাদক হিসাবে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। তরুণ লেখকদের মধ্যে যাঁরা শক্তিমান, তাঁদের বেছে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ'তো না। বিশ্ববিখ্যাত লেখক লেও টলস্টয়ের প্রথম রচনা তিনিই সাগ্রহে প্রকাশ ক'রে এই তরুণ লেখককে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি নিজের জীবনে যে দুঃসহ দৈন্য-দুঃখ ভোগ করেছিলেন, তাই তাঁকে নিপীড়িত রুশ জনসাধারণের দুঃখবেদনার বাণীমূর্তি ক'রে তুলেছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন, তাঁর কাব্যের বিষয় হ'লো "জনসাধারণের দুঃখ-বেদনা।" "রুশদেশে সুখী কে?" নামক তাঁর লেখা বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক কবিতাটি তাই অমর হয়ে আছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নেক্রাসভের মৃত্যু হয়। তাঁর শব-সৎকারের সময়ে দেশবাসী তাঁর উদ্দেশে যে শোক ও সম্মান দেখিয়েছিল, তা তার পূর্বে কোনও রুশ লেখকের ভাগ্যে জোটেনি।

পোল্যাণ্ডে আবার বিদ্রোহ (১৮৬৩-৬৫):

পোল্যাণ্ডে পুঁজিবাদ দ্রুত বিকাশলাভ করেছিল। দেশে বহু কলকারখানা গ'ড়ে উঠেছিল। পোলিশ জমিদাররাও কৃষিকে পুঁজিবাদের উন্নতির সহায়ক ক'রে তুলেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চিনির উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বীট এবং মদ

উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলুর চাষ দেশে ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ হ'লেও কৃষক জমি থেকে হয়েছিল বঞ্চিত। ফলে তারা দলে দলে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসছিল এবং কলকারখানার কাজে আত্মনিয়োগ করছিল। এইভাবে পোল্যাণ্ডে দ্রুত শ্রমিক শ্রেণীও গ'ড়ে উঠেছিল।

কিন্তু জীবিকার সন্ধানে আগত ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যার অনুপাতে দেশে কলকারখানার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। তার ওপর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রমশিল্পে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তার ফলে বহু কলকারখানা বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছিল। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বিপ্লবী মনোভাবের সৃষ্টি করছিল। দেশের জমিদার ও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীও জার-শাসনের বন্ধনকেই দেশের এই ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান কারণ ব'লে মনে করছিলেন। ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পোল্যাণ্ডে কি জমিদার, কি বুর্জোয়া, কি কৃষক, কি শ্রমিক, সকলেই জার শাসনের বিরুদ্ধে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারশতে "সেন্ত্রাল্নি কোমিতেৎ নারোদোভি" বা কেন্দ্রীয় গণ-সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান দুটি দল ছিল—"লাল দল" ও "সাদা দল"। লাল দলে ছিলেন গরীব জমিদার ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। আর সাদা দলে ছিলেন ধনী পোলিশ জমিদাররা। গণ-সমিতির নেতৃত্ব ও পরিচালনা নিয়ে এই দুই দলের মধ্যে সংঘাত ও রেষারেষি ছিল অনিবার্য। এই সংঘাত ও রেষারেষিই বিদ্রোহের গতি ও পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

পোল্যাণ্ডের অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে জার সরকার সচেতন ছিলেন। পোলিশ যুবকরা যাতে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার সুযোগ না পায়, সেই উদ্দেশ্যে জার সরকার এই সময় পোল্যাণ্ডের শহরে শহরে যুবকদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে নিজেদের নাম লেখাবার জন্যে আদেশ দেন। সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের এই সরকারী আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ডের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে। যুবকরা সৈন্যদলে নাম লেখাবার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে দলে দলে বনে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং গেরিলা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। এইসব গেরিলা বাহিনীতে শ্রমিক ও কারিগররাও দলে দলে এসে যোগ দেন। প্রায় একই সময়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পোল্যাণ্ডের ১৫টি স্থানে বিদ্রোহ ঘটে। কেন্দ্রীয় গণ-সমিতিই এই বিদ্রোহগুলি পরিচালনা করছিল। সমিতি এখন নিজেকে পোল্যাণ্ডের বিপ্লবী গণ-সরকার ব'লে ঘোষণা করলো। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে গণ-সরকার এই মর্মে একটি ঘোষণা জারী করলো যে, জমিদারের সমস্ত জমি যা কৃষকরা পূর্বে চাষ করতো, তা কৃষকদের ছেড়ে দিতে হবে এবং অবিলম্বে জনসাধারণের একটি সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশ দেশের জমিদার শ্রেণীর মনঃপূত ছিল না। তাঁরা দেশময় কৃষক অভ্যুত্থানের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং বিপ্লবী গণ-সরকারের উপর নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথাসাধ্য বিস্তার করলেন। ফলে অবিলম্বে জন-সাধারণের যে সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল ক'রে দিয়ে কৃষকদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে বলা হ'লো। কিন্তু বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্যে বিশাল বিপ্লবী বাহিনীর ছিল প্রয়োজন। এই

আদেশে সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'লো ও বিপ্লবী সংগঠন সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লো। পোলিশ জমিদাররা বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে দেশের জনসাধারণকে বিশ্বাস না ক'রে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আশা ব্যর্থ হ'লো ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়া, কেউ পোল্যাণ্ডের সাহায্যে এগিয়ে এলো না অন্য পক্ষে, বিদ্রোহ দমনের জন্যে জার প্রাশিয়ার রাজার সঙ্গে এক সন্ধি করলেন এবং রাশিয়ার ও প্রাশিয়ার মিলিত বাহিনী বিদ্রোহী পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'লো।

বিদ্রোহীরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আটাশ মাস পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অবশেষে জারের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হ'লো। যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ হাজার বিদ্রোহী প্রাণ দিলেন। প্রায় দেড় হাজার বিদ্রোহী প্রাণদণ্ডে হলেন দণ্ডিত। কেবল তাই নয়, বহু সহস্র পোল্যাণ্ডবাসীকে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হ'লো। জার সরকার পোল্যাণ্ডের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন ক'রে তাকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চাইলেন।

পোল্যাণ্ড থেকে বিদ্রোহ লিথুয়ানিয়া এবং বিয়েলোরাশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভিল্‌নোতে একটি "লিথুয়ানীয়-বিয়েলোরুশ লাল সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখানেও জমিদার শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লো। জমিদাররা বিয়েলোরুশ কৃষক বিদ্রোহের নেতা কাস্তুস কালিনোভ্‌স্কিকে জার সরকারের হাতে তুলে দিলো। জারের কুখ্যাত জেনারেল মুরাভিয়েভ নিষ্ঠুর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন। শত শত বিদ্রোহী ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ

দিলেন। মুরাভিয়েভ পরিচিত হলেন "ফাঁসুড়ে মুরাভিয়েভ" নামে। তাতেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না, শত শত গ্রাম জ্বালিয়ে দিলেন। বহু সহস্র পোলিশ, লিথুয়ানীয় ও বিয়েলোরুশকে নির্বাসিত করলেন সাইবেরিয়ায়। এইভাবে ১৮৬৩-৬৫-র বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লো।

জার সরকার ও জারের সেনাপতিরা নিষ্করুণ হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেও রুশ জনসাধারণ কিন্তু পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও বিয়েলোরাশিয়ায় এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। হার্জেনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী লেখকরা পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে বহু রচনা প্রকাশ করেছিলেন। বহু রুশ সামরিক কর্মচারী ও সৈনিক বিদ্রোহ দমনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে চাকরি ত্যাগ করেছিলেন। রাশিয়ার অন্যতম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি "জেম্‌লিয়া ই ভোলিয়া" (স্বদেশ ও স্বাধীনতা) লিথুয়ানীয়-বিয়েলোরুশ লাল সরকারের সঙ্গে গোপনে সহযোগিতা করেন। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীও মার্ক্‌স্‌ ও এংগেল্‌সের নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পোল্যাণ্ডের এই বিদ্রোহ থেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল।

তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়ার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল এবং জার সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল তাকে যথাসাধ্য বৃদ্ধি করা। নিজেকে শক্তিশালী ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে রাশিয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে এক মৈত্রী-চুক্তি করে। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে প্রাশিয়া রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে এবং রাশিয়াও

প্রাশিয়াকে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠনের কাজে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যে সন্ধি হয়েছিল, তার শর্ত অনুসারে কৃষ্ণসাগরে সামরিক নৌবহর রাখার এবং নৌযুদ্ধের উপযোগী ঘাঁটি ও দুর্গাদি তৈরি করবার সুযোগ থেকে রাশিয়া বঞ্চিত হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হ'লে রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির এই অপমানজনক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেতে চাইলো। ইংল্যাণ্ড এর প্রতিবাদ করলেও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি রাশিয়াকে সমর্থন জানালো। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সম্মেলন হ'লো, তাতে রাশিয়ার প্রস্তাবমতো প্যারিসের সন্ধির কতিপয় শর্ত বাতিল ক'রে দেওয়া হ'লো।

অতঃপর রাশিয়া আবার কৃষ্ণসাগর ও বল্‌কান অঞ্চলে নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিস্তারের কাজে মন দিলো। তুরস্কের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে বল্‌কান অঞ্চলের স্লাভ অধিবাসীরা জাতীয় আন্দোলন করছিল। নিজের রাজনৈতিক ও সামরিক অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্যে রাশিয়া তাতে উৎসাহ ও সাহায্য দিতে লাগলো। বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা তখন তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুটি প্রদেশ ব'লে গণ্য হ'তো। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ব্যাপক জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটলো। পর বৎসর বুলগেরিয়াতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হ'লো। কিন্তু তুরস্ক নৃশংসভাবে এইসব জাতীয় অভ্যুত্থান দমন করলো, এমন কি তারা এক-একটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলো। স্লাভ জাতিগুলির উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র রাশিয়ায় প্রচারকার্য চালানো হ'তে লাগলো। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হ'লো। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে রাশিয়া

তাকে সাহায্য দিলো। রুশ সেনাপতি জেনারেল চের্নিয়াইয়েভ সার্বিয়ার সৈন্যদল পরিচালনা করলেন। কিন্তু রাশিয়ার সাহায্য সত্ত্বেও সার্বিয়া তুরস্কের হাতে পরাজিত হ'লো। ক্ষুদ্র রাজ্য মণ্টেনিগ্রো একাকী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেলো।

ইংল্যাণ্ডের প্ররোচনায় তুরস্ক বল্‌কানের স্লাভ অধিবাসীদের প্রতি সামান্য করুণা দেখাতেও অসম্মত হ'লো। বল্‌কানে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায় বা বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌স্ প্রণালীগুলির উপর রাশিয়া পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনরায় লাভ করে, এমনটি ইংল্যাণ্ডের অভিপ্রেত ছিল না। ইংল্যাণ্ডের এই মনোভাবের কথা জেনে রাশিয়া জার্মানির মধ্যস্থতায় অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে একটি সন্ধি করলো। এই সন্ধি অনুসারে স্থির হ'লো যে, তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের সময়ে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকবে, বিনিময়ে রাশিয়া অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা হস্তগত করবার কাজে বাধা দেবে না।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। মোল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া নিয়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া নামে গঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যটিও রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিলো। সংগঠন ও অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে রুশ বাহিনী যথেষ্ট দুর্বল ছিল। তার উপর ছিল রুশ সেনাপতিদের নির্বুদ্ধিতা। তা সত্ত্বেও কিন্তু সৈন্যদের অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে রুশ বাহিনী বল্‌কান ও ককেসাস সীমান্তে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলো। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি রুশ বাহিনী কার্স্ অধিকার করলো। ডিসেম্বর মাসে প্লেভ্‌নাতে সেনাপতি ওসমান পাশার অধীনে পরিচালিত তুরস্কের সৈন্যবাহিনী রুশ বাহিনীর কাছে দীর্ঘ অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করলো। অতঃপর রুশ বাহিনী শীতকালে বল্‌কানের তুষারাবৃত পর্বতমালা পার হ'য়ে এসে পৌঁছলো ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি

মাসে কন্‌স্তান্তিনোপলের কাছাকাছি। রাশিয়ার সাফল্যে ইংল্যাণ্ড ভীত হ'লো এবং অবিলম্বে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বৃটিশ নৌ-বহর মারমোরা সাগরে এসে ঢুকলো। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কন্‌স্তান্তিনোপলের নিকটবর্তী সান স্তেফানো গ্রামে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সন্ধির শর্তাবলীর প্রাথমিক আলোচনা শুরু হ'লো। তুরস্ক সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে চাইলো এবং দানিয়ুব নদী ও ইজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমগ্র মাসিডোনিয়া ও ভার্দার নদী সহ বুলগেরিয়া নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠনেও রাজী হ'লো। রাশিয়া বাটুম, কার্স্ এবং বেসারেবিয়া লাভ করলো। কিন্তু সান্ স্তেফানোর সন্ধির এই ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া উভয়েই অত্যন্ত ভয় পেলো। এই ধরনের বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন রাশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার গোপন চুক্তিসমূহের শর্ত অনুযায়ী ছিল না। জার্মানিও রাশিয়ার এই শক্তিবৃদ্ধিতে স্বস্তিবোধ করলো না। তাই রাশিয়া এখন পশ্চিম শক্তিসমূহের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হ'লো এবং আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলো। পশ্চিম শক্তিসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টায় জার দ্বিতীয় আলেকজান্দার জার্মানির চান্সেলার বিস্‌মার্কের মধ্যস্থতা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ফলে বের্লিনে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের এক সম্মেলন হ'লো। সম্মেলনে সান্ স্তেফানের সন্ধির শর্তাবলী সংশোধিত ও পরিবর্তিত হ'লো। বুলগেরিয়া রাজ্যকে কমিয়ে অর্ধেক করা হ'লো। মাসিডোনিয়া ও বুলগেরিয়ার একাংশ (পূর্ব রুমেলিয়া) তুরস্কের হাতেই রইলো। বুলগেরিয়ার অবশিষ্টাংশও তুরস্কের করদ রাজ্যে পরিণত হ'লো। বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা অষ্ট্রিয়ার অধিকারে গেলো। এইভাবে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া যে সাফল্য লাভ করেছিল, বের্লিনের সম্মেলনে তা ব্যর্থ হ'লো।

মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার অধিকার বিস্তার ঃ

দেশের লোকের যথেষ্ট ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় বাজারের সন্ধান করা রুশ জমিদার ও বুর্জোয়াদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে মধ্য-এশিয়ার দিকে নজর দিয়েছিলেন। মধ্য-এশিয়ায় তুলো জন্মাতো প্রচুর। রাশিয়ার সুতো ও কাপড়ের কলকারখানাগুলিকে চালু রাখবার পক্ষে তারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। মধ্য-এশিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তিনটি বড় সামন্ত-তান্ত্রিক রাজ্য অবস্থিত ছিল—কোকান্দ্, বোখারা ও খিবা। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধ'রে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল। প্রচণ্ড শোষণ ও অত্যাচারের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ভালো ছিল না। সামরিক শিক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও এই রাজ্যগুলি যথেষ্ট অনুন্নত ছিল। তাই রুশ বাহিনীর পক্ষে একে একে এই রাজ্যগুলি অধিকার করা কঠিন ছিল না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে মধ্য-এশিয়ায় রুশ অগ্রগতি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তা পুনরায় শুরু হ'লো। জেনারেল চের্নিয়াইয়েভ কোকান্দের খানকে পরাজিত করলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র তাসখন্দ রুশ অধিকারে গেলো। রুশ বাহিনীর পেছনে পেছনে রুশ ব্যবসায়ীরাও এসে উপস্থিত হ'লো। কোকান্দ্ রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল প্রধানত মুসলমান। তারা সহজে রাশিয়ার বশ্যতা স্বীকার করলো না। তারা স্বাধীনতার জন্যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়ে গেলো। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কোকান্দের অধিবাসীরা মোল্লাদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করলো। কিন্তু রুশ সেনাপতি জেনারেল স্কোবেলেভ এই বিদ্রোহ নিষ্ঠুর হস্তে দমন করলেন। কোকান্দ্ রাজ্য সম্পূর্ণরূপে রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত হ'লো। এর নূতন নাম হ'লো ফরঘনা অঞ্চল। ফরঘনার অধিবাসীরা কয়েক বছর বাদে আবার

বিদ্রোহ করে। কিন্তু তাদের সেই বিদ্রোহও নিষ্করুণ হস্তে দমন করা হয়।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল কাউফমান বোখারা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রুশবাহিনীর হস্তে বোখারার আমীর পরাজিত হন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় কেন্দ্র ও তৈমুরলঙের একদা-বিখ্যাত রাজধানী সমরখন্দ রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সমরখন্দেও বিদ্রোহ ঘটে। কাউফমান বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহ দমনের পরে বোখারা জারের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বাহিনী খিবার বিরুদ্ধে অভিযান করে। খিবার খান বিনা যুদ্ধে জারের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং এই রাজ্যটিও রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বাহিনী তুর্কেমানিয়া জয় করে এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কুশ্‌কার আফগান দুর্গটি বিজয়ের পরে মধ্য-এশিয়ায় রুশ বিজয়াভিযান সম্পূর্ণ হয়।

মধ্য-এশিয়া বিজয়ের ফলে এই সুবিশাল অঞ্চল জারের পরিবার, সেনাপতিমণ্ডলী ও পদস্থ কর্মচারীদের জমিদারিতে পরিণত হয়। জার-বিজিত মধ্য-এশিয়ায় দাস ও ভূমিদাস প্রথা চালু থাকে। তবে রাশিয়ার শোষক শ্রেণীর সঙ্গে রুশ শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, কৃষিবিদ্ ও শিক্ষকরাও দলে দলে আসেন। তাঁদের সংস্পর্শে ও প্রভাবে ধীরে ধীরে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক উজ্জীবন শুরু হয়।

বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ ও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান :

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের ফলে রুশ সাম্রাজ্যে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা বর্তমান থাকায় এই বিকাশের ধারা পশ্চিম ইউরোপের

তুলনায় যথেষ্ট মন্থর থাকে। পুঁজিবাদের বিকাশের জন্যে অত্যাবশ্যক ছিল পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা। কিন্তু সামন্ত-তান্ত্রিক রাশিয়ায় তা ছিল না বললেই চলে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সারা রুশ সাম্রাজ্যে মাত্র ৯৯০ মাইল রেলপথ ছিল। কিন্তু ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বছরে ঐ রেলপথের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০০০ মাইল হয়। জেম্স্ত্ভোগুলির চেষ্টায় অন্যান্য পথ-ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করে।

দেশে রেলপথ নির্মাণ করবার ও চালু রাখবার জন্যে বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পুঁজির সাহায্যে ইউজোভ্কোতে (বর্তমান স্তালিনোতে) রাশিয়ার প্রথম "ব্লাস্ট ফারনেস" স্থাপিত হয়। দক্ষিণ অঞ্চলেও বৈদেশিক পুঁজির সাহায্যে বহু কলকারখানা স্থাপিত হয়। সেগুলিতে রেলপথের জন্যে রেল ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরী হ'তে থাকে। এগুলি পূর্বে বিদেশ থেকেই আমদানি করা হ'তো। ১৮৬১ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চল্লিশ বছরের মধ্যে রুশ সাম্রাজ্যে কাঁচা লোহা ও পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত বিশ বৎসরে ইউক্রেনে কয়লার উৎপাদন প্রায় পনেরো গুণ বাড়ে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পর দেশে সুতো ও কাপড়ের কলকারখানারও উন্নতি হয়। ১৮৬১-র তুলনায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কাপড়ের উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। বয়নশিল্পে এখন কাপড়ের বড় বড় মিলগুলিই প্রাধান্যলাভ করে, হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের কারখানাগুলি প্রতিযোগিতায় পেছনে হটে যেতে বাধ্য হয়। চিনি ও মদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতির ফলে শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায়

শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল। ঐ সময় বিভিন্ন শ্রমশিল্পে ৬,৬৮০০০ লোক কাজ করছিল। মিল বা কলকারখানাগুলির আয়তনও খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। নার্ভার নিকটবর্তী ক্রেনহোল্‌ম্‌ মিল্‌সে প্রায় ন হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। কলকারখানার আয়তন ও নিয়োগ-ক্ষমতা-বৃদ্ধি শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে ছিল অপরিহার্য।

দেশে কলকারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কলকারখানায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাটানো হ'তো। কাজের সময়ের আইনগত পরিমাণ ছিল না। শ্রমিকদের সাধারণত ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে, ১৯ ঘণ্টাও খাটানো হ'তো। শ্রমিকদের অবসাদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতো। এই সুদীর্ঘ সময় পরিশ্রম ক'রেও শ্রমিকরা পেতো যৎসামান্য মজুরি। মাসে গড়ে পুরুষ শ্রমিকরা ১৪ রুবল ১৬ কোপেক এবং স্ত্রী শ্রমিকরা ১০ রুবল ৩৫ কোপেক রোজগার করতো। অনেক শ্রমিক মাসে সাত আট রুবলের বেশী পেতো না। কোনও কোনও অঞ্চলে পারিশ্রমিকের হার আরও কম ছিল। উরাল অঞ্চলে শ্রমিকরা গড়ে প্রতি মাসে মাত্র ৪ রুবল ৮০ কোপেক পেতো।

এই মাহিনাও শ্রমিকরা একসঙ্গে পেতো না, বছরে দু তিন কিস্তিতে পেতো। কলকারখানার মালিকরা প্রায়ই শ্রমিকদের ভরণপোষণের নামে মজুরির টাকা কেটে নিতো। অনেক ক্ষেত্রে এই "ভরণ-পোষণের" টাকা শোধ করতে গিয়ে শ্রমিকদের ক্রমাগত ঋণজালে আবদ্ধ থাকতে হ'তো। প্রায়ই শ্রমিকদের কারখানার দোকানে জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য করা হ'তো, অথচ ঐসব দোকানে জিনিসের দাম বাজারের চেয়ে দু-তিন গুণ বেশী ছিল। ফলে শ্রমিকরা প্রায়ই অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতো। রাই, আলু

ও কফির পাতা ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য জুটতো না, মাংস, চিনি ও মাখন কি জিনিস, তা শ্রমিকরা জানতো না। খাদ্যের মতো বাসের ব্যবস্থাও ছিল শোচনীয়। কলকারখানার সঙ্গে লাগাও বস্তিতে শ্রমিকরা থাকতে বাধ্য হ'তো। এক-একটা ছোট ঘরে দশ-বারো জন শ্রমিক থাকতো। শ্রমিকদের মাইনে থেকে ঘরের ভাড়া হিসাবে একটা মোটা অংশ কেটে নেওয়া হ'তো।

এক কথায় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বহ ও শোচনীয়। আর শ্রমিকদের ঘাম ও রক্তে মিলের মালিক ও পুঁজিপতিরা ফেঁপে উঠতো।

নিজেদের এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টায় শ্রমিকরা ক্রমেই সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। পশ্চিম ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণী কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রেডেরিখ এংগেল্সের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্ক্স্ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ বা "প্রথম ইন্টারন্যাশন্যাল" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল সকল দেশের শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ ক'রে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো এবং শ্রমিকদের রাজত্ব কায়েম করা। কতিপয় প্রবাসী রুশ বিপ্লবী ঐ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল্ মার্ক্স্কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে অনুরোধ করেন। তাঁদের এই অনুরোধ রক্ষা ক'রে মার্ক্স্ যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি বলেন যে, রাশিয়ায় জার শাসনের অবসান ঘটানো কেবল রাশিয়ার জনসাধারণের মুক্তির জন্যে নয়, সমগ্র ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্যেও প্রয়োজন।

প্রথম আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকরা ধনতন্ত্রকে কঠিন আঘাত হেনেছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের

শ্রমিক শ্রেণী নিতান্ত সাময়িকভাবে হ'লেও বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্যারিসে "কমিউন" প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই কমিউনেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণী শাসন ক্ষমতা লাভ করে। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী প্রথম থেকেই ইউরোপীয় শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওডেসার শ্রমিকরা প্যারিস কমিউনের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্যারিসের শ্রমিকদের উদ্দেশে অভিনন্দন জানায়। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গে নেভা কাপড়ের মিলে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট হয়। নানাভাবে উৎপীড়ন, গ্রেফ্‌তার ও মামলা-মোকদ্দমার সাহায্যে মিলের মালিক পক্ষ অবশেষে এই ধর্মঘট ভাঙতে সমর্থ হয়। ধর্মঘট ঐ সময় বে-আইনী ও ঘোরতর অপরাধ ব'লে গণ্য হওয়ায় আদালতের বিচারে ধর্মঘটী শ্রমিকরা কঠোর শাস্তি পায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেন্‌হোল্‌ম্‌ মিল্‌সে ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটীদের দাবী ছিল জরিমানার পরিমাণ ও শিশু শ্রমিকদের কার্যকালের পরিমাণ হ্রাস করা। এই ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে সৈন্যদের সাহায্য নিতে হয়। ইউক্রেনের শ্রমিকরাও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েজ ফ্যাক্‌টরিতে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে। ওডেসার রেল শ্রমিকরা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় একমাস কাল ধর্মঘট চালিয়ে যায়। এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে কয়েকজন বিপ্লবী নেতারও অভ্যুদয় ঘটে। এঁদের মধ্যে ভাসিলি জেরাসিমভ, পিয়তর আলেক্‌সিয়েভ, ইউজেন জাস্লাভ্‌স্কি, ভিক্‌তর অবনোর্‌স্কি, স্তেফান খাল্‌তুরিন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাসিলি জেরাসিমভ একটি অনাথ আশ্রমে পালিত হন এবং মাত্র বারো বৎসর বয়সে মিলে চাকরি করতে আরম্ভ করেন।

তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ক্রেন্‌হোল্‌ম্‌ মিল্‌সে ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে সৈন্য ও শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচারকার্যের জন্যে গ্রেফ্‌তার হন। বিচারে তাঁর ন বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকুত্‌স্কে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

স্মোলেন্‌স্কের এক কৃষক পরিবারে পিয়তর আলেক্‌সিয়েভের জন্ম হয়। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন এবং সমসাময়িক কৃষক ও শ্রমিক সমস্যার সমাধানের পথ কি, সে সম্পর্কে জানবার জন্যে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে বিপ্লবী লেখকদের রচনা পড়েন। প্রথমে তিনি নারোদ্‌নিক (জনপন্থী) চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ হন এবং কারখানা থেকে কারখানায় ঘুরে শ্রমিকদের বিপ্লবের জন্যে সংঘবদ্ধ ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন। বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের জন্যে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। বিচারে তিনি দশ বৎসরের জন্যে সশ্রম কারাবাস ও নির্বাসনে দণ্ডিত হন। ইয়াকুতিয়ায় নির্বাসন কালে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দস্যুহস্তে নিহত হন।

রাশিয়ায় শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম কৃতী নেতা ছিলেন ইউজেন জাস্লাভ্‌স্কি। তাঁর নেতৃত্বে ওডেসার শ্রমিকরা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে "দক্ষিণ রুশ শ্রমিক সংঘ" গ'ড়ে তোলে। রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন হিসাবে এইটিই সর্বপ্রথম। এই শ্রমিক সংঘ প্রথম আন্তর্জাতিকের নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। অন্যান্য শহরেও এই সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় এক বৎসর কাল কাজ করবার পর জারের পুলিশ এই সংঘ ভেঙে দেয়। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক ইউজেন জাস্লাভ্‌স্কি দশ বৎসরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাবাসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ওডেসায় দক্ষিণ রুশ শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠার পরে সেণ্ট

পিটার্সবার্গে উত্তর রুশ শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন ভিক্তর অব্নোর্স্কি ও স্তেফান খাল্তুরিন। অব্নোর্স্কি প্রথম জীবনে কারখানায় ফিটারের কাজ করতেন। গ্রেফ্তারের হাত থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। পরে দেশে ফিরে তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্তেফান খাল্তুরিনের সঙ্গে একযোগে সেন্ট পিটার্সবার্গের "উত্তর রুশ শ্রমিক সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘ তার কর্মসূচীতে ঘোষণা করে যে, তাদের আদর্শ ও উপায় পশ্চিম ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্রাটদের অনুরূপ। এই সংঘই সর্বপ্রথম শ্রমিক ও কৃষকের মিলিত সংগ্রামের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে। জনসাধারণের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল এই সংঘের অন্যতম প্রধান দাবী। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জারের পুলিশ এই সংঘকে ভেঙে দেয় এবং ভিক্তর অব্নোর্স্কি দশ বৎসরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্তেফান খাল্তুরিন নারোদ্নিকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হন এবং জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে ফাঁসিতে প্রাণ দেন (১৮৮২)।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে যেসব শ্রমিক সংগঠন গ'ড়ে উঠছিল, সেগুলি ছিল শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ বিপুল বিপ্লবী শক্তির সূচনা মাত্র। রুশদেশে শ্রমিক শ্রেণী তখনো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি, মার্ক্স্বাদের অমোঘ হাতিয়ারকে তখনো তারা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারে নি, তাই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব তখনো তাদের হাতে আসে নি। এই নেতৃত্ব ছিল "নারোদ্নিক" বা জনপন্থী নামে আন্দোলনকারীদের হাতে। রাশিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনে নারোদ্নিকরা একটি বিশিষ্ট

স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁদের চিন্তাধারার প্রভাবে দেশে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে বিপ্লবী শক্তির প্রচুর অপচয় ঘটেছিল এবং মার্ক্স্‌বাদী বিপ্লবীদের এই প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল দীর্ঘকাল ধ'রে। তাই নারোদ্‌নিকদের আদর্শ ও কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন।

নারোদ্‌নিক আন্দোলন ঃ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাকে দেশের কৃষকরা শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই জমিতে জমিদারের মালিকানা লোপ এবং অবিলম্বে কৃষকদের মধ্যে সেই জমির পুনর্বণ্টন ছিল কৃষক শ্রেণীর প্রধান দাবী। দেশের রাজ্‌নোচিনেৎস প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও তাদের এই দাবীর সমর্থনে প্রচার করছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল রুশদেশে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ধনতন্ত্রের বিকাশ হবে না, ফলে শ্রমিক শ্রেণীরও বিকাশ হবে না, কৃষকরাই রুশদেশে প্রধান বিপ্লবী শক্তি, শ্রমিক শ্রেণীর বিনা নেতৃত্বে ও বিনা সাহায্যে তারাই বিপ্লব ঘটাবে, তাদের নেতৃত্ব করবে বুদ্ধিজীবীরা। গ্রামের কৃষক সংঘ বা কমিউন-গুলিই ভাবী সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। নারোদ্‌নিকদের মতে, শ্রেণী বা শ্রেণীর সংঘাত ইতিহাসের রচয়িতা নয়, ইতিহাস রচনা করে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা। জনসাধারণ তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে মাত্র।

এই ভ্রান্ত তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে নারোদ্‌নিকরা জনসাধারণের সাহায্যের সন্ধানে অগ্রসর হলেন। এজন্যে তাঁরা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকের বেশে সজ্জিত হয়ে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচারকার্য শুরু করলেন। তাঁরা যখন কৃষকদের জমিদারদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিতে বললেন, তখন কিছুটা সমর্থন পেলেন, কিন্তু তাঁদের

জারকে বিতাড়িত করবার প্রস্তাবে সাড়া এলো না। তাঁদের এই ধরনের প্রচারকার্য নিরাপদও ছিল না। জারের পুলিস তাঁদের তাড়া করতে লাগলো এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মযাজক ও কুলাকদের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের প্রচারকার্য বন্ধ ক'রে দিলো। বহু নারোদ্নিক বন্দী, কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত হলেন। যাঁরা গ্রেফ্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, তাঁরা এখন জনসাধারণের বিনা সাহায্যে নিজেদের চেষ্টাতেই দেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের জন্যে অগ্রসর হলেন—নিলেন সন্ত্রাসবাদের পথ। এই সময়ে রাশিয়ায় নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রধান তাত্ত্বিক ছিলেন এম. এ. বাকুনিন (১৮১৪—৭৬)।

বাকুনিন :

বাকুনিন একটি প্রাচীন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি বিদেশে যান এবং বল্কান অঞ্চলের স্লাভ অধিবাসীদের স্বাধীনতা ও জার-শাসিত রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা প্রচার করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় অস্ট্রিয়ার সরকার কর্তৃক বিতাড়িত এবং জার সরকার কর্তৃক শ্লুসেল্বুর্গ দুর্গে বন্দী হন। তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্যে তিনি অনুতাপ ক'রে জারের কাছে আবেদন করলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পরে তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাইবেরিয়া থেকে পলায়ন ক'রে বিদেশে চলে যান। বিদেশে তিনি ফরাসী দার্শনিক প্রুধোঁর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। পরে মার্ক্স্ ও এংগেল্স্ যখন প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি

তাতে যোগ দেন। কিন্তু তখনও তিনি মার্ক্সবাদকে গ্রহণ না ক'রে ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হন। তাঁর মতবাদ রাশিয়ার নারোদ্‌নিক বিপ্লবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বাকুনিন বিপ্লবের জন্যে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল রাশিয়ার জনসাধারণ বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে, প্রয়োজন কেবল তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও ত্যাগের স্ফুলিঙ্গের দ্বারা অগ্নিসংযোগ করা। তিনি নৈরাজ্যবাদী হিসাবে সকল প্রকার শাসনব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। ফলে তাঁর তত্ত্ব ও কর্মসূচী ভ্রান্ত ও বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল।

নারোদ্‌নাইয়া ভোলিয়া ঃ

নারোদ্‌নিকরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের একাংশ "নারোদ্‌নাইয়া ভোলিয়া" (গণ-ইচ্ছা) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে তুললেন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করা। ইতিপূর্বেও জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দিমিত্রি কারাজোজভ নামে এক ব্যক্তি এককভাবেই এই চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এখন পর পর কয়েক বার জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার চেষ্টা করা হ'লো। সেগুলির মধ্যে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নারোদ্‌নিক ও প্রাক্তন উত্তর রুশ শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্তেফান খাল্‌তুরিনের প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। খাল্‌তুরিন জারের উইন্টার প্যালেসে বোমা বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই বিস্ফোরণে জারের কোনও ক্ষতি হয় না। অবশেষে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ তারিখে নারোদ্‌নাইয়া ভোলিয়ার সদস্যরা জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে

হত্যা করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু এতে বিপ্লবের কোনও সুবিধা বা জনসাধারণের অবস্থার কোনও উন্নতি হ'লো না। বরং হ'লো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। জার তৃতীয় আলেকজান্দারের আমলে দেশে যে প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব শুরু হ'লো, তাতে জনসাধারণের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে উঠলো। জার কঠিনহস্তে নারোদ্‌নিকদের দমন করলেন।

এইভাবে নারোদ্‌নিকদের কার্যকলাপ বিপ্লবের ও জনসাধারণের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে ওঠে। তথাপি জারের স্বৈর শাসন ও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের নির্ভীক সংগ্রাম ও নিঃস্বার্থ আত্মদান অনস্বীকার্য। তা রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জার তৃতীয় আলেকজান্দার—প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব—শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি

জার তৃতীয় আলেকজান্দারের (১৮৮১-১৮৯৪) আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যম পুত্র তৃতীয় আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তৃতীয় আলেকজান্দার তাঁর পিতামহ প্রথম নিকোলাসের মতোই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রূপে কোনোরূপ শিক্ষালাভ করেন নি—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকালমৃত্যুর ফলেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথম নিকোলাসের মতোই তিনিও স্বৈরশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর পিতা দ্বিতীয় আলেকজান্দারের প্রগতিশীল সকল ব্যবস্থাকেই তিনি বাতিল ক'রে দেশে আবার সম্ভ্রান্ত ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ যে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল, সে বিষয়ে তাঁর পিতা দ্বিতীয় আলেকজান্দার কিছুটা সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর স্বরাষ্ট্র সচিব মিথাইল লরিস মেলিকভ এই প্রস্তাব করেন যে, কেবল পুলিসী জুলুম, ত্রাস ও কঠোর শাস্তি বিধানের দ্বারা বিপ্লবী শক্তির দমন সম্ভব নয়। জনসাধারণের বিক্ষোভের প্রতি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়া সমাজের যে সমর্থন ও সহানুভূতি আছে, তা নষ্ট করবার জন্যে সাংবিধানিক কিছু সংস্কার সাধনও প্রয়োজন। দ্বিতীয় আলেকজান্দার এই প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করায় লরিস মেলিকভ কথাকথিত "সংবিধানের" একটি খসড়া রচনা করেন। এই খসড়ায় রাষ্ট্র পরিষদ্‌কে পরামর্শ দানের জন্যে একটি প্রতিনিধি

সভা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না। যেদিন দ্বিতীয় আলেকজান্দার এই খসড়ায় স্বাক্ষর করেন, সেদিনই গুপ্তঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর তৃতীয় আলেকজান্দার লরিস মেলিকভ-প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির আলোচনার জন্যে সভা আহ্বান করেন। রুশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি পোবেদোনস্ত্‌সেভ ছিলেন ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি লরিস মেলিকভের প্রস্তাবগুলির তীব্র বিরোধিতা করেন। তৃতীয় আলেকজান্দার নিজেও ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি পোবেদোনস্ত্‌সেভের পরামর্শমতো সংস্কারের প্রস্তাব বাতিল ক'রে দেন এবং লরিস মেলিকভকে পদচ্যুত করেন। তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বৈর শাসনের নীতির শক্তি ও ন্যায্যতায় বিশ্বাসী এবং সেই নীতি অনুসারেই তিনি রাজ্য শাসন করবেন।

তৃতীয় আলেকজান্দার সর্বদাই আততায়ীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাই তিনি রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে গাৎচিনায় গিয়ে বাস করেন। সেখানে বিশেষভাবে তাঁর রক্ষাব্যবস্থা করা হয়। তাই লোকে তাঁকে বিদ্রূপ ক'রে "গাৎচিনার বন্দী" নাম দিয়েছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্যে পুলিসের হাতে আরও ক্ষমতা দিয়ে তিনি একটি আইন পাস করেন। তিনি নানাভাবে কৃষকদের অধিকার হরণ করেন এবং তাদের উপর জমিদারদের প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিকার্যে মজুর নিয়োগ সম্পর্কে আলেকজান্দার একটি নির্দেশ দেন, তাতে নিয়োগকারীর বিনা অনুমতিতে মজুরদের কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া গুরুতর অপরাধ ব'লে ঘোষণা করা হয়। এই আইনের বলে জমিদাররা ভূমি শ্রমিকদের শোষণ ও নিপীড়ন করবার অবাধ সুযোগ পান।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকদের উপর সরকারী প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে "জেম্স্কি নাচাল্নিক" বা ভূমি সংক্রান্ত উচ্চ কর্মচারীরা নিযুক্ত হন। জেম্স্কি নাচাল্নিকরা সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেই নির্বাচিত হতেন। স্থানীয় বিষয় পরিচালনার ও কৃষকদের বিচার করবার অধিকার তাঁদের হাতেই থাকতো। গ্রাম্য কৃষকদের বিচারের জন্যে আগে জাস্টিস অব পীস নিযুক্ত হতেন; এখন ঐসব পদ বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। বিনা শুনানিতে ও বিনা বিচারে এখন সরকারী কর্তৃপক্ষ কৃষক ও শ্রমিকদের চাবকাবারও ব্যবস্থা করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের নূতন আইন অনুসারে জেম্স্ত্ভোগুলিতে সম্ভ্রান্তদের প্রতিনিধিসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। কেবল তাই নয়, জেম্স্ত্ভোগুলিতে সদস্য নির্বাচনের অধিকার থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হয়। কেবল ভোলস্ত্গুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে গভর্নর নিজে সদস্যদের নির্বাচন করেন। কর্ম পরিষদের সভাপতি হওয়ার অধিকার সম্ভ্রান্ত ছাড়া আর কারও থাকে না।

ঐ সময় কৃষিতে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তাতে কৃষকদের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। আমেরিকা থেকে অত্যন্ত সস্তা দরে খাদ্যশস্য ইউরোপে আমদানী হওয়ায় রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্যের রফ্তানি অত্যন্ত হ্রাস পায়। ফলে খাদ্যশস্যের দাম খুবই কমে যায়। ঐ সময় ওডেসা অঞ্চলে গমের দাম ক'মে তিন ভাগের একভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, দেশে ফসলও প্রায়ই নষ্ট হ'তো। ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোক বিপন্ন হয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও রোগে প্রাণ হারায়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে গরীব কৃষকরা আরও গরীব হয়ে পড়ে এবং ধনী কুলাকরা আরও ধনী হয়ে ওঠে। সম্ভ্রান্ত ও কুলাক শ্রেণীর লোকদের সাহায্য করবার জন্যে "কৃষক ভূমি ব্যাঙ্ক" ও "সম্ভ্রান্তদের ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেবল দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তৃতীয় আলেকজান্দার উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশে বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার প্রবর্তক হওয়ায় তিনি জনসাধারণের শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবলের গভর্নর তাঁকে সাইবেরিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থার অভাবের কথা জানালে তিনি তার উত্তরে বলেন ঃ "সেজন্যে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ।" একটি কৃষক রমণী তাঁর ছেলেকে জিম্‌নাসিয়ামে (হাই স্কুলে) ভর্তি করতে চাইলে আলেকজান্দার বলেন ঃ "শিক্ষাব্যবস্থার এইটাই হ'লো ভয়ংকরতম দিক। মুঝিকরাও (কৃষকরাও) হাই স্কুলে ঢুকতে চায়!" জারকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তাঁর শিক্ষা সচিব দেলিয়ানভ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করেন যে, গাড়োয়ান, চাকর-বাকর, ধোপা ও ছোটখাটো দোকানদারের ছেলে-মেয়েরা বিশেষ শক্তির অধিকারী না হ'লে তাদের নিজ নিজ সামাজিক অবস্থার ওপরে ওঠা উচিত হবে না।" ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি আইন পাস ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভালো অধ্যাপকরা সরকারের সামান্য অসন্তোষের ফলে বিতাড়িত হন। স্ত্রীলোকদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ প্রায় তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করেন যে, "স্ত্রীলোকদের কাজ হ'লো তাদের বাড়িতে ও রান্নাঘরে—বিদ্যালয়ে নয়।"

সামরিক ব্যবস্থার উন্নতির নামে তৃতীয় আলেকজান্দার তাঁর পিতামহের মতোই সৈন্যবাহিনীতে অর্থহীন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আবার চালু করেন। অথচ পশ্চিম ইউরোপ ঐ সময় অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের কলা-কৌশলে যে উন্নতি লাভ করেছিল, সেদিকে কোনও লক্ষ্য দেওয়া হয় না। পরবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে রুশ বাহিনী যে কতো দুর্বল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

তৃতীয় আলেকজান্দারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি রুশ সাম্রাজ্যের

অন্তর্গত অরুশ অঞ্চল ও জাতিগুলির উপরও কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়। ইউক্রেনীয়দের মাতৃভাষাকে দমনের জন্যে আইন দ্বিতীয় আলেকজান্দারের আমলেই পাস হয়েছিল। তৃতীয় আলেকজান্দার ঐ নীতিকেই পুনরায় অনুমোদন করেন। বিয়েলোরুশ ও লিথুয়ানীয়দের ক্ষেত্রেও তাদের মাতৃভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। তৃতীয় আলেকজান্দার ইহুদী দলনের নীতিও অনুসরণ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইউক্রেনে যখন ইহুদীদের বিরুদ্ধে হত্যা ও নির্যাতনের অভিযান চলে, তখন তৃতীয় আলেকজান্দার তার খবর পেয়ে বলেন, "একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইহুদীদের পেটানো হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।" তাঁর স্বরাষ্ট্র সচিব ইগ্‌নাতিয়েভ "ইহুদীদের মারাত্মক কার্যকলাপের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করবার"—অর্থাৎ ইহুদীদের হত্যা ও নির্যাতন করবার—ঢালাও আদেশ দেন। ইহুদীদের কেবল পৃথকভাবে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বাস করবার আদেশই দেওয়া হয় না, তাদের গ্রামে বাস করা ও জমিজমা কেনাও নিষিদ্ধ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহুদীদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সংকুচিত করা হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার সরকার একটি আইনের দ্বারা ইহুদীদের মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষালয়গুলিতে প্রবেশের সংখ্যা নির্দিষ্ট ক'রে দেন। রুশ জনসাধারণের যে সামান্য রাজনৈতিক অধিকার ছিল, ইহুদীদের তাও থাকে না।

অরুশ অধিবাসীদের নির্যাতনের হাতিয়াররূপে জার রুশ অর্থোডক্স চার্চকেও ব্যবহার করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা অখ্রীষ্টান অধিবাসীদের নানারকম ছল-চাতুরী ও জুলুমের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তৎকালীন একটি মামলায় এর ভয়াবহ দৃষ্টান্ত মেলে। উদ্‌মুর্ত্ জাতির লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবতে অসম্মত হ'লে তারা নরবলি দেয় এই মর্মে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা

হয়। বিচারের সময়ে বিখ্যাত রুশ লেখক করোলেংকো তাদের পক্ষ সমর্থন ক'রে এই মিথ্যা অভিযোগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। উদ্‌মুর্ত্‌রা মুক্তি পায়।

এইভাবে সকল দিক থেকেই জার তৃতীয় আলেকজান্দার তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করেন।

তৃতীয় আলেকজান্দারের বৈদেশিক নীতি ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্র দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল এবং ধনতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে—সাম্রাজ্যবাদে—প্রবেশ করেছিল। ফলে ঐ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে পৃথিবীর অনধিকৃত অঞ্চলগুলি নিজেদের অধিকারে আনবার জন্যে চলছিল প্রতিযোগিতা। ইংল্যাণ্ড মিশর ও সুদান অধিকার করেছিল। ফ্রান্স অধিকার করেছিল আফ্রিকার মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ এশিয়ার তংকিং। ইতালি আবিসিনিয়ায় অধিকার বিস্তারের জন্যে চেষ্টা করছিল। কতকগুলি দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে অর্ধোপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল চীনে ও দক্ষিণ পারস্যে, রাশিয়া অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করেছিল উত্তর পারস্যে।

ফলে অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব চলছিল, তেমনি তাদের মধ্যে বিভিন্ন আঁতাত বা জোটের সৃষ্টি হচ্ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির চান্সেলার বিসমার্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে গোপনে মৈত্রীর চুক্তি করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই জোটে ইতালিও যোগ দেয়। এই ত্রিশক্তির জোট এবং রাশিয়ার প্রতি এর বিরুদ্ধতার কথা জানা সত্ত্বেও রাশিয়া এদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে সাহস

পায় না। কারণ, মধ্য এশিয়ায় অধিকার বিস্তার নিয়ে তখন তার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শত্রুতা চলছিল এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধতাকেই সে সবচেয়ে বেশি ভয় করতো। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে সে যাতে না অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও জার্মানির সঙ্গে পারস্পরিক নিরপেক্ষতার চুক্তি করেছিল। এই সন্ধি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। বল্‌কান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে শীঘ্র অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ বাধে। বল্‌কান অঞ্চলের নবগঠিত বুলগেরিয়া রাজ্যের সিংহাসনে আলেকজান্দারের আত্মীয় ও তাঁর মনোনীত প্রার্থী বাটেনবার্গের প্রিন্স আলেকজান্দারকে বসানো হয়েছিল। প্রিন্স আলেকজান্দার রাশিয়াকে বুলগেরিয়ায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক চক্রান্তের ফলে প্রিন্স আলেকজান্দার সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলে অস্ট্রিয়ার মনোনীত এক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাশিয়া বুলগেরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক দ্রুত মন্দের দিকে যায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পারস্পরিক নিরপেক্ষতার সন্ধির মেয়াদ শেষ হ'লে তৃতীয় আলেকজান্দার তা পুনরায় নূতন ক'রে স্বাক্ষর করতে অসম্মত হন। তবে তিনি জার্মানির সঙ্গে মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে পড়ে—মধ্য এশিয়ায় অধিকার বিস্তার নিয়ে ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বাধে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-পারস্য সীমান্ত এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-আফগান সীমান্ত সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে রাশিয়া নিষ্কৃতি পায়।

জার্মানিরও রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা ক'রে চলবার কারণ

ছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান করবার মতলব ছিল তার। তাই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গোপনে জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে তিন বৎসরের মেয়াদে এক সন্ধি করে। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানি অভিযান করলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে, এবং রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে কোনও যুদ্ধে জড়িত হ'লে জার্মানি নিরপেক্ষ থাকবে, এমন কথা হয়। কিন্তু এই সন্ধিও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। রাশিয়া ও জার্মানি উভয়েরই শাসক শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী ছিল এই মৈত্রী। রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে জার সরকার বিদেশী কলকারখানায় তৈরি জিনিস দেশে আমদানি রোধ করবার জন্যে অত্যধিক শুল্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে জার্মানির কলকারখানার মালিকদের অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। অপর পক্ষে জার্মানির ইউংকার বা জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে জার্মান সরকার রাশিয়া থেকে শস্য আমদানি রোধ করবার জন্যে অত্যুচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করেছিলেন। এতে রুশ জমিদারদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। কেবল তাই নয়, রাশিয়ার শুল্ক ব্যবস্থার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে জার্মানির চান্সেলার বিস্মার্ক জার্মানি থেকে রাশিয়াকে ঋণদান বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির মেয়াদ শেষ হ'লে তা আর নূতন ক'রে স্বাক্ষরিত হ'লো না। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার শত্রুতা চলছিলই। জার্মানির সঙ্গে তার অর্থনৈতিক সংঘাত এবং দেশে ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে আরো জটিল ও সঙ্গীন ক'রে তুললো। এই অবস্থায় রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। ফ্রান্সের ব্যাঙ্কাররা রাশিয়াকে ঋণ দেওয়ার জন্যে এগিয়ে এলো এবং ১৮৯১-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পর পর কয়েকটি সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী গ'ড়ে উঠলো। তবে রাশিয়া খাতক হওয়ায় এইসব

সন্ধির ফলে ফ্রান্সের প্রাধান্যই বৃদ্ধি পেলো। জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করলে রাশিয়া ফ্রান্সকে আট লক্ষ সৈন্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো।

নিকট প্রাচ্যে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় জার সরকার দূর প্রাচ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। ঐ সময় বিখ্যাত সাইবেরীয় রেলপথ নির্মাণ শুরু হয় এবং কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া অধিকারের জন্যে প্রস্তুতি চলতে থাকে।

শ্রমশিল্পের বিকাশ ঃ

ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ অত্যন্ত মন্থর হ'লেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে রুশদেশে শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। এর প্রধান কারণ ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ, বিদেশ থেকে আমদানির উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চক্রে রাশিয়ার প্রবেশ এবং ব্যাপক রেলপথ নির্মাণ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ১৩১৮০০০ জন শ্রমিক সহ ৩০,৮৮৮টি শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল, যেখানে মাত্র দশ বৎসর বাদে ২০৯৮০০০ জন শ্রমিক সহ ৩৯০০০ শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠান পিছু শ্রমিক নিয়োগের অনুপাতও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০ জনের বেশী শ্রমিক নিয়োগ করে এমন শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশের শতকরা ৪৫ ভাগ শ্রমিক কাজ করতো। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়, ১০০০ জনের বেশী শ্রমিক নিয়োগ করে এমন শ্রমশিল্পগুলিতে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিক কাজ করছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দেখা যায়, রুশ সাম্রাজ্যে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময় কয়লা ও তেলের উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বাড়ে। লোহার উৎপাদন বাড়ে তিন

গুণেরও বেশী। মদ্য ও লবণের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি পায়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার সাধনের পর শ্রমশিল্পের যে উন্নতি ঘটছিল, তা অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুটা মন্থর হ'লেও রুশ দেশের মতো একটি পশ্চাদ্‌বর্তী দেশের পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত ছিল। ঐ সময়ে বৈদেশিক পুঁজিও যথেষ্ট পরিমাণে রুশদেশে খাটছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশে যে বৈদেশিক মূলধন খাটছিল, তার পরিমাণ ছিল প্রায় এক শত কোটি রুবল। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় ১৯০টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠিত হয়েছিল। তার এক সিকি ছিল বিদেশী। বিদেশী মূলধনের অর্ধেক ছিল ফ্রান্স ও বেল্‌জিয়ামের পুঁজিপতিদের। তাছাড়া বিদেশে সরকারী ঋণ ছিল প্রচুর। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী মূলধন ও বিদেশে সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল একুনে চার শত পঁয়ষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ রুবল। বৈদেশিক মূলধন এবং বৈদেশিক ঋণে এইভাবে আবদ্ধ থাকায় রাশিয়ার বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এর ফলেই রাশিয়া একদিকে পর পর কয়েকটি আত্মধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং অন্য দিকে বিপ্লবের পথও প্রশস্ত করেছিল। দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতির ফলে যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তা-ই একদা দেখা দিয়েছিল বিপ্লবের নায়করূপে।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও শক্তিবৃদ্ধি:

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে রুশদেশে যেমন ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ হয়েছিল, তেমনি সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিনাশ সাধন করবে যে শ্রমিক শ্রেণী, তারও অভ্যুদয় ঘটেছিল। গোড়ার দিকে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনগুলি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই

প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেগুলি ছিল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি বিচ্ছিন্ন। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর হাতে তখনো শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বের অমোঘ অস্ত্র মার্ক্‌স্‌বাদ এসে পৌঁছয় নি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রুশভাষায় কার্ল্ মার্ক্‌স্‌-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ক্যাপিট্যালের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জার সরকার এই পুস্তক নিষিদ্ধ ক'রে দেন। ফলে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী মার্ক্‌স্‌বাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না। রুশদেশের সর্বপ্রথম মার্ক্‌স্‌বাদী সংগঠন "শ্রমিক মুক্তি" দল বিদেশে জেনেভায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জর্জ ভালেন্তিনোভিচ্ প্লেখানভ। ভেরা জাসুলিচ, পাভেল আক্‌সেলরদ প্রভৃতি ব্যক্তিরাও এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশের মাটিতেই পিটার্স্‌বার্গে মার্ক্‌স্‌বাদী সংগঠন গ'ড়ে ওঠে। সংগঠনটির নাম "মার্ক্‌স্‌বাদী সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল"। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বুলগেরীয় কম্যুনিস্টদের ভাবী নেতা ব্লাগোইয়েভ। ব্লাগোইয়েভের এই দল রুশদেশে প্লেখানভের দল থেকে স্বতন্ত্রভাবে এবং একই সময়ে মার্ক্‌স্‌বাদ প্রচার করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের গোড়ার দিকে রুশদেশের শ্রমিকরা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের পরিচালনায় কতিপয় মার্ক্‌স্‌বাদী চক্র গ'ড়ে তোলেন। এগুলির মধ্যে কাজানে ফেদোসিয়েভের নেতৃত্বে এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে ব্রুস্‌নিয়েভের নেতৃত্বে গঠিত সোস্যাল ডেমোক্রাটিক চক্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তবে এইসব সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ছিল এবং শ্রমিক আন্দোলন থেকেও ছিল দূরে। দেশে শ্রমিক আন্দোলন অসংগঠিত, অসংবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করছিল। শ্রমিক শ্রেণীকে শক্তিশালী

ও বিপ্লবী নেতৃত্বের উপযুক্ত ক'রে তোলার জন্যে প্রয়োজন ছিল রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাট দলগুলিকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করা এবং মার্ক্স্‌বাদী প্রচারণার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগ্রামকে সংযুক্ত করা। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি করেছিলেন লেনিন স্বয়ং। তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত রুশদেশে মার্ক্স্‌বাদের ক্ষেত্ররচনার কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জর্জ প্লেখানভের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

জর্জ প্লেখানভ ঃ

প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) প্রথমে নারোদ্‌নিক ছিলেন। তিনি জার সরকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে বিদেশে যান এবং পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন ও মার্ক্স্‌বাদকেই বিপ্লবের অভ্রান্ত অস্ত্র ব'লে গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রাম" এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে "আমাদের মতভেদ" নামে দুখানি বই লেখেন। তাঁর এই বই দুখানি নারোদ্‌নিক মতবাদকে কঠিন আঘাত হানে। প্লেখানভ প্রমাণ ক'রে দেখান যে, রুশদেশ ইতিপূর্বেই ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে এবং ধনতন্ত্রের পথে না এগিয়েও রুশদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, নারোদ্‌নিকদের এই মতবাদ ভুল। তিনি এও প্রমাণ ক'রে দেখান যে, রুশদেশে যেমন ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে, তেমনি তারই সঙ্গে পাশাপাশি ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে যারা, সেই শ্রমিক শ্রেণীও জন্মলাভ ও শক্তিলাভ করছে। কৃষকরাই বিপ্লবের প্রধান শক্তি ও তারাই বিপ্লবের নেতৃত্বে করবে, নারোদ্‌নিকদের এই মতবাদকেও তিনি ভুল প্রতিপন্ন করেন। তিনি দেখান, কৃষক শ্রেণী ক্রমেই তার শক্তি হারাচ্ছে এবং তারা ক্রমেই ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীতে—বুর্জোয়ায় ও প্রোলেটারিয়েটে—

বিভিক্ত হয়ে পড়ছে। কয়েকজন প্রতিভাশীল ব্যক্তিই ইতিহাসের রচয়িতা বা নিয়ন্তা এবং জনসাধারণ তাদের সমর্থক ও অনুসারী মাত্র, নারোদ্‌নিকদের এই তত্ত্বকেও তিনি ভুল প্রতিপন্ন করেন। তবে শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব করলেও বা প্রধান শক্তি হ'লেও কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতা ও মৈত্রী যে একান্ত প্রয়োজন তা, তিনি লক্ষ্য করেন নি। তাই রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদের প্রয়োগতত্ত্ব সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা গ'ড়ে উঠেছিল। পরে এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসণ করবার জন্যে লেনিনকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যাই হ'ক প্লেখানভ ও "শ্রমিক মুক্তি দল" রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদের প্রচারে যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদী সোস্থাল ডেমোক্রাটিক দলের অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ।

মরোজোভ মিল্‌সে ধর্মঘট ঃ

তখনো রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী মার্ক্‌স্‌বাদের অমোঘ তত্ত্বকে সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে অধিগত না করলেও এবং বুদ্ধিজীবী মার্ক্‌স্‌বাদীরা শ্রমিক শ্রেণী থেকে দূরে থাকলেও দেশে ঐ সময় শ্রমিক বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বহু ধর্মঘটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল।. এইসব ধর্মঘটের মধ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওরেখোভো জুইয়েভোতে মরোজোভ মিল্‌সে যে ধর্মঘট হয়েছিল, সেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মরোজভ মিল্‌সে আট হাজারেরও বেশী শ্রমিক কাজ করতো। এখানে শ্রমিক শোষণ একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছিল। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচ দফায় শ্রমিকদের মাহিনা কমানো হয়েছিল। কেবল তাই নয়, গড়ে মাহিনার শতকরা ২৪ ভাগ জরিমানা হিসেবে দিতে শ্রমিকরা বাধ্য হ'তো। অনেক শ্রমিকের অর্ধেক মাহিনাও জরিমানা

বাবদ কাটা যেতো। এখানে যেসব শ্রমিক তাঁতে কাজ করতো, তারা গড়ে রোজ ৪১ কোপেকের বেশি পেতো না। তাও তাদের নগদ দেওয়া হ'তো না। মিলের দোকান থেকেই অত্যধিক চড়া দামে অতি বাজে মাল তাদের নিতো হ'তো। এই দাম এতো চড়া ছিল যে, প্রাপ্য বেতনের চেয়েও তা বেশি হ'তো এবং শ্রমিকরা ভবিষ্যৎ রোজগার থেকে শোধ করবার প্রতিশ্রুতিতে ধারে মাল কিনতো।

শ্রমিকদের শোষণ ক'রে মিল মালিক মরোজোভ বছরে প্রায় পাঁচ লাখ রুবল মুনাফা করতো। এই অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হ'তে লাগলো এবং পিয়তর মোইসেইয়েংকো নামে এক শ্রমিকের নেতৃত্বে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রমিকরা ধর্মঘট করলো। মোইসেইয়েংকো ও তাঁর সহযোগী তরুণ শ্রমিক নেতা ভাসিলি ভল্‌কভের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট চালাতে পারলো না। তাদের বহুদিনের রুদ্ধ ঘৃণা ও আক্রোশ ফেটে পড়লো। তারা মিলের দোকানগুলি ভেঙে থছনছ করলো এবং ম্যানেজারের ঘরে চড়াও হ'লো। মিলের কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে গভর্নর ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিলো। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ভল্‌কভ দাবী জানালেন যে, "রুবল প্রতি পাঁচ কোপেকের বেশি জরিমানা বেআইনী।" কর্তৃপক্ষ এতে রাজী না হওয়ায় ধর্মঘট চলতে লাগলো, জার তৃতীয় আলেকজান্দারের ব্যক্তিগত নির্দেশে ধর্মঘটীদের দলে দলে গ্রেফ্‌তার করা হ'লো। আট দিনের মধ্যে প্রায় ছ শ শ্রমিক তাদের নেতাদের সঙ্গে গ্রেফ্‌তার হলেন। বিচারের সময়ে মরোজোভ মিল্‌সের অমানুষিক ব্যবস্থায় জুরীরা পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হ'লো। বিচারের মোইসেইয়েংকো মুক্তি পেলেও জার তৃতীয় আলেকজান্দারের আদেশে নির্বাসিত

হলেন। তা সত্ত্বেও মোইসেইয়েংকোর বিপ্লবী মনোভাব দমন করা গেলো না। তিনি পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে এবং গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক পার্টির সদস্য থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মরোজোভ মিল্‌সে ধর্মঘটের দৃষ্টান্ত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ক'রে তোলে। জার ও তাঁর মন্ত্রীরা ভীত হয়ে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জরিমানা ও বেতনের ব্যাপারকে যথাসম্ভব নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। জরিমানা থেকে যে টাকা সংগৃহীত হবে, তা শ্রমিকদের হিতার্থে ব্যয়িত হবে, এই ব্যবস্থাও করা হয়। তবে মিল-মালিকরা এই ব্যবস্থাকে যথাসাধ্য এড়াবার চেষ্টা করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ায় যে সংঘবদ্ধ সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণী দেখা দিয়েছিল, তার জন্ম, বিকাশ ও শক্তিলাভের সূচনা চলছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদকে তাই বিপ্লবের ক্ষেত্ররচনার কাল বলা চলে।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের (১৮৯৪-১৮১৭) সিংহাসন লাভঃ

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জার তৃতীয় আলেকজান্দারের মৃত্যু হয় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিকোলাসও তাঁর পিতার মতোই প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জার তৃতীয় আলেকজান্দারের অন্যতম পরামর্শদাতা ও ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল পোবেদোনস্ত্‌সেভের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল তিনিই ছিলেন রাশিয়ার শেষ সম্রাট। তাঁর শাসনকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শুরু হ'লেও তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছিল। তাই তাঁর শাসনকালকে আমরা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অংশরূপেই বর্ণনা করবো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশ সমাজ ও সংস্কৃতি

জার প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালের পর থেকে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী ধ'রে রুশ সাম্রাজ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। এখন সেগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক্।

জনসংখ্যা ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'লো রুশ সাম্রাজ্যের দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড ছাড়া রুশ সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল সতেরো কোটি।

এই সময়কার আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হ'লো শহরগুলির দ্রুত উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শহরগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও কম। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষে, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগে। শহরবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জনসংখ্যা হয় প্রায় আড়াই কোটি—অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ। এই হিসাব রুশদেশে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার ক্রমিক হ্রাস এবং শ্রমশিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধিই সূচনা করে। তা সত্ত্বেও এখানে স্মরণীয় যে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেও রুশদেশের এই জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ

গ্রামাঞ্চলে বাস করতো এবং কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকতো। রুশদেশের সমাজ ছিল গ্রামীণ এবং অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান।

কৃষি ও কৃষকদের অবস্থা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবাদী জমির পরিমাণও ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বৃদ্ধির পরিমাণ আরও দ্রুত হয়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আবাদী জমির পরিমাণ ছিল প্রায় সত্তর কোটি বিঘা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তা দাঁড়ায় প্রায় পঁচাশি কোটি বিঘায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশদেশের বিঘা পিছু উৎপাদন বেশ কম ছিল। কিন্তু সেদিকেও ক্রমেই উন্নতি ঘটে। যেখানে ১৮৬১-৭০ দশকে প্রতি হেক্‌টেয়ারে (প্রায় সাত বিঘায়) আধ টন ক'রে শস্য উৎপন্ন হ'তো, সেখানে ১৯০১-১০ দশকে প্রতি হেক্‌টেয়ারে এক টনের ছ ভাগের পাঁচ ভাগ উৎপন্ন হ'তে থাকে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ ন কোটি বিশ লক্ষ টনেরও বেশিতে গিয়ে পৌঁছে। অবশ্য, সকল বছর উৎপাদন যে সমান হ'তো, তা বলা যায় না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা হয়েছিল অজন্মার ফলেই।

কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও কৃষকদের অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। তারা তাদের প্রয়োজন মতো জমি পেতো না। কেবল তাই নয়, কৃষকদের জমিগুলি প্রায়ই ছোটখাটো টুকরোয় বিভক্ত থাকতো। অনেক সময় এইসব টুকরো জমি জমিদারের জমির ভেতরে এমনভাবে থাকতো যে, খুব উচ্চহারে খাজনা দিয়ে জমিদারের জমি ব্যবহার না করলে এইসব জমিতে কাজ করা অসম্ভব হ'তো। তার ওপর ছিল সরকারী ট্যাক্‌স্ ও সরকারী ঋণ শোধের বোঝা। পূর্বে পশুচারণভূমি এবং খড় ও শস্য রাখবার উপযোগী স্থানগুলি ছিল কৃষকদের। কিন্তু এখন সেগুলি থেকেও

কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছিল। ঐসকল স্থান ব্যবহারের জন্যে কৃষকরা জমিদারদের জমিতে নিজেদের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হ'তো। পূর্বে যে সামন্ততান্ত্রিক "বার্শ্চিনা" পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এ ছিল তারই নূতন এক রূপ। একে বলা হ'তো "ওব্রাবৎকা" বা মেহনতী খাজনা। কৃষকরা ভাগচাষ করতেও বাধ্য হ'তো। তাতে জমিদার ফসলের অর্ধেক নিতেন। এই ধরনের ভাগচাষকে বলা হ'তো "ইস্পল্শ্চিনা"। সারা বছরের প্রয়োজনীয় শস্য কৃষকদের হাতে থাকতো না। শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে অধিকাংশ কৃষক পরিবারে শস্যাভাব ঘটতো। নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যেও কৃষকরা খুব অল্পমূল্যে ফসল বিক্রি ক'রে দিতে বাধ্য হ'তো। এই সুযোগে জমিদার ও কুলাকরা অত্যল্প পারিশ্রমিকে কৃষকদের খাটাতেন। শীতের পরে গ্রীষ্ম কালে কৃষকরা তাঁদের ক্ষেতে অত্যল্প মজুরিতে কাজ ক'রে দেবে, এই প্রতিশ্রুতিতে জমিদার ও কুলাকরা কৃষকদের শস্য, ময়দা ও নগদ টাকা দাদন দিতেন। ফলে কৃষকরা নিজেদের জমির উন্নতির বা ঠিকমতো আবাদের দিকে নজর দিতে পারতো না। অন্যপক্ষে, জমিদার ও কুলাকরা তাদের নানাভাবে অমানুষিক শোষণ ক'রে নিজেদের ফাঁপিয়ে তুলতেন। এইভাবে কৃষকরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং জমিদার ও কুলাকরা ধনী থেকে অধিকতর ধনী হয়ে উঠছিলেন। জমিদার ও কুলাকদের সংগতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষিতেও ধনতন্ত্রের প্রবেশ ঘটছিল।

শ্রমশিল্প ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশদেশে শ্রমশিল্পেরও দ্রুত উন্নতি ঘটছিল। শ্রমশিল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রশিল্প,

ধাতুশিল্প এবং মদ ও চিনি উৎপাদন শিল্প। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পর বস্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র বিশ বৎসরে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারও শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির পরেই পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বস্ত্রশিল্পে ১৭৮৫০৬টি তাঁত এবং ৭৩৫০৬৮৩ মাকু ব্যবহৃত হ'তো। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁতের সংখ্যা ২২০০০০তে এবং মাকুর সংখ্যা ৮৪৪৮৮১৮-এ গিয়ে দাঁড়ায়। রুশদেশে উৎপন্ন বস্ত্র বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রফ্তানী হ'তো। এর প্রধান বাজার ছিল পারস্য। সেখানে রুশ বস্ত্র ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন বস্ত্রের সঙ্গে সহজেই পাল্লা দিতো। ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়, রাশিয়া পারস্যে যে বস্ত্র রফ্তানি করছে, তার মূল্য ১০,১৮৯০০০ রুবল, আর ইংল্যাণ্ড যে বস্ত্র রফ্তানি করছে তার মূল্য ১৩৯৯৯০০০ রুবল। কিন্তু ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের চেয়েও রাশিয়া পারস্যে বেশি কাপড় রফ্তানি করে। ঐ সময় ইংল্যাণ্ড রফতানি করে ১৪২৩৮০০০ রুবল মূল্যের এবং রাশিয়া রফ্তানি করে ১৬১৮০০০০ রুবল মূল্যের বস্ত্র। রাশিয়ায় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে তুর্কিস্তান ও ট্র্যান্সককেসিয়া অঞ্চলে তুলোর চাষও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলে প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ বিঘা জমিতে তুলোর চাষ হচ্ছিল।

ধাতুশিল্পেও যে দ্রুত উন্নতি দেখা যায়, তার প্রধান কারণ ছিল দেশে ব্যাপক রেলপথ নির্মাণ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যে মাত্র ৯৯২ মাইল রেলপথ ছিল। ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র বিশ বৎসরে সেখানে ১২৬৬৬ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সাম্রাজ্যে রেলপথের পরিমাণ ছিল

৬০১৯৪ মাইল। রেলপথের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে তখন রুশ সাম্রাজ্যের স্থান ছিল পৃথিবীতে দ্বিতীয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। ১৮৯২ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিখ্যাত ট্র্যান্সসাইবেরীয় রেলপথ নির্মিত হয়েছিল। রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে এ ছিল এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্তকের দূরত্ব ছিল ৫৫৪২ মাইল। এই রেলপথ নির্মাণ করতে প্রায় সত্তর কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাশিয়ায় প্রায় পনের লক্ষ টন কাঁচা লোহা উৎপন্ন হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও বেশিতে।

শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্যে কয়লার উৎপাদন ছিল অত্যাবশ্যক। রুশদেশে উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৮৫ ভাগই দেশের শ্রমশিল্পে ব্যবহৃত হ'তো। ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশ বৎসরে ইউক্রেনে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় পনেরো গুণ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেবল দনেৎস্ অঞ্চলেই খনি থেকে এক কোটি দশ লক্ষ টন কয়লা তোলা হয়েছিল। এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছিল প্রায় আড়াই কোটি টনে। খনিজ তৈলের উৎপাদনও অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাকু ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলে এক লক্ষ ষাট হাজার টনের বেশী তৈল উৎপন্ন হয় নি। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়, সেখানে সত্তর লক্ষ টনেরও বেশী তৈল উৎপন্ন হচ্ছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঐ পরিমাণ বেড়ে হয় প্রায় নব্বই লক্ষ টন।

শিক্ষাব্যবস্থা:

জার দ্বিতীয় আলেকজান্দার জেম্স্ত্‌ভো ও মিউনিসিপাল সভাগুলির সংস্কার প্রবর্তনের ফলে দেশে শিক্ষাব্যবস্থার বেশ

কিছুটা উন্নতি হয়। জেম্‌স্ত্‌ভো সংস্কার ব্যবস্থা কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রসারিত হয় না—এই ব্যবস্থা থেকে তুর্কিস্তান, সাইবেরিয়া, ককেসাস অঞ্চল, পোল্যাণ্ড, বাল্‌টিক তীরবর্তী অঞ্চল, পশ্চিম রুশ অঞ্চল ও কসাক অঞ্চলগুলি বঞ্চিত ছিল। ঐ সময়কার ঐ সকল অঞ্চলে শিক্ষার অনগ্রসরতা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, রুশদেশে শিক্ষাবিস্তারে জেম্‌স্ত্‌ভোগুলি কী গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায়, জেম্‌স্ত্‌ভো বিদ্যালয়-গুলিতে প্রতি হাজার অধিবাসীতে ৪৬ জন ক'রে ছাত্র শিক্ষা লাভ করছে। অন্যপক্ষে জেম্‌স্ত্‌ভোহীন সাইবেরিয়ায় প্রতি হাজার অধিবাসীতে মাত্র ১৮ জন স্কুলে যাচ্ছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়, জেম্‌স্ত্‌ভোগুলি জনশিক্ষার জন্যে মোট দশ কোটি যাট লক্ষ রুবল ব্যয় করছে এবং এই টাকার অধিকাংশই ব্যয় হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে। ঐ সময় সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যে ত্রিশ লক্ষ ছাত্র ও আশি হাজার শিক্ষক সহ পঞ্চাশ হাজার জেম্‌স্ত্‌ভো বিদ্যালয় ছিল। জার তৃতীয় আলেকজান্দার ও তাঁর সরকারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশদেশে শিক্ষার প্রসার চলছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি থেকে জানা যায়, ঐ সময় রুশ সাম্রাজ্যে দশ বৎসরের বেশী বয়স্ক লোকদের শতকরা ২৪ ভাগ লিখতে ও পড়তে জানতো। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্য ছিল না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে পিতার সামাজিক মর্যাদা ও অর্থই প্রধান যোগ্যতা ব'লে গণ্য হ'তো।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের রাজত্বকালে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি হয়েছিল। ঐ সময় সেণ্ট পিটার্সবার্গে মেয়েদের জন্যে হাই স্কুল ও মেডিক্যাল স্কুল খোলা হয়েছিল। রুশদেশে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার এখানেই সূত্রপাত বলা চলে।

এ বিষয়ে সহজে মহিলা অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ সোফী কোভালেভ্স্কাইয়ার (১৮৫০-৯১) নাম উল্লেখ করা চলে। তিনিই ইউরোপের সর্বপ্রথম মহিলা অধ্যাপক। তাঁর বাবা ছিলেন একজন জেনারেল। তিনি মেয়েকে বিজ্ঞান শিখতে দিতে আপত্তি করায় সোফী বাধ্য হয়ে কোভালেভ্স্কি নামে এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাল্পনিক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। সোফী বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব দেখানো সত্ত্বেও রুশদেশে অধ্যাপনার কাজ পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন স্টকহলমে গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গণিতের "চেয়ার" বা প্রধান অধ্যাপকের পদ পান। তাঁর জীবন কেবল রুশ নারীদের অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নয়, তাঁর জীবন রুশ নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ ও উদ্দীপনার স্থলও।

দেশে উচ্চতর শিক্ষার বিস্তারের জন্যে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের আমলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্তশাসনমূলক অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। পরে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) জার তৃতীয় আলেকজান্দার এই অধিকার হরণ ক'রে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ও দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশ সাম্রাজ্যে তিনটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওডেসায়, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারসতে এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তম্স্কতে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩৭০০০-এ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিপ্লবী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রাণ-কেন্দ্র ছিল।

বিজ্ঞান ঃ

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ও ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে রুশদেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পেরও দ্রুত উন্নতি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বহু রুশ আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান ব'লে স্বীকৃতি পায়। এই সময় বিখ্যাত রুশ রসায়নবিদ্ দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্দেলিয়েভ (১৮৩৪-১৯০৭) পদার্থের মৌলিক উপাদান সংক্রান্ত কতকগুলি মূলনীতি আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে গুণ ও ধর্মগত পর্যায় বিভাগ (Periodic law and Periodic system of elements) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্ক্স্ ও এংগেল্স্ তাঁর এই আবিষ্কারকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জয় ব'লেই মনে করতেন। পদার্থের গুণ ও ধর্ম অনুসারে এই পর্যায় বিভাগ বা "পর্যায় সারণী" আবিষ্কার ক'রে মেন্দেলিয়েভ জগৎ-জোড়া খ্যাতি লাভ করেন এবং তিনি পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বিজ্ঞান আকাদেমি ও সংস্থার সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু রুশ বিজ্ঞান আকাদেমি তাঁকে সদস্য-রূপে গ্রহণ করে না। কেবল তাই নয়, জার তৃতীয় আলেকজান্দারের রাজত্বকালে তিনি ছাত্রদের দাবী সমর্থন করায় সেন্ট পিটার্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িতও হন।

রুশ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক ইয়াব্লোচ্কভ্ (১৮৪৭-১৮৯৪) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কাররে কাজ ঠিকমতো চালাবার জন্যে তিনি রাশিয়া ছেড়ে প্যারিসে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেন। লুভ্র্ স্টোর্স ও প্লাস্-দ্য ল্'অপেরার গৃহগুলি তিনি তাঁর নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক আলোকে সজ্জিত করেন। ফলে পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক আলো ফরাসী ভাষায় "রুশ আলো" নামেই পরিচিত হয়। তিনি তাঁর এই আবিষ্কার সম্পর্কে রুশ

সরকারের সমর দফ্‌তরকে জানান এবং তাঁদের ব্যবহারের সুযোগ দিতে চান। কিন্তু রুশ সরকার ইয়াব্‌লোচ্‌কভের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা দূরের কথা, সামান্য উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেন না। পরে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে ইয়াব্‌লোচ্‌কভের মৃত্যু হয়।

বিজলী বাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রুশ দেশ আরো অগ্রসর হয়। রুশ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক লাদিগিনই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তাপোজ্জ্বল (incandescent) বিজলী বাতি আবিষ্কার করেন। তিনি এ বিষয়ে এডিসন বা সোয়ানের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন। বিজলী বাতির প্রথম উদ্ভাবক কে, এ নিয়ে যখন আমেরিকায় এডিসন ও সোয়ানের মধ্যে মামলা হয়, তখন আদালত লাদিগিনের উল্লেখ ক'রে এডিসন ও সোয়ান উভয়ের দাবী নাকচ ক'রে দেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লাদিগিন মোলিব্‌ডেন ও টাংস্টেন দিয়ে তৈরী সূক্ষ্ম তারযুক্ত (filament) বিজলী বাতি নির্মাণ করেন। তবে এ বিষয়ে রাশিয়ায় আর চর্চা হয় না। আমেরিকার এডিসন এই ধরনের বিজলী বাতি আবিষ্কার করেন এবং বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আর লাদিগিনকে কারখানায় সামান্য ফিটারের কাজ ক'রে সারা জীবন কাটাতে হয়।

রুশ সমাজ ও সরকারের পশ্চাদ্‌বর্তিতা ও ঔদাসীন্যের ফলে রাশিয়া আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। রুশ ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার আলেকজান্দার স্তেফানোভিচ পপভ (১৮৯৫-১৯০৭) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বেতার টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন (১৮৯৫)। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার ক'রে বেতারে সংবাদ পাঠিয়ে বাল্‌টিক সাগরের ভাসমান এক তুষারখণ্ড থেকে সাতাশ জন ডুবন্ত লোককে উদ্ধার করা হয়। পপভ এ বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্যে রুশ সরকারের সমর দফ্‌তরের কাছে আবেদন করলে সমর সচিব এই জবাব দেন যে, "আমি এ

ধরনের কল্পনাবিলাসের জন্যে টাকা মঞ্জুর করবার অনুমতি দিতে পারি না।” ফলে মার্কনিকেই পরে পৃথিবী বেতার আবিষ্কারের গৌরব দেয় এবং পপভ মার্কনির আগে বেতার আবিষ্কার ক'রেও দুনিয়ায় অজ্ঞাত থেকে যান।

শারীরতত্ত্বের বিষয়ে নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রেও রুশ বিজ্ঞানীরা বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। ইভান মিখাইলোভিচ্ সেচেনভকে (১৮৩৯-১৯০৫) রুশ শারীরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। শারীরতত্ত্বে সেচেনভ বস্তুবাদী ছিলেন। তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রমাণ ক'রে দেখান যে, মনুষ্যের সকল মানসিক ক্রিয়াকলাপই শারীরিক নিয়মানুসারে নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত বই “রিফ্লেক্সেস অব দি ব্রেন” ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই আবিষ্কার ছিল ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত। তাই জার সরকার ও রুশ অর্থোডক্স চার্চ তাঁকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে বিদেশে সম্মান পেলেও তিনি স্বদেশে উপেক্ষিতই থাকেন। মেন্দেলিয়েভের মতো তাঁকেও বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যিনি রুশ শারীরতত্ত্বকে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করেন, তাঁর নাম ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ (১৮৪৯-১৯৩৬)। পরিপাক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। শরীরের উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার জন্যেও তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। সেচেনভ যে reflexes of the brain আবিষ্কার ক'রে খ্যাতিমান হয়েছিলেন, পাভ্‌লভ্ সে বিষয়ে গবেষণা ক'রে তাকে আরো উন্নততর পর্যায়ে আনেন। পাভ্‌লভ শরীরের উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে প্রোলেটারিয়েট বিপ্লবী চিন্তাধারা বিশেষভাবে সাহায্য

পেয়েছিল এবং তা ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদকে কঠিন আঘাত দিয়েছিল। সেজন্যে প্রতিক্রিয়াশীল জার সরকার তাঁর কাজে যথাসম্ভব বাধা সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েত বিপ্লবের পর কম্যুনিস্ট সরকার লেনিনগ্রাদের নিকটবর্তী কল্‌তিশেভোতে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে একটি বিশেষ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং তাঁকে নানাভাবে সাহায্য দেন। পাভ্‌লভ পৃথিবীর প্রায় সকল বৈজ্ঞানিক আকাদেমি ও সংস্থার সদস্য ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অন্যতম বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী হলেন ইলিয়া ইলিইচ্‌ মেচ্‌নিকভ (১৮৪৫-১৯১৬)। মেচ্‌নিকভ ছিলেন জীববিজ্ঞানী। তিনি নভোরোসিস্ক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন; কেবল তাই নয়, রাশিয়া ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে শীঘ্রই তিনি প্যারিসের বিখ্যাত পাস্তুর ইন্‌স্টিট্যুটের গবেষক বিজ্ঞানীদের পুরোভাগে আসন লাভ করেন। জীবাণুর সংক্রমণ নিবারণ সম্পর্কে গবেষণা ও আবিষ্কার ক'রে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়ও রুশদেশ এই সময়ে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। গাছের বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্লোরোফিলের ভূমিকা কি, সে বিষয়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ তিমিরিয়াজেভ (১৮৪৩-১৯২০) নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত ক'রে তুলেছিল। তিনি বস্তুবাদে ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ডারুইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদে বিশ্বাস করতেন এবং বিজ্ঞানে ভাববাদের বিরুদ্ধে আগাগোড়া সংগ্রাম করেছিলেন। ফলে জার সরকার তাঁকে পেত্রোভ্‌স্কি কৃষি আকাদেমি

থেকে বিতাড়িত করেন। পরে সোভিয়েত সরকার তাঁর নামেই এই আকাদেমির নামকরণ করেছেন। বিদেশে খ্যাতিলাভ সত্ত্বেও জার আমলে তাঁকে স্বদেশের বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় না।

ভূতাত্ত্বিক ভি. ও. কোভালেভ্স্কি আধুনিক উদ্‌বর্তনমূলক পুরাজীবতত্ত্বের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি ছিলেন বস্তুবাদী এবং ডারুইনবাদে গভীর বিশ্বাসী। আধুনিক অশ্বের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের ফসিল থেকে গবেষণা ক'রে তাদের উদ্ভব ও উদ্‌বর্তনের ধারাটি তিনি আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রেও রুশদেশ পশ্চাদ্‌বর্তী ছিল না। ডারুইনবাদী এন. এন. মিক্‌লুচো-মাক্‌লে মানব-গোষ্ঠীতে উচ্চতর ও নিম্নতর জাতির অস্তিত্বের মতবাদ খণ্ডন করেন। তিনি পাপুয়ান ও মেলেনিসিয়ানদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করেন। তিনি দশ বৎসরেরও অধিককাল (১৮৭১-৮৩) নিউগিনি ও পলিনেসিয়া দ্বীপে ছিলেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে পাপুয়ানদের রক্ষা করবার জন্যে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও রুশদেশ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহু গবেষণা ক'রে রুশ ঐতিহাসিক সলোভিয়ভ তাঁর "প্রাচীন কাল থেকে রুশদেশের ইতিহাস" রচনা করেন। সলোভিয়ভের রচনা রুশদেশে ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক ধারা প্রবর্তনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

এক কথায় বলা চলে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমাজ ও সরকারী ব্যবস্থার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রুশ বিজ্ঞান যে স্তরে উপনীত হয়েছিল, তা সত্যই বিস্ময়কর।

সাহিত্য :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য-সভায় একটি গৌরবময় আসন অধিকার করেছিল। এই সময় রুশ সাহিত্যিকরা উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্পরচনায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা সকল সভ্য দেশের মানুষের মন জয় করেছিল এবং মানব সভ্যতার এক মহার্ঘ্য সম্পদ্ ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল। এ যুগের রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে তুর্গেনেভ, গন্চারভ, দস্তইয়েভস্কি, টলস্টয়, অস্ত্রোভ্স্কি, উস্পেন্স্কি, সাল্তিকভ, চেকভ ও মাক্সিম গর্কির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ইভান সার্গেইয়েভিচ্ তুর্গেনেভ (১৮১৮-৮৩) ওরেলে এক পড়ন্ত জমিদার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন পৈতৃক সূত্রে বহু ভূসম্পত্তি ও ভূমিদাসের মালিক। তাঁর মায়ের বাড়িতে তুর্গেনেভ ভূমিদাসদের যে করুণ অবস্থা আবাল্য দেখেছিলেন, তাই তাঁকে পরবর্তী জীবনে ভূমিদাসদের প্রতি এমন সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গেনেভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর মা সেণ্ট পিটার্সবার্গে চ'লে যাওয়ার ফলে এক বছর বাদেই তুর্গেনেভকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হ'তে হয়। এখানে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা পুশ্কিনের বন্ধু প্লেৎনেভ-সম্পাদিত সোভ্রেমেন্নিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাওয়ার পর তিনি পড়াশুনো করবার জন্যে বেলিনে যান। সেখানে তিনি তিন বৎসর (১৮৩৮-৪১) ছিলেন। ঐ সময় থেকেই তাঁর মধ্যে পশ্চিম-প্রীতি বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু দু-বছর পরে চাকরি ছেড়ে দেন ও সাহিত্যসাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার বিদেশে যান

এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশে আসেন তাঁর মায়ের মৃত্যু হ'লে তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন ইতিমধ্যে তুর্গেনেভ পদ্য ছেড়ে গদ্যকেই তাঁর সাহিত্যের বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর "শিকারীর নক্‌শা" নামে গল্পগ্রন্থ। এই বইয়ে তিনি ভূমিদাসদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেন। ভূমিদাসরাও যে মানুষ, কেবল তাই দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না, তিনি দেখান যে, তারা মানবতার দিক থেকে তাদের মনিবদের চেয়েও মহত্তর। এর পর তিনি রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পূর্বে "বাবুদের বাসা", "রুদিন", "প্রাক্কালীন", "বাবারা ও ছেলেরা" নামে কয়েকটি উপন্যাস লেখেন এবং তৎকালীন রুশদেশের সামাজিক অবস্থাকে সুনিপুণ হস্তে চিত্রিত করেন। তাঁর "বাবারা ও ছেলেরা" উপন্যাসে তিনি বাজারভ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাময়িক গণতন্ত্রীদের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন। তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন তাঁর "ধোঁয়া" এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন তাঁর "কুমারী মৃত্তিকা" নামে উপন্যাস দুখানি। "ধোঁয়া" উপন্যাসে তুর্গেনেভ প্রবাসী রুশদের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে দেখান এবং "কুমারী মৃত্তিকায়" এঁকে দেখান নারোদনিকদের। রুশভাষার প্রয়োগে এবং প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। তুর্গেনেভ সুদীর্ঘ কাল রুশদেশ থেকে বাইরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বহু রচনায় স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, স্বদেশবাসীর মানসিক শক্তি, বুদ্ধি, চেতনা ও প্রতিভার প্রতি তাঁর আস্থা প্রকাশ পায়। ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্যে তাঁর লেখনী অক্লান্তভাবে প্রচার করে। কেবল ভাষা ও আঙ্গিকের দিক থেকে নয়, মানবতা ও বাস্তবধর্মিতার দিক থেকেও তাঁর রচনাগুলি অনন্যসাধারণ। গগলের মৃত্যুতে তিনি যে শোকোচ্ছ্বাস রচনা করেছিলেন, সেজন্যে

জার সরকার তাঁকে গ্রেফ্‌তার করেছিল এবং ছ বছর তিনি স্বগ্রামে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় বাডেন-বাডেন ও প্যারিসেই কাটান। এখানে প্যারিসে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইভান আলেক্‌জান্দ্রোভিচ্ গন্‌চারভ (১৮১২-৯১) সিমবির্‌স্কে এক ধনী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লের্মোন্তভ ও বেলিন্‌স্কির সমসময়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন। তবে লের্মোন্তভ বা বেলিন্‌স্কি, কারো সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস ক'রে তিনি সরকারী কাজে যোগ দেন। প্রথমে তিনি অর্থ দফ্‌তরে কাজ করেন, তারপর সরকারী সেন্সর নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন এবং সমস্ত জীবন সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর "একটি সাধারণ গল্প" (১৮৪৭) ও "অব্‌লোমভ" (১৮৫৭) নামে দুটি উপন্যাসে ভূমিদাস প্রথায় জর্জরিত আমলাতান্ত্রিক রুশদেশের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেন। ভূমিদাসদের মালিক জমিদাররা ভূমিদাসদের উপর নির্ভর ক'রে কিভাবে অলস পরভোজী জীবন যাপন করতো, গন্‌চারভ তা তাঁর "অব্‌লোমভ" উপন্যাসে বর্ণনা করেন। এই অলস পরভোজিতা ও অক্ষম পরনির্ভরশীলতাই রুশদেশে "অব্‌লোমভ্‌শ্চিনা" বা "অব্‌লোমভপনা" নামে পরিচিত হয়েছে। "অব্‌লোমভ" রুশ সাহিত্যের একখানি অমর উপন্যাস। বিখ্যাত সমালোচক দব্রোলিউভ তাঁর "অব্‌লোমভপনা কি ?" প্রবন্ধে এই উপন্যাসের সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছিলেন। লেনিন প্রায়ই পরভোজী নিষ্ক্রিয়তা বোঝাতে "অব্‌লোমভ্‌শ্চিনা" কথাটি ব্যবহার করতেন।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফিয়োদোর মিখাইলোভিচ দস্তোইয়েভ্‌স্কি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন এক

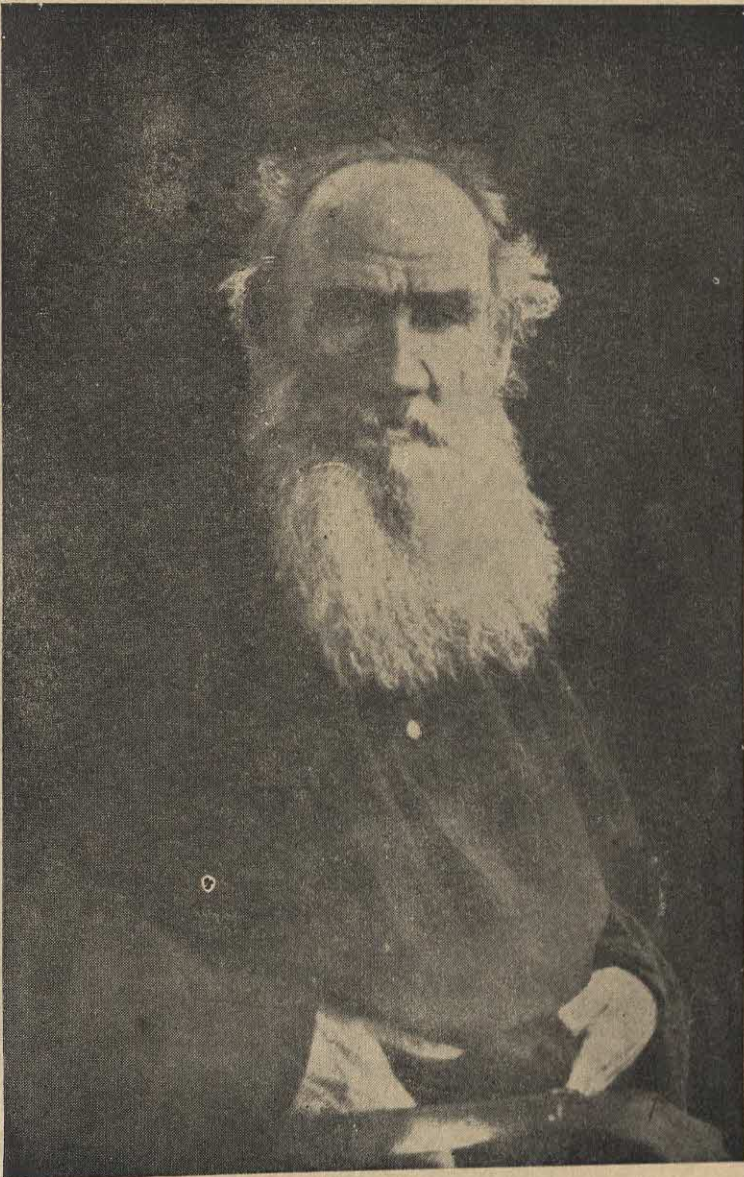
হাসপাতালের ডাক্তার। দস্তোইয়েভ্স্কির মধ্যে অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যপ্রীতি গ'ড়ে ওঠে। তিনি বিশেষভাবে পুশ্‌কিনের রচনার প্রতি অনুরক্ত হন। মস্কোর এক বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়া শেষ ক'রে তিনি সেন্ট পিটার্স্‌বার্গে যান এবং মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হন। এখানে চার বছর পড়বার পর তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন, তারপর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেখেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস "গরীব-দুঃখী"। দস্তোইয়েভ্স্কি নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের লাঞ্ছিত নির্যাতিত অবস্থা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেন। এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প'ড়ে নেক্রাসভ বলেছিলেন, "আর একজন গগলের আবির্ভাব হয়েছে" এবং বেলিন্স্কি দস্তোইয়েভ্স্কিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি যা লিখেছেন, তার অর্থ কি আপনি জানেন?" "গরীব-দুঃখী" উপন্যাসখানি প্রকাশিত হ'লে (১৮৪৬) রাতারাতি দস্তোইয়েভ্স্কি সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি পেত্রাশেভ্স্কি বিপ্লবী চক্রের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ফলে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেফ্‌তার হন ও ছ মাস "পিটার ও পল" দুর্গে কারারুদ্ধ থাকেন। বিচারে অন্যান্য কয়েক-জন বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। এই দণ্ড কার্যকরী হওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পূর্বেই হঠাৎ জারের "করুণা" ঘোষিত হয় এবং দস্তোইয়েভ্স্কির মতো এক মহান্ প্রতিভা অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। তখন তাঁকে চার বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়।

রুশদেশে বন্দীদের দুর্বহ জীবন তিনি তাঁর "মৃত্যুশালার স্মৃতিকথা" গ্রন্থে চিত্রিত করেন। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসাবলী —"অপরাধ ও শাস্তি," "নির্বোধ" ও "কারামাজভ ভাইয়েরা"—বিশ্ব

সাহিত্যের সভায় তাঁকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকৃত ও বিচূর্ণিত হয়ে যায়, তার নিপুণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ মেলে দস্তোইয়েভ্স্কির রচনাগুলিতে। তবে পরবর্তী জীবনে দস্তোইয়েভ্স্কির শিল্প ও জীবনাদর্শ বিপথে চালিত হয়। তিনি ক্রমে প্রতিক্রিয়া ও অতীন্দ্রিয়বাদের আশ্রয় নেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দস্তোইয়েভ্স্কি যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নিঃসন্দেহে রুশদেশের এবং সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক লেও নিকোলাইয়েভিচ্ টলস্টয়ও (১৮২৮-১৯১০) এই যুগেই তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তিগুলি রচনা করেন। লেও টলস্টয় টুলা প্রদেশে তাঁর বাবার জমিদারি ইয়াস্নাইয়া পলিয়ানাতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা উভয়েই প্রাচীন রুশ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেও টলস্টয়ের বাল্যকাল ইয়াস্নাইয়া পলিয়ানায় ও মস্কোয় কাটে। তিনি মাত্র দু'বছর বয়সে মাতৃহীন এবং ন' বছর বয়সে পিতৃহীন হন। ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, কিন্তু ডিগ্রি না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ককেসাসে যান এবং গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দেন। পর বৎসর (১৮৫২) তাঁর প্রথম কাহিনী "শৈশব" রচনা শেষ হয়। টলস্টয় এই রচনা কবি ও "সোভ্রেমেন্নিকের" তৎকালীন সম্পাদক নেক্রাসভের কাছে পাঠান। "শৈশব"-এর প্রকাশ অচিরে টলস্টয়কে পাঠক সমাজে পরিচিত ক'রে তোলে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি সেবাস্তোপলের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় "সেবাস্তোপলের কাহিনী" নামে তাঁর যুদ্ধের গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। তখন সেবাস্তোপলের অবরোধ চলতে থাকায় এই গল্পগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেবাস্তোপলের পর টলস্টয়

কিছুদিন ছুটিতে পিটার্সবার্গে ও মস্কোয় কাটান। পর বৎসর তিনি সৈন্যবাহিনী ত্যাগ ক'রে সাহিত্য-সাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি "সমর ও শান্তি", "আনা কারেনিনা", "নবজন্ম" প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসগুলিতে রুশ সমাজ-জীবনের অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত করেন। সম্ভ্রান্তদের বিলাস-ব্যসন, ধনিক সভ্যতার জঘন্য শোষণ, জার ও আমলাতন্ত্রের কুশাসন, জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা—সমস্ত কিছুই তাঁর রচনায় যথাযথভাবে স্থান পায়। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে তিনি কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। তাই তাঁকে রুশ অর্থোডক্স চার্চ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। তাঁর "সমর ও শান্তি" উপন্যাসে টলস্টয় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে "জনযুদ্ধের মুদ্‌গর" কিভাবে উত্থিত হয়েছিল, তার যে বর্ণনা ও বিবরণ দেন, তা অমরতা লাভ করেছে। তিনি তাঁর "ক্রুয়েৎসার সোনাটা", "ইলিইচের মৃত্যু", "জীবন্ত শব", "নবজন্ম" প্রভৃতি বিভিন্ন রচনায় জমিদার ও ধনিক সমাজের ভণ্ডামি ও নৈতিক মিথ্যাচারের মুখোস খুলে দেখান এবং রুশ সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে যে বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল, তা উদ্‌ঘাটন ক'রে রুশদেশে বিপ্লবের পথরচনায় একটি প্রধান অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একদিকে যেমন নৈরাজ্যবাদী, তেমনি অপর দিকে ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরভোজী জীবনযাত্রার বিরোধী। ফলে তাঁর নিজের জীবনাদর্শেও ছিল স্বতঃবিরোধ ও বৈপরীত্য। তিনি "অহিংসার দ্বারা হিংসাকে" দূর করার মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন। তা বিপ্লবী চিন্তাধারার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরভোজী জীবনযাত্রার বিরোধিতা কেবল মতবাদ মাত্র ছিল না। তিনি এই মতবাদকে নিজের জীবনেও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর পারিবারিক জীবনে নানা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। অবশেষে তিনি কেবল তাঁর এক কন্যাকে



লেও টলস্টয়

সঙ্গে নিয়ে গোপনে গৃহত্যাগ করেন এবং পথে একটি মফস্বল স্টেশনে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। এইভাবে এক মর্ম্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৯১০)।

টলস্টয় কেবল অসামান্য শিল্প-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি তাঁর সমসাময়িক রুশদেশের বাণীমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন। এদিক থেকে কেবল জার্মান কবি গ্যেটে ও ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা চলে। টলস্টয়ের চিন্তাধারা মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

টলস্টয়ের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে মিখাইল সাল্‌তিকভ-শ্চেড্রিন (১৮২৬-৮৯), আলেক্‌জান্দার অস্ত্রোভ্‌স্কি (১৮২৩-৮৬) এবং গ্লেব উস্‌পেন্‌স্কি (১৮৪৩-১৯০১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাল্‌তিকভ-শ্চেড্রিন তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে নির্বোধ আমলা, কাপুরুষ উদারপন্থী, ধূর্ত রাজনীতিবিদ্‌ ও স্বার্থসন্ধানীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান। রুশদেশে বৈপ্লবিক চেতনাবিকাশে ও আন্দোলনে তাঁর রচনাগুলি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। লেনিন ও স্তালিন তাঁদের প্রচারকার্যে প্রায়ই সাল্‌তিকভের সৃষ্ট চরিত্রগুলির উল্লেখ করতেন।

আলেকজান্দার অস্ত্রোভ্‌স্কি রুশ নাট্যসাহিত্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তিনি প্রায় ৪৮খানি নাটক রচনা করেন। তাঁর "অরণ্য", "ঝঞ্ঝা", "বেশ দু-পয়সার চাকরি", "দারিদ্র্য অপরাধ নয়" ইত্যাদি রচনায় তিনি স্বেচ্ছাচারী বণিক্‌, দুর্নীতি-পরায়ণ রাজকর্মচারী ও পরভোজী জমিদারদের চিত্র অঙ্কিত ক'রে রুশ সমাজের বহু ভয়াবহ দিক উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান।

গ্লেব উস্‌পেন্‌স্কি তাঁর রচনায় দুঃস্থ কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা সহানুভূতি ও সত্যদিদৃক্ষার সঙ্গে বর্ণনা ক'রে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

সাধারণ মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা ও কুৎসিত দিকগুলিও বাস্তবভাবেই তাঁর রচনায় ধরা পড়ে। সরস ভাবব্যঞ্জনা, সুস্পষ্টতা ও মানবিক দরদ ছিল তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। "মৃত্তিকার শক্তি" তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা।

এঁদের চেয়ে বয়সে অনেক তরুণ হ'লেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশ সাহিত্যে ভ্লাদিমির করোলেংকো (১৮৫৩-১৯১১), আন্তন চেকভ (১৮৬০-১৯০৪) এবং মাক্সিম গর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) আবির্ভাবও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভ্লাদিমির করোলেংকো ভল্‌হিনিয়ার রাজধানী ঝিতোমিরে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে যান এবং ইন্‌স্টিট্যুট অব্ টেক্‌নোলজিতে ভর্তি হন। পরে তিনি মস্কোয় আসেন এবং মস্কোর কৃষি বিদ্যালয়ে পড়েন। কিন্তু এখানে পড়া শেষ হওয়ার আগেই গুপ্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে তিনি বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্দী হন। তাঁকে ইয়াকুতিয়া অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসার অনুমতি পান ও নিঝ্‌নি নভগরদে এসে থাকেন। ঐ বৎসর ইয়াকুতদের সম্পর্কে তাঁর লেখা গল্প "মাকারের স্বপ্ন" প্রকাশিত হয় এবং অচিরে গল্পলেখক হিসাবে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে আকাদেমির সদস্য নির্বাচিত করা হয়। পরে আকাদেমির সদস্য পদে গর্কির নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করায় তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি পোল্‌টাভায় বাস করতে থাকেন। সেখানেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক আইন ও প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। তাঁর "অন্ধ গায়ক", "ভাষাহীন" প্রভৃতি গল্পে জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি

সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। "মাকারের স্বপ্নে" তিনি রুশ সাম্রাজ্যে অন্যান্য জাতির উপর রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও নিপীড়নের মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত করেন। তাঁর লেখা "আমার সমসাময়িকদের ইতিহাস" স্মৃতিকথা-রচনার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর একটি রচনায় বলেন, "মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার লেখনীর দ্বারা আমি তা যথাসাধ্য করেছি।" জনসাধারণের বন্ধু ও মানবতাবাদী গণতন্ত্রী লেখক হিসাবে রুশ সাহিত্যে করোলেংকোর স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।

আন্তন পাভ্‌লোভিচ্ চেখভ আজভ সাগরের তীরবর্তী তাগান্‌রগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ জমিদার চের্টকভের ভূমিদাস ছিলেন। পরে তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থোপার্জন ক'রে নিজের মুক্তি ক্রয় করেন। চেকভ ছিলেন তাঁর পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। বাল্যকালে তাগান্‌রগ হাই স্কুলে (জিম্‌নাসিয়ামে) তাঁর পড়াশুনো শুরু হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাই স্কুলের পড়া শেষ হ'লে তিনি মস্কোয় যান এবং সেখানে ডাক্তারি পড়েন, কিন্তু ডাক্তারি না ক'রে সাহিত্যরচনায় মন দেন এবং সাহিত্যকেই পেশারূপে গ্রহণ করেন। তাঁর হাস্যরসাত্মক নক্‌শা ও ছোট গল্পগুলি শীঘ্রই জনপ্রিয় ওঠে। চেখভ তাঁর রচনায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ও বুর্জোয়া নরমপন্থীদের তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। সকল প্রকার ভণ্ডামি, দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের প্রবল শত্রু ছিলেন তিনি। তিনি "সাখালিন দ্বীপ" নামে একটি পুস্তকে জার-শাসিত রাশিয়ায় অপরাধীদের দণ্ডিত জীবনের ভয়াবহ শোচনীয় দিকটি উত্থাপিত করেন। তাঁর এই রচনার ফলেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কারা সংস্কারের ব্যবস্থা হয়েছিল ব'লে অনেকে মনে করেন। কেবল গল্প ও ব্যঙ্গ-রচনায় নয়, গম্ভীর করুণ রসাত্মক নাটক রচনাতেও চেখভ অসামান্য শক্তির পরিচয় দেন। তাঁর "চাইকা" (সমুদ্র-শকুন),

"ভানিয়া খুড়ো", "তিন বোন", "চেরি বাগিচা" প্রভৃতি নাটক বিশ্বনাট্যসাহিত্যে অমূল্য সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হয়েছে। গর্কির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তাঁকে বিপ্লবীদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। তিনি আকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু গর্কিকে সদস্য পদ থেকে বঞ্চিত করায় আকাদেমির কর্তৃপক্ষের কাজের প্রতিবাদে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে ইয়াল্টায় এবং ফ্রান্স ও জার্মানির স্বাস্থ্যাবাসে কাটান। মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাক্‌সিম গর্কির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলির অধিকাংশই বিংশ শতাব্দীতে রচিত হ'লেও রুশ সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মাক্‌সিম গর্কি কেবল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অভিনব সাহিত্যের স্রষ্টা—এক অভিনব যুগের বাণীমূর্তি। তাঁর রচনাতেই শ্রমিক শ্রেণী সর্বপ্রথম অপূর্ব বলিষ্ঠতার সঙ্গে আত্ম-ঘোষণা করেছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তিনিই ছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র। মাক্‌সিম গর্কির প্রকৃত নাম ছিল আলেক্‌সেই মাক্‌সিমোভিচ্‌ পেশ্‌কভ।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে (বর্তমান গর্কিতে) তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁর পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর মাতামহ কাশিরিনের সংসারে মানুষ হন। কাশিরিন পরিবারের অবস্থা এক সময় কিছুটা স্বচ্ছল থাকলেও ক্রমেই তা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং গর্কি শৈশব থেকে দারিদ্র্যের কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি বাল্যকালেই জুতোর দোকানে ও জাহাজে চাকরের কাজ থেকে শুরু ক'রে

ঠিকাদারের সহকারীর কাজ পর্যন্ত নানারকম কাজই করেন। দারিদ্র্যের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাও তাঁর সম্পূর্ণ করার সুযোগ হয় না। জাহাজে চাকরের কাজ করবার সময়ে তাঁর মনিবের সাহায্যে ও উৎসাহে তিনি কিছুটা পড়াশুনো করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই জ্ঞানার্জনের একটি গভীর স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসে। পরে তিনি এক বন্ধুর উৎসাহে পড়াশুনো করবার জন্যে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যে তাঁর সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তিনি অভিজ্ঞতালাভের জন্যে রুশদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান এবং মজুর, কৃষক, এমন কি পুরুতের কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করেন। পরে লালিন নামে এক উকিলের কাছে তিনি কিছুদিন কেরানীর কাজ করেন। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় জীবন খুব অল্প লেখকেরই থাকে। তাঁর নিজের বিচিত্র জীবনের কাহিনী তিনি তাঁর "শৈশব", "পৃথিবীর পথে" এবং "আমার বিশ্ববিদ্যালয়" নামে আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতে সুনিপুণ হস্তে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। করোলেংকো গর্কিকে তাঁর অসামান্য অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্যে নানাভাবে উৎসাহ দেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গর্কি যখন তিফ্‌লিসে (জর্জিয়া) এক রেল স্টেশনে দারোয়ানের কাজ করছিলেন, সেই সময় তাঁর প্রথম গল্প "মাকার চুদ্রা" স্থানীয় একটি দৈনিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়। পরবর্তী কয়েক বছর তিনি সংবাদপত্রের জন্যে লিখেই নিজের জীবিকা উপার্জন করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে করোলেংকো গর্কির "চেল্‌কাশ" গল্পটি মস্কোর "রুশ সম্পদ্" কাগজে ছাপান। এই গল্প ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানীর অন্যান্য কাগজও গর্কির লেখার জন্যে উমেদার হ'তে থাকে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গর্কির গল্প-সংকলন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে গর্কি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন, তার তুলনা

মেলে না। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সেই গর্কি কেবল রুশ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পিটার্সবার্গে গর্কি মার্ক্‌স্‌বাদীদের সাহচর্যে আসেন এবং নিজেও মার্ক্‌স্‌বাদী হয়ে ওঠেন। মার্ক্‌স্‌বাদী "ঝিজ্‌ন্‌" (জীবন) পত্রিকায় তাঁর "ফোমা গর্দিয়েভ" ও "ত্রয়ী" উপন্যাস দুখানি বেরোয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার জন্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা "ঝটিকা-বিহঙ্গের গান" রচনা করেন। এই কবিতাটি প্রকাশ করবার দায়ে "ঝিজ্‌ন্‌" পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গর্কির কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হয় না। তিনি বিপ্লবী রাশিয়ার বাণীমূর্তি হয়ে ওঠেন। লেনিনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ও বন্ধুত্ব তাঁকে রুশ বিপ্লবের অন্যতম উৎসাহী কর্মীতে পরিণত করে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গর্কি বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হন। মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে এই সম্মান আর কেউ পান নি। কিন্তু জার নিকোলাসের অনিচ্ছা থাকায় আকাদেমির কর্তৃপক্ষ গর্কির এই নির্বাচন বাতিল ক'রে দেন। এর প্রতিবাদে করোলেংকো ও চেখভ আকাদেমির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। চেখভের সঙ্গে গর্কির বন্ধুত্ব তাঁকে নাটক রচনাতেও উদ্‌বুদ্ধ করে। গর্কি অসংখ্য নাটক রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে "মধ্যবিত্ত" (১৯০১), "নিচের মহল" (১৯০২), "সূর্যসন্ততি" (১৯০৫), "বর্বরের দল" (১৯০৬), "শত্রু" (১৯০৬) ও "ভ্লাসা ঝেলেজ্‌নোভা" (১৯১০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গর্কি সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় যান। পথে তিনি বিভিন্ন স্থানে রাজোচিত অভ্যর্থনা পান। কিন্তু আমেরিকা সম্পর্কে তিনি মন্দ ধারণা নিয়েই ফেরেন। তাঁর এই ধারণা তাঁর "হল্‌দে শয়তানের শহর"

ইত্যাদি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উপন্যাস "মা" প্রকাশিত হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই গর্কি রুশ সাহিত্যে টলস্টয়ের ঠিক পরেই নিজের আসনটি ক'রে নেন এবং টলস্টয়ের মৃত্যুর পর তিনিই রুশদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ব'লে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। সোভিয়েত বিপ্লবের পর তাঁর এই মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি সোভিয়েত সাহিত্যের অবিসংবাদী নেতা ও পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন।

আবাল্য দারিদ্র্য, অপুষ্টিকর খাদ্য ও কঠিন সংগ্রামের ফলে প্রথম যৌবনেই তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিপ্লবের জন্যে তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছিল। কারাগারে গর্কির ক্ষয়-রোগ বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের দীর্ঘ অংশই তাঁকে দেশে ও বিদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাতে হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে ক্রিমিয়ায় থাকা কালে তাঁর সঙ্গে টলস্টয় ও চেখভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গর্কির মৃত্যু হয়। দু বছর বাদে পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে ভিশিন্স্কি এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন যে, ট্রট্স্কিপন্থীদের চক্রান্তের ফলেই এই মহান্ প্রতিভার জীবনান্ত ঘটেছিল।

রঙ্গমঞ্চ :

রুশ নাট্যসাহিত্য অস্ত্রোভ্স্কি, টলস্টয়, চেখভ ও গর্কির রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। টলস্টয়ের একখানি নাটকের একটি চরিত্রের উল্লেখ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, এই চরিত্র তাঁর মনে যেভাবে রেখাপাত করেছে, পৃথিবীর সমগ্র নাট্য-সাহিত্যে আর কোনও চরিত্র তা পারে নি। চেখভের নাটক সম্পর্কেও এই ধরনের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য তিনি করেছিলেন। বলেছিলেন, চেখভের নাটক পড়বার পর তাঁর নাটক লেখা

আবার গোড়া থেকে শুরু করতে ইচ্ছা করছে। গর্কির নাটকগুলিও ইউরোপে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কেবল বের্লিনেই তাঁর "নিচের মহল" নাটকখানি ১৯০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ শ রজনীরও বেশী অভিনীত হয়েছিল। রুশ নাট্যসাহিত্যের এই অসামান্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুশ রঙ্গমঞ্চের বিকাশও ছিল অপরিহার্য।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মস্কো মালি থিয়েটার মঞ্চশিল্পের পুরোভাগে ছিল। শ্চেপ্‌কিন-প্রবর্তিত বাস্তববাদী অভিনয়ের ঐতিহ্য সাফল্যের সঙ্গে বহন করছিল এই থিয়েটার। মালি থিয়েটারে অস্ত্রোভ্‌স্কির প্রায় সমস্ত নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছিল। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা সাদোভ্‌স্কি অস্ত্রোভ্‌স্কির একখানি নাটকে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। মালি থিয়েটারে সে যুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইয়েরমোলোভা এবং ফেদোতোভার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত অভিনেতা স্তানিস্লাভ্‌স্কি ও নাট্যকার নেমিরোভিচ্-দান্‌চেংকো মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ক'রে মঞ্চশিল্পে যুগান্তর আনেন। চেখভ, গর্কি, ইবসেন, শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের রচনা অপূর্ব বাস্তবধর্মিতার সঙ্গে মঞ্চস্থ ক'রে এঁরা কেবল রুশদেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করেন। মস্কো আর্ট থিয়েটার গর্কির নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ ক'রে মঞ্চ ও অভিনয়শিল্পের মাধ্যমে শ্রমিক বিপ্লবের আহ্বান ঘোষণা করে।

সঙ্গীত ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রুশ সংগীত বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। এম. এ. বালাকিরেভের নেতৃত্বে ঐ সময় যে "বৃহৎ-পঞ্চক" নামে পরিচিত সাংগীতিক গোষ্ঠীর উদয় হয়েছিল, তা-ই প্রধানত এই যুগে রুশ সংগীতকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল।

বালাকিরেভ ছিলেন গ্লিংকার শিষ্য। বালাকিরেভের নেতৃত্বে পরিচালিত "বৃহৎ-পঞ্চক" প্রকৃতপক্ষে গ্লিংকা ও দ্রাগোমিঝ্স্কির মহান্ ঐতিহ্যকেই বহন করেছিলেন। লোক-সংগীতের সুরলহরী তাঁদের সংগীতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। "বৃহৎ-পঞ্চক" সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে রীতি ও আদর্শের প্রবর্তন করেছিলেন, বিখ্যাত সুরকার এম. পি. মুসোর্গ্স্কির (১৮৩৯-৮১) গীতিধারায় তা অপূর্বভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর "বরিস গদিউনভ" ও "খোভান্শিচনা" গীতিনাট্য দুখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত গীতিকার হলেন এ. পি. বরোদিন (১৮৩৩-৮৭)। রুশদেশের ও প্রাচ্যের সংগীতধারার বৈশিষ্ট্যকে তিনি বিশেষভাবে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রুশদেশের প্রাচীন মহাকাব্য "ইগরের বাহিনীর গান"-এর উপর ভিত্তি ক'রে তিনি বীর রসাত্মক ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একটি বৃহৎ গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। ঐ গীতিনাট্যখানিতেও তিনি রুশদেশ ও প্রাচ্যের লোকগীতি ও লোকনৃত্য থেকে বহু মূল্যবান্ বস্তু গ্রহণ করেন। বরোদিন যে-সব সিম্ফনি বা সুরসংগতি রচনা করেন, সেগুলিকে উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় রুশ সিম্ফনির বিকাশের পথে একটি উল্লেখযোগ্য সোপান বলা চলে। ঐ সময়ের আর একজন সুবিখ্যাত রুশ গীতিকার হলেন এন. ও. রিম্স্কি-কোর্সাকভ (১৮৪৪-১৯০৮)। তিনি বালাকিরেভের শিষ্য ছিলেন। তাঁর গীতিনাট্যগুলির মধ্যে "তুষার-কন্যা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবল গীতিকার হিসাবেই নয়, সংগীতের শিক্ষাদাতা হিসাবেও তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার বহু শ্রেষ্ঠ গীতিকার তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে রুশদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা পিয়তর্ ইলিইচ্ চাইকোভ্স্কির (১৮৪০-৯৩) আবির্ভাব ঘটেছিল।

তাঁর অপূর্ব গীতিনাট্য "ইউজিন ওনেগিন" ও "ইস্কাপনের বিবি" এবং অতুলনীয় নৃত্যনাট্য বা ব্যালে "হংস হ্রদ" ও "ঘুমন্ত রূপসী" আজও হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দিচ্ছে। তাঁর "ইউজিন ওনেগিন" আজও সোভিয়েত দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিনাট্য ব'লে পরিগণিত। সুরসংগতি বা সিম্‌ফোনি রচনাতেও তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

চিত্রকলা ঃ

বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংগীতের মতোই চিত্রকলাতেও রুশদেশ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এক গৌরবময় আসন লাভ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে চিত্রকলায় প্রতিফলিত হয়েছিল। কলা আকাদেমির পাস-করা একদল ছাত্র আকাদেমির প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং একটি শিল্পী সংঘ গ'ড়ে তোলেন। এই শিল্পী সংঘের নেতা ও সংগঠক ছিলেন শিল্পী আই. এন. ক্রাম্‌স্কয় (১৮৩৭-৮৩)। তিনি রুশদেশে একটি নূতন শিল্পধারা প্রবর্তনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, শিল্পের মধ্যে ভাব থাকবে, অর্থ থাকবে এবং শিল্পে জীবন প্রতিফলিত হবে শিল্পগত বাস্তবতার ভিত্তিতে। তিনি লেও টলস্টয়, সাল্‌তিকভ্‌-শ্চেড্রিন ও নেক্রাসভের যেসব প্রতিকৃতি রচনা করেন, সেগুলিতে তিনি তাঁর মতবাদকে রূপায়িত করতে চান। তাঁর এই বলিষ্ঠ আদর্শ রুশ দেশে বহু শক্তিশালী শিল্পীর জন্ম দেয়। এঁদের মধ্যে ভি. জি. পেরোভ (১৮৩৩-৮২) এবং ইলিয়া এফিমোভিচ্‌ রেপিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেপিন তাঁর চিত্রে জনসাধারণের জীবনের মর্মান্তিক রূপটিকে মূর্ত ক'রে তোলেন। তিনি প্রতিকৃতি রচনাতেও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যেসব শক্তিমান শিল্পীর আবির্ভাব হয়, তাঁদের মধ্যে ভি. আই. সুরিকভ (১৮৬১-১৯১৬), ভি. এ. সেরোভ (১৮৬৫-১৯১১) এবং আই. আই. লেভিতানের (১৮৬১-১৯০০) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রণে সুরিকভ রুশদেশে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেরোভ প্রতিকৃতি-রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। প্রথম পিটার ও দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের আমলের বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকে তিনি চিত্রে রূপায়িত করেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্রণে লেভিতান বিশেষ শক্তির পরিচয় দেন। বিপ্লবী বন্দীদের যে পথে সাইবেরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হ'তো, সেই পথের একটি চিত্র তাঁর রচনায় অমর হয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশদেশবাসীর জাতীয় প্রতিভার এক অনন্যসাধারণ স্ফূর্তি ঘটেছিল। কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে, কি সংগীতে, কি চিত্রকলায়, রুশদেশ জগৎ-সভায় একটি শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

লেনিন—সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠা—বল্‌শেভিক দল—রুশ-জাপ যুদ্ধ—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

ভ্লাদিমির ইলিইচ্ লেনিন ঃ

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্লেখানভের নেতৃত্বে রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদী দলের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এই দলের নাম ছিল "শ্রমিক মুক্তি দল" (Emancipation of Labour Group). প্লেখানভ ও তাঁর শ্রমিক মুক্তি দল নারোদ্‌নিক বা জনপন্থীদের ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁরাই রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদের পতাকা প্রথম বহন করেছিলেন, এ কথা বলা চলে। কিন্তু প্লেখানভ ও তাঁর অনুগামীদের নীতি এবং কার্যপদ্ধতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল। মার্ক্‌স্‌বাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রেখে নির্ভুলভাবে তাকে প্রয়োগ করবার জন্যে এইসব ত্রুটি অবিলম্বে দূর করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। প্লেখানভের শ্রমিক মুক্তি দল ছাড়া আরও কয়েকটি মার্ক্‌স্‌বাদী দল ইতিমধ্যে রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনোরূপ যোগাযোগ ছিল না। ঐগুলিকে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ ক'রে রুশদেশে একটি শক্তিশালী মার্ক্‌স্‌বাদী রাজনৈতিক দল গঠনেরও প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। এই সকল আশু প্রয়োজন মেটালেন যে মহাপ্রতিভা, তিনি আর কেউ নন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিইচ্ লেনিন স্বয়ং।

লেনিনের প্রকৃত নাম হ'লো ভ্লাদিমির ইলিইচ উলিয়ানভ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ এপ্রিল তারিখে ভল্‌গা নদীর তীরে সিম্‌বির্‌স্ক্‌ (এখনকার উলিয়ানভ্‌স্ক্‌) শহরে ভ্লাদিমির ইলিইচ্‌ উলিয়ানভের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ্‌ উলিয়ানভ ছিলেন সুযোগ্য শিক্ষাব্রতী। তিনি পেন্‌জা ও নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদে চৌদ্দ বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর বিদ্যালয়-পরিদর্শক এবং অবশেষে সিম্‌বির্‌স্ক্‌ প্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। সমাজে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। জার তাঁকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতেও উন্নীত করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়া নিকোলায়েভিচের মৃত্যু হয়।

লেনিনের মা মারিয়া আলেক্‌জান্দ্রোভ্‌না ব্লাঙ্ক্‌ ছিলেন এক ডাক্তারের মেয়ে। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিসম্পন্না। রুশ ও ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষাতে তিনি কথা বলতে পারতেন। তিনি গান খুব ভালোবাসতেন। সর্বোপরি, তাঁর চরিত্রে ছিল অনমনীয় দৃঢ়তা। তিনি তাঁর সন্তানদের মানুষ করবার কাজেই নিজেকে একান্তভাবে নিয়োগ করেছিলেন। লেনিনেরা ছিলেন ছয় ভাই-বোন; আলেকজান্দার, ভ্লাদিমির (লেনিন), দ্‌মিত্রি; আনা, মারিয়া ও ওল্‌গা। জ্যেষ্ঠ আলেকজান্দার সন্ত্রাসবাদী নারোদ্‌নাইয়া ভোলিয়া দলের সংস্পর্শে আসেন এবং জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কনিষ্ঠা ভগিনী ওল্‌গার মৃত্যু হয় অল্প বয়সে। বাকী চার ভাই-বোনই একনিষ্ঠ বলশেভিক বিপ্লবীরূপে রাজনীতিতে যোগ দেন।

বাল্যকাল থেকেই লেনিন ছিলেন বুদ্ধিদৃপ্ত ও প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। পাঁচ বৎসর বয়সেই তাঁর বিদ্যারম্ভ হয় এবং ন বছর

বয়সে তিনি সিম্‌বির্‌স্ক্‌ হাই স্কুলে ভর্তি হন। প্রতি শ্রেণীতেই তিনি উচ্চতম সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং লাতিন, গ্রীক, ফরাসী ও জার্মান ভাষা খুব ভালোভাবে শেখেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অসংখ্য বই তিনি পড়েন। চের্নিশেভ্‌স্কির "কি করতে হবে?" উপন্যাসখানি তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। দব্রোলিউবভ, পিসারেভ প্রভৃতি প্রগতিশীল লেখকদের রচনার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ছুটির সময়ে তাঁর দাদা আলেকজান্দার কার্ল্‌ মার্ক্‌সের "ক্যাপিট্যাল" বইখানির এক কপি বাড়িতে আনেন। লেনিন তখন ঐ বইখানি আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করেন। এইভাবেই মার্ক্‌সের রচনার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়।

ভল্‌গা নদীর তীরে, সিম্‌বির্‌স্ক্‌, কাজান ও সামারা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর শৈশব ও যৌবনের প্রথম দিনগুলি কাটে। এখানে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের দুর্বহ জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কেবল তাই নয়, তিনি এখানে চুভাস, মর্দভিন্‌, তাতার প্রভৃতি পদানত অরুশ জাতিগুলির উপর যে অত্যাচার-অবিচার হয়, তাও দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেন। বিদ্যালয়ে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ দেখে তাঁর শিক্ষক বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন: "তুমি যে এই নির্যাতিত শ্রেণীগুলির কথা বলেছ, এরা কারা? কেন এসব জিনিস লেখ?" শিক্ষক যাই বলুন, নির্যাতিত শ্রেণীর লোক কারা, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বাল্যকালেই লেনিনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। তাঁর দাদা আলেকজান্দার সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তাঁর দিদি আনাও নির্বাসিতা হলেন

সাইবেরিয়ায়। (পরে এই দণ্ড মকুব ক'রে তাঁকে একটি গ্রামে নজরবন্দী ক'রে রাখবার ব্যবস্থা হয়।) লেনিন সেদিন বলেছিলেন : "না, এই পথে (সন্ত্রাসবাদের পথে) এগিয়ে লাভ নেই। আমাদের এগোতে হবে অন্য পথে।" লেনিন মাত্র সতের বছর বয়সেই স্থির ক'রে ফেলেছিলেন, তাঁর সম্মুখে যে পথ রয়েছে, তা গুপ্তঘাতকের গোপন সংকীর্ণ পথ নয়, তা বিপ্লবের প্রকাশ্য রাজপথ।

ঐ বৎসরেই তিনি হাই স্কুল থেকে স্বর্ণ পদক পেয়ে পাস ক'রে বেরুলেন এবং আইন পড়বার জন্যে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হলেন। কাজানে লেনিন শীঘ্রই বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। ছাত্রদের এই সংস্থায় তিনি প্রথম থেকেই প্রধান স্থান অধিকার করেন। পুলিস তাঁর গতিবিধি সমস্তই লক্ষ্য করতে থাকে।

জার তৃতীয় আলেকজান্দার শিক্ষালয়গুলিকে প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্যে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষক ও অধ্যাপক দিয়েই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ভ'রে তোলা হয় নি, প্রায় পুলিসের নজরবন্দী হয়েই থাকতে হ'তো ছাত্রদের; ছাত্রদের কেউ প্রতিবাদসূচক কোনও কথা বললে তাকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নির্জন কোটরে আবদ্ধ রাখা হ'তো। এইসব দুঃসহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের ক্ষোভ ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। "১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ামক আইন" কার্যকরী হওয়ায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রদের বিক্ষোভ অকস্মাৎ ফেটে পড়লো। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মস্কোয় গোলযোগ দেখা দিল। দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়লো অন্যান্য প্রদেশেও। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। এই বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রস্তুতির ব্যাপারে লেনিন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই ঐদিন রাত্রেই

অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে জারের পুলিশ তাঁকে গ্রেফ্‌তার করলো। জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে একজন পুলিস তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "তোমরা মিছিমিছি এইসব গোলমাল করছ কেন? দেখছ না, তোমাদের সামনে একটা প্রাচীর রয়েছে?" তার উত্তরে লেনিন বলেছিলেন: "হ্যাঁ, প্রাচীর রয়েছে। কিন্তু পচা প্রাচীর। ঠেলা দিলেই ভেঙে পড়বে।" পরদিন লেনিনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হ'লো; দুদিন বাদে তাঁকে অন্তরীণ থাকবার জন্যে পাঠানো হ'লো কাজান প্রদেশের কোকুশ্‌কিন গ্রামে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের দণ্ড মকুব হওয়ার পর তাঁর দিদি আনাও এখানে অন্তরীণ ছিলেন। এক বছর লেনিন এখানে অন্তরীণ রইলেন। এই সময় অক্লান্তভাবে পড়াশুনো ক'রে নিজেকে তিনি ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুললেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁকে কাজান শহরে ফিরে আসতে দেওয়া হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। বিদেশে গিয়ে পড়াশুনো করবার জন্যে আবেদন ক'রেও তিনি ব্যর্থ হন।

এখানে বিপ্লবী চক্রগুলির সঙ্গে লেনিন যোগাযোগ রাখেন এবং সেগুলিতে মার্ক্‌স্‌ ও প্লেখানভের রচনা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলতে থাকে। ঐ বৎসর (১৮৮৮) তিনি মার্ক্‌সের "ক্যাপিট্যাল" গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েন। কাজানে এম. ই. ফেদোসিয়েভের পরিচালনায় একটি মার্ক্‌স্‌বাদী বিপ্লবী চক্র ছিল। লেনিন তাতে যোগ দেন এবং অবিশ্রান্ত পড়াশুনো, চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা মার্ক্‌স্‌বাদ অধিগত করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেদোসিয়েভ গ্রেফ্‌তার হন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ঐ সময়ে লেনিন কাজান থেকে সামারায় চলে যাওয়ায় গ্রেফ্‌তারের হাত থেকে রক্ষা পান।

লেনিন মাত্র বিশ বছর বয়সেই মার্ক্‌স্‌ ও এংগেল্‌সের বাণী

প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রুশদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশধারা সম্পর্কেও খুঁটিনাটিভাবে তথ্যসংগ্রহ ও পর্যালোচনা করেন এবং এইসকল তথ্য ও পর্যালোচনার উপর ভিত্তি ক'রে "কৃষক-জীবনে নূতন অর্থনৈতিক পরিবর্তন" নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। লেনিন তাঁর এই প্রবন্ধটি নারোদ্‌নিকদের বা উদারপন্থীদের কোনও কাগজে ছাপতে চান। কিন্তু তাঁদের মতবাদের ভ্রান্ততা সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা থাকায় তাঁরা কেউ এই প্রবন্ধ ছাপেন না। ত্রিশ বছর বাদে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধ প্রথম ছাপা হয়।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লেনিন কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। কয়েক বার তাঁর আবেদন পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইন পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান। ঐ বছর আগস্ট মাসে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে যান। তিনি চার বছরের কোর্স এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তৈরী করবার জন্যে পড়াশুনো করতে থাকেন। ৩৩ জন ছাত্র আইন পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনি সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আইন পরীক্ষায় পাস করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে তিনি সামারা সারকিট কোর্টে প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন। সামারায় তিনিই প্রথম মার্ক্‌স্‌বাদী চক্র গ'ড়ে তুলেছিলেন। নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদ, ভ্লাদিমির, সেণ্ট্‌ পিটার্সবার্গ প্রভৃতি শহরের মার্ক্‌স্‌বাদী চক্রগুলির সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মার্ক্‌স্‌বাদী ফেদোসিয়েভ ভ্লাদিমির জেলে আটক ছিলেন। লেনিন তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে যান। যাওয়ার পথে নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদের মার্ক্‌স্‌বাদী চক্রে তিনি

নারোদ্নিকদের মত ও পথের তীব্র সমালোচনা ক'রে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার মস্কো যান। সেখানে নারোদ্নিকদের এক বৈঠকে নারোদ্নিকপন্থী জনপ্রিয় লেখক ভরোন্ত্সভের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামেন এবং ভরোন্ত্সভকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাক ক'রে দেন। ঐ বছর বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে লেনিন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত বই "'জনবন্ধুরা' কি এবং তারা কিভাবে সোস্থাল-ডোমাক্র্যাটদের সঙ্গে যুদ্ধ করে" লেখেন। এতে তিনি কেবল নারোদ্নিক মতবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রেই দেখান না, প্রকৃতপক্ষে এই বইয়ে তিনি রুশদেশের ভাবী মার্ক্স্বাদী পার্টির একটি কার্যক্রম রচনা করেন। এই পুস্তকেই তিনি কৃষক শ্রেণীকে শ্রমিক শ্রেণীর অপরিহার্য সহযোগী ব'লে ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেন যে, কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণীর এই বিপ্লবী সংগ্রামকে সফল করবার জন্যে চাই সমগ্র দেশের বিচ্ছিন্ন মার্ক্স্বাদী চক্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক একটি পার্টি গ'ড়ে তোলা।

মার্ক্স্বাদের বিকৃতি হচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে। পশ্চিম ইউরোপের সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি পার্লামেন্টারী নির্বাচন ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে পার্লামেন্টারী সহযোগিতার পথ নিচ্ছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি মার্ক্স্-বাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের (dictatorship of the Proletariat) বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল। রুশদেশের বহু মার্ক্স্বাদীই এই ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে একদল পরিচিত ছিলেন "আইনানুগ মার্ক্স্বাদী" নামে। এঁরা একদিকে নারোদ্নিকদের বিরোধিতা করছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠতার কথাও প্রচার করছিলেন। এঁদের অন্যতম মুখপত্র ছিলেন পিটার স্ত্র্যুভ। তিনি বলেছিলেন,

"রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের স্বীকার করা উচিত যে, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব আছে এবং সে বিষয়ে পুঁজিবাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নিতে হবে।" রুশদেশের "আইনানুগ মার্ক্‌স্‌বাদীরা" সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বকে বাদ দিয়েই মার্ক্‌স্‌বাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ মার্কস্‌বাদের মূল তত্ত্বকেই তাঁরা করেছিলেন অস্বীকার। লেনিন এই "আইনানুগ মার্ক্‌স্‌বাদীদের" প্রবলভাবে আক্রমণ ক'রে তাঁদের যুক্তি ও তত্ত্বকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নারোদ্‌নিকদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের জন্যে সাময়িকভাবে এঁদের সঙ্গে সমঝওতা করাই শ্রেয় মনে করলেন। ফলে লেনিন, প্লেখানভ, স্ত্র্যুভ প্রভৃতির লেখা কতিপয় প্রবন্ধ একত্র একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লো। জারের সেন্সর বিভাগ এই বই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করলো এবং সরকারের বিশেষ নির্দেশ অনুসারে বইয়ের প্রায় সকল কপিই আগুনে পুড়িয়ে ফেললো। মাত্র একশত কপি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ঐ কপিগুলি রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দল ও চক্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই বইয়ের এক কপি কিশোর বিপ্লবী স্তালিনের হাতে পড়েছিল। লেনিনের লেখা প্রবন্ধটি প'ড়ে স্তালিন স্থির করেছিলেন, "এঁর সঙ্গে যে কোনও উপায়ে হোক, দেখা করতেই হবে।" তাঁর সে সংকল্প একদা সফল হয়েছিল।

শ্রমিক মুক্তি সংগ্রাম সংঘের প্রতিষ্ঠা ঃ

লেনিন এই সময় একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন এবং পিটার্সবার্গের প্রগতিশীল শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। নেভ্‌স্কাইয়া জাস্তাভ অঞ্চলে বহু কলকারখানা ছিল। লেনিন নিজে ঐ অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্‌স্‌বাদ প্রচার

ও মার্কস্‌বাদী শ্রমিক সংগঠন গ'ড়ে তোলার কাজ করতে লাগলেন। এখানেই লেনিনের সঙ্গে বয়স্কদের জন্যে রবিবারের এক নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নাদেঝ্‌দা কন্‌স্তান্তিনোভা ক্রুপস্কাইয়ার পরিচয় হয়। পরে ক্রুপস্কাইয়া লেনিনের যোগ্যা জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন।

রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের আর একটি মারাত্মক ত্রুটিও শীঘ্রই লেনিনের চোখে ধরা পড়লো। মার্ক্‌স্‌বাদীরা মার্ক্‌স্‌বাদের আলোচনা ও মার্ক্‌স্‌বাদের মৌখিক প্রচার করছিলেন, কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদকে শ্রমিকদের সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছিলেন না। এই ত্রুটি দূর করবার জন্যে লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন গ'ড়ে তোলাও রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের আশু-করণীয় ব'লে ঘোষণা করলেন। এ বিষয়ে সেমিয়ান্নিকভ কারখানার (এখনকার লেনিন কারখানার) অন্যতম শ্রমিক আই. ভি. বাবুশ্‌কিন লেনিনের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠলেন। সেমিয়ান্নিকভ কারখানায় শ্রমিকদের মাইনে দিতে ক্রমাগত দেরি হ'তো। তাই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সেখানে ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটে শ্রমিকরা জয়ী হন, তাঁদের ন্যায্য দাবী কর্তৃপক্ষ মেনে নেন। কিন্তু কয়েকজন ধর্মঘটী শ্রমিককে গ্রেফ্‌তার ক'রে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে বিতাড়িত করা হয়। লেনিন অবিলম্বে এর প্রতিবাদ জানানো উচিত মনে করেন। তিনি একটি প্রচারপত্র রচনা করেন এবং সেটি শ্রমিকদের বিভিন্ন চক্রে আলোচিত হ'তে থাকে। তারপর হাতে লিখে এই প্রচারপত্রের বহু কপি শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হয়। এ বিষয়ে বাবুশ্‌কিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রচারপত্র দিয়েই সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়েছিল, বলা চলে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সেন্ট পিটার্সবার্গের নয়া বন্দরে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন দেখা

দেয়। লেনিনের নেতৃত্বে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা অবিলম্বে "ডক শ্রমিকরা কি পেতে চেষ্টা করবেন" নামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এতে ডক শ্রমিকদের কতকগুলি দাবী অবিলম্বে পেশ করবার জন্যে সুপারিশ করা হয়। প্রচারপত্রটি শ্রমিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে। ডক কর্তৃপক্ষ ডক শ্রমিকদের দাবীগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন। শ্রমিকদের মধ্যে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কল্পনাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়। প্রচারপত্রগুলিও শ্রমিকদের সচেতন ক'রে তোলে। কল-কারখানার শ্রমিকদের উপর নিত্য নূতন জরিমানা মালিকদের হাতে শোষণের একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। লেনিন এ বিষয়ে শ্রমিকদের সতর্ক ও সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে একটি প্রচারপত্র রচনা করেন। প্রচারপত্রটির নাম ছিল "কলকারখানার শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা।" এটিও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করে। এইভাবে লেনিনের নেতৃত্বে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা ব্যাপকভাবে শ্রমিক আন্দোলন গ'ড়ে তোলার কাজে অগ্রণী হ'তে থাকেন।

কিন্তু এই সময়ে একদল মার্ক্স্‌বাদী ছিলেন, তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনকে কেবল তাদের অর্থনৈতিক দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের মতাবলম্বীরা পরিচিত ছিলেন "অর্থনীতিবাদী" নামে। অর্থনীতিবাদের সূত্রপাত থেকেই লেনিন তার প্রবল বিরোধিতা করতে থাকেন—কেবল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভও যে শ্রমিক শ্রেণীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, লেনিন সেকথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সেন্ট পিটার্সবার্গে সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, কিয়েভ ও ভিল্‌নার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট দলগুলির

প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। এই সভায় লেনিন অর্থনীতিবাদের বিরোধিতা করেন। ব্যাপকতরভাবে আন্দোলন গ'ড়ে তোলা এবং "শ্রমিক মুক্তি" দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবার কথাও এই সভায় আলোচিত হয়। এই সভায় দুইটি দল সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে—একটি বিপ্লবী দল, অপরটি সুবিধাবাদী দল। ফলে "শ্রমিক মুক্তি" দলের সঙ্গে আলোচনার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে কাকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে সভা একমত হ'তে পারে না। শেষে দুজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়। সেণ্ট পিটার্সবার্গের সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটরা লেনিনকেই তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লেনিন সুইজারল্যাণ্ড যান। সেখানে প্রবীণ মার্ক্স্‌বাদী প্লেখানভের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। লেনিন ওখানে একযোগে আন্দোলন চালানো সম্পর্কে প্লেখানভ ও "শ্রমিক মুক্তি" দলের অন্যান্য নেতার সঙ্গে একটি বোঝাপাড়া করেন। শ্রমিকদের জন্যে কিছু কিছু পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কেও লেনিনের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে "রাবোৎনিক" (শ্রমিক) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।

অবশ্য, প্লেখানভের সঙ্গে আলোচনা ক'রে লেনিন দেখলেন, নীতিগত ও কৌশলগত ভাবে তাঁদের মতভেদ আছে অনেক। উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্লেখানভ শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগী ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যপক্ষে, কৃষকদের সহযোগিতায় তাঁর আস্থা ছিল না। কিন্তু উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতি লেনিনের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না এবং কৃষক শ্রেণীকেই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর যোগ্য সহযোগী ব'লে মনে করতেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কতকগুলি নীতি সম্পর্কেও তাঁদের মতদ্বৈধ ছিল। অবশ্য, লেনিনের

চেষ্টায় তাঁদের এই মতবিরোধ ঐ সময় "শ্রমিক মুক্তি" দল ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতার পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

সুইজারল্যাণ্ডে লেনিন প্রায় দেড় মাস কাল ছিলেন। তারপর দুমাস তিনি প্যারিসে ও বের্লিনে কাটান। সেখানে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং রুশদেশে পাওয়া যায় না মার্ক্স্ ও এংগেল্সের এমন সব রচনা তিনি সংগ্রহ ও পাঠ করেন। এংগেল্স্ এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তাই লেনিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, তবে তিনি মার্ক্সের জামাতা পল লাফার্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে, লেনিনের দেশে ফেরবার অল্প দিন আগে, এংগেল্সের মৃত্যু হয়। লেনিন "ফেড্রেরিখ এংগেল্স্" নামে এংগেল্সের উপর একটি শোক-নিবন্ধ রচনা করেন। ঐ নিবন্ধটি "রাবোৎনিক" পত্রিকায় ছাপা হয়। এংগেল্সের সম্পর্কে এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত রচনাটির তুলনা মেলে না।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর লেনিন দেশে ফিরলেন। অবিলম্বে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ মার্ক্স্বাদী পার্টি গঠনের কাজে মন দিলেন এবং প্রথম পদক্ষেপরূপে সেণ্ট পিটার্সবার্গের মার্ক্স্বাদী চক্রগুলিকে (ঐ সময় সেগুলি সংখ্যায় ছিল প্রায় বিশটি) "শ্রমিক মুক্তি সংগ্রাম সংঘ" (League of Struggle for the Emancipation of the Working Class) নামে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুললেন।

"শ্রমিক মুক্তি সংগ্রাম সংঘ" শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেণ্ট পিটার্সবার্গের থর্ন্টন্স্ মিল্সে (এই কারখানার মালিক ছিলেন ইংরেজ) শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটে "সংগ্রাম সংঘ" নেতৃত্ব করে। লেনিন পর পর কতকগুলি প্রচারপত্র লেখেন।

সেগুলিতে তিনি অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীও সংযুক্ত ক'রে দেখান। পর পর আরও কতকগুলি ধর্মঘটে "সংগ্রাম সংঘ" নেতৃত্ব করে। ক্রমেই সংগ্রাম সংঘের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সেণ্ট পিটার্সবার্গে কাপড়ের কারখানায় যে বিরাট ধর্মঘট হয়, তাতে এই সংঘের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলেই অনুভব করেন।

রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠা ঃ

লেনিন সংঘের কার্যকলাপকে কেবল সেণ্ট পিটার্সবার্গেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী একটি রাজনৈতিক সংস্থা গ'ড়ে তুলতে চাইলেন। গত দু বছরে তিনি এ বিষয়ে অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছিলেন। মস্কো, কিয়েভ, ভ্লাদিমির, ইয়ারোস্লাভ্‌ল্, ইভানোভো-ভোজ্‌নেসেন্স্ক্, ওরেখোভো-জুইয়েভো, নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদ, সামারা, সারাটভ, ওরেল, ৎভের, মিন্স্ক্ ও ভিল্‌নার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট সংস্থাগুলির সঙ্গে "শ্রমিক সংগ্রাম সংঘ" ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এই যোগাযোগকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি সংবাদপত্রের—যে সংবাদপত্র শ্রমিক শ্রেণীর আশু দাবী ও চরম লক্ষ্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রচার চালাতে পারবে। একটি সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থাও করলেন লেনিন। সংবাদ-পত্রের নাম দেওয়া হ'লো "রাবোচিইয়ে দিয়েলো"—শ্রমিকের দাবী। প্রথম সংখ্যার লেখাগুলি প্রকাশের জন্য প্রেসে গেলো। কিন্তু লেনিনের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার আগেই জারের পুলিস সংগ্রাম সংঘের উপর পড়লো ঝাঁপিয়ে। বহুসংখ্যক সহকর্মী সহ লেনিন গ্রেফ্‌তার হলেন।

সংগ্রাম সংঘের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হ'লো। মামলা চললো

চোদ্দ মাস ধ'রে। এই চোদ্দ মাস লেনিন কারারুদ্ধ রইলেন। কিন্তু কারাগারেও তিনি নীরব বা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। এই সময়ে তিনি "ধর্মঘট" নামে একটি পুস্তিকা এবং "সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কার্যক্রম সম্পর্কে একটি খসড়া ও আলোচনা" রচনা করেন। এগুলি তিনি বইয়ের দুই লাইনের ফাঁকে দুধ দিয়ে লিখতেন; বইগুলি জেলের বাইরে পাঠানো হ'লে তাঁর সহকর্মীরা তা থেকে পাঠোদ্ধার ক'রে ছাপার ব্যবস্থা করতেন।

জেলে থেকেই লেনিন সংবাদ পান, সংগ্রাম সংঘের কার্যকলাপ ফলপ্রসূ হয়েছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সেণ্ট পিটার্সবার্গের কাপড়ের কলের ত্রিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ জানুয়ারি তারিখে "সংগ্রাম সংঘের" মামলার রায় বেরুলো। লেনিন তিন বছরের জন্যে পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলেন। ইয়েনিসেইস্ক্ প্রদেশের মিনুসিন্স্ক্ জেলার শুশেন্স্কোয়ে গ্রামে তিনি অন্তরীণ রইলেন। এখানে থাকবার সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ" রচনা করেন। নাদেঝ্দা ক্রুপ্স্কাইয়াও "সংগ্রাম সংঘের" মামলায় নির্বাসিতা হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নির্বাসনকাল লেনিনের সঙ্গে কাটাবার জন্যে অনুমতি পান এবং অবিলম্বে শুশেন্স্কোয়েতে চলে আসেন। এখানে তাঁরা দুজনে মিলে সিড্নী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের অমর গ্রন্থ "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস" (History of Trade Unionism) অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও লেনিন বহু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। সেগুলিতে তিনি সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট পার্টির কার্যক্রম রচনা এবং নারোদ্নিক, "আইনানুগ মার্কস্বাদী" ও "অর্থনীতিবাদীদের" কঠোর সমালোচনা করেন।

বর্তমান অবস্থায় সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস বা সম্মেলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। লেনিন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের

শেষে "রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কর্তব্য" নামে পুস্তিকাটি রচনা করেন। পুস্তিকাটি জেনেভায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রমিক মুক্তি" দলের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিন্‌স্কে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কংগ্রেসে পার্টির প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই হয় না। প্রকাশের বিলম্বের ফলে ঐ কংগ্রেসে লেনিন-রচিত "রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কর্তব্য" পুস্তিকাখানির উত্থাপন ও আলোচনা সম্ভব হয় না। কংগ্রেসের জন্যে বিশেষভাবে লেনিন কার্যক্রমের যে খসড়া রচনা করেছিলেন, তাও কংগ্রেসে উত্থাপিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেস কোনও কার্যক্রম গ্রহণ করে না। ফলে কংগ্রেস নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হ'লেও সমগ্র রুশদেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মার্ক্‌স্‌বাদী চক্র ও সংগঠন-গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা হয় না। কংগ্রেসে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গৃহীত না হওয়ায় মার্ক্‌স্‌বাদকে বিকৃত করবার প্রবণতা এবং নানারকম সুবিধাবাদ দেখা দেয়। শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে কেবল অর্থনৈতিক দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা চলতে থাকে। লেনিন সুদূর সাইবেরিয়ায় থেকেও এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। তিনি মিনুসিন্‌স্ক্‌ জেলায় নির্বাসিত সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে একটি সভা করেন। এই সভায় শ্রমিক শ্রেণীকে মার্ক্‌স্‌বাদের বিপ্লবী পথ থেকে বিচ্যুত ক'রে বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে "অর্থনীতিবাদীদের" ঘৃণিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে একটি "প্রতিবাদ" ঘোষিত হয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লেনিনের "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ" বইখানি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে লেনিন "ভ্লাদিমির ইলিইন" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

কেবল রুশদেশে নয়, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও মার্ক্‌স্‌বাদের এইরূপ বিকৃতি ঘটছিল এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত ক'রে শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা চলছিল। এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন জার্মানিতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর "সমাজবাদের ভূমিকা" (Premises of Socialism) গ্রন্থে এই মতবাদই প্রচার করেছিলেন। তাই লেনিনের এই "প্রতিবাদ" খুবই কালোপযোগী হয়েছিল। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মার্ক্‌স্‌বাদকে বিকৃত করবার যে প্রবণতা ছিল, এই "প্রতিবাদ" তার উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

লেনিনের দণ্ডকাল শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি এখন একটি পুরোপুরি বিপ্লবী পার্টি গ'ড়ে তোলার কথা ভাবছিলেন। এই পরিকল্পনা তিনি সুস্পষ্টরূপে তাঁর "আমাদের কর্মসূচী", "আমাদের আশু কর্তব্য" এবং "একটি জরুরী সমস্যা" নামে তিনটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। "রাবোচাইয়া গাজেতা" (শ্রমিক গেজেট) পত্রিকাকেই প্রথম কংগ্রেসে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কেন্দ্রীয়-পত্রিকা ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। ঐ পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে লেনিন ঐ প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন।

অবশেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ জানুয়ারি তারিখে লেনিন মুক্তি পেলেন। পুলিস তাঁকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো বা অন্য কোনও শিল্পাঞ্চলে থাকতে দিলো না। তাই তিনি সেণ্ট পিটার্স-বার্গের কাছাকাছি থাকবার ইচ্ছায় প্স্কভে এসে বাসা বাঁধলেন। ফলে প্স্কভই এখন বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সদর দফ্‌তর হয়ে উঠলো। লেনিন সমগ্র রুশদেশের জন্যে একটি মার্ক্‌স্‌বাদী সংবাদপত্র প্রকাশের সংকল্প নিয়েই নির্বাসন থেকে

ফিরেছিলেন। তিনি এখন এই সংকল্প কার্যে পরিণত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি রিগা, পদোল্স্ক্, নিঝ্নি-নভ্গরদ, উফা, কাজান, সামারা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান পর্যটন ক'রে তাঁর এই সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থন সংগ্রহ করলেন। তিনি দুবার গোপনে সেণ্ট পিটার্সবার্গেও গেলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারে পুলিস তাঁকে গ্রেফ্তার করলো। লেনিনের কাছে বৈদেশিক সংগঠন ও সমর্থকদের নামের একটি তালিকা ছিল। ঐ তালিকা কতকগুলি চালানের উপর অদৃশ্য কালিতে লেখা থাকায় সেযাত্রা পুলিসের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাশিয়ায় থাকা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ ছিল না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জারের পুলিস বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার কর্নেল জুবাতভ্ এই মর্মে সদরে রিপোর্ট পাঠান যে, "বর্তমানে বিপ্লবী আন্দোলনে উলিয়ানভের (লেনিনের) চেয়ে বড় আর কেউ নেই। বিপ্লবের দেহ থেকে এই মস্তককে ছিন্ন করাই এখন অবশ্যকর্তব্য।" অর্থাৎ লেনিনকে হত্যা করবার কথাও পুলিস ভাবছিল। লেনিন নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই সংবাদপত্র প্রকাশ ও বিতরণের প্রারম্ভিক সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন ক'রে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে তিনি গোপনে দেশত্যাগ করলেন। এরকম দেশত্যাগ তাঁকে একাধিক বার করতে হয়েছিল। এবারে তিনি পাঁচ বছরেরও বেশী সময় দেশের বাইরে ছিলেন।

ইস্ক্রার প্রকাশ :

বিদেশে গিয়েই লেনিন জেনেভায় প্লেখানভ, আক্সেলরদ, জাস্থলিচ্ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত সর্ব-রুশ রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অনেক মতদ্বৈধতার

পরে অবশেষে প্লেখানভ ও তাঁর অনুগামীরা লেনিনের পরিকল্পনা মেনে নিলেন। জার্মানির মিউনিক থেকে এই সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হ'লো। সংবাদপত্রের নাম হ'লো "ইস্ক্রা" বা স্ফুলিঙ্গ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ইস্ক্রার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'লো। ইস্ক্রার ললাটে সংকল্পবাক্যরূপে মুদ্রিত হ'লো এই কথাগুলি—"এই স্ফুলিঙ্গই একদিন অগ্নিশিখা প্রজ্বালিত করবে।"

লেনিন ছিলেন ইস্ক্রার প্রাণস্বরূপ। তিনি ইস্ক্রার প্রত্যেকটি সংখ্যা আগাগোড়া সম্পাদন করতেন, অধিকাংশ রচনা লিখতেন, কি কি বিষয়ে লেখা হবে সেগুলি বাৎলে দিতেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে প্রুফ দেখতেন, কিভাবে গোপনে নিয়মিত কাগজগুলি রুশদেশে চালান ও বিতরণ করা হবে, তার সকল ব্যবস্থা করতেন। কেবল তাই নয়, পত্রিকা যাতে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়, তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। বস্তুত, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিয়মিত যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা তাঁর মতো অসামান্য প্রতিভার পক্ষেই ছিল সম্ভব। লেনিনের কাছে, ইস্ক্রা কেবল প্রচারপত্র ছিল না, ইস্ক্রা ছিল সংগঠক। দেশময় গোপনে ইস্ক্রার বিতরণ ও পাঠচক্রের মাধ্যমেই দেশে যে এক ব্যাপক সংগঠন গ'ড়ে উঠবে, সে বিষয়ে লেনিন নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই একটি শক্তিশালী বিপ্লবী পার্টি গঠনের জন্যে ইস্ক্রার মতো সংবাদপত্র ছিল অপরিহার্য। ইস্ক্রা যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনও ক্রমেই ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। বিক্ষোভ ও ধর্মঘট শুরু হয়েছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে। শ্রমিকরা অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীও উত্থাপন করছিল। সুতরাং ইস্ক্রার ছিল পথনির্দেশক ও সংগঠকের ভূমিকা। প্রকৃত মার্ক্স্‌বাদী পার্টির সংগঠন ও কর্মসূচী কি হবে, সে সম্পর্কে ইস্ক্রার চার নম্বর সংখ্যায়

(মে, ১৯০১) লেনিন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "কোথায় শুরু করতে হবে" লেখেন। পর বৎসর মার্চ মাসে তিনি এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত বিষয়গুলি আরো বিশদভাবে আলোচনা ক'রে প্রকাশ করেন তাঁর সুবিখ্যাত বই—"কি করতে হবে ?"

লেনিন প্রায় দেড় বৎসর কাল মিউনিকে ছিলেন। ঐ সময়ই তিনি সর্বপ্রথম "লেনিন" এই ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। এই নামের অন্তরালে থেকে তিনি যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার করেন, তা-ই অদূর ভবিষ্যতে রুশদেশে একটি বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি সংগঠিত করতে এবং সেই পার্টির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সাফল্যমণ্ডিত বিপ্লব সংঘটিত করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলে "লেনিন" নামটি হয়েছিল অমর—এই নামেই অমর হয়েছিলেন ভ্লাদিমির ইলিইচ্‌ উলিয়ানভ।

বল্‌শেভিক ও মেনশেভিক দল ঃ

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জার্মান ও রুশ গোয়েন্দা পুলিস ইস্‌ক্রার গোপন কার্যালয় সম্পর্কে কিছুটা হদিশ পেলো। ফলে জার্মানি থেকে অবিলম্বে কার্যালয় স্থানান্তরের প্রশ্ন উঠলো। নূতন কার্যালয় কোথায় হবে, এ নিয়ে প্লেখানভ ও আক্‌সেলরদের সঙ্গে লেনিনের মতবিরোধ ঘটলো। প্লেখানভ ও আক্‌সেলরদ চাইলেন জেনেভায় এবং লেনিন চাইলেন লণ্ডনে ইস্‌ক্রার কার্যালয় স্থানান্তরিত করতে। কেবল এ বিষয়ে নয়, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—মার্ক্‌স্‌বাদের তত্ত্ব ও বিপ্লবের কার্যক্রম সম্পর্কেও—প্লেখানভ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে লেনিনের মতবিরোধ ঘটছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে লেনিন একটি প্রবন্ধে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু প্লেখানভ উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সহযোগী ব'লেই মনে করতেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মতবিরোধ চূড়ান্ত অবস্থায় এলো—পার্টির কর্মসূচী নিয়ে। রাশিয়ার বিপ্লবী কর্মীরা সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস বা সম্মেলন সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করছিল। কিন্তু পার্টির কর্মসূচী ছাড়া কংগ্রেসের কোন অর্থই হয় না। লেনিন পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে দীর্ঘকাল চিন্তা করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে সুচিন্তিত একাধিক রচনাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ইস্ক্রার সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় কর্মসূচীর খসড়া রচনার ভার পড়লো প্লেখানভের উপর। প্লেখানভ খসড়া রচনা করলেন। কিন্তু খসড়াটি এতোই ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, লেনিন মন্তব্য করলেন, "এটি রুশ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্যক্রম নয়—এটি পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটি পাঠ্যপুস্তক।" প্রধানতম ত্রুটি এই ছিল যে, এতে মার্ক্‌স্‌বাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সর্বহারার একনায়কত্বকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এতে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ও পার্টির প্রোলেটারিয়ান চরিত্রের উপরও জোর দেওয়া হয় নি। শ্রমিক শ্রেণী এবং যারাই পরিশ্রম ক'রে জীবিকা অর্জন করে, সেই ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যও লক্ষ্য করা হয় নি।

যাই হ'ক, লেনিনের চেষ্টায় পার্টির কার্যক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পেলো। কিন্তু প্লেখানভ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে অন্য একটি কারণে লেনিনের মতভেদ এসে পৌঁছলো চরম পর্যায়ে। "ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটদের কার্যক্রম" নামে লেনিন একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি দেশের ভূমিতে কৃষকদের অধিকার ও ভূমির জাতীয়করণ সম্পর্কে আন্দোলন করবার কথা বলেছিলেন। প্লেখানভ ও তাঁর অনুগামীরা লেনিনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলেন। ফলে ইস্ক্রার সম্পাদকীয় বিভাগে দুইটি বিরোধী দলের উৎপত্তি হ'লো।

লেনিন এই সময় ছিলেন লণ্ডনে। সেখানে ইস্‌ক্রার সম্পাদনার কাজ ছাড়া পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তুতির কাজেও তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। কারণ, পার্টিতে যে মতবিরোধ ও বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছিল, তা দূর করবার জন্যে আবার পার্টি কংগ্রেসের প্রয়োজন একান্তভাবে দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া রাশিয়াতেও রাজনৈতিক অবস্থায় নানারকম পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সোস্যালিস্ট রিভোল্যুশনারি পার্টি নামে একটি পেটি-বুর্জোয়া পার্টি গঠিত হয়েছিল। ঐ বছর "মুক্তি দল" (Emancipation Group) নামেও একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—এই দলই পরে পরিণত হয়েছিল গঠনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রী দলে (Constitutional-Democratic Party). প্রথমে বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ শহরে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানকার পুলিস নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলো। তাই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই লণ্ডনেই দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো।

অধিবেশন চললো তিন সপ্তাহেরও অধিক কাল ধ'রে। পার্টির সাংগঠনিক নিয়মাবলী নিয়ে কংগ্রেসে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিলো। লেনিন চাইলেন সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ক'রে শ্রমিকদের একটি বিশুদ্ধ পার্টি গ'ড়ে তুলতে। তাই তিনি পার্টির সদস্যপদের জন্যে কয়েকটি শর্ত আরোপ করলেন: পার্টির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; পার্টিকে অর্থ সাহায্য দিতে হবে; এবং পার্টির কোন-না-কোন সংগঠনে কাজ করতে হবে। কিন্তু মার্তভ, আক্‌সেলরদ, জাস্যুলিচ্, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি নেতারা শেষ শর্তটির বিরোধিতা করতে লাগলেন। অথচ লেনিন এই শর্তটির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ, এই শর্ত না থাকলে

সুবিধাবাদীরা পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়বে এবং পার্টিতে নিয়ানুবর্তিতা ও পার্টির সুদৃঢ় সংঘবদ্ধতা বিনষ্ট হবে। মার্তভ ও তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও লেনিনই শেষে জয়ী হলেন। লেনিনের সমর্থকরাই পার্টির কেন্দ্রীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। লেনিনের সমর্থকদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাঁরা "বল্‌শেভিক" (রুশ "বল্‌শিন্‌স্ত্‌ভো" শব্দের অর্থ সংখ্যাধিক্য) নামে পরিচিত হলেন। লেনিনের বিরোধিরা ছিলেন সংখ্যাল্প। তাই তাঁরা রুশ শব্দ "মেন্‌শিন্‌স্ত্‌ভো" বা সংখ্যাল্পতা থেকে অভিহিত হলেন "মেন্‌শেভিক নামে। এইভাবে রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি দুটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। পার্টির মধ্যে এই দুই দলের বিরোধিতা ক্রমেই তীব্রতর হ'তে লাগলো।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্‌টোবর মাসে প্রবাসী রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস হ'লো। তাতে মার্তভ, ট্রট্‌স্কি, আক্‌সেলরদ প্রভৃতি মেন্‌শেভিকরা সংখ্যাধিক্য অর্জন করলেন এবং লেনিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে লাগলেন। লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিকরা ঐ কংগ্রেসের অধিবেশন ত্যাগ করলেন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে পার্টির বিধিবহির্ভূত ব'লে ঘোষণা করলেন। প্লেখানভ পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ক্রমেই মেন্‌শেভিকদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। লেনিনের চেষ্টায় ইস্‌ক্রার সম্পাদক-সভা থেকে মেন্‌শেভিকরা বিতাড়িত হয়েছিলেন। এখন প্লেখানভ তাঁদের আবার সম্পাদক-সভায় আনতে চাইলেন, অন্যথায় সম্পাদক-সভা থেকে পদত্যাগের ভয় দেখালেন। এই অবস্থায় লেনিন ইস্‌ক্রার সম্পাদক-সভা থেকে পদত্যাগ ক'রে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিজেদের শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাইলেন। লেনিনের

পদত্যাগের পর প্লেখানভ মার্তভ, আক্সেলরদ, জাসুলিচ্ ও পেত্রোসভকে—চারজনই মেন্‌শেভিক—সম্পাদক-সভায় নিলেন। এইভাবে লেনিনের ইস্‌ক্রা মেন্‌শেভিকদের ইস্‌ক্রায় পরিণত হ'লো। মেন্‌শেভিকরা ইস্‌ক্রা অধিকার ক'রে লেনিন ও বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলো। লেনিন একটি সংবাদপত্রের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিছুটা অসুবিধায় পড়লেন। তবে তিনি সমগ্র রাশিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট কর্মীদের সঙ্গে অবিরাম ব্যক্তিগত পত্রালাপে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখলেন। এই সময় স্তালিন ছিলেন পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত। তাঁর সঙ্গেও লেনিনের পত্রালাপ হ'লো। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির এই দুর্দিনে এই দুই মহান্ প্রতিভার যোগাযোগ সোভিয়েত দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিন্তু ব্যক্তিগত পত্রালাপই যথেষ্ট ছিল না। মেন্‌শেভিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্যে লেনিন এই সময় (৬ই মে, ১৯০৪) প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত বই "এক পা এগোয়, দু পা পেছোয়" (One Step Forward, Two Steps Back). পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বল্‌শেভিকদের প্রাধান্য ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে তাও রইলো না। মেন্‌শেভিকরা তাও দখল করলো। এই সময় রুশ-জাপ যুদ্ধ বাধায় পার্টির সংহতি রক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই লেনিন ও বল্‌শেভিকরা পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। স্তালিন সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ককেসাস অঞ্চলের বল্‌শেভিকরা কংগ্রেসের আশু অধিবেশনের জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। লেনিনের চেষ্টায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হ'লো "ভ্‌পেরিয়দ্" (আগে চলো) নামে বল্‌শেভিকদের একটি পত্রিকা। কিন্তু পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু

হওয়ার আগেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাশিয়ায় শুরু হ'লো বিপ্লব—প্রথম বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

রুশ-জাপ যুদ্ধের কারণ ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুঁজিবাদ তার শেষ দশায় অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হয়েছিল। ফলে পৃথিবীকে পুনরায় ভাগ ক'রে নেওয়ার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে শুরু হয়েছিল অসম্ভব রকমের প্রতিযোগিতা। চীনদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ভূভাগ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য। এই প্রতিযোগিতায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদও একটি প্রধান অংশীদার ছিল। ১৮৯৪-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে জাপানের যে যুদ্ধ হয়, তাতে চীন পরাজিত হয়েছিল। সন্ধির শর্ত হিসাবে জাপানকে চীন প্রচুর ক্ষতিপূরণ, পোর্ট আর্থার ও কোরিয়া সহ লিয়াও-তুং উপদ্বীপ এবং মাঞ্চুরিয়ার উপকূলভাগ ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল।

কিন্তু রাশিয়ার নিজের মতলব ছিল এই অঞ্চলগুলি হস্তগত করবার। তাই সে জার্মানি ও ফ্রান্সের সাহায্যে জাপানকে চাপ দেওয়ায় জাপান সন্ধির শর্ত থেকে ঐ সকল অঞ্চলের উপর তার দাবী প্রত্যাহার করেছিল এবং ঐ সকল অঞ্চল চীনের শাসনাধীন ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জারের অর্থসচিব কাউন্ট উইট চীনা পূর্ব রেল-পথ নির্মাণের জন্যে চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। ভ্লাদিভস্তকে যাওয়ার দূরত্ব কমাবার জন্যে ঐ রেলপথ উত্তর মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়েই নির্মাণ করা হবে, স্থির হয়। এই রেলপথ নির্মাণের ফলে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় রাশিয়ার অধিকার বিস্তারের পথ সুগম হ'লো। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া লিয়াও-তুং ও পোর্ট আর্থার ইজারা নিলো। ফলে রাশিয়া পূর্বদিকে সমুদ্রে নির্গমনের একটি পথ

পেলো। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে হারবিন থেকে পোর্ট আর্থার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের ব্যবস্থাও রাশিয়া দ্রুততর করলো।

অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও—জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—নীরব ছিল না। জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে কিয়াওচাউ বন্দর অধিকার করেছিলেন। বৃটেন অধিকার করেছিল ওয়েইহাইওয়েই বন্দর। ফ্রান্স চীনকে বঞ্চিত ক'রে ইন্দোচীনে সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে নিজেদের অধিকার বিস্তারের সুযোগলাভের প্রত্যাশায় "মুক্ত দ্বারের" নীতির জন্যে চেঁচামেচি করছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের দুঃসহ শাসনের বিরুদ্ধে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে "মুষ্টিযোদ্ধা বিদ্রোহ" ঘটেছিল। বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে রাশিয়া সহ সাম্রাজ্যবাদীদের মিলিত বাহিনী পিকিং অধিকার ও লুণ্ঠন করেছিল এবং বিদ্রোহ-দমন-কালে রুশ বাহিনী চীনা পূর্ব রেলপথ সংরক্ষণের ছলে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিকার করেছিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস একদল দুঃসাহসী বণিককে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে অবস্থিত কোরিয়ার ইয়ালু নদীর তীরে কাঠের ব্যাবসা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটিকে কোরিয়া অভিযানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করবার মতলব ছিল তাঁর। পোর্ট আর্থারকেও দ্রুত নৌদুর্গে পরিণত করা হয়েছিল এবং এখানে একটি শক্তিশালী নৌঘাঁটি গ'ড়ে তুলবার জন্যে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় রুশ নৌবহর গ'ড়ে তোলা হচ্ছিল। সেজন্যে জার সরকার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ন' কোটি রুবল ব্যয়-বরাদ্দ করেছিল।

রাশিয়ার এই অভিসন্ধি সম্পর্কে জাপান সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল। রাশিয়ার অধিকার বিস্তারকে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলিও প্রীতির চক্ষে দেখছিল না। তাই জাপানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড সামরিক মৈত্রী করলো। ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে

আর্থিক সাহায্য দিতে লাগলো। জার্মানি লোক দিয়ে জাপানকে আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুললো। কেবল তাই নয়, জার্মানি জাপানকে আধুনিক ও উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত করলো। এক কথায়, সামরিক দিক থেকে জাপান প্রস্তুত হয়ে উঠলো। কেবল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া থেকে রাশিয়াকে বিতাড়িত করা নয়, রাশিয়ার সাখালিন দ্বীপ, চীনদেশ ও সমগ্র রুশ পূর্বাঞ্চল অধিকার করা ছিল জাপানের লক্ষ্য।

পূর্ব সীমান্তে একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে রাশিয়াও সচেতন ছিল। এই রকম একটি যুদ্ধ এবং তাতে জয়লাভ আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় ব'লে জারের কোনও কোনও মন্ত্রী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যেই হ'ক বা জাপানের শক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই হ'ক, রাশিয়া যুদ্ধের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুললো না। তাই রুশ-জাপ যুদ্ধ যখন বাধলো, তখন তার ফলাফল হ'লো ভয়ংকর।

পোর্ট আর্থারের পতন :

রাশিয়া প্রস্তুত নয় জেনেই জাপান অকস্মাৎ অতর্কিতে তাকে আঘাত করবার সংকল্প করলো। পোর্ট আর্থারে রুশ যুদ্ধ-জাহাজ-গুলির সংস্থান সম্পর্কে তথ্য জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ গোয়েন্দার সাহায্যে সংগ্রহ করেছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারি তারিখে রাত্রিতে যখন রুশ নৌবাহিনীর সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রধান নৌসেনাপতি অ্যাড্‌মিরাল স্টার্কের স্ত্রীর জন্মদিনের উৎসবে মত্ত ছিলেন, তখন জাপানী ডেস্ট্রয়ারগুলি যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই রাত্রির অন্ধকারে চুপিচুপি পোর্ট আর্থারের যেখানে রুশ যুদ্ধ জাহাজগুলি নোঙর ক'রে ছিল, সেখানে পৌঁছলো এবং তিনটি রুশ জাহাজকে

উড়িয়ে দিলো। পরদিন প্রভাতে সমুদ্র থেকে জাপানীরা পোর্ট আর্থারের উপর গোলা বর্ষণ করতে লাগলো। তাতে আরও চারটি যুদ্ধ-জাহাজ জখম হ'লো। ঐদিন কোরিয়ার চে-মুল-পো বন্দর থেকে সমুদ্রে যাওয়ার পথে আরও ছুটি রুশ রণপোত জাপানী নৌবহরের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো। এইভাবে অতর্কিত আক্রমণে রুশ নৌবহরকে ছুর্বল ক'রে দিয়ে জাপানীরা সমুদ্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করলো।

জলে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে স্থলেও যুদ্ধ বাধলো। ভ্লাদিভস্তকের সৈন্য ও রসদ থেকে পোর্ট আর্থারকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে জাপানীরা অবরোধ ব্যবস্থা গ'ড়ে তুললো। কিন্তু এই অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্যে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের যে তৎপরতার প্রয়োজন ছিল, তা দেখা গেল না। মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্যদের জড়ো করবার কাজ অতি মন্থর গতিতে চললো। গ্রেট সাইবেরিয়ান রোড ধ'রে হাজার হাজার মাইল দূরে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠাবার কাজ সহজ ছিল না। বইকাল হ্রদের কাছে রেলপথ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে লোক ও মালপত্র প্রথমে নৌকোয় বা বরফভাঙা জাহাজে এবং পরে ঘোড়ায় বা ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া, নৌবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাও যথেষ্ট ছিল না। মেশিন গান, রাইফেল ও গোলাগুলীর ছিল অভাব। পাহাড় থেকে যুদ্ধ করবার উপযোগী হাল্কা কামান এবং হাত-বোমাও ছিল না। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল অতি সামান্য। এই অবস্থা ও অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবের ফলে রুশ সৈন্যদের অসামান্য সাহস ও বীরত্ব সত্ত্বেও যুদ্ধে রুশ বাহিনীর বার বার পরাজয় ঘটছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ কিন্তু প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা করলেন না। স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল

কুরোপাৎকিন সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রের বদলে কয়েক গাড়ি সাধুসন্তদের মূর্তি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব যেমন সৈন্যদের বিক্ষুব্ধ করছিল, তেমনি গৃহ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

পোর্ট আর্থার সমুদ্রের দিক থেকে অবরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এখন পোর্ট আর্থারের নৌবহরের সেনাপতিত্ব অ্যাড্‌মিরাল মাকারভের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি যুদ্ধে অসামান্য নৈপুণ্য, সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ মার্চ তারিখে একটি নৌযুদ্ধের সময়ে পাঁচশত সৈন্য সহ জলমগ্ন হয়ে মারা গেলেন। তাঁর রণতরীতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভেরেশ্চাগিন ছিলেন। তিনিও জলমগ্ন হলেন। যুদ্ধ-দৃশ্য অঙ্কনে ভেরেশ্চাগিন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইয়ালু নদীর তীরবর্তী চিউ-লিয়েন-চেং-এর কাছে একটি যুদ্ধে বিশ হাজার সৈন্যের একটি রুশ বাহিনী জাপানীদের হস্তে পরাজিত হ'লো। এই বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের অগ্রগমন প্রতিরোধের কাজে নিযুক্ত ছিল। এই বাহিনীর পরাজয়ের ফলে জাপানীরা মে মাসে পোর্ট আর্থার ও মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলো। এখন পোর্ট আর্থার জল ও স্থল উভয় দিক থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। আশি হাজার সৈন্যের একটি জাপ বাহিনী পোর্ট আর্থারের উপর আক্রমণ চালাতে লাগলো। আরও একটি বাহিনী উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার ভেতরে ঢুকে পড়লো। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রুশ নৌবহর অবরোধ ভেদ ক'রে ভ্লাদিভস্তকে যাওয়ার

জন্যে জাপানী নৌবহরকে আক্রমণ করলো। রুশ যুদ্ধ জাহাজগুলি অসীম বীরত্বের পরিচয় দিলেও সংখ্যাল্পতার ফলে জাপানী নৌবহরের কাছে হার মানতে বাধ্য হ'লো। রুশ নৌবহরের যে সকল জাহাজ অবরোধ ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল, সেগুলি আশ্রয়ের সন্ধানে নিরপেক্ষ বন্দরের উদ্দেশে ছড়িয়ে পড়লো। বাকী জাহাজগুলি পোর্ট আর্থার বন্দরে ফিরে গেলো।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লিয়াও-ইয়াং-এর কাছে কয়েকদিন ধ'রে যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধে রুশ বাহিনী অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে জাপানীদের প্রতিরোধ করেছিল। কেবল তাই নয়, রুশ বাহিনীর তীব্র আক্রমণে জাপানীরা হটে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু রুশ স্থল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কুরোপাৎকিনের নিবুদ্ধিতায় তা সম্পূর্ণরূপে পণ্ড হ'লো। তিনি এক ভুল সংবাদের উপর ভিত্তি ক'রে যথেষ্ট রিজার্ভ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ রুশ বাহিনীকে পিছু হটতে আদেশ দিলেন। এইভাবে রুশ বাহিনী একটি সুনিশ্চিত জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লো। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে শাহো নদীর তীরে প্রায় দু সপ্তাহ ধ'রে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'লো। এই যুদ্ধেও রুশ সৈন্যেরা অসামান্য রণনৈপুণ্য দেখালো, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের নিবুদ্ধিতায় পরাজিত হ'লো।

পোর্ট আর্থার বীরত্বের সঙ্গে এগারো মাস কাল শত্রুর প্রতিরোধ ক'রে চললো। জেনারেল কন্দ্রাতেংকোর নেতৃত্বে অবরুদ্ধ সৈন্যেরা দুর্গরক্ষার জন্যে সকল দিক থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাদের মনোবলও ছিল অক্ষুণ্ণ। তারা এই দীর্ঘ অবরোধকালে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার জাপানী সৈন্য নিহত বা আহত করেছিল। কামানের গোলাবর্ষণে ও মাইনের বিস্ফোরণে জাপানী নৌবহরের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু পোর্ট আর্থার দুর্গের প্রধান

সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় এই সমগ্র প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো। তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ ডিসেম্বর তারিখে জাপানীদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করলেন।

পোর্ট আর্থারের পতনের ফলাফল ঃ

পোর্ট আর্থারের পতনের ফলে প্রকৃতপক্ষে রুশ-জাপ যুদ্ধের অবসান হ'লো। কিন্তু জার সরকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিবু'দ্ধিতা, ভীরুতা, বিলাস-ব্যসনের মোহ, চুরি ও অন্যান্য দুর্নীতি এবং সাধারণ সৈন্যদের যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নির্লিপ্তিই যুদ্ধের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে দায়ী ছিল। দেশের প্রগতিশীল অংশের এই যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি থাকা দূরের কথা, তাঁরা এই যুদ্ধের বিরোধিতা করছিলেন এবং এই যুদ্ধে জার সরকারের পরাভবের ফলে দেশে বিপ্লবী শক্তির যে সুবিধা হবে, সে সম্পর্কে তাঁরা কেবল সচেতন ছিলেন না, প্রচারও করছিলেন। লেনিন ঐ সময় লিখেছিলেন, "রুশ জনসাধারণের স্বাধীনতার আদর্শ এবং রুশ (তথা বিশ্ব) শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের সাফল্য স্বৈরতন্ত্রী জার সরকারের সামরিক বিপর্যয়গুলির উপরই নির্ভর করছে।" ঐ সময় স্তালিন লিখেছিলেন, "আমরা চাই, এই যুদ্ধ রুশ স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অপেক্ষাও শোচনীয় হ'ক।···ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির ফলে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ হয়েছিল। এই যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির ফলে আমরা ভূমিদাস প্রথার সন্তান—স্বৈরশাসন ও তার গুপ্ত পুলিসী ব্যবস্থাকে কবর দেবো।" এঁদের এইসব উক্তি সুখস্বপ্ন মাত্র ছিল না। প্রকৃতপক্ষে রুশ-জাপ যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতিই রাশিয়ার প্রথম বুর্জোয়া-বিপ্লবের প্রস্তাবনারূপে প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রথম বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকা ঃ

রুশ-জাপ যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের খরচ যোগাবার জন্যে অত্যন্ত চড়া সুদে বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহ এবং দেশের জনসাধারণের উপর করভার বৃদ্ধি করতে হয়েছিল। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল ব্যয়বহুল। কেবল তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে রিজার্ভ সৈন্যদের ডাক পড়ায় দেশে কৃষকের অভাব দেখা দিয়েছিল। তাই উপযুক্ত পরিমাণ জমিতে চাষ না হওয়ায় দেশে খাদ্যাভাব ঘটেছিল। কলকারখানায় শ্রমিকদের ক্রমাগত বেতন হ্রাস চলছিল। সেজন্যে ধর্মঘট লেগেই ছিল। কৃষকদের মধ্যেও দেশের সর্বত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীও অধীর হয়ে উঠেছিল। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে, জার সরকার দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী শক্তির প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাদের এই আতঙ্ক ও অসন্তোষ সন্ত্রাসবাদের আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সোস্যালিস্ট রিভোল্যুসনারি দলের লোকেরা জারের সচিব প্লেভেকে হত্যা করেছিল।

জার সরকার বুর্জোয়াদের খুশী করবার চেষ্টায় লিয়াও-ইয়াং-এ রুশ বাহিনীর পরাজয়ের পরে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দলে টানবার চেষ্টা করছিল এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেছিল। ঐ সম্মেলনে অধিকাংশ প্রতিনিধিই দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা-সম্পন্ন একটি আইন সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। অবশ্য একদল প্রতিনিধি কেবল পরামর্শ দানের অধিকারসম্পন্ন একটি আইনসভা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। যাই হ'ক, উক্ত সম্মেলনের

প্রতিনিধিরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, অবিলম্বে জার জেম্স্ত্ভো ও নগর-সভাগুলির প্রতিনিধিদের এক সভায় সমবেত করবেন এবং ঐ সভা প্রস্তাবিত আইনসভা গঠন করবে। তাঁদের এই বিশ্বাস এমন প্রবল ছিল যে, তাঁরা আনন্দে বহু ভোজ-সভার আয়োজন করেছিলেন। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলের একাংশ মেন্শেভিক-রাও এইসব ভোজে যোগ দিচ্ছিলেন এবং বুর্জোয়া উদারনীতিকদের সমর্থন করছিলেন। কিন্তু বল্শেভিকরা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিরোধী। জারের আইনসভা গঠন তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের নেতৃত্বে জনসাধারণকে প্রস্তুত ক'রে তোলা ও জারতন্ত্রকে চূড়ান্ত আঘাত দেওয়া। লেনিন শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হ'তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বল্শেভিকরা সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, খারকভ প্রভৃতি শহরের পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে "যুদ্ধ জাহান্নামে যাক্", "স্বৈরতন্ত্রের পতন হ'ক" ইত্যাদি ধ্বনি দিচ্ছিলেন। ঐ সময় ট্র্যান্সককেসীয় অঞ্চলেও শ্রমিক বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বাকুতে ২১টি কারখানায় ৮৩০০ শ্রমিক প্রায় দুই সপ্তাহকাল ধর্মঘট করেছিল। ঐ ধর্মঘটের সময় বাকুর বিপ্লবী শ্রমিকরা একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিল। তাতে অবিলম্বে গণ-পরিষদ্ (Constituent Assembly) আহ্বান করবার এবং শ্রমিকদের আট ঘণ্টা দৈনিক কার্যকাল নির্দিষ্ট করবার দাবী জানানো হয়েছিল। শ্রমিকরা এই ধর্মঘটে জয়ী হয়েছিলেন। রোজ ৮ ঘণ্টা না হ'লেও ৯ ঘণ্টা কার্যকাল স্থির হয়েছিল।

রক্ত রবিবার ঃ

শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা জারতন্ত্রকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। তাই রাজনীতি থেকে শ্রমিকদের দূরে

রাখবার জন্যে জার সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছিল। এই কাজে গোয়েন্দা পুলিশ পাদ্রী গাপন নামে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করলো। গাপন শ্রমিক সংগঠকের ছদ্মবেশে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং কলকারখানার শ্রমিকদের নিয়ে সভা-সমিতি করতে লাগলেন। এইসব সভায় জারের সমর্থনে বক্তৃতা ও সঙ্গীত-অভিনয়াদির ব্যবস্থা করা হ'লো।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে সেণ্ট পিটার্সবার্গে পুতিলভ কারখানার কর্তৃপক্ষ চারজন শ্রমিককে বরখাস্ত করলো। পরদিন এর প্রতিবাদে ঐ কারখানার ১২০০০ শ্রমিক ধর্মঘট ক'রে কারখানার বাইরে এলো। ধর্মঘটীদের সমর্থনে সেণ্ট পিটার্সবার্গের অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যোগ দিলো এবং ৮ই জানুয়ারি তারিখে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিকের একটি সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হ'লো।

শ্রমিকদের বিপ্লবের পথ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টায় গাপন শ্রমিকদের কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হ'লো যে, সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে জারের কাছে একটি আবেদন করা হবে এবং শ্রমিকরা শোভাযাত্রা ক'রে এই আবেদন নিয়ে উইণ্টার প্যালেসে জারের কাছে যাবে। গাপন গোপনে তাঁর এই পরিকল্পনার কথা পুলিসকে জানালেন। পুলিস তা অনুমোদন করলো এবং শোভাযাত্রীদের শোণিতে সেণ্ট পিটার্সবার্গের রাজপথ ধৌত করবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো।

বল্‌শেভিকরা এই ধরনের আবেদন-নিবেদনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গাপনের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে তাঁরা বা শ্রমিকরা কেউ সচেতন ছিলেন না। শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় বল্‌শেভিকরাও এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। প্রথমে যে আবেদনপত্র রচিত হয়েছিল, তাতে শ্রমিকদের

রাজনৈতিক দাবী সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। বল্‌শেভিকদের চেষ্টায় অবশেষে তা আবেদনপত্রে স্থান পেলো।

৯ই (নূতন হিসাবে ২২-এ) জানুয়ারি রবিবার সকালে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শ্রমিক স্ত্রী ও শিশু সহ জারের প্রতিকৃতি, পতাকা ও সেন্টদের পট ও প্রতিমূর্তি নিয়ে উপাসনা-সঙ্গীত গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা ক'রে জারের প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হ'লো। আগে থেকেই সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত ছিল। সমগ্র শহরকে কয়েকটি সামরিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং শহরের প্রত্যেকটি তোরণে সৈন্যরা শোভাযাত্রীদের বাধা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল। শোভাযাত্রীরা তোরণগুলির সম্মুখে এলে সৈন্যরা গুলী চালাতে শুরু করলো। বহুলোক হতাহত হ'লো। তা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক শ্রমিক উইণ্টার প্যালেস স্কোয়ারে এসে পৌঁছলো। সৈন্যেরা শিশু ও নারী নির্বিশেষ গুলী চালাতে লাগালো। গাছের উপর যেসব ছেলে চ'ড়ে বসেছিল, তাদেরও গুলী ক'রে মারতে তারা দ্বিধা করলো না। সৈন্যদের গুলীতে প্রায় এক হাজার শ্রমিক নিহত এবং প্রায় ছ' হাজার শ্রমিক আহত হ'লো। তাই শ্রমিকরা ঐ ভয়ংকর দিনের নাম দিলো—"রক্ত রবিবার"।

রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ পেছিয়ে ছিল, তারাও জারের উপর তাদের বিশ্বাস হারালো। বলা চলে, রক্ত রবিবারে রক্তস্নান ক'রে রাশিয়ার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হ'লো। আবেদন-নিবেদনের পথ যে তাদের নয়, তা বুঝতে তাদের বাকী রইলো না। শ্রমিকরা দলে দলে বন্দুকের কারখানা ও দোকান লুট ক'রে অস্ত্র সংগ্রহ করলো এবং ঐদিন অপরাহ্নে তারা সেণ্ট পিটার্সবার্গের অন্তর্ভুক্ত ভাসিলিয়েভ্‌স্কিতে প্রথম প্রতিরোধ রচনা করলো। পথে পথে

পুলিসের সঙ্গে শ্রমিকদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধলো। "স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্!" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠলো।

লেনিন ঐ সময় জেনেভায় ছিলেন। তিনি "রক্ত রবিবারের" ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হ'তে আহ্বান জানালেন। রক্ত রবিবারে অসংখ্য শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে দেশময় শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিলো। গত বৎসর যেখানে মাত্র চার লক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িত হয়েছিল, সেখানে কেবল ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসেই চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করলো। পোল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ইউক্রেন, ককেসাস অঞ্চল এবং সাইবেরিয়াতেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকরাও এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালো। তারা প্যারিস, লণ্ডন, ভিয়েনা ও ব্রুসেল্‌সের রুশ দূতাবাসগুলির সম্মুখে বিক্ষাভ প্রদর্শন করলো। ফ্রান্স ও ইতালির শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবী রুশ শ্রমিকদের সাহায্য দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলো।

দেশময় বিপ্লবের যে উত্তাল তরঙ্গের পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছিল, তাকে ঠেকাবার চেষ্টায় জার মস্কোর প্রাক্তন পুলিশ কর্তা ত্রেপভকে সেণ্ট পিটার্সবার্গের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করলেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে সামরিক আইন জারী হ'লো। যেন শ্রমিকরাই শোভাযাত্রা ক'রে অপরাধ করেছিল, এমনি ভঙ্গীতে জার নিতান্ত নির্লজ্জভাবে "মার্জনা" ঘোষণা করলেন। "রাজধানীর শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ কি", তা নির্ধারণ করবার জন্যে সিনেটর সিদ্‌লোভ্‌স্কির সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করা হ'লো। এই কমিশনের স্বরূপ সম্পর্কে কোনও মোহ বা ভ্রান্ত ধারণা না থাকায় শ্রমিকরা তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে অস্বীকার করলো।

জার সরকার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টায় বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে চাইলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বাকুতে আর্মেনীয় ও আজারবাইজানীয়দের মধ্যে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ঘটলো। বল্‌শেভিকদের নেতৃত্বে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকরা অক্লান্ত চেষ্টা ক'রে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করলেন। ঐ মাসেই ফেদোসিয়ায় পুলিস ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে ইহুদী-নিধন শুরু করলো। কুর্স্কে পুলিস সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার জন্যে হাই-স্কুলের ছাত্রদের নির্মমভাবে প্রহার চালালো। কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়ন-নির্যাতন জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণাকে আরও ঘনীভূত ক'রে তুললো। জারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'লো।

মুকদেনে রাশিয়ার পরাজয় ঃ

তখনও রুশ-জাপ যুদ্ধের অবসান হয় নি। মুকদেনের যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের হস্তে ভয়াবহভাবে পরাজিত হ'লো। রুশ বাহিনীর তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য হয় নিহত, নয় আহত ও বন্দী হ'লো। জাপানের বিরুদ্ধে জার-শাসিত রাশিয়ার জয়লাভের যে কিছুমাত্র আশা নেই, সে সম্পর্কে আর কারও সংশয় রইলো না। জাপানের কাছে বার বার পরাজয় এবং বিপ্লবী শক্তির প্রতিরোধে অসামর্থ্য দেশের ধনিক শ্রেণীকেও বিরক্ত ক'রে তুলেছিল। ফলে জার তাঁদের সমর্থন দ্রুত হারাতে বসেছিলেন। এই অবস্থায় বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীকে কিছুটা সন্তুষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। তাই জার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর স্বরাষ্ট্র সচিব বুলিগিনকে "পরামর্শ পরিষদ্" গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বানের নির্দেশ দিলেন। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা জারের এই প্রস্তাবকে

যথেষ্ট ব'লে গ্রহণ করলো এবং অবিলম্বে জারতন্ত্রের পাশে এসে দাঁড়ালো।

রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস ঃ

কিন্তু জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের এই সমঝওতা বিপ্লব প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরু দায়িত্ব ছিল রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির। অথচ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে একত্র থাকলেও, কার্যত দুই পৃথক দলে বিভক্ত ছিল। বল্‌শেভিক ও মেন্‌শেভিক দলের দুটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র ছিল। তাদের নীতি ও কার্যক্রমেও পার্থক্য ছিল প্রচুর। তাই বল্‌শেভিকরা অবিলম্বে লণ্ডনে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটি পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করলেন। মেন্‌শেভিকরাও মূলত ঐ কংগ্রেসেরই অংশ হিসাবে জেনেভায় পৃথক সম্মেলন করলো।

রাশিয়ায় আসন্ন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বরূপ ও তার কার্যক্রম লেনিন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন, রাশিয়ার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে ইউরোপে সংঘটিত অন্যান্য সকল বুর্জোয়া বিপ্লবের মূলত পার্থক্য আছে। ইউরোপের অন্যান্য সকল বুর্জোয়া বিপ্লবেই নেতৃত্ব করেছিল বুর্জোয়ারা। কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী হিসাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী তখনও যথেষ্ট শক্তিলাভ করেনি। কিন্তু রাশিয়ার বর্তমান বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীই নেতৃত্ব করছে, কৃষকরা আছে তার সহযোগী রূপে, বুর্জোয়ারা বিপ্লবের বিরোধিতা করছে এবং শ্রমিকদের ভয়ে জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোস চাইছে। তাই বর্তমান বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিপ্লবের শত্রু হিসাবে গণ্য করাই হবে সমীচীন। রুশ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক

বিপ্লবের কার্যক্রম হিসাবে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বৈরতন্ত্র এবং তার অর্থনৈতিক ভিত্তি জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করতে হবে। সুতরাং বর্তমান বিপ্লবের লক্ষ্য হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা, জমিদারদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত ক'রে চাষের জন্যে তা কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া এবং কলকারখানায় রোজ আট ঘণ্টা কার্যকাল প্রবর্তন করা।

তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিনের প্রস্তাবিত এই নীতি ও রীতি গৃহীত হ'লো। কংগ্রেস লেনিনের নেতৃত্বে একটি বল্‌শেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করলো। "প্রোলেতারি" পত্রিকাটি পার্টির কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র ব'লে ঘোষিত হ'লো। বিপ্লবী পদ্ধতিতে জমিদারিগুলি জমিদারদের কাছ থেকে দখল করবার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র কৃষক সমিতি গ'ড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হ'লো। বিপ্লবের অন্যতম প্রধান অস্ত্ররূপে সাধারণ ধর্মঘটের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'লো এবং বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে পার্টি সংগঠনগুলিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে সকল দিক থেকে প্রস্তুত হ'তে নির্দেশ দেওয়া হ'লো। "সাময়িক বিপ্লবী সরকার" সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তও ঘোষণা করলো যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হ'লে "সাময়িক বিপ্লবী সরকার" অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর একনায়কত্বের সংস্থায় পরিণত হবে—অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব রূপান্তরিত হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

কিন্তু মেন্‌শেভিকরা এই নীতি ও কার্যক্রমের বিরোধিতা করতে লাগলো। তারা প্রচার করতে লাগলো, বুর্জোয়া বিপ্লব যখন, তখন বুর্জোয়ারাই এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করবে। শ্রমিকরা বুর্জোয়া শ্রেণীকে—কৃষক শ্রেণীকে নয়—মিত্ররূপে গ্রহণ করবে। শ্রমিকরা থাকবে কৃষকদের পুরোভাগে নয়—বুর্জোয়াদের পশ্চাতে।

তুশিমায় রুশ বিপর্যয় ঃ

পোর্ট আর্থারের পতনের পূর্বেই বাল্‌টিক সাগরে অবস্থিত রুশ নৌবহরকে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ ক'রে সুদূর প্রাচ্যে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই বিরাট নৌবহর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে জাপানীদের হাতে কোরিয়া প্রণালীর তুশিমা দ্বীপের কাছে এক যুদ্ধে বিধ্বস্ত হ'লো। এই বিরাট নৌবহরের পরাজয় বিপ্লবী আন্দোলনকে পুনরায় উদ্দীপিত ক'রে তুললো।

শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ঃ

সমস্ত শীত, গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ধরে সারা দেশে ক্রমাগত ধর্মঘট চলতে লাগলো। অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীগুলিও মিশ্রিত হ'লো, ধর্মঘটগুলি ব্যাপক ও বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৬৫৯৪০০ জন শ্রমিক, মে-জুন মাসে প্রায় ৩৬২৬০০ জন শ্রমিক এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২৬৪৮০০ জন শ্রমিক ধর্মঘটগুলির সঙ্গে জড়িত হ'লো। ১লা মে তারিখে মে দিবসের অনুষ্ঠানে প্রায় ২২০০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করলো এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা ক'রে বিক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করলো। রাজনৈতিক ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শোভাযাত্রাগুলির পুরোভাগে ছিল ধাতুশিল্পের শ্রমিকরা। বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা প্রথম দিকে তাদের দাবী অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলেও ক্রমে তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে ইভানোভা-ভোজ্‌নেসেন্‌স্ক্‌ অঞ্চলের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা যে ধর্মঘট করলো, তাতে প্রায় সত্তর হাজার শ্রমিক যোগ দিলো।

এই ধর্মঘট একটি সংযুক্ত নির্বাচিত ধর্মঘট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হ'লো। এই কমিটি ইভানোভো-ভোজ্‌নেসেন্‌স্ক্‌ অঞ্চলের সমস্ত শ্রমিকের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় এবং এর নাম হয় "প্রতিনিধি-সভা"। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিনিধি-সভাকেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম "শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত" (Soviet of workers' deputies) বলা যেতে পারে। এই প্রতিনিধিদের করণীয় ছিল ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ধর্মঘটীদের পরিবারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা, ভোদ্‌কার (মদের) দোকানগুলি বন্ধ রাখার জন্যে দাবী করা, ধর্মঘটের সংবাদ শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত পরিবেশন করা, বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করা, অর্থসংগ্রহ করা এবং মিলগুলিতে পাহারা দেওয়া।

পোল্যাণ্ডের শ্রমশিল্পে উন্নত শহরগুলিতেও শ্রমিকরা ধর্মঘট করছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে লোদ্‌জে যে ধর্মঘট হয়, তা অবশেষে সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণতিলাভ করে এবং শ্রমিক ও জারের সৈন্যদের মধ্যে নিয়মিত লড়াই চলে। ফলে ছত্রিশজন শ্রমিক নিহত ও বহু লোক আহত হয়। এইভাবে ধর্মঘটগুলি ক্রমেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলছিল।

কৃষক শ্রেণীও পশ্চাতে ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর যোগ্য সহযোগী রূপে তারাও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলে, জর্জিয়ায় ও বাল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় একই সঙ্গে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ওরেল, কুর্স্ক্‌, চের্নিগভ ও অন্যান্য গুবার্নিয়ায় কৃষকরা জমিদারদের জমি জোর ক'রে দখল করেছিল। ঐ বৎসর বসন্তকালে প্রায় সারা রুশ সাম্রাজ্যে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষকরা

প্রায়ই জমিদারদের ঘরবাড়িতে আগুন দিয়ে, ক্ষেত-খামার খড়-শস্য ও পশুপক্ষী দখল ক'রে জমিদারের জমিগুলি নিজেরাই চাষ করতে শুরু করেছিল। বল্‌শেভিক কর্মীরা জারের কর্মচারীদের গ্রামাঞ্চল থেকে বিতাড়িত ক'রে কৃষকদের নিজ নিজ কমিটি বা প্রতিনিধি-সভা গঠনের কাজে উৎসাহিত করছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্ম-কালে নিখিল রুশ কৃষক সংঘ স্থাপিত হয়েছিল। এই কৃষক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সোস্যালিস্ট রিভোল্যুসনারি দল এবং উদার-নৈতিক বুর্জোয়ারা প্রাধান্য বিস্তার করলেও লেনিন ও বল্‌শেভিকরা এই সংঘকে বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গ্রামে গ্রামে দলে দলে কৃষকরা এই সংঘে যোগ দিচ্ছিল। অবশ্য, ঐ সময় ঐ সংঘ সমগ্র রাশিয়ায় বিস্তার লাভ করেনি, তা মাত্র ৮৫টি জেলায়—অর্থাৎ সমগ্র দেশের এক-সপ্তমাংশে—বিস্তার লাভ করেছিল।

পোতেম্‌কিন রণপোতে বিদ্রোহ ঃ

জার সরকারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় যে সৈন্যবাহিনী, তাতেও বিদ্রোহ দেখা দিলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিকরা কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবহরে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। ওডেসা ও সেবাস্তোপোলের মধ্যবর্তী তেন্দ্রা দ্বীপে যখন শিক্ষার জন্যে নৌবহর সমবেত হবে, তখন ঐ বিদ্রোহ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে "পোতেম্‌কিন" রণপোতে স্বতস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দিলো। বিদ্রোহের কারণ ছিল পোকায় ভরা পচা মাংস দিয়ে রাঁধা খাদ্য সৈনিকদের খেতে দেওয়া। সৈনিকরা ঐ খাদ্য খেতে অস্বীকার করলে পোতেম্‌কিনের নৌ-সেনাপতি সৈনিকদের কয়েকজন মুখপাত্রকে একত্র ক'রে তাদের তেরপল চাপা দিয়ে গুলী ক'রে মারবার আদেশ দিলেন।

নৌসেনারা এই আদেশ পালন করতে অস্বীকার ক'রে বিদ্রোহ করলো। পদস্থ কর্মচারীদের অনেকেই নিহত হলেন। বিদ্রোহীরা যুদ্ধজাহাজখানিকে নিজেদের অধিকারে আনলো।

এই সময় ওডেসায় সাধারণ ধর্মঘট চলছিল। পোতেম্‌কিন রক্ত পতাকা উড়িয়ে ওডেসা যাত্রা করলো। পোতেম্‌কিনের আগমন-সংবাদে ওডেসার শ্রমিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গেল। কিন্তু মেন্‌শেভিকরা শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান থেকে বিরত করলো এবং বিদ্রোহী পোতেম্‌কিনের নৌসেনাদের তীরে উঠতে দিলো না। এদিকে জার সরকার কৃষ্ণ সাগরের অবশিষ্ট সমগ্র নৌবহরকে পোতেম্‌কিনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলো। পোতেম্‌কিন নির্ভীকভাবে নৌবহরের সম্মুখীন হ'লো। নৌবহরের গোলন্দাজরা পোতেম্‌কিনের উপর গোলাবর্ষণ করতে চাইলো না। সপ্তাহ-কাল লাল পতাকা উড়িয়ে পোতেম্‌কিন কৃষ্ণসাগরে ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু স্থলভাগ থেকে কয়লা, রসদ বা অন্য কোনও সাহায্য পেলো না। এই অবস্থায় পোতেম্‌কিন রুমানিয়ার উপকূল ভাগে গিয়ে পৌঁছলো এবং রুমানীয় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। পরে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, রুমানীয় সরকার বিদ্রোহীদের জার সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। বিদ্রোহীরা হয় প্রাণদণ্ডে, নয় সশ্রম নির্বাসনদণ্ডে, দণ্ডিত হ'লো।

পোতেম্‌কিন বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লেও বিপ্লবী আন্দোলন স্থল ও নৌবাহিনীতে বিস্তারলাভ করলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলো এবং প্রায়ই তারা তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা করলো। স্থল ও নৌবাহিনীর এই অবস্থা জার সরকারকে ভীত ক'রে তুললো। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও ঐক্যবদ্ধতা গ'ড়ে তুলবার জন্যে বল্‌শেভিকরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন।

বুলিগিন ডুমা ঃ

বিপ্লবের বিরুদ্ধে জমিদার ও বণিক শ্রেণীকে হাত করবার জন্যে জার সরকার তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শ পরিষদ্ গঠনের ব্যবস্থা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে একটি আইন করা হ'লো। এই আইনে ডুমার ক্ষমতা কেবল পরামর্শ দানেই সীমাবদ্ধ রইলো। সরকার কোনও বিল উত্থাপন করলে এই ডুমা তা আলোচনা করতে পারবে, কিন্তু ঐ বিল মঞ্জুর বা বাতিল করতে পারবে না। এক কথায়, ঐ ডুমার আইন পাসের অধিকার ছিল না। ফলে ঐ ডুমায় রাজতন্ত্রের স্বৈর-শাসনের ক্ষমতা ছিল অক্ষুণ্ণ। ঐ ডুমায় শ্রমিকদের প্রতিনিধির কোনও স্থান ছিল না। প্রতিনিধি নির্বাচনেরও কোনও অধিকার ছিল না তাদের। অন্য পক্ষে, যে জমিদার শ্রেণী দেশের লোকসংখ্যার অতি সামান্যতম অংশ মাত্র ছিল, ডুমায় তাদেরই প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল শতকরা ৮৫ ভাগ। এই ডুমার গঠনতন্ত্র রচনার ভার ছিল জারের স্বরাষ্ট্র সচিব বুলিগিনের ওপর। তাই এই ডুমাকে বুলিগিন ডুমা বলা হয়। দেশের বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী এই ডুমাকে সাদরে গ্রহণ করতে চাইলো। মেন্‌শেভিকরাও বুর্জোয়াদের সমর্থন করতে লাগলো। কিন্তু বল্‌শেভিকরা এই ডুমার নির্বাচন বয়কট করবার জন্যে জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন। দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠায় এই ডুমার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হ'লো না।

পোর্ট্‌স্মাউথের সন্ধি ঃ

রাশিয়ার এই বিপ্লব-তরঙ্গ ইউরোপের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকেও আতঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। অন্য পক্ষে, জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে আমেরিকা অস্বস্তিবোধ করছিল। তাই জাপানের সঙ্গে রাশিয়া

যাতে অবিলম্বে সন্ধি করে, সেজন্যে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। জাপানের অনুরোধে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট থেওডোর রুজভেল্ট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে মধ্যস্থরূপে সন্ধির আলোচনা চালাতে লাগলেন। রাশিয়ার তরফ থেকে কাউন্ট উইট সন্ধির শর্তাদি আলোচনার জন্যে সম্মেলনে সদলবলে উপস্থিত রইলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়া সরকারগুলির কাছে কাউন্ট উইটের সম্মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সন্ধির শর্তাদি আলোচনার এই সম্মেলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র শহর পোর্ট্‌স্‌মাউথে হয়েছিল। তাই এই সন্ধি "পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি" নামে পরিচিত।

জাপান প্রথমে সন্ধির জন্যে কতকগুলি কঠিন শর্ত আরোপ করেছিল। তারা যুদ্ধের জন্যে প্রচুর ক্ষতিপূরণ, সাথালিন দ্বীপ, লিয়াও-তুং উপদ্বীপ, হারবিন পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ মাঞ্চুরীয় রেলপথ ও কোরিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছিল। পরে রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং মার্কিন ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চাপে জাপান এই সকল শর্ত বহুলাংশে শিথিল করতে বাধ্য হ'লো। রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য মেনে নিলো এবং পোর্ট আর্থার ও দাল্‌নির ইজারা এবং সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ ও তৎ-পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে ছেড়ে দিলো; চীনা পূর্ব রেলপথ রাশিয়া কেবলমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেও প্রতিশ্রুত হ'লো। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো। জাপান প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকে রাশিয়ার সামুদ্রিক প্রবেশপথ রুদ্ধ করলো এবং পূর্বাঞ্চলে তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পথও বন্ধ হ'লো। অথচ এই যুদ্ধে রাশিয়ার জনবল ও ধনবলের শোচনীয় অপচয় ঘটেছিল। প্রায় চার লক্ষ

লোক হতাহত হয়েছিল, যুদ্ধের জন্যে ব্যয় হয়েছিল তিন শ কোটি রুবলেরও বেশী।

যাই হ'ক, এই সন্ধির ফলে জার সরকার কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, আভ্যন্তরীণ বিপ্লব প্রতিরোধের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগের সুযোগ পেলো। কিন্তু তবু বিপ্লবী আন্দোলন প্রবল গতিতে এগিয়ে চললো। ঐ বছরের (১৯০৫) শরৎ থেকে শীতকালের মধ্যে তা ব্যাপক আকার ধারণ করলো।

অক্টোবরের ধর্মঘট ঃ

১৯-এ সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোর ছাপাখানাগুলিতে ধর্মঘট হয়। সেই সঙ্গে অন্যান্য বহু কলকারখানাতেও ধর্মঘট হ'তে থাকে। সশস্ত্র পুলিস ও কসাক সৈন্য শ্রমিকদের মিছিলের উপর গুলী চালায়। শ্রমিকরাও পিস্তলের সাহায্যে তার প্রতিশোধ নেয়, ফলে বহু সশস্ত্র পুলিস ও কসাক সৈন্য আহত হয়। ২৫-এ সেপ্টেম্বর ভেরাস্কাইয়া স্ট্রীটে (এখনকার গর্কি স্ট্রীটে) সৈন্য ও শ্রমিকদের মধ্যে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়ে যায়। এতে কতিপয় শ্রমিক নিহত, আহত ও গ্রেফ্‌তার হয়।

৮ই অক্টোবর তারিখে মস্কো-কাজান্‌স্কায়া রেলপথের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ৮ই অক্টোবর অন্যান্য রেলপথের শ্রমিকরা তাতে যোগ দেয়। ১১ই অক্টোবর তারিখে সারা দেশময় সাধারণ ধর্মঘট হয়। এতে স্কুলের শিক্ষক, অফিসের কর্মচারী, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরাও যোগ দেন। ধর্মঘটীরা অবিলম্বে একটি "গণ-পরিষদ্" আহ্বানের দাবী জানায়। জার সরকার অস্ত্রের সাহায্যে এই ধর্মঘট দমন করতে চেষ্টা করে। সেণ্ট পিটার্সবার্গের গভর্নর জেনারেল ত্রেপভ সৈন্যদের আদেশ দেন ঃ "ফাঁকা আওয়াজ করবে না; বুলেট বাঁচাতে চাইবে না।"

এবার ধর্মঘটে দশ লক্ষেরও বেশী লোক অংশগ্রহণ করেছিল। সমগ্র দেশে কল-কারখানা, যান-বাহন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, ডাক-তার বিভাগ, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, স্কুল-কলেজ, সব অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। কেবল জলসরবরাহ, হাসপাতাল ও মাঞ্চুরিয়া থেকে গৃহাভিমুখী সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে ধর্মঘট কমিটি চালু রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক জায়গায় ধর্মঘট সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরও আকার নিচ্ছিল।

খারকভে প্রায় এক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক ব্যারিকেড রচনা ক'রে সৈন্যদের প্রতিরোধ করছিল। ব্যারিকেডগুলি ভাঙবার জন্যে গোলন্দাজ বাহিনী ডাকতে হয়েছিল। এই সংঘর্ষে প্রায় দেড়শত শ্রমিক নিহত হয়েছিল। একাতেরিনোস্লাভ, ওডেসা, সারাটভ, রস্তভ প্রভৃতি স্থানেও শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল।

ধর্মঘট ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলি এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, জার অত্যন্ত ভয় পেয়ে জার্মানির কাইজার ও বাল্টিক অঞ্চলের জার্মান ব্যারনদের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বিপ্লব সফল হ'লে জার দ্বিতীয় নিকোলাস যাতে রাশিয়া থেকে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারেন, সেজন্যে কয়েকটি ডেস্ট্রয়ারও এসে হাজির হয়েছিল।

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও বিপ্লব দমনের বিষয়ে সাহায্য সম্পর্কে কাইজারের সঙ্গে জার আলাপ-আলোচনা করছিলেন। জার্মান বাহিনী রাশিয়ার সীমান্তে এসে রাশিয়া আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল। জার সরকারের এই সকল দেশদ্রোহী কার্যকলাপে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেলো। সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গের শ্রমিকরা ধর্মঘট ক'রে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালো।

জারের ঘোষণা ঃ

এক দিকে জার সরকার যেমন জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রতারণার দ্বারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেও কিছুটা চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিছুদিন পূর্বে কাউন্ট উইট মন্ত্রী-সভার সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১২ই অক্টোবর তারিখে জার উইট-রচিত একটি ইশ্‌তেহার জারী করলেন। তাতে তিনি বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করবার স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকারের প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাষ্ট্রীয় ডুমাকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হ'লো। এই প্রতিশ্রুতির পেছনে জার সরকারের একটি দুরভিসন্ধি ছিল—জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে বিপ্লবী সংগ্রামকে মন্দীভূত করা এবং সেই অবকাশে বিপ্লব দমনের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি ও সৈন্য সঞ্চয় করা। তাই লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিকরা জারের এই ঘোষণার প্রকৃত স্বরূপ জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরলেন। কিন্তু বুর্জোয়ারা, এমন কি মেন্‌শেভিকরাও, এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানালো। উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগঠন "কাদেৎস" বা গঠনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রী দল ঘোষণা করলো যে, জারের এই ইশ্‌তেহারের সঙ্গেই বিপ্লবের অবসান হ'লো। মেন্‌শেভিকরা ঘোষণা করলো, "আর স্বৈরতন্ত্র নেই, স্বৈরতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। রাশিয়া এখন অন্যান্য গঠনতান্ত্রিক-রাজতন্ত্রী দেশগুলির শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।" কিন্তু বল্‌শেভিকরা জনসাধারণকে জারের এই ইশ্‌তেহারে বিশ্বাস স্থাপন করতে নিষেধ করলেন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে সর্বতোভাবে তাদের প্রস্তুত হ'তে আহ্বান জানালেন।

হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের রাজত্ব ঃ

জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জারের ঘোষণা যে কত ভিত্তিহীন ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল ঐ সময় জারের পুলিস ও পুলিসের সাহায্যে "কালো শ" (Black Hundred) নামে পরিচিত কুখ্যাত গুণ্ডাদলের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় শতাধিক শহরে ইহুদী-নিধন শুরু হয়েছিল। শ্রমিক এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপরও অনুরূপ অত্যাচার চলছিল। পুলিস বিভাগের গোপন ছাপাখানায় ইহুদী-নিধনের জন্যে উৎসাহিত ক'রে বিভিন্ন প্রাচীরপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হচ্ছিল। ওডেসায় কয়েক হাজার শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছিল। তম্স্ক্‌তে "কালো শ" দলের লোকেরা অবাধ হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চালাচ্ছিল। ৎসের (বর্তমান কালিনিন), ইভানভো, মস্কো প্রভৃতি বহু স্থানে বহু বিপ্লবী "কালো শ" ঘাতকদের হস্তে নিহত হয়েছিলেন।

শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন ঃ

অক্টোবর মাসের সাধারণ ধর্মঘটের সময়ে একটি নতুন ধরনের শ্রমিক সংগঠন গ'ড়ে উঠলো। সেটি হ'লো শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত বা পঞ্চায়েত সভা। ধর্মঘট চলবার সময়ে ১৩ই অক্টোবর তারিখে সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা নিজ নিজ কল-কারখানায় সভা ক'রে ধর্মঘট পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিক-প্রতিনিধিদের পরিষদে নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠালো। প্রথমে ধর্মঘট পরিচালন সমিতি রূপে এটির উদ্ভব হ'লেও এতে নূতন বিপ্লবী সরকারের পূর্বাভাষ দেখা গেল। নভেম্বর মাসে এই পরিষদ্ বা সোভিয়েত কলকারখানায় দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের

নিয়ম চালু করলো। সেণ্ট পিটার্সবার্গের ছাপাখানাগুলি থেকে সংগঠনের পত্রিকা ইজভেস্তিয়া ছাপা হয়ে সরকারী সেন্সরের বিনা অনুমোদনেই প্রকাশিত হ'তে লাগলো। কেবল তাই নয়, এই সোভিয়েত জারের শাসনব্যবস্থায় ও সরকারী আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে লাগলো। ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে এই সোভিয়েতের অনুমতি নিয়ে তবেই সরকারী তারগুলি পাঠানো সম্ভব হ'লো। জনসাধারণও এই সোভিয়েতের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্যে সোভিয়েতের কাছে উপস্থিত হ'তে লাগলো।

সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদের দেখাদেখি অন্যান্য অনেক শহরেও অনুরূপ শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গ'ড়ে উঠেছিল। সেগুলির মধ্যে মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতটি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেণ্ট পিটার্সবার্গের সোভিয়েতে মেন্-শেভিকদের প্রাধান্য ছিল। লেও ট্রট্স্কি ছিলেন এই সোভিয়েতের সহ-সভাপতি এবং প্রকৃত পরিচালক। মেন্শেভিকরা এই সোভিয়েতকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তোলে নি। অন্যপক্ষে মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে বল্শেভিকদের প্রাধান্য থাকায় তাঁরা গোড়া থেকেই এই সোভিয়েতকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলেছিলেন।

নভেম্বর ও ডিসেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঃ

বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে ধর্মঘটের পাশাপাশি সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরও একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের কথা লেনিন বার বার ঘোষণা করেছিলেন এবং বল্শেভিকরা সৈন্য-বাহিনীতে বিপ্লবী সংগঠন গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘটের পরেই ক্রন্স্টাডের

নৌসেনা ও গোলন্দাজরা বিদ্রোহ করলো। ২৬-এ ও ২৭-এ অক্টোবর, দুদিন ক্রনস্টাড বিদ্রোহীদের হাতে ছিল। কিন্তু বিদ্রোহ সুসংগঠিত না হওয়ায় এবং বিদ্রোহীদের সম্মুখে কোনরকম সুপরিকল্পিত কর্মসূচী না থাকায় এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লো। ২৮-এ অক্টোবর তারিখে এই বিদ্রোহ দমিত হ'লো। বিদ্রোহীদের কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার আগেই এই ব্যবস্থার এবং পোল্যাণ্ডে সামরিক আইন জারির প্রতিবাদে সেন্ট পিটার্স্‌বার্গের শ্রমিকরা ধর্মঘট করলো। জার সরকার শ্রমিকদের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হ'লো। পোল্যাণ্ডের সামরিক আইন বাতিল করা হ'লো। বন্দী বিদ্রোহীদের কোর্ট মার্শালের পরিবর্তে একটি সামরিক আদালতে বিচারের ব্যবস্থা হ'লো। ফলে বিদ্রোহীরা লঘু দণ্ড পেলেন। এমন কি ৮৩ জন মুক্তি লাভ করলেন।

ক্রনস্টাডে বিদ্রোহের প্রায় পক্ষকালের মধ্যে সেবাস্তোপলে কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবহরে বিদ্রোহ দেখা দিলো। ১৪ই নভেম্বর তারিখে "ওচাকভ" যুদ্ধ জাহাজের নৌসেনারা বিদ্রোহ করলো। পরদিন অন্যান্য যুদ্ধজাহাজের প্রায় ছ হাজার নৌসেনা এবং সেবাস্তোপল দুর্গে নিযুক্ত শ্রমিকরা এই বিদ্রোহে যোগ দিলো। কিন্তু জার সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হ'লো। বিদ্রোহের নেতাদের কোর্ট মার্শাল ক'রে মারা হ'লো।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কৃষক অভ্যুত্থান-গুলিও ক্রমেই তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়ে উঠলো। সমগ্র ইউরোপীয় রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশের বেশী অংশে ১৭০টি কাউন্টিতে কৃষক বিদ্রোহ ঘটলো। নভেম্বরে প্রায় ৮০০ জায়গায় কৃষকরা জমিদারদের হাত থেকে জমিদারি ছিনিয়ে নিলো। বহু জায়গায় তারা জমিদারদের ঘরবাড়িও নষ্ট করলো। লাৎভিয়ায় কৃষকরা

কয়েক শ বিপ্লবী কমিটি গ'ড়ে তুললো। জর্জিয়ার গুরিয়ায় কৃষকরা "লাল শ" নামে সংগঠন গ'ড়ে তুললো এবং সরকারী কর্মচারীদের বিতাড়িত ক'রে বিপ্লবী শাসন চালু করলো।

দেশময় যখন এইভাবে অসংখ্য খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটছিল এবং সেগুলি সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের অভাবে কেবলই ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন লেনিন বিপ্লব পরিচালনার জন্যে বিদেশ থেকে দ্রুত দেশে ফিরলেন (নভেম্বর, ১৯০৫)। তিনি অবিলম্বে পার্টি সংগঠনগুলিকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে এবং শ্রমিকদের সামরিক শিক্ষা দিতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যবাহিনীতে বিপ্লবী প্রচারকার্যও তীব্রতর করা হ'লো।

কিন্তু এখন জার সরকারের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। জাপানের সঙ্গে সন্ধি হওয়ায় মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্যদল ইউরোপীয় রাশিয়ায় দ্রুত ফিরে আসছিল। বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য মিলেছিল। ইউরোপের বুর্জোয়া সরকারগুলির এই ভয় ছিল যে, রুশ বিপ্লবের আগুন তাদের দেশগুলিতেও সমাজতন্ত্রের আগুন জ্বালাবে। তাছাড়া ইউরোপের ধনিকরা বহু টাকা রাশিয়ায় লগ্নী করেছিল। বিপ্লব সফল হ'লে তাদের পুঁজি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই বিদেশী ব্যাংকাররা মুক্তহস্তে জার সরকারকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিল। ফলে জার সরকার এখন দমননীতি কঠোরতর ক'রে তুললো।

২রা ডিসেম্বর সেণ্ট পিটার্সবার্গের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত একটি ইশ্‌তেহার প্রচার করলো। তাতে মাইনে ও ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা সোনায় দেওয়ার জন্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গের অধিবাসীদের দাবী করতে বলা হ'লো। জার সরকার সোভিয়েতের এই শক্তি-বৃদ্ধি সহ্য করলো না, পরদিন সোভিয়েতের সদস্যদের গ্রেফ্‌তার করলো। মেন্‌শেভিকদের প্রাধান্য থাকায় সেণ্ট পিটার্সবার্গের

সোভিয়েত জার সরকারের প্রতিরোধের জন্যে সশস্ত্রভাবে প্রস্তুত ছিল না। তাই গ্রেফ্‌তার সহজে সম্ভব হ'লো।

২রা ডিসেম্বর তারিখে মস্কোয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটলো। বল্‌শেভিকরা সেখানে প্রথম থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় মস্কোর সেনানিবাসে বিদ্রোহ দেখা দিলো। রস্তভ রেজিমেন্টের সৈনিকরা অফিসারদের গ্রেফ্‌তার ক'রে ঐ বাহিনীর কার্যাদি পরিচালনার জন্যে একটি "সৈনিকদের প্রতিনিধি সভা" গঠন করলো। কিন্তু মস্কো সেনানিবাসের অন্যান্য বাহিনী এই বিদ্রোহে যোগ দিলো না। তাই জার সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হ'লো।

এই সময়ে ফিন্‌ল্যাণ্ডের তামেরফর্সে লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিকরা সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনেই স্তালিনের সঙ্গে লেনিনের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। মস্কোর এই বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছলে তাঁরা লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে দ্রুত নিজ নিজ এলাকায় সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনার জন্যে চ'লে গেলেন। ৫ই ডিসেম্বর তারিখে মস্কোর বল্‌শেভিকরা মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণার জন্যে এবং এই ধর্মঘটকে সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত করবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হ'লো। প্রায় ছ'হাজার শ্রমিক সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিলো। চারিদিকে মিছিল, সভা-সমিতি ও পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'তে লাগলো। এমন কি, অস্ত্রাখান বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে সজ্জিত অবস্থায় ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু কসাক-বাহিনী তাদের ব্যারাকে ফিরে যেতে বাধ্য করলো। মস্কো সেনানিবাসের রেজিমেন্টগুলি যে কোনও মুহূর্তে বিদ্রোহে যোগ দিতে পারে,

এমন অবস্থাও দেখা দিলো। মস্কোর গভর্নর জেনারেল ভীত হয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। বিপ্লবীরা কিন্তু সরকারের এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিতে পারলেন না। নিকোলায়েভ্স্কাইয়া রেলওয়ের (এখনকার অক্টোবর রেলওয়ের) শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয় নি। ফলে জার সরকার সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে সৈন্যবাহিনী এবং ৎভের থেকে কামান ও গোলন্দাজ-বাহিনী মস্কোয় পাঠাতে পারলো। সৈন্যদের সাহায্যে জার সরকার বিদ্রোহের নেতাদের গ্রেফ্তার করলো এবং সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে মিছিল ও সভা-সমিতি ভেঙে দিলো। বিদ্রোহীরা যেসব ব্যারিকেড গ'ড়ে তুলেছিলো, সেগুলি বোমা ও মেসিন গান দিয়ে উড়ানো হ'লো। বিদ্রোহীরা গেরিলা-যুদ্ধ চালালেও নেতারা গ্রেফ্তার হওয়ায় কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের অভাবে তাতে বিশেষ সুফল হ'লো না। তা ছাড়া, অন্যান্য শহরে অভ্যুত্থান না ঘটায় সরকারের পক্ষে মস্কোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া সহজ হ'লো। এই অবস্থায় মস্কোর শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সশস্ত্র অভ্যুত্থান বন্ধ রাখাই সমীচীন মনে করলো।

সমস্ত রেলপথগুলি সরকারী সৈন্যবাহিনীর হাতে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও উখ্তম্স্কি নামে এক ইঞ্জিন-ড্রাইভার সৈন্যদের গুলী-গোলা উপেক্ষা ক'রে তীব্রগতিতে ট্রেন চালিয়ে বিদ্রোহীদের মস্কোর বাইরে পৌঁছে দিলো। সৈন্যরা জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলো। তাদের হাতে এক হাজারেরও বেশী লোক প্রাণ হারালো। ইঞ্জিন-ড্রাইভার উখ্তম্স্কিকে গুলী ক'রে মারা হ'লো।

বিপ্লবের পশ্চাদপসরণ ঃ

ক্রাস্নোইয়ার্স্ক, মতোভিলিখা, নভোরোস্সিইস্ক্, সরমোভো প্রভৃতি শহরে যেসব বিদ্রোহ ঘটেছিল, সেগুলিও দমিত হ'লো।

এইভাবে মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বুর্জোয়া-বিপ্লব হ'লো ব্যর্থ। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকদের অভ্যুত্থান রাতারাতি বন্ধ হ'লো না। তারা সংগ্রাম করতে করতেই পিছু হটতে লাগলো। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেও প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িত ছিল্। কৃষকরাও আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো। তারা বহু জায়গায় জমিদারদের বয়কট করলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যেসব অঞ্চলে বিপ্লবের চিহ্নমাত্র ছিল্ না, সেগুলিতেও এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। আন্দোলন প্রায় তিন শ কাউন্টিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা জমিদারদের জমিদারি থেকে বিতাড়িত করলো। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে সৈন্য-বাহিনীতে, এমন কি জারের রক্ষী-বাহিনীতেও, অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। রুশ-শাসিত বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনও চলছিল। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ও ট্রান্সককেসিয়ায় আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

যাই হ'ক, সাময়িকভাবে বিপ্লবে ভাটা পড়লো। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি দেশময় শ্রমিক ও কৃষক অভ্যুত্থানে ভীত হয়ে উঠেছিল। তারা বিপ্লবের এই পশ্চাদপসরণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এমন কি মেন্‌শেভিকরা শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নিন্দা ও সমালোচনা করতে লাগলো। প্লেখানভ লিখলেন, "তাদের অস্ত্রধারণ উচিত হয় নি।" কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে আফশোস করলেন না। তাঁরা এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান্ যথেষ্ট দৃঢ়তা ও ঐক্যবদ্ধতার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচালিত করা হয়নি ব'লেই খেদ করতে লাগলেন। লেনিন পরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এই বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে "বিপ্লবের ব্যাপক মহড়া" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর এই উক্তি যুক্তিহীন ছিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিক্রিয়ার প্রাধান্য—ইউরোপে রাজনৈতিক সংকট—পুনরায় বিপ্লবের প্রস্তুতি

প্রথম রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচন ঃ

জার সরকার একদিকে যখন তীব্র দমননীতি চালাচ্ছিল, তখন অন্যদিকে জনসাধারণকে খুশী করবার জন্যে কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার-সাধন করাও প্রয়োজন মনে করেছিল। অক্টোবর মাসে জার যে ইশ্‌তেহার ঘোষণা করেছিলেন, সেই অনুসারে একটি রাষ্ট্রীয় ডুমা গঠনের পরিকল্পনার ভার ছিল কাউন্ট উইটের উপর।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চলছিল, তখন রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পাস হ'লো। এই আইন অনুসারে জমিদার ও ধনিক শ্রেণীই সর্বাধিক নির্বাচনী অধিকার লাভ করলো। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচনী অধিকার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। কৃষিকার্যে নিযুক্ত দিন-মজুর ও কলকারখানায় নিযুক্ত দিন-মজুরদের কোনও ভোটাধিকার ছিল না। স্ত্রীলোক, পঁচিশ বৎসরের চেয়ে অল্পবয়স্ক পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী এবং সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত লোকদেরও ভোটাধিকার ছিল না। তিন-চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরোক্ষ ভোটে ডুমার প্রতিনিধিদের নির্বাচন-ব্যবস্থা হয়েছিল। এদিক দিয়েও কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভোটাধিকার বিশেষভাবে হ্রাস করা হয়েছিল। যখন জমিদাররা দু হাজার ভোটার পিছু একজন নির্বাচক এবং শহরের অধিবাসী ও ধনিকরা সাত হাজার ভোটার পিছু একজন নির্বাচক নির্বাচন করবে, তখন কৃষকদের জন্য ত্রিশ হাজার ভোটার পিছু একজন

নির্বাচক এবং শ্রমিকদের জন্য নব্বই হাজার ভোটার পিছু একজন নির্বাচক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই নির্বাচকরা পর পর কয়েক ধাপে নিজেদের প্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে ডুমার প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। তখনও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে জারের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি কিছু পরিমাণে অবশিষ্ট ছিল। তাই তাদের সমর্থন পাবেন, এই ভরসায় কাউণ্ট উইট কৃষক শ্রেণীর জন্যে ডুমায় শতকরা ৪০টি আসন নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ ও এপ্রিল মাসে দেশময় সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যেই ডুমার নির্বাচন হ'লো। বল্‌শেভিকরা ছাড়া সকলে নির্বাচনে যোগ দিলেন। বল্‌শেভিকরা নির্বাচনী সভাগুলিতে যোগ দিয়ে এই ডুমার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখালেন।

ডুমার প্রথম অধিবেশনের কয়েকদিন আগে জার একটি আইন পাস ক'রে ডুমার অধিকার আরও সংকুচিত করলেন। মূল আইনগুলি সংশোধন করবারও গুরুত্বপূর্ণ কোনও আইন ডুমায় পেশ না ক'রেই পাস করবার অধিকার জারের হাতে রইলো। রাষ্ট্রীয় পরিষদ্‌কে রাষ্ট্রীয় ডুমার সমান ক্ষমতা দেওয়া হ'লো। রাষ্ট্রীয় পরিষদের গঠনেও পরিবর্তন ঘটলো—এর অর্ধেক প্রতিনিধি জার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্য থেকে মনোনীত করলেন এবং বাকী অর্ধেক আসন সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, জেম্‌স্ত্‌ভো, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাদরীদের প্রতিনিধির দ্বারা পূর্ণ হ'লো। স্থির হ'লো, ডুমা কোনও বিল পাস করলে, তা রাষ্ট্রীয় পরিষদে পেশ করা হবে। তখন রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ যদি ঐ বিল পাস করে, তবেই তা জারের অনুমতির জন্যে পাঠানো যাবে। অর্থাৎ ডুমার আইন-প্রণয়নের সামান্য ক্ষমতাটুকুও নস্যাৎ করা হ'লো।

১৭ই অক্‌টোবরের ইশ্‌তেহার অনুযায়ী কাউণ্ট উইট যে রাষ্ট্রীয় ডুমার পরিকল্পনা করেছিলেন, এতে তার ছায়ামাত্র রইলো না।

তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি-পদ থেকে বিদায় নিলেন। ইভান গোরেমিকিন নামে আমলাতান্ত্রিকদের এক ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ডুমার ক্ষমতা এইভাবে পদে পদে ক্ষুণ্ণ হ'লেও জারের শাসন যে কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ হ'লো, তা স্বীকার করতেই হবে। তার প্রধান কারণ, নির্বাচনের ফলাফল ও ডুমার গঠন যে রকম হবে ব'লে কাউন্ট উইট আশা করেছিলেন, তা হ'লো না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন হ'লো। নির্বাচনে দেখা গেল, ডুমার ৫২৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২০৪ জন কৃষক প্রতিনিধি। এঁদের কেউ জারভক্ত ছিলেন না। এঁদের অধিকাংশ এসেছিলেন "ত্রুদোভিক" বা "মেহনতী" দল নামে একটি সংস্থার তরফ থেকে। ঐ সংস্থায় গোড়ার দিকে শ্রমিক প্রতিনিধিরাও ছিলেন। ডুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ একক দল হিসাবে ছিলেন "কাদেৎস্" বা গঠনতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা। তাঁদের প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল ১৭৯। বল্‌শেভিকরা নির্বাচন বয়কট করা সত্ত্বেও সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের ১৮ জন প্রতিনিধি ডুমায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সোস্যাল-ডেমোক্র্যোটিক পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস ঃ

বল্‌শেভিক দল ভিন্ন নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করলেও শ্রমিকরা রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ঐক্য দাবী করছিল। তাই ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্‌হলমে পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস হ'লো। এই কংগ্রেস "ঐক্য কংগ্রেস" নামে পরিচিত।

লেনিন ঐক্যের সমর্থক হ'লেও বল্‌শেভিক দলের নীতি ও আদর্শকে মেন্‌শেভিকদের সঙ্গে একাকার ক'রে মিশিয়ে ফেলতে রাজী ছিলেন না। তাই আগের মতোই দুটি দল স্বতন্ত্র রইলো, তবে তাঁরা একযোগে কাজ করতে এবং পার্টির কর্মসূচী মেনে চলতে

প্রতিশ্রুত হলেন। ডিসেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর সরকারী অত্যাচারের ফলে বল্‌শেভিক দলের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সদস্যদের অনেকেই নিহত, বন্দী বা নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাই চতুর্থ কংগ্রেসে মেন্‌শেভিকদের সংখ্যাধিক্য ছিল। বল্‌শেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে জমিদারদের জমির বাজেয়াপ্ত করণ ও সমস্ত ভূমির জাতীয়করণ দাবী করেছিলেন। কিন্তু মেন্‌শেভিকরা প্রস্তাব করেছিল যে, সমস্ত জমি জেম্‌স্তভোগুলির হাতে দেওয়া হ'ক ; জেম্‌স্তভোগুলিই কৃষকদের মধ্যে খাজনায় জমি বিলি করবে। কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য থাকায় মেন্‌শেভিকরাই জয়ী হ'লো।

প্রথম ডুমার অধিবেশন ঃ

কাদেৎস্‌, মেন্‌শেভিক দল ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল কৃষকদের মধ্যে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল যে, ডুমার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভাবেই কৃষকরা জমি পাবে। তাই কৃষকরা ঐসব দলের প্রতিনিধিদের ডুমায় নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু ডুমার অধিবেশনে কাদেৎস্‌ দল প্রস্তাব করলো যে, জমিদারদের জমির একাংশমাত্র কৃষকদের দেওয়া হবে, আর তাও "ন্যায্য মূল্যের" বিনিময়ে। "ন্যায্য মূল্যের" অর্থ যে কি, তা কৃষকরা ভালো ক'রেই জানত—তা বাজার দরের চেয়ে দু'গুণ তিনগুণ বেশী ছিল। সরকার ও ডুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কাদেৎসের অভিসন্ধি কৃষকদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। জার ও কাদেৎস্‌ দলের উদ্দেশ্য কি, তা কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে তুলে ধরবার জন্যে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁদের চেষ্টায় "ত্রুদোভিক দল" জমিদারদের হাত থেকে সমস্ত জমি ছাড়িয়ে নেওয়ার এবং কৃষকদের জমি সহ দেশের সমস্ত জমির জাতীয়করণের প্রস্তাব ক'রে ডুমায় একটি বিল আনলো। দেশে এই সময় কৃষক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

জার সরকার কৃষক আন্দোলনের আকার ও ব্যাপকতা দেখে ভয় পেয়েছিল। তাই সরকার প্রস্তাব করলো যে, জমিদারদের সম্মতি থাকলে সরকারী খরচে জমিদারদের জমি কিনে নেওয়া হবে এবং সেই জমি "কৃষকদের পক্ষে সাধ্যাতীত না হয়" এমন দামে কৃষকদের কাছে বিক্রয় করা হবে। ত্রুদোভিক্ দল এই প্রস্তাবের ঘোর আপত্তি করলো এবং জনসাধারণের কাছে আবেদনরূপে একটি প্রস্তাব দুমায় পাশ করিয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু এই প্রস্তাব কাদেৎস্ দলের বিরোধিতায় বাতিল হ'লো। যাই হ'ক, সরকার বিরোধী দলের প্রতিপত্তি দেখে এখন অন্য পথ নিলো; কৃষকরা দেশময় হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, এই অজুহাতে জার জুলাই মাসে প্রথম দুমা ভেঙে দিলেন।

দ্বিতীয় দুমা ঃ

এখন গোরেমিকিনের স্থলে জারের স্বরাষ্ট্র সচিব পিটার স্তলিপিন মন্ত্রিসভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। স্তলিপিন প্রথম জীবনে নিজের জমিদারি দেখাশোনা করতেন। তিনি পশ্চিম অঞ্চলের কতিপয় প্রদেশের শাসনকর্তারূপে সরকারী কাজে যোগ দেন এবং পরে জারের স্বরাষ্ট্র সচিব হন। ভূমি সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব'লে সরকারী মহলে তাঁর সুনাম ছিল। দেশে বিপ্লবী আবহাওয়া তখনও বর্তমান ছিল। স্ভেবর্গ ও ক্রন্স্টাডে সেনা ও নাবিকরা বিদ্রোহ করেছিল। যুদ্ধ জাহাজ ও কামানের সাহায্যে এইসব বিদ্রোহ দমন করা হ'লো। স্তলিপিন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিপ্লবীদের বিচারের জন্যে ফীল্ড কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ঐ ফীল্ড কোর্ট মার্শাল সহস্রাধিক লোককে ফাঁসি দিয়ে বা গুলী ক'রে হত্যা করলো।

কেবল সন্ত্রাস ও দমননীতির দ্বারা দেশময় কৃষক আন্দোলন ও বিপ্লবকে রোধ করা সম্ভব নয় জেনে জার সরকার আবার ডুমার নির্বাচন ও অধিবেশনের প্রস্তাব করলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন আরম্ভ হ'লো! এই নির্বাচনে ডুমার প্রগতিশীল দলগুলির প্রতিনিধিরা আগের চেয়েও বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হলেন। প্রথম ডুমায় কাদেৎস্ দল ১৭৯টি আসন পেয়েছিল, সে স্থলে এবার তারা পেয়েছিল ৯৮টি আসন। সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি সহ ত্রুদোভিক্ দল গত নির্বাচনে ৯৪টি আসন পেয়েছিল। এবার তাদের আসন-সংখ্যা হয়েছিল ১৫৭। সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা গত বছর মাত্র ১৮টি আসন পেয়েছিল, কিন্তু এবার তারা পেয়েছিল ৬৫টি। এবারের নির্বাচনে বল্‌শেভিকরাও যোগ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ডুমায় প্রগতিশীলরা অপেক্ষাকৃত বেশী আসন পেয়েছিল সত্য, কিন্তু বাইরে কৃষক আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপে ভাটা পড়েছিল। তাই প্রথম ডুমার তুলনায় দ্বিতীয় ডুমা দুর্বলতর ছিল। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ডুমা জার সরকারের অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো এবং দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে দেওয়ার জন্যে জার সরকার অজুহাত খুঁজতে লাগলো। দ্বিতীয় ডুমার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট সদস্যরা "রাষ্ট্রবিরোধী গোপন চক্রান্তে নিযুক্ত আছেন" এই মিথ্যা অভিযোগ ক'রে জার সরকার ৩রা জুন (১৯০৭) দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে দিলো। ডুমার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিরা বন্দী, কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত হলেন। ডুমায় জমিদার ও বড় পুঁজিপতিরা যাতে সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, সেই উদ্দেশ্যে জার সরকার নূতন নির্বাচন বিধি ঘোষণা করলো। এই-ভাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্‌টোবর মাসে বিপ্লবী শক্তির কাছে মাথা নত ক'রে ভীত সন্ত্রস্ত জার সরকার যেটুকু রাজনৈতিক অধিকার

জনসাধারণকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, এখন সেটুকুও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করলো।

৩রা জুন ডুমা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তাই এর পরবর্তী জার সরকারকে "৩রা জুনের রাজতন্ত্র" বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় ডুমা ঃ

দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে দিলেও জার সরকার গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মুখোশটা কিন্তু বজায় রাখতে চাইলো। দেশের বুর্জোয়াদের ও বিদেশের বুর্জোয়া রাজতন্ত্রগুলিকে খুশী রাখাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ৩রা জুনের নূতন নির্বাচনী আইন অনুসারে ডুমায় আবার নির্বাচন হ'লো। এতে জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণী যাতে ডুমায় প্রাধান্য পেতে পারে, তার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমিদাররা প্রতি ২৩০ জন ভোটার পিছু একজন নির্বাচক, বুর্জোয়ারা প্রতি ১০০০ জন ভোটার পিছু একজন নির্বাচক, কৃষকরা প্রতি ৬০,০০০ ভোটার পিছু একজন নির্বাচক এবং শ্রমিকরা প্রতি ১২৫,০০০ পিছু একজন নির্বাচক নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল। অরুশ অধিবাসীদের ভোটদানের অধিকার আরও সংকুচিত করা হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীদের ভোটাধিকার প্রায় ছিলই না। পোল্যাণ্ড ডুমায় মাত্র ১২ জন প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পেয়েছিল। তাদের মধ্যে আবার দুজন রুশ প্রতিনিধি থাকবেন, এমন বাধ্যবাধকতাও ছিল। ইউরোপীয় রাশিয়ার জন্যে ডুমায় যেখানে ৪০৩ জন প্রতিনিধির আসন ছিল, সেখানে তথাকথিত "সীমান্ত অঞ্চলের" জন্যে ছিল মাত্র ৩৯টি আসন।

নির্বাচন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'লো যে, তৃতীয় ডুমা জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংস্থা মাত্র। ডুমায় কোনও রাজনৈতিক দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না।

তাই রাজনৈতিক দলগুলি জার সরকারের হাতে ক্রীড়নক মাত্র হয়ে উঠলো। এখন প্রধান মন্ত্রী হলেন পিটার স্তলিপিন্।

স্তলিপিন ও প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব ঃ

দেশে শুরু হ'লো প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব। প্রতিক্রিয়ায় কর্ণধার হলেন প্রধান মন্ত্রী পিটার স্তলিপিন। কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নৃশংস অত্যাচার চললো। বহু গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হ'লো, বিনা বিচারে হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করা হ'লো, শিশু ও স্ত্রীলোকরা নির্মমভাবে প্রহৃত হ'লো। বিপ্লব দমনের জন্যে যে সৈন্যদল গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিল, সেগুলি সরানো হ'লো না, বরং সীমান্ত অঞ্চল থেকে সৈন্যদের সরিয়ে এনে ঐসব অঞ্চলের সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়ানো হ'লো। ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ফীল্ড কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, তার পরিবর্তে এখন সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সারা দেশ ফাঁসিকাঠে ছেয়ে গেল। জনসাধারণ ফাঁসির নাম দিলো "স্তলিপিনের নেক্‌টাই"। লেনিন বলেছিলেন, ঐ সময় দেশে যে ভয়ংকর নিপীড়ন চলেছিল, সমস্ত জারতন্ত্রের ইতিহাসে তেমনটি কখনো ঘটেনি। ঐ সময় পাঁচ বছরে যে পরিমাণ লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল গত তিন শতাব্দীতে যতো লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তার সমান। কয়েক লক্ষ লোককে জেলে আটক রাখা হয়েছিল। জেলে নির্যাতন ও নিপীড়নের সীমা ছিল না। শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর ক্রমাগত পুলিস ও সশস্ত্র বাহিনীর হামলা চলছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৩৫৫টি শ্রমিক ইউনিয়ন বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনের কাগজগুলি বেআইনী করা হয়েছিল। "রুশ গণ লীগ" নামে পরিচিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংগঠিত কুখ্যাত "কালো শ"

দল দেশের সর্বত্র অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল। তারা দল বেঁধে শহরের পথে পথে রবারের চাবুক ও পিস্তল হাতে ঘুরে বেড়াতো, আর যাকে পেতো প্রহার ও হত্যা করতো। ইহুদীদের উপর অত্যাচারও চরমে পৌঁছেছিল। এখন এমন একটি বছরও যেতো না, যখন কোথাও না কোথাও ইহুদীদের বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হ'তো।

স্তলিপিনের ভূমি সংস্কার ঃ

লেনিন বলেছিলেন, রাশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভূমি সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রেই জন্মলাভ করেছিল। জার সরকারের প্রধান পরিচালকরাও সেকথা বেশ জানতেন। তাই স্তলিপিন অবিলম্বে ভূমি সংস্কারের দিকে মন দিলেন। কিন্তু ভূমি সংস্কারের প্রকৃত পথ যা ছিল, তা তিনি নিলেন না। জারতন্ত্র ও জমিদারী প্রথাকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, সেদিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ ও বিভেদ আনবার জন্যে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে একদল খুদে জমিদার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন। কেবল তাই নয়, দেশের কলকারখানায় সস্তায় শ্রমিক সরবরাহের জন্যে কৃষকদের ভূমি থেকে বিচ্যুত করাও ছিল প্রয়োজন। সেজন্যে স্তলিপিন তিনটি উপায় অবলম্বন করলেন ঃ (১) কৃষকদের গ্রামীণ সংঘগুলিকে (Village Community) তিনি ভেঙে দিলেন ; (২) গ্রামাঞ্চলে 'খুতর' ও 'অৎরুব' নামে পরিচিত দু'রকম কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন ; এবং (৩) অন্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্যে কৃষকদের পাঠালেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই স্তলিপিনের একটি আদেশ-বলে গ্রামীণ সংঘগুলি ভাঙবার কাজ শুরু হয়েছিল। পরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় দুমা ঐ আদেশ সংশোধন ক'রে একটি আইন

করলো। ঐ আইনবলে গ্রামীণ সংঘগুলিকে ভেঙে ফেলবার কাজ শেষ করবার ব্যবস্থা হ'লো। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আদেশ-বলে কৃষকদের ইচ্ছা করলে গ্রামীণ সংঘ ছেড়ে চ'লে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের আইন-বলে কৃষকদের গ্রামীণ সংঘ ছেড়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হ'লো। আগে কৃষকদের জমি বিক্রয় করবার অধিকার ছিল না। এখন তাদের সে অধিকার দেওয়া হ'লো। কৃষকদের অধিকাংশই ছিল অতীব দুঃস্থ। তাই তারা নিজ নিজ ভাগের জমি বিক্রি করতে লাগলো। এতে 'কুলাক' বা ধনী কৃষকদের খুবই লাভ হ'লো। তারা গরীব কৃষকদের জমি কিনে নিয়ে ক্রমেই এক-একটি খুদে জমিদার হয়ে উঠলো।

নূতন ব্যবস্থায় গ্রামীণ সংঘ ছেড়ে কৃষকরা গ্রামে থাকতে পারতো। যারা গ্রামে থাকতো, তারা টুকরো জমির বিনিময়ে একলাগাও জমি পেতো। এই একলাগাও জমিকে বলা হ'তো 'অৎরুব'। কৃষকরা ইচ্ছা করলে গ্রামের জমি ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাইরে গিয়ে বাস করতো এবং সেখানে জমি নিয়ে চাষ-আবাদ করতে পারতো। গ্রামের বাইরে অবস্থিত ঐ ধরনের ক্ষেত-খামারকে বলা হ'তো 'খুতর'। অৎরুব ও খুতর, দুরকমের ক্ষেতেই চাষ-আবাদ করা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাতে কুলাক বা ধনী কৃষকদেরই উপকার হ'লো। তারা সহজেই গরীব কৃষকদের কাছ থেকে সস্তায় জমি কিনে নিতে পারলো। এইভাবে কৃষি-ব্যবস্থায় গ্রামের বাইরে ও ভিতরে ধনী কৃষকরাই হয়ে উঠলো সর্বেসর্বা। তারা জমিদারি প্রথা ও জারতন্ত্রের শক্ত খুঁটিতে পরিণত হ'লো। বহু কৃষক জীবিকার সন্ধানে কলকারখানায় কাজের জন্যে গেল। ভূমি থেকে বিচ্যুত অসংখ্য কৃষককে সপরিবারে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ও রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হ'লো। ১৯০৬ থেকে

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২,৫০০,০০০ কৃষককে সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া ও বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে পুনর্বসতির জন্যে পাঠানো হ'লো। এইসব কৃষককে পশুবাহী ট্রাকে পশুর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হ'তো। ট্রাকের উপর এই ধরনের বিবরণ লেখা থাকতো ঃ "চল্লিশজন লোক, আটটি ঘোড়া।" স্ত্রী-পুত্রকন্যা সহ অনাহারে, অর্ধাহারে, রোগে, শোকে, শীতে, বর্ষায় কৃষকদের দুর্দশার সীমা রইলো না। তাদের জন্মস্থান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা মাঠে নামিয়ে দেওয়া হ'তো। সেখানে সামান্য একটু বাসস্থান ও কিঞ্চিৎ সরকারী সাহায্য সংগ্রহ করতে তাদের জীবনান্ত ঘটতো। কবরের পর কবরে জমি ভ'রে যেতো। জেম্স্ত্‌ভোগুলির পক্ষ থেকে সুদূর প্রাচ্যে সাইবেরিয়ার সীমান্তে পুনর্বাসন পরিদর্শনের জন্যে প্রিন্স ল্‌ভভকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাঁর বিবরণে বলেছিলেন, "এখান থেকে বহু কলোনি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা দরকার। নইলে কলোনিগুলি কবরখানা হয়ে উঠবে।"

পুনর্বাসনের জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিল, কেবল তাদেরই যে দুর্দশার সীমা ছিল না, তা নয়। ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদেরও উৎখাত করা হচ্ছিল। মধ্য-এশিয়ার বহু ফলের বাগান কেটে সাফ করা হয়েছিল।

ফলে স্তলিপিনের ভূমি-সংস্কার-ব্যবস্থায় দেশে 'খুদে জমিদার' শ্রেণীর সৃষ্টি হ'লেও, তা ভূমিহীন কৃষক, কর্মহীন শ্রমিক ও বিতাড়িত স্থানীয় অধিবাসীদের মনে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জাগিয়েছিল, তা আসন্ন বিপ্লবের বারুদখানায় পরিণত হয়েছিল। তার উপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে কলেরার যে মহামারী হয়, তাতে প্রায় এক লক্ষ লোক মারা যায়। অস্ত্রাখানে প্লেগের যে মহামারী দেখা দেয়, তাতেও অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯১১

খ্রীষ্টাব্দে যে অজন্মা হয়, প্রায় তিন কোটি কৃষক তার কবলে পড়ে। ফলে দেশবাসীর কাছে স্তলিপিনের ভূমি সংস্কারের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বৈদেশিক নীতি ঃ

জাপানের কাছে পরাজয়ের পর ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার সম্মান-প্রতিপত্তি খুবই ক'মে গিয়েছিল। আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমনের জন্যে জার সরকার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্যে প্রয়োজন ছিল বৈদেশিক ঋণ এবং বৈদেশিক শক্তিগুলির বন্ধুত্ব ও আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি। এজন্যে জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রথমে জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌মের সঙ্গে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। গোপনে বিয়র্কে তাঁদের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের ছিল অহিনকুল সম্পর্ক। এই সন্ধির অর্থ ছিল ফ্রান্সের আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। কাউন্ট উইটের নেতৃত্বে জারের মন্ত্রিসভা তাই এই সন্ধির বিরোধিতা করলো এবং জার্মানির সঙ্গে সম্পাদিত এই গোপন চুক্তি বাতিল ক'রে দেওয়া হ'লো।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন জার সরকারকে আড়াই শ কোটি ফ্রাঁ ঋণ দিলো। তাছাড়া, তারা রুশ-জাপ সম্পর্কেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটালো। পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির পর জাপান নানা অজুহাতে রাশিয়ার কাছে নানারকম দাবী উত্থাপন করছিল এবং আবার যুদ্ধ বাধাবার ভয় দেখাচ্ছিল। আবার যুদ্ধ করবার মতো ক্ষমতা রাশিয়ার ছিল না। জাপানেরও এই সময় বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন ছিল। ফরাসী ও বৃটিশ সরকার ঋণদানের শর্ত হিসাবে রাশিয়ার প্রতি মনোভাব পরিবর্তন করতে জাপানকে বাধ্য করলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি সন্ধি অনুসারে জাপান

রাশিয়াকে তার সুদূর প্রাচ্যের সীমান্ত সম্পর্কে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলো। বিনিময়ে রুশ সরকার মরক্কো নিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের লড়াইয়ে ফ্রান্সকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলো। কেবল তাই নয়, পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যে মন-কষাকষি চলছিল, সে বিষয়েও একটা রফা হ'লো। তিব্বত নিরপেক্ষ এলাকা এবং আফগানিস্থান বৃটিশ-প্রভাবাধীন এলাকা ব'লে গণ্য হ'লো ; ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধি অনুসারে স্থির হ'লো, পারস্যের উত্তরাঞ্চল রাশিয়ার এবং দক্ষিণাঞ্চল বৃটেনের প্রভাবাধীন এবং মধ্য-পারস্য নিরপেক্ষ এলাকা হিসাবে থাকবে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের মিত্রতার চুক্তি হয়েছিল। এখন বৃটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সন্ধি হওয়ায় ফ্রান্স, বৃটেন ও রাশিয়া পারস্পরিক সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হ'লো। অবশ্য, রাশিয়া ফ্রান্স ও বৃটেনের আশ্রিত অনুচর রূপেই রইলো। এই আঁতাতের বিরুদ্ধে রইলো জার্মানি ও তার সহযোগী শক্তি অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি। এইভাবে দুই বিরোধী জোট গঠনের সূত্রপাত হ'লো।

বসনিয়া সংকট ঃ

জার্মানি ও তার সহযোগী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বল্‌কান অঞ্চলে ও মধ্য-প্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল। রাশিয়ার পক্ষে তা ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে বস্‌ফোরাস ও দার্দানেলসের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলাচলের অধিকার থেকে রাশিয়া বঞ্চিত থাকায় বল্‌কান অঞ্চলে ও মধ্য-প্রাচ্যে কোনরকম প্রভাব বিস্তার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই ঐ দুই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের অধিকার পাওয়া রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে ছিল অপরিহার্য। রাশিয়া তার মিত্রদের

কাছে আবেদন-নিবেদন করলেও তারা এ বিষয়ে উদাসীন রইলো। কারণ রাশিয়াকে ঐ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া তাদের নিজেদের স্বার্থের বিরোধী ছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রেভেলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'লো। রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড একযোগে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করবার জন্যে পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিলো। মাসিডোনিয়া অঞ্চলকে শাসন-সংস্কারের নামে তুরস্কের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়েও দুজনে একমত হলেন। কিন্তু বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌সের প্রশ্নে রাশিয়ার পক্ষে কোনও সুফল হ'লো না।

এ বিষয়ে রাশিয়া এখন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সাহায্য নিতে চাইলো। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে আলোচনা হ'লো। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বের্লিন কংগ্রেসের সময় থেকে হার্জেগোভিনা অঞ্চল অষ্টিয়া-হাঙ্গেরির দখলে ছিল। এখন ঐ অঞ্চলকে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি স্বরাজ্যভুক্ত ক'রে নিতে চাইলো। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যদি বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌সে রাশিয়ার জাহাজ চলাচলের দাবী সমর্থন করে, তবে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকার করলে রাশিয়া তার বিরোধিতা করবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিলো। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি অবিলম্বে বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনাকে স্বরাজ্যভুক্ত ক'রে নিলো। বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার অধিবাসীরা ছিল সার্ব। তাই সার্বিয়ায় অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিক্ষোভ ফেটে পড়লো। রাশিয়া নিজেকে সার্বিয়ার অভিভাবক ভাবতো। সে-ও সার্বিয়ার বিক্ষোভে যোগ দিলো। রাশিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানলো এবং দাবী করলো যে, ইউরোপীয় শক্তিগুলির একটি সম্মেলনে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার সংযুক্তির প্রশ্ন এবং বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌স্ প্রণালী দিয়ে রুশ জাহাজ চলাচলের প্রশ্ন একসঙ্গে

আলোচিত হোক। কিন্তু জার্মানি এখন এসে হস্তক্ষেপ করলো এবং রাশিয়া ও সার্বিয়াকে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনারে সংযুক্তি মেনে নিতে বললো। অন্যথা যুদ্ধেরও হুমকি দিলো। জার সরকার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই রাশিয়া অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার সংযুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হ'লো। বল্‌কান তথা ইউরোপীয় রাজনীতিতে জার সরকার ব্যর্থ হ'লো।

প্রাচ্যে ও মধ্য-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ঃ

প্রাচ্যে ও মধ্য-প্রাচ্যেও রাশিয়া প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করলো। ১৯০৫-৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের তরঙ্গ প্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্যের পরাধীন, ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সর্বত্র মানুষের মনে নব-জাগরণ দেখা দিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যে বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয়েছিল। জনসাধারণের দাবী মেনে নিয়ে পারস্যের শাহ্ দেশে মজলিশ বা পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু জারতন্ত্র পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এই প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধী ছিল। তাই পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমর্থন ও উৎসাহ পেয়ে জার সরকার পারস্যের বুর্জোয়া বিপ্লব দমন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'লো। কর্নেল লিয়াকভ পারস্যে কসাক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মজলিশের উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগলেন। পারস্যের রাজধানী তেহেরানে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হ'লো। জার সরকারের নির্দেশক্রমে পারস্যের শাহ্ মজলিশ ভেঙে দিতে বাধ্য হলেন। মজলিশের বহু সদস্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো; বহু সদস্য কারারুদ্ধ হলেন। তা সত্ত্বেও পারস্যে বুর্জোয়া বিপ্লব চলতে লাগলো। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের শাহ্ তাঁর এক নাবালক

উত্তরাধিকারীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের প্রতিবিপ্লবী দল রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সাহায্যে বিপ্লব দমন করতে সমর্থ হ'লো। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে উত্তর পারস্য রুশ বাহিনীর অধিকারে রইলো।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে "তরুণ তুর্কী" নামে পরিচিত রাজনৈতিক দল তুরস্কে একটি গঠনতন্ত্রসম্মত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা ছিল এই রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকার করায় এই লক্ষ্য ব্যাহত হয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশের ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরেনাইকা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন ইতালি তা অধিকার করলো। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের আরব অঞ্চল দাবী করতে লাগলো। ইতালি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডকে রাশিয়া সমর্থন করলো। কেবল তাই নয়, তুরস্ক আক্রমণের জন্যে রাশিয়ার নেতৃত্বে বল্‌কান রাজ্যগুলি সংঘবদ্ধ হ'লো।

বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কাছে সমর্থন ও সাহায্য না পেয়ে তরুণ তুর্কী এখন জার্মানির শরণাপন্ন হ'লো। এইভাবে তুরস্ক-ও জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির জোটে যোগ দিলো।

এই সময়ে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, চীনদেশেও বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয়েছিল। চীনা বিপ্লবীরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও দেশী সামন্ততান্ত্রিক শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন। চীনের এই বিপ্লব দমনের জন্যে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে রাশিয়াও অবতীর্ণ হ'লো। তারা অর্থনৈতিক অবরোধ গ'ড়ে তুলে চীনের প্রতিবিপ্লবী প্রেসিডেণ্ট ইউয়ান্-শিহ্-কাইকে বিপ্লব দমনের জন্যে সাহায্য করতে লাগলো।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ও আন্দোলনে বিভ্রান্তি ঃ

১৯০৫-৭ খ্রীষ্টাব্দের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় রাশিয়ার মানুষের মনে হতাশা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। জার সরকার সারা দেশে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, তা এই হতাশা ও বিভ্রান্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। স্তলিপিনের ভূমি-সংস্কার অল্পদৃষ্টি রাজনীতিকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। এই ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে ব'লে এক শ্রেনীর রাজনীতিবিদ্ প্রচার শুরু করছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের চিন্তারাধায় এই বিভ্রান্তির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সহযাত্রী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা এখন সকল রকম বিপ্লবী ও প্রগতিশীল চিন্তার বিরোধিতা করছিলেন। কাদেৎস্ বা গঠনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রীরা এবং প্রাক্তন "আইনানুগ মার্ক্‌স্‌বাদীরা" এখন মার্ক্‌স্‌বাদের ঘোর বিরোধিতা শুরু করেছিল এবং জারতন্ত্রের সঙ্গে সমঝওতার কথা প্রচার করছিল। এরা এদের "ভেখি" নামে প্রকাশিত রচনা-সংকলনে অর্থোডক্স রুশ চার্চ, অতীন্দ্রিয়বাদ, ভগবদ্‌বিশ্বাস, রাজভক্তি ইত্যাদির কথা বলছিল। এমন কি, মার্ক্‌স্‌বাদীদের মধ্যেও অনেকে "ভগবৎ-অন্বেষণ" শুরু করেছিলেন। মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল এমন নির্লজ্জভাবে রাজতন্ত্রকে সমর্থন না করলেও তাদের চিন্তায় জড়তা ও বিভ্রান্তির অভাব ছিল না।

নারোদ্‌নিকদের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি ক'রেই সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল গ'ড়ে উঠেছিল। তাই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল সুপ্রচুর। সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল এখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা কৃষক-দরদের কথা ভুলে গিয়ে কৃষকদের জন্যে জমিদারদের কাছ থেকে যে জমি নেওয়া হয়েছে, জমিদারদের তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা

বলতে লাগলো এবং গঠনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রীদের সঙ্গে জোট পাকালো। তথাকথিত "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা গেলো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে—তারা গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদের পথ নিলো এবং উস্কানিদাতাদের খপ্পরে গিয়ে পড়লো। গোয়েন্দা বিভাগের বহু লোক তাদের দলে ঢুকে পড়েছিল। প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর দমননীতি চালাবার অজুহাত সৃষ্টির জন্যে পুলিসের লোকেরা প্রায়ই সন্ত্রাসবাদের উস্কানি দিতো এবং হত্যাকাণ্ডের জন্যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র গ'ড়ে তুলতো। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব ভিয়াচেস্লাভ প্লেভেকে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের সময় জানা যায়, আজেভ নামে এক ব্যক্তি পুলিসের নির্দেশে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলে যোগ দিয়েছিল এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঐ দলের "সংগ্রামী সংগঠনে" অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরূপে ছিল। আজেভই প্লেভের হত্যাকাণ্ডের সকল ব্যবস্থা করেছিল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা কিন্তু সন্ত্রাসবাদের পথ ছাড়লো না। তাদের রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ফলে জার সরকার বীভৎস দমননীতি চালাবার অজুহাত পেলো এবং বহু নিরপরাধ লোক ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলো। এইভাবে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করতে লাগলো।

সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যেও বিভ্রান্তির সীমা ছিল না। মেন্‌শেভিকরা বলছিল, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হয়েছে; স্তলিপিন তাঁর ভূমি-সংস্কারের দ্বারা রাশিয়ায় বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন; সুতরাং এখন স্তলিপিন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা দরকার; যেহেতু জার সরকারের দমননীতির ফলে বিপ্লবী সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আত্মগোপন

করতে বাধ্য হয়েছে ও প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না, সেই হেতু এখন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও বাতিল ক'রে দেওয়া দরকার। লেনিন মেন্‌শেভিকদের এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন। তিনি মেন্‌শেভিকদের নাম দিলেন "বাতিলপন্থী"; মেন্‌শেভিক দলকে তিনি অভিহিত করলেন "স্তলিপিন লেবার পার্টি" ব'লে।

বল্‌শেভিকদের মধ্যেও নানারকম বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। বল্‌শেভিকদের একাংশ রাষ্ট্রীয় ডুমা থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনবার কথা বলছিলেন। রুশ শব্দ "অৎজিভাৎ" বা "ফিরিয়ে আনা" থেকে এঁরা পরিচিত হয়েছিলেন "অৎজভ্‌বাদী" নামে। লেনিন এঁদের বিরোধিতা ক'রে বলেন, এঁরা হলেন আর একপ্রকারের বাতিলপন্থী। এঁদের প্রস্তাব কার্যকরী করলে পার্টি জনসাধারণ থেকে দূরে সরে যাবে। ফলে পার্টি আপনা থেকেই বাতিল হবে।

মেন্‌শেভিক "বাতিলপন্থী" ও বল্‌শেভিক অৎজভ্‌বাদীদের মতো আর একটি দলও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। এরা মুখে বলতো, এরা সকল দল ও উপদলের উর্ধ্বে। কিন্তু আসলে এরা ছিল বাতিলপন্থী। এদের নেতা ছিলেন লেয়ন ট্রট্‌স্কি। ট্রট্‌স্কি প্রথমে মেন্‌শেভিক দলের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। পরে তিনি বল্‌শেভিক দলে যোগ দেন। নানা ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও রুশ বিপ্লবে তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

লেয়ন ট্রট্‌স্কি :

লেয়ন ট্রট্‌স্কির আসল নাম লিয়েভ দাভিদোভিচ্ ব্রন্‌স্টাইন। তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাভেৎগ্রাদের নিকটে এক মধ্যবিত্ত ইহুদী

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওডেসার বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। বিপ্লবাত্মক কাজের জন্যে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বছর বয়সে তিনি গ্রেফ্‌তার ও পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নির্বাসন থেকে গোপনে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। ঐ সময় তিনি তাঁর জাল পাসপোর্টে "ট্রট্স্কি" নাম ব্যবহার করেন এবং সেই থেকে ট্রট্স্কি নামেই পরিচিত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সময়ে তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সদস্যরা যে সভায় গ্রেফ্‌তার হন, ট্রট্স্কি সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেফ্‌তার হন এবং তাঁকে সাইবেরিয়ার তবল্‌স্কে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু ট্রট্স্কি সাইবেরিয়ায় পৌঁছেই আবার গোপনে পলায়ন করেন। তিনি ভিয়েনায় কিছুদিন থাকেন। সেখানে থাকবার সময়ে তিনি "আর্বিটার জাইতুং" ও "প্রাভ্‌দা" কাগজের জন্যে লেখেন। কিছুদিন তিনি রাসায়নিক দ্রব্যের এক কারখানাতেও কাজ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোপেনহেগেনে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কংগ্রেসে যোগ দেন। সেখানে তিনি মেন্‌শেভিক ও বল্‌শেভিক গোষ্ঠীর বাইরে থেকে "মধ্যপন্থা" অনুসরণের চেষ্টা করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাংবাদিক রূপে কন্‌স্তান্তিনোপলে যান। পর বৎসর তিনি কিছুদিন জুরিখে ও কিছুদিন প্যারিসে কাটান। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ সম্পর্কে একখানি বই লেখেন। বইখানি জার্মানিতে প্রকাশিত হ'লে তিনি আট মাসের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কেবল জার্মানিতে নয়, তিনি ফ্রান্সেও যুদ্ধের বিরোধিতা করতে থাকেন। ফলে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হন। সীমান্ত অতিক্রম কালে স্পেনের সরকারী কর্তৃপক্ষ

তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে। কিন্তু তারা তাঁকে আমেরিকা চলে যাওয়ার জন্যে সুযোগ দেয়। ট্রট্স্কি আমেরিকায় পৌঁছে নোভী মীর (নয়া দুনিয়া) নামে একটি বিপ্লবী কাগজের সম্পাদনা করতে থাকেন।

বল্‌শেভিকদের সংঘবদ্ধতা ও কার্যক্রম ঃ

বল্‌শেভিক দল বিপ্লবের আপোসহীন পন্থা অনুসরণ করায় তাঁদের উপরই আঘাত এসেছিল সবচেয়ে বেশী। বিপ্লবের সময়ে বহু বল্‌শেভিক কর্মী নিহত, বন্দী ও নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁদের উপর পীড়ন ও নির্যাতনও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। এই অবস্থায় বল্‌শেভিক সংগঠন ভেঙে পড়বার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বল্‌শেভিকদের অনমনীয় বিপ্লবী চেতনা এবং লেনিন, স্তালিন, স্‌ভের্দ্‌লভ, কালিনিন, ফ্রুঞ্জে, মলোতভ প্রভৃতি নেতাদের কর্মশক্তি সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ ক'রে তুললো। বল্‌শেভিক কর্মীরা আত্মগোপন ক'রে কলকারখানায় শত শত "সেল" বা ক্ষুদ্র কর্মকেন্দ্র গ'ড়ে তুললেন। তাঁরা বিপ্লবী প্রচারের জন্যে আইনী ও বেআইনী সকল রকম পন্থাই অবলম্বন করলেন, জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ রাখবার জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকদের ক্লাব, আড্ডা, রবিবারের স্কুল ও কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিতে কাজ করতে লাগলেন। তাঁদের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় দুমায় সাহসের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতা করলেন। তাঁদের প্রধান দাবী হ'লো—গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করণ, এবং শ্রমিকদের রোজ আট ঘণ্টা ক'রে কাজ।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে স্তলিপিন সরকার লেনিনকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্যে আদেশ দেয়। সর্বত্র জারের পুলিশ লেনিনের খোঁজ করতে থাকে। ঐ সময়ে পার্টির প্রস্তাবক্রমে লেনিন ফিন্‌ল্যাণ্ডে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি গোপনে

সুইজারল্যাণ্ডে চ'লে যান। কিন্তু যাত্রাকালে একটি দুর্ঘটনায় প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি রক্ষা পান। গোপনে জাহাজে উঠবার জন্যে তিনি এক রাত্রিতে দুজন কৃষককে সঙ্গে নিয়ে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে জমাট-বাঁধা বরফের উপর দিয়ে নিকটবর্তী একটি ছোট দ্বীপে যাচ্ছিলেন। সেই সবে ডিসেম্বর মাস, বরফ তখনও পুরু ও শক্ত হয় নি। বরফের ফাঁকে পা পিছলে গর্তে পড়ে গিয়ে লেনিন প্রায় ডুবে যাচ্ছিলেন। তিনি অতি কষ্টে বরফের উপরে উঠতে সমর্থ হন এবং প্রাণে রক্ষা পান। এবারে প্রবাসে লেনিনের প্রায় দশ বছর কাটে। প্রবাসে থেকেই তিনি বল্‌শেভিকদের বিপ্লবী সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন।

সংগঠনের বিপ্লবী সত্তাকে অক্ষুণ্ণ ও শক্তিশালী রাখবার জন্যে বল্‌শেভিকদের সংগঠনের ভিতরে ও বাইরে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল। বাতিলপন্থী, অৎজভপন্থী ও ট্রট্স্কিপন্থী বিভ্রান্তির হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করবার জন্যে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রাগে ষষ্ঠ নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে বল্‌শেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে পৃথক পার্টি গঠন করেন। তবে "রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি" এই পুরাতন নামই থাকে, কেবল ব্র্যাকেটে "বল্‌শেভিক" কথাটি যোগ করা হয়। পার্টির এই নাম ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

বল্‌শেভিক পার্টির প্রধান কর্মিগণ ঃ

লেনিন ছাড়া বল্‌শেভিক পার্টির অন্যান্য প্রধান কর্মিদের মধ্যে জিনোভিভ, কামেনেভ, রিখভ, কালিনিন, ফ্র্যুঞ্জে, স্তালিন, স্ভের্দলভ, মলোতভ, ভরোশিলভ. বুখারিন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের রুশ বিপ্লবের স্তম্ভ বলা চলে।

জর্জি জিনোভিভের (১৮৮৩-১৯৩৬) প্রকৃত নাম রাদোমিল্‌স্কি

আপ্‌ফেল্‌বাউম। তিনি এলিজাভেৎগ্রাদে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং বার্নে আইন পড়বার সময়ে সেখানকার প্রবাসী বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নেতা ও সংগঠক হয়ে ওঠেন। তিনি দেশে ফিরে বিপ্লবাত্মক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়। পরবর্তী কয়েক বছর তাঁর সুইজারল্যাণ্ডে কাটে। সেখানে তিনি লেনিনের অন্যতম সহযোগী রূপে কাজ করেন। পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেনিনের সঙ্গেই দেশে ফেরেন।

লেও বরিসোভিচ্ কামেনেভের (১৮৮১-১৯৩৬) প্রকৃত নাম লেও বরিসোভিচ্ রসেন্‌ফীল্ড। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ছাত্রজীবনে কারিগরি শিক্ষালাভ করেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সদস্য হন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ নেওয়ার অভিযোগে কারারুদ্ধ হন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির বল্‌শেভিক দলে যোগ দেন এবং তার অন্যতম নেতা ও প্রচারক হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে বিতাড়িত হন। এর পর রুশদেশে থাকা নিরাপদ নয় জেনে তিনি প্যারিসে চ'লে যান। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশক্রমে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং রুশদেশে বল্‌শেভিক পার্টির অন্যতম প্রধান পরিচালকরূপে কাজ করতে থাকেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেপ্তার হন। জার সরকার তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময়ে তিনি

রাশিয়ায় ফিরে আসেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সদস্যরূপে কাজ করেন।

আলেক্‌সি ইভানোভিচ্ রিকভ (১৮৮১-১৯৩৮) সারাটভের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় লেনিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তারপর তিনি রাশিয়ায় বল্‌শেভিক দলের প্রচারকার্যের জন্যে ফিরে আসেন। তিনি কয়েকবার জার সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন, কিন্তু প্রতি বারেই নির্বাসন থেকে পলায়ন করেন। লণ্ডনে রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির যে তৃতীয় কংগ্রেস হয়, তাতে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন এবং লণ্ডনে পার্টির যে পঞ্চম কংগ্রেস হয়, তাতে প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। তিনি ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিন প্যারিসে থাকেন, তারপর রাশিয়ায় ফিরে আসেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম সাইবেরিয়ার নারিমে নির্বাসিত হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নির্বাসন থেকে পলায়ন করেন, কিন্তু আবার ধরা পড়েন ও নারিমে প্রেরিত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়ে তিনি নারিম থেকে ফিরে আসেন ও বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন।

মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ্ ফ্রুঞ্জে (১৮৮৫-১৯২৫) তুর্কিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গ পলিটেক্‌নিকে শিক্ষা লাভের সময়ে বল্‌শেভিকদের সংস্পর্শে আসেন ও অক্লান্তভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইভানোভো-ভোজ্‌নেসেন্‌স্কে শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনা করেন ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন তাঁর কারাগারে কাটে। ঐ সময় তাঁর উকিল বলেন, ফ্রুঞ্জে যদি শ্রমিক আন্দোলন ত্যাগ করেন,

তবে তাঁকে অবিলম্বে মার্জনা করা হবে। ফ্রুঞ্জে ঘৃণার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্যে এই ধরনের উকিলের সাহায্য নিতে তিনি নারাজ। তিনি দশ বছরের জন্যে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন হন। কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নির্বাসন থেকে পলায়ন করেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনে আবার যোগ দেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে তিনি অন্যতম প্রধান সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরে সামরিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতা লাল ফৌজকে বিশেষভাবে শক্তিশালী ক'রে তোলে।

প্রধান বল্‌শেভিক কর্মীদের অন্যতম ছিলেন মিখাইলোভিচ্ স্‌ভের্দলভ। লেনিন তাঁকে "নিখুঁত ধরনের পেশাদারী বিপ্লবী" ব'লে অভিহিত করেছিলেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই স্‌ভের্দলভ নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদ ও সরমোভোর শ্রমিকদের সঙ্গে গোপন বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে যোগ দেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরমোভোতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করায় গ্রেফ্‌তার হন এবং কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকেন। তারপর তিনি সকল বিপদ তুচ্ছ ক'রে একান্তভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহুবার গ্রেফ্‌তার ও নির্বাসিত হন এবং প্রতিবারেই নির্বাসন থেকে পলায়ন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাজান ও উরাল অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে গ্রেফ্‌তার ক'রে একটি দুর্গে আটক রাখা হয়। তাঁর দণ্ডকাল শেষ হ'লে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁকে গ্রেফ্‌তার ক'রে পশ্চিম সাইবেরিয়ার নারিম অঞ্চলে মাক্‌সিম্‌কিন ইয়ারে নির্বাসিত করা হয়। এখানে বছরে দুবারের বেশী কোনও চিঠিপত্র যেতো না। সভ্য জগৎ থেকে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল বলা চলে। তিনি এখান থেকেও পাঁচবার পালাবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে

একটি ছোট ডিঙ্গিতে ইয়েনিসেই নদী পার হয়ে পলায়ন করতে সমর্থ হন। নদী পার হওয়ার সময়ে নৌকাডুবির ফলে মৃত্যুর হাত থেকে কোনও রকমে তিনি বেঁচে যান। ঐ বছর শরৎকালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে পৌঁছেন ও বল্‌শেভিক দলের সাংগঠনিক কার্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত বল্‌শেভিক বিপ্লবী মিখাইল ইভানোভিচ্ কালিনিন (১৮৭৫-১৯৪৬) সেন্ট পিটার্সবার্গের নিকটবর্তী এক গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে বিদ্যালয় ছেড়ে ধাতুশিল্পের কারখানায় শ্রমিক রূপে যোগ দেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে প্রথম গ্রেফ্‌তার হন। তারপর বহুবার তাঁর জীবনে গ্রেফ্‌তার ও কারাবাস ঘটে। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ সংগ্রাম সংঘের সদস্য এবং পরে 'ইসক্রা' কাগজের অন্যতম প্রধান প্রচারক ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ক'রে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি গুলীগোলা ও বন্দুকের কারখানায় চাকরি নেন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের ভাইবর্গ অঞ্চলের বল্‌শেভিক সংগঠনের ভার পান। প্রাগ্ সম্মেলনে তিনি বল্‌শেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য নির্বাচিত হন।

ভিয়াচেস্লাভ মিখাইলোভিচ্ মলোতভ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে আত্মগোপনের জন্যে মলোতভ নাম গ্রহণ করলেও তাঁর প্রকৃত নাম ভিয়াচেস্লাভ স্ক্রিয়াবিন। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ পলিটেক্‌নিকে শিক্ষালাভকালে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন গ'ড়ে তোলেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি গ্রেফ্‌তার হয়ে ভোলগ্‌দা গুবার্নিয়ায় নির্বাসিত হন। সেখানেও তিনি রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের মতামত খণ্ডন ক'রে প্রচারকার্য চালান। নির্বাসনকাল শেষ হ'লে তিনি

পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন এবং সেখানে বল্‌শেভিক সংগঠনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ক'রে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও বিখ্যাত সেনাপতি কেমেন্তি এক্রেমোভিচ্ ভরোশিলভ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইউক্রেনের ভের্খনিইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পনেরো বছর বয়সে একটি কারখানায় ফিটারের কাজে যোগ দেন। উনিশ বছর বয়স থেকে তিনি শ্রমিকদের আন্দোলনে ও সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্‌শেভিক দলে যোগ দেন, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লুগান্‌স্ক্ শহরের শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তোলেন এবং শ্রমিকদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে ও বন্দুক ছোঁড়া শিখতে বলেন। ঐ সময় একটি সভায় একজন শ্রমিক বলেছিলেন, "তোমাকেই আমরা আমাদের সেনাপতি করলাম।" জবাবে ভরোশিলভ বলেছিলেন, "আপনারা আমার কাছে অত্যধিক আশা করছেন, আমি যুদ্ধের কিছুই জানি না।" কিন্তু তখন কে জানতো যে, শ্রমিকদের সেই নির্বাচন একটি অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী মাত্র ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ভরোশিলভ গ্রেফ্‌তার হন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে তিন বছরের জন্যে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু নির্বাসনের তিন মাস বাদেই তিনি বাকুতে পালিয়ে যান এবং বাকুর শ্রমিকদের আন্দোলনে স্তালিনের সহযোগীরূপে যোগদান করেন। তিনি আবার গ্রেফ্‌তার হন এবং আর্কেঞ্জেল গুবার্নিয়ায় তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। তিনি সেখান থেকেও ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পালিয়ে যান ও আসন্ন বল্‌শেভিক বিপ্লবের জন্যে অক্লান্তভাবে কাজ করতে থাকেন।

নিকোলাই ইভানোভিচ্ বুখারিন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মস্কোয় শিক্ষালাভ ক'রে তিনি অল্প বয়সেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিতে যোগ দেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার সরকার কর্তৃক সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন এবং সেখান থেকে পালিয়ে অষ্ট্রিয়ায় চলে যান। ঐ সময় তিনি লেনিনের সহযোগী রূপে কাজ করতে থাকেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে কাজ করেন। বিপ্লবের সময়ে তিনি রুশদেশে ফিরে আসেন।

জোসেফ স্তালিন ঃ

কিন্তু লেনিনের সহকর্মীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশীল ছিলেন জোসেফ স্তালিন। কেবল রুশ বিপ্লবে নয়, সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তাঁর দান অতুলনীয়।

স্তালিনের প্রকৃত নাম জোসেফ ভাসারিওনোভিচ্ জুগাশ্‌ভিলি। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে "স্তালিন" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই পরে বিশ্ববিখ্যাত হন। স্তালিন শব্দের অর্থ "ইস্পাতের মানুষ"।

জর্জিয়ার গোরি শহরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ ডিসেম্বর তারিখে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ভিসারিওন জুগাশ্‌ভিলি ঐ অঞ্চলের দিদি-লিলো গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন। পরে তিনি মুচির কাজকে পেশা হিসাবে নেন, এবং আরো পরে তিফ্‌লিসের আদেল্‌খানভ জুতোর কারখানায় শ্রমিকরূপে যোগ দেন। স্তালিনের মা একাতেরিনা জর্জিয়েভ্‌না ছিলেন এক ভূমিদাস কৃষকের কন্যা। এইভাবে শ্রমিক ও কৃষকের রক্ত স্তালিনের ধমনীতে পুরোপুরি প্রবাহিত ছিল।

ন' বছর বয়সে, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, স্তালিন গোরির ধর্মযাজকদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে পাস ক'রে তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিফ লিসের অর্থোডক্স থিওলোজিক্যাল সেমিনারিতে

পড়তে যান। শীঘ্রই তিনি মার্ক্‌স্‌বাদের সংস্পর্শে আসেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক দলের তিফ্‌লিস শাখার সদস্য হন। তখন ঐ শাখার নাম ছিল "মেশামে দাসি" বা তৃতীয় দল। স্তালিন ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্‌সীয় পাঠচক্র গ'ড়ে তোলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সেমিনারি থেকে বিতাড়িত হন। তিনি কিছুদিন ট্যুইশনি ও একটি বৈজ্ঞানিক বিক্ষণাগারে চাকরি করেন, কিন্তু রাজনীতি থেকে বিন্দুমাত্র সরে যান না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজনীতিতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করেন। লেনিনের "ইস্ক্রা" কাগজ বেরুতে শুরু হলে তিনি অবিলম্বে লেনিনের অনুরাগী অনুবর্তী হয়ে ওঠেন এবং লেনিন-প্রদর্শিত পথকেই মার্ক্‌স্‌বাদ ও বিপ্লবের অভ্রান্ত পথ ব'লে গ্রহণ করেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে দিবসে তিফ্‌লিস শহরে স্তালিনের নেতৃত্বে বিরাট মিছিল ও বিক্ষোভ-প্রদর্শন হয়। এই ঘটনাকে অভিনন্দিত ক'রে লেনিন তখন তাঁর "ইস্ক্রা" কাগজে বলেন যে, সমস্ত ককেসাস অঞ্চলের পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক-গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। এইভাবে স্তালিনের নেতৃত্বে ককেসাস অঞ্চলের শ্রমিকরা মার্ক্‌স্‌বাদী পাঠচক্র থেকে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। জার সরকার ভীত হয়ে ওঠে এবং স্তালিনকে গ্রেফ্‌তারের জন্যে নির্দেশ দেয়। এই সংবাদ পেয়ে স্তালিন আত্মগোপন করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জর্জিয়ায় 'ব্‌র্‌জোলা' (সংগ্রাম) নামে একটি বেআইনী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি নিজেই লেখেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তিফ্‌লিস কমিটির নির্বাচন হয়। স্তালিন ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু কমিটির নির্দেশ অনুসারে

শীঘ্রই তাঁকে শ্রমিক সংগঠনের জন্যে বাটুমে যেতে হয়। বাটুমে স্তালিন দ্রুতগতিতে শ্রমিক সংগঠন গ'ড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাটুমে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটে। জর্জীয়, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয় ও রুশ, সকল জাতির শ্রমিকরা একযোগে এই ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করে। বাটুমে শ্রমিক জাগরণ জার সরকারের অশান্তির কারণ হয়। স্তালিনকে গ্রেফ্‌তারের জন্যে পুলিশ সমস্ত শহর তল্লাস করে। অবশেষে ৫ই এপ্রিল তারিখে স্তালিন গ্রেফ্‌তার হন। তাঁকে কিছুদিন বাটুম ও কিছুদিন কুতাইস জেলে রাখা হয়। কুতাইস জেল ঐ সময় উৎপীড়ন ও নির্যাতনের জন্যে কুখ্যাত ছিল। বন্দী অবস্থাতেও স্তালিন শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ককেসাস অঞ্চলে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলির প্রথম কংগ্রেস হয় এবং তাতে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ককেসীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। স্তালিন ঐ সময় জেলে আটক থাকলেও তিনি ইউনিয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্তালিন জেলে থাকা-কালেই লণ্ডনে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হয়েছিল। ঐ কংগ্রেসে পার্টির মধ্যে বল্‌শেভিক ও মেন্‌শেভিক দলের উদ্ভব ও মতান্তরের কথাও তিনি জেলে জানতে পারেন এবং লেনিনের নেতৃত্বকেই নির্ভুল ব'লে গ্রহণ করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে স্তালিন তিন বছরের জন্যে পূর্ব সাইবেরিয়ার ইর্কুত্‌স্ক্‌ প্রদেশের উদা গ্রামে নির্বাসিত হন। সেখানে তিনি ঐ বছর নভেম্বর মাসে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু পৌঁছবার প্রায় এক মাসের মধ্যেই, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, সেখান থেকে গোপনে পলায়ন করেন এবং প্রথমে বাটুমে ও পরে তিফ্‌লিসে ফিরে আসেন। তিনি এখন মেন্‌শেভিকদের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাকুতে শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট পক্ষকালেরও বেশী স্থায়ী হয় এবং তেলের খনির মালিকরা শ্রমিকদের দাবী অনেকাংশে মেনে নেয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্তালিন ফিন্ল্যাণ্ডের তামের-ফর্সে যান এবং নিখিল রুশ বল্‌শেভিক সম্মেলনে যোগ দেন। এখানেই লেনিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সম্মেলন-শেষে তিনি ট্র্যান্স-ককেসীয় অঞ্চলে ফিরে যান এবং বল্‌শেভিক পার্টিকে শক্তিশালী ক'রে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলিতে তিনি মার্ক্‌স্‌বাদ ও বল্‌শেভিক নীতি সম্পর্কে অতি সরল ভাষায় ও সুবোধ্য ভঙ্গিতে আলোচনা করেন। প্রবন্ধগুলি "নৈরাজ্যবাদ, না সমাজবাদ" নামে প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির যে সম্মেলন হয়, তাতে তিনি প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি আবার গ্রেফ্‌তার হন। প্রায় আট মাস জেলে রাখার পর তাঁকে ভলোগ্‌দা অঞ্চলে দু বছরের জন্যে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু পর বৎসর জুন মাসে তিনি নির্বাসন থেকে গোপনে পলায়ন করেন এবং বাকুতে ফিরে আসেন। লেনিন এই সময় বাতিলপন্থী মেন্‌শেভিক ও অৎজভ্‌বাদী বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন। স্তালিন লেনিনের এই সংগ্রামে শক্তিশালী সহযোগীরূপে কাজ করতে থাকেন এবং বল্‌শেভিকদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্তালিন গ্রেফ্‌তার হন। ছ-মাস জেলে রাখার পর তাঁকে ভলোগ্‌দা অঞ্চলে আবার নির্বাসিত করা হয়। কয়েক মাস বাদেই তিনি ভলোগ্‌দা থেকে গোপনে পালিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গে যান এবং সেখানে মেন্‌শেভিক ও ট্রট্‌স্কিপন্থীদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বল্‌শেভিক সংগঠনকে শক্তিশালী ক'রে তোলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে আবার গ্রেফ্‌তার হন। আবার তাঁকে ভলোগ্‌দায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাগ্‌ সম্মেলনে বল্‌শেভিকরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করেন। স্তালিন অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ দফ্‌তরের ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়। স্তালিনকে নির্বাসন থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থাও করা হয়। স্তালিন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাসন থেকে পলায়ন করেন। তিনি ঐ সময় রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি ঘুরে পার্টি সংগঠনের কাজ এবং আসন্ন মে দিবস পালনের ব্যবস্থা করেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তিনি তাঁর বিখ্যাত "মে দিবস" প্রচারপত্রটি ঐ সময় লেখেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত বল্‌শেভিক সাপ্তাহিক পত্রিকা জ্‌ভেজ্‌দা-র সম্পাদনা করেন। লেনিনের নির্দেশে ও স্তালিনের চেষ্টায় ঐ সময় বল্‌শেভিকদের বিখ্যাত "প্রাভ্‌দা" বা "সত্য" নামে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের দিনই, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ এপ্রিল (নূতন হিসাবে ৫ই মে) তারিখে, সেণ্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় স্তালিন গ্রেফ্‌তার হন। কয়েক মাস তাঁর জেলে কাটে। তারপর তিনি তিন বছরের জন্যে নারিম অঞ্চলে নির্বাসিত হন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে আবার তিনি নির্বাসন থেকে পালিয়ে যান ও সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন। ঐ সময় তিনি প্রাভ্‌দার সম্পাদনা এবং চতুর্থ ডুমায় নির্বাচন অভিযান পরিচালনা করেন। এখানে স্‌ভের্দলভ, মলোতভ প্রভৃতি বিখ্যাত বল্‌শেভিক কর্মীরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন। লেনিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা

আরও বৃদ্ধি পায়। লেনিন ক্রাকাউয়ে ছিলেন। স্তালিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্তালিন আবার গ্রেফ্‌তার হন। জার সরকার তাঁকে চার বছরের জন্যে সুদূর উত্তর মেরু অঞ্চলে নির্বাসিত করে। এখানে তিনি ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে থাকেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে তাঁর ডাক পড়ে। সামরিক পাহারায় তাঁকে ক্রাস্‌নোইয়ার্‌স্কে এবং ক্রাস্‌নোইয়ার্‌স্ক্‌ থেকে আচিন্‌স্কে পাঠানো হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সংবাদ পান এবং মার্চ মাসে সেন্ট পিটার্সবার্গে (পেত্রোগ্রাদে) ফিরে আসেন।

চতুর্থ ডুমা :

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পিটার স্তলিপিন গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হলেন। কিয়েভ থিয়েটারে রাজপরিবারের সম্মুখেই এক গুপ্তঘাতকের গুলীতে স্তলিপিন আহত হন। চারদিন বাদে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। এখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ভ্লাদিমির ককোভ্‌ৎসভ। তিনি স্তলিপিনের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল হ'লেও স্তলিপিনের মতো বুদ্ধি ও দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। তিনি সরকারী ও বিরোধী উভয় দল নিয়েই বিপদে পড়লেন। এমন কি, অনেক মন্ত্রী তাঁর কথা শুনতেন না, তাঁরা সরাসরি সম্রাটের হুকুম নেওয়াই পছন্দ করতেন। অবশ্য, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও কৃষকদের সাধারণ বিচার-ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে কিছু কাজ তিনি করেছিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার কার্যকাল শেষ হয়েছিল। স্তলিপিন-হত্যার পরে দেশে অত্যাচার ও নির্যাতন আরও ভয়ংকর

হয়ে উঠেছিল। এই অত্যাচার ও নির্যাতনের আবহাওয়ার মধ্যেই চতুর্থ ডুমার নির্বাচন হ'লো। তৃতীয় ডুমার মতো এবারও ডুমার সদস্যসংখ্যা ছিল ৪১০। তার মধ্যে ১৭০ জন ছিলেন দক্ষিণপন্থী। এঁরা প্রধানত জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। ১০০ জন ছিলেন অক্টোবরপন্থী নামে পরিচিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী। এঁরা ছিলেন বড় ধনিক ও বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ও দক্ষিণপন্থীদের অনুগামী। এঁরাই সরকারী দল ব'লে গণ্য ছিলেন। "কাদেৎস্" দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। এঁরা আসলে "অক্টোবরপন্থীদের" মতো ধনিক ও বণিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হ'লেও "বামপন্থী" বুলি আওড়াতেন। অক্টোবরপন্থী ও কাদেৎস্ দলের মিলিত সদস্য-সংখ্যার চেয়ে দক্ষিণপন্থীদের সদস্যসংখ্যা বেশী হওয়ায় কার্যত ডুমায় তাঁদেরই প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলই না বললে চলে। "ত্রুদোভিকি" দলের দশজন, মেন্‌শেভিক দলের সাতজন ও বল্‌শেভিক দলের ছয় জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তৃতীয় ডুমার মতো চতুর্থ ডুমাও দেশে দুঃসহ নিপীড়ন এবং বাইরে সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ করছিল। তাদের অনুসৃত এই নীতির ফলে একদিকে দেশে বিক্ষোভ ও বিপ্লবের এবং বিশ্বে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা :

অর্থনীতির অসম বিকাশের ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জার্মানি শ্রমশিল্পে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। জার্মানির পুঁজিপতিদের সঙ্গে একযোগে প্রুসো-জার্মান সমরবাদীরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা জার্মানির জনসাধারণের কাছে রাত্রিদিন এই কথা প্রচার করছিল যে,

জার্মানির সামরিক শ্রমশিল্প, তার উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী জার্মানিকে নিঃসন্দেহে জয়ী করবে এবং জার্মানি সারা পৃথিবীর শাসক হয়ে উঠবে। ফ্রান্স ও জার-শাসিত রাশিয়াকে পরাজিত করা যে খুব কঠিন হবে না, একথা জার্মান সমরবিদ্‌রা বিশ্বাস করতো। তাদের দুশ্চিন্তা ছিল কেবল বৃটেন ও তার দুর্জয় নৌশক্তি নিয়ে। তাই জার্মানি বৃটেনকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখছিল এবং তাকে নৌযুদ্ধে পরাভূত করবার জন্যে শক্তিশালী নৌবহর গ'ড়ে তুলছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে জার্মানিই যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে বৃটেনও সচেতন ছিল। তাই বৃটেনের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহায্যে জার্মানিকে দমন করা। ফলে জার্মানি ও বৃটেন প্রধান দুই শত্রুরূপে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তবে "যুদ্ধং দেহি" ভাবটা ছিল জার্মানিরই সবচেয়ে বেশী।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাতে জার্মানির দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জার-শাসিত রাশিয়া। জার্মানি মধ্য-প্রাচ্যে, বিশেষত তুরস্কে, প্রাধান্য বিস্তার করছিল। জার্মানি থেকে তুরস্ক পর্যন্ত যে রেলপথ নির্মিত হচ্ছিল, জার্মান ব্যাঙ্কগুলিই তা নিয়ন্ত্রণ করছিল। রাশিয়া ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে তুরস্ক যে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, তাতে জার্মানির এই সমরবিদ্‌রা তুর্কী বাহিনীকে শিক্ষা দিচ্ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যে এই প্রাধান্যের ফলে কৃষ্ণ সাগরে জার্মানি যে আধিপত্য করবে, তাতে সন্দেহ ছিল না। তাই রাশিয়ার শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত হয়েছিল যে, "কন্‌স্তান্তিনোপলের পথটা রয়েছে বের্লিনের মধ্য দিয়ে" অর্থাৎ জার্মানির পতন না হ'লে মধ্য-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তার অসম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পৃথিবীকে নূতন ক'রে ভাগ ক'রে নেওয়ার জন্যেও মতলব আঁটছিল। জার্মানি চাচ্ছিল তথাকথিত

মধ্য-ইউরোপ, বাল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ও পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে, রুশ সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলতে, বল্‌কান অঞ্চল ও তুরস্ককে পদানত করতে, বৃটেনের হাত থেকে ভারত ও মিশর ছিনিয়ে নিতে এবং ইংলিস চ্যানেল থেকে ফ্রান্সকে বিতাড়িত করতে। জার্মানির সহযোগী অষ্ট্রিয়া চেয়েছিল সার্বিয়া, রুশ পোল্যাণ্ড, ইউক্রেন ও বল্‌কান অঞ্চল অধিকার করতে। বৃটেন চাচ্ছিল জার্মানির সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহর বিধ্বস্ত ক'রে জার্মানির কলোনিগুলি দখল করতে, তুরস্ককে মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইন থেকে বঞ্চিত করতে এবং মিশরকে সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে নিতে। রাশিয়া চাচ্ছিল বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌স্‌ ফিরে পেতে, তুর্কী-আমেনিয়া অধিকার করতে, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে ভেঙে ফেলতে এবং বল্‌কান উপদ্বীপে প্রভাব বিস্তার করতে। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মতলব ছিল ইউরোপীয় যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়ার সাহায্যে চীনদেশ অধিকার করা; যুদ্ধে রাশিয়া যদি পরাজিত হয়, তবে রুশ সাম্রাজ্যের সুদূর পূর্বাঞ্চল অধিকার করা। এইভাবে জাপানও প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অন্যতম নায়ক রূপে দেখা দিয়েছিল।

বল্‌কান যুদ্ধ (১৯১২-১৩) ঃ

বস্‌নিয়া সংকটের পর রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টেনিগ্রো ও গ্রীসকে সংঘবদ্ধ ক'রে বল্‌কান লীগ গ'ড়ে তুলতে চাইলো। রাশিয়ার মিত্র শক্তিগুলি এবিষয়ে তাকে উৎসাহ দিলো। জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি তুরস্কে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছায় বল্‌কান লীগের বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করতে লাগলো। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বল্‌কান যুদ্ধ শুরু হ'লো। যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হ'লো। কিন্তু বিজিত অঞ্চলের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিজয়ী বল্‌কান লীগের মধ্যে বিরোধ

দেখা দিলো। বুলগেরিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করলো। এইভাবে আবার বল্‌কান যুদ্ধ শুরু হ'লো। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যে জোট গঠিত হ'লো, তাতে তুরস্ক এসে যোগ দিলো। বুলগেরিয়া পরাজিত হ'লো। বুখারেস্তের সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়ার অনেকখানি অঞ্চল তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অধিকারে গেল। বুলগেরিয়া তুরস্কের কাছ থেকে আড্রিয়ানোপল অধিকার করেছিল। তুরস্ক আড্রিয়ানোপল ফিরে পেলো। সার্বিয়া যুদ্ধের সময় আলবেনিয়া দখল করেছিল। অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধের ধমকে সার্বিয়া আলবেনিয়া থেকে স'রে যেতে বাধ্য হ'লো।

যাই হ'ক, বল্‌কান যুদ্ধের ফলে বল্‌কান অঞ্চলের স্লাভ জাতিগুলি তুরস্কের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'লো। এখন বল্‌কান অঞ্চলে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের জন্যে ইউরোপীয় শক্তিগুলি যত্নবান হয়ে উঠলো। বল্‌কান রেলপথ নির্মাণের জন্যে জার্মানি ও ফ্রান্স উভয়েই টাকা দিয়েছিল। তাই জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে বল্‌কানে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিলো। এইভাবে বল্‌কান অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও যুদ্ধের বারুদখানা হয়ে উঠলো।

রুশ শ্রমশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঃ

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে অস্ত্রসজ্জার দৌড় শুরু হয়েছিল। রাশিয়াও অস্ত্রসজ্জার জন্যে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বছরে রাশিয়ায় অস্ত্রসজ্জার জন্যে চার কোটি রুবল ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছিল। এই ব্যয়বরাদ্দ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে পৌঁছেছিল সাড়ে সাতানব্বই কোটি রুবলে। সামরিক দ্রব্য উৎপাদনের, বিশেষত জাহাজ নির্মাণের, ফলে বড় বড় কারখানাগুলি প্রচুর পরিমাণে সরকারী

কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সরকার প্রায় আড়াই শত কোটি রুবলের কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল। রেলপথ নির্মাণের উপযোগী জিনিস সরবরাহের জন্যেও দেশের কল-কারখানায় কাজ অনেক বেড়েছিল। স্তলিপিন যে ভূমি-সংস্কার করেছিলেন, তার ফলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা খুবই বেড়েছিল। দেশের লোকের হাতে টাকা-পয়সাও আগের চেয়ে বেড়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কয়েক বছর চাষ-আবাদ অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়ায় চাষীদের হাতেও কিছু পয়সা এসেছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় চাষীদের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ প্রায় এক শত কোটি রুবল বেড়েছিল। ইউরোপের দেশগুলিতে অস্ত্রসজ্জার দৌড় চলায় মন্দার ভাব দূর হয়ে বাজারে তেজী ভাব দেখা দিয়েছিল। ফলে রুশদেশের শ্রমশিল্পে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বেশ তেজী ভাব এসেছিল।

এই সময়ে রাশিয়ার শ্রমশিল্পে একচেটে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-গুলি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। দেশের ছোট ও মাঝারী ব্যাঙ্কগুলি মিলিত হয়ে ক্রমেই বড় বড় ব্যাঙ্কে পরিণত হচ্ছিল এবং ব্যাঙ্কগুলি বহু কলকারখানার মালিক হয়ে উঠেছিল। কেবল ব্যাঙ্কের পুঁজির সঙ্গে শ্রমশিল্পের পুঁজি যে মিলিত হয়েছিল, তা নয়, সরকারী শাসনতন্ত্রও ব্যাঙ্ক ও শ্রমশিল্পের পুঁজির সঙ্গে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে জড়িত হচ্ছিল। সরকারের অর্থ, শ্রম ও বাণিজ্য দফ্‌তরে পুঁজিপতিদের আনাগোনা ও দহরম খুব বেড়েছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজপরিবারের লোকেরা বহু ব্যাঙ্ক ও কলকারখানার অংশীদার হয়েছিলেন। প্রাক্তন মন্ত্রীরা অনেকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে ব্যাঙ্ক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

রাশিয়ার ব্যাঙ্ক ও শ্রমশিল্পগুলিতে বিদেশী পুঁজির প্রভাব খুবই বেড়েছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাশিয়ার

আঠারোটি প্রধান ব্যাঙ্কের মোট পুঁজি ছিল তেতাল্লিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ রুবল। এর আঠারো কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ রুবল, অর্থাৎ শতকরা প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ ভাগ ছিল বিদেশী পুঁজি। বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল এইরকম: জার্মানি শতকরা ১৭, ফরাসী শতকরা ১৯ এবং বৃটেন শতকরা ৩। অর্থাৎ একত্রে ফ্রান্স ও বৃটেনের পুঁজিই ছিল সর্বাধিক। জার সরকারও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছিল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ বাধবার পূর্বে রুশ সরকারের বৈদেশিক ঋণ ছিল আট শ' আশী কোটি রুবল। এই ঋণের সবচেয়ে বেশী অংশ ছিল ফ্রান্সের কাছ থেকে নেওয়া।

রাশিয়ায় শ্রমশিল্পের উন্নতি হ'লেও তা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক পেছনে ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের এক-নবমাংশ মাত্র ছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ও বিক্ষোভ:

রুশদেশে একচেটে ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যা ও সংগঠনের দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছিল। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ক্রমেই চূড়ান্ত আকার ধারণ করছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে যে নির্যাতন হয়েছিল, তাও শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল ও সংগঠনকে ভেঙে দিতে পারে নি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে লেনা স্বর্ণ-খনিতে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো। তারপর দেশে ক্রমাগত শ্রমিক বিক্ষোভ চললো।

লেনা স্বর্ণ খনির কোম্পানিটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়েছিল। এর তিনভাগ শেয়ার ছিল বৃটিশ। বাকী একভাগ ছিল রুশ

পুঁজিপতি ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের। লেনা সোনার খনি থেকে বছরে প্রায় সত্তর লক্ষ রুবল লাভ হ'তো। কিন্তু শ্রমিকরা তার লভ্যাংশ দূরের কথা, কোনও সুযোগ-সুবিধা পেতো না। লেনা স্বর্ণ খনি রেলপথ থেকে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে সুদূর সাইবেরিয়ার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এখান থেকে কেবল লেনা নদী দিয়ে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল, তাও যখন লেনা নদীতে বরফ থাকত না। তাই শ্রমিকদের এখানে প্রায় নির্বাসিতের মতো কাটাতে হ'তো। শ্রমিকদের মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হ'তো না, চুক্তি-শেষে তারা এককালীন মাইনে পেতো। কোম্পানির দোকান থেকেই মাইনের খাতে অত্যন্ত ওঁছা মাল অত্যধিক চড়া দরে সরবরাহ করা হ'তো। শ্রমিকদের সঙ্গে যে চুক্তি হ'তো, তাতে তাদের রোজ দশ থেকে সাড়ে এগারো ঘণ্টা কাজ করবার কথা লেখা থাকতো। কিন্তু তাতেই কোম্পানি ক্ষান্ত হ'তো না, শ্রমিকদের ইচ্ছামতো খাটাতো এবং শ্রমিকদের জব্দ রাখবার জন্যে নিজেদের খরচে পুলিশ বাহিনী রাখতো। লেনার শ্রমিকদের জীবন দাস-প্রথার কথাই স্মরণ করিয়ে দিতো।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি খনির একাংশে শ্রমিকদের পচা নোংরা ঘোড়ার মাংস সরবরাহ করায় ধর্মঘট শুরু হয়। শীঘ্রই তা খনির অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে শ্রমিকদের ভোট নেওয়া হয়। মাত্র সতেরো জন শ্রমিক ছাড়া আর সকলেই ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দেয়। ২৭-এ মার্চ তারিখে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। ধর্মঘটে দু' হাজারেরও বেশী শ্রমিক যোগ দেয়। নেতাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেফ্তার করবার চেষ্টা করা হ'লে শ্রমিকরা একটি স্বাক্ষরিত বিবৃতি দেয় যে, তারা স্বেচ্ছায় এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। তারা শোভাযাত্রা ক'রে এই বিবৃতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে যায়।

সেদিন ছিল ৪ঠা এপ্রিল। কুয়াশায় ভরা পথগুলিতে হাজার হাজার শ্রমিক এসে সমবেত হয় এবং প্রায় তিন মাইল লম্বা এক মিছিল ক'রে এগোতে থাকে। কিন্তু কিছুদূর এগোবার পর হঠাৎ সশস্ত্র বাহিনী শ্রমিকদের উপর গুলী চালায়। গুলীতে ২৫০ জন শ্রমিক নিহত এবং ২৭০ জন শ্রমিক আহত হয়।

লেনা স্বর্ণখনিতে এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা বিদ্যুৎগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট ও মিছিল ক'রে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালো। ডুমায় সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। জবাবে জারের স্বরাষ্ট্র সচিব মাকারভ বললেন, "এই রকম হয়েছে, এবং এই রকম হ'তে থাকবে।" জার সরকারের এই ঘৃণ্য ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হ'তে থাকে। দেশের সর্বত্র শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। মে দিবসে ধর্মঘটীর সংখ্যা প্রায় চার লক্ষে দাঁড়ায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭২৫,০০০ জন শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িত হয়েছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮৬১,০০০-এ। শ্রমিকরা অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীও উত্থাপন করতে থাকে। বল্‌শেভিকদের ঘোষিত দাবীই মুখ্য ধ্বনি রূপে গৃহীত হয়—রোজ আট ঘণ্টা কাজ, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কৃষকরা যোগ্য সহযোগীরূপে সংগ্রামে যোগ দেয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে কৃষক আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। স্তলিপিন-সংস্কারের ফলে রুশদেশে কৃষকরা ধনী ও গরীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ধনী কৃষক বা কুলাকদের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু বিপুলসংখ্যক গরীব কৃষকের অবস্থা আরও

খারাপ হয়েছিল। প্রায় তিন কোটি কৃষক ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। এখন কৃষক আন্দোলন কুলাক ও জমিদারের বিরুদ্ধে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো।

সৈন্যবাহিনীতেও আবার বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কিস্থানে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাল্টিক নৌবহরের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৫২ জন নৌসেনাকে ক্রন্স্টাডে কোর্ট মার্শাল করা হয়। শ্রমিকরা এই কোর্ট মার্শালের প্রতিবাদে বহুস্থানে ধর্মঘট করে।

এইভাবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যবাহিনী বিপ্লবের জন্যে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কালে রুশদেশে চূড়ান্ত বিপ্লব ঘটে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে রাশিয়া—ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও জারতন্ত্রের উচ্ছেদ—অক্টোবর বিপ্লব—ব্রেস্ত্‌-লিতভ্‌স্কের সন্ধি

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সূত্রপাতঃ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হ'লো। দুই সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হ'লেও বস্‌নিয়ার সারাজেভো শহরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দের হত্যাই আশু কারণ রূপে দেখা দিলো।

সার্বিয়ার সামরিক কর্মচারীদের এক জাতীয়তাবাদী সংগঠনের গোপন নির্দেশক্রমে গাভ্‌রিলা প্রিন্সিপ্‌ নামে এক উনিশ বছর বয়স্ক যুবক ফার্দিনান্দকে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে জার্মানির প্ররোচনায় অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়াকে একটি চরমপত্র দেয়। চরমপত্রে যেসব শর্তের কথা ছিল, তা সার্বিয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও রাশিয়ার পরামর্শমতো সার্বিয়া অধিকাংশ শর্তই মেনে নেয়। কিন্তু অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি তা উপেক্ষা ক'রে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়া ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পোয়াঁকারের কাছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সৈন্য-চলাচল শুরু করে। জার্মানি জার সরকারকে সৈন্য-চলাচল বন্ধ করতে বলে। জার সরকার তা উপেক্ষা করলে জার্মানি ১লা আগস্ট তারিখে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সও সৈন্য-চলাচল শুরু করে। ফলে ৩-রা আগস্ট তারিখে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা অস্বীকার ক'রে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। ৪ঠা আগস্ট

তারিখে বেলজিয়াম থেকে সৈন্য অপসারণের দাবী ক'রে বৃটেন জার্মানিকে পত্র দেয় এবং উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই সৈন্য-চলাচল শুরু করে। ঐদিন মধ্যরাত্রিতে বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-জোটের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পক্ষে বুলগেরিয়া ও তুরস্ক ছিল। বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল সার্বিয়া ও বেলজিয়াম। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। এই যুদ্ধে সর্বসমেত ৩৩টি দেশ ও সাত কোটি বত্রিশ লক্ষ মানুষ সৈন্যরূপে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। যুদ্ধে তিন কোটি লোক মারা যায় এবং প্রায় ছ' লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

যুদ্ধের গতি ও রাশিয়া :

জার্মানি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা ক'রে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। জার্মান বাহিনীকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখবার জন্যে ফ্রান্স রাশিয়ার উপর চাপ দিলো। ফলে জেনারেল আলেকজান্দার সাম্‌সোনভ ও জেনারেল পল রেনেন্‌কাউফের অধীনে রুশ বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়া আক্রমণ করলো। জার্মানি পূর্ব প্রাশিয়াকে রুশ বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে ভিস্তুলা নদীর অপর পারে সরে গেল। কিন্তু শীঘ্রই জেনারেল হিন্‌ডেন্‌বুর্গ ও লুডেন্‌ডর্ফের অধীনে জার্মান বাহিনীকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শক্তিশালী ক'রে তোলা হ'লো এবং ফ্রান্স থেকে বহু পরিমাণে সৈন্য ঐ সীমান্তে এসে পৌঁছলো। জার্মান বাহিনী জেনারেন সাম্‌সোনভের অধীনস্থ রুশ বাহিনীকে ঘিরে ফেললো। তানেনবুর্গের যুদ্ধে জার্মানির হাতে প্রায় পাঁচ ডিভিজন রুশ সৈন্য নিশ্চিহ্ন হ'লো। জেনারেল সাম্‌সোনভ

আত্মহত্যা করলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রেনেন্‌কাউফের সৈন্যদল পূর্ব প্রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হ'লো। জার্মান বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার রুশ সৈন্য প্রাণ দিলো।

রুশ বাহিনীর পরাজয় ও আত্মত্যাগের ফলে ফ্রান্স জার্মানির হাত থেকে রক্ষা পেলো এবং উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে ব্যস্ত থাকায় পশ্চিম সীমান্তে জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়লো। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জার্মানির কাছে রাশিয়া পরাজিত হ'লেও রাশিয়া পূর্ব সীমান্তে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত ক'রে গালিসিয়া অধিকার করলো। রুশ সেনাপতি মিখাইল আলেক্‌সিইয়েভের হস্তে শত্রুপক্ষের প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য বন্দী হ'লো। এখন জার্মানি অষ্ট্রিয়াকে সাহায্যের জন্যে দ্রুত অগ্রসর হ'লো। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি লুডেন্‌ডর্ফ ৫২ ডিভিজন জার্মান ও অষ্ট্রীয় সৈন্য ওয়ারশ অভিমুখে পাঠালেন। মাস খানেক ধ'রে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র যুদ্ধের পর রাশিয়াই জয়ী হ'লো এবং ২৭-এ অক্টোবর তারিখে লুডেন্‌ডর্ফ জার্মান ও অষ্ট্রীয় বাহিনীকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। ককেসাস অঞ্চলেও যুদ্ধ চলছিল। সেখানে ডিসেম্বর মাসে সারি কামিসের যুদ্ধে রুশ বাহিনীর কাছে তুর্কী বাহিনী পরাজিত হ'লো।

পশ্চিম সীমান্তে ব্যর্থ হওয়ায় এখন জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধেই বেশির ভাগ শক্তি নিয়োগ করলো। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে জার্মান বাহিনী জেনারেল মাকেন্‌সেনের অধীনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'লো। রুশ বাহিনী সরবরাহের অভাবে জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলো না, দ্রুত পিছু হটতে বাধ্য হ'লো। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালের মধ্যে পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, বাল্‌টিক অঞ্চলের অনেকাংশ ও ভল্‌হিনিয়া জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দখলে গেল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাশিয়ার প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য নিহত এবং প্রায়

এক লক্ষ সৈন্য আহত ও বন্দী হ'লো। পূর্ব সীমান্তেও রাশিয়ার পরাজয় ঘটলো।

রুশ বাহিনীর বিপর্যয়ের কারণ ঃ

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি ও তার সহযোগী পক্ষের ৬৩ ডিভিজন সৈন্য উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে ও ৯৩ ডিভিসন সৈন্য পশ্চিম সীমান্তে ছিল। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম সীমান্তে মাত্র ৮৪ ডিভিজন সৈন্য এবং উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে ১৬১ ডিভিজন সৈন্য আনা হয়েছিল। রাশিয়ার উপর আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করবার জন্যে ফ্রান্স ও বৃটেন পশ্চিম সীমান্তে যথোচিত চাপ না দেওয়ায় রাশিয়ার পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তাছাড়া কামান, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের সাজসজ্জা, এমনকি খাদ্য ও পরিচ্ছদের অভাবও রুশ বাহিনীতে গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় সৈন্যদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। মৃত সৈন্যের কাছ থেকে তা সংগ্রহ ক'রে নিতে হ'তো। অনেক সৈন্যদলে প্রতি তিনজনে একটি ক'রে রাইফেল ছিল। বুটের তলাগুলি সহজেই ক্ষয়ে যেতো। বর্ষাতিগুলি এমন ছিল যে, সেগুলি সাধারণ বৃষ্টিতেও ভিজে সপ্‌সপে হয়ে যেতো। যুদ্ধে মাল সরবরাহের চুক্তি নিয়ে একশ্রেণীর লোকে মুনাফা লুটছিল। সামরিক সদর কার্যালয়, সরবরাহ বিভাগ ও অস্ত্রশস্ত্রের কলকারখানায় সর্বত্রই স্বার্থান্বেষীদের ভিড় জমেছিল। যুদ্ধজয় বা দেশের স্বার্থের দিকে কারও লক্ষ্য ছিল না। তার উপর শত্রুপক্ষের গুপ্তচরে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। এমন কি জারের সমর সচিব সুখম্‌লিনও গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশের সর্বত্র শত্রুর গুপ্তচরবৃত্তি ও 'সাবোতাজ' বা ধ্বংসাত্মক কাজ যুদ্ধের গোড়ার দিক থেকেই দেখা

দিয়েছিল। তারে বা বেতারে পাঠানো সাংকেতিক নির্দেশগুলি নিয়মিত শত্রুপক্ষের হাতে যাচ্ছিল।

রাশিয়ায় অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক সংকট ঃ

যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার কলকারখানায় শ্রমিক নিয়োগ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছিল। তা সত্ত্বেও উৎপাদনের হার ক্রমাগত কমছিল। জ্বালানির অভাবে সমস্ত কলকারখানায় উৎপাদন কমানো হয়েছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩৬টি "ব্লাস্ট ফারনেস"-এর কাজ বন্ধ হয়েছিল। ইস্পাতের কারখানাগুলি থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় ইস্পাতের মাত্র অর্ধেক সরবরাহ হচ্ছিল, ফলে কলকারখানায় ইস্পাত সরবরাহ হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

রেলপথগুলিতে শত্রু-অধিকৃত এলাকা থেকে অপসৃত অসংখ্য সৈন্য ও শরণার্থীর ভীড় হওয়ায় যানবাহনের সুযোগ ছিল না। দ্রুত পশ্চাদপসরণের ফলে যানবাহনগুলি শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল থেকে আনা সম্ভব হয়নি, ভাঙা-চোরা অসংখ্য গাড়িতে পথঘাট রুদ্ধ হয়েছিল। যানবাহনের অভাবের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স থেকে প্রাপ্ত মাল সময়মতো সরবরাহ করা যাচ্ছিল না। কলকারখানায় উৎপাদন ও বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণ একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিও পাচ্ছিল না।

যুদ্ধের সময়ে দেশে চাষ-আবাদ অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। এক-কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক, অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষ অধিবাসীর শতকরা ৪৭ জন, যুদ্ধের জন্যে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। কল-কারখানায় শ্রমিকের চাহিদা বাড়ায় এবং যুদ্ধে যাওয়ার বাধ্য-বাধকতা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টায় বহু লোক কলকারখানায় যোগ দিয়েছিল। চাষের জন্যে প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও পশুর অভাব ঘটেছিল। যুদ্ধের সময় দেশের ঘোড়ার সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ

কমে গিয়েছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয়েছিল, তার শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছিল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে দেশে খাদ্যসংকট অনিবার্য ছিল। যানবাহনের অসুবিধার ফলে এই সংকট তীব্রতর হয়েছিল।

দেশে মুদ্রামূল্য অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধের বিপুল ব্যয় মেটাবার জন্যে সরকার অজস্র কাগজের নোট বাজারে ছেড়েছিল। ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বেড়েছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে খাদ্য-বস্ত্র সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে উঠেছিল। দেশ ও বিদেশ থেকে জার সরকার প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের ব্যয় ও ঋণের সুদ মেটাবার জন্যে জনসাধারণের উপর ক্রমাগত করভার চাপানো হচ্ছিল।

দেশে মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাই যুদ্ধের গোড়ার দিকে জনসাধারণের মনে যে জাতীয়তার ভাব দেখা দিয়েছিল, তা ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছিল এবং মানুষ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে দেশের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী দেশপ্রেম ও জাতীয়তার ধ্বনি তুলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গের নাম জার্মানগন্ধী হওয়ায় তার নূতন নামকরণ হয়েছিল "পেত্রোগ্রাদ"। পেত্রোগ্রাদের ছাত্ররা মিছিল ক'রে যুদ্ধের সমর্থন জানিয়ে জারের প্রাসাদে গিয়ে জারকে সম্মান জানিয়ে এসেছিল। বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতিকরা যুদ্ধের সময়ে দেশের "আভ্যন্তরীণ বিবাদ" বন্ধ রাখবার কথা বলছিলেন। মেন্‌শেভিক, সোস্যালিস্ট-রিভোল্যু-সনারি ও ত্রুদোভিক দলগুলি "মাতৃভূমি রক্ষার" কথা বলছিল। এইজন্যে ঐ সময়ে ঐ সকল দলের নাম হয়েছিল "রক্ষাপন্থী" (Defencist). দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরাও

যুদ্ধের উত্তেজনা ও জাতীয়তাবাদী বিভ্রান্তির মধ্যে পথ হারিয়েছিল। তারা নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকদের আত্মনিয়োগের কথা বলছিল। তুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও ঐক্যের কথা তারা সহজেই ভুলে গিয়েছিল।

বল্‌শেভিকরাই ছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একমাত্র দল, যাঁরা তুনিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ ও ঐক্যের কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে বোঝাতে চাইলেন যে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অবশ্যকর্তব্য হ'লো নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া-শ্রেণীকে বিপ্লবের মাধ্যমে চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো। লেনিন ঐ সময় অষ্ট্রিয়ায় ছিলেন। তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করতে লাগলেন। অষ্ট্রিয়া সরকার তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে অষ্ট্রিয়া থেকে সুইজারল্যাণ্ডে বিতাড়িত করলো। লেনিন সেখান থেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চালালেন। লেনিনের নির্দেশক্রমে বল্‌শেভিকরাও রুশদেশে সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে লাগলেন। তাঁদের ধ্বনি হলো—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিপাত যাক্! জার সরকার নিপাত যাক্! ফলে জার সরকার বল্‌শেভিক সংবাদপত্রগুলি বন্ধ ক'রে দিলো, বল্‌শেভিক পার্টির সদস্যদের গ্রেফ্‌তার ও নির্বাসিত করতে লাগলো, শ্রেণী সচেতন শ্রমিক সংঘগুলি ভেঙে দিলো, দলে দলে প্রগতিশীল শ্রমিকদের সৈন্যদলে ভর্তি ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালো। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুমার বল্‌শেভিক সদস্যরা গ্রেফ্‌তার হলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিচার হ'লো। জার সরকার তাঁদের সুদূর সাইবেরিয়ায় আজীবন নির্বাসনে পাঠালো।

কিন্তু তাতেও বল্‌শেভিকদের দমন করা গেল না। তাঁরা আত্মগোপন ক'রে দেশের সর্বত্র প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন,

কেবল শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে নয়, সৈন্য-বাহিনীতেও ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য শুরু করলেন। যুদ্ধ-বিরোধিতা সৈন্যবাহিনীতেও ক্রমে প্রবল হয়ে উঠলো।

দেশের অর্থনৈতিক সংকট যতোই তীব্রতর হ'তে লাগলো, ততো সাধারণ মানুষের মনে যুদ্ধবিরোধিতাও তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। জনসাধারণের চিত্তে ধীরে ধীরে বল্‌শেভিকদের প্রচারিত নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগলো। দেশে বিপ্লবাত্মক মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে নভো কস্ত্রোমা লিনেন মিল্‌সের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করলো। জারের সৈন্যবাহিনী তাদের উপর গুলী চালালো। ইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্কে-ও অনুরূপ ঘটনা ঘটলো। ঐ দুই জায়গায় গুলী-চালনার প্রতিবাদে পুতিলভ মিল্‌সের শ্রমিকরা ধর্মঘট করলো। পুতিলভ শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে পেত্রোগ্রাদের অন্যান্য কল-কারখানাগুলিতেও ধর্মঘট হ'লো। ঐ বৎসর শরৎকালে ধর্মঘট রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আকার ধারণ করলো। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি "রক্ত রবিবারের" স্মৃতিদিবস পালনের জন্যে দেশে সাধারণ ধর্মঘট হ'লো। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কৃষক আন্দোলনও শুরু হ'লো। কৃষকরা সৈন্যদলে যোগদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলো। সৈন্যদলে অসংখ্য কৃষক ভর্তি হয়েছিল। রুশ সৈন্য-বাহিনীর অধিকাংশই ইউনিফর্ম-পরা কৃষক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গ্রামের জমিজমা, ক্ষেত-খামার ও পরিবারের দুর্দশায় তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারা যুদ্ধকালে তাই শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে নারাজ হ'লো, অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলো, অনেকে ছুটির আশায় নিজের দেহে অস্ত্রাঘাত ক'রে আহত

হ'লো, অনেকে সুযোগমতো সৈন্যবাহিনী ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গেলো। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এইরকম পলাতকের সংখ্যা ছিল পনেরো লক্ষেরও বেশী।

যুদ্ধের সময়ে রাজকোষের অর্থাভাব দূর করবার জন্যে জার সরকার রাশিয়ার উপান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অধিবাসীদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করেছিল। তুলোচাষীদের উপর জুলুমের সীমা ছিল না। যুদ্ধের সময়ে ঐসব অঞ্চলে তুলোর চাষ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়লেও সরকার অত্যন্ত অল্পমূল্য ধার্য ক'রে দেওয়ায় চাষীদের কোনও লাভ হচ্ছিল না, কেবল পরিশ্রমই বেড়েছিল। তুলোর চাষ অত্যধিক বাড়ায় ঐ সকল অঞ্চলকে বাইরের খাদ্য-শস্যের উপর নির্ভর করতে হ'তো। কিন্তু খাদ্যশস্যের দাম যেমন বেড়েছিল, খাদ্যশস্য তেমনি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। উজবেক তুলো চাষীদের দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। মধ্য-এশিয়া ও কাজাকস্তানের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। কিরঘিজ ও কাজাক পশুপালকদের তাদের চারণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত ক'রে রুশ উপনিবেশকারীদের জমি দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাজাক ও কিরঘিজদের প্রায় ১২৬,০০,০০০ বিঘা (১৮,০০,০০০ হেক্টার) জমি রুশ জমিদার, রুশ রাজকর্মচারী ও কুলাকরা দখল করেছিল। তা ছাড়া, যুদ্ধের জন্যে ঘোড়া, অন্যান্য পশু ও পশম সরকার ক্রমাগত দখল করায় পশুপালকদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। তার উপর ছিল করভার। ফলে রুশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত মধ্য-এশিয়ায়, বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ায় উনিশ থেকে তেতাল্লিশ বছর বয়স্ক সকল পুরুষ অধিবাসীদের ট্রেঞ্চ খোঁড়া ইত্যাদি কাজের জন্যে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হুকুম জারী করা হ'লো। অথচ

জার সরকারেরই আইন অনুসারে এ পর্যন্ত ঐ সকল অঞ্চলের অরুশ অধিবাসীদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের কোনরকম বাধ্য-বাধকতা ছিল না। তাছাড়া, ঐ সময় মাঠ থেকে ফসল তোলা হচ্ছিল। তাই মধ্য-এশিয়ার উজবেক, কাজাক, কিরঘিজ ও তুর্কেমান অধিবাসীরা জারের এই নূতন আদেশ মানতে অস্বীকার করলো।

উজবেকিস্তান ও কাজাকস্তানে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিলো। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্রোহ সমগ্র ফরঘনা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। সমরখন্দের নিকটবর্তী স্থানে সরকারী বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের কতিপয় সংঘর্ষ হ'লো। সরকারী বাহিনী কামানও ব্যবহার করলো। বিদ্রোহীরা ভের্নি (অধুনাতন আল্মা-আতা) ও তাসখন্দের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলো, অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই ট্রেন দখল ক'রে নিলো। অক্টোবর মাসে জার সরকার এই বিদ্রোহ দমন করলো। কিন্তু তুর্গাই অঞ্চলে কাজাকরা যে বিদ্রোহ করেছিল, তা দমন করতে বেশ সময় লাগলো। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছিলেন আমান্‌গেল্‌দি ইমানভ। তিনি কাজাকদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে সুশিক্ষিত ক'রে তোলেন। তাঁর অধীনে কাজাকরা সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কতিপয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। চার-পাঁচ মাস যুদ্ধ চালাবার পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং স্তেপ্‌ অঞ্চলে হটে যায়। আমান্‌গেল্‌দি পরে বল্‌শেভিক পার্টিতে যোগ দেন এবং গৃহযুদ্ধের সময়ে অন্যতম বিপ্লবী বীররূপে মৃত্যুবরণ করেন।

তুর্কেমানদের বিদ্রোহও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তুর্কেমান পশু-পালকরা দ্রুত এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যাওয়ায় জারের সৈন্যবাহিনী সহজে তাদের নাগাল পায় না। তখন তাদের বিরুদ্ধে

কসাকবাহিনী পাঠানো হয়। কসাকবাহিনী নৃশংসভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। বহু লোক প্রাণভয়ে পারস্যে পালিয়ে যায়।

কাজাক ও কিরঘিজদের অনেকে চীন ও মঙ্গোলিয়ায় পালিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও তারা নৃশংসভাবে লাঞ্ছিত হয়। সোভিয়েত বিপ্লবের পর অনেকে আবার দেশে ফিরে আসে।

যুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বছরে রাশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এখন যুদ্ধের সময়ে সামরিক সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট পেয়ে তারা প্রচুর মুনাফা করেছিল এবং তাদের শ্রেণীগত শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধে পর পর বিপর্যয় ও দেশময় বিপ্লবী শক্তির পুনর্জাগরণ তাদের চিন্তিত ক'রে তুললো। জার সরকারের বার বার ব্যর্থতা তাদের মনঃপূত হ'লো না। তারা নিজেরাই এখন শাসন ও সমর-পরিচালন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইলো। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা "জেম্‌গর" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করলো। এই প্রতিষ্ঠান সামরিক সরবরাহের ব্যাপারে অংশগ্রহণের সুযোগ দাবী করলো। প্রায় সমসময়েই "সমর শিল্প সমিতি" নামে পরিচিত বহু কমিটিও গঠিত হ'লো। কলকারখানায় সামরিক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সেগুলি লক্ষ্য দিতে লাগলো। "যুদ্ধের জন্যে সব, যুদ্ধের জন্যে সবাই"—এই হ'লো বুর্জোয়াদের প্রচারিত ধ্বনি। যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে বাধ্য করবার জন্যে ডুমায় বুর্জোয়ারা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে "প্রগতিশীল ব্লক" নামে সরকার-বিরোধী দল গঠন করেছিল। "অক্টোবরপন্থী", "প্রগতিপন্থী", কাদেৎস ও জাতীয়তাবাদীদের কিছু অংশ—প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলিই—এই ব্লকে যোগ দিয়েছিল। মেন্‌শেভিক, সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি ও ত্রুদোভিকরাও এই দলের পশ্চাতে

ছিল। প্রগতিশীল ব্লকের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল—"আস্থাভাজন মন্ত্রিসভা" গঠন। "আস্থাভাজন" অর্থে বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্থাভাজন, এই কথাই তারা বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু জার সরকারে জমিদার শ্রেণীর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সহযোগিতার নামে হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করলো না। জার নিজেও রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে মাথা নত করলেন না। এইভাবে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেও তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো। বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্র দেশগুলি রুশ সরকারের বুর্জোয়াদের প্রাধান্যকেই সমর্থন করছিল। কারণ, তারা আশা করেছিল, জমিদার-অধ্যুষিত জার সরকারের চেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অধিকতর ঐকান্তিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে। তাদের এই ধারণা ভুল ছিল না। দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে মাথা নত করবার চেয়ে জার জার্মানির সঙ্গে পৃথক সন্ধি করবার কথাও ভাবছিলেন। জার এই সময় কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী ও পরামর্শদাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। জারের উপর সম্রাজ্ঞীর অত্যধিক প্রভাব ছিল। তবে পরামর্শদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন গ্রিগরি রাস্‌পুতিন।

গ্রিগরি রাস্‌পুতিন ঃ

গ্রিগরি রাস্‌পুতিনের প্রকৃত নাম গ্রিগরি নোভিক। রাস্‌পুতিন শব্দের অর্থ "দুনীর্তিপরায়ণ"। পরে এই নামেই তিনি কুখ্যাত বা বিখ্যাত হয়েছিলেন। সাইবেরিয়ার পোক্রভ্‌স্কিতে এক জেলের ঘরে রাস্‌পুতিনের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে কোনরকম লেখাপড়া শেখেন নি, পরে কোনক্রমে আঁকাবাঁকা অক্ষরে সই করতে শেখেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন জেলের কাজ করেন, পরে

তীর্থযাত্রীরূপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং "সাধু" ব'লে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোয় তিনি এক শ্রেণীর লোকের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্পর্কে নানারকম অবাস্তব জনশ্রুতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বহু শিষ্য হয়। শিষ্যদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল বেশী। ঐ বছর তিনি মস্কো থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গে যান। সেখানেও তাঁর শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা বেশ বেড়ে ওঠে। তাঁর অলৌকিক শক্তির কাহিনী জারের অন্তঃপুরে গিয়েও পোঁছে। জারের বালক পুত্র কুমার আলেক্সি দীর্ঘকাল যাবৎ দুরারোগ্য শ্বেতকণিকার অভাবজনিত রোগে ভুগছিল। জারিনা পুত্রের চিকিৎসার জন্যে রাস্‌পুতিনের শরণাপন্ন হলেন। রাস্‌পুতিনের শক্তি সম্পর্কে তাঁরও বিশ্বাস গভীর হয়ে ওঠে। এইভাবে রাস্‌পুতিন রাজদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিপত্তি ঈর্ষার বস্তু হয়। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি তাঁর অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। রাস্‌পুতিন একদিকে যেমন রাষ্ট্র-ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি ব্যভিচারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় দুমার মিলিউকভ তাঁর বিরুদ্ধে বহু কুৎসিত অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে রাস্‌পুতিনকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্‌পুতিন সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন এবং আবার জারিনার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনিই এখন জারের প্রধান পরামর্শদাতা হন। জার জার্মানির সঙ্গে পৃথক সন্ধির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাও রাস্‌পুতিন সমর্থন করেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঃ

জার্মানির সঙ্গে পৃথক সন্ধির পরিকল্পনার কথা কোনক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে জার সরকারকে ডুমায় তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। জার এখন তাঁর মিত্রশক্তির সমর্থনও হারান। ফলে জার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন এবং কেবল মন্ত্রী বদল করতে থাকেন। ডুমায় এক ব্যক্তি রসিকতা ক'রে বলেন, "জার এতো দ্রুত মন্ত্রী বদল করছেন যে, মন্ত্রীদের মুখগুলি ভালো ক'রে দেখবারও সময় হচ্ছে না।"

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জেনারেল ব্রুসিলভের চেষ্টায় যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার কিছু সাফল্য দেখা যায়। কিন্তু তাতে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের কোনও সুরাহা হয় না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পর আবার ডুমার অধিবেশন শুরু হয়। তখন সমস্ত দেশে বিপ্লবী আবহাওয়া ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। জারের পুলিস বিভাগ তাদের রিপোর্টে জানায় যে, দেশে জনসাধারণের বিরোধী মনোভাব ও বিক্ষোভ এখন ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের চেয়েও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জারের আত্মীয়-স্বজন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা রাস্‌পুতিনকেই দেশের এই আভ্যন্তরীণ দুর্যোগের জন্যে দায়ী মনে ক'রে অবিলম্বে তাঁর অপসারণ দাবী করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে রাত্রিতে একদল ষড়যন্ত্রকারী রাস্‌পুতিনকে হত্যা ক'রে তাঁর মৃতদেহ নেভা নদীর জমাট বরফের মধ্যে ফেলে দেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জারের অনেক আত্মীয়ও ছিলেন।

রাস্‌পুতিনের মৃত্যুতে কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষোভ বিন্দুমাত্র কমলো না। জার সরকার মরিয়া হয়ে উঠলো, জার্মানির সঙ্গে পৃথক সন্ধি ক'রে ও ডুমা ভেঙে দিয়ে দেশের বিপ্লবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করবার পরিকল্পনা করলো, শ্রমিকদের

সামরিক আইনের আওতায় আনবার জন্যে কলকারখানাগুলিকে সামরিক এলাকা ব'লে ঘোষণা করতে এবং সৈন্যদের একটি প্রধান অংশকে দ্রুত রাজধানীতে সরিয়ে আনতে চাইলো। রাজধানীর পুলিশ বাহিনীকে মেসিন গান দিয়ে সজ্জিত করা হ'লো।

জার সরকার যখন বুর্জোয়া শ্রেণী তথা বিপ্লবী শক্তিকে এইভাবে প্রচণ্ড আঘাত হানবার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বিপ্লবী শ্রমিকরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। জারের সঙ্গে আপোসের সম্ভাবনা দূর হওয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী এখন শাসনক্ষমতা অধিকার ও দেশব্যাপী বিপ্লবের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে একটি "প্রাসাদ বিপ্লব" ঘটাতে চাইলো। তারা স্থির করলো, সৈন্যবাহিনীর সদর কার্যালয় থেকে ফিরবার সময়ে জারের ট্রেন আটক ক'রে তারা জারকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। জার নিকোলাসের স্থলে কুমার আলেক্সি রাজা হবেন এবং আলেক্সি সাবালক না হওয়া পর্যন্ত জারের ভ্রাতা মাইকেল রোমানভ তাঁর অভিভাবকরূপে রাজ্য পরিচালনা করবেন। মাইকেল রোমানভ বৃটিশ-প্রীতির জন্যে সুপরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর অভিভাবকত্বে জার্মানির সঙ্গে পৃথক সন্ধির সম্ভাবনা থাকবে না, এই ভেবে এই চক্রান্তে বৃটেন ও ফ্রান্সের কূটনীতিকরা যোগ দিলেন। এতে রাজতন্ত্রের সংরক্ষণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা-লাভ ও বিপ্লবী শক্তির দমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে ব'লে বুর্জোয়া রাজনীতিকরা ভেবেছিল। কিন্তু বিপ্লবের বিরুদ্ধে জার বা বুর্জোয়া শ্রেণী, কারো চক্রান্ত ফলপ্রসূ হ'লো না। বিপ্লবী শক্তি দুর্নিরোধ্য প্লাবনের বেগে ধেয়ে এলো।

দেশে খাদ্য সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল। কাঁচা মালের অভাবে অসংখ্য কলকারখানা প্রায় অচল হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে রক্ত রবিবারের স্মৃতিদিবসে পেত্রোগ্রাদে যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল বার হ'লো। মস্কো, বাকু, নিঝ্নি-নভ্গরদ প্রভৃতি

স্থানেও ঐরকম মিছিল বেরুলো। বহু শহরে ধর্মঘট দেখা দিলো। বুভুক্ষু জনতা রুটির দোকানগুলিতে লুটপাট শুরু করলো। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ডুমার পুনরধিবেশন শুরু হবার দিন ছিল। ঐ দিন শ্রমিকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা "রাজতন্ত্রের নিপাত হ'ক!" "যুদ্ধ জাহান্নামে যাক্!" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে পেত্রোগ্রাদের পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পুতিলভ কারখানার ত্রিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করলো। ২৩-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ছিল। ঐ দিন পুতিলভ কারখানার শ্রমিকরা শোভাযাত্রা ক'রে বেরুলো এবং অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরাও দলে দলে এসে যোগ দিলো। যেসব মেয়েরা রুটির দোকানে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারাও দলে দলে শোভাযাত্রায় এলো। প্রায় নব্বই হাজার নরনারী ধর্মঘটে যোগ দিলো। পরদিন ২৪-এ ফেব্রুয়ারি তারিখেও ধর্মঘট চললো। সভা ও শোভাযাত্রাও চললো অবিরাম। জনসাধারণের বিক্ষোভে পেত্রোগ্রাদের আকাশ ধ্বনিত হয়ে উঠলো। ২৫-এ ফেব্রুয়ারি সমগ্র শহরে সাধারণ ধর্মঘট হ'লো। জার তাঁর সামরিক সদর কার্যালয় থেকে পেত্রোগ্রাদের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীকে হুকুম দিলেন— আগামী কল্যের আগেই রাজধানীর এই উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা চাই! মেসিনগান নিয়ে পুলিশ বাড়ির ছাদে ছাদে বসে ছিল। তারা জনতার উপর গুলী চালালো। শহরের মাঝখানকার বড় বড় পথ ও পার্কগুলি সৈন্যদলে ভ'রে গেলো। অসংখ্য শ্রমিক ও শ্রমিক নেতা গ্রেফ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। ঐ বন্দীদের মধ্যে পেত্রোগ্রাদ কমিটির বল্‌শেভিক সদস্যরাও ছিলেন।

পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে কিন্তু বিপ্লবী শ্রমিকদের প্রতিরোধ করা গেল না। ২৬-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে পেত্রোগ্রাদের ভাইবোর্গ অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী শ্রমিকদের হস্তগত হ'লো। শ্রমিকরা

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে নিজেদের সজ্জিত ক'রে তুললো। সেই সঙ্গে তারা সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অবিরাম প্রচার চালাতে লাগলো। ঐ দিন সকাল বেলাতেও সৈন্যবাহিনী জনসাধারণের উপর গুলী চালাচ্ছিল। কিন্তু দুপুরে গুলী চালানো বন্ধ করলো। পরদিন ২৭-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে পেত্রোগ্রাদের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিতে লাগলো। শ্রমিকরা একটি অস্ত্রাগার অধিকার ক'রে চল্লিশ হাজার রাইফেল পেলো এবং তা দিয়ে নিজেদের সুসজ্জিত ক'রে তুললো। তারা জেল থেকে রাজবন্দীদের মুক্ত করলো। তৌরিদা প্রাসাদে রাষ্ট্রীয় দুমার অধিবেশন হ'তো। বিদ্রোহীরা এখন সেখানে উপস্থিত হ'লো।

রাষ্ট্রীয় দুমার প্রেসিডেন্ট রোজিয়াংকো কয়েক দিন যাবৎ ক্রমাগত সামরিক সদর কার্যালয়ে জারের কাছে টেলিগ্রাম ক'রে জনসাধারণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে "দেশ এবং রাজবংশকে" বাঁচাতে অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু জার তাতে কর্ণপাত করেন নি। তিনি দুমাকেই বিপ্লবের উৎস ব'লে ঘোষণা ক'রে ২৬-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে দুমা ভেঙে দেওয়ার জন্যে একটি আদেশ জারী করলেন। দুমার সদস্যরা জারের নির্দেশ মেনে নিলেন, কিন্তু তৌরিদা প্রাসাদ ছেড়ে গেলেন না।

জার সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে আসবার জন্যে হুকুম দিলেন। একটি সৈন্যবোঝাই ট্রেন পেত্রোগ্রাদের উপকণ্ঠে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের সৈন্যরা বিদ্রোহী সৈন্য ও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিলো। জার দ্রুত মোগিলেভে সামরিক সদর কার্যালয় থেকে পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু তাঁর ট্রেন দ্নো পৌঁছার আগেই তাঁকে ফিরতে হ'লো। তিনি দ্রুত উত্তর সমর-সীমান্তে প্স্কভ অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু সর্বত্রই রুশ সৈন্যবাহিনী বিপ্লবকে স্বাগত জানালো। এইভাবে

২৭-এ ফেব্রুয়ারি (নূতন হিসাবে ১২-ই মার্চ) তারিখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব জয়যুক্ত হয়।

শ্রমিকদের মধ্যে তখনও মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের প্রভাব অত্যধিক পরিমাণে ছিল। কেবল তাই নয়, সৈন্যদলে কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী হওয়ায় সেগুলিতেও ঐ সময় সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হ'লেও মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের বিশ্বাসঘাতকতায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে এলো না। ২৭-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডুমার বুর্জোয়া সদস্যদের এবং মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে রাষ্ট্রীয় ডুমায় একটি সাময়িক কমিটি গঠিত হ'লো। চতুর্থ ডুমার প্রেসিডেন্ট রোজিয়াংকোই এই কমিটির অধ্যক্ষ হলেন। ডুমার কাছে দায়ী থাকবে এমন একটি মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি চেয়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে সংবাদ পাঠালেন। বুর্জোয়ারা তখনও রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করছিল। ১লা তারিখে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের সাহায্যে বুর্জোয়ারা একটি সাময়িক সরকার গঠন করলো। রাশিয়ার বিখ্যাত জমিদার প্রিন্স ল্ভভ প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। কাদেৎস্ দলের নেতা ইতিহাসের অধ্যাপক মিলিউকিভ হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী, অক্‌টোবরপন্থী দলের নেতা গুচ্‌কভ হলেন সমর ও নৌ-বিভাগীয় মন্ত্রী; "প্রগ্রেসিভ পার্টির" নেতা ও মিল মালিক কনোভালভ হলেন বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী; কোটিপতি চিনির কারখানার মালিক তেরেশ্চেংকো হলেন অর্থ সচিব। সাময়িক সরকারের এগারো জন মন্ত্রীর মধ্যে একটিমাত্র মন্ত্রীর পদ পেলেন "সমাজতন্ত্রী" (পরে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি) উকিল

কেরেন্‌স্কি। তাও তাঁর হাতে দেওয়া হ'লো বিচার বিভাগের গুরুত্বহীন দফ্‌তর।

সাময়িক সরকার গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রী গুচ্‌কভ ও শুল্‌গিন ছুটলেন প্‌স্‌কভে পলায়িত জারের কাছে। তাঁরা সাময়িক সরকারের তরফ থেকে জারকে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে আলেক্‌সিকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ ক'রে তাঁর ভাই মাইকেলকেই সিংহাসন দিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর তাতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র প্রতিবাদে তা সম্ভব হ'লো না। ৩রা তারিখে মাইকেল সিংহাসন ত্যাগ ক'রে একটি ঘোষণার দ্বারা জনসাধারণকে সাময়িক সরকারের কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন। এইভাবে রুশদেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হ'লো।

শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত গঠন :

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সময়ে যে সোভিয়েতগুলি গঠিত হয়েছিল, তার কথা মানুষ ভোলে নি। তাই বিপ্লবীরা যখন পথে পথে যুদ্ধ করছিল, তখনই কলকারখানার শ্রমিকরা সোভিয়েত গঠন করছিল। তবে এবারের সোভিয়েতে কেবল শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল সৈনিকদের প্রতিনিধিরাও। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের প্রথম সভা ২৭-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে হয়েছিল।

সোভিয়েতগুলি আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র হ'লেও ঐ সময় সোভিয়েতগুলিতে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ছিল সবচেয়ে বেশী। ঐ সময় বল্‌শেভিক নেতারা অনেকেই জেলে বা নির্বাসনে ছিলেন। বল্‌শেভিকরা যখন বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈন্যদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায়

লড়াই করছিলেন, প্রায় সেই সময়েই সোভিয়েতগুলির নির্বাচন হওয়ায় সেগুলিতে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরাই জয়ী হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে কলকারখানাগুলিতে অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও কুলাক শ্রেণীর লোক যুদ্ধে যাওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে যোগ দিয়েছিল। তারা সাধারণত মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি পার্টির মতো পেটি-বুর্জোয়া দলগুলিরই সমর্থক ছিল। সৈন্যদলে অসংখ্য কৃষক ছিল। তখনও কৃষকদের মধ্যে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রাধান্য থাকায় সৈন্যদলেও তাদের প্রাধান্য ছিল। কেবল তাই নয়, নির্বাচনের রীতিতেও ত্রুটি ছিল। হাজার বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে, এমন কলকারখানাগুলি প্রতি হাজারে একজন ক'রে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু ছোট কলকারখানাগুলি, যেগুলির শ্রমিক-সংখ্যা দু-এক শত মাত্র ছিল, সেগুলিরও একজন ক'রে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ছিল। বড় কলকারখানাগুলিতেই বল্‌শেভিকদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তার ফলেও বল্‌শেভিকদের সোভিয়েতগুলিতে প্রতিনিধির সংখ্যা কম হয়েছিল।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও অসংখ্য সোভিয়েত গঠিত হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরাও সোভিয়েত গঠন করেছিল। এইভাবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া সাময়িক সরকার এবং গণতান্ত্রিক সোভিয়েত, এই দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পাশা-পাশি উদ্ভব ঘটেছিল। সোভিয়েতগুলিতে পেটি-বুর্জোয়া দল-গুলির প্রাধান্য থাকায় সেগুলি প্রায়ই সাময়িক সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন ছিল সোভিয়েতগুলিতে বল্‌শেভিকদের প্রাধান্য বিস্তার ক'রে সেগুলিকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত করা

এবং বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের পতন ঘটানো। সেই প্রস্তুতির জন্যে আরও কয়েক মাস সময় লেগেছিল।

সাময়িক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি :

বিপ্লবের ফলে সাময়িক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লেও সাধারণ মানুষ যা আশা করেছিল, তার কিছুই করলো না। মানুষ যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু সাময়িক সরকার যুদ্ধ বন্ধ করা দূরের কথা, নূতন ক'রে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে তৈরী হ'তে লাগলো। মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা বোঝাতে চাইলো যে, জারতন্ত্রের পতন হওয়ায় এখন যুদ্ধের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধ এখন হয়েছে রাশিয়ার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধ। জমির বাজেয়াপ্ত করণ ও কৃষকদের মধ্যে তার বণ্টন দূরের কথা, কৃষক আন্দোলন দমন করবার জন্যে সৈন্যবাহিনীও ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। শস্যের ব্যবসায়ের উপর পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু না করায় খাদ্যসমস্যা আগের মতোই রইলো, বরং আরও তীব্র হয়ে উঠলো। কলকারখানায় শ্রমিকরা রোজ আট ঘণ্টা কাজের যে দাবী করেছিল, সে সম্পর্কে সাময়িক সরকার কোনও আইন করলো না। অবশ্য, শ্রমিকরা নিজেরাই ঐ ব্যবস্থা চালু ক'রে নিলো। কলকারখানাগুলিতে মালিকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে বুর্জোয়া সাময়িক সরকার সতর্ক রইলো। শ্রম মন্ত্রী শ্রমিকদের সংযম ও মিতব্যয়ের জন্যে উপদেশ দিতে লাগলেন, এমন কি তাদের পারিশ্রমিকের হার অত্যধিক ব'লেও ঘোষণা করলেন। বিপ্লবের সময়ে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লাভের চেষ্টায় দুমার সাময়িক কমিটি সৈন্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে অফিসার ও জেনারেলদের প্রতি অতি-সম্মানজনক সম্ভাষণ ও সৈন্যদের প্রতি তুই-তোকারি করা নিষিদ্ধ

হয়েছিল এবং সাধারণ সৈনিকরা অফিসার ও জেনারেলদের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু সাময়িক সরকার ক্ষমতা লাভের পর সে অধিকার সংকুচিত করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। সৈন্যবাহিনীতে কোর্ট মার্শাল প্রভৃতি পুরাতন ব্যবস্থা আবার চালু করা হ'লো। সাময়িক সরকার জারের আমলের পুরাতন শাসনযন্ত্রও অক্ষুণ্ণ রাখলো। প্রাদেশিক গভর্নরদের জায়গায় প্রাদেশিক কমিশারদের নিয়োগ করা হ'লো বটে, কিন্তু ঐসব কমিশার আসলে ছিল বড় বড় ধনী জমিদার ও রাজতন্ত্রী। জারের মন্ত্রী ও প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই মোটা পেন্‌সন পাচ্ছিল। প্রিন্স, কাউন্ট, ব্যারন প্রভৃতি রাজদত্ত খেতাবগুলিও চালু ছিল। অভিজাত শ্রেণীর পূর্বতন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল। জারকে সপরিবারে নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও সাময়িক সরকার ভাবতে লাগলো। কেবল শ্রমিক ও সৈনিকদের তীব্র প্রতিবাদের ফলেই তা সম্ভব হ'লো না। সাময়িক সরকার জারকে গ্রেফ্‌তার করতে বাধ্য হ'লো।

রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অরুশ অঞ্চলগুলি সম্পর্কেও সাময়িক সরকার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করছিল। পোল্যাণ্ড ছাড়া আর সকল অঞ্চলেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকৃত হয়েছিল। সাময়িক সরকার পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। তবে ঐ সময় পোল্যাণ্ড জার্মান সৈন্যের অধিকারে ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রুশ সাম্রাজ্যের অরুশ অঞ্চলগুলিতে জাতীয় আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে সাময়িক সরকার ফিন্‌ল্যাণ্ডে জারের আমলের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত ক'রে হুকুম জারী করলো এবং অব্যবহিত পরেই সেখানে দু'জন সোস্যাল-

ডেমোক্র্যাট এবং ছ'জন বুর্জোয়া দলের প্রতিনিধি নিয়ে সেনেট গঠিত হ'লো। স্থির হয়েছিল, এই সেনেটই সরকার রূপে কাজ করবে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিনিশ "সেয়িম" বা পার্লামেন্টের নির্বাচন হয়েছিল। ঐ সেয়িমেরও অধিবেশন ডাকা হ'লো। কিন্তু সেনেট বা সেয়িমকে প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্ষমতা দেওয়া হ'লো না। সাময়িক সরকার ফিন্‌ল্যাণ্ডের শাসনকার্য চালাবার জন্যে একজন কমিশনার পাঠিয়ে দিলো এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করলো। ফলে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সামরিক কর্মচারী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপাত্ররা জার্মানির সঙ্গে মিত্রতা ক'রে জার্মানির সাহায্যে রুশ সাম্রাজ্য থেকে বাইরে যেতে চাইলো। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রগতিশীল শ্রমিক শ্রেণী এতে বাধা দিলো। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হওয়ায় এবং সেখানে বিপ্লবী আবহাওয়া পরিপূর্ণরূপে বর্তমান থাকায় রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকাই তারা শ্রেয় মনে করলো। সেয়িম জুলাই মাসে সেয়িমের অধিকার ঘোষণা ক'রে একটি আইন পাস করলো। ফলে সাময়িক সরকার সেয়িম ভেঙে দিলো। ফিন্‌ল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের যে সামান্যতম চিহ্ন ছিল, তাও নিশ্চিহ্ন হ'লো।

বাল্‌টিক অঞ্চলেও সাময়িক সরকার অনুরূপ নীতি অনুসরণ করছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে লিথুয়ানিয়ার অধিকাংশই জার্মান বাহিনীর অধিকারে গিয়েছিল। ভিল্‌নায় লিথুয়ানিয়ার ধনী কৃষক, জমিদার ও পুঁজিপতিরা মিলিত হয়ে "তারিবা" বা জাতীয় পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছিল। জার্মান সরকার এই "তারিবাকে" নিজের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করতে চেয়েছিল এবং লিথুয়ানিয়া যদি সরকারীভাবে রুশ সাম্রাজ্য থেকে বাইরে আসে, তবে জার্মানি তার স্বাধীনতা স্বীকার করবে ব'লেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। লাতভিয়ার ব্যারনদের সাহায্যে জার্মানি লাতভিয়াকে জার্মানির একটি সুবৃহৎ জমিদারিতে পরিণত করবার

চেষ্টা করছিল। কিন্তু লাতভিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণী রুশ বিপ্লবকেই স্বাগত জানালো। সাময়িক সরকার তাদের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেবে, এই আশায় ধনী কৃষকদের রাজনৈতিক দল "কৃষক সংঘ" মার্চ মাসের (১৯১৭) মাঝামাঝি একটি জাতীয় পরিষদ্ গঠন করলো। জাতীয় পরিষদ্ রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই লাতভিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাইলো। কিন্তু রুশ সাময়িক সরকার এই সামান্য দাবীও মঞ্জুর করলো না। সাময়িক সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি লাতভিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের মনে অসন্তোষ তীব্রতর ক'রে তুললো। লেটিশ রাইফেল বাহিনীর প্রতিনিধিদের এক সভায় সাময়িক সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির নিন্দা ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। ভূমিহীন কৃষকদের এক সভাও জমিদার ও চার্চের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলো। জনসাধারণ সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার জন্যে দাবী জানালো।

এস্তোনিয়া পেত্রোগ্রাদের অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত হওয়ায় সাময়িক সরকার এস্তোনিয়াকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে সাময়িক সরকার রুশীকরণের পূর্ব নীতিই অনুসরণ করতে লাগলো। পুঁজিপতি, জমিদার ও ধনী কৃষকদের প্রতিনিধি নিয়ে এস্তোনিয়ায় যে জাতীয় পরিষদ্ গঠিত হ'লো, তা সাধারণ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা চিন্তা না ক'রে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কয়েকটি সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে রুশ সাময়িক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো। ফলে এস্তোনিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ সাময়িক সরকারের বিরোধিতা এবং সোভিয়েতগুলির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার জন্যে দাবী জানালো।

ইউক্রেনের জাতীয় মুক্তির দাবীও উপেক্ষিত হ'লো। ১৯১৭

খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইউক্রেনের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দলগুলি কিয়েভে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় রাদা বা পরিষদ্ গঠন করলো। এই রাদায় ইউক্রেনের সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলই ছিল সংখ্যা ও প্রভাবের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী। ধনী কৃষকরাও রাদার অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিল। দেশের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যে বিপ্লবী মনোভাব গ'ড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে রাদা আতঙ্কিত ছিল। তাই রাদা ইউক্রেনের পূর্ব স্বাধীনতা দাবী না ক'রে রুশ সাময়িক সরকারের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে লাগলো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় রাদা ইউক্রেনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করলো। সাময়িক সরকার যুদ্ধে ইউক্রেনীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় কেন্দ্রীয় রাদার সঙ্গে আলোচনার জন্যে কেরেন্স্কির নেতৃত্বে চারজন মন্ত্রীকে ইউক্রেনে পাঠালো। আলাপ-আলোচনার ফলে যা স্থির হ'লো, তাতে প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোই বজায় রইলো। সাময়িক সরকার ইউক্রেনে একজন কমিশনার পাঠালো। কেন্দ্রীয় রাদার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নূতন প্রশাসনিক সংস্থা গ'ড়ে তোলা হ'লেও সর্বোচ্চ ক্ষমতা রইলো কমিশনারের হাতে। ইউক্রেনের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী কেন্দ্রীয় রাদার এই আপোসের বিরোধিতা করতে লাগলো। ইউক্রেনের স্বাধীনতাই হ'লো তাদের দাবী।

বিয়েলোরাশিয়াতেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দিলো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিন্স্কে বিয়েলোরাশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠনগুলির প্রথম সম্মেলন হ'লো এবং সেগুলি জমিদার স্কিরমুন্তের নেতৃত্বে "জাতীয় সমিতি" নামে ঐক্যবদ্ধ হ'লো। ঐ জাতীয় সমিতির চেষ্টায় বিয়োলোরাশিয়ায় কেন্দ্রীয় রাদা গঠিত হ'লো। বিয়েলোরাশিয়ার কেন্দ্রীয় রাদাও শ্রমিক ও কৃষক

আন্দোলনের ভয়ে রুশ সাময়িক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো। বিয়েলোরাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী কেন্দ্রীয় রাদার আপোসপন্থী নীতির তীব্র বিরোধিতা ক'রে বিয়েলোরাশিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করলো।

ককেসাস অঞ্চলের অবস্থাও ভালো ছিল না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ট্র্যান্স-ককেসীয় অঞ্চলে জর্জিয়ার মেন্‌শেভিকদের প্রতিপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশী। তারা সাময়িক সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছিল। ট্র্যান্স-ককেসীয় অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে সাময়িক সরকার স্থানীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও মেন্‌শেভিকদের নিয়ে "বিশেষ ট্র্যান্স-ককেসীয় কমিটি" বা "ওজাকম" গঠন করেছিল। এই কমিটিতে জর্জীয় মেন্‌শেভিকদেরই প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। তারা ও তাদের সহযোগী বুর্জোয়া দলগুলি শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলো।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে তাসখন্দের রেলকর্মীরা জারতন্ত্রের উচ্ছেদের সংবাদ পেয়েই সেখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন করে। কিন্তু জারের আমলের গভর্নর জেনারেল কুরোপাত্‌কিন তবু ক্ষমতায় আসীন রইলেন। শ্রমিক ও সৈনিকদের বিক্ষোভের ফলে তাঁকে মার্চ মাসের শেষাশেষি অপসারিত করা হয়। তারপর সাময়িক সরকারের মনোনীত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে এপ্রিল মাসে তুর্কেস্থান কমিটি গঠিত হয়। মধ্য-এশিয়ায় জাতীয় আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম ধর্মযাজক শ্রেণীই নেতৃত্ব করছিল। কৃষকদের মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল। তবে শহর অঞ্চলে মসলেম শ্রমিক ও অন্যান্য দুঃস্থ লোকের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব প্রবল ছিল। তারা মসলেম শ্রমিক প্রতিনিধিদের বহু সোভিয়েত গ'ড়ে

তুলেছিল। এই সকল সোভিয়েত গঠনের পেছনে রুশ শ্রমিক ও সৈনিকদের হাতও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবীরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাঁরাও এইসব সোভিয়েত গঠনে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন।

খিবা ও বোখারা অঞ্চলে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেও আমীররা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাময়িক সরকার খিবায় যে কমিশনারকে পাঠিয়েছিল, তিনি খিবার খানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বোখারায় শ্রমিক ও কৃষকরা আমীরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করবার জন্যে দাবী করছিল। সাময়িক সরকার বিদ্রোহের ভয়ে আমীরকে শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি ঘোষণা জারী করতে পরামর্শ দেয়। আমীর ঐরূপ ঘোষণা জারী করেন, কিন্তু শাসন-সংস্কার সাধন না ক'রে অল্পদিনের মধ্যে শাসন সংস্কারের দাবী করেছিলেন যেসব নেতা, তাঁদের তিনি গ্রেফ্তার ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনা জেনেও সাময়িক সরকার নিষ্ক্রিয় থাকে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কেমেনিয়ায় ইয়োমুদ জাতির লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল। সাময়িক সরকার বিপ্লবের পরও তাদের উপর কঠোর দমননীতি চালাতে লাগলো।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি ও বল্‌শেভিক পার্টি :

সাময়িক সরকার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করলেও বিপ্লবের পরে দেশে বহু বিপ্লবাত্মক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন ও ফ্যাক্টরি কমিটি গঠন করেছিল। কৃষকরা "ভূমি-সংস্কার কমিটি" গ'ড়ে তুলেছিল। সৈনিকরা সৈন্যবাহিনীগুলিতে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চালু করেছিল। বিপ্লবী কর্মীরা, যাঁরা কারাগারে, নির্বাসনে বা দেশান্তরে ছিলেন, তাঁরা একে একে ফিরে আসছিলেন। ৫ই মার্চ তারিখ

থেকে বল্‌শেভিকদের সংবাদপত্র "প্রাভ্‌দা"-র প্রকাশ আবার শুরু হয়েছিল। ১২ই মার্চ তারিখে তুরুমান্স্ক্ অঞ্চলে নির্বাসন থেকে স্তালিন পেত্রোগ্রাদে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এই সময় বল্‌শেভিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কামেনেভ ও তাঁর অনুসারীরা মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের মতো সাময়িক সরকারকে সমর্থন করবার কথা বলছিলেন। কিন্তু স্তালিন ও তাঁর অনুসারীরা কামেনেভ ও তাঁর দলের এই সুবিধাবাদী নীতির বিরোধিতা করছিলেন। ফলে পার্টির এই সংকটজনক মুহূর্তে লেনিনের দেশে ফিরে আসা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ঐ সময় লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে তিনি অবিলম্বে রাশিয়ায় ফেরবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলো। শেষে জার্মানির মধ্য দিয়ে লেনিন ও তাঁর সহযোগী প্রবাসী বিপ্লবীদের দেশে ফেরবার ব্যবস্থা হ'লো। লেনিনের যুদ্ধবিরোধী নীতির কথা কারও অগোচর ছিল না। তাই জার্মান সরকার তাতে আপত্তি করলো না।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের পথে লেনিন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল (নতুন হিসাবে ১৬ই) রাশিয়ায় এসে পৌঁছলেন। পেত্রোগ্রাদের হাজার হাজার শ্রমিক, সৈনিক ও নৌসেনা লাল পতাকা নিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানালো। লেনিন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় শ্রমিক শ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম করতে আহ্বান করলেন। পরদিন সকালে বল্‌শেভিকদের এক সভায় তিনি "বর্তমান বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য" নামে তাঁর সুবিখ্যাত প্রস্তাব ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে বুর্জোয়াদের হাতে শাসনক্ষমতা গিয়েছে; এখন বিপ্লবকে তার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা আসবে। লেনিন এই প্রস্তাবও করলেন যে, এখন গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের স্থলে সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার দাবী তুলতে হবে। সাময়িক সরকারকে সমর্থন করা চলবে না। জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও দেশের সমস্ত জমি জাতীয়করণ দাবী করতে হবে। দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ককে একত্রিত ক'রে দেশে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে এবং সেই ব্যাঙ্ক শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। দেশের সমস্ত উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থাও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ করবে।

কামেনেভ, জিনোভিভ, রিকভ প্রভৃতি অনেকে তাঁর বিরোধিতা করলেও শেষে লেনিনের এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লো। রুশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন জাতির অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নও আলোচিত হ'লো। স্তালিন সম্মেলনে তাঁর জাতি সমস্যা সম্পর্কে বিবরণ পাঠ করলেন। জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার, এমন কি জাতিগুলির ইচ্ছানুসারে রুশ সাম্রাজ্য থেকে বাইরে যাওয়ার পূর্ণ অধিকারও, স্বীকৃত হ'লো। সম্মেলনে লেনিন "সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দাও" এই ধ্বনিও উচ্চারণ করলেন।

বল্‌শেভিকরা এখন সাংগঠনিকভাবে নিজেদের প্রস্তুত ক'রে তুলতে লাগলেন। সোভিয়েতগুলিতে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের অত্যধিক প্রাধান্য ছিল। এখন সোভিয়েত-গুলিতে বল্‌শেভিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি করাই হ'লো আশু কর্তব্য। বল্‌শেভিকরা ক্রমাগত তাঁদের প্রচারের দ্বারা মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের পেটি-বুর্জোয়া রূপটি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে লাগলেন। সাময়িক সরকার যুদ্ধ বন্ধের প্রশ্নে নীরব ছিল, বরং যুদ্ধ চালাবার জন্যেই

সর্বতোভাবে চেষ্টা করছিল। ১৮ই এপ্রিল (নূতন হিসাবে ১লা মে) তারিখে মে দিবসে দেশের সর্বত্র জনসাধারণ যখন শান্তির প্রস্তাব ঘোষণা করলো, তখন সাময়িক সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মিলিউকভ মিত্র পক্ষের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় জানালেন যে, রাশিয়ার সাময়িক সরকার যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরদিন মিলিউকভের এই বার্তার কথা জানতে পেরে জনসাধারণ ক্রোধে ও ঘৃণায় ফেটে পড়লো। ২০-এ এপ্রিল তারিখে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সাময়িক সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান করলেন। মারিইন্‌স্কি প্রাসাদে সাময়িক সরকারের অধিবেশন চলছিল। ঐদিন সকালে ফিন্‌ল্যাণ্ড রেজিমেণ্ট "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নীতি ছাড়ো!" ধ্বনি দিতে দিতে উপস্থিত হ'লো। ২০-এ ও ২১-এ তারিখে প্রায় এক লক্ষ লোক যুদ্ধবিরোধী মিছিলে যোগ দিলো। বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ারাও নীরব ছিল না। সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা, ক্যাডেটরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা সাময়িক সরকার ও তার যুদ্ধনীতিকে সমর্থন জানিয়ে মিছিল বার করলো। পেত্রোগ্রাদ সামরিক অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি জেনারেল কর্নিলভ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মিছিলের উপর গুলীচালনার জন্যে হুকুম দিলেন। কিন্তু তাঁর আদেশ সৈনিকরা উপেক্ষা করলো।

এপ্রিল মাসে জনসাধারণের এই বিক্ষোভ থেকে বোঝা গেল যে, সাময়িক সরকার সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তার অপনোদন ঘটছে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে বুর্জোয়া শ্রেণী মন্ত্রিসভায় কিছু পরিবর্তন ঘটালো। জনসাধারণকে খুশী করবার চেষ্টায় পররাষ্ট্র সচিব মিলিউকভ ও যুদ্ধ মন্ত্রী গুচ্‌কভকে বিতাড়িত করা হ'লো। নূতন মন্ত্রিসভায় কয়েকজন মেন্‌শেভিক ও

সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি পার্টির লোকও যোগ দিলেন। কৃষি মন্ত্রী হলেন সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি ভিক্তর চের্নভ; ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী হলেন মেন্‌শেভিক নেতা ৎসেরেতেলি; শ্রম বিভাগের মন্ত্রী হলেন স্কোবেলেভ; পিপ্যুল্‌স্ সোস্যালিস্ট পার্টির পেশেকোনভ হলেন খাদ্য মন্ত্রী। কেরেন্‌স্কি এখন গুচ্‌কভের স্থলে সমর দফ্‌তরের ভার পেলেন। মন্ত্রিসভায় এই রদবদল কিন্তু সাময়িক সরকারের অনুসৃত নীতিতে কোনরকম পরিবর্তন আনলো না। তবে তা মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলগুলির প্রতিবিপ্লবী রূপ উদ্‌ঘাটন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করলো। এখন মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমতে লাগলো।

গ্রামাঞ্চলে কিন্তু তখনও মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যু-সনারিদেরই যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যে প্রথম নিখিল রুশ সোভিয়েতের অধিবেশন হ'লো, তাতে দেখা গেলো, এক হাজার প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ১০৫ জন ছিলেন বল্‌শেভিক। বল্‌শেভিকরা এই প্রভাব হ্রাস করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। নিখিল রুশ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশনের পর মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বল্‌শেভিকরা পেত্রোগ্রাদে যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন, তাতে প্রায় চার লক্ষ যোগ দিলো। প্রকৃতপক্ষে, এই বিক্ষোভ মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল-সমর্থিত সাময়িক সরকারের প্রতি আনাস্থা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পৌঁছতে তাদের আরও কিছুদিন দেরি ছিল। তাই ঐ সময়টা বৃটেন ও ফ্রান্স

চেয়েছিল, যাতে জার্মানরা পশ্চিম রণাঙ্গনে শক্তি সংহত করতে না পারে, সেজন্যে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের ব্যস্ত রাখতে। সেজন্যে বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার উপর চাপ দিলো। সাময়িক সরকারের নূতন যুদ্ধ-মন্ত্রী কেরেন্স্কি আক্রমণের জন্যে দ্রুত প্রস্তুতি চালালেন। তিনি নিজে যুদ্ধ-সীমান্তগুলি ঘুরে সৈন্যদের কাছে বক্তৃতা দিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মাল ও অস্ত্রশস্ত্রও পাঠানো হ'তে লাগলো। ১৮ই জুন রুশ বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। গোড়ার দিকে কিছুটা সফল হ'লেও মাল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে বিলম্ব হওয়ায় প্রারম্ভিক সাফল্যের ভিত্তিতে আক্রমণ গ'ড়ে তোলা গেল না। জার্মান ও অষ্ট্রীয় বাহিনী প্রতি-আক্রমণ শুরু করলো। তাদের হাতে রুশ বাহিনী তার্নোপোলে পরাজিত হয়ে দ্রুত পিছু হটলো। এই কদিনে প্রায় ষাট হাজার রুশ সৈন্য মারা গেল।

যুদ্ধের জন্যে রাশিয়াকে রোজ চার কোটি রুবল ব্যয় করতে হচ্ছিল। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্যে সরকার অত্যধিক কাগজের নোট বাজারে ছেড়েছিল। ফলে মুদ্রার দাম খুব কমে গিয়েছিল এবং দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বেড়েছিল। খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা চরমে পৌঁছেছিল। কাঁচা মাল ও জ্বালানির অভাবে কলকারখানা একে একে বন্ধ হচ্ছিল। মে মাসে ১০৮টি, জুন মাসে ১২৫টি ও জুলাই মাসে ২০৬টি কারখানা বন্ধ হয়েছিল। এতে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিকের চাকরি গিয়েছিল। দেশে বেকার সমস্যা ও ধর্মঘট দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলেও কৃষক আন্দোলন বাড়ছিল। জুলাই মাসে ৬৯টি গুবার্নিয়ার মধ্যে ৪৩টিতে কৃষক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের এই বিক্ষোভ ও অন্দোলন সৈন্যবাহিনীর কাছে সমর্থন পাচ্ছিল। সকল ক্ষেত্রে সাময়িক সরকার যে তাদের প্রতারিত করছে, এ বিশ্বাস দ্রুত জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হচ্ছিল।

জুন মাসের শেষাশেষি পেত্রোগ্রাদে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ ভাব চরমে পৌঁছলো। ৩রা জুলাই তারিখে ফার্স্ট মেশিন-গান রেজিমেণ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় ব্যারাক থেকে বেরিয়ে বল্‌শেভিকদের সদর কার্যালয়ের দিকে চললো। পথে অন্যান্য সৈন্যবাহিনী এবং শ্রমিকদের স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত লাল প্রহরীবাহিনীর কিছু অংশ মেশিন-গান রেজিমেণ্টের সঙ্গে যোগ দিলো। পুতিলভ কারখানার শ্রমিকরাও দলে দলে এসে যোগ দিলো। বিক্ষোভ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করলো। এই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ থেকে বল্‌শেভিকরা বুঝেছিলেন, রাজধানীতে বুর্জোয়া সাময়িক সরকার ও তার সমর্থক মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলগুলি জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছে। কিন্তু তখনও অন্যান্য অঞ্চলে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাই এই বিক্ষোভের সুযোগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা বল্‌শেভিকরা করলেন না, এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে কেবল শান্ত ও সংযতভাবে পরিচালনার জন্যে এগিয়ে এলেন। ৪ঠা জুলাই প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক বিক্ষোভে যোগ দিলো। ধর্মঘটের ফলে কলকারখানা বন্ধ হ'লো। প্রথম নিখিল রুশ সোভিয়েত সম্মেলনে যে কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ্ গঠিত হয়েছিল, তার অধিবেশন চলছিল তৌরিদা প্রাসাদে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ৯০ জন প্রতিনিধি সেখানে পৌঁছে অবিলম্বে সোভিয়েতের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণের দাবী জানালো। কিন্তু ইতিমধ্যে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা দ্রুত বিক্ষোভ দমনের জন্যে তাদের প্রভাবাধীন সৈন্যবাহিনী ও কসাকদের আনলো। ৪ঠা জুলাই ঐ সৈন্যবাহিনী ও কসাকরা বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী চালালো। পরদিনও গুলীচালনা চলতে লাগলো। বিক্ষোভকারী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

এখন প্রতিবিপ্লবীরা বল্‌শেভিক পার্টির উপর আক্রমণ

চালালো। তারা 'প্রাভ্দা' কাগজের অফিসে হানা দিয়ে সব ভেঙে-চুরে তছনছ করলো। বল্‌শেভিক পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ হ'লো। বল্‌শেভিক নেতাদের গ্রেফ্‌তারের, এমন কি হত্যার, জন্যে চারিদিকে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত হ'লো। সাময়িক সরকার জার্মানির পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে লেনিনকে অভিযুক্ত করলো। এই অভিযোগের অর্থ ছিল বিচারের নামে লেনিনকে হত্যা করা। লেনিন পেত্রোগ্রাদের বিভিন্ন শ্রমিকের গৃহে কয়েকদিন আত্মগোপন ক'রে রইলেন। কিন্তু পেত্রোগ্রাদে থাকা আদৌ নিরাপদ নয় জেনে তিনি গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ও মাথায় পরচুলা প'রে গোপনে রাজ্‌লিভ স্টেশনে এক শ্রমিকদের গৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কয়েকদিন তিনি বাড়ির চিলেকোঠায় লুকিয়ে রইলেন। কিন্তু ঐ জায়গাও নিরাপদ মনে হ'লো না। তখন তিনি নিকটবর্তী এক হ্রদের তীরে বনের মধ্যে লতাপাতায় ছাওয়া একটি কুঁড়েয় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। শীত পড়তে শুরু হওয়ায় অগাস্ট মাসে তিনি ট্রেন-শ্রমিকের ছদ্মবেশে ট্রেনের পাদানিতে ব'সে ফিন্‌ল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে তিনি ইয়লকালা নামে এক গ্রামে ও পরে হেল্‌সিংফর্সে গিয়ে থাকেন। ফিন্‌ল্যাণ্ডের বল্‌শেভিক কর্মীরা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।

লেনিনের দেশে ফেরবার অল্পদিন বাদেই লেওন ট্রট্‌স্কিও রাশিয়ায় ফিরে আসেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ বল্‌শেভিক পার্টিকে সমর্থন করছিলেন। জুলাই মাসে তিনি বল্‌শেভিক পার্টিতে সদস্যরূপে যোগ দিলেন।

জুলাই মাসের ঘটনার পর রাজনৈতিক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। কেরেন্‌স্কি ৮ই জুলাই তারিখে সাময়িক সরকারের নেতার পদ গ্রহণ করলেন। সোভিয়েতগুলিতে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রাধান্য থাকায় সোভিয়েতগুলি

সাময়িক সরকারের লেজুড়ে পরিণত হয়েছিল। ফলে লেনিনের প্রস্তাবক্রমে বল্‌শেভিকরা এখন "সকল ক্ষমতা সোভিয়েতকে দাও!" ধ্বনি প্রত্যাহার করলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা সোভিয়েতগুলিকে প্রকৃত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে দ্রুত পরিণত করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন। ২৬-এ জুলাই তারিখে পেত্রোগ্রাদে গোপনে বল্‌শেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস হ'লো। লেনিন এই কংগ্রেসে অনুপস্থিত থাকলেও কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের খসড়া তিনিই রচনা করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে অবিরাম যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রস্তাব আলোচিত হ'লো। কামেনেভ, জিনোভিভ, রিকভ, ট্রট্স্কি, বুখারিন প্রভৃতি অনেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাব্যতা ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হ'লো।

বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির নির্দেশমতো কেরেন্‌স্কি যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চালু করলেন। বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ব'লে কুখ্যাত জেনারেল কর্নিলভ প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হলেন। সৈন্যবাহিনীতে সকল প্রকার সভাসমিতি নিষিদ্ধ হ'লো। আবার কোর্ট মার্শাল প্রবর্তিত হওয়ায় সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। কর্নিলভ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় এখন প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণী দেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলো এবং পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চক্রান্ত করতে লাগলো। সামরিক সদর কার্যালয়েই চক্রান্ত চলতে লাগলো। পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যে বহু সৈন্যবাহিনী আনীত হ'লো। ১২ই আগস্ট তারিখে কেরেন্‌স্কি মস্কোয় একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা। কিন্তু

তার আগেই ঘটনা-স্রোত অন্যপথে বইলো। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দিন বল্‌শেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি এই সম্মেলনের প্রতিবাদে ধর্মঘট করবার জন্যে আহ্বান জানালো এবং মস্কোয় চার লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ ক'রে ধর্মঘট পালন করলো। শহরের ট্রাম চলাচল বন্ধ রইলো। বিনা বিজলী বাতিতেই সম্মেলনের অধিবেশন হ'লো! পরদিন জেনারেল কর্নিলভ মস্কোয় এসে পৌঁছলেন। বুর্জোয়ারা তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের পরিচালকরা তাঁকে সামরিক একনায়ক ব'লে ঘোষণা করতে ভয় পেলেন। কর্নিলভ মগিলেভে সামরিক সদর কার্যালয়ে দ্রুত ফিরে এলেন এবং প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্যে চক্রান্ত করতে লাগলেন। এই চক্রান্তের পেছনে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরাও ছিল। তারা প্রথমে বুর্জোয়া সামরিক সরকারের উপর নির্ভর করলেও এখন সামরিক সরকারকে উপেক্ষা ক'রে গোপনে রুশ বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী অধিনায়কদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল। রাশিয়ায় একটি "শক্তিশালী" সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে তারা কর্নিলভকে পাঁচ শত কোটি রুবল ঋণ দেবে, এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

কেরেন্‌স্কি সরকার কর্নিলভের ক্ষমতা বৃদ্ধির পশ্চাতে থাকলেও এবং কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে নানাভাবে সাহায্য করলেও শীঘ্রই কেরেন্‌স্কির সঙ্গে কর্নিলভের বিরোধ বাধলো। কর্নিলভ নিরংকুশভাবে সামরিক, অসামরিক, সকল ক্ষমতাই দাবী করলেন। কেরেন্‌স্কি তথা কেরেন্‌স্কি সরকার ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে কর্নিলভকে রাষ্ট্রদ্রোহী ব'লে ঘোষণা করলেন এবং অবিলম্বে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করবার আদেশ দিলেন। কর্নিলভ কেরেন্‌স্কির আদেশ উপেক্ষা ক'রে ২৫-এ আগস্ট তারিখে জেনারেল ক্রিমভের অধীনে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ইতিপূর্বে কর্নিলভের পরামর্শমতো

কেরেন্স্কি পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী বাহিনীগুলিকে যুদ্ধের জন্যে সমর-সীমান্তে প্রেরণ করেছিলেন। এই অবস্থায় মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের নেতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং কর্নিলভের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিকদের সাহায্য চাইলেন।

কর্নিলভের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে বল্‌শেভিক নেতারা পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব করবার জন্যে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে এলেন। তাঁরা একদিকে কর্নিলভের এই প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্যে যেমন সাময়িক সরকারকে দায়ী করলেন, তেমনি কর্নিলভের প্রতিরোধের জন্যে পেত্রোগ্রাদকে প্রস্তুত ক'রে তুললেন। তিন দিনের মধ্যে পঁচিশ হাজার শ্রমিক লাল প্রহরীবাহিনীতে যোগ দিলো। বল্‌শেভিক পার্টির সামরিক শাখা লাল প্রহরীবাহিনীকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্যে সাত শত সামরিক শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। অস্ত্রশস্ত্রের কারখানাগুলিতে শ্রমিকরা দ্রুতগতিতে প্রচুর পরিমাণে গোলাগুলী ও সাঁজোয়া গাড়ি তৈরি করলো। পুতিলভ কারখানার শ্রমিকরা রোজ ১৬ ঘণ্টা খেটে প্রায় দু শ কামান তৈরি ক'রে দিলো। রেলকর্মীরা কর্নিলভের সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে হয় সাইডিংয়ে, নয় বিপথে চালিত করলো। তারা বহু জায়গায় রেল-লাইন তুলে ফেললো, বহু জায়গায় খালি ট্রেনগুলিকে লাইনের উপর রেখে পথ রুদ্ধ ক'রে দিলো। কর্নিলভের সৈন্যবাহিনীতেও বল্‌শেভিক কর্মীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে এই প্রতিবিপ্লবের অর্থ যে কী ভয়ংকর, তা সৈন্যদের বোঝাতে লাগলেন। এইভাবে জেনারেল কর্নিলভের অভিযান ব্যর্থ হ'লো। জেনারেল ক্রিমভ আত্মহত্যা করলেন। কর্নিলভ ও তাঁর সহযোগীরা বন্দী হলেন। পরে সাময়িক সরকার তাঁদের পলায়নের সুযোগ ক'রে দেন।

কর্নিলভ-চক্রান্তকে এইভাবে ব্যর্থ ক'রে বল্‌শেভিকরা অসামান্য

জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন এবং বল্‌শেভিকরাই যে রাশিয়ায় একমাত্র বিপ্লবী শক্তি, সে বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস গ'ড়ে উঠলো। কলকারখানা ও সোভিয়েতগুলিতে রাতারাতি বল্‌শেভিকদের প্রাধান্য দেখা দিলো। পেত্রোগ্রাদ, মস্কো ও অন্যান্য প্রধান শিল্পাঞ্চলের সোভিয়েতগুলি এখন বল্‌শেভিকরা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। তাই এখন "সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা দাও!" এই ধ্বনি পুনরুজ্জীবিত করা হ'লো।

বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া দলগুলি বল্‌শেভিকদের নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তির ক্রমবর্ধমানতায় ভীত হয়ে উঠলো এবং দেশে প্রজাতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চাইলো। ১২ই সেপ্টেম্বর মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা "গণতান্ত্রিক সম্মেলন" নামে একটি সভা ডাকলো এবং তাতে একটি "প্রাক্‌-পার্লামেন্ট" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলো। এই প্রাক্‌-পার্লামেন্টই সরকারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করবে, এমন কথাও বলা হ'লো। এ যে বিপ্লব প্রতিরোধের জন্যে গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াদের ধাপ্পা মাত্র, বল্‌শেভিকরা তা জনসাধারণকে বোঝাতে লাগলেন। কামেনেভ ও তাঁর সমর্থকরা প্রাক্‌-পার্লামেন্টে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করলেও অন্যান্য বল্‌শেভিক নেতাদের চেষ্টায় তাঁদের প্রস্তাব বাতিল হ'লো। বল্‌শেভিকরা "প্রাক্‌-পার্লামেন্ট" বয়কট করবার জন্যে আহ্বান জানালেন।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দেশের অর্থনৈতিক সংকট চরমে পৌঁছলো। কেবল পেত্রোগ্রাদেই মালিকরা প্রায় ২৩০টি কারখানা বন্ধ ক'রে দিলো, ফলে প্রায় ৬১০০০ শ্রমিক বেকার হ'লো। দনেৎস্‌ অঞ্চল, উরাল অঞ্চল এবং মস্কোতেও শত শত কারখানা মালিকরা বন্ধ করলো এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হ'লো। খাদ্যাভাব চরমে উঠলো। পর পর দুবার নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাড়ানো

সত্ত্বেও কুলাক ও মুনাফাখোররা খাদ্যশস্য সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুললো। মাথা পিছু রোজ মাত্র ২০০ গ্রাম (প্রায় সাড়ে তিন ছটাক) রুটি বরাদ্দ করা হয়েছিল। তাও দুষ্প্রাপ্য হ'লো। খাদ্যসংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। এজন্যে সাময়িক সরকারের অনুসৃত নীতিই যে দায়ী, বল্‌শেভিকরা তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরলেন। বল্‌শেভিকদের সমর্থক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যেখানে বল্‌শেভিক পার্টির সদস্যসংখ্যা আশী হাজার ছিল, তা বেড়ে আগস্ট মাসে হ'লো আড়াই লক্ষ এবং অক্‌টোবর মাসে তা দাঁড়ালো গিয়ে চার লক্ষে। বল্‌শেভিকদের নেতৃত্বে মস্কো, ইভানোভো-ভোজ্‌নেসেন্‌স্ক্‌, কিনেশ্‌মা ও বাকুতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করলো। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকরা দলে দলে বল্‌শেভিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। দেশের গ্রামাঞ্চলে এবং সৈন্যবাহিনীতেও বল্‌শেভিকরা দ্রুত সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। তাঁদের জাতি সংক্রান্ত নীতিও রুশ সাম্রাজ্যের পদানত বিভিন্ন জাতির কাছে স্বাধীনতার বাণী বয়ে নিয়ে এলো। ইউক্রেন, লাৎভিয়া, এস্তোনিয়া, বিয়েলোরাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ট্র্যান্স-ককেশাস ও মধ্য-এশিয়া, সর্বত্রই জনসাধারণ বল্‌শেভিকদের নীতিকে সমর্থন জানালো। এইভাবে পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের ক্ষেত্র রচিত হ'লো।

অক্‌টোবর (নভেম্বর) বিপ্লব ঃ

দেশের যখন এই অবস্থা, তখনও লেনিন ফিন্‌ল্যাণ্ডে আত্ম-গোপন ক'রে ছিলেন। তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে ১২ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দুটি পত্র লেখেন। প্রথম পত্রে তিনি বলেন, এখন অবিলম্বে বল্‌শেভিকদের ক্ষমতা

অধিকার করা দরকার। দ্বিতীয় পত্রে তিনি জানান যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান একটি আর্ট। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্যে কি কি অবশ্য-প্রয়োজন, তাও তিনি ঐ পত্রে বিশদভাবে লেখেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে লেনিনের পত্রগুলি বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচিত হয় এবং কামেনেভ ছাড়া আর সকলেই অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে সায় দেন। ঐ পত্রগুলির কপি পার্টির সমস্ত বৃহৎ সংগঠনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসের সারা শেষার্ধ ধ'রে বল্‌শেভিকরা অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্যে ৭ই অক্টোবর তারিখে লেনিন গোপনে পেত্রোগ্রাদে এসে পৌঁছেন।

১০ই (২৩-এ) অক্টোবর তারিখে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যোগ দেন। তিনি সম্মেলনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে দিন স্থির করতে এবং সামরিক প্রস্তুতি ক্রটিহীনভাবে সম্পন্ন করতে বলেন। কামেনেভ ও জিনোভিভ এখনও উপযুক্ত সময় হয়নি, এই অজুহাতে অভ্যুত্থান বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেন। কিন্তু অন্যান্য সকল সদস্য অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের একটি সামরিক কমিটি গঠিত হয়। পেত্রোগ্রাদ লাল প্রহরীবাহিনীই অভ্যুত্থানের মুখ্য শক্তি ব'লে গৃহীত হয়। ঐ সময়ে পেত্রোগ্রাদে লাল প্রহরীর সংখ্যা ছিল ১২০০০। হেল্‌সিংফর্স্ থেকে বাল্‌টিক নৌবহরকে বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্যে ডেকে পাঠানোর কথাও স্থির হয়। পেত্রোগ্রাদের বিভিন্ন অঞ্চলে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্যে প্রত্যেক অঞ্চলে তিনজন সদস্য নিয়ে এক-একটি কমিটি গঠিত হয়।

কিন্তু কামেনেভ ও জিনোভিভ এই সময়ে একটি বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ ক'রে বসলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পরাজয়ের পর তাঁরা "নোভাইয়া ঝিজ্‌ন্" (নব-জীবন) নামে

মেন্‌শেভিকদের পত্রিকায় ১৮ই অক্‌টোবর তারিখে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিলেন যে, বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে তাঁরা একমত নন। এই বিবৃতির ফলে বল্‌শেভিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির কথা বিপক্ষের কাছে অজ্ঞাত রইলো না। লেওন ট্রট্‌স্কিও একটি অসতর্ক উক্তির ফলে অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট তারিখ প্রকাশ ক'রে ফেললেন। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের এক সভায় তিনি বললেন যে, আগামী ২৫-এ অক্‌টোবর তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের যে দ্বিতীয় কংগ্রেস হবে, সেই কংগ্রেসে নিখিল রুশ সোভিয়েত অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করবে। কামেনেভ ও জিনোভিভের বিবৃতি এবং ট্রট্‌স্কির এই উক্তি থেকে কেরেন্‌স্কি ও তাঁর সাময়িক সরকার আসন্ন অভ্যুত্থান সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠলেন এবং তা রোধ করবার জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো।

কেরেন্‌স্কি সরকার কামেনেভ, জিনোভিভ ও ট্রট্‌স্কির বিবৃতি ও উক্তি থেকে ভেবেছিলেন যে, নিখিল রুশ সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্‌বোধনের দিনে, অর্থাৎ ২৫-এ অক্‌টোবর তারিখে, বল্‌শেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে। তাই কেরেন্‌স্কি বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় স্মোল্‌নি ইন্‌স্টিটিউট অবরোধের জন্যে ব্যবস্থা করলেন। রাজধানীতে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য আনানো হ'লো। পেত্রোগ্রাদের মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে শ্রমিক অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সেতুগুলি তুলে দেওয়া হ'লো। ২৪-এ অক্টোবর (৬ই নভেম্বর) শেষ রাত্রিতে মোটর ট্রাকে ক'রে একদল ফৌজ প্রাভ্‌দার কার্যালয়ে এসে পৌঁছলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাভ্‌দার ঐদিনের সকল কপি বাজেয়াপ্ত করা। প্রাভ্‌দার কার্যালয়ে সৈন্যদল হানা দিয়েছে, এই সংবাদ পেয়ে সাঁজোয়া

গাড়িতে চ'ড়ে একদল বিপ্লবী সৈন্য দ্রুত কাগজের অফিসে এসে পৌঁছলো। সরকারী সৈন্যরা সভয়ে দ্রুত পলায়ন করলো এবং কাগজ যথাসময়ে প্রকাশিত হ'লো। ঐদিন সকালে পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী সামরিক কমিটি সমস্ত বিপ্লবী সেনাদলগুলিকে অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলো। সরকারী সৈন্যদল রাজধানী অভিমুখে আসছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবার জন্যেও নির্দেশ দেওয়া হ'লো। সেতু ও রেলপথগুলিতে সশস্ত্র প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হ'লো। বিপ্লব শুরু হ'লে বাল্‌টিক নৌবহরকে জাহাজ ও সৈন্য অবিলম্বে পাঠানোর জন্যে সাংকেতিক সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থাও করা হ'লো। ঐদিন সন্ধ্যায় লেনিন প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে এক পত্রে জানালেন, অবিলম্বে অভ্যুত্থান শুরু করা দরকার। ঐদিন রাত্রিতে তিনি নিজে শ্রমিকের বেশে আত্মগোপন ক'রে স্মোল্‌নি ইন্‌স্টিটিউটে এসে পৌঁছলেন। স্মোল্‌নি ইন্‌স্টিটিউটে পাহারা দেওয়ার জন্যে লাল প্রহরী বাহিনী ও লিথুয়ানীয় রেজিমেণ্ট থেকে সৈন্যরা এসে পৌঁছলো। ঐদিন সকালে পিটার ও পল দুর্গের সৈন্যরা বল্‌শেভিকদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় পিটার ও পল দুর্গের অস্ত্রাগার থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাল প্রহরী বাহিনী হস্তগত করেছিল। তারা সশস্ত্র অবস্থায় দলে দলে এসে পৌঁছতে লাগলো।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মধ্যরাত্রে শ্রমিকরা দলে দলে গিয়ে কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্স্‌চেঞ্জ, স্টেট ব্যাঙ্ক, জেনারেল পোস্ট অফিস, রেলওয়ে স্টেশন এবং সরকারী অফিসগুলি অধিকার ক'রে বসলো। বিপ্লবী সামরিক কমিটির নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধজাহাজ "অরোরা" নেভা নদী দিয়ে উইণ্টার প্যালেসের পাশে গিয়ে পৌঁছলো। অরোরার কামানগুলি বুর্জোয়া সরকারের অধিবেশন-স্থান উইণ্টার প্যালেসের দিকে মাথা উঁচু ক'রে রইলো। পরদিন ২৫-এ অক্টোবর

(৭ই নভেম্বর) বেলা নটার সময় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী এসে উইন্টার প্যালেসের তোরণগুলি অধিকার ক'রে দাঁড়ালো। অন্যপক্ষে, একটি রেজিমেন্টও সরকারের সাহায্যে এগুলো না। কেরেন্‌স্কি ঐদিন সকালেই ভীত হয়ে গাড়িতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে রাজধানী থেকে পালিয়েছিলেন। সরকারের অন্যান্য সদস্যদের আত্মসমর্পণের জন্যে বলা হ'লো। কিন্তু তাঁরা বাইরে থেকে সাহায্য আসবার আশায় আত্মসমর্পণ করলেন না। সৈন্যরা উইন্টার প্যালেস অবরোধ ক'রে রইলো। বেলা দশটার সময় সাময়িক সরকারের পতন ঘোষণা ক'রে বিপ্লবী সামরিক কমিটি একটি ইশ্‌তেহার জারী করলেন। ইতিমধ্যে কেবল উইন্টার প্যালেস ছাড়া সমস্ত শহর বিপ্লবীদের অধিকারে এসেছিল। উইন্টার প্যালেস অধিকার করবার জন্যে লেনিন নির্দেশ দিলেন। পিটার ও পল দুর্গ এবং অরোরা জাহাজ থেকে কামানগুলি গর্জে উঠলো। রাত্রি ২টা ১০ মিনিটে উইন্টার প্যালেস বিধ্বস্ত হ'লো এবং সাময়িক সরকারের মন্ত্রীরা বন্দী হলেন। তাঁদের পিটার ও পল দুর্গে আটক রাখা হ'লো।

২৬-এ তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সোভিয়েত কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারিত হ'লো। সোভিয়েতের অধিবেশনে লেনিন "শান্তি সম্পর্কে ঘোষণা" ও "ভূমি সম্পর্কে ঘোষণা" পাঠ করলেন। শান্তি সংক্রান্ত ঘোষণায় অবিলম্বে যুদ্ধরত দেশগুলিকে বিনা দখলে ও বিনা খেসারতে ন্যায়সংগত ও গণতান্ত্রিকভাবে শান্তি স্থাপনের জন্যে আহ্বান জানানো হ'লো। রাশিয়ার পদানত জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও ঘোষিত হ'লো। ভূমি সংক্রান্ত ঘোষণার দ্বারা সকল জমিদার ও চার্চের অধিকারভুক্ত জমি, জীবজন্তু, খামার-বাড়ি ও যন্ত্রপাতি সমূহ বিনা খেসারতে অবিলম্বে ভোলস্ত্‌ ভূমি সমিতি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজ দ্‌ সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন

করা হ'লো। এই ঘোষণার দ্বারা প্রায় এক শত পাঁচ কোটি বিঘা জমি কৃষকদের হাতে এলো এবং কৃষকরা বছরে পঞ্চাশ কোটি স্বর্ণ রুবল খাজনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো। লেনিনের ভাষায়—"গ্রামাঞ্চলে জমিদার ব'লে আর কিছুই রইলো না।"

এই কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েত সরকারও গঠিত হ'লো। সরকারের নাম হ'লো গণ-প্রতিনিধি পরিষদ্ (The Council of People's Commissar). গণ-প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন। স্ট্রট্স্কি বৈদেশিক বিভাগের এবং স্তালিন জাতি সংক্রান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশার নিযুক্ত হলেন। ঐ দুটি দফ্তরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রতিবিপ্লবীদের ব্যর্থ চেষ্টা :

রাজধানী থেকে দ্রুত পলায়ন ক'রে কেরেন্স্কি সমর-সীমান্তে পৌঁছলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কয়েকটি কসাক বাহিনীকে দ্রুত পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে পাঠালেন। জেনারেল ক্রাস্নভের অধীনে কসাক বাহিনীগুলির ২৮-এ অক্টোবর (১০ই নভেম্বর) পেত্রোগ্রাদের নিকটবর্তী জারস্কোয়ে সেলোতে (বর্তমান পুশ্কিন্নগরে) এসে পৌঁছলো।

লেনিনের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী শ্রমিকরা ও লাল ফৌজের সেনারা পুল্কোভো পাহাড়ের যুদ্ধে ক্রাস্নভের একটি সৈন্যদলকে পরাজিত করলো। এই পরাজয়ের ফলে কসাক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। গাৎচিনায় কসাক সৈন্যদের কাছে সোভিয়েতের পক্ষ থেকে একদল নৌসেনা গেল এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও কেরেন্স্কি ও তাঁর সহযোগীদের অভিসন্ধি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালো। কসাকরা যদি যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে তাদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হ'লো। কসাকরা যুদ্ধ

বন্ধ করলো। ক্রাস্‌নভ বন্দী হলেন, কিন্তু কেরেন্‌স্কি পলায়ন করলেন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ক্রাস্‌নভকে মার্জনা করা হ'লো। কিন্তু পরে ক্রাস্‌নভ এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে দন অঞ্চলে পুনরায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন।

পেত্রোগ্রাদে অভ্যুত্থানের সংবাদ পেয়ে বল্‌শেভিক পার্টির মস্কো কমিটিও ২৫-এ অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) তারিখে অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করলেন এবং ক্রেম্‌লিনে বিপ্লবী সৈন্যদের পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিপ্লবী সামরিক কমিটি গড়িমসি করতে লাগলো। এমন কি তারা প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে আপোস-আলোচনা চালালো। এই সুযোগে ২৭-এ অক্টোবর তারিখে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যরা মস্কো নদীর উপরের সমস্ত সেতুগুলি অধিকার ক'রে বসলো এবং প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর সেনাপতি বিপ্লবী সামরিক কমিটি ভেঙে দেওয়ার জন্যে চরমপত্র দিলো। প্রতিবিপ্লবীরা কৌশলে ক্রেম্‌লিন অধিকার করলো এবং ক্রেম্‌লিনের চারিদিকে অবস্থিত বিপ্লবী ফৌজের উপর মেশিন গান চালালো। বল্‌শেভিক পার্টির মস্কো কমিটি প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করবার জন্যে শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতি আহ্বান জানালেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও কৃষকরা দলে দলে মস্কো সোভিয়েতের সাহায্যার্থে লোক পাঠাতে লাগলো। ৩১-এ অক্টোবর তারিখে বিপ্লবী বাহিনী জেনারেল পোস্ট-অফিস, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস ও রেলওয়ে স্টেশনগুলি অধিকার ক'রে নিলো। ২রা (১৫ই) নভেম্বর তারা ক্রেম্‌লিনের উপর আক্রমণ চালালো এবং প্রতিবিপ্লবীদের পরাজিত করলো। এখন সমস্ত ক্ষমতা মস্কো সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটির হাতে গেল। এইভাবে রাশিয়ার দুটি রাজধানীতেই, পেত্রোগ্রাদে ও মস্কোয়, বিপ্লবী সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটলো।

সোভিয়েতের নয়া বিধান ঃ

নিখিল রুশ সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেস যুদ্ধরত সৈন্যদের উদ্দেশে বিপ্লবকে সমর্থন করবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। বিপ্লবী সোভিয়েত সরকার অবিলম্বে যুদ্ধাবসান ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করবেন, এই প্রতিশ্রুতিও ঐ ঘোষণায় ছিল। কিন্তু সামরিক কমিটিগুলিতে মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রাধান্য থাকায় তারা সোভিয়েতের ঐ ঘোষণা সৈন্যদের কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে সৈন্যদের একটি প্রতিনিধিদল পেত্রোগ্রাদে এসে সমস্ত অবস্থা জেনে গেলেন। তাঁদের কাছ থেকে শান্তি এবং ভূমি সংক্রান্ত ঘোষণার কথা জেনে সৈন্যরা সোভিয়েত বিপ্লবকে স্বাগত জানালো। উত্তর ও পশ্চিম সমর-সীমান্ত পেত্রোগ্রাদের নিকটবর্তী হওয়ায়, ঐ দুই সমর-সীমান্তে বিপ্লব প্রথমে জয়যুক্ত হ'লো। দক্ষিণ-পশ্চিম, রুমানীয় ও ককেসীয় সমর-সীমান্তগুলি বিপ্লবের কেন্দ্র থেকে দূরে থাকায় পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব সীমান্তের সৈন্যরাও বিপ্লবকে স্বাগত জানালো। এদিকে পেত্রোগ্রাদে ও মস্কোয় প্রতিবিপ্লবীরা পরাজিত হওয়ার পর মোগিলেভের সামরিক সদর কার্যালয়ই তাদের প্রধান ঘাঁটি হয়ে উঠলো এবং সৈন্যদের কাছ থেকে শান্তি ও ভূমি সংক্রান্ত প্রস্তাব গোপন রেখে তাদের পেত্রোগ্রাদ অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করতে লাগলো। লেনিন এর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি সেনাপতিমণ্ডলীর কর্তা জেনারেল দুখোনিনকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্যে আলোচনা শুরু করতে নির্দেশ দিলেন। দুখোনিন এই আদেশ অমান্য করলে তাঁকে পদচ্যুত করা হ'লো এবং বিপ্লবী বাহিনী দ্রুত মোগিলেভ অধিকার ক'রে প্রতিবিপ্লবীদের ঘাঁটি ভেঙে দিলো।

১৬ই (২৯-এ) ডিসেম্বর তারিখে এক নির্দেশবলে সৈন্যবাহিনীর সর্বময় ক্ষমতা সৈনিকদের সোভিয়েত ও কমিটিগুলির উপর ন্যস্ত করা হ'লো। সামরিক বাহিনীতে নিম্নপদস্থ কর্মচারী থেকে সেনাপতিরা পর্যন্ত সকলেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলে নিযুক্ত হলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই (২৮-এ) জানুয়ারি তারিখে শ্রমিক ও কৃষকদের লাল ফৌজ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হ'লো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২-এ নভেম্বর (৫ই ডিসেম্বর) এক নির্দেশ-বলে পুরাতন বিচার-ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দেশের সর্বত্র গণ-আদালত প্রতিষ্ঠা করা হ'লো। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবীরা জারের পুলিস বাহিনী ভেঙে দিয়েছিল। সামরিক সরকার পুলিসের পরিবর্তে একটি "মিলিসিয়া" গঠন করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের পর নূতন ক'রে "শ্রমিকদের মিলিসিয়া" গঠিত হ'লো। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আগে যে সম্পত্তি ও পদমর্যাদা অনুসারে শ্রেণীবৈষম্য ছিল, তাও কয়েকটি আদেশের ফলে লোপ পেলো। পদমর্যাদা-সূচক উপাধিগুলি তুলে দেওয়া হ'লো। সকল অধিবাসীই "রুশ প্রজাতন্ত্রের নাগরিক" এই মর্যাদায় ভূষিত হলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ জানুয়ারি (৩রা ফেব্রুয়ারি) তারিখে চার্চকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক ব'লে ঘোষণা করা হ'লো। বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে চার্চের কোনও সম্পর্ক রইলো না। ধর্মশাস্ত্র পড়াবার আবশ্যিকতা থেকে ছেলেমেয়েরা রেহাই পেলো। ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ব'লে ঘোষিত হ'লো। রুশদেশে স্ত্রীলোকরা যে সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, তা থেকে তাঁরা মুক্তি পেলেন। স্ত্রীলোকদের সকল বিষয়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হ'লো। পুরাতন ধর্মীয় বিবাহ-ব্যবস্থার স্থলে আইনগত বিবাহ প্রবর্তিত হ'লো। শিশুদের সকল দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করলো।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বানান সংস্কার ক'রে লেখাপড়াকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ ক'রে তোলা হ'লো। ফেব্রুয়ারি মাসে আইন ক'রে পুরাতন দিনপঞ্জী বাতিল ক'রে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত দিনপঞ্জীর প্রচলন করা হ'লো। পুরাতন দিনপঞ্জীর তুলনায় নবপ্রবর্তিত দিনপঞ্জীতে তারিখগুলি তেরোদিন অগ্রগামী হ'লো।

সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের সূচনারূপে কতকগুলি ব্যবস্থাও করা হ'লো। অক্টোবর বিপ্লবের কয়েকদিন বাদেই কলকারখানায় শ্রমিকদের দৈনিক কার্যকাল আট ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হ'লো। পুঁজিপতিদের ধ্বংসাত্মক কার্য প্রতিরোধ করবার জন্যে কলকারখানাগুলিকে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে আনা হ'লো। এইরূপ নিয়ন্ত্রণাধিকার পাওয়ায় শ্রমিকরা দ্রুত কলকারখানা পরিচালন বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হ'লো। দেশের রেলপথ ও বাণিজ্য পোতগুলি রাষ্ট্র গ্রহণ করলো। বৈদেশিক বাণিজ্যেও রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার ঘোষিত হ'লো। জার সরকার ও সাময়িক সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ-শোধের বাধ্যবাধকতা সোভিয়েত রাষ্ট্র অস্বীকার করলো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই (২৭-এ ডিসেম্বর) দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ও একত্রিত ক'রে স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করা হ'লো। এতে বুর্জোয়া অর্থনীতির মেরুদণ্ডে চরম আঘাত পড়লো।

প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কার্য ও চেকার উদ্ভব:

কিন্তু বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী নানাভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। এজন্যে তারা সরকারী কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি ও বিভিন্ন উপায়ে

ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে লাগলো। ধ্বংসাত্মক কাজগুলি মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সুদীর্ঘকাল জমিদার ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর অধীনে কাজ করায় ঐসব শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যই তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর রাষ্ট্র-শক্তিলাভের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে অবিরাম বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলো। সোভিয়েত সরকার গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিসভার চৌদ্দটি দফ্‌তরেই কর্মচারীরা ধর্মঘট করলো এবং পুঁজিপতিরা তাদের বিশ লক্ষ রুবলেরও বেশী পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করলো। যেসব কলকারখানা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসেছিল, ব্যাঙ্কগুলি তাদের টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলো এবং ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ভল্‌টের চাবিগুলি নিয়ে চ'লে গেলো। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত কলকারখানায় কাজকর্ম নিষিদ্ধ ক'রে টেক্‌নিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইউনিয়ন আদেশ জারী করলো। ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়ন স্থানীয় ডাক ও তার বিভাগীয় অফিসগুলিকে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রেরিত সকল নির্দেশ ও চিঠিপত্র পাঠানো বন্ধ করতে আদেশ দিলো। খাদ্য বিভাগীয় কর্মচারীরা খাদ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা বানচাল করতে চেষ্টা করলো। পেত্রোগ্রাদের অধিবাসীদের মাথা পিছু রুটির রেশন মাত্র ১৫০ গ্রামে (প্রায় প্রাড়াই ছটাকে) গিয়ে দাঁড়ালো। সরকারী সাহায্য দফ্‌তরের কর্মচারীরা অশক্ত ও অনাথদের সাহায্য বন্ধ ক'রে দিলো।

কিন্তু এতেও বিপ্লবী বল্‌শেভিকরা ভয় পেলেন না। লেনিনের নেতৃত্বে তাঁরা রাত্রিদিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কর্মীদের দিয়েও তাঁরা কাজ চালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। এই সময়ে স্মোল্‌নি ইন্‌স্টিটিউটই ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্মকেন্দ্র।

লেনিনের অক্লান্ত কর্মক্ষমতা বল্‌শেভিক কর্মীদের এক অভিনব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুললো। তাঁরা অক্লান্ত কর্মশক্তি ও আন্তরিকতার বলে অনভিজ্ঞতার সকল বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। মন্ত্রীরা দূরের কথা, লেনিন নিজেও সাধারণ টেলিফোন ও রুটিন মাফিক কাজগুলি অক্লান্তভাবে ক'রে গেলেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাঁদের সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে এলো। তারা সরকারী দফ্‌তরে কাজ করবার জন্যে নিজেদের মধ্য থেকে বহু লোক বাছাই ক'রে পাঠালো। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া বন্ধ হওয়ায় যে আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছিল, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অর্থসংগ্রহ ক'রে তা দূর করবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে এলো। সাধারণ গরীব কর্মচারীরাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো। এইভাবে সোভিয়েত সরকার অল্পদিনের মধ্যেই বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে এক সম্পূর্ণ নূতন শাসনযন্ত্র গ'ড়ে তুললেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই (২০-এ) ডিসেম্বর তারিখে প্রতিবিপ্লব ও ধ্বংসাত্মক কার্য প্রতিরোধের জন্যে একটি সংস্থা গ'ড়ে তোলা হ'লো। এই সংস্থা "ভেচেকা" বা "চেকা" নামে পরিচিত। পার্টির সুবিশ্বস্ত কর্মী ফেলিক্‌স্ জের্ঝিন্‌স্কির ওপর এই সংস্থার পরিচালনভার রইলো। বহু প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনে "চেকা" বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

গণ-পরিষদ্ ঃ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেত্রোগ্রাদে যে কৃষকদের নিখিল রুশ সোভিয়েত সম্মেলন হয়, তাতে লেনিন "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রতিবিপ্লবী দক্ষিণপন্থী সোস্যা-লিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের তোষণ-নীতি ত্যাগ করতে আহ্বান

করেছিলেন। কৃষক সোভিয়েতগুলিতে বল্‌শেভিকদের প্রাধান্য ও কৃষক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী চেতনা "বামপন্থী" সোস্থালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের লেনিনের আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য করলো। "বামপন্থী" সোস্থালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা এখন সোভিয়েত সরকারে যোগ দিলো। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ করবার জন্যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সঙ্গে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিকে যুক্ত করা হ'লো।

এখন সোভিয়েত সবকারকে বিপর্যস্ত করবার জন্যে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া দলগুলি অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করলো। সাময়িক সরকারের আমলে তারা জনসাধারণকে "গণ-পরিষদ্" (Constituent Assembly) আহ্বানের আশ্বাস দিয়েছিল, এবং গণ-পরিষদ্ গঠন না করায় তারা বল্‌শেভিকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। এখন তারাই গণ-পরিষদ্ ডাকবার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাতে লাগলো। গণ-পরিষদ্ সম্পর্কে তখনও কৃষক শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট মোহ ছিল। বর্তমান অবস্থায় গঠিত গণ-পরিষদের স্বরূপ যে কি হ'তে পারে, তা প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখাবার জন্যে লেনিন গণ-পরিষদ্ গঠনের ব্যবস্থা করলেন। নির্বাচনে দেখা গেল, গণ-পরিষদে সোস্থালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রধিনিধি-সংখ্যা হয়েছে সর্বাধিক। ৭১৫টি আসনের মধ্যে তারা পেয়েছে ৪১২টি, বল্‌শেভিকরা পেয়েছেন মাত্র ১৮৩টি এবং বাকী আসনগুলি পেয়েছে অন্যান্য বিভিন্ন দল। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্‌কালেই সোস্থালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দল "বামপন্থী" ও "দক্ষিণপন্থী" দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। "বামপন্থী" দল বল্‌শেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল এবং তারা সোভিয়েত সরকারে যোগও দিয়েছিল। তাছাড়া কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে

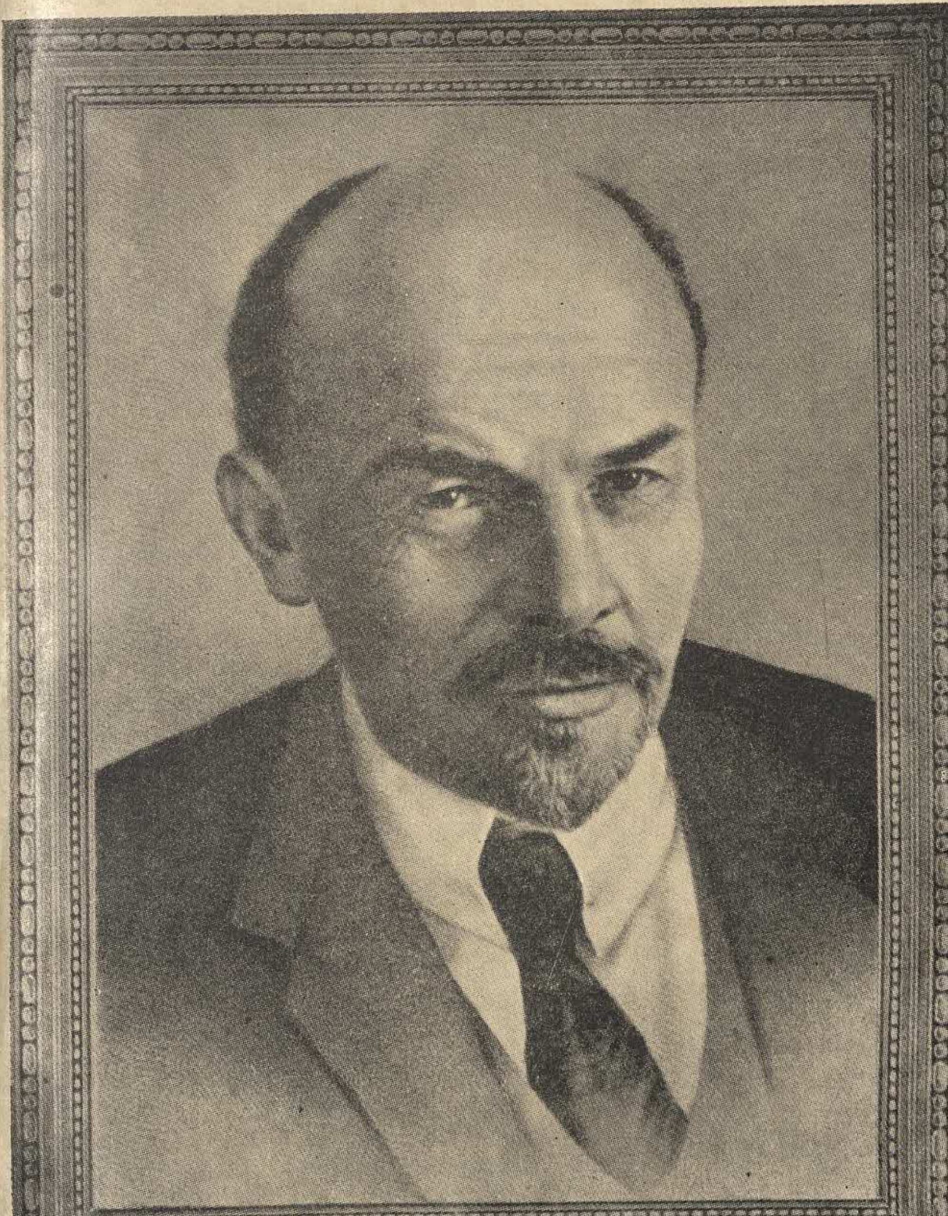
"বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদেরই প্রাধান্য ছিল বেশী। কিন্তু গণ-পরিষদে "দক্ষিণপন্থী" দলের প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর কারণ ছিল দক্ষিণপন্থীদের জনপ্রিয়তা নয়, সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি পার্টির প্রার্থী-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রুটি। সাময়িক সরকারের আমলে ঐ প্রার্থী-তালিকা রচিত হয়েছিল। তখন পার্টিতে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য থাকায় তাঁরাই প্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন এবং গণ-পরিষদের নির্বাচনে "বামপন্থীরা"-ও তাঁদের ভোট দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই নির্বাচনে "দক্ষিণপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রতিনিধিরা অত্যধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হ'লেও তাঁদের পশ্চাতে কৃষক ও জনসাধারণের সমর্থন ছিল না।

অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গণ-পরিষদের প্রতিবিপ্লবী রূপটি প্রকট হয়ে উঠলো। ৫ই (১৮ই) জানুয়ারি তারিখে বল্‌শেভিক প্রতিনিধিরা পরিষদের সভাপতি-পদের জন্যে বামপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের নেত্রী মারিয়া স্পিরিদোভ্‌নার নাম প্রস্তাব করলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি প্রতি-নিধিরা ভোটাধিক্যে তা বাতিল ক'রে দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি নেতা ভিক্‌তর চের্নভকে সভাপতি নির্বাচিত করলেন। ৩রা (১৬ই) জানুয়ারি তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির অধিবেশনে বল্‌শেভিকদের প্রস্তাব অনুসারে "শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাটি" গৃহীত হয়েছিল। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জন-সাধারণের কাছে এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গণ-পরিষদের অধিবেশনে বল্‌শেভিকরা এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে চাইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া দূরের কথা, সভাপতি চের্নভ প্রস্তাবটির আলোচনাও হ'তে দিলেন না। গণ-পরিষদ্

যে প্রতিবিপ্লবের পথ নিচ্ছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। প্রতিবাদে বল্‌শেভিক এবং তাঁদের পরে বামপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি সদস্যরা সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে গেলেন। শেষ রাত্রি পর্যন্ত অন্যান্য দলের সদস্যরা সভায় ব'সে রইলেন। যেসব নৌসেনা সভাগৃহ পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রাত চারটের সময় এসে বললেন, "নৌসেনারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আপনারা এখন বাড়ি যান।" ফলে অন্যান্য সদস্যরাও সভা ত্যাগ করলেন। গণ-পরিষদ্ "রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে," এই মর্মে পরদিন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি একটি ঘোষণা প্রচার ক'রে গণ-পরিষদ্ বাতিল ক'রে দিলেন। গণ-পরিষদ্ বিদেশে কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করলেও রাশিয়ায় এর আহ্বান ও বিসর্জন কোনটাই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি।

নিখিল রুশ সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসঃ

১০ই (২৩-এ) জানুয়ারি তারিখে পেত্রোগ্রাদে নিখিল রুশ সোভিয়েতের যে তৃতীয় কংগ্রেস হ'লো, তাতে "শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাটি" গৃহীত হ'লো। এই সম্মেলনে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও গহীত হয়। সেটি হ'লো—"রুশ সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব"। এই প্রস্তাবে রাশিয়াকে "শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র" এবং "স্বাধীন জাতিসমূহের স্বাধীন সংঘ" ব'লে ঘোষণা করা হ'লো। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ নিবারণের জন্যে উক্ত ঘোষণায় রাশিয়ার সমস্ত ভূমি, অরণ্য ও খনিজ সম্পদ্‌কে বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত এবং ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ'লো। এই প্রস্তাবে জার সরকার কর্তৃক গ্রহীত সকল ঋণ, জার সরকার কর্তৃক সম্পন্ন সকল গোপন



ভ্‌লাদিমির ইলিইচ লেনিন

সন্ধির শর্তাদির বাধ্যবাধকতা এবং ধনতান্ত্রিক রাশিয়া কর্তৃক অনুসৃত ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাতিল ও পরিত্যক্ত ব'লে ঘোষিত হ'লো। এতে সম্পত্তির মালিক শ্রেণীকে নিরস্ত্রীকরণ ও শাসনব্যবস্থা থেকে বহিষ্করণের এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্রীকরণের নির্দেশও ছিল। বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীন অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শান্তিই রাশিয়ার লক্ষ্য, এই কথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হ'লো।

এই প্রস্তাবে আরও বলা হ'লো যে, নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। অন্ততপক্ষে তিন মাসে একবার ক'রে নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। এইরূপ অধিবেশনসমূহের অন্তর্বর্তীকালে নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, উভয়েই প্রয়োজনমতো সোভিয়েত সরকারের—গণপ্রতিনিধি পরিষদের (Council of People's Commissars)—গঠনে রদবদল করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কেবল সর্বরাষ্ট্রীয় বিষয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। স্থানীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্তই স্থানীয় সোভিয়েতসমূহ কর্তৃক গৃহীত হবে।

নিখিল রুশ সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসের পরিসমাপ্তিকালে প্রদত্ত অভিভাষণে লেনিন বললেন, "এই কংগ্রেস পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে।"

রুশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে বিপ্লবের অগ্রগতি ঃ

লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক পার্টি রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার,

এমন কি, রুশ সাম্রাজ্য থেকে বাইরে যাওয়ার অধিকারও, বার বার ঘোষণা করেছিল। বিপ্লবের পূর্বে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে বল্‌শেভিক পার্টির সপ্তম সম্মেলনে স্তালিন তাঁর জাতি সংক্রান্ত বিবরণীতে বলেছিলেন, "আমরা যখন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি গ্রহণ করেছি, তখন আমরা জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আমাদের সকলের শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করছি।" অক্টোবর বিপ্লবের কয়েক দিন বাদে ২রা (১৫ই) নভেম্বর তারিখে স্তালিন ও লেনিনের স্বাক্ষরিত (জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরূপে স্তালিনের স্বাক্ষরই প্রথমে ছিল) রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতি সংক্রান্ত ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। এই ঘোষণায় সকল জাতির সমান মর্যাদা ও অধিকার, সার্বভৌমতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের, এমন কি; রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি বা অন্তর্ভুক্তি অস্বীকার ক'রে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারও স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জারের আমলে সুযোগ-সুবিধার যে তারতম্য ছিল, তা-ও লোপ পায়। রাশিয়ার অধিবাসী সংখ্যালঘু অ-রুশ জাতিগুলির বিকাশ ও উন্নতির জন্যে সকল ব্যবস্থা করবার কথাও ঘোষিত হয়। কেবল ঘোষণা নয়, এই নীতি কার্যকরী করবার জন্যে সোভিয়েত সরকার "নারকোম্‌নাৎস্‌" নামে জাতি-সংক্রান্ত একটি বিভাগও খোলেন। স্তালিন ছিলেন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব।

সোভিয়েত সরকারের বিঘোষিত এই নীতিই বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের আক্রমণের হাত থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাৎভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড,

তুর্কমেন, ট্র্যান্সককেসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণকে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। বল্‌শেভিক পার্টির বিঘোষিত এই নীতির মধ্যে যে কোনরূপ কাপট্য বা দ্ব্যর্থকতা ছিল না, তা অচিরে ফিন্‌ল্যাণ্ডে সংঘটিত ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হ'লো। ১৪ই (২৭-এ) নভেম্বর তারিখে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির যে কংগ্রেস হয়, তাতে স্তালিন রুশ বল্‌শেভিক পার্টির পক্ষ থেকে ভ্রাতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ কংগ্রেসে ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সোভিয়েত সরকারের নীতি ঘোষণা করেন এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী ইতস্তত করতে থাকে এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডে একটি বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত সরকার বল্‌শেভিক পার্টির বিঘোষিত নীতি অনুসারে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই (৩০-এ) ডিসেম্বর তারিখে ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেন।

লিথুয়ানিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী লিথুয়ানিয়াকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লিথুয়ানীয় তারিবা বা জাতীয় পরিষদ্ লিথুয়ানিয়ার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। যুদ্ধের সময়ে লিথুয়ানিয়া জার্মান বাহিনীর অধিকারে থাকায় তারিবা সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে কাইজারের সাহায্য চাইলো। ফলে লিথুয়ানিয়া প্রকৃতপক্ষে জার্মানির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হ'লো।

লাৎভিয়ার অনেকখানি অঞ্চল জার্মান বাহিনীর অধিকারে ছিল। কিন্তু অনধিকৃত অঞ্চলে বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকরা রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের কয়েকদিনের মধ্যেই সোভিয়েত

সরকার গঠন করে। তবে লাৎভিয়ায় সোভিয়েত শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর আমন্ত্রণে জার্মান বাহিনী এসে পৌঁছে এবং লাৎভিয়া প্রকৃতপক্ষে জার্মান অধিকারে যায়। পেত্রোগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু লাৎভিয়ার মতোই এস্তোনিয়াও অবশেষে জার্মানির কবলে পড়ে।

ইউক্রেনেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয়। অক্‌টোবর বিপ্লবের পর ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় রাদা বা জাতীয় পরিষদ্ বুর্জোয়া প্রতি-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হয়ে ওঠে। কিন্তু ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ও গরীব কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই (২৪-এ) ডিসেম্বর তারিখে নিখিল ইউক্রেন সোভিয়েত কংগ্রেসে একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে কেন্দ্রীয় রাদার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ইউক্রেনে বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্যে সোভিয়েত সরকার ফৌজ পাঠান। ২৭-এ জানুয়ারি (৯ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে বিপ্লবী শ্রমিকদের সাহায্যে সোভিয়েত বাহিনী কিয়েভ অধিকার করে। প্রতিবিপ্লবী রাদার সদস্যরা ঝিতোমিরে পালিয়ে যান। এইভাবে ইউক্রেনে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জার্মানি ঝিতোমিরে পলায়িত রাদাকেই ইউক্রেনের সরকার ব'লে স্বীকৃতি দেয়। রাদা ও জার্মান বাহিনীর প্রচেষ্টায় ইউক্রেনে সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটে। ইউক্রেনের শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণ বিদেশীয়দের বিতাড়িত ও প্রতিবিপ্লবীদের পরাজিত ক'রে পুনরায় বিপ্লবী সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্রমাগত সংগ্রাম করতে থাকে।

বিয়েলোরাশিয়াতেও সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকরা চেষ্টা করছিল। অক্‌টোবর বিপ্লবের সংবাদ

পেয়েই মিন্স্ক্ সোভিয়েত শাসনক্ষমতা অধিকার করলো। প্রতি-বিপ্লবীরা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কসাক সৈন্য নিয়োগের চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হ'লো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরের শেষার্ধে বিয়েলোরাশিয়ায় সোভিয়েত সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হ'লো। এখানেও জার্মানির হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েত শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

ট্র্যান্সককেসীয় অঞ্চলেও সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে কঠোর সংগ্রাম চলছিল। এখানে বহু বিভিন্ন জাতির প্রায় সত্তর লক্ষ লোক বাস করতো। জারের আমলে সুদীর্ঘকাল ধ'রে এই-সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ ও রেষারেষি জিইয়ে রেখেই শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হ'তো। তাই এখানে বিপ্লবী সংগঠনগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। জারতন্ত্রের পতনের সুযোগে ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা এখানে শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিল। তবে বাকুর শিল্পাঞ্চলটিতে বল্‌শেভিকদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। বাকুর স্থানীয় সোভিয়েত তাই শাসন-ক্ষমতা অধিকার করতে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল পর্যন্ত সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিল। উত্তর ককেসাসেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করছিল। কিন্তু কঠোর সংগ্রামের পর তেরেক অঞ্চলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মধ্য-এশিয়াতেও সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম চলেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টব্দের ৩১-এ অক্টোবর (১৩ই নভেম্বর) তারিখে তুর্কিস্থানের তাসখন্দে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লো। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা কোকান্দে যে প্রতিবিপ্লবী সরকার গঠন করেছিল, তুর্কিস্থানের বিপ্লবী বাহিনী তা উচ্ছেদ করলো। উত্তরে কাজাকিস্থানের সুবিস্তৃত স্তেপ অঞ্চলের সর্বত্রই

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাইবেরিয়ার ওম্স্ক্, তম্স্ক্, নভো-নিকোলায়েভ্স্ক্ (বর্তমান নভোসিবির্স্ক্) প্রভৃতি জায়গায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সমগ্র সাইবেরিয়াতেই বিপ্লবী শক্তি জয়ী হয়েছিল।

পেত্রোগ্রাদ থেকে সোভিয়েত বিপ্লবের সংবাদ আসবার সঙ্গে সঙ্গে বেসারেবিয়ায় বিপ্লবীরা কৃষকদের সাহায্যে রাশিয়ার মধ্যে থেকেই "গণ-প্রজাতন্ত্র" (People's Republic) প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই (২৬-এ) জানুয়ারি তারিখে রুমানিয়া বেসারেবিয়া অধিকার করে। বুকোভিনাতেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে।

জেনারেল দুতভ ও আতামন কালেদিনের প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা ঃ

রাশিয়ার উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলগুলি বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্র ছিল। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলগুলি শ্রমশিল্প ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নত ছিল না। কেবল তাই নয়, কসাক অধিবাসীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। এইসব অঞ্চলে তাতার, বাশ্কির, কিরঘিজ, ইউক্রেনীয়, চেচেন, ইন্গুশ্ ও অন্যান্য বহু মুসলমান অধিবাসীর বাস ছিল এবং তাদের মধ্যে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিবাদবিদ্বেষ অবিরাম লেগে থাকায় বিপ্লবের উপযোগী রাজনৈতিক চেতনা ও সংঘবদ্ধতা ছিল না। তাই এখানে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি সহজেই তাদের ঘাঁটি গেড়েছিল। সাময়িক সরকার ওরেন্বুর্গে কসাকদের "আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ্" গঠন করবার অধিকার দিয়েছিল। এর ফলে কসাকরা পৃথক ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত একটি সামরিক দলে পরিণত হয়েছিল এবং ওরেন-বুর্গ অঞ্চলে জেনারেল দুতভ ও দন অঞ্চলে কালেদিন প্রতিবিপ্লবী

কার্যকলাপ চালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর জেনারেল দুতভ ওরেন্‌বুর্গ, চেলিয়াবিন্‌স্ক্ ও এইৎস্ক্ অধিকার ক'রে সাইবেরিয়া, উরাল, দন ও কুবান অঞ্চলের প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে তার প্রধান শস্যাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত করা। তাই এই অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শক্তির প্রাধান্য নাশ করা সোভিয়েত রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পেত্রোগ্রাদ থেকে বিপ্লবী বাহিনী ভল্‌গা ও উরাল অঞ্চলে দ্রুত প্রেরিত হ'লো। স্থানীয় অধিবাসীদের, বিশেষত কাজাক ও কিরঘিজদের, সাহায্যে দুতভের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত ক'রে বিপ্লবীরা ওরেন্‌বুর্গ মুক্ত করলো।

দন অঞ্চলে জেনারেল কর্নিলভ, দেনিকিন প্রভৃতি প্রতিবিপ্লবী জেনারেলরা এসে জড়ো হয়েছিলেন। প্রতিবিপ্লবী কসাকরা আতামন (দলপতি) কালেদিনের অধীনে একটি আঞ্চলিক সরকার গঠন করেছিল। কর্নিলভ ও দেনিকিনের সাহায্যে কালেদিন একটি প্রতিবিপ্লবী বাহিনীও গ'ড়ে তুলেছিলেন। তখনও ইউক্রেনে কেন্দ্রীয় রাদা শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেন্দ্রীয় রাদা কালেদিনকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কালেদিনের সৈন্যবাহিনী রস্তভ অধিকার ক'রে দনেৎস্ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হ'লো। দনেৎস্ অঞ্চলের বিপ্লবী শ্রমিকদের সাহায্য করবার জন্যে লাল ফৌজ এসে পৌঁছলো। গরীব এবং যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত কসাকরা কালেদিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। বিপ্লবী শ্রমিক, লাল ফৌজ ও বিদ্রোহী কসাকদের সমবেত চেষ্টায় কালেদিন পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলেন। দন অঞ্চলে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত

হ'লো। কালেদিনের অবশিষ্ট বাহিনী জেনারেল কর্নিলভের অধীনে কুবান অঞ্চলে পালিয়ে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে কুবানেও সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লাল ফৌজের হাতে জেনারেল কর্নিলভ নিহত হলেন। অবশিষ্ট প্রতিবিপ্লবী বাহিনী দেনিকিনের অধীনে পলায়ন করলো।

এইভাবে রাশিয়া ও প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবের জয়যাত্রা অব্যাহত চললো।

ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধি ঃ

বিভিন্ন দিক থেকে ক্রমাগত প্রতিবিপ্লবী শক্তির পরাজয় এবং বিপ্লবী শক্তির দ্রুত অগ্রগতি চলতে থাকলেও এখন নবপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্মুখে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। সোভিয়েত সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন তাঁর শান্তি সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘোষণায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে বিনা ক্ষতিপূরণে ও বিনা রাজ্যাধিকারে ন্যায়সংগত শর্তে শান্তি স্থাপনের জন্যে যুদ্ধরত সকল দেশকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। সোভিয়েত সরকারের এই প্রস্তাবে মিত্র শক্তি—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কর্ণপাত করেনি। জার্মানি কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে সর্ব-শক্তি নিয়োগের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হয়েছিল। তাই রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে সন্ধির শর্তাদির আলোচনা শুরু হ'লো বিয়েলোরাশিয়ায় বুগ নদীর তীরবর্তী শহর ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে—১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ নভেম্বর (৩রা ডিসেম্বর) তারিখে। আলোচনার সূত্র হিসাবে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বিনা ক্ষতিপূরণে এবং বিনা রাজ্যাধিকারে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। জার্মানির প্রতিনিধিরা প্রথমে এই শর্ত মেনে নিলেও

তাঁরা নানাভাবে টাল-বাহানা করতে লাগলেন এবং পরে জানালেন, যদি মিত্র শক্তিও এই শর্ত মেনে নেয়, তবেই জার্মানি এই শর্তে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী আছে। কিন্তু মিত্র শক্তি এই শর্ত মানতে রাজী হ'লো না। মিত্র শক্তি যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্যে লেনিন কোনও নিরপেক্ষ দেশে সন্ধির শর্তাদি আলোচনার জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন। মিত্র শক্তি তাও উপেক্ষা করলো।

মিত্র শক্তির কাছে সোভিয়েত সরকার যে কোনোরকম সাহায্য পাবে না, এ বিষয়ে যখন জার্মানি সুনিশ্চিত হ'লো, তখন রাশিয়ার কাছে সন্ধির শর্ত হিসাবে রিগা শহর, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, জার্মান-অধিকৃত বিয়েলোরাশিয়া ও লাৎভিয়া দাবী করলো। কেবল তাই নয়, জার্মানি এখন সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিদের ইউক্রেনের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার অস্বীকার ক'রে কিয়েভ থেকে ঝিতোমিরে পলায়িত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রাদাকেই ইউক্রেনের প্রতিনিধি ব'লে ঘোষণা করলো। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা জার্মানির এই অসংগত ও হীন শর্ত মেনে নিতে রাজী হলেন না। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির শ্রমিকরাও এই অন্যায় শর্তের প্রতিবাদে ধর্মঘট করলো। কিন্তু তাতেও জার্মান সরকার নরম হ'লো না। এখন হয় এইসব শর্ত মেনে নেওয়া, নয় জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করা—এই দুই পথ ছাড়া সোভিয়েত সরকারের তৃতীয় পথ রইলো না।

কিন্তু জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতো সামরিক শক্তি ছিল না নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এখন একান্ত প্রয়োজন ছিল যুদ্ধ থেকে দেশকে মুক্ত করা। তাই লেনিন ঐ শর্তেই অবিলম্বে জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ট্রট্স্কি,

বুখারিন প্রভৃতি নেতারা লেনিনের বিরোধিতা করতে লাগলেন। একদল বল্‌শেভিক নেতা জার্মানির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্থলে "বিপ্লবী যুদ্ধের" কথা-ও তুললেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতারূপে ব্রেস্ত্‌-লিতভ্‌স্কে জার্মানির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন ট্রট্স্কি। তিনি লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে ঘোষণা করলেন যে, জার্মানির প্রদত্ত শর্তে সোভিয়েত সরকার সন্ধি করবে না, তবে জার্মানির বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধও করবে না। তাঁর এই "না-সন্ধি না-যুদ্ধের" নীতির সমর্থনে তিনি এই যুক্তি দেখালেন যে, জার্মানি এখন আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু ট্রট্স্কি ও তাঁর সমর্থকদের অনুমান অচিরে দিবাস্বপ্নে পরিণত হ'লো। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানি সমগ্র সীমান্তব্যাপী আক্রমণ শুরু করলো এবং প্‌স্কভ ও দ্‌ভিন্‌স্ক্‌ অধিকার ক'রে নিলো।

জার্মানির শর্তাবলী অতীব অন্যায় হ'লেও নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে সেগুলি মেনে নিয়েও জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করা যে একান্ত দরকার, একথা বুঝবার মতো রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধি ট্রট্স্কি, বুখারিন, কামেনেভ, জিনোভিভ প্রভৃতি নেতাদের ছিল না। তাই সন্ধির বিষয়ে গোড়া থেকেই লেনিনকে নিজের পার্টির মধ্যে শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানির পুনরাক্রমণ শুরু হওয়া পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে বার বার পরাজিত হয়েছিলেন। জার্মান বাহিনী এখন রাশিয়ার অভ্যন্তর অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আশু সন্ধির প্রস্তাবে মাত্র তিনটি ভোটে জয়ী হলেন। এই অধিবেশনে চার জন সদস্য নিরপেক্ষ ছিলেন। কেবল তাই নয়, অবিলম্বে সন্ধি স্থাপনের এই প্রস্তাব

গৃহীত না হ'লে লেনিন পদত্যাগ করবার ভয় দেখাতেও বাধ্য হয়েছিলেন।

লেনিনের চেষ্টায় এখন বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে জার্মানির প্রদত্ত শর্তে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হ'লেও জার্মানি কিন্তু দ্রুত সন্ধিস্থাপনের জন্যে কোনরূপ আগ্রহ দেখালো না। সন্ধি স্থাপনের পূর্বে যতোখানি সম্ভব অঞ্চল অধিকার ক'রে নেওয়াই হ'লো এখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য। জার্মান বাহিনী লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়া অধিকার ক'রে নার্ভা পর্যন্ত এগিয়ে এলো। পেত্রোগ্রাদ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। অপর একটি জার্মান বাহিনীও দক্ষিণ দিক থেকে পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হ'তে লাগলো। ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় রাদার সাহায্যে ও সহযোগিতায় জার্মান ও অষ্ট্রীয় বাহিনী ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার ক'রে দ্রুত অগ্রসর হ'লো। ২১-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেনিন "সমাজতন্ত্রী পিতৃভূমি বিপন্ন" ব'লে ঘোষণা করলেন। তাঁর আহ্বানে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করবার জন্যে বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকেরা দলে দলে এসে লাল ফৌজে যোগ দিলো। লাল ফৌজ প্‌স্কভ্ ও নার্ভায় জার্মান বাহিনীকে পরাজিত ক'রে পিছু হটতে বাধ্য করলো। ২৩-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাল ফৌজ জার্মান বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। তাই প্রতি বৎসর ঐদিন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে "লাল ফৌজ দিবস" প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

জার্মানি অবশেষে সন্ধি করিতে রাজী হ'লো। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে উভয় পক্ষে পুনরায় আলোচনা চললো। জার্মানি এবার যে শর্ত দিলো, তা প্রথম বারের শর্তাবলীর চেয়ে বহুগুণে কঠোর ছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে লেনিন তাতেই রাজী হলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'লো। এই সন্ধির শর্ত

অনুসারে লিথুয়ানিয়া ও লাৎভিয়া সোভিয়েত সরকারের হস্তচ্যুত হ'লো; জার্মানির তাঁবেদার ইউক্রেন সরকার জার্মানিকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিলো; স্থল ও নৌ-বাহিনী ভেঙে দিতে বাধ্য হ'লো; বাটুম ও কার্স্ তুরস্কের হাতে গেল। এইভাবে ইউক্রেন, লাৎভিয়া, এস্তোনিয়া ও বিয়েলোরাশিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলের প্রায় চার কোটি লোক জার্মানির পদানত হ'লো। সোভিয়েত রাশিয়া শতকরা ৭৩ ভাগ লোহা, ৮৯ ভাগ কয়লা, প্রায় এক হাজার যন্ত্রপাতির কারখানা ও নয় শত কাপড়ের মিল থেকে বঞ্চিত হ'লো।

ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও ট্রট্স্কি, বুখারিন প্রভৃতি নেতারা ক্ষান্ত হলেন না। এই সন্ধি যাতে স্বীকৃতি না পায়, সেজন্যে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোপনে চক্রান্ত করতে লাগলেন। প্রায় বিশ বছর বাদে এই ভয়ংকর চক্রান্তের তথ্যাবলী উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই চক্রান্তকারীরা লেনিন, স্তালিন, স্ভের্দ্লভ প্রভৃতি নেতাদের হত্যা করবারও দুরভিসন্ধি করেছিল। কিন্তু তাদের এই গোপন চক্রান্ত ও বিরোধিতা ব্যর্থ হয়। ১৪ই মার্চ তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের বিশেষ চতুর্থ অধিবেশনে ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির শর্তাবলী গৃহীত হ'লো এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র সাময়িকভাবে "নিঃশ্বাস ফেলবার মতো একটু অবকাশ" পেলো।

রাজধানী স্থানান্তরিত :

ফিন্ল্যাণ্ড ও বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল জার্মানির হস্তগত হওয়ায় এখন নিখিল রুশ সোভিয়েতের এই অধিবেশনে নিরাপত্তার জন্যে পেত্রোগ্রাদ থেকে মস্কোয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী স্থানান্তরিত করবার প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। এখন থেকে মস্কোই রাশিয়ার তথা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে উঠলো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বহিরাক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ ঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাম ঃ

ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির শর্ত অনুসারে জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ বন্ধ করতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু তারা সেই প্রতিশ্রুতি নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ ক'রে ইউক্রেন, বিয়েলো-রাশিয়া, বাল্টিক অঞ্চল, ফিন্ল্যাণ্ড, ক্রিমিয়া, সর্বত্র অধিকার বিস্তার ক'রে সোভিয়েত রাশিয়াকে বিপন্ন করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় রাদার সঙ্গে পৃথক চুক্তি ক'রে জার্মানি ইউক্রেন ও দন অঞ্চলে প্রায় তিন লক্ষ অষ্ট্রীয় ও জার্মান সৈন্য পাঠিয়েছিল। ইউক্রেনের কাঁচা মাল ও খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইউক্রেন পার হয়ে দনেৎস্ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলিতে এবং দন ও কুবান পার হয়ে ট্র্যান্সককেশিয়ায় ও বাকুর তৈল খনিতে পৌঁছবার দুরভিসন্ধিও তার ছিল।

ইউক্রেনে জার্মানি পেৎলিউরার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় রাদাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, জার্মান সরকারের দাবী অনুসারে কেন্দ্রীয় রাদাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এখন জারপন্থী জেনারেল ও জমিদার পাভেল স্করোপাদ্স্কি ইউক্রেনের "হেৎমান" বা শাসক ব'লে ঘোষিত হন। তবে জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ঢালাও ক্ষমতা থাকে। জার্মানরা ইউক্রেনে হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। ইউক্রেনে দলে দলে ইউক্রেনীয়, পোলিশ ও রুশ জমিদাররা আসতে থাকে। আবার কৃষকদের বেগার বা বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক কাজ চালু করা হয়। গ্রাম ও শহরগুলি

থেকে জার্মানির জন্যে জবরদস্তি ক'রে অর্থ, উৎপন্ন দ্রব্য, কাঁচা মাল ও খাদ্য শস্য সংগৃহীত হ'তে থাকে। কেবল হেৎমান পাভেল স্করোপাদ্স্কির সময়েই প্রায় আড়াই লক্ষ টন শস্য ও পঞ্চাশ হাজার টন চিনি জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল। ইউক্রেনে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়েছিল। খাদ্যাভাব ও মহামারীর ফলে মৃত্যুসংখ্যা ভয়ংকর রকম বেড়েছিল।

ইউক্রেনের শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী জনসাধারণ কিন্তু মৃত্যু তুচ্ছ ক'রেও জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যায়। জার্মানদের ক্রমাগত আঘাত দেওয়ার জন্যে তারা গেরিলা বাহিনী ও গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে তোলে। ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। এমন কি, গণ-আন্দোলনও শুরু হয়। শহরে শহরে ধর্মঘট চলে। জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ এইসব অন্দোলন ও ধর্মঘট কঠোর হস্তে দমন করে। তা সত্ত্বেও সারা ইউক্রেনে শ্রমিক ও কৃষকরা জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। বল্‌শেভিক কর্মীরা এইসব আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে নেতৃত্ব করতে থাকেন। ইউক্রেনের বীর বিপ্লবীদের অন্যতম নিকোলাই শ্চর্স্ গোপনে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লেনিন তাঁকে গেরিলা যুদ্ধ ও সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে নানা উপদেশ দেন।

ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ ক'রে জার্মান সাম্রাজ্য-বাদীরা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ক্রিমিয়া অধিকার করে। জার্মানি সোভিয়েতের কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবহর দাবী করে। লেনিন জার্মানির হস্তে যাতে ঐ নৌবহর না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র নৌবহর ডুবিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। বীর নৌসেনারা সে আদেশ প্রতিপালন করে এবং নৌবহর ডুবিয়ে দেওয়ার পর লাল ফৌজে যোগ দেয়।

বিয়েলোরাশিয়ায় জার্মানির তত্ত্বাবধানে যে কেন্দ্রীয় রাদা গঠিত হয়েছিল, তা রাশিয়া থেকে বিয়েলোরাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ব'লে ঘোষণা করে। জার্মানি বিয়েলোরাশিয়ায় কুখ্যাত জমিদার ও প্রতিবিপ্লবী স্কির্‌মুন্তের নেতৃত্বে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করে। বিয়েলোরাশিয়া জার্মানির অন্যতম প্রদেশ ব'লে ঘোষিত হয় এবং বিয়েলোরাশিয়ায় জমিদারী প্রথা ও অন্যান্য রাজতন্ত্রী ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এখন বিয়েলোরাশিয়ায় জার্মান সেনানায়কদের স্বৈরশাসন চলতে থাকে। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের উপর নৃশংস অত্যাচার শুরু হয়। কিন্তু আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে বল্‌শেভিকরা মৃত্যুকেও তুচ্ছ ক'রে সংগঠন গ'ড়ে তুলতে থাকেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিয়েলো-রাশিয়ার সোভিয়েত অংশে "পশ্চিম অঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস" আহূত হয়। এই কংগ্রেসে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সমগ্র বিয়েলোরাশিয়ায় গোপনে সংগ্রামী সংগঠন গ'ড়ে ওঠে। ঐসব সংগঠন জার্মান আক্রমণকারীদের অতর্কিত আঘাত হেনে ব্যস্ত ও বিপর্যস্ত ক'রে তোলে।

ব্রেস্ত্‌-লিতভস্কের সন্ধির শর্ত আলোচনার সময়ে সোভিয়েত প্রতিনিধি দল বাল্‌টিক অঞ্চলের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার জন্যে দাবী করেছিলেন। জার্মানি সে দাবী অস্বীকার করে এবং রাশিয়াকে লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়া ত্যাগ করতে বলে। ব্রেস্ত্‌-লিতভস্কের সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জার্মান বাহিনী বাল্‌টিক অঞ্চল অধিকার করে। লিথুয়ানিয়ার "তারিবা" বা জাতীয় পরিষদ্‌ লিথুয়ানিয়াকে জার্মানির তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করে। লিথুয়ানিয়ায় জার্মানির তত্ত্বাবধানে ধনিক-জমিদার শ্রেণীর রাজনৈতিক দল "তাউতিন পার্টির" ভোল্‌দেমারাস

প্রতিবিপ্লবী সরকার গঠন করেন। জার্মানরা লিথুয়ানিয়ায় বাধ্যতামূলক শ্রম ও বেগার চালু করে। কৃষকদের সপ্তাহে তিন বার ক'রে বিনা পারিশ্রমিকে রাস্তাঘাট মেরামত ও গাছ কাটতে বাধ্য করা হয়। সেই সঙ্গে জমি ও মাথা পিছু কর এবং অন্যান্য নানা করের বোঝা তাদের উপর চাপানো হয়। লাৎভিয়াতেও জার্মানি অনুরূপ শাসনব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা করে। জার্মানির প্রধান সেনাপতি হিন্‌ডেন্‌বুর্গ জার্মান উপনিবেশকারীদের জন্যে বহু বিশাল ভূখণ্ড সংরক্ষিত করতে নির্দেশ দেন। ফলে লাৎভিয়ার কৃষকরা প্রায় অর্ধেক জমি হারায় এবং সেগুলি জার্মান জমিদার ও কুলাক শ্রেণীর হস্তগত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সেখানে সোভিয়েত সরকারের উচ্ছেদ ঘটে এবং জার্মানির তাঁবেদার একটি সরকার গঠিত হয়। এস্তোনিয়াকে জার্মানির অন্যতম প্রদেশে পরিণত করবার চেষ্টা চলতে থাকে। জার্মান ভাষা এস্তোনিয়ার সরকারী ভাষা ব'লে ঘোষিত হয়। কিন্তু শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী জনসাধারণ ক্রমাগত নিজেদের সংঘবদ্ধ ক'রে তোলে ও জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফিন্‌ল্যাণ্ডে শ্রমিক বিপ্লব শুরু হয় এবং ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া সরকার ফিন্‌ল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে ভাসায় পালিয়ে যায়। সুইডেন ও জার্মানি তাদের জন্যে সেখানে সৈন্য ও সাহায্য পাঠাতে থাকে। ঐ সময় ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিপ্লবী বাহিনীতে প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে তারা পরাজিত হয়। বিপ্লবী শ্রমিক সরকার ভিবর্গে চলে যায় এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭-এ এপ্রিল তারিখে জার্মান ও প্রতিবিপ্লবী ফিন্ বাহিনী ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী হেল্‌সিংফস্‌ অধিকার করে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে বিপ্লবীদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ১২ই মে তারিখে প্রতিবিপ্লবী ফিন্ বাহিনী ভিবর্গ অধিকার করে এবং বিপ্লবী শ্রমিকদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। প্রায় সতের হাজার বিপ্লবী শ্রমিককে গুলী ক'রে মারা হয় এবং প্রায় সত্তর হাজার নর-নারী বন্দী-শিবিরে আটক থাকে।

এইভাবে ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ ক'রে জার্মানি ক্রিমিয়া থেকে ফিন্‌ল্যাণ্ড পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্তে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করে এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে থাকে। এক-দল ঐতিহাসিক বলেন, ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির ফলে জার্মানি পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বশক্তি নিয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্য নয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যখন পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান ও অস্ট্রীয় বাহিনীর ৯৪ ডিভিজন সৈন্য ছিল, মার্চ মাসে তা ক'মে ৭১ ডিভিজন হয়েছিল। পশ্চিম রণাঙ্গনে ঐ সময় জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ১৭৩ ডিভিজন থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৮৭ ডিভিজন। ক্রিমিয়া থেকে ফিন্‌ল্যাণ্ড পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলে জার্মান ও অস্ট্রীয় বাহিনীর প্রায় আট লক্ষ সৈন্যকে বিপ্লবীরা ব্যস্ত রেখেছিল।

সমাজতন্ত্রের পথে সোভিয়েত রাশিয়া :

জার্মানি ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির শর্ত পদে পদে ভঙ্গ ক'রে সোভিয়েত রাশিয়াকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করলেও জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলের বীর বিপ্লবীদের চেষ্টায় ও আত্মদানে সোভিয়েত রাশিয়া "নিঃশ্বাস ফেলবার মতো একটু অবকাশ" পেয়েছিল। এই সময়টুকুর একান্ত প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে রাজতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের পরাজয় ঘটলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তখনো তাদের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে নি। সোভিয়েত সরকার ধনতান্ত্রিক অর্থ-

নীতির মূলোচ্ছেদ ক'রে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়ে দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন।

রাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেয়ে এই কাজ কোনও অংশে কম কঠিন বা জটিল ছিল না। যুদ্ধের সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তার ফলে এই কাজ আরও কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকেই দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের কাজ শুরু হয়েছিল।

৮ই নভেম্বর (১৯১৭) তারিখের ভূমি সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘোষণার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই ঘোষণা অনুসারে সমস্ত ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ভূমি কেনাবেচা করবার বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার কারও থাকে না। প্রাপ্তবয়স্কদের গোপন ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত গ্রাম্য ভূমি-সমিতিগুলির হাতে জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্যে দেওয়া হয়। ভূমির পরিমাণ কৃষকরাই স্থির করে। পরিবারে "কাজ করবার" ও "খাওয়ার" লোকের সংখ্যার অনুপাতেই জমি বিতরণ হ'তে থাকে। তবে জমিতে ভাড়ায় লোক খাটানো নিষিদ্ধ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকরা বিভিন্ন পরিমাণ জমি পায়। "কাজ করবার" ও "খাওয়ার" লোকের ভিত্তিতে জমি বিতরণ করায় পরিবার পিছু প্রদত্ত জমির মধ্যেও প্রার্থক্য ঘটে। কুলাক শ্রেণীর লোকের হাতে আগে থেকেই বেশী পরিমাণ জমি ছিল। তারা এইভাবে কৃষকদের সর্বসাধারণের মধ্যে জমি বণ্টনের বিরোধিতা করতে থাকে, অনেক স্থলে তারা বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করে না, অনেক ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় সোভিয়েতগুলিতে প্রবেশ ক'রে স্থানীয় কৃষকদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে। ঠিকমতো ভূমি বিতরণের জন্যে সরকারের যে দেশব্যাপী নবগঠিত শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল,

তখনও তা গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। মাত্র দু' হাজার সরকারী পরিদর্শক সমগ্র দেশের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এজন্যে এর তিরিশ-চল্লিশ গুণ বেশী সরকারী পরিদর্শকের প্রয়োজন ছিল। এইরকম নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ভূমি জাতীয়করণ ও বিতরণের কাজ বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, বলা চলে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিখিল রুশ ভূমি দফ্‌তরের যে কংগ্রেস হয়, তাতে বাইশটি প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত হিসাব দেখে বোঝা যায়, ভূমি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। জমিদারি ব'লে দেশে কিছুই নেই। জমিদারিগুলির উচ্ছেদের ফলে যে জমি পাওয়া গিয়েছিল, তার চার-পঞ্চমাংশ কৃষক পরিবারগুলি পেয়েছিল। মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ জমি সরকারী খামার বা সমবায় খামারের জন্যে রাখা হয়েছিল। জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেনবার জন্যে কৃষকদের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হয়েছিল (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে ঐ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি রুবলেরও বেশি), তা থেকে কৃষকরা অব্যাহতি পেয়েছিল। জমিদারদের জমি ইজারা নেওয়ার জন্যে কৃষকদের যে টাকা দিতে হ'তো (বছরে প্রায় ২৯ কোটি রুবল), তাও নাকচ হওয়ায় কৃষকরা একটি দুর্বহ গুরু ভার থেকে মুক্ত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আইনত ভূমিদাস প্রথা লোপ পেলেও গ্রামাঞ্চলে নানাভাবে তা অবশিষ্ট ছিল। সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকেও কৃষকরা মুক্তি পেয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে জমিদারি-প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হ'লেও নব-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনীতিরই উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল। সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা কুলাকদের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল। এই সমস্যা

সম্পর্কে বল্‌শেভিকরা সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করবার জন্যে পরে তাঁদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ১২ই নভেম্বর তারিখে উর্ধ্বতম পক্ষে রোজ আট ঘণ্টা কার্যকাল নির্দিষ্ট ক'রে একটি ঘোষণা প্রদত্ত হয়েছিল। সেই সঙ্গে স্ত্রীলোক ও ষোল বৎসরের অপেক্ষা কম বয়সের ছেলেদের রাত্রিতে কাজ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ষোল থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত বয়স্ককের জন্যে দৈনিক কার্যকাল সাত ঘণ্টা করা হয়েছিল। স্ত্রীলোক ও আঠরো বৎসরের কম-বয়স্ক ছেলেদের মাটির নিচে বা অতিরিক্ত সময় কাজ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। অতিরিক্ত সময় কাজ যথাসম্ভব কমানো হয়েছিল এবং প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্যে একটি ন্যূনতম অবকাশের ব্যবস্থা ছিল।

২৭-এ নভেম্বর তারিখে অপর একটি ঘোষণা অনুসারে কল-কারখানার উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, কাঁচা মাল ক্রয়, উৎপন্ন দ্রব্য ও কাঁচা মাল সংরক্ষণ এবং আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণের ভার শ্রমিকদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ বলতে এই সময়, সরাসরি পরিচালনা নয়, তত্ত্বাবধানই বোঝাতো। এই ঘোষণা অনুসারে, পুরাতন মালিকদের কলকারখানা থেকে অপসারিত করা হয় না; ঠিকমতো কলকারখানার কাজ পরিচালনার জন্যে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় কাজ করতে বলা হয়, "শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সমিতির" কাছে তারা হিসাবপত্র দাখিল করতে এবং ঐ সমিতির নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। তবে সমিতি ও মালিকের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটলে মালিক স্থানীয় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কাছে আবেদন করবার সুযোগ পায়। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ পরিষদ্‌গুলি

ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং সমবায় ও কলকারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হ'তো। সেগুলি স্থানীয় সোভিয়েতের তত্ত্বাবধানে কাজ করতো। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মালিকের মতদ্বৈধ ঘটলে মালিক নিখিল রুশ শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কাছে আবেদন করার সুযোগ পেতো, কিন্তু মালিকরা সহজে ও স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হয় নি, প্রায়ই তাদের এ বিষয়ে বাধ্য করতে হ'তো। কলকারখানার মালিকরা তাদের নিখিল রুশ কংগ্রেসে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কলকারখানার পরিচালন-বিষয়ে শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবার চেয়ে কলকারখানা বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভালো, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মালিকরা বহু খনি ও কলকারখানা বন্ধ ক'রে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা কলকারখানার যন্ত্রপাতি লোহার দরে বিক্রয় করে। কেবল তাই নয়, সরমোভোর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহী জেনারেল কালেদিনকে ফ্যাক্টরি ফাণ্ড থেকে দশ লক্ষ রুবল সাহায্য পাঠায়। অর্থাৎ সোভিয়েত সরকার যখন কলকারখানায় মালিকদের সহযোগিতা কামনা করছিলেন, তখন কলকারখানার মালিকরা সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতিকে বানচাল ক'রে ও প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্যে সোভিয়েত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছিল।

কলকারখানার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের বিষয়ে অংশ গ্রহণ ক'রে শ্রমিকরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তা পরবর্তী স্তরে—কলকারখানা জাতীয়করণের স্তরে—খুবই কাজে লেগেছিল। শ্রমিকরা যাতে দেশের সমগ্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ্ গঠিত হয়েছিল। সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতির সকল শাখার মধ্যে ব্যবসায়, খাদ্য, কৃষি,

মূলধন ও শ্রমশিল্পের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করা। অবশ্য, প্রাথমিক অবস্থায় কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রথম বৎসরে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ্ প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সরকারের শ্রমশিল্প সংক্রান্ত বিভাগে পরিণত হয়েছিল।

কলকারখানার মালিকদের অসহযোগিতা, অনমনীয়তা ও ধ্বংসাত্মক কার্যের ফলেই স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কলকারখানা জাতীয়করণের কাজে দ্রুত হাত দিয়েছিলেন। তা হ'লেও দেশের ৪০০০ বড় ও মাঝারি কলকারখানার অতি সামান্য অংশেরই জাতীয়করণ করা হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত ৩০৪টি কারখানা জাতীয়কৃত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এ পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার মিল-মালিকদের বিতাড়ন ও কলকারখানা জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন নি, মিল মালিকদের সহযোগিতায় জাতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের চেষ্টাই করছিলেন।

দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করাবার জন্যে সোভিয়েত সরকারকে কি ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে ও হবে, সে সম্পর্কে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ এপ্রিল তারিখে সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে লেনিন "সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্য" নামে একটি ভাষণ দেন। পরের সপ্তাহে প্রাভ্দা পত্রিকায় ঐ বিষয়টি তিনি "বামপন্থী শিশুসুলভতা ও কমরেড বুখারিনের ভ্রান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা ক'রে দেখান।

তিনি বলেন, রাশিয়া একটি সুবিশাল দেশ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় অত্যন্ত অনগ্রসর। এখানে প্রায় কম পক্ষে পাঁচ রকমের অর্থনীতি পাশাপাশি রয়েছে। প্রথমত হ'লো "পিতৃশাসিত, প্রাকৃতিক, স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতি"। এই

অর্থনীতি সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের বহু পূর্বে সুদূর উপজাতীয় জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। রাশিয়ায় বহু যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর জাতি এখনও এই অর্থনৈতিক অবস্থায় বাস করে। তারপর আছে "ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন অর্থনীতি"। এতে কৃষকরা অতি সামান্য পরিমাণে বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য উৎপাদন করে। তাছাড়া আছে "ছোটখাটো বেসরকারী পুঁজিতন্ত্র"। এই অংশে আছে গ্রামের ধনী কৃষক, কুলাকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে এমন সব দালাল, ফাটকাবাজ, শহুরে ব্যবসায়ী এবং জাতীয়করণ করা হয়নি এমন সব কলকারখানার মালিক। তারপর রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র। এই অংশে আছে শস্যের একচেটে সরকারী ব্যবসায়, ব্যক্তিগত মালিক-পরিচালিত কলকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সরকারী নিয়ন্ত্রণ, মধ্যবিত্ত-পরিচালিত সমবায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেগুলি এখন সরকারের পরিচালনাধীনে আসছে। এবং সর্বশেষে আছে জাতীয় অর্থনীতির অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল অংশ—"সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি"। এই অংশে আছে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা, যেগুলির মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দিয়েই জাতীয়করণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতির এই বিভিন্ন অংশগুলিকে শেষ অংশের—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির—স্তরে আনাই চরম লক্ষ্য হ'লেও, তা কার্যে পরিণত করতে দীর্ঘ সময় ও ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। প্রথম তিনটি অংশের তুলনায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকেই নিঃসন্দেহে অনেকখানি অগ্রগতি বলতে হবে। এই অর্থনীতি দেশকে সমাজতন্ত্রের প্রবেশপথে পৌঁছে দেবে। লেনিন বললেন, "পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লবগুলির মানদণ্ডে পরিমাপ করলে এখন আমরা ১৭৯৩ ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের স্তরে প্রায় পৌঁছেছি।...তবে একটি বিষয়ে আমরা অধিকতর অগ্রসর হয়েছি। আমরা উন্নততর ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা—সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা—প্রবর্তন করেছি।

কিন্তু আমরা যা করেছি, তা নিয়ে কোনক্রমেই আমরা বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। কারণ, আমরা সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা কেবল শুরু করেছি মাত্র।"

সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির জন্যে লেনিন কতিপয় আশুকর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দেন। প্রথমত, দেশের সমগ্র প্রয়োজন, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের হার এবং শ্রমিকদের কর্মনৈপুণ্যের মান উন্নত করবার চেষ্টা করতে হবে। উৎপাদনের হার ও শ্রমিকদের কর্মনৈপুণ্য ও তৎপরতা বৃদ্ধির জন্যে পরিসংখ্যান ও প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানার মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলতে থাকবে। তৃতীয়ত, পুঁজিতন্ত্রের আমলের বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ্‌দের সাহায্য নিতে হবে। বুখারিন প্রভৃতি "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" এর বিরোধিতা করলেও লেনিন বললেন, এতে ভয়ের কিছু নেই, কারণ এই সকল বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ্‌দের উপর শ্রমিক সমিতিগুলি লক্ষ্য রাখবে। গুরুত্বপূর্ণ পদেও এইসব বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ্‌দের নিয়োগ করা হবে। তাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা দ্রুত সংগঠিত হয়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক বিপ্লব সম্পর্কে নীতি ঃ

২৯-এ এপ্রিল তারিখে লেনিন যে বক্তৃতা দেন ও পূর্বদিন তাঁর যে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির ফলে যে সাময়িক অবকাশটুকু পাওয়া গেছে, তাতে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে সোভিয়েত সরকারকে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্। পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কার্যে পরিণত

করবার বিষয়ে এইটিই হ'লো সর্বোত্তম সাহায্য। অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না ঘটলে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে না, এই মতকে লেনিন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব'লে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, প্রথমত, অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত না হ'লেও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এবং দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার প্রধান কর্তব্য হ'লো—অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করানো নয়—রাশিয়ার মতো অনগ্রসর একটি দেশে সমাজতন্ত্র গ'ড়ে তুলে অন্যান্য উন্নততর দেশগুলিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা। তবে তিনি একথাও বলেন, "কোনও রাশিয়ান যদি মনে করে যে, কেবল রুশ শক্তির উপর নির্ভর ক'রেই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করবার সমস্যা সমাধান করা যাবে, তবে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

লেনিনের এই সুস্পষ্ট ঘোষণা কেবল মার্ক্‌স্‌বাদী নীতির দিক থেকে নয়, রাশিয়াকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার দিক থেকেও, একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর লেনিনের ঘোষিত এই নীতি নূতন কিছু ব্যাপারও ছিল না। সোভিয়েত বিপ্লবের পর থেকেই লেনিন ও তাঁর সমর্থক বল্‌শেভিক নেতারা এই নীতি বার বার ঘোষণা করেছিলেন। ব্রেস্ত্‌-লিতভ্‌স্কের সন্ধির আলোচনাকালে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে লেনিন দুটি প্রস্তাব এনেছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল যে,—"সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সাধারণত সন্ধি করা চলে কিনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে লেনিন, স্তালিন ও আরও তিনজন নেতা বিনা দ্বিধায় "হ্যাঁ" বলেছিলেন। সাতজন তাঁদের সমর্থন করেছিলেন, তবে জার্মানির সঙ্গে অবিলম্বে সন্ধি করা সম্পর্কে তাঁদের অসম্মতি ছিল। দুজন "না" বলেছিলেন। জিনোভিভ, বুখারিন ও আর এক ব্যক্তি ভোট

গ্রহণের আগেই প্রতিবাদে অধিবেশন ত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে,—"সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি করা চলে কিনা?" এই প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নটির অপেক্ষা কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং এই প্রশ্নটিই পরে "সহ-অবস্থানের" প্রশ্নরূপে পরিচিত হয়েছে। এই প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় কথা তোলা হয়েছিল। ভোটের ফলাফল এবারও প্রথম প্রশ্নেরই অনুরূপ ছিল। লেনিন ও স্তালিন সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগ ও সহ-অবস্থানের নীতির ঘোর সমর্থক ছিলেন। লেনিন ও স্তালিনের এই নীতি যে অভ্রান্ত ছিল, পরবর্তী কালের ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

খাদ্যসংকট :

অর্থনৈতিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছিল যে, শহর, শিল্পাঞ্চল ও সামরিক বাহিনীর জন্যে যে ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তা গ্রামাঞ্চলের উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য থেকে সংগৃহীত হ'তে পারবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যে সত্তর লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে ব'লে হিসাব করা হয়েছিল, তার বিশ লক্ষ টন ছিল উরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে এবং চল্লিশ লক্ষ টনেরও বেশী ছিল উত্তর ককেসাস অঞ্চলে। ইউক্রেন জার্মান অধিকারে যাওয়ায় উত্তর ককেসাসের শস্যাঞ্চল থেকে রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মে মাসের (১৯১৮) শেষাশেষি থেকে সাইবেরিয়া ও উরাল অঞ্চলের সঙ্গেও রাশিয়ার যোগাযোগ ছিল না। ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থায় ভয়াবহভাবে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সমগ্র দেশ প্রচুর উদ্‌বৃত্তের পরিবর্তে ভয়ংকর ঘাটতির

সম্মুখীন হয়েছিল। দেশে খাদ্যশস্যের এই সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধনী কৃষকরা সচেতন ছিল। তারা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে খাদ্যশস্য না ছেড়ে খাদ্যাভাব আরও বাড়িয়ে তুললো এবং খাদ্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এইভাবে খাদ্যশস্য হাতে থাকায় ধনী কৃষকরা প্রতিবেশী গরীব কৃষকদের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করলো। ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ধনী কৃষকদের দাবীর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। কতিপয় অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ধনী কৃষকদের খুশী করবার জন্যে নিজেদের ইচ্ছামতো সরকারী মূল্য বাড়িয়ে দিলেন। অনেক জায়গায় সশস্ত্র সংঘর্ষ-ও ঘটলো। স্থানীয় ঘাটতির ফলে কেন্দ্রের জন্যে বরাদ্দ খাদ্যশস্য প্রেরণ প্রায়ই বিলম্বিত হ'তে লাগলো। শহর, শিল্পাঞ্চল ও সৈন্যবাহিনীতে খাদ্যাভাব ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠলো।

এখন খাদ্যবন্টন ব্যবস্থাকে কঠোরতরভাবে সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়োজন দেশে অনিবার্যভাবে দেখা দিলো। কেন্দ্রীয় খাদ্য দফ্তরকে ২রা এপ্রিল তারিখে কলকারখানায় উৎপন্ন কতিপয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বন্টন করবার অধিকার দেওয়া হ'লো। ৪ঠা মে তারিখে খাদ্য দফ্তরের হস্তে খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে কার্যকরী করবার জন্যে ঢালাও অধিকার দেওয়া হ'লো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ঐ বিধিনিষেধের পরিপন্থী হ'লে তা বাতিল করবার এবং প্রয়োজন হ'লে কর্মচারীদের পদচ্যুত ও গ্রেফ্তার করবার অধিকারও খাদ্য-দফ্তরের রইলো। ২৪-এ মে তারিখে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য বন্টনের এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কার্যকরী করবার জন্যে সশস্ত্র "খাদ্যবাহিনী" গঠনের অধিকারও খাদ্য দফতরকে দেওয়া হ'লো। এই "খাদ্যবাহিনী" বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকে প্রেরিত শ্রমিকদের নিয়েই গ'ড়ে উঠলো। কেবল

পেত্রোগ্রাদ থেকেই প্রায় পনের হাজার শ্রমিক এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। খাদ্যবাহিনীর হাতে খামারগুলি পর্যবেক্ষণ করবার, উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য নির্দিষ্ট মূল্যে সংগ্রহ করবার, কোথাও প্রতিরোধ ঘটলে উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অমান্য করবার জন্যে ন্যূনতম শাস্তি নির্দিষ্ট হয়েছিল দশ বৎসরের কারাদণ্ড। খাদ্যবাহিনীকে গরীব কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশ অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল। ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে গরীব কৃষকদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার ফলেই গ্রামাঞ্চলে খাদ্য নীতি সাফল্যলাভ করেছিল এবং গৃহযুদ্ধের সময়ে ধনী কৃষক শ্রেণীর প্রতিরোধ ও প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল।

প্রতিবিপ্লবী সংগঠন :

অক্টোবর বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া পার্টিগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশে খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থায় যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল, তার সুযোগে বুর্জোয়া পার্টিগুলি আবার সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে সোভিয়েতবিরোধী কার্যকলাপ আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে—কাদেৎস্‌, মেন্‌শেভিক ও সোস্যাল-রিভোল্যুসনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিগুলি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চালায়। সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি পার্টিই প্রতিবিপ্লব সংগঠনের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পার্টিগুলি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে "রাশিয়ার পুনরুজ্জীবন সংঘ" নামে একটি গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে তোলে। এই সংগঠন তাদের কার্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল : (১) ব্রেস্ত্‌-লিতভ্‌স্কের সন্ধি অস্বীকার করা ; (২)

পোল্যাণ্ড ও ফিন্‌ল্যাণ্ড ছাড়া পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ রাখা; (৩) পুনরায় গণ-পরিষদ্ আহ্বান করা ও সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটানো। এই সংগঠনের সঙ্গে মস্কো, পেত্রোগ্রাদ ও ভোলোগ্‌দার বৈদেশিক দূতাবাসগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী ও রাজতন্ত্রী নেতারা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে "দক্ষিণ কেন্দ্র" নামে অপর একটি সংগঠন গ'ড়ে তুলেছিল। ঐ সংগঠনের লক্ষ্যও এক হ'লেও বামপন্থী ও সমাজ-তন্ত্রীদের ঐ সংগঠনে স্থান দেওয়া হয়নি। এই সংগঠন সর্বজনীন ভোটাধিকার ও কৃষকদের মধ্যে সামান্যতম ভূমি-বণ্টনের সূচীরও বিরোধী ছিল। এই সংগঠনের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সাইবেরিয়া। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির বিষয় নিয়ে এই সংগঠনের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং "মিত্র পক্ষের" প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নেতারা "জাতীয় কেন্দ্র" নামে পৃথক্ একটি সংগঠন গ'ড়ে তোলে। "জাতীয় কেন্দ্র" ও "রাশিয়ার পুনরুজ্জীবন সংঘ" ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে থাকে। এরা একযোগে মিত্রপক্ষের সঙ্গে পত্রালাপও করে। "মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ সংঘ" নামে আর একটি গুপ্ত সংগঠনও গ'ড়ে ওঠে। ২৯-এ মে তারিখে চেকা এই গুপ্ত সংগঠনটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল মস্কোয় এবং ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী শস্যাঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো। ধনী কৃষক ও নদীতীরবর্তী শহরসমূহের প্রতিপত্তিশালী বণিকরাই এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। এগুলি ছাড়া দেশে আরও অনেক ক্ষুদ্র প্রতিবিপ্লবী গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। বৈদেশিক দূতাবাসগুলির কাছ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য নানা সাহায্য তারা নিয়মিত পেতো।

এইভাবে বল্‌শেভিকরা ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির সুযোগে প্রাপ্ত সামান্য অবকাশটুকু যখন দেশ-গঠনের কাজে প্রাণপণ দ্রুত-

গতিতে ব্যয় করছিলেন, তখন দেশে প্রতিবিপ্লবী শক্তি নিজেদের সংঘবদ্ধ করছিল এবং ভয়ংকর এক গৃহযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সূচনা ঃ

অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই বৈদেশিক শক্তিগুলি সোভিয়েত সরকারের প্রতি অসহযোগিতা ও বিরোধিতার ভাব দেখাচ্ছিল। ১১ই নভেম্বর তারিখেই জেনারেল শ্চের্বাচেভকে রাশিয়ায় ফরাসী সামরিক প্রতিনিধিদলের নেতা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফরাসী সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করে না। ১৬ই নভেম্বর তারিখে বৃটিশ দূতাবাস সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত শান্তিনীতির প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছিল যে, সাময়িক সরকারে সঙ্গে মাল সরবরাহের যে চুক্তি তারা করেছিল, সেই মাল সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ করা হবে। ডিসেম্বর মাসে দন অঞ্চলে কসাক জেনারেল দুতভ ও কালেদিন যখন বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন বৃটেন দু'কোটি পাউণ্ড ও ফ্রান্স দশ কোটি রুবল তাঁদের সাহায্য দিতে চেয়েছিল। জানুয়ারি মাসে মার্কিন দূত ফ্রান্সিসও অনুরূপ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বৃটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ রাশিয়াকে নিজেদের মধ্যে প্রভাবিত অঞ্চলরূপে ভাগ ক'রে নেওয়ার জন্যে গোপনে একটি চুক্তি করেছিল। অবশ্য, তখন ঐ চুক্তির কথা জানা যায়নি, পরে ঐ ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে সন্ধির শর্তাদির আলোচনা চলবার সময়ে "মিত্র শক্তি" সোভিয়েত সরকারকে শত্রুরূপে বিবেচনা করবার মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ২১-এ থেকে ২৩-এ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জার্মান বাহিনী যখন রাশিয়ার অভ্যন্তর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, "মিত্র শক্তি" তখন সোভিয়েত সরকারকে সাহায্য করবার

প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা তা পালন করেনি। সোভিয়েত সরকার জার্মানি-প্রদত্ত সন্ধির শর্ত মেনে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ২৭-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে, বৈদেশিক দূতাবাসগুলি পেত্রোগ্রাদ ত্যাগ ক'রে উত্তর রাশিয়ার ভোলোগ্‌দায় চলে গিয়েছিল। মার্চ মাসের গোড়াতেই একটি বৃটিশ নৌবহর মুর্‌মান্‌স্কের অদূরে এসে পৌঁছেছিল। ঐ অঞ্চলে জার্মান-ফিন আক্রমণের প্রতিরোধের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ব'লে মুখে বললেও প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধেই এই শক্তি-সমাবেশ চলছিল। তৎকালীন সোভিয়েত সমর-সচিব ট্রট্‌স্কি লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে ইংরেজ নৌ-সেনাপতির স্তোকবাক্যই বিশ্বাস করেছিলেন এবং ৯ই মার্চ তারিখে তাঁর অনুমোদনক্রমে বৃটিশ বাহিনী মুর্‌মান্‌স্কে অবতরণ করেছিল। ১৮ই মার্চ তারিখে একটি ফরাসী যুদ্ধজাহাজও এসে পৌঁছেছিল। "মিত্র শক্তি" আর্কেঞ্জেল অধিকার করতে চায়, এইরূপ জনরব মার্চ মাসের শেষাশেষি অত্যন্ত ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে তৎকালীন সোভিয়েত বৈদেশিক-সচিব চিচেরিন মস্কোস্থ ইংরেজ এজেন্ট ব্রুস্ লক্‌হার্টের কাছ থেকে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, ইংরেজদের আর্কেঞ্জেল অধিকার করবার কোনও দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু পূর্বদিকেও "মিত্র শক্তি" অনুরূপ নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ৫ই এপ্রিল তারিখে জাপ ও বৃটিশ বাহিনী ভ্লাদিভস্তকে অবতরণ করে। দক্ষিণে ৯ই এপ্রিল তারিখে রুমানিয়া বেসারেবিয়াকে স্বরাজ্যভুক্ত ব'লে ঘোষণা করে। জানুয়ারি মাস থেকেই ঐ অঞ্চল রুমানীয় সৈন্যদের অধিকারে ছিল। সোভিয়েত সরকার জাপানী সৈন্যের অবতরণের প্রতিবাদ করলে "মিত্র শক্তি" জানায় যে, জাপানের আক্রমণাত্মক কোনও দুরভিসন্ধি নেই, জাপানীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যেই তাদের এই অবতরণ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই ধরনের অজুহাত নূতন

নয়। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি মুর্‌মান্‌স্কে আরও বৃটিশ সৈন্য নামানো হয়। মে মাসের গোড়ার দিকে সৈন্যসংখ্যা বেশ বাড়ে।

সোভিয়েত সরকার, বিশেষত লেনিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা, বৈদেশিক শক্তিগুলির এই আক্রমণাত্মক দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কের সন্ধির কয়েকদিন পরেই মস্কো সোভিয়েতের এক অধিবেশনে লেনিন বলেছিলেন যে, এখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে এক ভিন্ন ধরনের শত্রুর সম্মুখীন হ'তে হবে। এই শত্রু "রোমানভবংশীয় ব্যক্তি, কেরেন্‌স্কি, আপোসপন্থী পেটি-বুর্জোয়া ও আমাদের দেশের নির্বোধ, ভীরু ও অসংঘবদ্ধ বুর্জোয়া" নয়। ২৯-এ এপ্রিল তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের অধিবেশনে এই সতর্কবাণী তিনি পুনরায় উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "সেখানে (পশ্চিমী দেশগুলিতে) রোমানভদের মতো নির্বোধ ও কেরেন্‌স্কির মতো হামবড়া ব্যক্তিরা শক্তির আসনে আসীন নন ; সেখানে ধনতন্ত্রের বুদ্ধিমান নেতারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন ; ঐ ধরনের লোক রাশিয়ায় ছিল না।"

আভ্যন্তরীণ খাদ্যসংকট, সেই সুযোগে ধনী কৃষকদের সাহায্যে বুর্জোয়া ও রাজতন্ত্রী দলগুলির গোপন চক্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, বৈদেশিক দূতাবাসগুলির চক্রান্তকারীদের সাহায্যদান ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্যে প্রচেষ্টা এবং বৈদেশিক শক্তিগুলির বিভিন্ন স্থানে সৈন্যাবতরণ ভেতর ও বাইরে থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন করেছিল। এই বিপদ্ সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করলো—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ মে তারিখে।

চেকোস্লোভাক সৈন্যদের বিদ্রোহ ঃ

"মিত্র শক্তি" তখনও যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় সোভিয়েত সরকারের

বিরুদ্ধে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়নি। তারা প্রধানত রাশিয়ার স্থানীয় প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য ও উৎসাহদান এবং রাশিয়ায় অবস্থিত চেকোস্লোভাক সৈন্যদের বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করছিল। ২৫-এ মে তারিখে চেকোস্লোভাক সৈন্যদের বিদ্রোহ শুরু হয়। তা ক্রমেই ভয়ংকর আকার ধারণ করে এবং ভল্‌গা ও সাইবেরীয় রেলপথের পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্ট্রীয় বাহিনীর পরাজয়ের ফলে যে সকল চেকোস্লোভাক সৈন্য বন্দী হয়েছিল, তাদের দিয়ে "মিত্র শক্তি" ও চেকোস্লোভাক নেতা প্রফেসর মাসারিকের মধ্যে চুক্তির ফলে একটি জাতীয় বাহিনী গ'ড়ে তোলা হয়েছিল। এই চেকোস্লোভাক জাতীয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। প্রফেসর মাসারিক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর একটি পুস্তকে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অক্টোবর বিপ্লবের পর তিনি বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে চেকোস্লোভাক বাহিনীকে নিয়োগ করবার কথা ভেবেছিলেন। মস্কোয় যে চেকোস্লোভাক জাতীয় পরিষদ্ ছিল, তাদের কাগজপত্র থেকে পরে দেখা গেছে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ পরিষদ্ ফরাসী কনসাল-জেনারেলের কাছ থেকে ১১,১৮৮,০০০ রুবল এবং বিভিন্ন বৃটিশ সূত্র থেকে ৮০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য পেয়েছিল।

এই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে রাশিয়ায় রাখা নিরাপদ নয় জেনেই সোভিয়েত সরকার ২৬-এ মার্চ তারিখে চেকোস্লোভাক জাতীয় নেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, চেকোস্লোভাক বাহিনীকে সাইবেরিয়ার পথে ফ্রান্সে পাঠানো হবে এবং চেকোস্লোভাক সৈন্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সোভিয়েত সরকারের হস্তে অর্পণ করবে ; কেবল প্রতি একশত জন সৈন্য পিছু

দশটি রাইফেল ও একটি মেশিনগান থাকবে; চেকোস্লোভাক সৈন্যেরা ফ্রান্সে পৌঁছলে সেখানে তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে। কিন্তু জারতন্ত্রী সামরিক কর্মচারী ও "মিত্র পক্ষ", বিশেষত ফরাসী দূতাবাসের লোকদের প্ররোচনায় চেকোস্লোভাক নেতারা এই চুক্তি কার্যকরী করেন না। চেকোস্লোভাক সৈন্যেরা রেলপথে যাত্রাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেলের কামরায় লুকিয়ে ফেলে। তাদের নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করা হ'লে তারা বাধা দেয়; অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হ'লে সেগুলি নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কেবল তাই নয়, ১লা এপ্রিল তারিখে বৃটেনের সামরিক দফ্তর থেকে চেকোস্লোভাক জাতীয় নেতা ডাঃ বেনেসকে জানানো হয় যে, চেকোস্লোভাক বাহিনীকে পশ্চিম ইউরোপে পাঠিয়ে কাজ নেই। তাকে রাশিয়ায় বা সাইবেরিয়ায় নিযুক্ত রাখাই উচিত হবে। চেকোস্লোভাক বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তাঁরা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডাঃ বেনেস-রচিত একটি পুস্তকে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ কল্পিত ও দুরভিসন্ধিপ্রসূত ছিল।

চেকোস্লোভাক বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রবল ছিল। সোভিয়েত সরকারের প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক ছিল। তাই তাদের প্ররোচিত করবার জন্যে চেকোস্লোভাক নেতারা তাদের মধ্যে এই কথা প্রচার করতে থাকেন যে, সোভিয়েত সরকার জার্মানির চাপে তাদের নিরস্ত্র করছে এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জার্মানিকে সাহায্য করবার জন্যে অষ্ট্রীয় ও হাঙ্গেরীয় যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে একটি বিশাল বাহিনী গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। ৯৩১ জনেরও কম যুদ্ধবন্দী লাল

ফৌজে গৃহীত হয়েছিল এবং তাদের অনেকেই স্লাভ জাতীয় ছিল। যেসব বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক কর্মচারীকে এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্যে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ২৬-এ এপ্রিল তারিখে যে বিবরণ দেন, তাতে জার্মানির জন্যে সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলার কাহিনীকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ব'লেই উল্লেখ করেন। যাহ হ'ক, বহু প্রতিবিপ্লবী ও জারতন্ত্রী রুশ সামরিক কর্মচারীও চেকোস্লোভাক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের চেষ্টায় ২৫-এ মে তারিখে চেকোস্লোভাক বাহিনী বিদ্রোহ করে এবং বিদ্রোহের কয়েক দিনের মধ্যেই তারা ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী ও সাইবেরিয়ায় অবস্থিত বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর—সিজ্‌রান, চেলিয়াবিন্‌স্ক্‌, ওম্‌স্ক্‌, তম্‌স্ক্‌, নভো-নিকোলায়েভ্‌স্ক্‌ ও সামারা—অধিকার করে।

ভ্লাদিভস্তকে ইতিমধ্যে প্রায় বারো হাজার চেকোস্লাভাক সৈন্য পৌঁছে গিয়েছিল এবং জাহাজে ক'রে ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ভ্লাদিভস্তক থেকে চেকোস্লাভাক জাতীয় পরিষদের তিনজন সদস্য চেকোস্লোভাক সৈন্যদের বিদ্রোহ থেকে বিরত হওয়ার জন্যে অবেদন জানালেন। কিন্তু তাঁদের আবেদনও উপেক্ষিত হ'লো। ২৬-এ ও ২৮-এ মে তারিখে সোভিয়েত সরকার মস্কোস্থ ফরাসী ও বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের চেকোস্লোভাক বাহিনীকে অস্ত্রত্যাগ করবার জন্যে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করলে ঐসব প্রতিনিধি ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে ৪ঠা জুন তারিখে জানালেন যে, যদি সোভিয়েত সরকার চেকোস্লোভাক বাহিনীকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করে, তবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা শত্রুতাচরণ ব'লে মনে করবে; কারণ, চেকোস্লোভাক বাহিনী মিত্র পক্ষীয় বাহিনীরই অন্তর্গত। ২৯-এ জুন তারিখে চেকোস্লোভাক, বৃটিশ, জাপ ও প্রতিবিপ্লবী রুশ সৈন্যরা ভ্লাদিভস্তক অধিকার ক'রে সেখানে

সোভিয়েত সরকারের উচ্ছেদ করলো। পরদিন ফ্রান্স চেকোস্লোভাক রিপাবলিককে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিলো। যদিও আসলে চেকোস্লোভাকিয়া তখনও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির কবলে ছিল। জুলাই মাসের মাঝামাঝি চেকোস্লোভাক বাহিনীর ইউরোপ যাত্রার পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হ'লো এবং ভ্লাদিভস্তক থেকে ট্রেনযোগে চেকোস্লোভাক বাহিনীর লোকেরা মধ্য সাইবেরিয়ার উদ্দেশে ফিরে চললো।

ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ৮ই জুন তারিখে চেকোস্লোভাক বাহিনীর রক্ষণারেক্ষণে সামারায় প্রাক্তন গণ-পরিষদের কতিপয় সদস্য নিয়ে একটি প্রতিবিপ্লবী সরকার গঠিত হ'লো। ৩০-এ জুন তারিখে পশ্চিম সাইবেরিয়ার ওম্স্কে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি ভলোগদ্স্কির নেতৃত্বেও আর একটি তাঁবেদার সরকার গঠিত হ'লো। এই সরকারগুলি জারের আমলের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থাই প্রবর্তন করলো। সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সকল আইন বাতিল করা হ'লো। জমিদার ও কুলাকদের কাছ থেকে গৃহীত ভূমি ও শস্য জমিদার ও কুলাকদের ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো। কলকারখানায় বিপ্লবপূর্ব ব্যবস্থাগুলি পুনরায় বহাল করা হ'লো। ধর্মঘট নিষিদ্ধ হ'লো। সোভিয়েত শাসনের সমর্থকদের নির্বিচারে হত্যা চললো। ২৭০০ কমিউনিস্ট শ্রমিক ও কৃষককে একটি "মৃত্যু ট্রেনে" ভরে সামারা থেকে পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২০০০ লোককে গুলী ক'রে বা অত্যাচার ক'রে মারা হ'লো। ভল্‌গা ও কামা নদীতেও ঐরূপ "মৃত্যু বজরায়" বহু শত লোককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় অনাহারে রেখে পিটিয়ে ও গুলী ক'রে হত্যা করা হ'লো। কৃষকদের কাছ থেকে জমি ও শস্য ছিনিয়ে নেওয়া হ'লো। প্রতি-বিপ্লবী সরকারগুলির শাসন-ব্যবস্থাকে কৃষক শ্রেণী ভয়ের চক্ষে

দেখতে লাগলো, ফলে গৃহযুদ্ধের সময়ে তাদের পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহানুভূতি লাল ফৌজ ও সোভিয়েত সরকার পেলো। প্রতি-বিপ্লবী সরকারের পরাজয়ের এটি একটি মূল কারণ ছিল।

২৫-এ তারিখে মুর্‌মান্‌স্কে বৈদেশিক-সচিব চিচেরিনের প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী উপেক্ষা ক'রে আরও বহুসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য নামলো। বৃটিশ সেনানায়ক মেজর-জেনারেল পুলের চাপে প'ড়ে মুর্‌মান্‌স্কের স্থানীয় সোভিয়েত মস্কোর অধীনতা অস্বীকার করতে এবং বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হ'লো। অতঃপর বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণে কোলা উপদ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হ'লো এবং একে একে স্থানীয় সোভিয়েত সরকারগুলির উচ্ছেদ সাধন করলো। যেখানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'লো, সেখানেই হত্যাকাণ্ড চালালো। বহু বল্‌শেভিক নেতা ও কর্মী নিহত হলেন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা :

এই অবস্থায় সোভিয়েত সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ফলে দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। ২৯-এ ও ৩০-এ মে তারিখে "মাতৃভূমি ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ সংঘ" নামে গুপ্ত প্রতিবিপ্লবী প্রতিষ্ঠানটি আবিষ্কৃত হ'লে বহু লোককে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ৯ই জুন তারিখে সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রধানত শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে একটি নির্দিষ্ট বয়সের লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার আদেশ জারী করেন। ১৪ই জুন তারিখে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি মেন্‌শেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের প্রতিবিপ্লবী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও চেকোস্লোভাক বিদ্রোহে অংশগ্রহণের অভিযোগে সোভিয়েতগুলি থেকে বিতাড়িত করেন। ২০-এ জুন তারিখে পেত্রোগ্রাদের অন্যতম জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা ভলোদার্‌স্কি

জনৈক সোস্যালিস্ট-রিভেল্যুসনারি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। উরাল অঞ্চলে ইয়েকাতেরিনবুর্গে প্রাক্তন জার নিকোলাস রোমানভ সপরিবারে অন্তরীণ ছিলেন। সেখানেও প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান দেখা দেয়। কিন্তু সশস্ত্র শ্রমিকরা অত্যন্ত দ্রুত এই অভ্যুত্থান দমন করে। মস্কোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কস্ত্রোমার বস্ত্রশিল্পাঞ্চলে রাজ-পরিরারের কতিপয় ব্যক্তির নেতৃত্বে গঠিত একটি প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তও ধরা পড়ে। ২৮-এ জুন তারিখে সোভিয়েত মন্ত্রী-সভা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহের বৃহত্তম কারখানাগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার আদেশ দেন। এইরূপ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অত্যন্ত জরুরী ছিল। জার্মানরা গোপনে রুশ কলকারখানাগুলির শেয়ার কিনছিল এবং জুলাইয়ের গোড়ার দিকে ঐ সকল কলকারখানা নিয়ন্ত্রণের দাবী উত্থাপনের কথা ভাবছিল। দ্রুত এই ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের সেই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছিল। কেবল তাই নয়, দেশে যে ব্যাপক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সূচনা দেখা দিয়েছিল, তাতে দেশের কলকারখানাগুলি প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কার্যের কবলে পড়বার ঘোর সম্ভাবনা ছিল। তাই কলকারখানা পরিচালনার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও শ্রমিক শ্রেণীকে কলকারখানা পরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার সুবৃহৎ কলকারখানা—অর্থাৎ দেশের সুবৃহৎ কলকারখানার প্রায় অর্ধেক—রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল।

৫ই জুলাই তারিখে মস্কোয় নিখিল রুশ সোভিয়েতের পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। এই কংগ্রেসে ৮৬৮ জন প্রতিনিধি ছিলেন। বল্‌শেভিক, ৪৭০ জন ছিলেন "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি, ৮৭ জন ছিলেন অন্যান্য ছোটখাটো দলের লোক। অধিবেশনের প্রারম্ভেই "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা গরীব কৃষকদের পৃথক্ সমিতি ও খাদ্য-বাহিনী গঠন ব্যবস্থার

বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তাঁরা এই ব্যবস্থাকে কৃষকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ব'লে বর্ণনা করেন। কিন্তু বল্‌শেভিকরা বলেন যে, সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা যাকে কৃষকদের স্বাধীনতা বলছেন, তা আসলে হ'লো শোষক ও মুনফাখোরদের স্বাধীনতা। এই "স্বাধীনতা" অবিলম্বে ধ্বংস করা প্রয়োজন। সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা ব্রেস্ত্‌-লিতভ্‌স্কের সন্ধিরও সমালোচনা করেন এবং তাঁরা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার কথা বলতে থাকেন। নিখিল রুশ সোভিয়েতের অধিবেশনে কিন্তু সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্তগুলিই অনুমোদন করা হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এবং বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে জার আমলের অভিজ্ঞ সেনানায়কদের সাহায্যগ্রহণের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়।

১০ই জুলাই তারিখে কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েত সংবিধানও গৃহীত হয়। সংবিধানের খসড়াটি স্‌ভের্দলভের নেতৃত্বে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক রচিত হয়েছিল। এই সংবিধানে সকল শোষক ও শোষক শ্রেণীর সমর্থকদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যারা ভাড়াটে শ্রমিক খাটায় ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করে, তাদের, যাজক ও সন্ন্যাসীদের এবং রাজতন্ত্রের আমলের প্রাক্তন পুলিস ও পাইকদের ভোটাধিকার থাকে না। নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসই রুশ সমাজতন্ত্রী সংযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা ব'লে ঘোষিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে শহরাঞ্চলের সোভিয়েতগুলি থেকে প্রতি ২৫০০০ ভোটার পিছু একজন এবং গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস থেকে প্রতি ১২৫০০০ ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন, স্থির হয়। কৃষকদের মধ্যে তখনও বৈপ্লবিক চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় এই বৈষম্য রাখা হয়েছিল। নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যবর্তী কালে রাষ্ট্রের

সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে থাকবে। দেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা ও কার্যকরী করবার জন্যে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি একটি সোভিয়েত সরকার নিযুক্ত করবেন। এই সরকার "গণ-প্রতিনিধি পরিষদ্" (Council of People's Commissars) নামে পরিচিত হবে।

ইতিমধ্যে "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাদের প্রস্তাবগুলি বাতিল হওয়ায় সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্তে যোগ দিলো। যাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ বাধে, সেই উদ্দেশ্যে তারা ৬ই জুলাই তারিখে মস্কোস্থ জার্মান রাজদূত মিরবাখ্‌কে হত্যা করলো। জার্মানি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালো এবং মস্কোয় জার্মান দূতাবাস রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে মস্কোয় জার্মান সৈন্য পাঠাতে চাইলো। লেনিন নির্ভীকভাবে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু জার্মানি "মিত্র শক্তির" সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় প্রতিশোধাত্মক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলো না। যেদিন "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা মিরবাখ্‌কে হত্যা করে, সেদিনই (৬ই জুলাই) তারা মস্কোয় অভ্যুত্থান ঘটাবারও চেষ্টা করে এবং ফরাসী কনসাল-জেনারেলের আর্থিক সাহায্যে ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবীদের সহযোগে ইয়ারোস্লাভ্‌লে বিদ্রোহ ঘটায়। মস্কোর অভ্যুত্থান কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দমন করা হয় এবং "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়। "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয় এবং বহু কর্মী দল ত্যাগ ক'রে সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। ইয়ারোস্লাভ্‌লের বিদ্রোহ দমন করতে কয়েকদিন সময় লাগে। ইতিমধ্যে মুরম, রস্তভ, রিয়াবিন্‌স্ক ও নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদে

বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে ঐ সকল বিদ্রোহ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দমন করা সম্ভব হয়। জার আমলের সেনানায়ক মুরাভিয়ভ সোভিয়েত সরকারের প্রতি আনুগত্য জানানোর ফলে সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিদের সমর্থক ছিলেন। তাঁকে চেকোস্লোভাকদের বিদ্রোহ দমনের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই অবস্থায় বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিতে মনঃস্থ করলেন এবং সিম্‌বির্‌স্কে বিদ্রোহ ঘটাতে চাইলেন। সৈন্যরা তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকার করলে তিনি আত্মহত্যা করেন।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি নিশ্চেষ্ট ছিল না। জুলাই মাসে পারস্য থেকে বৃটিশ বাহিনী সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ট্র্যান্‌স্‌কাস্পিয়ান অঞ্চলের বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের সোভিয়েত সরকারকে বিতাড়িত করে। পশ্চিমে আর্কেঞ্জেলের অদূরে বৃটিশ রণপোতগুলি প্রতীক্ষা করছিল। বৃটিশ নৌসেনানায়ক কেম্‌প্‌ সোভিয়েত সরকারকে জানান যে, তাঁদের কোনও আক্রমণাত্মক দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু ২৩-এ জুলাই তারিখে ভোল্‌গ্‌দা থেকে হঠাৎ বৈদেশিক দূতাবাসের লোকজন আর্কেঞ্জেলে চ'লে যান। এ থেকে অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিক শক্তিগুলির অভিপ্রায় যে কি, তা সহজেই বোঝা যায়।

সপরিবারে নিকোলাস রোমানভের মৃত্যু ঃ

চেকোস্লোভাকদের বিদ্রোহ এবং রুশ বিপ্লবীদের চক্রান্ত ও বিভিন্ন অভ্যুত্থান থেকে রাজতন্ত্রীরা পুনরায় রাশিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র বাহির ও ভিতর থেকে যখন যুগপৎ আক্রান্ত হচ্ছিল, তখন অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে

একটি ঘটনা ঘটলো। নিকোলাস রোমানভ সপরিবারে নজরবন্দী অবস্থায় একাতেরিনবুর্গে ছিলেন। সোভিয়েত সরকারের ইচ্ছা ছিল প্রকাশ্যভাবে তাঁর বিচার করা, তাঁর শাসনকালের কুকীর্তিগুলি দেশ ও বিদেশের সমক্ষে তুলে ধরা। নিকোলাস রোমানভ ও তাঁর স্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বহু কুকার্যের জন্যে দায়ী ছিলেন। সচিবদের প্রদত্ত বিবরণীর পাশে জারের স্বাক্ষরিত মন্তব্যগুলি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। অসংখ্য ধর্মঘট ও কৃষাণ অভ্যুত্থান দমন, ইহুদী নিধন, "রক্ত রবিবারের" পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড—এই ধরনের সংখ্যাতীত ভয়ংকর ঘটনার জন্যে জার নিজে দায়ী ছিলেন।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনার চাপে সোভিয়েত সরকারের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হ'লো না। উরাল অঞ্চলে চেকোস্লোভাক বিদ্রোহী ও প্রতিবিপ্লবীরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল এবং একাতেরিন-বুর্গের অদূরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই অবস্থায় নিকোলাস ও তাঁর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সমস্যায় পড়লেন। নিকোলাস বা তাঁর বংশধররা প্রতিবিপ্লবীদের হাতে পড়লে সিংহাসনের দাবীদার হিসাবে তাঁদের খাড়া করতে রুশ প্রতিবিপ্লবীরা ও বৈদেশিক শক্তিগুলি যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না, এ বিষয় নিঃসন্দেহ ছিল। এই ভয়ংকর সম্ভাবনার হাত থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও বিপ্লবকে রক্ষা করবার জন্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সপরিবারে নিকোলাস রোমানভকে হত্যার আদেশ দিলেন। নিকোলাস, তাঁর পত্নী, চার কন্যা ও ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে গুলী ক'রে হত্যা করা হ'লো। এই হত্যাকাণ্ডটি পরবর্তী বহু বৎসর ধ'রে বিদেশে বল্‌শেভিকদের রক্তপিপাসু দানবরূপে চিত্রিত করবার কাজে লেগেছে। কিন্তু রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে সপরিবারে নিকোলাসের মৃত্যু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নি। বিপ্লবী রুশদের কাছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং তাদের স্ত্রী

ও সন্তানদের জীবনের চেয়ে নিকোলাস এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের জীবন এতোটুকুও পবিত্র বা মূল্যবান্ ছিল না। বস্তুতপক্ষে, সপরিবারে নিকোলাস রোমানভের মৃত্যুতে প্রতিবিপ্লবী ও বৈদেশিক শক্তিগুলি তাদের দুরভিসন্ধি সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

অগ্নিবলয় : সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস :

২৭-এ জুলাই তারিখে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি "সমাজতন্ত্রী পিতৃভূমি বিপন্ন" ঘোষণা করেন। ২রা আগস্ট তারিখে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনী গোলাবর্ষণের আড়ালে আর্কেঞ্জেলে অবতরণ করলো। স্থানীয় সোভিয়েতের উচ্ছেদ ঘটলো এবং সেখানে প্রাক্তন সোস্যালিস্ট চাইকোভ্স্কির নেতৃত্বে একটি তাঁবেদার সরকার গঠিত হ'লো। ৪ঠা আগস্ট বৃটিশ বাহিনী বাকু অধিকার করলো। এইভাবে সমগ্র সোভিয়েত রাষ্ট্রের চারিদিকে এক অগ্নিবলয়ের সৃষ্টি হ'লো। বাল্টিক অঞ্চল, ইউক্রেন এবং উত্তর ককেসাসের অধিকাংশে জার্মানরা, রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চল, পূর্ব ট্র্যান্সককেসিয়া ও মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ইংরেজরা, ভল্‌গা ও উরালের পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চল ও সাইবেরিয়ায় চেকোস্লোভাকরা এবং ভাদিভস্তকে জাপ, বৃটিশ ও আমেরিকানরা ব্যূহ রচনা করলো। বহু স্থানে তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিক্রিয়াশীল তাঁবেদার সরকারও গঠিত হ'লো। এইভাবে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়াতেই বহিঃশত্রুর বেড়াজালে সোভিয়েত দেশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। বৈদেশিক অর্থে পুষ্ট আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিও সর্বত্র মাথা তুলে দাঁড়ালো। এমন একজনও প্রতিবিপ্লবী ধরা পড়লো না, যার কাছে বৃটিশ ও ফরাসী প্রদত্ত অর্থ ও কাগজপত্র পাওয়া না গেলো।

অক্টোবর বিপ্লবের পরও পুঁজিবাদী সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনভাবেই প্রকাশিত হচ্ছিল। সেগুলি এখন প্রকাশ্যে চেকোস্লোভাক বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ সমর্থন করায় ৪ঠা আগস্ট তারিখে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। সাইবেরিয়া ও ককেসাস অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখন যে ভয়ংকর খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল, তার ফলে ২২-এ আগস্ট থেকে শ্রেণীগত খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করা হ'লো। এতে অসামরিক ব্যক্তিদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—প্রথম শ্রেণীতে স্থান পায় সামরিক মাল সরবরাহকারী কারখানাসমূহের শ্রমিকরা এবং চতুর্থ শ্রেণীতে স্থান পায় সম্পত্তির মালিকরা। লেনিন যে ত্রিশ লক্ষ সৈন্যের একটি লাল ফৌজ গ'ড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে দলে দলে এসে শ্রমিক ও কৃষকরা যোগ দিতে লাগলো, আগস্ট মাসে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ লক্ষে পৌঁছলো। অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ঐ সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ। লাল ফৌজ এখন চোকোস্লোভাকদের বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানতে লাগলো।

কিন্তু চক্রান্ত ও গুপ্তহত্যা সোভিয়েত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। ২৯-এ আগস্ট তারিখে পেত্রোগ্রাদের জনপ্রিয় বল্‌শেভিক নেতা উরিৎস্কি গুপ্তঘাতকের গুলীতে নিহত হলেন। পরদিন মস্কোয় একটি বড় কারখানায় শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতার পর লেনিন যখন তাঁর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন "বামপন্থী" সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের সদস্যা ডোরা কাপলান লেনিনকে লক্ষ্য ক'রে তিনবার গুলী ছুঁড়লো এবং লেনিন মারাত্মকভাবে আহত হলেন। শ্রমিকরা আততায়িনীকে ধরে ফেললো। সুদৃঢ় ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী হওয়ায় লেনিন এই মারাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, তবে এর পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগলো।

লেনিনকে হত্যা করবার এই চেষ্টার কথা বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং শ্রমিক শ্রেণী ও গরীব কৃষকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আক্রোশ দেখা দিলো। কেন্দ্রীয় সরকার বা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে কোনরকম নির্দেশ না আসা সত্বেও শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বহু সভাসমিতি হ'লো এবং সেগুলিতে এই হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী উঠলো। বহু স্থানে প্রাদেশিক চেকার আদেশে বহু প্রতিবিপ্লবীকে গুলী ক'রে মারা হ'লো। কয়েকদিন বাদে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে, বৃটিশ এজেন্ট ব্রুস্ লক্‌হার্টের সঙ্গে প্রতিবিপ্লবীদের একটি চক্রান্তের সরকারী বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লো। ঐদিন মস্কোর বুর্জোয়া কোয়ার্টার্‌স্‌গুলিতে ব্যাপক তল্লাশি চললো এবং যাতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের জীবননাশের চেষ্টা আর না হয়, সেজন্যে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য থেকে অনেককে জামিনরূপে আটক রাখবার আদেশ জারী করা হ'লো। ১০ই সেপ্টেম্বর গণ-প্রতিনিধি পরিষদ্ ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে সাদা (প্রতিবিপ্লবী) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল (বিপ্লবী) সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হবে। সারা দেশে ধর-পাকড় শুরু হ'লো। জারের আমলের বহু মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী, প্রধান প্রধান শিল্পপতি ও জমিদারকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চেকার নির্দেশক্রমে গুলী ক'রে মারা হ'লো। ঐ সময় সারা দেশে প্রায় ৬০০০ লোককে গুলী ক'রে মারা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অক্টোবর বিপ্লব আক্ষরিকভাবে বিনা রক্তপাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। লেনিনকে হত্যা করবার চেষ্টা পর্যন্ত মুনফাখোর ও ডাকাত ছাড়া কাউকেই হত্যা করা হয়নি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে মাত্র ২২ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে ঐ সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ৬৩০০। ১৯১৮-২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরে সমগ্র রাশিয়ায় ১২,৭৩৩ জনকে হত্যা

করা হয়েছিল। এইসব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বহু মসীলিপ্ত বিবরণ বৈদেশিক বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে রাত্রিদিন বল্‌শেভিকদের রক্ত-চোষার দল ব'লে প্রচারিত করলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিপ্লবীরা ঐসময় যেসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তার পাশে এইসব মৃত্যুদণ্ডকে অত্যন্ত বিবর্ণ লাগে। একমাত্র রস্তভেই প্রতিবিপ্লবীরা ২৫০০০ শ্রমিককে গুলী ক'রে মেরেছিল, ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভিবর্গে প্রতিবিপ্লবীরা ১৭০০০ শ্রমিককে হত্যা করেছিল, সামারার প্রতিবিপ্লবী সরকার "মৃত্যু ট্রেনে" ভরে ২০০০ কমিউনিস্টকে গুলী করেছিল। আরও কতো অসংখ্য হত্যাকাণ্ডই যে প্রতিবিপ্লবীরা করেছিল, তার ঠিকানা নেই। দেশের সর্বত্র বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীদের আক্রমণ ও গুপ্তহত্যা লেগেই ছিল। সোভিয়েত সরকার যে অকারণ রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, তা আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী শ্রমিকরা যখন উইন্টার প্যালেস আক্রমণ করেছিল, তখন সাময়িক সরকারের পক্ষ থেকে উইন্টার প্যালেস রক্ষার ভার ছিল পাল্‌চিন্‌স্কির উপর। এই পাল্‌চিন্‌স্কির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকার কিন্তু কোনরকম প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসেও তিনি বহালতবিয়তে ছিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি রাষ্ট্রীয় বৈদ্যুতীকরণ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ব্রুসিলভ জারের প্রধান সেনাপতি ও বিশ্বস্ত রাজতন্ত্রী ছিলেন। তিনি সোভিয়েত আমলে সসম্মানেই জীবিত ছিলেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড নির্লজ্জভাবে সোভিয়েত ভূমি আক্রমণ করলে তিনি জারের আমলের অন্যান্য বহু পদস্থ সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে একযোগে পোল্যাণ্ডের এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা ক'রে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিবিপ্লবী ও

চক্রান্তকারীরা ছাড়া আর সকলেই যে সোভিয়েত শাসনে নিরাপদ ছিল, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

গৃহযুদ্ধের গতি :

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সোভিয়েত সরকারকে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। কারণ, দেশীয় প্রতিবিপ্লবী ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি ও সংগঠন তখনও তাঁদের ছিল না। ৯ই জুন তারিখে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের নীতি ঘোষিত হ'লেও শক্তিশালী বাহিনী গ'ড়ে তুলতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল। ২রা সেপ্টেম্বর সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সামরিক সংস্থা "বিপ্লবী সামরিক পরিষদ্" গঠিত হয়েছিল এবং ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে সমগ্র লাল ফৌজকে সুসংবদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে একজন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অভূতপূর্ব উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বাল্‌টিক নৌবহর থেকে কতিপয় ডেস্ট্রয়ার দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথগুলি দিয়ে পূর্বদিকে ভল্‌গা নদীতে আনা সম্ভব হয়েছিল। রেলযোগে কিছুসংখ্যক টর্পেডো-বোট এবং ছোট সাবমেরিনও ভল্‌গা নদীতে পাঠানো গিয়েছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে শত্রুর অগ্রগতি নিবারণের জন্যে এগুলি ছিল অপরিহার্য। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুবাহিনী মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল। ভল্‌গার তীরবর্তী কাজানে চেকোস্লোভাক ও রুশ প্রতিবিপ্লবী সৈন্যেরা সমবেত হয়েছিল এবং স্‌ভিয়াঝ্‌স্ক্‌ অধিকার ক'রে মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। সেদিকে লাল ফৌজের একটি অংশকে দ্রুত পাঠানো হ'লো।

যুদ্ধ-জাহাজ ও টর্পেডো-বোটের সাহায্যে প্রবল সংগ্রামের পর ১০ই সেপ্টেম্বর লাল ফৌজ কাজান অধিকার করলো। ৭ই অক্টোবর তারিখে সামারা-ও শত্রুমুক্ত হ'লো। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে চেক ও প্রতিবিপ্লবীরা পালালো। লাল ফৌজ উরাল পর্বতমালার পাদদেশ অভিমুখে অগ্রসর হ'তে লাগলো।

ঐ সময়ে আরও দক্ষিণে ভল্‌গা নদীর তীরে জারিৎসিন (পরবর্তী কালের স্তালিনগ্রাদ) নিয়ে প্রবল যুদ্ধ চলছিল। জারিৎসিন শহরটির গুরুত্ব ছিল খুব। জারিৎসিন নিম্ন ভল্‌গা ও উত্তর ককেসাসের শস্যাঞ্চলের তোরণ স্বরূপ ছিল। বাকুর তৈল খনি এবং তুর্কিস্তানের কার্পাস উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যোগা-যোগেরও ঐ একমাত্র পথ ছিল। ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে জারিৎসিনের যুদ্ধ প্রায় জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ ছিল। অপর পক্ষে, প্রতিবিপ্লবীরা জারিৎসিন অধিকার করতে পারলে চেকোস্লোভাক বাহিনী ও সাইবেরিয়ার প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে দক্ষিণের প্রতিবিপ্লবী কসাকদের যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা হ'তো। দক্ষিণের কসাকরা জেনারেল ক্রাস্‌নভের অধীনে জার্মানদের গোপন সাহায্যে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। দন অঞ্চল থেকে প্রতিবিপ্লবীরা জারিৎসিনের উপর প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছিল। লাল ফৌজের মধ্যেও অনেক বিশ্বাসঘাতক গোপনে প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তা করছিল। মস্কো ও পেত্রোগ্রাদ থেকে মুনফাখোর ও ফাটকাবাজ ধনিকরা সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছিল। স্থানীয় সোভিয়েত-ও খাদ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঠিকমতো কার্যকরী করছিল না। সারা অঞ্চলটি গুপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক কার্যের একটি উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই সংবাদ পেয়ে লেনিন স্তালিনকে দ্রুত জারিৎসিনে পাঠালেন। ৬ই জুন স্তালিন সেখানে পৌঁছে স্থানীয়

সোভিয়েতকে বিশ্বাসঘাতকদের কবল থেকে মুক্ত করলেন। ফাটকাবাজ, মুনফাখোর ও আইনভঙ্গকারী ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে তিনি কেন্দ্রের জন্যে শস্য সংগ্রহ করলেন। জারিৎসিন রক্ষার জন্যেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'লো।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে ক্রাস্নভের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী তিন দিক থেকে জারিৎসিনের উপর আক্রমণ শুরু করলো। ট্রট্স্কি জেনারেল নসোভিচ্‌কে জারিৎসিনের যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। জারিৎসিন যখন ক্রাস্নভের বাহিনী কর্তৃক তিন দিকে আক্রান্ত হয়েছিল, তখন পশ্চাদ্দিকেও বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে ষড়যন্ত্র চলছিল। জারের আমলের বহু সামরিক কর্মচারী ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি এসে গোপনে জড়ো হয়েছিল এবং জেনারেল নসোভিচেরই নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। স্তালিন এই চক্রান্ত সময়মতো আবিষ্কার করলেন এবং দ্রুত লাল ফৌজকে বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে মুক্ত করা হ'লো। অস্ত্রাখানে কিন্তু প্রতিবিপ্লবীরা লাল ফৌজে বিদ্রোহ ঘটাতে সমর্থ হ'লো। বিদ্রোহীরা অস্ত্রাখান দুর্গ, রেলস্টেশন ও ব্যাঙ্ক অধিকার ক'রে নিলো। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পরদিন এই বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়। জারিৎসিনে লাল ফৌজ স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকদের আপ্রাণ সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলো। জারিৎসিনের শ্রমিকদের মধ্য থেকে বহু অসামান্য প্রতিভাধর সামরিক নেতার উদ্ভব ঘটলো। লাল ফৌজের ইতিহাস এঁদের কীর্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে ভরোসিলভ, পারখোমেংকো, বুদিয়নি, তিমোশেংকো, শ্চাদেংকো, কুলিক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্টোবর মাসে প্রতিবিপ্লবী বাহিনী জারিৎসিন জয়ের জন্যে প্রবল আক্রমণ চালায়। বুদিয়নির নেতৃত্বে লাল ফৌজের প্রথম অশ্বারোহী ডিভিজন গঠিত হয় এবং এই

অশ্বারোহী বাহিনীর দুর্দম আক্রমণে ক্রাস্নভের বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

আরও দক্ষিণে উত্তর ককেসাস ও কুবান অঞ্চলে লাল ফৌজ জেনারেল দেনিকিনের প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করছিল। দেনিকিন ক্রাস্নভের বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বকে লাল ফৌজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। দেনিকিনের তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জার্মানির সাহায্যে সজ্জিত হয়েছিল। ফলে দেনিকিনের বাহিনীতে প্রচুর কামান ও সাঁজোয়া গাড়ি ছিল। তিখোরেৎস্কায়ায় লাল ফৌজ সমবেত হয়েছিল। দেনিকিন তাঁর ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে তিখোরেৎস্কায়া আক্রমণ করলেন এবং জুলাই মাসের মাঝামাঝি তাঁর হস্তে লাল ফৌজ পরাজিত হ'লো। দেনিকিনের এই জয়লাভ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবীদের খুবই উৎসাহিত করে। দেনিকিনের বাহিনী অগ্রসর হ'তে লাগলো এবং লাল ফৌজকে তিনদিক থেকে বেষ্টন ক'রে ফেললো। খাদ্যাভাবে ও টাইফাস রোগের আক্রমণে লাল ফৌজ বিপন্ন হয়েছিল। সমগ্র কুবান অঞ্চল দেনিকিনের অধিকারে গেল। তেরেক অঞ্চলেও দেনিকিনের লোকেরা বিদ্রোহ ঘটালো। কিন্তু লাল ফৌজ তেরেকের বিদ্রোহ দমন করে।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিশ্ব যুদ্ধে "মিত্র পক্ষের" জয় সূচিত হয়। ঐ মাসে অষ্ট্রিয়া সন্ধির প্রস্তাব জানায়। তুরস্ক আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় জার্মানিতে বিপ্লব দেখা দেয় এবং কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্ সিংহাসন ত্যাগ ক'রে পলায়ন করেন। ১১ই নভেম্বর "মিত্র পক্ষের" সঙ্গে জার্মানি যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করে। এইভাবে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়। জার্মানির পরাজয়ের ফলে সোভিয়েত জনসাধারণ ও লাল ফৌজ জার্মান বাহিনীকে সর্বত্র কঠিন আঘাত দিতে থাকে

এবং জার্মানির কবল থেকে ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া ও বাল্‌টিক অঞ্চলগুলি মুক্ত করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক ব্রেস্ত্-লিতভ্‌স্কের সন্ধি বাতিল ব'লে ঘোষিত হয়।

কিন্তু জার্মানির পরাজয় ও বিশ্ব যুদ্ধের অবসানের ফলে সোভিয়েত সরকার এক নূতনতর বিপদের সম্মুখীন হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের ষষ্ঠ কংগ্রেসে লেনিন বলেন : "সাম্রাজ্যবাদীরা এতোদিন নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল। এখন ইংরেজ-ফরাসী-মার্কিন দল অপর দলকে বিতাড়িত করেছে। এখন তারা বিশ্ব বল্‌শেভিকবাদকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করাকেই তাদের মুখ্য লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছে।" সত্যই, "মিত্র শক্তি" এখন মিলিতভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে আঘাত করবার জন্যে অগ্রসর হ'লো।

ইতিপূর্বেই তারা তিন দিক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে আঘাত দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা করেছিল, এখন তা কার্যত প্রয়োগের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। পারস্যে যে বৃটিশ বাহিনী ছিল, তা জুলাই মাসে মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েত সরকারকে উচ্ছেদ করেছিল। আশ্‌কাবাদে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ট্র্যান্স-কাস্পিয়ান অঞ্চল বৃটিশ সৈন্যদের অধিকারে গিয়েছিল। ট্র্যান্স-কাস্পিয়ান অঞ্চল অধিকার করবার পর বৃটিশ বাহিনী বাকু অধিকার করলো। সেপ্টেম্বর মাসে বাকু তুরস্কের অধিকারে যায়। বাকুতে বন্দী বল্‌শেভিক নেতাদের মৃত্যু ট্র্যান্সককেসাস অঞ্চলে বল্‌শেভিকদের খুবই দুর্বল ক'রে দেয়। ফলে ঐ অঞ্চল দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে থাকে। ইউক্রেনে লাল ফৌজ জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করলেও নভেম্বর মাসে ইউক্রেনে দুই ডিভিজন

ফরাসী ও দুই ডিভিজন গ্রীক সৈন্য অবতরণ করে। জার্মানির তাঁবেদার হেৎমান স্করোপাদ্স্কির পলায়নের সুযোগে পেৎলিউরার নেতৃত্বে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা কিয়েভ অধিকার করে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লাল ফৌজের সাহায্যে স্থানীয় বিপ্লবীরা কিয়েভ মুক্ত করেন। ইউক্রেনের অধিকাংশে পুনরায় সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

জেনারেল দেনিকিনের সাহায্যে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ওডেসা, নিকোলায়েভ্স্ক্, খেরসন ও ক্রিমিয়া অধিকার ক'রে থাকে। মিত্রপক্ষীয় রণতরীগুলি উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন বন্দরে নোঙর ক'রে বসে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবী আঁদ্রে মার্তির নেতৃত্বে ফরাসী নৌবহরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ দমন ক'রে আঁদ্রে মার্তিকে গ্রেফ্তার করা হয়। তাঁর প্রাণদণ্ড ছিল অবধারিত। কিন্তু ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর মিলিত প্রতিবাদের ফলে মার্তি মুক্তি পান। মার্চ মাসে ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যেরা বল্শেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী খেরসন ও নিকোলায়েভ্স্ক্ ত্যাগ ক'রে ওডেসায় গিয়ে সমবেত হয়। ৬ই এপ্রিল (১৯১৯) তারিখে লাল ফৌজ ওডেসায় পৌঁছে। ৭ই এপ্রিল লাল ফৌজ ক্রিমিয়া অধিকার করে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরাসী সরকার কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলি থেকে ফরাসী নৌবহর সরিতে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে সমস্ত ইউক্রেন ও ক্রিমিয়ায় সোভিয়েত শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণে প্রতিবিপ্লবী ও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে এখন তারা উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম থেকে একযোগে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালেই পূর্বদিক থেকে আক্রমণের সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। প্রতিবিপ্লবী এডমিরাল কল্চাকের অধীনে প্রায় তিন লক্ষ চেকোস্লোভাক ও রুশ সৈন্য

সমবেত করা হয়েছিল। মিত্রপক্ষীয় সামরিক প্রতিনিধিদল ঐ সৈন্যদের যুদ্ধশিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত ক'রে তুলেছিল। পূর্ব সাইবেরিয়ায় চেক, জাপ ও মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য সৈন্যদল থাকায় কল্‌চাকের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্দেশ বেশ নিরাপদ ছিল। কল্‌চাকের বাহিনী উরাল পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে মস্কো লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'লো।

পশ্চিম দিক থেকে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত ছিল মিত্রপক্ষীয় ও জেনারেল ইউদেনিচের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কল্‌চাকের সাইবেরীয় বাহিনী উত্তর দিকে তৃতীয় লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তৃতীয় লাল ফৌজের পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। কল্‌চাক পের্‌ম্ অধিকার করেন এবং ভিয়াৎকার মধ্য দিয়ে মস্কো যাওয়ার উত্তর-পূর্ব পথটি প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর কাছে উন্মুক্ত হয়। আর্কেঞ্জেল থেকে বৃটিশ পরিচালনাধীনে প্রতিবিপ্লবী বাহিনী উত্তর দ্‌ভিনা ধ'রে কোৎলাসের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং বৃটিশ বাহিনী ও কল্‌চাকের বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এই ভয়ংকর সংকটজনক মূহূর্তে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিন ও জের্‌ঝিন্‌স্কিকে "পের্‌ম্ বিপর্যয়ের" কারণ অনুসন্ধানের জন্যে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে নিয়োগ করেন। স্তালিন ও জের্‌ঝিন্‌স্কির চেষ্টায় লাল ফৌজ থেকে অবিলম্বে বিশ্বাসঘাতক সামরিক কর্মচারীদের বিতাড়িত করা হয় এবং মস্কো ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিশ্বস্ত শ্রমিক ও কমিউনিস্টদের নিয়ে লাল ফৌজ নূতন ভাবে পুনর্গঠিত হয়ে ওঠে। ফলে লাল ফৌজ কল্‌চাকের বাহিনীকে প্রায় এক শত মাইল পিছু হটে যেতে বাধ্য করে। এইভাবে বৃটিশ ও কল্‌চাকের প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

লাল ফৌজের পুনর্গঠন ও তার সাফল্য থেকে যে শিক্ষা পাওয়া

গিয়েছিল, তদনুসারে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম সম্মেলনে সমগ্র লাল ফৌজে পূর্ণভাবে নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হয় এবং নিয়মিত বাহিনীতে এ যাবৎ যে "গেরিলা" যুদ্ধের রীতিগুলি বর্তমান ছিল, সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার ও সংগঠন দ্রুত চলতে থাকে এবং জারের আমলের যেসব সামরিক কর্মচারীকে বিশেষজ্ঞ-রূপে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁরা রাজনৈতিক কমিশারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকেন। মাঝারি শ্রেণীর কৃষকদের প্রতি অবলম্বিত নীতিতেও পরিবর্তন ঘটানো হয়। প্রতিবিপ্লবী সরকারগুলির অধীনে মাঝারি শ্রেণীর কৃষকরা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তার ফলে এখন তারা সোভিয়েত শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তাই ধনী কৃষকদের প্রতি সংগ্রামের নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে মাঝারি শ্রেণীর কৃষকদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠিত ক'রে তোলার জন্যে লেনিন নির্দেশ দেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ও এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে কল্চাকের পশ্চিম বাহিনী উফা, বুগুল্মা ও বুগুরুস্লান অধিকার করে। সিম্বির্স্ক্ ও সামারা বিপন্ন হয়। কল্চাকের মধ্যবর্তী বাহিনী, যা সাইবেরীয় বাহিনী ও পশ্চিম বাহিনীর মধ্যে যোগা-যোগের কাজ করছিল, এখন তার কাজান অধিকার করবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর দক্ষিণে, এবং আরও দক্ষিণে তুর্কিস্তানের দিকে দুতভ ও তলস্তয়ের প্রতিবিপ্লবী কসাক বাহিনী ওরেন্বুর্গ ও উরাল্স্ক্ বিপন্ন করে। কল্চাকের আক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করায় পূর্ব ও দক্ষিণে প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে সংযোগ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঐ সময় দনেৎস্ অববাহিকার একটি সুবৃহৎ অঞ্চল জেনারেল দেনিকিনের হস্তগত হয়েছিল। কল্চাক সারাতভ অঞ্চলে দেনিকিনের বাহিনীর সঙ্গে নিজের বাহিনীর সংযোগ

স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একযোগে মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ঐ সময় পশ্চিম দিকে জেনারেল ইউদেনিচের বাহিনীও পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এইভাবে সোভিয়েত সরকার প্রতিবিপ্লবী বাহিনীগুলির সম্মিলিত অভিযানের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ দেখা দিয়েছিল পূর্ব সীমান্তে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাতির প্রতি একটি আবেদনে ঘোষণা করেন যে, "পূর্ব সীমান্তের জন্যে সব কিছু।" হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে তাঁদের অসামরিক কাজ থেকে ছুটি দিয়ে লাল ফৌজকে শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে সৈন্যবাহিনীতে পাঠানো হয়। পূর্ব সীমান্তে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ্ ফ্র্যুঞ্জে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রূপে থাকেন সামরিক পরিষদের অন্যতম সদস্য ভি. ভি. কুইবিশেভ। এই নব-গঠিত লাল ফৌজে ভাসিলি ইভানোভিচ্ চাপাইয়েভের মতো বীর সেনাপতিদেরও আবির্ভাব ঘটে। লাল ফৌজ প্রথমে প্রতিবিপ্লবী কসাক বাহিনী ও পরে কল্চাকের বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। কতিপয় ভয়ংকর যুদ্ধের পর জুন মাসে লাল ফৌজ উফা ও পরে পের্ম্ ও ইয়েকাতেরিন্বুর্গ অধিকার করে এবং জুলাই মাসে কল্চাকের বাহিনীকে উরাল পর্বতমালার অপর পারে বিতাড়িত করে। চাপাইয়েভ উরাল্স্ক্ মুক্ত করেন এবং প্রতিবিপ্লবী কসাক বাহিনী কাস্পিয়ান সাগরের দিকে দ্রুত পিছু হটে যায়। এই সময়ে দক্ষিণে দেনিকিন ও পশ্চিমে ইউদেনিচ্ তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকেন।

উত্তর ককেসাস অধিকার করবার পর দেনিকিন ভল্গার দিকে অগ্রসর হয়ে কল্চাকের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে চেষ্টা

করছিলেন। এই সময়ে ভল্‌গার মোহানাস্থ অস্ত্রাখানে বিপ্লবীদের অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে দেনিকিনের এই পরিকল্পনার সাফল্য ব্যাহত হয়েছিল। খাদ্যাভাব ও টাইফাস রোগে অস্ত্রাখানে বিপ্লবীদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এস. এস. কিরভ সেখানে যান এবং সামরিক ও অসামরিক বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী ক'রে তোলেন। পূর্বদিক থেকে কল্‌চাকের কিছু সৈন্য ও প্রতিবিপ্লবী কসাক বাহিনী এবং পশ্চিম থেকে দেনিকিনের বাহিনী অস্ত্রাখানের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। কয়েকটি নৌজাহাজ ও টর্পেডো-বোট আনতে সমর্থ হওয়ায় বিপ্লবী বাহিনী পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়েছিল ও জীবন পণ ক'রে অস্ত্রাখান রক্ষা করছিল। কল্‌চাকের সাহায্যার্থে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জেনারেল ইউদেনিচের সেনাপতিত্বে পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অভিযান করেছিল। প্রতিবিপ্লবী এস্তোনীয় ও ফিন সৈন্যদল এবং বৃটিশ নৌসেনারা জেনারেল ইউদেনিচ্‌কে সাহায্য করছিল। লাল ফৌজের কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীও ইউদেনিচের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল এবং ক্রাস্‌নাইয়া গর্কার সংরক্ষণের জন্যে নিয়োজিত বহির্বর্তী প্রধান দুর্গগুলির একটি অধিকার ক'রে নিয়েছিল। ফলে ঐ শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হ'লো। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিনকে ঐ অঞ্চলের সামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বাসঘাতকমুক্ত ও সুসংগঠিত করবার জন্যে পাঠালেন। শহরের প্রাক্তন ধনিক অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক তল্লাশ চালানো হ'লো। ফলে প্রায় চার হাজার রাইফেল ও কয়েক শত বোমা লুকায়িত অবস্থায় পাওয়া গেলো এবং সুবিস্তৃত চক্রান্তের একটি জাল আবিষ্কৃত হ'লো। এই চক্রান্তে প্রতিবিপ্লবীরা বৈদেশিক দূতাবাসগুলির কাছ থেকে

সাহায্য পাচ্ছিল। সমুদ্র ও স্থলভাগ থেকে আক্রমণের ফলে লাল ফৌজ বিদ্রোহী দুর্গটি পুনরায় অধিকার করলো। বৃটিশ নৌসেনারা ইউদেনিচ্‌কে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলো ও ক্রোন্‌স্টাড আক্রমণ করলো। অসীম বীরত্বের সঙ্গে লাল ফৌজ এই আক্রমণ প্রতিহত করলো। এখন পশ্চিম সীমান্তে প্রতিবিপ্লবী বাহিনী হটতে লাগলো। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইউদেনিচ্ পরাজিত হলেন। অবশিষ্ট প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এস্তোনিয়ায় স'রে গেলো।

সাম্রাজ্যবাদীরা দেনিকিনের উপরই এখন সর্বাধিক নির্ভর করছিল। দেনিকিনের অধিকৃত অঞ্চল থেকে ফরাসীরা ওডেসায় গোলাবর্ষণ করছিল। ইংরেজরা দেনিকিনের জন্যেই সবচেয়ে বেশী টাকা খরচ করেছিল। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ড সোভিয়েত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্যে যে দশ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করেছিল, তার বেশির ভাগই গিয়েছিল দেনিকিনকে সাহায্য দেওয়ার খাতে। দেনিকিন যথেষ্ট সাফল্যও দেখিয়েছিলেন। পূর্ব ইউক্রেন অঞ্চলে তাঁর সৈন্যবাহিনী ২৫-এ জুন খারকভ ও ১লা জুলাই দনেৎস্ অববাহিকার ইয়েকাতেরিনো-স্লাভ শহর অধিকার করেছিল। ৩০-এ জুন তারিখে জারিৎসিনও প্রতিবিপ্লবীদের অধিকারে গিয়েছিল। ফলে দেনিকিনই এখন "মিত্র শক্তির" শেষ ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই দেনিকিনকে কেন্দ্র ক'রেই সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে তাদের দ্বিতীয় মিলিত আক্রমণ শুরু করলো। এই ব্যাপক আক্রমণে পোল্যাণ্ড এবং ইউদেনিচের বাহিনীও অংশ নিলো। কল্‌চাকের বাহিনী পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত থাকায় এই ব্যাপক আক্রমণে সহযোগী রূপে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'লো না।

৩রা জুলাই তারিখে দেনিকিন মস্কো অভিযানের জন্যে আদেশ দিলেন। তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে তাঁর বাহিনী অগ্রসর হ'তে

লাগলো। একটি অংশ জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের অধীনে ভল্‌গা নদী ধ'রে জারিৎসিন থেকে অগ্রসর হ'লো, মধ্যবর্তী বাহিনীটি অগ্রসর হ'লো দন নদী ধ'রে, আর তৃতীয় বাহিনী—দেনিকিনের তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—চললো মধ্যবর্তী বাহিনীর বামপার্শ্ব রক্ষা ক'রে দুইটি রেলপথ ধ'রে। জেনারেল দেনিকিনের সৈন্যসংখ্যা লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা থেকে অনেক বেশি ছিল। এই সময়ে লাল ফৌজে পনের লক্ষ পদাতিক ও আড়াই লক্ষ অশ্বারোহীর বেশী সৈন্য ছিল না। দ্রুত মস্কো অধিকারের উদ্দেশ্যে দেনিকিন জেনারেল মামন্তভের অধীনে একটি অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। দক্ষিণ সীমান্তে ব্যস্ত লাল ফৌজের পেছনে এই অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ চালাতে লাগলো এবং শস্যাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে তাম্বভ, কজ্‌লভ ও এলেৎসের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি লুণ্ঠন করলো, বিপ্লবীদের হত্যা করলো ও ধনী কৃষকদের বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে উৎসাহ দিলো। ২৩-এ আগস্ট তারিখে দেনিকিন ওডেসা এবং পরের সপ্তাহে কিয়েভ অধিকার করলেন। ২১-এ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর পদাতিক বাহিনী খারকভ থেকে অগ্রসর হয়ে কুর্‌স্কে পৌঁছলো। ৬ই অক্টোবর তারিখে তাঁর অপর একটি বাহিনী ভরোনেজ অধিকার করলো। ১৩ই অক্‌টোবর তারিখে দেনিকিন ওরেলে পৌঁছলেন এবং টুলার দিকে অগ্রসর হলেন। ওরেল থেকে মস্কো ছিল মাত্র ২০০ মাইলের এবং টুলা মাত্র ১০০ মাইলের পথ।

ইতিমধ্যে ইউদেনিচ্‌ পুনরায় পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধের পর ২১-এ অক্টোবর তারিখে পেত্রোগ্রাদের বহিরুপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্ক-সজ্জিত ছিল এবং সোভিয়েত বাহিনীর এক বিশ্বাসঘাতক প্রধান সামরিক কর্মচারী তাঁর অগ্রগতির পথের পরিকল্পনা ক'রে দিয়েছিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে ফিন্‌ল্যাণ্ড সোভিয়েত

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করেছিল। তাছাড়া, মস্কো ও পেত্রোগ্রাদের আভ্যন্তরীণ চক্রান্তকারী প্রতিবিপ্লবী শক্তিও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ২৩-এ সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কো ও পেত্রোগ্রাদে "জাতীয় কেন্দ্র" নামে পরিচিত ষড়যন্ত্রকারীদের দলটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এতে প্রাক্তন ধনী ব্যবসায়ী, রাজতন্ত্রী, সামরিক ও অসামরিক পদস্থ কর্মচারী, মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা জড়িত ছিল। এরা ব্যাপক বিদ্রোহ ও ধ্বংসাত্মক কার্য চালাবার জন্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল এবং দেনিকিন মস্কোর নিকটে উপনীত হ'লে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ও তাঁকে সাহায্য করবার পরিকল্পনা করেছিল। সময়মতো এই ব্যাপক চক্রান্ত আবিষ্কৃত হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হ'লো। কিন্তু ঐ সময় কমিউনিস্ট পার্টির মস্কো কমিটির এক অধিবেশনে সন্ত্রাসবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ করলো। ফলে বারোজন নেতৃস্থানীয় বল্‌শেভিক নেতা নিহত এবং অনেকে আহত হলেন। এইভাবে সোভিয়েত সরকার ঐ সময় ভিতর ও বাইরে থেকে ভয়ংকর সংকটের সম্মুখীন হন।

সোভিয়েত সরকার এই সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকেন। জুলাই মাস থেকে "দেনিকিনের বিরুদ্ধে সব কিছু" এই ধ্বনি তোলা হয়। ঐ সময়ে "পার্টি সপ্তাহ" ঘোষণা ক'রে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়, শ্রমিকরা দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। অবশ্য, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া ঐ সময় খুবই বিপজ্জনক ছিল। কমিউনিস্টদের দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছিল এবং যুদ্ধে বন্দী হ'লে শত্রুহস্তে তাদের ভয়ংকর নির্যাতন ও মৃত্যু অবধারিত ছিল। স্বেচ্ছায় এই ভয়ংকর বিপদ্ ও মৃত্যু বরণ করাকে বল্‌শেভিক নেতারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের যোগ্যতা ব'লে ঘোষণা

ক'রে ভুল করেন নি। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পেত্রোগ্রাদে জনসাধারণ নিজেরাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে থাকে। প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পাছে মস্কোয় এসে পোঁছে, সেজন্যে মস্কোয় কমিউনিস্টরা বিশেষ বাহিনী গঠন করেন এবং মস্কো শত্রু-অধিকৃত হ'লে কিভাবে গোপনে সংগ্রাম ও সংগঠন চালানো হবে, তাও স্থির হয়। মস্কো থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান বাইরে সরিয়ে ফেলা চলতে থাকে।

কিভাবে দেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও প্রতিরোধ চালানো হবে, এ নিয়ে ঐ সময় পার্টির নেপথ্যলোকে ট্রট্স্কি ও স্তালিনের মধ্যে একটি তীব্র সংগ্রাম চলতে থাকে। জারের সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন পদস্থ কর্মচারীদের পরামর্শ ও সমর্থন অনুসারে ট্রট্স্কি বলেন যে, লাল ফৌজ দেনিকিনের বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করবে এবং জারিৎসিনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী বন্দর নভোরোসিইস্কের দিকে অগ্রসর হবে। এতে লাল ফৌজকে যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে, সেখানে কসাক ও ধনী কৃষকের সংখ্যাই ছিল বেশী এবং নভোরোসিইস্কে পৌঁছার আগে পর্যন্ত শ্রমিক অঞ্চল ছিলই না বললে চলে। তাছাড়া, রেলপথগুলি দেনিকিনের হাতে থাকায় চূড়ান্ত জয়লাভ পর্যন্ত মস্কো রক্ষার ব্যাপারে এতে বিশেষ কোনও সাহায্য হবে না। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে স্তালিন তাঁর নিজের পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। এতে তিনি দেনিকিনের বাহিনীর কেন্দ্রস্থল আক্রমণ করতে বললেন। তাতে লাল ফৌজ টুলা থেকে খারকভ দিয়ে দনেৎস্ অববাহিকা ও দনের তীরবর্তী রস্তভের দিকে অগ্রসর হবে। ঐ পথ যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে, সেখানে কলকারখানা এবং গরীব ও মধ্য শ্রেণীর কৃষক প্রচুর পরিমাণে ছিল। কেবল তাই নয়, অগ্রসর হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজ রেলপথগুলি মুক্ত করতে পারবে, তাতে সাহায্য পাঠানোরও সুবিধা হবে। দনেৎস্ অঞ্চল থেকে মস্কোয় কয়লা পাঠাবার সুযোগ ঘটবে। তাছাড়া, এতে দেনিকিনের বাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে। যখন লাল ফৌজ অধিকদূর অগ্রসর হবে, তখন দেনিকিন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অখণ্ড রাখবার চেষ্টায় পূর্ব দিক থেকে কসাকদের পশ্চিম দিকে আনতে চাইবেন। কিন্তু কসাকরা তাতে রাজী হবে না এবং কসাক ও দেনিকিনের মধ্যে বিরোধ বাধবে। নানা দিক বিচার ক'রে অবশেষে সোভিয়েত সরকার স্তালিনের প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনার ভার ট্রট্স্কির হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'লো।

স্তালিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিরোধ ও আক্রমণ চললো। তিন দিন বাদেই, ২০-এ সেপ্টেম্বর তারিখে, লাল ফৌজ ওরেল অধিকার করলো। কয়েকদিন বাদে বুদিয়নির অশ্বারোহী বাহিনী মামন্তভকে পরাজিত করলো। ভরোনেজ লাল ফৌজের অধিকারে গেল। ১৭ই নভেম্বর কুর্স্ক্ অধিকৃত হ'লো। এখন লাল ফৌজ যে ব্যাপক আক্রমণ চালালো, তার ফলে ডিসেম্বর মাসে খারকভ, কিয়েভ ও ইয়েকাতেরিনোস্লাভ এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জারিৎসিন ও রস্তভ পুনরায় সোভিয়েত সরকারের অধিকারে এলো। দেনিকিনের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ মার্চ তারিখে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী নভোরোসিইস্ক্ অধিকৃত হ'লো। দেনিকিনের বাহিনীর এক লক্ষ সৈন্য এখানে আত্মসমর্পণ করলো। অবশিষ্ট প্রতিবিপ্লবী সৈন্যেরা ক্রিমিয়ায় র‍্যাঙ্গেলের অধীনে প্রতিরোধ রচনা ক'রে আত্মরক্ষা করতে লাগলো। দেনিকিনকে পরাজিত করবার জন্যে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি স্তালিনকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান "রক্তপতাকা

চিহ্নে” (Order of the Red Banner) ভূষিত করলেন। দেনিকিন মিত্রশক্তির সাহায্যে ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওরেলে লাল ফৌজ যখন দেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন তাদের অন্য একটি অংশ, সপ্তম লাল ফৌজ, পশ্চিমে ইউদেনিচের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালাচ্ছিল। ২৬-এ অক্টোবর তারিখে লাল ফৌজ ক্রাস্নোয়ে সেলো অধিকার করলো। ১৪ই নভেম্বর তারিখে ইয়াম্বুর্গ লাল ফৌজের হস্তগত হ'লো এবং ইউদেনিচের সৈন্যবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ আত্মসমর্পণ করলো। ইউদেনিচের সৈন্যরা অনেক স্থলে তাদের অফিসারদের হত্যা ক'রে লাল ফৌজে যোগ দিলো। বিপ্লবী কৃষকরা ইউদেনিচের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ ক'রে তাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। ইউদেনিচের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। ইউদেনিচ্‌ও মিত্রপক্ষের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন।

ইতিপূর্বে বৃটিশ-পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী বাহিনীও বিধ্বস্ত হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ জুলাই তারিখে প্রতিবিপ্লবী রুশ সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের হাতে অনেক বৃটিশ অফিসার নিহত হয়েছিলেন। বিদ্রোহী সৈন্যেরা অন্যান্য অফিসারদেরও হত্যা ক'রে দলে দলে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল। লাল ফৌজ ওনেগা অধিকার করেছিল। ইংরেজদের এই বিপর্যয়ের সংবাদ ইংল্যাণ্ডে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো এবং বৃটিশ সরকার দ্রুত সোভিয়েত ভূমি থেকে ইংরেজদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো।

দেনিকিন ও ইউদেনিচের পরাজয়ের পরে কল্‌চাকের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলো। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লাল ফৌজ তবল্‌স্ক্ অঞ্চলের দিকে কল্‌চাকের অগ্রগতি প্রতিহত করেছিল। লাল ফৌজ উরাল অঞ্চল ও সাইবেরিয়ার স্থানীয় বিপ্লবীদের সাহায্যে

কল্‌চাককে দ্রুত পূর্বদিকে স'রে যেতে বাধ্য করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে লাল ফৌজ কল্‌চাকের রাজধানী ওম্‌স্ক্‌ অধিকার করলো এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে ইর্‌কুত্‌স্কে পৌঁছলো। কল্‌চাক ইর্‌কুত্‌স্কে বন্দী হ'লে বিপ্লবী সামরিক আদালতের বিচারে তাঁকে গুলী ক'রে হত্যা করা হ'লো। এইভাবে সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটলো।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লাল ফৌজ তুর্কিস্তানে পৌঁছলো। মস্কো ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো।

ইউদেনিচ্‌, কল্‌চাক ও দেনিকিনের পতনের পর সাম্রাজ্য-বাদীরা ক্রিমিয়াস্থ প্রতিবিপ্লবী জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের ওপর তাদের শেষ আশা স্থাপন করে। র‍্যাঙ্গেল তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত পুনর্গঠিত ক'রে তোলেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিবিপ্লবী সৈন্য ও অফিসাররা ক্রিমিয়ায় এসে জড়ো হয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় যেসব রুশ সৈন্যকে যুদ্ধের জন্যে ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল, "মিত্র শক্তি" জাহাজে ক'রে তাদের ক্রিমিয়ায় পাঠায়; সেই সঙ্গে প্রচুর ট্যাঙ্ক, কামান, বিমান এবং অস্ত্রশস্ত্রও দেয়। বৃটিশ নৌবহর কৃষ্ণ সাগরে হাজির থাকে।

এই সময় পোল্যাণ্ড-ও সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে (২৫-এ এপ্রিল, ১৯২০)। তারা "সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত" একটি পোলাণ্ডের কথা বলতে থাকে—অর্থাৎ ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়া অধিকারের সংকল্প ঘোষণা করে।

৭ই মে তারিখে পোলিশ বাহিনী কিয়েভ অধিকার করে। অল্পদিনের মধ্যেই নীপার নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সমগ্র ইউক্রেন তাদের হস্তগত হয়। জুন মাসের গোড়ার দিকে লাল ফৌজ প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। ঝিতোমির তাদের হস্তগত হয়। লাল

ফৌজের অগ্রগতির ফলে পোলিশ বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ বিপন্ন হয়ে পড়ে। পোলিশ বাহিনী পিছু হটতে থাকে। ১১ই জুন তারিখে লাল ফৌজ কিয়েভ মুক্ত করে এবং পোল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। লাল ফৌজ ১১ই জুলাই মিন্‌স্ক্‌ ও ১৪ই জুলাই ভিল্‌না অধিকার করে এবং ২৩-এ জুলাই তারিখে পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। ১৩ই আগস্ট তারিখে লাল ফৌজ ল্‌ভভ্‌ ও ওয়ারশর নিকটে পৌঁছে। ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি নেতারা "লাল সোভিয়েত ওয়ারশ"-তে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধির কথা বলছিলেন। কিন্তু স্তালিন একে হঠকারিতা ব'লে প্রকাশ্যে এর নিন্দা করলেন। তাঁর মতে, প্রথমত এ ছিল সোভিয়েত সরকারের ঘোষিত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এতে সামরিক দিক থেকেও বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কারণ, পোল্যাণ্ডের সংরক্ষিত বাহিনীর কথা ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি নেতারা, যাঁরা সহজে ওয়ারশ জয়ের বিষয়ে দম্ভ প্রকাশ করছিলেন, তাঁরা ভাবছিলেন না। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কিন্তু এবার স্তালিনের পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে ওয়ারশ অধিকারের পরিকল্পনাই গ্রহণ করলেন। এদিকে পোল্যাণ্ড ফরাসীদের কাছে সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য পেয়ে দ্রুত সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন ক'রে ফেললো এবং পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ ক'রে লাল ফৌজকে বিপন্ন করলো। ওয়ারশর উপকণ্ঠ থেকে লাল ফৌজ বিতাড়িত হ'লো এবং সমগ্র সীমান্তেই তারা পিছু হটতে লাগলো।

এই অবস্থায় সোভিয়েত সরকার সন্ধির প্রস্তাব করতে বাধ্য হলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সন্ধির আলোচনা শুরু হ'লো। এই আলোচনার ফলে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যে যে সীমানা নির্ধারিত হ'লো, তাতে পশ্চিম বিয়েলোরাশিয়া ও ইউক্রেনীয় গালিসিয়া পোল্যাণ্ডের অধিকারে গেলো। এইভাবে বহু লক্ষ ইউক্রেনীয় ও বিয়েলোরুশ পোলিশ শাসনের কবলে

পড়লো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে রিগায় এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ট্রট্স্কি প্রভৃতি নেতাদের হঠকারিতার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটেছিল।

লাল ফৌজ যখন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন র‍্যাঙ্গেল তাঁর অভিযান শুরু করেছিলেন এবং ক্রিমিয়া থেকে বেরিয়ে ইউক্রেনের দনেৎস্ খনি অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন; আজভ সাগর পার হয়ে কুবান অঞ্চলে নামবারও চেষ্টা চলছিল। আগস্ট মাসে লাল ফৌজ তাঁর অগ্রগতি প্রতিহত করতে সমর্থ হ'লেও নভেম্বর মাসে র‍্যাঙ্গেলকে আবার ক্রিমিয়ায় হটে যেতে বাধ্য করে। তাঁর প্রায় বিশ হাজার সৈন্য বন্দী হয়। এখন র‍্যাঙ্গেল পেরেকপ যোজকের সুসংকীর্ণ ভূভাগে সুদৃঢ় রক্ষা-ব্যবস্থার অন্তরালে আশ্রয় নেন। ৮ই নভেম্বর লাল ফৌজ পেরেকপ যোজকের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। পেরেকপের রক্ষা-ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। অবশেষে লাল ফৌজ ১৬ই নভেম্বর তারিখে সমগ্র ক্রিমিয়া মুক্ত করে। অবশিষ্ট প্রতিবিপ্লবী সৈন্যরা বৃটিশ জাহাজে ক'রে কন্‌স্তান্তিনোপলে পালায়।

অন্যান্য অঞ্চলের মুক্তিসাধন :

ইউদেনিচ্, কল্‌চাক ও দেনিকিনের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই লাল ফৌজ প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে অন্যান্য এলাকা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে থাকে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সাইবেরিয়া ও তুর্কিস্তানের মধ্যবর্তী কাজাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলেই সোভিয়েত শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। জাতিসমূহ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় থেকে কাজাকিস্তানের বল্‌শেভিক কর্মীদের কাজাকিস্তানে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পার্টির কতিপয় সদস্য ও স্থানীয় সোভিয়েতের

গাফিলতির ফলে তা উপযুক্ত ত্বরার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে কাজাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে কল্চাকের অনুচরদের সাহায্যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কাজাকিস্তানের বীর বিপ্লবী আমান্গেল্দি ইমানভ সহ বহু নেতা ও কর্মী নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু কাজাক জনসাধারণ প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। শীঘ্রই কল্চাক ও দুতভের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে লাল ফৌজ এসে পৌঁছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সমস্ত কিরখিজ অঞ্চলের (বর্তমান কাজাকিস্তানের) সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে একটি বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ জুন তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই নির্দেশ দেন যে, কাজকিস্তানের রুশ উপনিবেশকারীদের জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে তা কিরঘিজদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে এবং কিরঘিজরা যাতে যাযাবর জীবন ত্যাগ ক'রে স্থায়িভাবে বসবাস ও কৃষিকার্য করতে পারে, সেজন্যে তাদের সরকারী সাহায্য ও শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত কিরঘিজ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাজাকিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত তুর্কিস্তানে সোভিয়েত শাসন প্রতিবিপ্লবী সমুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো জেগে ছিল। তুর্কিস্তানের অধিবাসীদের বিপ্লবী চেতনা এবং অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগই তা সম্ভব করেছিল। কল্চাক ও দুতভের পরাজয়ের পরে পুনরায় তুর্কিস্তান সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ফ্রুঞ্জে ও কুইবিশেভের নেতৃত্বে লাল ফৌজ তুর্কেমানিয়া থেকে বৃটিশ হস্তক্ষেপকারী ও প্রতিবিপ্লবীদের বিতাড়িত করেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি

মাসে তুর্কেমানিয়ায় বৃটিশ ও প্রতিবিপ্লবীদের শেষ ঘাঁটি ক্রাস্‌নোভদ্‌স্ক্‌ মুক্ত হয়েছিল এবং সমগ্র তুর্কেমানিয়ায় সোভিয়েত শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

সোভিয়েত তুর্কিস্তান ও ট্র্যান্সককেসিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রতিবিপ্লবীদের অধিকারে ছিল। ঐ অঞ্চলে মধ্য-এশিয়ার সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর অংশ খিবা ও বোখারা অবস্থিত ছিল। খিবা ও বোখারার অধিবাসীরা তখনও মধ্যযুগীয় ভয়াবহতার মধ্যে জীবন যাপন করতো। খিবা ও বোখারা সোভিয়েত-তুর্কিস্তান-আক্রমণকারী প্রতিবিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল। বোখারায় একজন আমীর রাজত্ব করতেন। বৃটিশ সামরিক কর্মচারীরা তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বোখারার শ্রমিক ও কৃষকরা আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু আমীর ঐ বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করেন। খিবাতে একজন খান রাজত্ব করতেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে খিবার অধিবাসীরা খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং খিবায় "খোরেজম্‌ গণ-সাধারণতন্ত্র" (People's Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর আগস্ট মাসে বোখারায় পুনরায় বিদ্রোহ ঘটে এবং লাল ফৌজ বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্যে দ্রুত এসে পৌঁছে। বৃটিশের সাহায্যে আমীর আফগানিস্থানে পলায়ন করেন। বোখারায়-ও একটি গণ-সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে দেনিকিন পরাজিত হওয়ায় পর লাল ফৌজ বল্‌শেভিক নেতা কিরভ ও অর্জনিকিজের নেতৃত্বে ট্র্যান্সককেসিয়ার নিকটে পৌঁছে। ট্র্যান্সককেসিয়ার অধিবাসীদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। ট্র্যান্সককেসিয়ার তিনটি রিপাবলিকেই —জর্জিয়ায়, আজারবাইজানে ও আর্মেনিয়ায়—জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবীরা শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিল। জর্জিয়া ছিল

মেন্‌শেভিকদের কবলে, আজারবাইজান ছিল মুসাভাতিস্ট নামে পরিচিত মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের কবলে এবং আর্মেনিয়া ছিল দাশনাক্ নামে পরিচিত প্রতিক্রিয়াশীলদের কবলে। এইসব রাজনৈতিক দল বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারী ও প্রতিবিপ্লবীদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে "মিত্র শক্তি" এই রিপাবলিকগুলিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু জর্জিয়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার জনসাধারণ এইসব প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লাল ফৌজ উত্তর ককেসাস ও দাঘেস্তানের পার্বত্য অধিবাসীদের মুক্ত করে এবং ঐ অঞ্চলে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দাঘেস্তানে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আজারবাইজানের জনসাধারণ বিপ্লবী সংগ্রামে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং বল্‌শেভিক নেতা এ. আই. মিকোয়ানের নেতৃত্বে বাকুর শ্রমিকরা মুসাভাতিস্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাকুর শ্রমিকদের সাহায্য করবার জন্যে কিরভ ও অর্জনিকিজের নেতৃত্বে লাল ফৌজ এসে পৌঁছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭-এ এপ্রিল তারিখে মুসাভাতিস্টরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। আজারবাইজানে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

পরের মাসে (মে, ১৯২০) আর্মেনিয়ায় দাশনাকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে। দাশনাকরা ঐ বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হ'লেও জুন মাসে বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে আবার বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্যে লাল ফৌজ এসে পৌঁছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ নভেম্বর আর্মেনিয়ায় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অবস্থায় জর্জিয়ার মেন্‌শেভিকরা ভীত হয়ে পড়ে এবং

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করে। কিরভ জর্জিয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু মেন্‌শেভিকরা পদে পদে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতে থাকে। বল্‌শেভিকদের নেতৃত্বে জর্জিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন এ সময়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জর্জিয়ার বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ঘটতে থাকে এবং বিপ্লবীরা ঐসব স্থানে সোভিয়েত শাসন চালু করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জর্জিয়ার মেন্‌শেভিকরা আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার সীমান্তবর্তী আর্মেনিয়ার কতকাংশ অধিকার ক'রে নিয়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঐ অঞ্চলের আর্মেনীয় কৃষকরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ জর্জিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে। অর্জনিকিজের নেতৃত্বে লাল ফৌজ বিদ্রোহীদের সাহায্যে এসে পৌঁছে। ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯২১) জর্জিয়ায় সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিফ্‌লিস থেকে পলায়িত মেন্‌শেভিকরা বাটুমে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-এ মার্চ তারিখে সমগ্র বাটুমে ও আজারিস্তানে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কয়েকদিন বাদে আব্‌খাসিয়াতেও অভ্যুত্থান ঘটে। সেখানেও মার্চ মাসের (১৯২১) প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েত শাসন প্রবর্তিত হয়।

এখন উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয় ও সর্বত্র বিপ্লবের বিজয়ী রক্ত পতাকা উড়তে থাকে।

জাপানীদের সোভিয়েত ভূমি ত্যাগ :

এইভাবে তিন বৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু তখনও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। জাপানীরা

দূর প্রাচ্যের এক সুবিশাল অংশ অধিকার ক'রে বসেছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫-ই এপ্রিল তারিখে জাপানীরা সর্বপ্রথম ভ্লাদিভস্তকে সৈন্য নামিয়েছিল এবং এইভাবে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সূত্রপাত হয়েছিল। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় এক লক্ষ জাপ সৈন্য ভ্লাদিভস্তকে নামানো হয়। ভ্লাদিভস্তক থেকে জাপ বাহিনী উত্তরে উস্সুরী ও আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং পশ্চিমে ব্লাগোভেশ্চেনস্ক্, চিতা ও ট্র্যান্সবইকালিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। আমুর ও সমুদ্রের উপকূলোবর্তী অঞ্চলেই প্রধানত তাদের ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে। তারা কল্‌চাক, আতামন সেমিয়নভ ও আতামন কাল্‌মিকভকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দিতে থাকে। ট্র্যান্সবইকালিয়া অঞ্চলে সেমিয়নভ ও খাবারস্ক অঞ্চলে কাল্‌মিকভ তাঁবেদার সরকার গঠন করেন। জাপানী সৈন্যেরা আমুর নদীতে অবস্থিত সোভিয়েত নৌবহর অধিকার করে এবং ধীবর ও কৃষকদের কাছ থেকে মাছ, শস্য ও জীবজন্তু ছিনিয়ে নেয়। বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ কাঠ সহ ঐসব মাছ, শস্য ও মাংস জাপানে পাঠানো হয়। গ্রামবাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ইভানোভ্‌কা নামে একটি গ্রামে প্রবেশ ক'রে জাপানীরা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয় ও আবালবৃদ্ধ নরনারী ও গ্রামের জীবজন্তুকে ঘিরে রেখে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু এই ধরনের বর্বর অত্যাচার চালানো সত্ত্বেও অধিবাসীদের মনোবল ভেঙে ফেলা সম্ভব হয় না। বিপ্লবীরা চারিদিকে গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে তোলে। ঐ অঞ্চলের বিপ্লবী যোদ্ধা ও নেতাদের মধ্যে সের্গেই লাজো ছিলেন বিশেষভাবে জনপ্রিয়। তিনি প্রথম জীবনে জারের সৈন্যবাহিনীতে একজন হাবিলদার ছিলেন। পরে বল্‌শেভিক পার্টিতে যোগ দেন।

কল্‌চাকের পরাজয়ের পরে লাল ফৌজ দূর প্রাচ্যের খুব

সান্নিধ্যে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু উর্‌খ্‌নে উদিন্‌স্ক্‌ অধিকার করবার পর তারা থামতে বাধ্য হয়। চিতায় জাপানীরা তাদের শক্তি-সমাবেশ করেছিল। এখন পূর্বদিকে অগ্রসর হ'তে হ'লে চিতাই হ'তো অভিযানের লক্ষ্য। আর তাতে জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ বাধা ছিল অনিবার্য। কিন্তু ঐ সময় জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে নামা অত্যন্ত হঠকারিতার কাজ হ'তো। তখনও দক্ষিণে পোল্যাণ্ড ও জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনী ব্যস্ত ছিল। তাই জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াবার জন্যে সোভিয়েত সরকার দূর প্রাচ্যে একটি মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাজ্য গঠনের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে "দূর প্রাচ্য সাধারণতন্ত্রের" উদ্ভব হ'লো। এটি একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব'লে ঘোষিত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে বল্‌শেভিকরাই এর শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সের্গেই লাজোর নেতৃত্বে একটি প্রবল বিদ্রোহের পর ভ্লাদিভস্তক মুক্ত হ'লো। কিন্তু কয়েক মাস বাদেই, ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল তারিখে, জাপানীরা ভ্লাদিভস্তক আক্রমণ ও অধিকার করলো। লাজো সহ অন্যান্য বল্‌শেভিক নেতারা বন্দী হলেন। জাপানীরা তাঁদের প্রতিবিপ্লবী দস্যুদের হস্তে তুলে দিলো। প্রতিবিপ্লবী দস্যুরা তাঁদের একটি ইঞ্জিনের জলন্ত চুল্লীতে ফেলে পুড়িয়ে মারলো। সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য শহরেও জাপানীরা অনুরূপ বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে বিক্ষোভ ক্রমেই প্রচণ্ডতর আকার ধারণ করলো। ট্র্যান্সবইকালিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলো। দূর প্রাচ্য সাধারণতন্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবী গণ-বাহিনী চিতা অধিকার করলো। এদিকে দূর প্রাচ্যে জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে অবিলম্বে দূর প্রাচ্য সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সৈন্যাপসারণ

সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করবার জন্যে চাপ দিলো। ফলে জাপানীরা আলাপ-আলোচনা শুরু করতে বাধ্য হ'লো। কিন্তু তারা সৈন্যাপসারণের জন্যে যে সতেরো দফা শর্ত দিলো, তার অর্থ ছিল দূর প্রাচ্যকে জাপানী উপনিবেশে পরিণত করা। জাপানীদের এইসব নির্লজ্জ শর্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হ'লো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভ্লাদিভস্তকে জাপানীরা একটি প্রতিবিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করলো। প্রতিবিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল খাবারভ্স্কের পথে ভলোচায়েভ্স্কা দুর্গটি। এই দুর্গটি জাপানীরাই নির্মাণ করেছিল এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে বিপ্লবী গণ-বাহিনী ভলোচায়েভ্স্কা অধিকার করলো। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তারা খাবারভ্স্কে প্রবেশ করলো এবং ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলকে প্রতিবিপ্লবীদের কবল থেকে মুক্ত করলো। অক্টোবর মাসে (১৯২২) প্রতিবিপ্লবীদের শেষ ঘাঁটি স্পাশ্স্ক্ বিধ্বস্ত হ'লো। ২৫-এ অক্টোবর তারিখে বিপ্লবী বাহিনী ভ্লাদিভস্তক অধিকার করলো। এইভাবে সমগ্র দূর প্রাচ্য বৈদেশিক শাসন ও প্রতিবিপ্লবীদের হস্ত থেকে মুক্ত হ'লো। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে সেভিয়েত বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিক উৎসবের দিনে সমগ্র দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হ'লো।

মঙ্গোলিয়ার মুক্তিতে সোভিয়েতের সাহায্যদান :

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং বইকাল হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত দূর প্রাচ্যের রুশ অঞ্চল অধিকার ক'রে একটি জাপানী উপনিবেশ গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তারা প্রতিবিপ্লবী আতামন সেমিয়নভকে বহির্মঙ্গোলিয়া ও বর্তমান বুরিয়াৎ-মঙ্গোলিয়া নিয়ে একটি "বৃহৎ

মঙ্গোলিয়া রাজ্য" গড়ে তোলার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিল। লাল ফৌজের হাতে আতামন সেমিয়নভ পরাজিত হ'লে তাঁর সহকারী জেনারেল ব্যারন উন্‌গের্ন্‌ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দলবল নিয়ে মঙ্গোলিয়ায় স'রে যান। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গা অধিকার করেন। মঙ্গোলীয় গণ-বিপ্লবী দল তাদের নেতা সুখে-বাতোরের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবীদের ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ করতে থাকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মঙ্গোলিয়ায় একটি সাময়িক বিপ্লবী গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সরকার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের কাছে সাহায্য চায়। ফলে লাল ফৌজ ও বিপ্লবী গণবাহিনী এক যোগে উর্গা আক্রমণ করে। সমগ্র মঙ্গোলিয়া মুক্ত হয়। উর্গা শহরের নূতন নামকরণ হয় উলান-বাতোর-হোতো বা "লাল যোদ্ধার শহর"।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার প্রথম "হুরাল" বা পরিষদ্ মঙ্গোলিয়াকে স্বাধীন গণ-সাধারণতন্ত্র (People's Republic) ব'লে ঘোষণা করেন। মঙ্গোলিয়া গণ-সাধারণতন্ত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বসূচক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়।

বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি :

লেনিন ও তাঁর নেতৃত্বে বল্‌শেভিক পার্টি আগাগোড়া বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। এমন কি গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সময়েও তাঁদের এই নীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। আর্কেঞ্জেলে "মিত্র শক্তির" অবতরণের তিন দিন বাদে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে, সোভিয়েত সরকার মস্কোস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্‌সালের মাধ্যমে শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ঐ বৎসর ২৪-এ

অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত বৈদেশিক সচিব চিচেরিন মস্কোস্থ নরোয়েজীয় দূতের মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের কাছে আবার শান্তির প্রস্তাব করেছিলেন এবং কি শর্তে "মিত্র শক্তি" যুদ্ধ বন্ধ করবে, তা জানতে চেয়েছিলেন। ৩রা নভেম্বর তারিখে মস্কোস্থ সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ ক'রে তাঁদের "মিত্র শক্তির" কাছে সন্ধির আলোচনা শুরু করবার প্রস্তাব করবার জন্যেও অনুরোধ করা হয়েছিল। তিন দিন বাদে নিখিল রুশ সোভিয়েতের অতিরিক্ত ষষ্ঠ কংগ্রেসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপানকে অকারণ রক্তপাত বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে সন্ধির শর্তাদি আলোচনার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ প্রস্তাব বেতারে ঐ সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কদের জানানো হয় এবং সহকারী বৈদেশিক মন্ত্রী লিৎভিনভ "মিত্র শক্তির" সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে স্টকহল্‌মে হন। কিন্তু সোভিয়েতের এই প্রস্তাব ও লিৎভিনভের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে চিচেরিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবকে তাঁর ইচ্ছামতো কোনও স্থানে মিলিত হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এই আমন্ত্রণও নীরবতা মধ্যেই চাপা পড়ে। তবে "মিত্র শক্তি" এই মর্মে একটি ঘোষণা দেন যে, তাঁরা রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে রাজী আছেন। সঙ্গে সঙ্গে (১৭ই জানুয়ারি) সোভিয়েত পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই উদ্দেশ্যে মিত্র শক্তি আলোচনা করতে চান কি না। ফলে "প্রিংকিপো প্রস্তাব" নামে ব্যাপারটির উদ্ভব হয়।

স্টকহল্‌মে বাক্‌লার নামে লণ্ডনস্থ মার্কিন দূতাবাসের জনৈক পদস্থ কর্মচারী লিৎভিনভের সঙ্গে আলাপ করেন। এই আলাপের ফলাফল সম্পর্কে বাক্‌লার প্যারিসে তার ক'রে জানান। ইতিপূর্বে

মিত্র শক্তির "প্রধান দশ সদস্যের পরিষদে" (Council of Ten ১৬ই জানুয়ারি (১৯১৯) তারিখে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, রাশিয়ায় যুধ্যমান সকল দেশ ও দলের প্রতিনিধিদের তাদের নিজ নিজ মত ব্যক্ত করবার জন্যে প্যারিসে ডাকা হ'ক। বাক্‌লারের তারের ভিত্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনও লয়েড জর্জকে সমর্থন করেন। তবে প্রতিনিধিদের প্যারিসে না ডেকে তাঁদের কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্তী কোনও স্থানে ডাকবার প্রস্তাব করা হয়। ইতালীয় ও ফরাসী প্রতিনিধিরা এই রূপ আমন্ত্রণের প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করতে থাকেন। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লেমাঁসো বলেন যে, "সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করলে তাতে তাদের আমাদের স্তরেই উন্নীত করা হবে।" কিন্তু বৃটিশ বৈদেশিক সচিব ব্যালফোর লয়েড জর্জকে সমর্থন করেন। তিনি তাঁর সমর্থনের কারণ হিসাবে বলেন যে, "বল্‌-শেভিকরা এইরূপ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার ফলে তারা নিজেদের বেকায়দায় ফেলবে।" অবশেষে এইরূপ আমন্ত্রণের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইজিয়ান সাগরের প্রিংকিপো দ্বীপটি মিলনস্থান রূপে নির্দিষ্ট হয়। যুদ্ধবিরতি এই আলোচনা-সভায় যোগদানের পূর্বশর্ত ব'লেও ঘোষিত হয়। কিন্তু এই আলোচনা-সভার প্রস্তাব সোভিয়েত সরকারকে জানানো হয় না। প্যারিস বেতারে প্রচারিত একটি সংবাদ-সমালোচনা থেকে সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাবের কথা জানতে পারেন। এই সভায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি এবং তার ফলে সোভিয়েত সরকারকে লোকচক্ষে অপরাধী প্রমাণ করাই যে আমন্ত্রণ না পাঠাবার একমাত্র কারণ, তা বুঝতে পেরে সোভিয়েত সরকার অযাচিতভাবে "মিত্র শক্তির" কাছে এই মর্মে এক পত্র দেন যে, তাঁরা এইরূপ অলোচনা-সভায় যোগ দিতে সম্মত আছেন এবং

আলোচনা-সভায় কখন ও কোন্ পথে যেতে হবে, সে সম্পর্কে নির্দেশ পেলে তাঁরা বাধিত হবেন। এদিকে ফ্রান্স প্রতিবিপ্লবীদের এই মর্মে উৎসাহ দেয় যে, তারা যদি এ আলোচনা-সভায় যোগ দিতে অসম্মত হয়, তবে ফ্রান্স তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন করবে। ফলে প্রতিবিপ্লবীরা এই আলোচনা-সভায় যোগ দিতে রাজী হয় না। "মিত্র শক্তি" তাদের আশ্রিত প্রতিবিপ্লবীদের চটাতে সাহস করে না। কিভাবে প্রিংকিপো প্রস্তাবটিকে বাতিল ক'রে দেওয়া যায় এবং সেজন্যে সমস্ত দায়িত্ব সোভিয়েতের ঘাড়ে চাপানো যায়, এখন তা-ই মিত্র পক্ষীয় নেতাদের প্রধান চিন্তা হয়ে ওঠে। লয়েড জর্জ ও উইল্‌সনকে চার্চিল এই পরামর্শ দেন যে, সোভিয়েত সরকার যুদ্ধ-বিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে, এই মর্মে একটি প্রস্তাব ঘোষণা করা হ'ক। লয়েড জর্জ ও উইল্‌সন তাতে সম্মত হন না। ঐ সময় সোভিয়েত বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাফল্য লাভ করছিল। তাই প্রিংকিপো প্রস্তাবের কথা চাপা দিয়ে "মিত্র শক্তি" সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার দিকেই মন দেয়।

তবে রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থা কি জানবার জন্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্যারিসস্থ মার্কিন প্রতিনিধিদলের উইলিয়াম বুলিটকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। রাশিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে বুলিট লয়েড জর্জের সেক্রেটারি ফিলিপ কেরের (পরে লর্ড লোথিয়ান) কাছ থেকে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সন্ধির জন্যে ইংল্যাণ্ডের প্রস্তাবিত শর্তাবলী কি হ'তে পারে, তা জেনে যান। বুলিট রাশিয়ায় গিয়ে লেনিন ও অন্যান্য সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। ১৪ই মার্চ তারিখে বৈদেশিক সচিব চিচেরিন ও সহকারী বৈদেশিক সচিব লিৎভিনভের স্বাক্ষরিত একটি প্রস্তাব তাঁকে দেওয়া হয়। বুলিট প্যারিসে ফিরে এলে সোভিয়েত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা চালাবার জন্যে অনেকেই সম্মত হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে

কল্‌চাকের অভিযান "মিত্র শক্তিকে" উৎসাহিত ক'রে তোলে। তাই আলোচনার প্রস্তাব প্রিংকিপো প্রস্তাবের মতোই চাপা পড়ে।

ইউরোপের কেবল বুর্জোয়া সরকারগুলিই নয়, তথাকথিত মার্কস্‌বাদীরাও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। রাশিয়া থেকে পলায়িত মেন্‌শেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা এ বিষয়ে তাঁদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। তাই এই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে পুরাতন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংস্কার ক'রে তাকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবার চেষ্টা চলছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা এবং তৎস্থলে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার কথা লেনিন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে বলছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত "এপ্রিল থিসিসে"-ও এই কথাই তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিগত দুই বৎসরে এ বিষয়ে কোনও কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বার্ন সম্মেলনই তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার কাজটি ত্বরিত ক'রে তুললো। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে মস্কোয় একটি সম্মেলনে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা ঘটলো। তৃতীয় আন্তর্জাতিক "কমিন্‌টার্ন" নামেও পরিচিত। মিত্র পক্ষের এক ব্যক্তি (আর্থার র্যান্‌সাম) ৮ই মার্চ (১৯১৯) তারিখে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বলেন যে, "সোভিয়েত রাশিয়া যখন দুনিয়ায় আগুন জ্বালাতে বসেছে, তখন তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া যায় কিভাবে ?" তার উত্তরে লেনিন বলেন, "এর উত্তরে আমি বলব, 'ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা যুদ্ধ করছি। আপনারা যেমন যুদ্ধের সময়ে জার্মানিতে বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং জার্মানি আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল, আমরাও তেমনি যখন আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, তখন

আমাদের সম্মুখে যেসব পন্থা উন্মুক্ত রয়েছে, আমরা সেগুলি গ্রহণ করব। তবে আমরা আপনাদের বলেছি, শান্তি স্থাপন করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত আছি।"

সোভিয়েত সরকার বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও বার বার সন্ধির প্রস্তাব করতে থাকেন। কিন্তু কল্চাক, দেনিকিন ও ইউদেনিচের অভিযানকালে "মিত্র শক্তি" এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের সপ্তম কংগ্রেসে মিত্র পক্ষীয় দেশগুলিকে সমবেত ভাবে বা এককভাবে সন্ধি স্থাপনের জন্যে আহ্বান জানানো হয়।

ঐ দিন এস্তোনিয়ার সঙ্গে সন্ধির শর্তাদির আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হয়। এস্তোনিয়া, লাৎভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় যেসব বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি অ্যাডমিরাল কল্চাক, জেনারেল দেনিকিন ও জেনারেল ইউদেনিচ্‌কে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে পারছিল না। কারণ, এঁরা সকলেই রুশ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার কথা বলছিলেন—অর্থাৎ এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাৎভিয়ার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছিলেন। অন্যপক্ষে, বল্‌শেভিক পার্টি তথা সোভিয়েত সরকার আগাগোড়া রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং রুশ সাম্রাজ্য থেকে বাইরে যাওয়ার অধিকার ঘোষণা করেছিলেন। তাই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকার বাল্‌টিক অঞ্চলের রাজ্যগুলির কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। ফলে ৩০-এ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি সম্মেলনে বাল্‌টিক রাজ্যগুলি সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে আলোচনা শুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু "মিত্র শক্তি" বাল্‌টিক রাজ্যগুলির অবরোধ ব্যবস্থা করায় ঐ আলোচনা কার্যে পরিণত হয় না। তাই এখন আলোচনা

পুনরারম্ভের ফলে ২৩-এ ডিসেম্বর তারিখে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই এইভাবে এস্তোনিয়ার বুর্জোয়া সরকারই সর্বপ্রথম সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১২ই জুলাই তারিখে লিথুয়ানিয়া এবং ১১ই আগস্ট তারিখে লাৎভিয়াও সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। ১৪ই অক্টোবর তারিখে ফিন্ল্যাণ্ড ও সোভিয়েত সরকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে "মিত্র পক্ষ" এই মর্মে একটি ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার অবরোধ প্রত্যাহৃত হ'লো। এই ঘোষণার সুযোগে সোভিয়েত সরকার বাণিজ্য সচিব ক্রাসিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি-দলকে "মিত্র পক্ষের" সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি আলোচনার জন্যে পাঠালেন। ক্রাসিন লণ্ডনে গেলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর এবং বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের চাপে অবশেষে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে একটি ইঙ্গো-সোভিয়েত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হ'লো।

ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্থান ও পারস্য এবং মার্চ মাসে তুরস্ক ও পোল্যাণ্ড সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে। জার্মানি, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া ও ইতালির সঙ্গেও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমী দেশগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাব বিন্দুমাত্রও ত্যাগ করলো না। বৈদেশিক শক্তিগুলি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দস্যুদলগুলিকে উৎসাহ ও সাহায্য দিতে লাগলো। পোল্যাণ্ডের জমিদারদের সাহায্যে পেৎলিউরার দস্যুদল ইউক্রেনে লুণ্ঠন চালায়। মাল্নো নামে এক দুর্বৃত্তের নেতৃত্বে একদল দস্যু রুমানিয়ায় আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে ক্রমাগত ইউক্রেনে হানা দিতে থাকে। বিয়েলোরাশিয়ায় পোল্যাণ্ডের তাঁবেদার বুলাক্ বালাখোভিচের দস্যুদল প্রবল হয়ে ওঠে।

কারেলিয়ায় ফিনিশ ব্যারন মানেরহাইমের পরিচালনাধীনে প্রতিবিপ্লবী ফিন্ সামরিক কর্মচারীরা বিদ্রোহ করে। জাপানীরা তখনও দূর প্রাচ্যে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্যে তাদের বর্বর অভিযানগুলি চালাচ্ছিল। এমন কি, সোভিয়েত রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলেও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারিরা কুলাক শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার এবং দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিল।

এই সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার সম্পূর্ণরূপে অবহিত ও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বৈদেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে যথাসম্ভব শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত সরকার বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিন ও অন্যান্য সরকারের কাছে একটি লিপি পাঠান। তাতে তাঁরা রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে বর্তমানে ঋণ পাওয়ার শর্তে জারের আমলের প্রাক্‌যুদ্ধ ঋণগুলি পরিশোধের নীতি স্বীকার করেন। তবে বর্তমানে ঋণ না পেলে প্রাক্‌যুদ্ধ ঋণ পরিশোধ করা যে অসম্ভব, তা-ও জানানো হয়। সেই সঙ্গে সোভিয়েত সরকার একথাও বলেন যে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মীমাংসার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁরা সর্বদা সানন্দে সম্মত আছেন।

সোভিয়েত সরকারের প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের কাছে অসামান্য সমর্থন লাভ করে। ফলে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে "মিত্র পক্ষের" সর্বোচ্চ পরিষদ্ জেনোয়ায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এতে সোভিয়েত রাশিয়া সহ চোদ্দটি রাষ্ট্র আমন্ত্রিত হন। ১০ই এপ্রিল সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে "মিত্র পক্ষ" সোভিয়েত সরকারকে যে স্মারকলিপি দেন,

তাতে জারের ও সাময়িক সরকারের আমলের সমস্ত ঋণ পরিশোধের এবং বৈদেশিক মূলধনে গঠিত যেসব কলকারখানা ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেগুলির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে দাবী করা হয়। সেই সঙ্গে এ-ও দাবী করা হয় যে, সোভিয়েত সরকার অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট প্রচারকার্য বন্ধ করবেন। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এইসব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা অবরোধ ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দ্বারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের যে ক্ষতিসাধন করেছে, তারা যদি তার ক্ষতিপূরণ দেয়, তবেই তাঁরা ঐ প্রস্তাবে রাজী হবেন। তবে তাঁরা ঐরূপ কোনও ক্ষতিপূরণ দাবী না ক'রেই জারের আমলের প্রাক্‌যুদ্ধ ঋণ শোধের দাবী স্বীকার করতে রাজী থাকেন। কিন্তু ঐ ঋণ ত্রিশ বছর বাদে শোধ করা হবে এবং বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে ঋণ দিতে হবে। "মিত্র পক্ষ" এতে রাজী হন না। ফলে জেনোয়া সম্মেলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু জেনোয়ার নিকটবর্তী রাপালোতে সোভিয়েত সরকার জার্মানির সঙ্গে পৃথকভাবে সন্ধি স্থাপন করতে সমর্থ হন। ফলে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে।

রাশিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নটি জুলাই মাসে (১৯২২) পুনরায় হেগে মিত্রপক্ষীয় বিশেষজ্ঞ কমিটিতে উত্থাপন করা হয়। সেখানেও সোভিয়েত প্রতিনিধিদল নিজেদের প্রস্তাব সম্পর্কে অটল থাকেন। জেনোয়া ও হেগে সোভিয়েত সরকারের গৃহীত নীতি ও রীতি তাঁদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। জেনোয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সকল রাষ্ট্রের অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেন।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা :

গৃহযুদ্ধের কালে সমগ্র সোভিয়েত দেশ একটি "যুদ্ধ-শিবিরে" পরিণত হয়েছিল। রাশিয়ার জনসাধারণ যে অভাব-অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত ক'রে প্রতিবিপ্লবী ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কলকারখানার উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধ কালের এক-চতুর্থাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় সমস্ত অপরিহার্য শিল্পগুলিই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় ৪৫০০ কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছিল। সেগুলি ছাড়া দেশে আরও প্রায় ২৬০০ ছোট কারখানা ছিল; সেগুলিতে দুই লক্ষ শ্রমিক কাজ করতো এবং সেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় বা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত হ'তো। পূর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানাগুলিতে সমবেত পরিচালনার ভিত্তিতে কাজ হ'তো, কিন্তু এখন শ্রমিকরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করায় সেগুলিতে ক্রমেই এক-একজন লোকের পরিচালনাধীনে কাজ করবার রীতি অধিকতর পরিমাণে প্রবর্তিত করা হচ্ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন ২৫০০ কলকারখানার মধ্যে মাত্র ৩০০টিতে সমবেত পরিচালনায় কাজ হচ্ছিল। দেশের সমস্ত কলকারখানা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের নির্দেশ অনুসারে সংগঠিত হয়েছিল।

বাইরে থেকে কাঁচা মাল আনতে হয় না এমন কলকারখানা-গুলিতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ঐ সময় দেশের সমগ্র শ্রমশিল্পের উৎপাদন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ১৩, এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ৬২ ভাগে দাঁড়িয়েছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কাঁচা লোহার উৎপাদন ছিল শতকরা ৩ ভাগ, সুতোর উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ, চিনির উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ, রেলওয়ে ইঞ্জিন শতকরা

১৫ ভাগ, কয়লার উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ। কাঁচা মাল, জ্বালানি ও খাদ্যের অভাব এবং শ্রমিকদের দলে দলে যুদ্ধে যোগ দেওয়া বা খাদ্যের সন্ধানে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বার ফলে কলকারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে খাদ্যাভাব ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। মস্কো ও পেত্রোগ্রাদে অনেক সময় রুটির রেশন মাথা পিছু একদিন অন্তর দুই আউন্সের বেশি মিলতো না। মাংসের বদলে শুকনো মাছ দেওয়া হ'তো এবং টাইফাস, ম্যালেরিয়া ও কলেরা ব্যাপক আকারে দেখা দিতো। এই অবস্থায় কলকারখানার উৎপাদন অত্যধিক হ্রাস পাওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

কলকারখানায় সামান্য যা কিছু উৎপন্ন হ'তো, তা যুদ্ধের জন্যে অত্যাবশ্যক কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক ও লাল ফৌজের সৈন্যদের জন্যে পাঠানো হ'তো। অতি সামান্য অংশই গ্রামাঞ্চলে যেতো। তাই কৃষকরা তাদের অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও পেতো না। এই কয়েক বৎসর কী দুঃসহ অভাব-অনটনের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণকে যে কাটাতে হয়েছিল, এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মস্কো শহরের জনসংখ্যা ক'মে অর্ধেক এবং অন্যান্য শহরের জনসংখ্যা ক'মে এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গিয়েছিল।

সর্বাপেক্ষা কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছিল খাদ্যসমস্যা। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪-এ জানুয়ারি তারিখে সোভিয়েত সরকার খাদ্য সংগ্রহের জন্যে "রাজ্‌ভিয়ৎর্কা" নামে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এতে প্রত্যেক প্রদেশকে একটি "কোটা" বা নিয়মিত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রাদেশিক "কোটা" আবার বিভিন্ন স্থানীয় "কোটায়" বিভক্ত থাকে। প্রথমে এই "কোটা" খাদ্যশস্য ও মাংসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও পরে তা ব্যাপকতর ক'রে মাখন, ডিম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।

কৃষকরা এই বাধ্যতামূলক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা স্বীকার ক'রে নেয়। কারণ সোভিয়েত সরকার তাদের ভূমি দিয়েছিলেন এবং প্রতিবিপ্লবী সরকার তাদের কাছ থেকে ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে জমিদারদের ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তাই এই কঠোর আত্মত্যাগ তাদের আত্মরক্ষারই অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষার কাজে শ্রমিক ও কৃষকরা স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগে ব্রতী হয়েছিল। তবে লেনিন স্পষ্টই একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, "কৃষকরা এখন যা দিচ্ছে, তা তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ঋণ রূপেই দিচ্ছে।" ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসেও ঘোষণা করা হয় যে, কৃষকদের নিকট থেকে গৃহীত এই ঋণ শতগুণে পরিশোধ করা হবে। এইভাবে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যশস্য চারগুণ, মাংস পাঁচগুণ ও মাখন দ্বিগুণ বেশী সংগৃহীত হয়েছিল। তবে এজন্যে কৃষদের অনেক স্থলে অত্যধিক আত্মত্যাগ করতে হ'তো। যেসব অঞ্চলে ফসল ভালো হয়নি, সেখানে কৃষকদের কেন্দ্রীয় "কোটা" সরবরাহ করতে গিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অনেকাংশও দিয়ে দিতে হ'তো। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামাঞ্চলে যে পরিমাণ শিল্প-সামগ্রী যেতো, তার তুলনায় ঐ সময় শতকরা মাত্র ১২ থেকে ১৫ ভাগ গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের দুর্দশার সীমা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে চাষ-আবাদেরও ক্রমাবনতি দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিমাণ ভূমিতে আবাদ হয়েছিল, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তার মাত্র চার-পঞ্চমাংশ ভূমিতে আবাদ হয়েছিল। কিন্তু ফসল হয়েছিল সে তুলনায় আরও কম, মাত্র তিন-পঞ্চমাংশ। গ্রামাঞ্চলে গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যাও ঐরূপ হারে হ্রাস পেয়েছিল।

সরকার যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছিলেন, তা দিয়ে শহর ও

শিল্পাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা শ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশ রেশন পেতেন। তবে সকল শ্রেণীর শিশুদের জন্যে বেশী পরিমাণ রেশন দেওয়া হ'তো। বরাদ্দ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ব্যাপকভাবে বিনামূল্যের হোটেল ও ক্যান্টিন খোলা হয়েছিল। ঐ বৎসরের শেষভাগে ঐসব হোটেল ও ক্যান্টিনে তিন কোটি সত্তর লক্ষ লোক খেতো। এই ধরনের সাধারণ ভোজনাগারের ব্যবস্থা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখনও হয় নি। তবে রেশনের বরাদ্দ অত্যন্ত কম ছিল। পেত্রোগ্রাদের মতো শহরে শ্রমিকরা মাথা পিছু বছরে ১১০ পাউণ্ড রুটি পেতো। অফিসের কর্মচারীদের বরাদ্দ ছিল তার চেয়েও কম। মস্কো ও পেত্রোগ্রাদের অধিবাসীরা রেশন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ পেতো। বাকীটা গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রয় বা দ্রব্য-বিনিময়ের দ্বারা সংগ্রহ করতো। অন্যান্য শহরেও প্রায় ঐ রকম অবস্থাই ছিল।

সোভিয়েত সরকার সকল শ্রেণীর লোকের জন্যে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবর্তন করেছিলেন। "যে কাজ করবে না, সে খাবে না"—এই নীতিই ঘোষিত ও কার্যত প্রযুক্ত হয়েছিল।

শহর ও শিল্পাঞ্চলে বাসোপযোগী উদ্‌বৃত্ত গৃহসমূহ লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া হয়েছিল। ফলে অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, নোংরা বস্তিগুলি থেকে বেরিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পরিবার আলো-হাওয়ার সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু গ্যাস, বিজলী ও কয়লায় অভাবে ঐসব বাসস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা তারা পূর্ণভাবে ভোগ করতে পাচ্ছিল না।

দেশে মুদ্রামূল্য অত্যধিক হ্রাস পেয়েছিল। বহু জিনিস বিনামূল্যে সরকার থেকে সরবরাহ করা হচ্ছিল। সরকারী বিভাগগুলিকে বিনামূল্যে বিজলী, জল, ডাক ও টেলিফোনের

সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম প্রভৃতির মতো পৌর ব্যবস্থা-গুলি ব্যবহারের সুযোগ জনসাধারণকে বিনামূল্যেই দেওয়া হয়েছিল। বাজারে পর্যাপ্ত মাল না থাকায় এবং বহু ক্ষেত্রে দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় চলায় মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও মূল্য হ্রাস পেয়েছিল।

তবে দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সোভিয়েত সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে দিবসে কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, রুশ শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণ যে দেশের এই অর্থনৈতিক সংকট অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর, তার প্রতীকরূপে "নিখিল রুশ সুবৎনিক" পালন করা হবে। রুশ ভাষায় "সুবতা" শব্দের অর্থ শনিবার। ঐ দিন দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা সকলেই স্বেচ্ছায় "শ্রম দান" করবে। সুবৎনিক পালন সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করে। লেনিন সহ অন্যান্য নেতারাও শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একযোগে ট্রেন থেকে কাঠ খালাস করবার কাজে যোগ দেন।

শ্রমিকদের মনোবল ও কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে দেশে শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আরও শক্তিশালী ক'রে তোলা হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির সদস্যসংখ্যা পঁচাশি লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য-কার্ড পাওয়াকে শ্রমিকরা অত্যন্ত গৌরবের বস্তু ব'লে মনে করে।

গৃহযুদ্ধের কালে দেশে যে অর্থনৈতিক কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা দেখা দিয়েছিল, তা "যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ" (War Communism) নামে পরিচিত হয়েছিল।

নব অর্থনীতির (N. E. P.) প্রবর্তন :

সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে যেভাবে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল, তেমন আর কোনও যুদ্ধরত দেশে ঘটে নি। গৃহযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার মাত্র এক-নবমাংশ ভূমি সোভিয়েত অধিকারে ছিল, অবশিষ্ট অংশকে প্রতিবিপ্লবী ও হস্তক্ষেপকারীরা একে একে পদদলিত করেছিল। গৃহযুদ্ধের সময়ে রেলপথের অধিকাংশ এবং চার হাজারেরও বেশীসংখ্যক সেতু বিধ্বস্ত হয়েছিল। অসংখ্য কলকারখানা বিনষ্ট হয়েছিল। প্রতিবিপ্লবীরা বহুসংখ্যক খনি জলে ভ'রে দিয়েছিল। অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষক গৃহযুদ্ধের সময়ে মারা গিয়েছিল। মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তের লক্ষ এবং জখম হওয়ার ফলে অক্ষমের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। ফলে দেশের জনবল যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। বহু অঞ্চলে শস্যোৎপাদন ক'মে গিয়েছিল এবং প্রায় দু'কোটি হেক্টেয়ার জমি অকর্ষিত পড়েছিল। রেলপথ ও পথঘাট বিনষ্ট হওয়ার ফলে যানবাহনের যে অসুবিধা ঘটেছিল, তা শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবকে তীব্রতর ক'রে তুলেছিল। জুতো, পোশাক ও জ্বালানির অভাবে রাশিয়ার মতো শীতপ্রধান দেশে মানুষের অবস্থা যে কী হয়েছিল, তা সহজেই অনুভব করা যায়। গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে শহরগুলির রাস্তায় রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী ভাণ্ডারে যে শস্য সংগৃহীত হয়েছিল, তার পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন জমিদারদের ফিরে আসবার ও তার ফলে জমি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে কৃষকরা দুঃসহ অনটন সহ্য ক'রেও সরকারকে নিয়মিত শস্য দিচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকার গৃহযুদ্ধে জয়ী হওয়ায় এবং জমিদারদের ফিরে আসবার আশঙ্কা না থাকায় কৃষকরা সরকারকে

পূর্ব পরিমাণ শস্য দিতে অস্বীকার ক'রে সরকারের শস্য সংগ্রহ নীতির বিরোধিতা করছিল। তাছাড়া তারা এ-ও দাবী করছিল যে, সরকারকে তারা যে শস্য দিচ্ছে, তার বিনিময়ে পোশাকের জন্যে কাপড়, জুতো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রী তাদের দিতে হবে। কিন্তু দেশের কলকারখানার যে অবস্থা তখন ছিল, তাতে কৃষকদের এই ন্যায়সংগত দাবী সরকারের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। সৈন্যদল থেকে দলে দলে শ্রমিক ও কৃষক ফিরে আসবার ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ বেকারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকদের রেশন রোজ ১০০ গ্রামে নেমেছিল। সমগ্র দেশে ক্ষুধা, অভাব-অনটন, অসন্তোষ, অবসাদ ও বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধ অবস্থাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল। লেনিন ও তাঁর সমর্থকরা বলছিলেন যে, প্রতিবিপ্লবী ও হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে যুদ্ধের চেয়ে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কম অন্তরায় নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষককে এই ভয়ংকর অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োগ করতে পারলেই এই মহাসংকটের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। এখন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার মতো কেবল হুকুম ও জুলুম ক'রে শ্রমিক ও কৃষকদের এই সংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে না। তাদের স্বেচ্ছায় সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্যে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, "যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের" (War Communism) ব্যবস্থা ও নীতি এখন বর্জন করতে হবে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিখিল রুশ সোভিয়েতের অষ্টম কংগ্রেসে লেনিন দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে সমগ্র দেশের বৈদ্যুতীকরণের কাজ আরম্ভ করবার প্রস্তাব করেন। তাঁর

চেষ্টায় "রাশিয়ার বৈদ্যুতীকরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিশন" বা "গোয়েল্‌রো"র পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যারম্ভের সূচনা হয়। বৈদ্যুতীকরণের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেনিন বলেন, "সোভিয়েত শাসন সহ সমগ্র দেশের বৈদ্যুতীকরণই হ'লো সাম্যবাদ।" এই কংগ্রেসে সোভিয়েত ভূমির শ্রমিক শ্রেণীকে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে আহ্বান জানানো হয় এবং কৃতী শ্রমিকদের "শ্রমের লাল পতাকা" দিয়ে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়।

দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সুযোগে প্রতিবিপ্লবীরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। স্ব স্ব পার্টির নাম গোপন ক'রে তারা এখন "দলনিরপেক্ষ লোক" রূপে দেখা দেয় এবং "সোভিয়েত নিপাত যাক্‌" এই ধ্বনির বদলে "সোভিয়েত জয়ী হ'ক, কিন্তু কমিউনিস্টরা নিপাত যাক্‌" এই ধ্বনি প্রবর্তন করে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশধারী প্রতিবিপ্লবীরা ক্রোন্‌স্টাডে বাল্‌টিক নৌবহরে বিদ্রোহ ঘটায়। বাল্‌টিক নৌবহর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের কালে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ক্রোন্‌স্টাড থেকে বহু বিপ্লবী রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং অনেকে গৃহযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ফলে এখন বাল্‌টিক নৌবহরে নূতন নৌসৈন্য ও কর্মচারীরা নিযুক্ত হয়েছিল। এদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও বিপ্লবী চেতনা অল্পই ছিল। ফলে সহজেই এরা প্রতিবিপ্লবীদের কবলে পড়লো এবং ১লা মার্চ তারিখে (১৯২১) প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর বিদ্রোহ করলো। জেনারেল কোজ্‌লোভ্‌স্কির নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বিদ্রোহ পরিচালনা করতে লাগলেন। বিদ্রোহীরা দেশে ও বিদেশে প্রতিবিপ্লবীদের

সমর্থন ও সাহায্য পেতে লাগলো। প্যারিস থেকে দেশত্যাগী প্রতিবিপ্লবীরা অর্থ, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে বিদ্রোহীদের জন্যে পাঠালো। আমেরিকান রেড ক্রশ খাদ্য যোগান দিতে লাগলো। অনেকেই এই বিদ্রোহের মধ্যে সোভিয়েত সরকারের আসন্ন পতনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। ক্রোন্‌স্টাড প্রতিবিপ্লবীদের হাতে ১৭ দিন ছিল। অবশেষে ভরোশিলভের নেতৃত্বে সোভিয়েত বাহিনী ১৭ই মার্চ তারিখে ক্রোন্‌স্টাডের বিদ্রোহ দমন করলো।

এই বিদ্রোহ বল্‌শেভিক নেতাদের অর্থনৈতিক সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও সতর্ক ক'রে দিলো।

দ্রুত শ্রমশিল্পের উন্নতি করতে না পারলে কৃষি ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয় এবং তা সম্ভব না হ'লে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাও অসম্ভব। তাই শ্রমিকদের কর্মশক্তি, নৈপুণ্য ও উৎসাহ বৃদ্ধির সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কি হওয়া উচিত, তা নিয়ে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ থেকে ১৯২১ শুরু পর্যন্ত পার্টির মধ্যে আলোচনা চলতে লাগলো ও তীব্র মতদ্বৈধ দেখা দিলো। ট্রট্‌স্কি বললেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিজস্ব গণতান্ত্রিক কোনও অধিকার থাকবে না। পার্টির মতামত ও নির্দেশ তারা মেনে চলতে বাধ্য হবে। অন্যপক্ষে, বুখারিন বললেন, পার্টি ও সরকারের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কার্যে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ পার্টি নয়—ট্রেড ইউনিয়নই—শ্রমিক সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা রূপে গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু এই উভয় মতই অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। লেনিন তীব্রভাবে ট্রট্‌স্কি, বুখারিন ও তাঁদের সমর্থকদের সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলি হ'লো শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার এবং সাম্যবাদের শিক্ষালয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি যাতে স্বেচ্ছায় স্বতপ্রণোদিত হয়ে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজকে সফল ক'রে তুলতে অগ্রসর হয়, সেজন্যে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে—হুকুম বা জুলুম ক'রে কিছুই ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর চাপানো চলবে না। তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভুল পথে চললে, তাতে পার্টি বা সরকার যে হস্তক্ষেপ করবে না, এ-ও ভুল নীতি। কারণ, পার্টিই শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রনায়ক, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করবার দায়িত্ব পার্টির। কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে (১৮-১৬ মার্চ, ১৯২১) লেনিনের প্রস্তাবই বিপুল ভোটাধিক্যে (লেনিন ৩৩৬, ট্রট্স্কি ৫০ এবং বুখারিন ১৮) গৃহীত হ'লো।

কিন্তু দেশের বৈদ্যুতীকরণ ও শ্রমশিল্পে আত্মনিয়োগের জন্যে শ্রমিকদের উৎসাহিত ও সংঘবদ্ধকরণই যথেষ্ট ছিল না। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে অন্যতর নীতি অবলম্বনেরও প্রয়োজন ছিল। কৃষক ও কারিগরদের নিজ নিজ কাজে উৎসাহিত করবার জন্যে লেনিন নূতন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলেন। এই নূতন ব্যবস্থা ইতিহাসে "নব অর্থনীতি" (New Economic Policy—N. E. P.) নামে পরিচিত হয়েছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে "নব অর্থনীতি" সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তা সংক্ষেপে এই : সরকারকে বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহের নীতি পরিত্যাগ ক'রে তৎপরিবর্তে কররূপে খাদ্যশস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাধ্যতামূলক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্য কৃষকরা দিতে বাধ্য হ'তো, এখন কর হিসাবে তার চেয়ে অনেক অল্প পরিমাণ খাদ্য তাদের দিতে হবে। পরিবারের লোক ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বিবেচনা ক'রে এই কর নির্ধারিত হবে। বসন্তকালের প্রারম্ভেই কর নির্ধারণ শেষ হয়ে যাবে। তাতে কৃষকরা সারা বছরের জন্যে

তাদের কি পরিমাণ খাদ্যশস্য রাখা দরকার, তা বুঝতে পারবে। এই কর দেওয়ার পর যে উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য থাকবে, তা কৃষকরা তাদের ইচ্ছামতো খোলা বাজারে বিক্রয় করবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৩,৮৫০,০০০ টন খাদ্যশস্য কর ধার্য হয়। পূর্বে কৃষকরা ৬,৮০০,০০০ টন খাদ্যশস্য সরকারী বরাদ্দ হিসাবে দিতো।

যেসব কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল, তা থেকে প্রায় চার হাজার ছোটখাটো (গড়ে সতেরজন শ্রমিক কাজ করে এমন) কলকারখানাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হ'লো। বড় বড় কলকারখানা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী অর্থ-সাহায্য দেওয়া বন্ধ ক'রে সেগুলিকে স্বায়ত্তশাসনমূলক আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হ'লো। তবে সেগুলির যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, গৃহ, কাঁচামাল, গুদাম প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে থাকবে। সেগুলির পরিচালকও রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হবে। তবে সেগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় আরও কাঁচামাল সংগ্রহ করা, উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করা এবং তা থেকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত লাভ হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাদের নিজেদের লক্ষ্য দিতে হবে। কারিগরদেরও ইচ্ছামতো কাঁচা মাল কেনবার ও উৎপন্ন মাল বাজারে বিক্রয় করবার অধিকার দেওয়া হ'লো।

এই ব্যবস্থার ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষ থেকে ক'মে পঁয়তাল্লিশ লক্ষে নেমে এলো। ফলে সরকারী ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পেলো এবং সরকারী বাজেটে সমতা রক্ষার সম্ভাবনা দেখা দিলো। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ব্যবস্থাসমূহ এবং কলকারখানার শ্রমিক ও কিছু সরকারী বিভাগের জন্যে এখনও যে রেশন সরবরাহ করা হচ্ছিল, তার জন্যে মূল্য গ্রহণের ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হ'লো। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ঋণ-দান-

ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়। অন্যতম ঋণ রূপে সরকার দেড় লক্ষ টন খাদ্যশস্য কৃষকদের দেন। ঋণরূপে খাদ্যশস্যের মূল্য ঐ সময় শতকরা পাঁচ ভাগ কম হারে ধার্য করা হয়। তাতে কৃষকদের খুব উপকার হয়। তাছাড়া সরকার শতকরা ৬ রুবল সুদে নগদ দশ কোটি রুবল ঋণ দেন। এতে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রার মূল্য ও মর্যাদা বাড়ে।

বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান ও বাধ্যতামূলকভাবে সদস্যদের বেতন থেকে চাঁদা আদায়ের যে নিয়ম ছিল, তা বাতিল করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে "বেকার তহবিল" গ'ড়ে তোলার জন্যে উৎসাহ দেওয়া হ'তে থাকে। ঐ তহবিলের সাহায্যে শ্রমিকরা তাদের কর্মহীন সহকর্মীদের সাহায্য করতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে বেকারদের নিয়োগ এবং বেকারদের জন্যে বিনামূল্যে হোটেল ও ক্যান্টিনে খাদ্য দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সাহায্য ও বাড়িভাড়া থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। নূতন যে দণ্ডবিধি সংকলিত হয় (১৫ই মে, ১৯২১), তাতে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই অধিকারবলে পরবর্তী কয়েক বৎসরে বিভিন্ন স্থানে আইনসংগতভাবেই কয়েকটি ধর্মঘট হয়েছিল।

"নব অর্থনীতি" অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থায় দেশে ছোটখাটো বহু পুঁজিপতির উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল। ট্রট্স্কি, বুখারিন ও তাঁদের সমর্থকরা প্রধানত এই যুক্তি দেখিয়ে "নব অর্থনীতির" বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, এতে সোভিয়েত রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের পথে না এগিয়ে পুঁজিতন্ত্রের পথেই এগোবে। প্রত্যুত্তরে লেনিন বলছিলেন, শ্রমিকদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকায় সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থায় ভয়ের কোনও কারণ নেই। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেই ধীরে ধীরে এই খুদে পুঁজিপতিদের দূর করা

যাবে। তিনি বলেছিলেন, "কমিউনিস্টদের ব্যবসা করতে শেখা দরকার।" কোনও কোনও কমিউনিস্ট এর প্রতিবাদে বলেছিলেন, "আমরা জেলে তো তা শিখিনি।" লেনিন জবাবে বলেছিলেন, "অনেক জিনিসই আমরা জেলে শিখিনি। বিপ্লবের পরে সেগুলি আমাদের শিখতে হয়েছে। সেগুলি আমরা শিখেছি এবং ভালো-ভাবেই শিখেছি।"

নব অর্থনীতি চালু হওয়ার সময়েই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে অনাবৃষ্টির ফলে ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়ার পশ্চিম স্তেপ অঞ্চল ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। গ্রীষ্মকালে প্রায় তিন কোটি বিশ লক্ষ লোক অধ্যুষিত একটি সুবিশাল অঞ্চলে খাদ্যাভাব ও অনাহারে মৃত্যু ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অন্যান্য দেশে প্রচুর খাদ্য থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনাহারে ও রোগে মারা যায়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ আগস্ট তারিখে রিগায় সোভিয়েত সরকার "আমেরিকান রিলিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের" সঙ্গে করেন চুক্তি। তাঁরা সোভিয়েত সরকারের তত্ত্বাবধানে সাহায্য দিতে রাজী হন। এক সপ্তাহ বাদে বিখ্যাত পর্যটক ও মানবতাবাদী ডাঃ নান্‌সেন্‌ লীগ অব নেশন্‌সের হাই কমিশনার রূপে রাশিয়াকে এক কোটি পাউণ্ড আন্তর্জাতিক সাহায্য-ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বুর্জোয়া সংবাদপত্র ও সরকারের চেষ্টায় তা কার্যে পরিণত হয় না। বুর্জোয়া সরকারগুলি দুর্ভিক্ষের এই মর্মান্তিক অবস্থাকে সোভিয়েত সরকারের পতনের সুযোগরূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও জাপান থেকে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদ আসতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী এর প্রতিবাদ জানায়। অক্টোবর মাসে ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে কারেলিয়ায় প্রচুর সাহায্য পাঠানো হয়। বহু

মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান সাহায্য পাঠাতে থাকেন। সোভিয়েত সরকার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

গৃহযুদ্ধ ও অবরোধের কালে অর্থনীতিতে যে পরম বিপর্যয় ঘটেছিল, তার ফলে এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে শস্যহানির জন্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় "নব অর্থনীতির" সাফল্য আশানুরূপ-ভাবে দ্রুত লক্ষিত না হ'লেও ক্রমেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এতে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো। কৃষির পুনরুজ্জীবন ঘটলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে কৃষকরা নূতন উৎসাহের সঙ্গে চাষে মন দিলো। এমন কি দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাতেও শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে চাষ-আবাদ সম্ভব হ'লো। কৃষির উন্নয়নই যে এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই মর্মে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। শ্রমশিল্পগুলিকে কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করতে বলা হ'লো।

পর বৎসর (১৯২২) মার্চ মাসে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিন বললেন যে, এখন "যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ" থেকে "নব অর্থনীতিতে" পৌঁছা গেছে। এখন পশ্চাদপসরণ শেষ হয়েছে। এখন পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন শক্তিকে ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়ার কথা হ'লো দেশে অত্যন্ত উন্নত ধরনের শ্রমশিল্প গ'ড়ে তোলা। কারণ, উন্নত ধরনের শ্রম-শিল্পই সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। তবে আগে কৃষির উন্নয়ন-কার্য আরম্ভ করতে হবে। স্তালিনের ভাষায়—"শূন্যতার মধ্যে শ্রমশিল্প গ'ড়ে উঠতে পারে না। দেশে যদি কাঁচা মাল না থাকে, যদি শ্রমিকদের জন্যে খাদ্য না থাকে, যদি শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে দেশে বাজার কিছু পরিমাণে গ'ড়ে না ওঠে, তবে শ্রমশিল্পের উন্নতি হ'তে

পারে না।" তাই শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্যে কৃষির উন্নতি ছিল অপরিহার্য। এ বিষয়ে লেনিন ও স্তালিন প্রথম থেকেই সতর্ক দৃষ্টি দেন। ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিতে লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেলো। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যে ফসল উঠলো, তাতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলগুলিও মারাত্মক আঘাত দ্রুত অতিক্রম ক'রে উঠতে পারলো।

কৃষির উন্নতির ফলে ছোটখাটো শ্রমশিল্প, যেগুলিতে প্রধানত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, দ্রুত পুনরুজ্জীবিত হ'লো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে সমগ্র রাশিয়ায় পঞ্চান্ন কোটি স্বর্ণ রুবল মূল্যের মাল উৎপন্ন হ'তো, সেখানে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পঁচাত্তর কোটি স্বর্ণ রুবল মূল্যের মাল উৎপন্ন হ'লো। কিন্তু তবু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় তা মাত্র শতকরা ২৬ ভাগে গিয়ে পৌঁছলো।

"নব অর্থনীতি" অনুসারে রাশিয়ায় দেশীয় ও বিদেশীয় পুঁজিপতিদের সাময়িকভাবে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এজন্যে প্রথম দু' বছরে প্রায় ৪০০০ ছোটখাটো কল-কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইজারা দেওয়া হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে ৪৫০০-এরও বেশী বড় কলকারখানা ছিল। সেগুলির দ্রুত উন্নতি হ'তে থাকে। রাষ্ট্রীয় শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে ব্যক্তিগত পুঁজিকে ক্রমেই কোণঠাসা করা হয়। তবু ব্যবসায়ে, বিশেষত খুচরো ব্যবসায়ে, ব্যক্তিগত পুঁজি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে দ্রুত গ'ড়ে তোলা হয় এবং সেগুলি ব্যক্তিগত পুঁজি-পরিচালিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা :

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই সমগ্র রাশিয়া জাতীয়তার ভিত্তিতে কতিপয় প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী

বহু অঞ্চল কতকগুলি স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় সাধারণতন্ত্রের আকার ধারণ করেছিল এবং মধ্য-রাশিয়ার সঙ্গে সেগুলি মিলিত হয়ে "রুশ সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের" সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৯-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কতিপয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র (Autonomous Republic) ও স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল (Autonomous region) গ'ড়ে উঠেছিল এবং সেগুলি সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার (R. S. F. S. R.) অঙ্গরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। বাশ্‌কির স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্রটি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গঠিত হয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তাতার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে কাজাকিস্তানের সোভিয়েত-সমূহের প্রথম কংগ্রেসে কাজাকিস্তানের ভূমিতে কিরঘিজ স্বায়ত্ত-শাসিত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের শেষে দাঘেস্তান সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেসে দাঘেস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কারেলীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রটিও গঠিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার-আমলের কুখ্যাত নির্বাসনস্থল ইয়াকুতিয়ায় ইয়াকুত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়। এইসব স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্র ছাড়াও রুশ সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের মধ্যে বহু স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলও ছিল—যেমন, আদিগেই, ভোতিয়াক বা উদ্‌মূর্ত্, মারি, অইরত, কোমি ইত্যাদি। প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার ভার স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির নিজেদের উপর ছিল। জাতীয়তার ভিত্তিতে এইরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইতিহাসে ইতিপূর্বে হয়নি। অর্থনৈতিক ঐক্য-সাধন ও সংগঠন এবং দেশরক্ষার ভার রুশ সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের হাতেই ছিল।

ঐ সময়ে সোভিয়েত ভূমিতে রুশ সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র ছাড়াও আরও পাঁচটি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র বর্তমান ছিল —ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র (Uk. S. S. R.), বিয়েলোরুশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র (B. S. S. R.), আজারবাইজান সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র, আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র এবং জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র। প্রথমে এই সাধারণতন্ত্রগুলিতে নিজ নিজ সৈন্য, মুদ্রা-প্রচলন-ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল। গৃহযুদ্ধের সময়ে এগুলি একযোগে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে মিলিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের শেষে কতিপয় চুক্তির ফলে সেগুলির মধ্যে মৈত্রী ও সংঘবদ্ধতা আরও দৃঢ়তর হয়। কতকগুলি মন্ত্রণাবিভাগ, যেমন, সমর, নৌ, অর্থ, রেলপথ, বৈদেশিক বাণিজ্য, সংযুক্ত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে শীঘ্রই দেখা গেল যে, এইরূপ সংঘবদ্ধতাও যথেষ্ট নয়, এই স্বাতন্ত্র্য দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে রয়েছে। যেমন,—ইউক্রেনের দনেৎস্ অববাহিকায় রয়েছে কয়লা; লোহা ও ইস্পাতের শিল্প রয়েছে আজারবাইজানে; বাকুতে রয়েছে তেলের শিল্প; জর্জিয়ার চিয়াতুরিতে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজশিল্প; উজবেকিস্তান ও তুর্কেমেনিস্তানে রয়েছে তুলো; আর মস্কোয় ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছে কাপড়ের কল। তাই সোভিয়েত ভূমির এই ছয়টি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রের সংযুক্তির প্রয়োজন সকলেই অনুভব করলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার তিনটি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তির ফলে মিলিত হয়ে ট্র্যান্সককেসীয় সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের সৃষ্টি করলো।

নিখিল ট্র্যান্সককেসীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে নির্বাচিত ট্র্যান্স-

ককেসীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে এই মর্মে এক পত্র পাঠালো যে, এখন সংযুক্ত রুশ সাধারণতন্ত্র, সংযুক্ত ট্র্যান্সককেসীয় সাধারণতন্ত্র, ইউক্রেনীয় সাধারণতন্ত্র ও বিয়েলোরুশ সাধারণতন্ত্র—এই চারটি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রের একটি নিখিল সোভিয়েত কংগ্রেস আহ্বান করা হোক। ইউক্রেন ও বিয়েলোরুশ সাধারণতন্ত্রও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ ডিসেম্বর তারিখে নিখিল রুশ সোভিয়েতের দশম কংগ্রেসেও সর্বসম্মতিক্রমে অরুশ সাধারণতন্ত্রগুলির ঐ প্রস্তাব অনুমোদন ক'রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো। ফলে ৩০-এ ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখে সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেস আরম্ভ হ'লো। কংগ্রেসে সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের (U. S. S. R.) প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হ'লো। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির উপর সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচনার ভার পড়লো।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান :

গৃহযুদ্ধের সময়ে রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে স্‌ভের্দলভের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লেনিন প্রথম বার সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া রচনার ভার স্তালিনের উপরেই পড়লো। তা ছাড়া জাতীয় সমস্যার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও ভারপ্রাপ্ত সচিবরূপেও এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। কারণ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অসংখ্য জাতির মিলন ও ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে লেনিন তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও সংবিধান রচনার কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করেন ও নানাভাবে পরামর্শ দেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় নিখিল সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সংবিধানটি গৃহীত হ'লো। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন রিপাবলিক বা প্রধান সাধারণতন্ত্রের জন্যও পৃথক্ সংবিধান রচিত ও গৃহীত হ'লো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত কংগ্রেসই সর্বোচ্চ সংস্থা ব'লে ঘোষিত হ'লো। কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহের মধ্যবর্তীকালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত রইলো। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি দুটি পরিষদ্ নিয়ে গঠিত হ'লো—যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত (Soviet of the Union) ও জাতিসমূহের সোভিয়েত (Soviet of the Nationalities)। প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রই জনসংখ্যানির্বিশেষে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি এই জাতিসমূহের সোভিয়েতে পাঠাতে পারবে। প্রধান সাধারণতন্ত্র চারিটির এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্রগুলির নিজ নিজ গণ-প্রতিনিধি পরিষদ্ (Council of People's Commissars) থাকবে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের এই সংবিধান অনুসারে, নির্বাচনের দিন আঠারো বৎসর বয়স হয়েছে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এমন সকল নর-নারীই জাতি, ধর্ম ও বাসস্থান নির্বিশেষে প্রতিনিধি নির্বাচন করবার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পেলো। কেবল যারা ভাড়ায় শ্রমিক খাটায় ও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করে, তারা, যাজকরা, জারের আমলের পুলিস কর্মচারীরা এবং আদালতের আদেশে যাদের রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট হয়েছে তারা, ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'লো।

সংবিধানের প্রাথমিক খসড়ায় রাজনৈতিক পুলিসসহ সর্বপ্রকার পুলিসের ভার স্থানীয় সরকারের হাতেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষের দিকে জর্জিয়ায় যে গোলযোগ দেখা দেয়, তার ফলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। সেজন্যে নূতন সংবিধানে

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পুলিসের একটি সংস্থা-ও স্থান পেলো। এই সংস্থাটি কেবল স্থান পেলো না, এটি সোভিয়েত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্থানলাভ করেছিল। এই সংস্থাটি রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থা (State Political Administration বা G. P. U.) নামে পরিচিত। এই রাজনৈতিক প্রশাসন সংস্থাটি বিপ্লবের পরবর্তী কালের বিখ্যাত "চেকার" স্থান অধিকার করেছিল এবং বহু চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহ উদ্‌ঘাটিত ক'রে যেমন খ্যাতিলাভ করেছিল, তেমনি হিংসা ও স্বৈরাচারের অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হয়ে দেশে বিভিষীকারও সৃষ্টি করেছিল। স্তালিন যুগের বহু কুকীর্তির জন্যে এই সংস্থাই ছিল মুখ্যত দায়ী।

কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্গঠন :

নব অর্থনীতিকে লেনিন "অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম" ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। নব অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে পুঁজিতন্ত্র কিছুটা পুনরুজ্জীবনের সুযোগ পেয়েছিল। তাই অত্যন্ত সতর্কতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পার্টির প্রতিটি পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। নব অর্থনীতির কর্মসূচীকে পার্টির অবিশ্বস্ত ও নির্বোধ সদস্যরা প্রতিহত ও বানচাল করবার চেষ্টা করছিল। পার্টির নেতৃত্বের একাংশেও নব অর্থনীতির সাফল্য ও সমীচীনতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও সংশয় বর্তমান ছিল। তাই লেনিন পার্টি থেকে নির্বোধ, আমলাতন্ত্রী, অসাধু ও অবিশ্বস্ত কমিউনিস্ট এবং বাইরে রং বদলিয়েছে অথচ অন্তরে মেন্‌শেভিকই আছে এমন ব্যক্তিদের বিতাড়িত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পার্টিতে "বিশোধন" (Purge) শুরু হয়। প্রায় ১৭০,০০০ লোককে—সমস্ত সদস্যসংখ্যার প্রায় এক সিকি—পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে স্তালিন কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই পদের জন্যে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। কারণ, ট্রট্স্কি, কামেনেভ, জিনোভিভ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতারা সকলেই বিপ্লবী জীবনের সুদীর্ঘকাল বাইরে কাটিয়েছিলেন। অন্য পক্ষে, স্তালিন তাঁর সমস্ত বিপ্লবী জীবন দেশেই কাটিয়েছিলেন। তাই দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ তাঁর চেয়ে আর কারো বেশী ছিল না। ট্রট্স্কি সুদীর্ঘকাল লেনিনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং পার্টিতে মাত্র চার বৎসর হ'লো যোগ দিয়েছিলেন। পার্টির গুরুত্ব সম্পর্কে বুখারিন যে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন না, তা তাঁর পার্টির নেতৃত্ব থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মুক্ত করবার প্রস্তাব থেকেই সহজে বোঝা যায়। জিনোভিভ ও কামেনেভের উপর লেনিনের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না। তা ছাড়া জিনোভিভ ঐ সময় কমিন্টার্নের প্রেসিডেন্টের গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে স্তালিনের নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমেই অনুমোদিত হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল স্তালিন ঐ পদে ছিলেন এবং পার্টিকে তিনি আপনার মনোমত ক'রে গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে ট্রট্স্কি, বুখারিন, জিনোভিভ, কামেনেভ, রিকভ, রাদেক প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রবল বিরোধিতাকে অতিক্রম করবার দুষ্কর কর্মে পার্টির আস্থা ও সমর্থনই তাঁকে জয়যুক্ত করেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পুনর্গঠনের সংগ্রাম—লেনিনের মৃত্যু—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—স্তালিন সংবিধান

লেনিন অসুস্থ ঃ

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের শেষাশেষি লেনিন গুলীতে আহত হওয়ার পর থেকে তাঁর শরীর ক্রমাগত ভেঙে পড়ছিল। তার ওপর ছিল গৃহযুদ্ধ, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের গুরু দায়িত্ব এবং সেজন্যে অমানুষিক কঠোর শ্রম। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকাল থেকে মাঝে মাঝে তাঁকে কাজ বন্ধ করতেও হ'তো। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়লো। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি মস্কোর কাছে গর্কিতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। মে মাসের শেষাশেষি তিনি সন্ন্যাস রোগে প্রথম আক্রান্ত হলেন এবং তাঁর আংশিক পক্ষাঘাত ঘটলো। সাময়িক ভাবে তাঁর পা ও হাত ব্যবহারের ক্ষমতা রহিত হ'লো, জিভেও জড়তা দেখা দিলো। জুন মাসের মাঝামাঝি তাঁর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়; জুলাই মাসে তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়, তবে কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয় না। পরে তাঁর স্বাস্থ্যের আরও কিছুটা উন্নতি হ'লে ২রা অক্টোবর তারিখে তিনি গর্কি থেকে আবার মস্কোয় ফিরে এলেন এবং পরদিন গণ-প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। ৫ই অক্টোবর তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনেও যোগ দিলেন।

ডাক্তারা তাঁকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেসব নিয়ম পালন করতে

পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে বিশ্রামই ছিল প্রধান। কিন্তু লেনিন আবার কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। ৩১-এ অক্টোবর তারিখে তিনি নিখিল রুশ কার্যকরী কমিটির অধিবেশনে ভাষণও দিলেন। কমিণ্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেসে ১৩ই নভেম্বর তারিখে তিনি রুশ বিপ্লবের পাঁচ বৎসর ও বিশ্ব বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টাকাল জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা দিতে যে তিনি বেশ কষ্টবোধ করছেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁকে অত্যন্ত অবসন্নও দেখায়।

কিন্তু তাতেও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন না। পরের সপ্তাহে ২০-এ নভেম্বর (১৯২২) তারিখে তিনি মস্কো সোভিয়েতে বক্তৃতা দিলেন। জনসভায় এই তাঁর শেষ বক্তৃতা।

তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই আরও খারাপ হয়ে পড়তে লাগলো। অবশেষে ১২ই ডিসেম্বর (১৯২২) তিনি ক্রেম্‌লিন থেকে শেষ বিদায় নিলেন। কিন্তু তবু সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলেন না। নেপথ্যলোকে তাঁর কাজ চলতে লাগলো। তাঁর অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুতর, তা তিনি নিজেও বুঝেছিলেন। তাই ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি স্তালিনকে লেখেন, "আমার কাজ আমি প্রায় গুছিয়ে ফেলেছি, এখন আমি শান্তিতে যেতে পারি।" ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দুই মাসে লেনিনের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। এই সময় তিনি কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলি তিনি মুখে ব'লে যান ও তাঁর স্টেনোগ্রাফার সেগুলি টুকে নেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি আবার শ্রমিকের একনায়কত্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও তৎসম্পর্কে অনুসৃত নীতি, কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি এবং পার্টির ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধগুলি অতীব মূল্যবান্। কারণ, এগুলিতে লেনিনবাদের মূলতত্ত্বগুলি

পুনরায় আলোচিত হয়েছিল এবং কোন্ পথে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কদের অগ্রসর হ'তে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

৯ই মার্চ (১৯২৩) তারিখে তিনি পুনরায় সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন। এবার তাঁর অবস্থা আরো সংকটজনক হয়ে উঠলো। মে মাস পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেলো না। ঐ মাসের মাঝামাঝি তাঁকে গর্কিতে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানে জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের আবার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। ১৯-এ অক্টোবর তারিখে তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্যে একবার মস্কো এলেন। সেই তাঁর শেষ মস্কো আসা।

পুনর্গঠনের সূত্রপাত :

নব অর্থনীতির সুফল ফলতে শুরু করেছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য-কর পুরোপুরি আদায় হয়েছিল এবং ফসল ভালো হওয়ায় কৃষি যুদ্ধকালের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগে পৌঁছেছিল। শ্রমশিল্প সে তুলনায় বেশ পেছনে প'ড়ে থাকলেও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় উৎপাদন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছিল। দেশের কিছুটা বৈষয়িক উন্নতি হওয়ায় মুদ্রাব্যবস্থাকে যথাসম্ভব স্থিতিশীল করবার জন্যে চের্ভোনেৎস্ নামে দশ-রুবলের একরকম নূতন মুদ্রা প্রচলন করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক কি হবে, তাই ছিল প্রধানতম সমস্যা। ১৯২২ ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পর পর ভালো ফসল হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন এক বৎসরে শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও কৃষির তুলনায় শ্রমশিল্প পড়েছিল অনেক পেছনে। তাই শস্যের মূল্যের তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কম ছিল না। ফলে কৃষকরা শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে কিনতে পারছিল না এবং তাতে কৃষকদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। কেবল তাই নয়, কৃষকদের

ক্রয়ক্ষমতা কম থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হচ্ছিল না, গুদামে মাল জ'মে যাচ্ছিল। ফলে শ্রমিকরা সময়মতো মাইনে পাচ্ছিল না এবং তারাও অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছিল। এই সময়ে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের সভাপতি ছিলেন পিয়াতাকভ নামে ট্রট্স্কির অনুগামী এক ব্যক্তি। তিনি ট্রট্স্কির পরামর্শ মতো শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য আরো বাড়িয়ে দিলেন। তাতে অবস্থা আরো সংকটজনক হয়ে উঠলো। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিল। ঐ সময় লেনিন রোগশয্যায় শায়িত থাকায় ট্রট্স্কি, বুখারিন প্রভৃতি নেতারা পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। প্রাভ্দার সম্পাদক বুখারিন ও অর্থ সচিব সকল্নিকভ ঐ বছরের গোড়ার দিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারের একচেটে অধিকার তুলে দিয়ে দেশের ব্যক্তিগত পুঁজিকে আরও শক্তিশালী হবার সুযোগ দিতে বলেছিলেন। লাভ হচ্ছে না, এই অজুহাতে ট্রট্স্কি বড় বড় কলকারখানাগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে বাণিজ্য সচিব ক্রাসিন এবং পার্টির অন্যতম প্রধান সাংবাদিক রাদেক দেশের মূল শ্রমশিল্পগুলিতে বিদেশী পুঁজি নিয়োগের এবং বিদেশী পুঁজি নিয়োগে উৎসাহ দান করবার জন্যে জার-আমলের ঋণ শোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। স্তালিন এইসব প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন এবং পার্টি কংগ্রেসে প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল, সে সম্পর্কে স্তালিন একটি বিবরণী দেন এবং সেজন্যেও দ্রুত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস ক্রমাগত চলতে থাকে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা আরও মন্দের দিকে

যায়। এই সুযোগে ট্রট্স্কি ও অন্যান্য বিরোধী নেতারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আবার আক্রমণ শুরু করেন। তাঁরা ছচল্লিশজন নেতার স্বাক্ষরিত "ছচল্লিশজনের ঘোষণা" নামে একটি স্মারকলিপি প্রচার করেন। তাতে তাঁরা "শ্রমশিল্পের একনায়কত্ব" অর্থাৎ কৃষকদের শোষণ ক'রে শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্যে মূলধনাদি সংগ্রহ করতে বলেন এবং মুদ্রা-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁরা বলেন, মুদ্রার স্থিতিশীলতা না থাকলে, অর্থাৎ মুদ্রার ক্রয়শক্তি হ্রাস পেলে, মুদ্রার বিনিময়ে কৃষকদের অল্পতর দ্রব্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। তাঁরা সেই সঙ্গে "পণ্য হস্তক্ষেপের" (Commodity intervention), অর্থাৎ বিদেশ থেকে ভোগ্য দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে দেশে আমদানি করবার, প্রস্তাব করেন। স্তালিন এইসব প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন এবং দ্বাদশ কংগ্রেসে গৃহীত নীতিকেই সর্বতোভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করতে থাকেন। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। সেই সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ও কৃষকদের ক্রয়শক্তি বাড়াবার জন্যে বিদেশে শস্য রপ্তানি ব্যবস্থা-ও করা হয়ে থাকে। বিদেশে শস্য রপ্তানির ফলে বিদেশ থেকে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি আমদানি করবার সুবিধা হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশ লক্ষ টনেরও বেশী শস্য রপ্তানি করা হয় এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শস্যের মূল্য প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে অনেকখানি ভারসাম্য ঘটে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য দেখা যায়।

তা সত্ত্বেও ট্রট্স্কি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর "নূতন

ধারা” নামে বহুল-প্রচারিত পুস্তিকায় সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি পার্টির নেতৃত্বের অধঃপতন এবং পার্টির মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কহীনতার অভিযোগ আনেন। ফলে সারা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুই মাস ধ'রে ব্যাপক আলোচনা চলতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পার্টির যে ত্রয়োদশ কন্‌ফারেন্স হয়, তাতে ট্রট্স্কি ও তাঁর অনুচররা বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হন। ১২৫ জন সদস্য পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে ও মাত্র ৩ জন সদস্য বিপক্ষে ভোট দেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পার্টির অনুসৃত নীতির নির্ভুলতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ বৎসর মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে বিরোধীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

লেনিনের মৃত্যু ঃ

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ জানুয়ারি তারিখে বিকাল ছটায় লেনিন আবার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে বিকাল ৬-৫০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু ঘটে। লেনিনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ২১-২২-এ জানুয়ারি তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, সোভিয়েত সরকারের সদস্যরা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা, মস্কোর শ্রমিক সংঘগুলির প্রতিনিধিরা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে অসংখ্য কৃষক এসে তাঁদের মহান্ নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। ২৩-এ জানুয়ারি তারিখে সকাল দশটায় লেনিনের শবাধার জেরাসিমভো স্টেশনে আনা হয় এবং ১-টার সময় তাঁর শবাধারবাহী ট্রেন মস্কোয় এসে পৌঁছে। লেনিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীরা তাঁর শবাধার বয়ে নিয়ে চলেন। পথের দুই ধারে রক্ত-পতাকা-সজ্জিত

অশ্রুসিক্ত অগণিত নরনারী কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। লেনিনের শবাধার প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। এখানে শবাধার জনসাধারণের দেখবার জন্যে চার দিন ও চার রাত্রি রাখা হয়। শীত ও দুর্ভেদ্য কুয়াশা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও সাধারণ মানুষ তাদের প্রিয়তম নেতাকে শেষ অভিবাদন জানিয়ে যায়।

লেনিনের পত্নী ক্রুপ্‌স্কায়া ও অন্যান্য কয়েকজন বল্‌শেভিক নেতার প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্তালিন লেনিনের দেহকে সমাধিস্থ না ক'রে অক্ষয় অবিনশ্বর ক'রে সমাধিমন্দিরে রাখবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থাকে, বিশেষত বুর্জোয়া দেশগুলিতে, পবিত্র নরদেহের প্রতি অসম্মান ও অপবিত্রকরণ ইত্যাদি ব'লে নানাভাবে সমালোচনা করা হ'লেও স্তালিন সাধারণ মানব-চরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ লেনিনের সমাধিমন্দিরকে তীর্থস্থান মনে ক'রে দেখতে আসে এবং অক্ষয় অবিনশ্বর দেহের অধিকারী এই মহাপুরুষকে দর্শন ক'রে নূতন শক্তি লাভ করে।

২৭-এ জানুয়ারি তারিখে সকাল ৯টায় লেনিনের শবাধার ট্রেড-ইউনিয়ন ভবন থেকে রেড স্কোয়ারে আনা হয়। সেখানেই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পর বেলা ৪টার সময় বাদ্য, কলকারখানার বাঁশিগুলির অবিরাম আর্তধ্বনি ও কামানের মুহুর্মুহু গর্জনের মধ্যে লেনিনের দেহ সমাধিমন্দিরে স্থাপন করা হয়। ঐ দিন সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণী পাঁচ মিনিটকালের জন্য নীরবতা পালন করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র সোভিয়েত দেশে কাজকর্ম, কলকারখানা ও যানবাহন বন্ধ থাকে।

লেনিনের মৃত্যুতে বুর্জোয়া দেশগুলি আশান্বিত হয়ে ওঠে। লেনিনের অবর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এক ঘোর বিপর্যয়ের

সম্মুখীন হবে এবং তার ফলে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটবে, এমন আকাশকুসুম তারা কল্পনা করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত রাষ্ট্রের এই দুর্দিনে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে আহ্বান জানান। অল্পকালের মধ্যেই লেনিনের নামে শপথ নিয়ে প্রায় দু লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক পার্টিতে যোগ দেয়।

লেনিনের বিখ্যাত স্মারকলিপি ঃ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লেনিন সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ঐ সময় তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে দিয়ে নানা বিষয় লিপিবদ্ধ করাতেন। তাঁর মৃত্যু আসন্ন বুঝে তিনি ঐ সময় একটি স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ করান। তাতে তিনি ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে ভাঙন সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং ট্রট্স্কি ও স্তালিনকে "দুইজন সর্বাপেক্ষা শক্তিধর নেতা" ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে উল্লেখ করেন। ঐ স্মারক-লিপিতে তিনি স্তালিনের চেয়ে ট্রট্স্কিরই বেশী সমালোচনা করেন এবং তাঁদের কাউকে কোনরূপ দুরভিসন্ধিমূলক কার্যের জন্যে দায়ী না ক'রে উভয়কেই পরামর্শ দেন। কিন্তু কয়েকদিন বাদে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০-এ ডিসেম্বর তারিখে, ঐ স্মারকলিপিতে আরও কিছু মন্তব্য তিনি যোগ করেন। ঐদিনই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় নিখিল সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্তালিন-প্রণীত নূতন সংবিধানটি গৃহীত হচ্ছিল। কিন্তু তথাপি মন্তব্যগুলি স্তালিনের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়েছিল। সম্প্রতি জর্জিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধীদের সঙ্গে স্তালিনের সমর্থকদের যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, তাতে স্তালিন রাজনৈতিক পুলিসের সাহায্যে বিরোধীদের কারারুদ্ধ করেছিলেন, বিরোধীদের উপর উৎপীড়নও

যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। এ বিষয়ে লেনিনের কাছে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন। সম্ভবত তার ফলেই লেনিন স্তালিনের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে স্মারকলিপিতে ঐ বিরূপ মন্তব্যগুলি যোগ করেছিলেন। ৩০-এ ডিসেম্বর তারিখে তিনি জর্জিয়ায় বাড়াবাড়ির জন্যে স্তালিনকে দায়ী ক'রে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করান। ছ'দিন বাদে, ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে, তিনি তাঁর স্মারকলিপিতে এই মন্তব্যটিও যোগ করেন: "স্তালিন অত্যন্ত রূঢ় এবং জেনারেল সেক্রেটারির পদের পক্ষে এই ত্রুটি অসহনীয়। আমি কংগ্রেসের নিকট এই প্রস্তাব করছি যে, স্তালিনকে ঐ পদ থেকে অপসারিত ক'রে সেখানে অধিকতর ধৈর্যশীল, বিশ্বস্ত, বিনয়ী ও সহকর্মীদের প্রতি মনোযোগী অপর কাউকে নিযুক্ত করা হ'ক্।"

স্তালিন সম্পর্কে লেনিন এই মন্তব্য করলেও এই স্মারকলিপি তিনি প্রকাশের জন্যে দেন নি। তাঁর স্ত্রী ও সেক্রেটারি ছাড়া এ-বিষয়ে আর কেউ কিছু জানতেন না। লেনিনের স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হওয়ায় তিনি নিজে কাজ শুরু করেন এবং স্মারকলিপি প্রচারের প্রয়োজন বোধ করেন না। কামেনেভকে তিনি জর্জিয়ার প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্যে পাঠান এবং জর্জিয়ার বিরোধী প্রতিনিধিদের অভিযোগগুলি তিনি নিজে পার্টি কংগ্রেসে উত্থাপন করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু মার্চ মাসে (১৯২৩) তিনি পুনরায় গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লে তাতে তিনি যোগ দিতে পারেন না। যে কারণেই হ'ক, জর্জিয়া সম্পর্কে স্তালিনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কংগ্রেসে পেশ করা হয় না।

লেনিনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কে গ্রহণ করবে, স্বভাবত এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে

কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে এই স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু এই স্মারকলিপিতে ট্রট্স্কিকে লেনিন "অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী", "আত্মনির্ভরশীল", "অবল্‌শেভিক" ইত্যাদি বলেছিলেন। সুতরাং স্মারকলিপিটি পার্টি কংগ্রেসে উত্থাপিত করা হবে কিনা, এই প্রশ্ন উঠলে ট্রট্স্কি, জিনোভিভ, কামেনেভ প্রভৃতি সকলেই এই মত প্রকাশ করলেন যে, তার প্রয়োজন নেই। তবে প্রধান প্রধান প্রতিনিধিদের এই স্মারকলিপিটি পড়তে দেওয়া হবে। লেনিনের এই মন্তব্য জানবার পর স্তালিন নিজেই পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদ ত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু অন্যান্য নেতারা সকলেই তাঁকে বিরত করলেন। লেনিনের শূন্য স্থান একাকী কারো পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব নয়, কেবল মিলিত নেতৃত্বের দ্বারাই তা পূর্ণ হ'তে পারে, স্তালিন এই প্রস্তাব করলেন। জিনোভিভ প্রভৃতি নেতারাও স্তালিনের সাম্প্রতিক "হৃদ্য সহযোগিতায়" ও "লেনিনের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হওয়ায়" সন্তোষ প্রকাশ করলেন। লেনিনের বিখ্যাত স্মারকলিপির কাহিনী এই। এই স্মারকলিপি স্তালিন গোপন করেছিলেন বা এই স্মারকলিপির কথা সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যান্য নেতারা জানতেন না, পরবর্তী কালের এই প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা।

বৈদেশিক সম্পর্ক :

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাব মোটেই ত্যাগ করেনি। লেনিনের অসুস্থতা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ পেয়ে তারা আবার সোভিয়েত দেশকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার জন্যে নানাভাবে প্ররোচিত করছিল। বহু বৈদেশিক গুপ্তচর রাশিয়ায় প্রবেশ করেছিল এবং তারা ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ছিল। সোভিয়েত সরকার কতিপয় বৃটিশ গুপ্তচরকে

গ্রেফ্‌তার ক'রে বিতাড়িত করেছিলেন। কোনও রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের বারো মাইল বিস্তৃত জলধারা সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত, এই নিয়ম ভঙ্গ ক'রে বৃটিশ মৎস্যজীবীরা সোভিয়েত দেশের পার্শ্ববর্তী সামুদ্রিক এলাকায় মাছ ধরবার জন্যে প্রবেশ করেছিল। সোভিয়েত সরকার এই আইনভঙ্গকারীদের ট্রলারগুলি বাজেয়াপ্ত করলে বৃটিশ সরকার জানান যে, রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের তিন মাইল বিস্তৃত এলাকাই সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বৃটিশ মৎস্যজীবীরা অন্যায় কিছু করে নি, অন্যায় করেছেন সোভিয়েত সরকার স্বয়ং। বৃটিশ সরকার ট্রলারগুলি অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়ার জন্যে দাবী জানান।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিচারে পোলিশ গুপ্তচর পাদরী বুৎকেচিভ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সোভিয়েত বিচার-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও এই দণ্ড বহাল রাখেন। ঐ সময় বৃটিশ মিশন এই বিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে সোভিয়েত সরকারকে কড়া চিঠি দেন। ফলে কিছুদিন উভয় পক্ষে যে পত্রবিনিময় চলে, তাতে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়। পারস্য ও আফগানিস্থানে সোভিয়েত দূতেরা বৃটিশবিরোধী প্রচারকার্য করেছেন, এই অভিযোগে তাঁদের পারস্য ও আফগানিস্থান থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বৃটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে দাবী জানান। গৃহযুদ্ধের কালে যেসব বৃটিশ প্রজার ক্ষতি হয়েছে, তারও ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়।

সোভিয়েত সরকার বৃটিশ সরকারের এইসব দাবী উপেক্ষা করলে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জন সোভিয়েত সরকারের কাছে একটি চরমপত্র দেন। চরমপত্রের শর্তাবলী স্বীকার না করলে আক্রমণের হুমকি-ও দেখানো হয়। "কার্জন চরমপত্র" সমগ্র সোভিয়েত দেশে জনসাধারণের মনে ঘৃণা ও

ক্রোধের সঞ্চার করে। অসংখ্য সভাসমিতি ও মিছিল ক'রে সোভিয়েত জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দেশের রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ক'রে তোলার জন্যে নিজেরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ঐ অর্থ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র বিমানবহর গ'ড়ে তোলা হয়। বিমানবহরের নাম দেওয়া হয় "চরমপত্র"।

কার্জনের চরমপত্রদানের দু'দিন বাদেই কম্‌রাদি নামে একজন দেশত্যাগী রুশ প্রতিবিপ্লবী সুইজারল্যাণ্ডে ইতালিস্থ সোভিয়েত প্রতিনিধি প্রবীণ বল্‌শেভিক ও খ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক ভি. ভি. ভরভ্‌স্কিকে হত্যা করে। কিন্তু হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিচার প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়। সরকার পক্ষের উকিল আসামীর উকিলের মতোই কাজ করতে থাকেন। বিচারে আততায়ী মুক্তি পায়। এর প্রতিবাদে সোভিয়েত রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১২ই মে তারিখে সোভিয়েত সরকার 'কার্জন্ চরমপত্রের' যে জবাব দেন, তাতে তাঁরা বলেন, বৃটিশ এজেন্টরা ককেসাস, মধ্য-এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে সোভিয়েতবিরোধী যে প্রচার ও কার্যকলাপ চালাচ্ছে, তার অসংখ্য প্রমাণ তাঁদের হাতে আছে। বৃটেনের হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েত দেশের জনসাধারণের যে ক্ষতি হয়েছে, সে তুলনায় ইংরেজদের ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। বৃটিশ সরকার যদি হস্তক্ষেপের ফলে সংঘটিত সোভিয়েত জনসাধারণের ক্ষতির খেসারত দেন, তবে সোভিয়েত সরকারও সানন্দে বৃটিশ প্রজাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। তবে বুৎকেভিচের বিচারকালে সোভিয়েত সরকার বৃটিশ সরকারকে যেসব পত্র দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁরা প্রত্যাহার ক'রে নিতে রাজী আছেন। কারণ, বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সোভিয়েত আদালতের রায় অপরিবর্তিতই আছে। সাময়িকভাবে সোভিয়েত সরকার সামুদ্রিক এলাকার বিস্তৃতি কার্যত তিন মাইল

ব'লে স্বীকার ক'রে নিতেও রাজী থাকেন। সোভিয়েত সরকারের পত্রের সুর এবং বৃটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে প্রচুর পরিমাণ অর্ডার সহ সোভিয়েত বাণিজ্য সচিব ক্রাসিনের লণ্ডনে উপস্থিতি পরিস্থিতিটাকে অনেকখানি হাল্কা ক'রে দেয়। এই সময় রুহ্‌র অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের মতদ্বৈধ চলছিল। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ এবং শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলগুলি রক্ষণশীল সরকারের সোভিয়েতবিরোধী হঠকারিতার নিন্দা করছিল। তাই বৃটিশ সরকার চরমপত্র সম্পর্কে অনেকখানি নরম হয়ে পড়েন। ঐ সময়ে লোসান সম্মেলনে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জনের চেষ্টায় কৃষ্ণসাগরে সকল শক্তির রণতরী প্রবেশের অধিকার তুরস্ক স্বীকার নেয়। কৃষ্ণসাগরে রণতরী প্রবেশের লক্ষ্য যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। সম্মেলনে সোভিয়েত পররাষ্ট্র সচিব চিচেরিন লর্ড কার্জনের সঙ্গে তুমুল বিতর্ক ক'রেও ব্যর্থ হন। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল ১৪ই আগস্ট তারিখে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিলেও সোভিয়েত সরকার তা স্বীকার করেন না।

কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং লেবার পার্টি ইংল্যাণ্ডে নূতন সরকার গঠন করেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড রক্ষণশীল দলের বৈদেশিক নীতিই অনুসরণ করতে চাইলেও লেবার পার্টির সাধারণ সদস্য ও সমর্থকদের চাপে সোভিয়েত সম্পর্কে অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ৩০-এ নভেম্বর (১৯২৩) তারিখে মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালি সরকার সোভিয়েত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে বৃটিশ সরকারও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই ইতালি, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক, মেক্‌সিকো, হাঙ্গেরি এবং ফ্রান্সও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে

স্বীকার করে। চীনদেশের সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের নূতন চুক্তি হওয়ায় ঐ দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জারের আমলে বিভিন্ন চুক্তি ক'রে চীনের কাছ থেকে যেসব অন্যায় অধিকার আদায় করা হয়েছিল, সোভিয়েত সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নিজ থেকে একপাক্ষিকভাবে সেগুলি বাতিল ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত এখন উভয়পক্ষের চুক্তিতে পুনরায় ঘোষিত হয়। চুক্তি অনুসারে মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে নির্মিত চীনা পূর্ব রেলপথের পরিচালনভার চীনা ও সোভিয়েত সরকার মিলিতভাবে গ্রহণ করেন।

বৃটেনের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার জন্যে উভয় পক্ষের মধ্যে যে আলোচনা চলেছিল, তা প্রায় সফল হয়ে ওঠে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের আগে ফাটকাবাজির জন্যে কেনা নয় এমন রাশিয়ান 'বণ্ডের' অধিকারী বৃটিশ প্রজাদের দাবী মেটাতে এবং বিপ্লবের ফলে যেসব বৃটিশ প্রজার কলকারখানা, ব্যাঙ্কের আমানত প্রভৃতি সোভিয়েত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন, সেগুলির ক্ষতি-পূরণ দিতে সোভিয়েত সরকার রাজী হন। এর বিনিময়ে বৃটিশ সরকার সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ঋণ দেওয়ার জন্যে একটি প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করবেন এবং পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে বৃটেনের বাজারে ঋণপত্র ছাড়বেন, স্থির হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ অক্টোবর তারিখে একটি পত্রেও সোভিয়েত সরকার তৎকালীন রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের কাছে এই প্রস্তাবই করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল দল তখন তা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা এখনও এই ধরনের কোনও চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাঁরা অকস্মাৎ "জিনোভিভ পত্র" নামে কুখ্যাত জাল পত্রটি লেবার পার্টির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন এবং রক্ষণশীল সরকার পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই জাল পত্রের উল্লেখ ক'রে নবগঠিত রক্ষণশীল

বৃটিশ সরকার লণ্ডনস্থ সোভিয়েত প্রতিনিধি রাকোভস্কিকে জানালেন যে, তাঁরা লেবার পার্টি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলিকে স্বীকৃতি দেবেন না। এইভাবে বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের আপোস-মীমাংসার চেষ্টা আবার ব্যর্থ হ'লো।

রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন ঃ

জারের আমলে মধ্য-এশিয়া, ট্র্যান্সককেসাস প্রভৃতি অঞ্চল রাশিয়ার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশরূপেই ব্যবহৃত হ'তো। কিন্তু সোভিয়েত শাসনের কয়েক বৎসরেই সেখানে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছিল। সেই সঙ্গে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ অঞ্চলে বহু জাতি বাস করতো। জার সরকার ঐসব জাতিকে একত্র একই রাজনৈতিক এলাকার মধ্যে রেখে এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও কলহের উস্‌কানি দিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ করতো। বল্‌শেভিক পার্টি ও সোভিয়েত সরকার জাতির ভিত্তিতে যে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক একক (unit) গঠনের সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁরা ক্রমাগত কার্যত প্রয়োগ করতে লাগলেন। ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আরও কতিপয় সাধারণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের উদ্ভব হ'লো। আজারবাইজানে নাগোর্নি কারাবাশ (১৯২২), জর্জিয়ায় উত্তর ওসেতিয়া (১৯২৪) ও উজবেকিস্তানে কারাকল্পকিয়া (১৯২৫) নামে নূতন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির সৃষ্টি হ'লো। অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে কতিপয় নূতন স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণ-তন্ত্রের উদ্ভব ঘটলো—যেমন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কারেলিয়া, দূর প্রাচ্যে বুরিয়াৎ-মঙ্গোলিয়া (১৯২৫), ইউক্রেনের পশ্চিম সীমান্তে মোল্‌দাভিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে নাখিচেভান (১৯২৪)। মধ্য-এশিয়ায় প্রায় পনের লক্ষ বর্গমাইল স্থান জুড়ে বিভিন্ন জাতির

প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ লোক বাস করতো। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতির ভিত্তিতে ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক এলাকা নির্দিষ্ট করা হ'লো। ফলে, উজবেক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র ও তুর্কেমেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র নামে দুটি নূতন সাধারণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটলো। উজবেক সাধারণতন্ত্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত তাজিক ও কিরঘিজ (পরে কাজাক) সাধারণতন্ত্র দুটি গঠিত হ'লো। পরে এই স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্র দুটির আরও অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হ'লে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাজিকিস্তান ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাজাকিস্তান পৃথক সাধারণতন্ত্ররূপে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পার্টি নেতৃত্বে কলহ:

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফসল ভালো না হওয়ায় অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের গতি ব্যাহত হ'লো এবং পুনরায় নানা সমস্যা দেখা দিলো। লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি, জিনোভিভ প্রভৃতি নেতারা সহযোগিতার কথা মুখে বললেও তাঁরা এই সুযোগে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালেই ট্রট্স্কি তাঁর "অক্টোবরের (১৯১৭) শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন এবং বললেন যে, এইসব নেতা অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে লেনিনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন নি। জিনোভিভ ও কামেনেভ "নূতন বিরোধী দল" নামে পার্টির মধ্যে একটি উপদল গ'ড়ে তুললেন। ফলে পার্টির মধ্যে ট্রট্স্কিপন্থী ও জিনোভিভপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চলতে লাগলো। এই বিরোধী দলগুলি কতিপয় প্রশ্ন তুললেন—শিল্পায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষত যন্ত্রপাতি, বিদেশ থেকে প্রচুর আমদানী না করলে দেশের শিল্পায়ন সম্ভব কি না? কুলাক শ্রেণীর কৃষকদের

স্বার্থহানি ক'রে দেশের কৃষি তথা অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব কি না? সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পায়ন চলছে, তা কি প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক, না তা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের নামান্তর মাত্র? মাঝারি শ্রেণীর কৃষকরা কি সত্যই শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী বন্ধু, না, তারা সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পথে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বোঝা হয়ে উঠবে? সর্বোপরি, তাঁরা এই প্রশ্ন তুললেন যে, অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর চাপে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করতে বাধ্য হবে বা যুদ্ধ বাধলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করতে পারবে, একথা ধ'রে নিলেও, কেবল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কি সমাজতন্ত্র গ'ড়ে তোলা সম্ভব? শেষ প্রশ্নটিই মূল প্রশ্ন হয়ে উঠলো।

এই প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বে লেনিন বহুবার দিয়েছিলেন। তাঁর শেষ তিনটি প্রবন্ধেও এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আছে।" স্তালিন লেনিনের সূত্র অনুসরণ ক'রেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ট্রট্স্কিপন্থীদের যুক্তির বিরুদ্ধে বললেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একটি মহাদেশবিশেষ, এর জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ্ সুপ্রচুর; সুতরাং বাইরের বিনা সাহায্যেই এখানে সমাজতন্ত্র গ'ড়ে তোলা সম্ভব। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসেও বিপুল ভোটাধিক্যে স্তালিনের নীতিই সমর্থিত হ'লো। বিরোধীরা শতকরা ৩টি ভোটের বেশী পেলেন না। কেন্দ্রীয় কমিটি সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, কেবল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই বল্‌শেভিক পার্টি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেছিল। মেন্‌শেভিকরা এই মতবাদের বিরোধী ছিল। এখন যারা এই মতের বিরোধিতা করছে, তারা মেন্‌শেভিকদেরই অনুসরণ

করছে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটি একথাও বললেন, যুক্তরাষ্ট্রের চারিদিকে যেসব পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র রয়েছে, সেগুলি থেকে বিপদ্ ঘটবার সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পরেও তা থাকবে। পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস দ্রুত শিল্পায়নের জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দিলেন। কারণ, উন্নত শিল্পায়নই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। পার্টি কংগ্রেসে পরাজয়ের পর ট্রট্স্কি, জিনোভিভ, কামেনেভ প্রভৃতি বিরোধী নেতারা কিছুদিন নীরব রইলেন।

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসে "শিল্পায়ন কংগ্রেস" নামে পরিচিত হয়েছে। এই কংগ্রেসেই "রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক)" নাম পরিবর্তিত ক'রে "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি (বল্‌শেভিক)" এই নূতন নামকরণ হয়।

দ্রুত শিল্পায়ন প্রচেষ্টা ঃ

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সময়ে গোড়ার দিকে কৃষি-ব্যবস্থা ও পুরাতন কলকারখানাগুলিকে চালু করবার দিকেই বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরাতন কলকারখানাগুলির যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত পুরানো ও সেকেলে। তাই এখন পুরানো কলকারখানাগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা হ'লো। গোড়ার দিকে ছোটখাটো কলকারখানার দিকেই মন দেওয়া হয়েছিল। এখন দেশে বড় বড় কলকারখানা গ'ড়ে তোলার দিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'লো। বড় বড় কলকারখানা গ'ড়ে তুলতে না পারলে ছোট কলকারখানা এবং কৃষির বিকাশ ও উন্নতি ছিল অসম্ভব। কেবল বড় বড় কলকারখানা নয়, জারের আমলে যেসব অত্যাবশ্যক শ্রমশিল্প দেশে ছিল না, যেমন, যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা, মোটর তৈরির কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের

কারখানা, বিমান ও ট্র্যাক্টর তৈরির কারখানা ইত্যাদি—সেগুলি গ'ড়ে তোলার দিকেও মন দেওয়া হ'লো।

এইসব কলকারখানা গ'ড়ে তোলার জন্যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাধারণত এই অর্থ ছোটখাটো কলকারখানা থেকে মুনাফারূপে প্রাপ্ত সঞ্চিত ধন, উপনিবেশ ও বিজিত দেশগুলি থেকে লুণ্ঠিত অর্থ, বৈদেশিক ঋণ প্রভৃতি থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের ঐসব পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না। তাকে দেশ থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়েই দেশের শিল্পায়ন করতে হয়েছিল। সোভিয়েত দেশের জনসাধারণ দেশের শিল্পায়নের জন্যে যে কৃচ্ছ্রতাসাধন করেছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ঋণপত্রগুলি থেকেই এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে নূতন কলকারখানা গ'ড়ে তোলার জন্যে সাড়ে আটত্রিশ কোটি রুবল ব্যয় হয়েছিল, সেখানে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল একাশি কোটি দশ লক্ষ রুবল। পুরাতন কলকারখানাগুলি, যেগুলি বন্ধ হয়ে পড়েছিল, সেগুলিতে এবং সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন কলকারখানাগুলিতে দ্রুত কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে নীপ্রোপেত্রোভ্স্ক্ ইস্পাত কারখানায় প্রথম ব্ল্যাস্ট ফারনেস বসানো হয়েছিল। এই কারখানাটি দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ কারখানা ছিল এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বন্ধ পড়েছিল। এর এক মাস বাদে উরাল অঞ্চলে কারাবাশ তামা ঢালাইয়ের কারখানাটিতে কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর নিকটে শাতুরা অঞ্চলের সুবৃহৎ শক্তি-উৎপাদনের কারখানাটি চালু হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে দিবসে তাসখন্দ ও ইরেভানে দুইটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বৎসর জুলাই মাসে

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক রেলপথ চালু হয়েছিল। ঐ সময় স্তালিনগ্রাদের বিখ্যাত ট্র্যাক্টর কারখানাটিরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকারের বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনার প্রথম ফসলরূপে "ভল্‌গা ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট"-এর উদ্‌বোধন হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্র্যান্স-ককেসিয়ায় একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সময়ই পুতিলভ কারখানায় সর্বপ্রথম ট্র্যাক্টর ও মস্কোর অটোমোবাইল প্ল্যান্টে মোটর ট্রাক নির্মিত হয়েছিল। ঐ বৎসর "তুর্কসিব" রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়েছিল। এই রেলপথ কাজাকিস্তানের জলহীন মরু অতিক্রম ক'রে সাইবেরিয়ার সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এইভাবে সমগ্র দেশেই ব্যাপক শিল্পায়ন চলছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার-শাসিত রুশ সাম্রাজ্যে শ্রমশিল্পের উৎপাদনের যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল, ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের আর্থিক বৎসরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশিল্পের উৎপাদন সেই পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গেলো। কৃষিজাত দ্রব্য ও জাতীয় আয়ের পরিমাণও প্রাক্‌যুদ্ধ কালের সমান হয়ে উঠলো।

শ্রমিকদের জীবনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্যেও সর্বপ্রকার চেষ্টা চলতে লাগলো। অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জয়ন্তী অধিবেশনে শ্রমিকদের দৈনিক কার্যকাল ৭ ঘণ্টা করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো। শ্রমিকদের বেতন প্রায় শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পেলো। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা নব্বই লক্ষেরও বেশী হয়ে উঠলো। শ্রমিকরা শ্রমশিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে নিয়মিত "উৎপাদন সভা" করতে লাগলো। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কেবল মস্কোতেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক "উৎপাদন সভার" জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলো। কলকারখানাগুলিতে যাতে

মালমসলার অপচয় না হয়, সেজন্যে হাজার হাজার শ্রমিক "পরিদর্শনের" কাজে অংশ নিলো।

শ্রমশিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে গরীব কৃষকদের কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হ'লো।

বৈদেশিক সম্পর্ক ঃ

সোভিয়েত সরকার যখন অর্থনৈতিক সংগঠন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁদের বৈদেশিক সম্পর্ক আবার জটিল হয়ে উঠেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্টির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল, সেই সুযোগে অক্টোবর মাসে ফ্রান্স, জার্মানি, বৃটেন, ইতালি ও বেল্‌জিয়ামের মধ্যে "লোকার্নো চুক্তি" সম্পন্ন হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নোতে সম্পন্ন এই চুক্তি অনুসারে জার্মানি, ফ্রান্স ও বেল্‌জিয়াম পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল এবং ইংল্যাণ্ড ও ইতালি এই চুক্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। ফলে পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধের পথ বন্ধ ক'রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই তাকে অর্ধোন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ক্যান্টনের কুয়ো-মিন্-তাং সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মস্কো থেকে প্রেরিত পরামর্শদাতাদের সাহায্যে তাঁদের বিখ্যাত উত্তর অভিযান আরম্ভ করলেন। যারা চীনকে উপনিবেশে পরিণত ক'রে রাখতে চেয়েছিল, তারা, বিশেষত ইংল্যাণ্ড, এতে ক্রুদ্ধ হ'লো এবং ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল সরকার পার্লামেণ্টে এই ব্যাপারকে কমিউনিস্টদের "বিশ্ব বিপ্লবের" একটি পর্যায় ব'লে ব্যাখ্যা করলেন। ঐ বৎসর মে মাসে যখন ইংল্যাণ্ডে সাধারণ ধর্মঘট হয়, তখন সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রায় চার লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ ক'রে ধর্মঘটীদের সাহায্যরূপে পাঠালেন। তাতে

বৃটিশ সরকার ও সোভিয়েত সরকারের মধ্যে তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পেলো। বৃটিশ সরকার সোভিয়েতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি বাতিল ক'রে দেওয়ার ভয় দেখালেন। ঐ সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সরকারগুলির মনোভাব ফরাসী সরকারের মধ্যেও প্রকাশ পেলো। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফ্রান্স ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে যে আলোচনা চলছিল, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো। চীনের কুখ্যাত দস্যুসর্দার জেনারেল চ্যাং ৎসো-লিন সেপ্টেম্বর মাসে চীনা পূর্ব রেলপথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু সোভিয়েত সম্পত্তি দখল করেছিল। ফলে দূর প্রাচ্যে গোলযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত সরকার অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা জার্মানি, আফগানিস্থান ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করলেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব সোভিয়েত সরকারকে এই মর্মে এক পত্র দিলেন যে, সোভিয়েত নেতারা তাঁদের বক্তৃতায় সমস্ত বিশ্বে বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে যেসব উক্তি করেছেন, সেগুলি "বৃটেনের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" ও "অসহনীয় প্ররোচনা দান" মাত্র। ২৬-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই পত্রের উত্তরে সোভিয়েত সরকার জানালেন যে, স্যার অস্টেন চেম্বারলেন তাঁর পত্রে "বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোনও অংশে অসন্তোষ বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করবার মতো প্ররোচনা দানের" একটিও ঘটনা উল্লেখ করেন নি। সেই সঙ্গে সোভিয়েত সরকার একথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, বৃটেন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোনও চুক্তি হয় নি, যার ফলে ঐ দুই দেশের কারও বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমায়িত করা হয়েছে। সহকারী বৈদেশিক সচিব লিৎভিনভ একথাও বললেন যে, বৃটিশ সচিবরা সোভিয়েত

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে ধরনের আক্রমণাত্মক উক্তি করেন, সোভিয়েত নেতারা কখনই তা করেন না। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা লণ্ডনে রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলির হাতে যেভাবে নিত্য অপমানিত হন, মস্কোয় বৃটিশ প্রতিনিধিদের তার সামান্যতম দুর্ব্যবহারও ভোগ করতে হয় না। বৃটেন যদি সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যচুক্তি, এমন কি কূটনৈতিক সম্পর্ক, ছিন্ন করেন, তবে সে দায়িত্ব তাঁদের। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এই ধরনের ভীতিপ্রদর্শন বৃথা।

বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এইসব পত্রবিনিময়ের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। ১২ই মার্চ তারিখে চীনা পুলিস হারবিনস্থ সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের অফিসে এবং পিকিংস্থ সোভিয়েত দূতাবাসে হানা দিলো। দূতাবাসের বহু জিনিস তারা অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল এবং কর্মচারীদের মারপিট করলো। ১২ই মে তারিখে বৃটিশ পুলিস লণ্ডনস্থ সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে হানা দিলো এবং কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেল ও কর্মচারীর উপর মারপিট করলো। ফলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হ'লো এবং রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রের কুৎসা প্রচারে মুখর হয়ে উঠলো। ৩রা জুন তারিখে কানাডা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগে দেশত্যাগী প্রতিবিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠলো এবং জনৈক দেশত্যাগী প্রতিবিপ্লবী পোল্যাণ্ডস্থ সোভিয়েত দূত ভোইকভকে গুলী ক'রে হত্যা করলো। জুলাই মাসে বের্লিনে জার্মান পুলিস সোভিয়েত বাণিজ্য-প্রতিনিধিদলের অফিসে এবং সাংহাইয়ে চীনা পুলিস সোভিয়েত ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অফিসে হানা দিলো। সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডস্থ সোভিয়েত

দূতাবাসে একজন রুশ দেশত্যাগী প্রতিবিপ্লবী প্রবেশ ক'রে ভারপ্রাপ্ত সোভিয়েত কর্মচারীকে হত্যা করবার চেষ্টা করলো। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ক্যান্টনে একটি শ্রমিক অভ্যুত্থানের ফলে চীনা পুলিস সোভিয়েত কনসালের অফিসে হানা দিলো এবং কয়েকজন সোভিয়েত কর্মচারীকে গুলী ক'রে হত্যা করলো। এই ঘটনার পর নান্‌কিং সরকার সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ফ্রান্সও সোভিয়েত দূতকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সোভিয়েত সরকারের উপর চাপ দিতে লাগলো। এখানে স্মরণীয় যে, এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেল্‌জিয়াম, হল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, বুল্‌গেরিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ফলে সোভিয়েত সরকার আবার যেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মতোই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

তবে একথাও সত্য যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার মৈত্রী ও হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপনে সফলও হয়েছিলেন। তাঁরা মার্চ মাসে তুরস্কের সঙ্গে এবং জুন মাসে লাৎভিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেছিলেন। অক্টোবর মাসে পারস্যের সঙ্গে অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতামূলক একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছিল এবং সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত এলাকায় জাপানীদের মাছ ধরবার ও অন্যান্য কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার অধিকার দিয়েছিলেন। মে মাসে জেনেভায় লীগ অব নেশন্‌সের উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন হয়েছিল, তাতে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলির সহ-অবস্থানের সম্ভাবনা ও বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। নভেম্বর মাসে জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের

প্রস্তুতি কমিশনের কাছে তাঁরা চার বৎসরের মধ্যেই সকল দেশের অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই প্রস্তাব ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

শক্তিশালী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখালেও সোভিয়েত সরকার স্থির ও অটল ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ও তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। জনসাধারণ এক স্কোয়াড্রন বিমান ক্রয় করবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিল এবং ঐ বিমান স্কোয়াড্রনের নাম দিয়েছিল "চেম্বারলেনের প্রতি আমাদের জবাব"। ভোইকভের হত্যার পর ঐ ধরনের হত্যাকাণ্ড যাতে আর না ঘটতে পারে, সেজন্যে দেশত্যাগী প্রতিবিপ্লবীদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কতিপয় বন্দী রুশ প্রতিবিপ্লবীকে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়েছিল।

ট্রট্স্কি ও জিনোভিভের বহিষ্কার ঃ

স্তালিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা যে নির্ভুল ছিল, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে তা সুপ্রমাণিত হ'লো। কিন্তু স্তালিনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও শক্তিবৃদ্ধি ট্রট্স্কি, জিনোভিভ প্রভৃতি নেতাদের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবস্থায় এখন সংকট দেখা দেওয়ায় ট্রট্স্কিপন্থী ও জিনোভিভপন্থীরা আবার প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁরা এখন পার্টির অমলাতান্ত্রিক মনোভাব, শ্রমিকদের অবস্থার ক্রমাবনতি, দরিদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর কৃষকদের ক্ষতি ক'রে কুলাক শ্রেণীকে প্রাধান্য

দান, শ্রমশিল্পের বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি এবং সোভিয়েতগুলিকে অন্তঃসারশূন্য সংস্থায় পরিণত করণ ইত্যাদি কতিপয় অভিযোগ তুললেন। সেই সঙ্গে তাঁরা এ-ও পুনরায় প্রচার করতে লাগলেন যে, একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা সম্ভব নয়; কারণ, অন্যান্য দেশে শ্রমিক বিপ্লব না হওয়ায় বা কমিউনিস্ট পার্টি তা ঘটাবার চেষ্টা না করায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা। ট্রট্স্কি, জিনোভিভ ও তাঁদের অনুগামীদের এইসব অভিযোগ ও আশঙ্কা অলীক ছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভুল নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং বিরোধীদের বিপর্যয় অনিবার্য ছিল। নিয়ম অনুসারে পার্টি কংগ্রেসের পূর্ববর্তী দু' মাস ধ'রে ট্রট্স্কিপন্থী ও জিনোভিভপন্থীদের অভিযোগগুলি কমিউনিস্ট পার্টির কলকারখানা, অফিস ও গ্রামাঞ্চলের বহু হাজার শাখায় প্রচারিত ও আলোচিত হ'লো। তাতে বিরোধীদের পক্ষে ৪০০০ এবং বিপক্ষে ৭২৪,০০০ লক্ষ ভোট পড়লো। কিন্তু তাতেও ট্রট্স্কি ও জিনোভিভ ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা ৭ই নভেম্বর তারিখে বিপ্লবের বার্ষিকী দিবসে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে পার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবার এবং হোটেলের বারান্দা থেকে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টাও হাস্যকরভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো। পার্টির নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ট্রট্স্কি ও জিনোভিভকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ট্রট্স্কি ও জিনোভিভের অনুগামীদেরও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হ'লো।

গ্রামীণ পুঁজিবাদের উপর আক্রমণ ঃ

শস্যের উৎপাদন, আবাদী জমির পরিমাণ ও পালিত পশু-

পক্ষীর সংখ্যা এখন প্রাক্‌যুদ্ধকালীন পরিমাণকেও অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। কিন্তু শহর ও শ্রমিক অঞ্চলের জন্যে যে শস্য সরবরাহ হচ্ছিল, তার পরিমাণ এখনও প্রাক্‌যুদ্ধকালের তুলনায় মাত্র শতকরা ৯১ ভাগে গিয়ে পৌঁছেছিল। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে শস্যোৎপাদন সত্ত্বেও শহর ও শিল্পাঞ্চলের এই খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ ছিল, পূর্বে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা যে পরিমাণ খাদ্য ব্যবহার করতে পেতো, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ তারা ব্যবহার করছিল। বিপ্লবের পরে জমিদারদের কাছ থেকে গৃহীত জমিগুলি কৃষকরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছিল। ফলে ছোটখাটো কৃষক পরিবারের সংখ্যা দেড় কোটি থেকে এখন দু কোটি চল্লিশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে গরীব ও মাঝারি কৃষকরাই প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ শস্য উৎপাদন করছিল। কিন্তু তারা এখন জারের আমলের রাজস্ব, কর ও ঋণের গুরুভার থেকে মুক্ত হওয়ায় অত্যধিক শস্য বিক্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিল না এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ শস্য নিজেরাই ভোগ করছিল। তারা তাদের উৎপাদনের মাত্র শতকরা ১১ ভাগ বাজারে বিক্রয়ের জন্যে ছাড়ছিল। কুলাক শ্রেণীর কৃষকরা অধিক জমি একত্র চাষ করায় দেশের সমগ্র উৎপন্ন শস্যের মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ তারা উৎপাদন করলেও, তাদের উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ তারা বাজারে দিচ্ছিল। দেশে কয়েক হাজার সমবায় ও সরকারী খামার ছিল। তারা দেশের সমগ্র উৎপন্ন শস্যের শতকরা ২ ভাগ শস্য উৎপাদন করলেও তাদের উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ তারা বাজারে বিক্রয়ের জন্যে দিচ্ছিল। অর্থাৎ কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় খামারগুলি সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল। তাদের পরেই ছিল কুলাক শ্রেণীর স্থান। কিন্তু কুলাক শ্রেণীকে আর বিকাশের সুযোগ দেওয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনীতির

দিক থেকে সমীচীন ছিল না। তাই পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে দেশে আরও অধিকতর সংখ্যায় সমবায় খামার প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়া হ'লো। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে দেশে মাত্র ৩৩০০০ সমবায় খামার বা কল্‌খজ্‌ ছিল। এইগুলিতে দেশের সমস্ত কৃষক পরিবারের মাত্র শতকরা ১·৭ ভাগ পরিবার অংশগ্রহণ করেছিল। পার্টি এখন সমবায় খামারগুলিকে অধিকতর পরিমাণে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা সেগুলির মাধ্যমেই কৃষকদের কাছ থেকে শস্য ক্রয় করতে লাগলেন এবং তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য নিয়মিত সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করলেন। তাই কৃষকরা দলে দলে স্বেচ্ছায় সমবায় খামার-গুলিতে যোগ দিতে লাগলো। ফলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সমবায় খামারের সংখ্যা হয়েছিল ৫৭০০০ এবং তাতে শতকরা ৩·৯ ভাগ কৃষক পরিবার অংশ গ্রহণ করেছিল। এখন দেশের সমগ্র শস্যের শতকরা ২০ ভাগ সমবায় খামারগুলিতেই উৎপন্ন হচ্ছিল।

কুলাকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্যেও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। কুলাকদের জমি ইজারা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকাল থেকে সরকার সৈন্যবাহিনী, শহর ও শিল্পাঞ্চলের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী শস্যসংগ্রহের জন্যে কতিপয় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইউক্রেন ও উত্তর ককেসাসে আংশিকভাবে ফসল নষ্ট হওয়ায় কুলাকরা তাদের উদ্‌বৃত্ত শস্য অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করবার জন্যে মজুত ক'রে রেখেছিল। সরকার বাড়ি বাড়ি তল্লাস ক'রে এই শস্য উদ্ধার ক'রে ত্রিশ টনের বেশী হ'লে তা নির্দিষ্ট মূল্যে বাজারে বিক্রয় করবার জন্যে কুলাকদের বাধ্য করলেন। ফলে কুলাকরা অনেক স্থলে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিলো। সেই সঙ্গে তারা সমবায় খামারগুলিতে

যোগদানের বিরুদ্ধে মাঝারি কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালাতে লাগলো। কৃষকদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তাদের সৈন্যবাহিনীর প্রহরাধীনে কাজ করতে হবে, তাদের পারিবারিক জীবন ব'লে কিছু থাকবে না, সকল স্ত্রী ও পুরুষকে "একই কম্বলের তলায় শুতে" বাধ্য করা হবে—ইত্যাদি অপপ্রচার তারা ক্রমাগত চালালো।

অনেক স্থলে কুলাকরা তাদের অপপ্রচারে সফলও হ'লো। তাদের প্ররোচনায় মাঝারি শ্রেণীর কৃষকরা অধিকতর মূল্যে ভিন্ন শস্য বিক্রয় করতে রাজী হ'লো না। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে ইউক্রেনে ও অন্যান্য স্থানে চাষ নষ্ট হওয়ায় শস্যাভাব আরও বৃদ্ধি পেলো এবং কুলাকরা তার সুযোগও গ্রহণ করলো। কিন্তু সরকার দৃঢ়হস্তে কুলাকদের দমন করতে অগ্রসর হলেন। কুলাকদের কাছে প্রাপ্য সমস্ত বাকী কর ও ঋণ অবিলম্বে শোধ করবার জন্যে আদেশ দেওয়া হ'লো। ফলে কুলাকরা মজুত শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হ'লো। তারা নির্দিষ্ট মূল্যে শস্য বিক্রয় করতে রাজী না হ'লে আদালতে বিচার ক'রে তাদের শস্য বাজেয়াপ্ত ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা হ'লো। গরীব ও মাঝারি কৃষকরা যাতে এই ব্যবস্থা সমর্থন করে, সেজন্যে বাজেয়াপ্ত শস্যের এক সিকি তাদের ঋণ হিসাবে দেওয়া হ'লো। বর্ষান্তে দেখা গেল, সরকার তাঁর প্রয়োজনীয় শস্য সংগ্রহ করেছেন এবং কুলাক শ্রেণী পূর্বাপেক্ষা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে।

গ্রামাঞ্চলে যখন কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল, তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে নূতনভাবে আবার বিরোধিতা দেখা দিলো। এই বিরোধিতার নেতৃত্ব করলেন গণপ্রতিনিধি-পরিষদের সভাপতি (প্রধান মন্ত্রী) রিকভ, পার্টির মুখপত্র প্রাভ্দার সম্পাদক বুখারিন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি তম্স্কি। এঁরা তিনজনেই "পলিট-ব্যুরোর" সদস্য ছিলেন। স্তালিনের নেতৃত্বে

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুলাক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাচ্ছিলেন, তাতে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং মাঝারি শ্রেণীর কৃষকরা কুলাকদের সাহায্য করবে ও ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটবে, এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। দেশে ব্যাপক শিল্পায়নের যে নীতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে জনসাধারণকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছিল, তা জনসাধারণ সহ্য করবে না, এইরকম যুক্তিও তাঁরা দেখাচ্ছিলেন। সুবিস্তৃত অনাবাদী তৃণভূমিতে সরকারী খামার স্থাপন ক'রে সরকারকে শস্যের দিক্ থেকে সুনিশ্চিত ও আত্মনির্ভর ক'রে তোলার জন্যে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, তা লাভজনক হবে না, এই কথা ব'লে তাঁরা তারও বিরোধিতা করছিলেন। সরকারী খামারের জন্যে অল্প অর্থব্যয়, সমবায় খামারের সংখ্যাহ্রাস, কুলাকদের অধিকতর সুযোগ ও স্বাধীনতা দান, বৃহৎ কলকারখানার পরিবর্তে ছোটখাটো কলকারখানা স্থাপন, প্রভৃতি বিষয়ের উপরে তাঁরা জোর দিচ্ছিলেন।

স্তালিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীদের এই নীতিকে পুরাতন মেন্‌শেভিকদের নীতি ও অমার্ক্সীয় পন্থা ব'লে অভিহিত করেন। কয়েক মাস পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে এবং কেন্দ্রীয় পার্টির অধিকাংশ সদস্যের মতকেই গ্রহণ করবার জন্যে বিরোধীদের বলা হয়। কিন্তু বিরোধীরা প্রথমে তাতে রাজী হন না। সুদীর্ঘ কয়েক মাস ধ'রে এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা ও বিতর্ক চলে। অন্যান্য বারের মতো এবারেও বিরোধীরা দেশে জনসমর্থন লাভ করেন না। কারণ, পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, তা-ই যে অভ্রান্ত ছিল, দ্রুত অর্থনৈতিক সাফল্যের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন আরও

অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারী খামারগুলি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ টন শস্য বাজারে দিয়েছিল, কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলি বাজারে দিয়েছিল বিশ লক্ষ টনেরও বেশী শস্য। ফলে বিরোধীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির নীতিকেই অবশেষে স্বীকার ক'রে নিলেন।

ট্রট্স্কি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও এই বিরোধিতার পশ্চাতে ছিলেন। তাই এখন তাঁকে সোভিয়েত ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হ'লো (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯)। ট্রট্স্কি দেশত্যাগীরূপে ফ্রান্সে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকেও তিনি সোভিয়েত ভূমির অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সংকট সৃষ্টি করবার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো। অবশেষে তিনি আমেরিকায় মেক্সিকোতে গিয়ে থাকেন। সেখানে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক গুপ্তঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন। জিনোভিভ পুনরায় পার্টিতে গৃহীত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়েছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা প্রথম পিয়াতিলেৎকা :

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ নিখিল সোভিয়েত কংগ্রেসে ও ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রস্তাব ও মূলনীতিগুলি গৃহীত হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ষোড়শ পার্টি কন্ফারেন্সে ঐ প্রস্তাব ও মূলনীতিগুলি অনুসারে রচিত খসড়া পরিকল্পনাটি আলোচিত ও গৃহীত হ'লো। বিরোধী দল এই পরিকল্পনার "ন্যূনতম সূচী" ও কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই পরিকল্পনার "উর্ধ্বতম সূচী-ই" সমর্থন করলেন। অবশেষে "উর্ধ্বতম সূচী-ই" গৃহীত হ'লো। এই পরিকল্পনার জন্যে

সাড়ে ছয় হাজার কোটি রুবল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হ'লো। বিপ্লবের পরবর্তী এগারো বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্যে ব্যয়িত হয়েছিল, এই পরিমাণ ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। এই পরিমাণ ছিল সমগ্র জাতীয় আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই পরিকল্পনা অনুসারে সারা দেশে শত শত নূতন কলকারখানা, খনি, বৈদ্যুতিক-কেন্দ্র, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রভৃতি স্থাপন, পুরাতন কলকারখানা প্রভৃতিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করণ, দেশে সরকারী খামার ও সমবায় খামারের সংখ্যা বর্ধন ও সুসংগঠিতকরণ এবং কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তন করবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'লো। এই পরিকল্পনা অনুসারে আরও শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিক কলকারখানাগুলিতে নিযুক্ত হ'তে পারবে, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এবং সমবায় খামারগুলি থেকেই সমগ্র উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৪৩ ভাগ আসবে।

বহু নূতন কলকারখানার নির্মাণকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্যে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব এক সাড়া দেখা দিলো। সর্বত্র "সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা", "পরিদর্শন", "উৎপাদন সম্মেলন" প্রভৃতি ব্যাপক-ভাবে চললো। দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাবদ্ধ দলগুলি (shock brigades) উৎপাদন-ব্যবস্থাকে দ্রুততর ও উন্নততর ক'রে তুললো। উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যাপারে উৎপাদন সম্মেলনগুলি বিশেষ-ভাবে সাহায্য করলো। অধিকতর উৎপাদন বিষয়ে কোনও বিশেষ কলকারখানার অভিজ্ঞতা অন্যত্রও সাদরে গৃহীত হ'লো। ঐ সময় দেশের এক কোটি বিশ লক্ষ শ্রমিকের শতকরা ১০ ভাগ নিপুণ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের স্বেচ্ছাবদ্ধ দল বা "শক্ ব্রিগেডার" রূপে কাজ করেছিল। আশি ভাগ শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধি-

প্রেরণের দ্বারা "উৎপাদন সম্মেলনগুলিতে" অংশ গ্রহণ করেছিল। বৎসর পূর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই প্রথম বৎসরের উৎপাদন-সূচী পূর্ণ হ'লো। উৎপাদনের জন্যে যে পরিমাণ সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছিল, তার চেয়ে ব্যয়ও হ'লো অনেক কম।

কৃষিতে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব সংঘটিত হ'লো। কৃষির উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর সরবরাহের জন্যে দেশে অসংখ্য মেসিন ও ট্র্যাক্টর কেন্দ্র (M.T.S.) প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ঐ সকল কেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত সমবায় খামারগুলিকে যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর ধার দেওয়া হ'তে লাগলো। প্রথম বৎসরেই সমবায় খামারের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও আধুনিক রীতিতে চাষ করায় সেগুলির উৎপাদন বেড়েছিল প্রায় তিনগুণ। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফসল ওঠার পর সমবায় খামারগুলির উৎকর্ষ ও উপযোগিতা সম্পর্কে কারও সংশয় রইলো না। ফলে সমবায় খামার গঠনের হিড়িক প'ড়ে গেল। কুলাক শ্রেণীর উপর অনিবার্য শেষ আঘাত এসে পড়লো। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে জমি খাজনায় দেওয়া ও ভাড়ায় কৃষক খাটানোর আইনগুলিকে বাতিল ক'রে দেওয়া হ'লো। কুলাকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে তা সমবায় খামারগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হ'লো। কুলাক ও তাদের পরিবারবর্গকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায়, প্রধানত উত্তর রাশিয়ার অরণ্যপ্রধান ও উরালের কাষ্ঠশিল্পপ্রধান অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হ'লো। তারা শ্রমিকরূপে কাজ করবার সুযোগ পেলো এবং শ্রমিকরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিলে তাদের পুনরায় নাগরিকের মর্যাদা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হ'লো। নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, গৃহপালিত পশুপক্ষী ইত্যাদি তারা সঙ্গে নিয়ে গেলো।

এখন দেশময় সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করা

হ'লো। জানুয়ারি (১৯৩০) মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে কি হারে সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা করা হবে, সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এতে বলা হয় যে, সমবায় খামার স্থাপনের কাজ উত্তর ককেসাস এবং মধ্য ও নিম্ন ভল্‌গা অঞ্চলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে, ইউক্রেন, ইউরোপীয় রাশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, উরাল অঞ্চল ও কাজাকিস্তানে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে এবং অন্যান্য অঞ্চলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হবে। কিন্তু দেশে সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু বাড়াবাড়ি ঘটলো। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে যেখানে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ কৃষক সমবায় খামারে যোগ দিয়েছিল, সেখানে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শতকরা ৫০ ভাগ কৃষক সমবায় খামারে এসে যোগ দিলো। মার্চ মাসে প্রায় এক কোটি সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ কৃষক পরিবার এক লক্ষ দশ হাজার সমবায় খামার গ'ড়ে তুলেছিল।

সমবায় খামার সংগঠনের এই অভাবিতপূর্ব গতিবেগের কুফলও কিছু ফলেছিল। অনেক স্থলে কৃষক পরিবারগুলির সঙ্গে পূর্বে আলোচনা না ক'রেই তাদের সমবায়গুলিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল। অনেক স্থলে এমন প্রকাণ্ড সমবায় খামার গ'ড়ে তোলা হয়েছিল, যেগুলির পরিচালনার উপযুক্ত শক্তি ও সংগঠন কৃষকদের ছিল না। অনেক স্থলে কেবল জমি ও কৃষির উপযোগী পশুই সমবায়গুলিতে গ্রহণ করা হচ্ছিল না, সেই সঙ্গে কৃষক পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী গরু, ছাগল, মুরগী, এমন কি বাসগৃহও, সমবায় খামারের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল। সমবায় খামারে ঐসব ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী জীবজন্তু গৃহীত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কুলাক শ্রেণীর মিথ্যা প্রচারণাই কার্যে পরিণত হচ্ছিল এবং কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তারা গরু,

ছাগল, মুরগী প্রভৃতি যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে হত্যা ক'রে সেগুলির মাংস আহার করছিল, ফলে অর্থনীতিতে মহা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছিল।

স্তালিন এই ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে "প্রাভ্দা" পত্রিকায় "সাফল্যের ফলে মাথা ঘুরে যাওয়া" (Dizziness from Success) নামে একটি প্রবন্ধে অত্যুৎসাহী স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীদের তীব্র সমালোচনা করলেন, তাদের তিনি "নির্বোধ" বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না। ১৫ই জুন তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রস্তাবে এবং ৩রা এপ্রিল তারিখে স্তালিন "সমবায় খামারের কমরেডদের প্রতি জবাব" শীর্ষক আরও একটি প্রবন্ধে এই অত্যুৎসাহের তীব্র সমালোচনা করলেন। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বহু কমিউনিস্ট নেতা, এমন কি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কোনও কোনও নেতাও তাঁদের পদ থেকে অপসারিত হলেন। পার্টির বহু জরুরি সভাসমিতির ব্যবস্থা করা হ'লো। সমবায় খামারগুলি যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসংগঠিত প্রতিষ্ঠান, জুলুম ও বলপ্রয়োগের বিন্দুমাত্র স্থান সেগুলিতে নেই, তা সর্বত্র প্রচারিত হ'লো। ফলে জুন মাসে প্রায় শতকরা ৭৫টি কৃষক পরিবার সমবায় খামার ত্যাগ ক'রে গেলো। কিন্তু এখনও যারা রইলো, তাদের সংখ্যা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ছিল তিন গুণ বেশী। তারা গত বৎসরের তুলনায় দু গুণেরও বেশী খাদ্যশস্য বাজারে দিলো। কল্পিত উৎসাহে ভাটা পড়ায় এখন সমবায় খামারগুলি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লো। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করেছিলেন যে, ঐ বৎসর বসন্তকালে সমবায় খামারের অধীনে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ একর জমিতে চাষ হবে। সে তুলনায় সমবায় খামারে যোগদানের হিড়িকে ভাটা পড়বার পরেও দেখা

গেল, প্রায় নব্বই লক্ষ একর জমি সমবায় খামারের অধীনে আবাদ হয়েছে।

সমবায় খামার সম্পর্কে কৃষকদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তা ক্রমেই দূরীভত হ'লো। সমবায় খামারগুলি প্রকৃতপক্ষে সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বাইরের নিয়ন্ত্রণাধীন সংগঠন ছিল না, গরীব ও মাঝারি কৃষকরা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ জমি নিয়ে সমবায় খামারে যোগ দিয়েছিল। সোভিয়েত দেশের সমস্ত জমিই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। তাই জমির মালিক বলতে যা বোঝায়, কৃষকরা তা ছিল না। সমবায় খামারগুলিকে রাজস্ব দিতে হ'তো না। তাই তারা রাষ্ট্রকে কর হিসাবে নির্দিষ্ট মূল্যে কিছু পরিমাণ শস্য দিতে বাধ্য থাকতো। বাকী শস্য তারা বেশী দামে বাজারে বিক্রয় করতে পেতো। সমবায় খামারগুলির পরিচালনা খামারের সদস্যরাই নিজেদের নির্বাচিত কমিটির মারফত করতো। সমবায় খামারের পুরুষ ও স্ত্রী সদস্যদের অধিকার সমান হওয়ায় কর ও অন্যান্য খরচ-খরচা দেওয়ার পর যা নিট লাভ হ'তো, তা সকলের মধ্যে কাজের গুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে গোনা "কাজের দিন" অনুসারে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'তো। তবে সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্যে গৃহনির্মাণ, হিতকর বিভিন্ন ব্যবস্থা, সংরক্ষিত তহবিল প্রভৃতির জন্যে কিছু টাকা রাখা হ'তো। সমবায় খামারগুলির অভিজ্ঞতা থেকে কৃষকরা ক্রমেই বুঝেছিল যে, এতে তারা অনেক বেশী লাভবান্ হচ্ছে। ফলে সমবায় খামারে যোগ দেওয়ার হিড়িক এখন ক'মে গেলেও ধীরে ধীরে কৃষকরা আবার খামারগুলিতে যোগ দিতে লাগলো। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেখা গেল, দেশের প্রায় এক কোটি তেরো লক্ষ কৃষক পরিবার—অর্থাৎ দেশের কৃষক পরিবারগুলির অর্ধেকেরও বেশী—সমবায় খামারগুলিতে যোগ দিয়েছে, সমবায় খামারের সংখ্যা হয়ে উঠেছে

প্রায় দুই লক্ষ এবং সমবায় খামার ও সরকারী খামার থেকে সমস্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ শস্য উৎপন্ন হচ্ছে।

সমবায় খামারগুলির সংগঠন যাতে ঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠে, সেজন্যে বড় বড় কলকারখানা থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবায় খামারগুলিকে সাহায্য করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রায় ৭৫০০০ শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৫০০০ শ্রমিককে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়ে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। দেশব্যাপী এই সুবৃহৎ ব্যাপারে ভুলচুক যে কিছু হয়নি, এমন নয়। তবে নিজেদের অভিজ্ঞতা, সততা ও চেষ্টার দ্বারা কৃষকরা সেগুলির দ্রুত সংশোধন করেছিলেন। হিসাবপত্র ঠিকমতো রাখার সমস্যাটাও কম ছিল না। পুরাতন সমবায় খামারগুলির অভিজ্ঞ কর্মীরা নূতন সমবায় খামারগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করছিলেন। সমবায় খামারের অন্তর্ভুক্ত কৃষক পরিবারগুলিকে নিজ নিজ ব্যবহারের উপযোগী গরু, মুরগী, শূকর প্রভৃতি পালনের জন্যে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল। সেজন্যে পরিবার পিছু আধ থেকে এক একর জমিও দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে সমবায় খামারগুলিকে ও সমবায় খামার-গুলির সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যে সমবায় খামারগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেগুলিতে দেখা গিয়েছিল, মাথা পিছু কৃষকরা সাড়ে বারো একর জমি চাষ করেছে। অন্য পক্ষে, যেসব খামারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর ছাড়া চাষ করা হচ্ছিল, সেগুলিতে মাথা পিছু কৃষকরা চাষ করেছিল মাত্র পাঁচ একর জমি। তাই সমবায় খামারগুলিতে ট্র্যাক্টর ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছিল।

কৃষির মতো শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও দ্রুত উন্নতি দেখা গিয়েছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসেই "পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চার বছরে" এই ধ্বনি ওঠে। জুলাই মাসে পার্টির ষোড়শ অধিবেশনও এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময়ে দেশের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৫৩ ভাগ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। আবার শিল্পজাত দ্রব্যের তিন-পঞ্চমাংশ ছিল উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—কয়লা, লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, তেল প্রভৃতি। এই-ভাবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল—সোভিয়েত দেশ কৃষিপ্রাধান্য থেকে শিল্পপ্রাধান্য লাভ করেছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৩০) নিঝ্‌নি নভ্‌গরদের অটোমোবাইল কারখানার ও বাকুর তৈলখনি থেকে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী বাটুমি পর্যন্ত বিস্তৃত পাইপ লাইনের উদ্‌বোধন হয়েছিল। মে মাসে তুর্কিস্তানের তুলো উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে সাইবিরিয়ার গম উৎপাদন ক্ষেত্র যুক্ত ক'রে নির্মিত রেলপথটি চালু হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদের ট্র্যাক্টর কারখানা পুরোদমে কাজ করছিল। দন নদীর তীরবর্তী রস্তভে কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু শ্রমশিল্পের এই অগ্রগতিও যথেষ্ট ছিল না। তাই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্প-পরিচালকদের সম্মেলনে স্তালিন কাজের গতি আরও ত্বরিত করবার জন্যে বলেছিলেন। বলেছিলেন, "আমরা অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় দেড় শ বছর পেছিয়ে আছি। আমাদের এই ব্যবধান আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দূর করতেই হবে। হয় আমরা তা করবো, নয় ওরা আমাদের পিষে ফেলবে।" জুন মাসে অর্থনৈতিক সংগঠকদের একটি সম্মেলনে স্তালিন শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে কয়েকটি বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেন। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে এখন ব্যাপকভাবে

সমবায় খামারগুলি গ'ড়ে ওঠায় কৃষকদের মানুষের মতো বাঁচবার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাই কৃষকরা আগের মতো গ্রামাঞ্চল থেকে কল-কারখানায় কাজের জন্যে আসছিল না। সুতরাং এখন কল-কারখানায় শ্রমিক সরবরাহের জন্যে সমবায় খামারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও চুক্তি করবার প্রয়োজন ছিল। যাতে অধিকতর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শারীরিক শ্রমের ব্যবহার হ্রাস করা যায়, সেদিকেও লক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। নূতন যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্যে শ্রমিকদের গড়পড়তা পারিশ্রমিক না দিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। উৎপাদনের বিষয়ে শ্রমিকরা যাতে নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করবার সুযোগ পায়, সেদিকেও লক্ষ্য দেওয়া দরকার ছিল। কাজে যোগ্যতা ও উৎকর্ষ দেখাতে পারলে পার্টির সদস্য না হ'লেও শ্রমিকদের যথাযোগ্য পদোন্নতি ও পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা উচিত। আগের আমলের যন্ত্রবিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের প্রতি অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখিয়ে তাদের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়াও প্রয়োজন ছিল। শ্রমিকদের শিক্ষা ও যন্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ব্যাপক ব্যবস্থা করাও ছিল অপরিহার্য। স্তালিনের পরামর্শমতো এই সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হ'লো এবং শীঘ্রই সুফল দেখা গেলো।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর স্তালিন মোটর কারখানা, খারকভের ট্র্যাক্টর কারখানা, উরাল অঞ্চলের লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, "চুম্বক পর্বতের" প্রথম ব্লাস্ট-ফারনেস্, পুতিলভ জাহাজের কারখানা এবং লেনিনগ্রাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা চালু হ'লো। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বল-বেয়ারিং কারখানা, উরাল অঞ্চলে নিকেলের কারখানা ও নীপার নদীতে বৈদ্যুতিক-শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র চালু হ'লো।

এইভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চার বৎসরের (১৯২৯-৩২) মধ্যেই কার্যত সম্পূর্ণ হ'লো। এই পরিকল্পনা অনুসারে দেশে প্রায় ১৫০০ নূতন কলখারখানা স্থাপিত এবং ৯০০ পুরাতন কল-কারখানা পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল এক কোটি দশ লক্ষ, সেখানে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকের সংখ্যা হয়েছিল দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ। শ্রমিকের প্রকৃত আয় গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছিল। দেশে বেকার সমস্যা ব'লে কিছু ছিল না। সমবায় খামারগুলিতে শতকরা ৬০ ভাগ কৃষক পরিবার যোগ দিয়েছিল, দেশের শতকরা ৭০ ভাগ আবাদী জমিতে চাষ করছিল এবং বাজারে শতকরা ৮০ ভাগ শস্য সরবরাহ হচ্ছিল। সরকারী খামারগুলিও আবাদী জমির শতকরা ১০ ভাগ চাষ করছিল এবং সমবায় খামারগুলির চেয়েও শতকরা অনেক বেশী হারে বাজারে শস্য দিচ্ছিল। কুলাক শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

ধ্বংসাত্মক কার্য:

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগঠন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে কতখানি উন্নত ধরনের ছিল, তা আরও সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, যখন আমরা মনে রাখি যে, ঠিক ঐ সময়েই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এক ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে সোভিয়েত সংগঠন ও অর্থনীতিকে বানচাল করবার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চলছিল। বৈদেশিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, দেশত্যাগী প্রতিবিপ্লবীরা, দেশে আত্মগোপনকারী প্রতিবিপ্লবীরা, নির্বাসিত ট্রট্স্কির অনুচররা, কুলাক শ্রেণীর লোকেরা, সকলেই সুযোগমতো ধ্বংসাত্মক কার্যের দ্বারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সোভিয়েত সরকারকে বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করছিল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দনেৎস্ কয়লা খনি অঞ্চলে এইরকম ধ্বংসাত্মক কার্যের একটি চক্রান্ত ধরা পড়েছিল। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের কতিপয় যন্ত্রবিদ্ একদল জার্মান যন্ত্রবিদের সঙ্গে একজোট হয়ে নানাভাবে কয়লার খনিতে কাজ ব্যাহত করছিল। জার্মান সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল। মে-জুলাই মাসে যখন এই দলটি ধরা পড়লো, তখন জানা গেল যে, দেশে আরও এই ধরনের বহু দল অধিকতর সতর্কতা ও গোপনতার সঙ্গে কাজ করছে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আবার একদল রাজতন্ত্রী চক্রান্তকারী লেনিনগ্রাদে ধরা পড়লো। মার্চ মাসে "ইউক্রেনের মুক্তি সংঘ" নামে একটি গুপ্ত সংঘ আবিষ্কৃত হ'লো। পোলিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লেনা সোনার খনিতে সোভিয়েত সরকার একটি বিদেশী কোম্পানিকে কাজ করবার অধিকার দিয়েছিলেন। ঐ কোম্পানির কতিপয় কর্মী গুপ্তচরবৃত্তি ও প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের জন্যে আদালতের বিচারে দণ্ডিত হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মস্কোয় "শ্রম-শিল্প দল" নামে পরিচিত একদল "ধ্বংসকারীর" বিচার সারা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। এই ধ্বংসকারীরা ছিলেন পুরাতন আমলের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। তাঁরা সোভিয়েত শ্রমশিল্পে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের নেতা অধ্যাপক এল. কে. রাম্‌জিন একজন অসামান্য-প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। সোভিয়েত সরকার তাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন, এমন কি তাঁর জন্যেই তাপ-বলবিদ্যার (Thermo-dynamics) একটি বিশেষ শিক্ষায়তন গ'ড়ে দিয়েছিলেন। এই চক্রান্তকারীরা সাধারণ পদ্ধতিতে ধ্বংসাত্মক কার্য করেননি। বিশেষজ্ঞ হিসাবে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তার বলে তাঁরা এমন কতকগুলি ভুল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম স্থির ক'রে দিয়েছিলেন, যার ফলে

সোভিয়েত সরকারের শিল্পায়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত ও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এঁদের সঙ্গে দেশত্যাগী রুশ প্রতিবিপ্লবী এবং বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সোভিয়েত সরকারের বিশ্বস্ত কর্মীরূপে প্রায়ই এঁদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে বাইরে পাঠানো হ'তো। সেই সুযোগেই এঁরা বহিঃশত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ গ'ড়ে তুলেছিলেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এক শ্রেণীর নেতা ও বাইরের বুর্জোয়া সরকারগুলির প্রচার এঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে তুলেছিল যে, সোভিয়েত সরকারের পতন আসন্ন, এঁদের এইসব ভুল পরিকল্পনার ফলে সোভিয়েত অর্থনীতিতে গুরুতর সংকট দেখা দেবে, ফলে সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটবে। যখন এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়, তখন এঁদের কাছে ভবিষ্যৎ "রুশ সরকারের" কোন্ কোন্ পদে কে নিযুক্ত হবেন, তারও একটি বিশদ তালিকা পাওয়া গিয়েছিল। বিচারে প্রধান অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু তাঁরা অনুতাপ করায় এবং তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা অকপটে প্রকাশ করায় মৃত্যুদণ্ড মকুব ক'রে তাঁদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কাজের মধ্য দিয়ে অপরাধীদের সংশোধনের যে নীতিতে সোভিয়েত সরকার বিশ্বাস করতেন, তদনুসারেই এঁদের কাজ দেওয়া হয়। কিছুদিন বাদে রাম্‌জিন আবার তাঁর শিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করতে আসেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সোভিয়েত সরকার রাম্‌জিনকে ঐ পদে বহাল রাখেন এবং তাঁকে কাজ করবার সকল রকম সুযোগ-সুবিধা দেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একবার যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে রাম্‌জিন প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করেন এবং সেজন্য তিনি সম্মানসূচক চিহ্নে ভূষিত হন এবং তাঁর দণ্ড মকুব ক'রে দেওয়া হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নবাবিষ্কৃত "ইউনিফ্লো

বয়লার” সরকারীভাবে ব্যবহারের জন্যে গৃহীত হ'লে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কৃতী বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁকে “অর্ডার অব লেনিন” ও স্তালিন পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে অভিযুক্ত ভি. এ. লারিচেভ-ও অনুরূপভাবে সম্মানিত হন। যারা সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিস্টদের “রক্তপায়ী দানব” রূপে চিত্রিত করবার চেষ্টা করে, তাদের এইসব ঘটনা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সুপ্রীম কোর্টে ধ্বংসকারীদের আরও দুটি চাঞ্চল্যকর বিচার হয়। চক্রান্তকারীদের প্রথম দলটি নিজেদের “মেন্‌শেভিকদের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যুরো” নামে অভিহিত করতো। দেশত্যাগী মেন্‌শেভিক নেতাদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মেন্‌শেভিক হ'লেও এরা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আপোস করেছিল এবং সোভিয়েত সরকার এদের “রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা পরিষদ্,” “সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ্” ও অন্যান্য সংগঠনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। “সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ্” ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সরকারের শ্রমশিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়রূপে কাজ করছিল। চক্রান্তকারীদের দ্বিতীয় দলটি নিজেদের “মেহনতী কৃষক পার্টি” নামে অভিহিত করতো। এর সদস্যরা পূর্বে সোস্যালিস্ট-রিভোল্যুসনারি দলের সদস্য ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও কৃষি সংক্রান্ত অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁরা সোভিয়েত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই উভয় দলই “শ্রমশিল্প দলের” মতোই ভুল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত অর্থনীতি তথা সোভিয়েত সরকারকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করেছিল। এই চক্রান্তকারীরাও অনুতাপ ক'রে তাঁদের পরিকল্পনাগুলি অকপটে প্রকাশ করেন। ফলে তাঁদের ক্ষেত্রেও দণ্ড ঘুল করা হয়।

কিন্তু এর পরেও ধ্বংসাত্মক কার্য ক্রমাগত চলতে থাকে। তবে দেশের অসামান্য অর্থনৈতিক উন্নতির পাশে সেগুলিকে উল্লেখযোগ্য বা ভয়ংকর কোনও ঘটনা ব'লে আমল দেওয়া হয় না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঃ

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দটি "পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার" কার্যারম্ভের জন্যে যেমন স্মরণীয়, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ঐ বৎসরটি সোভিয়েত দেশের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ বৎসরের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থে পুষ্ট হানাদাররা আফগানিস্থান থেকে এসে প্রায়ই মধ্য-এশিয়ায় হামলা করতে থাকে। মে মাসে চীনা পুলিশ হারবিনে সোভিয়েত কন্‌সাল জেনারেলের অফিসে হানা দেয়। কিছুদিন বাদেই মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃপক্ষ চীনা পূর্ব রেলপথটি অধিকার ক'রে নেয় এবং সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার, কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করে। সোভিয়েত সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং চীনদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তাতেও কোনও সুফল হয় না। মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তবর্তী সোভিয়েত অঞ্চলে চীনা সামরিক বাহিনী প্রায়ই হানা দিতে থাকে। ফলে সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে চীনা বাহিনীর কতিপয় সংঘর্ষ ঘটে এবং সোভিয়েত বাহিনী ১৭ই নভেম্বর তারিখে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে। চীনা বাহিনী পর পর কয়েকটি যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সোভিয়েত বাহিনী উত্তর মাঞ্চুরিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর অধিকার করে। ফলে চীনা সরকারকে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। সোভিয়েত সরকার কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন না। চীনে সোভিয়েত সরকারের পূর্বমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংল্যাণ্ডে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে লেবার

পার্টি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকেই তাঁদের ঘোষিত কর্মসূচীতে অন্যতম প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। নির্বাচনে জয়লাভের পর লেবার পার্টি সরকার গঠন করেন। তাঁরা শ্রমিক ও জনসাধারণের চাপে অক্টোবর মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ড ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি অস্থায়ী বাণিজ্যচুক্তিও হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই ইতালিও সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে ঋণদান ও বাণিজ্য বিষয়ে চুক্তি করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইসব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করলেও আসন্ন বিরোধিতার কিছুটা সূচনাও দেখা দেয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মেক্সিকো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফেব্রুয়ারি মাসে পোপ একাদশ পিয়াস সোভিয়েত শাসন থেকে রুশ জনসাধারণের মুক্তির জন্যে "প্রার্থনা দিবস" ঘোষণা করেন। এপ্রিল মাসে ওয়ারশর সোভিয়েত দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। পোলিশ সরকার যেভাবে দুর্বৃত্তদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন, তা থেকে বোঝা যায়, তাঁদের অভিসন্ধি ভালো নয়। এই সময় বুর্জোয়া-শাসিত বিশ্বে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তার ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অবরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর ক'রে তোলার জন্যে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা চলে। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সেখানে মানুষের কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। অন্যপক্ষে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করেছিল, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল। তাতে বুর্জোয়া ব্যবস্থার তুলনায় সোভিয়েত ব্যবস্থারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছিল।

তাই বুর্জোয়া সরকারগুলি একযোগে সোভিয়েত ব্যবস্থার অপপ্রচারে অবতীর্ণ হ'লো। বিশ্বব্যাপী মন্দা ও অর্থসংকটের জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রই যে দায়ী, সেকথাও প্রমাণ ও প্রচার করতে চাইলো। তারা বলতে লাগলো, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র "ডাম্পিং" ক'রে, অর্থাৎ নিজেদের দেশে যে দরে মাল বিক্রয় করে তার চেয়ে অনেক কম দরে অত্যধিক পরিমাণে মাল দুনিয়ার বাজারে ছেড়ে, দুনিয়ার বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে, মন্দার ফলে বেকার সমস্যা বাড়ছে, দুনিয়ায় অভূতপূর্ব অর্থসংকট দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই অভিযোগ ছিল নির্জলা মিথ্যা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জারের আমলে বিশ্বের সমগ্র রপ্তানির মাত্র শতকরা সাড়ে তিন ভাগ করতো রাশিয়া। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানির অংশ আরও অনেক ক'মে গিয়েছিল, ঐ সময় মাত্র শতকরা ১.৯ ভাগ (দু ভাগের চেয়েও কম) রপ্তানি করছিল। জারের আমলে রাশিয়া দুনিয়ার বাজারে "ডাম্পিং" করছে, এই অভিযোগ শোনা যায় নি। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অনেক কম রপ্তানি করা সত্ত্বেও এই নির্লজ্জ অপপ্রচারের সম্মুখীন হয়েছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র কম দামে মাল বাজারে কিভাবে দিচ্ছে, সে সম্পর্কেও বুর্জোয়া দুনিয়া মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বলছিল, সোভিয়েত দেশে "ক্রীতদাস শ্রমের" দ্বারাই কাঠ, তেল প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয়ে থাকে। "ক্রীতদাস শ্রম" কি? না, লক্ষ লক্ষ বন্দীকে কাঠ তেল প্রভৃতি উৎপাদনের জন্যে অমানুষিক ভাবে প্রহরাধীনে খাটানো হয়, তাদের মানুষ ব'লে গণ্য করা হয় না। এই অভিযোগও পূর্বোক্ত অভিযোগের মতোই ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ সময়ে একাধিক মার্কিন ও বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার এর প্রতিবাদে তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উল্লেখ ক'রে বিবরণ দিয়েছিলেন। মলোতভ এর প্রতিবাদে প্রকৃত অবস্থা কি, তা এসে

স্বচক্ষে দেখে যাওয়ার জন্যে বৈদেশিক সরকারসমূহকে প্রতিনিধি-দল পাঠাতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তা তাঁরা কেউ গ্রহণ করেন নি। প্রকৃত অবস্থা কি, সে সম্পর্কে মলোতভ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, কাঠের কারখানা ও তেলের খনিতে কোনও বন্দীকে কাজের জন্য নিয়োগ করা হয় না। তবে এ কথা সত্য যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বন্দীদের রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে লাগায়। কারণ, সোভিয়েত সরকার মনে করেন, এতে কেবল সোভিয়েত রাষ্ট্রের উন্নতি হবে না, এতে বন্দীদেরও মানসিক উন্নতি ও সংশোধন ঘটবে। বন্দীদের অমানুষিকভাবে খাটানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বন্দীরা যে অবস্থায় কাজ করে, তা বুর্জোয়া দেশের শ্রমিকদের কাছে ঈর্ষার বস্তু। বন্দীদের যে অঞ্চলে কাজ করানো হয়, সে অঞ্চলে বিনা প্রহরাধীনে তারা অবাধভাবে বিচরণের সুযোগ পায়। তাদের আট ঘণ্টার বেশী কাজ করতে হয় না। অন্যান্য কলকারখানা ও খনির শ্রমিকদের মতোই তাদের খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই দেওয়া হয়। তাছাড়া, তারা মাসে নগদ ২০ থেকে ৩০ রুবল মজুরিও পায়। তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যেও সকল ব্যবস্থা রয়েছে। কারিগরি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে শিক্ষার সুযোগ তারা পায়। উত্তর অঞ্চলে যেসব বন্দী কাজ করছে, তাদের মধ্যে প্রায় দশ হাজার বন্দী ঐসব শিক্ষালয়ে নিয়মিত শিক্ষা পাচ্ছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার যে সর্বৈব মিথ্যা, তা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই অপপ্রচার যথেষ্ট ক্ষতিও করে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র থেকে কতিপয় দ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ ক'রে দেয়। রুমানিয়া ও বেল্‌জিয়ামও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। "সোভিয়েত ডাম্পিং" প্রতিরোধের জন্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের

ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েত থেকে কাঠ আমদানি নিষিদ্ধ ক'রে দেয়। কানাডা ও যুগোস্লাভিয়া সোভিয়েত দেশ থেকে মাল আমদানি সম্পর্কে আংশিক নিষেধ আরোপ করে। জাপানে সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধিকে গুলী করা হয়। ঐ বৎসর মার্চ মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নিখিল সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ-আরোপকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইভাবে বুর্জোয়া দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অত্যন্ত অবনতি ঘটে।

কিন্তু সোভিয়েতবিরোধী জোটে শীঘ্রই ভাঙন ধরে। ১৪ই এপ্রিল তারিখে (১৯৩১) জার্মানি ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। তাতে জার্মানি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জার্মান যন্ত্রপাতি ক্রয় করবার জন্যে ত্রিশ কোটি মার্ক ঋণ দেয়। পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইতালিও অনুরূপ চুক্তি করে এবং ধারে পঁয়ত্রিশ কোটি লিরা মূল্যের মাল সরবরাহ করতে রাজী থাকে। মে মাসে মাদ্রিদে একটি চুক্তির ফলে স্পেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে দশ লক্ষ টন তেল কেনার চুক্তি করে। জুলাই মাসে ফ্রান্স ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে পারস্পরিক চুক্তির ফলে নিষেধগুলি তুলে নেয়। ডিসেম্বর মাসে জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণের জন্যে সোভিয়েত সরকার চুক্তি করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত মালের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। পারস্য, ফিন্‌ল্যাণ্ড, লাৎভিয়া, এস্তোনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পুনরায় চুক্তি হয়। জাপানও সোভিয়েত অধিকারভুক্ত সামুদ্রিক এলাকায় মাছ ধরবার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ত্যাগ করে। চীনের সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক পাঁচবৎসর বিচ্ছিন্ন

থাকবার পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

একমাত্র ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ক্রমেই অধিকতর মন্দের দিকে যায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের পর যে "জাতীয় সরকার" গঠিত হয়, তাতে রক্ষণশীলদের সংখ্যাধিক্য থাকায় বৃটিশ সরকার সোভিয়েতবিরোধী নীতিই অনুসরণ করতে থাকেন এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে ধারে মাল সরবরাহের পরিমাণ তাঁরা অত্যন্ত কমিয়ে দেন। ফলে ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলিতে সোভিয়েত দেশ থেকে মালের অর্ডার অত্যন্ত ক'মে যায়। তাতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ইংল্যাণ্ডেরই ক্ষতি হয় অনেক বেশী।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় এবং অর্থনৈতিক সংকট অতিক্রম ক'রে সোভিয়েত শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ বৎসরই পশ্চিম দিকে ভবিষ্যৎ বিপদের সংকেত দেখা দেয়। হিটলার জার্মানির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি প্রকাশ্যেই ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা বলতে থাকেন। জুন মাসে বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে একটি চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে জার্মানি অন্য তিনটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানভাবে অস্ত্রসজ্জা করবার অধিকার পায় এবং চারটি শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে অনাক্রমণের চুক্তি করে। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের লোকার্নো চুক্তিরই নূতন সংস্করণ। এতে জার্মানির সম্প্রসারণের জন্যে পশ্চিম ও দক্ষিণের দ্বার রুদ্ধ করা হয় এবং জার্মানির দৃষ্টি এখন উত্তর ও পূর্ব, অর্থাৎ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের, দিকে পড়ে। বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও মন্দের দিকে যায়। গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত কয়েক জন বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার ধরা পড়েন। বৃটিশ সরকার তাঁদের নির্দোষ ব'লে ঘোষণা ক'রে

সোভিয়েত আদালতে তাঁদের বিচারের বিরোধিতা করেন। এ ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ। সোভিয়েত সরকার বৃটিশ সরকারের প্রতিবাদ ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা ক'রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করেন। বিচারে তাঁদের কারাদণ্ড হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার সমস্ত সোভিয়েত মালের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। অবশেষে জুলাই মাসের শেষাশেষি উভয় সরকার পারস্পরিক নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলে নেন। সোভিয়েত সরকার দণ্ডিত ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার দুজনের দণ্ড মকুব ক'রে তাঁদের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত করেন। ইঙ্গো-সোভিয়েত সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়।

জুন মাসের মাঝামাঝি লণ্ডনে যে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন হয়, তাতে জার্মানির জাতীয়তাবাদী নেতা হিউগেন্‌বের্গ জার্মানির জন্যে পূর্বদিকে সম্প্রসারণের সুযোগ দাবী করেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েতের বাণিজ্য ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সংক্রান্ত আলোচনা চলতে থাকায় হিউগেন্‌বের্গ ইংল্যাণ্ডের প্রকাশ্য সমর্থন পান না। হিটলারের সদম্ভ আক্রমণাত্মক প্রচারে ভীত হয়ে চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে। অবশ্য, তখনও ঐসব দেশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি। পরে ঐ চুক্তিতে ফিন্‌ল্যাণ্ডও যোগ দেয়। কয়েক সপ্তাহ বাদে স্পেনিশ সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৩) ইতালি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে। ঐ সময় জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। "রাইখ্‌স্টাগ অগ্নিকাণ্ডের" বিচার চলছিল। বিচারের বিবরণ সংগ্রহ করতে

যাওয়ায় সোভিয়েত সাংবাদিকদের উপর তুর্ব্যবহার করা হয়। ফলে সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত দেশ থেকে জার্মান সাংবাদিকদের বহিষ্কৃত করেন। ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল পত্রিকা "ডেলি মেলের" মালিক লর্ড রাদারমিয়ার লেখেন যে, "জার্মানির তরুণ নাৎসীরাই কমিউনিজমের বিপদ থেকে ত্রাণ করবে।" তিনি নাৎসী জার্মানির উদ্যম ও সংগঠন-শক্তিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবার কথা বলেন। তিনি বলেন, এতে জার্মানির সম্প্রসারণের দাবী মিটবে এবং সেই সঙ্গে কমিউনিজমের বিপদ থেকে ইউরোপ রক্ষা পাবে।

পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির এই তুরভিসন্ধি সম্পর্কে সোভিয়েত নেতারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে স্তালিন বলেন: রোমানরা এখনকার জার্মান ও ফরাসীদের পূর্বপুরুষদের বর্বর ব'লে ঘৃণা করতো। কিন্তু জার্মান ও ফরাসীরাই রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছিল। সুতরাং হিটলার-কথিত "শ্রেষ্ঠ" নর্ডিক জাতি যে হিটলার-কথিত "নিকৃষ্ট" স্লাভ জাতিকে পরাজিত করতে পারবে, এমন কি নিশ্চয়তা আছে? কেবল তাই নয়, নূতন কোনও যুদ্ধ ঘটলে ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের কালে যেমন ঘটেছিল, ঠিক সেই ভাবেই বহু দেশে পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাছাড়া, অন্যান্য পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলি চেষ্টা করলেই যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তাদের হাতের ক্রীড়নকরূপে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবে, এমন কথা ভাববারও কারণ নেই।

তথাপি জার্মানির আক্রমণাত্মক নীতি সম্পর্কে তাঁরা সতর্ক ছিলেন। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসের মধ্যে হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও বুল্‌গেরিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলো। নাৎসী আক্রমণ যে

তাদের উপরেই সর্বাগ্রে আসবে, এ বিষয়ে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সও নাৎসী জার্মানির দ্রুত শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয়েছিল। তাই ফ্রান্সের বৈদেশিক সচিব বার্থু্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার প্রস্তাব করেছিলেন। জার্মানি বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি ভঙ্গ করলে, ফ্রান্স চুক্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে অন্য পক্ষকে সাহায্য করবে, এমন নিশ্চয়তা দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এইরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লে, পূর্বদিকে যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত ব্যর্থ হ'তো। কিন্তু জার্মানি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনাক্রমণ, নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রসজ্জাহ্রাসকরণ প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমাগত প্রস্তাব করছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৪) ত্রিশটি রাষ্ট্রের আমন্ত্রণের ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র লীগ অব নেশন্‌সে যোগ দিলো। শান্তি প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবার উদ্দেশ্যে নাৎসী জার্মানি ক্রোট সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে বার্থু্যকে হত্যা করালো। বার্থু্য-প্রস্তাবিত চুক্তিতে জার্মানি রাজী না হ'লেও অনুরূপ একটি চুক্তি সম্পাদানের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জেনেভায় একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলো।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হ'লো। "সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করাই" বর্তমান পরিকল্পনার লক্ষ্য ব'লে ঘোষিত হ'লো। অর্থাৎ,

কেবল শ্রমশিল্পে নয়, কৃষিতেও যান্ত্রিক পদ্ধতি পরিপূর্ণরূপে প্রয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। স্থির হ'লো, এই পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে ; ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমশিল্পের উৎপাদন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পাবে ; শ্রমিক পিছু উৎপাদন শতকরা ৬০ ভাগ বাড়বে এবং সমগ্র শ্রমশিল্পে উৎপাদনের জন্যে খরচের হার শতকরা ২৫ ভাগ কমবে ; প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে যে পরিমাণ ট্র্যাক্টর ব্যবহৃত হচ্ছিল, তার প্রায় চারগুণ ট্র্যাক্টর সরবরাহ করা যাবে এবং যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর সরবরাহ কেন্দ্রগুলি দেশের সমস্ত সমবায় খামারগুলিকে ট্র্যাক্টর ও যন্ত্রপাতি যোগান দিতে পারবে।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সমবায় খামারগুলিতে কর্মীদের সাতটি পৃথক দলে ভাগ করা হ'লো। কর্মীদের দৈনিক পারিশ্রমিক কাজের নৈপুণ্য ও জটিলতার তারতম্য অনুসারে "কাজের আধ রোজ" থেকে "কাজের দু রোজ" পর্যন্ত ধরা হ'লো। পূর্বে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে সরকারকে শস্য সরবরাহের যে নীতি ছিল, তা পরিবর্তন ক'রে কত জমিতে চাষ করা হয়েছে, তার পরিমাণের উপরই সরকারকে শস্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারিত হ'লো। এতে কত শস্য সরকারকে দিতে হবে, তা যেমন আগে থেকেই কৃষকরা জানতে পারলো, তেমনি অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্যে তারা অতিরিক্ত উৎসাহ পেলো। এই ব্যবস্থায় সমবায় খামারগুলি থেকে কত পরিমাণ শস্য পাওয়া যাবে, পূর্ব থেকে সে সম্পর্কে সরকার অবহিত রইলেন এবং খামারগুলিও তাড়াতাড়ি সরকারের প্রাপ্য শস্য মিটিয়ে দিলো। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকরা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দেড় মাস আগে ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় তিন মাস আগে সরকারের প্রাপ্য শস্য মিটিয়ে দিলো। ১৯৩৫

খ্রীষ্টাব্দে সমবায় ও সরকারী খামারগুলিই বাজারের সমস্ত শস্যের শতকরা ৯৬ ভাগেরও বেশি সরবরাহ করলো। দেশে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ঘটায় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হ'লো। ঐ বৎসর চিনির উৎপাদনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করলো।

শ্রমশিল্পে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা গেল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় উৎপাদনের হার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেলো। উৎপাদনের ব্যয়ও লক্ষণীয়ভাবে ক'মে গেলো। উৎপাদন ব্যবস্থাকে ত্বরিত ও সুনিপুণ ক'রে তোলার জন্যে "স্তাখানভ আন্দোলন" নামে একটি আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। আলেক্সিই স্তাখানাভ দনেৎস কয়লার খনিতে কয়লা কাটবার কাজ করতেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ আগস্ট তারিখে তাঁর বিশেষ কাজে শ্রমিকদের এমনভাবে নিযুক্ত করলেন, যাতে যন্ত্রগুলিকে সর্বাধিক উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর এই ব্যবস্থা অনুসারে এক শিফ্‌টে তিনি ১০২ টন কয়লা কাটলেন, যেখানে মাত্র ৭ টন কয়লা কাটা হ'তো। তাঁর এই দৃষ্টান্ত খনির অন্যান্য অংশে এবং অন্যান্য খনিতেও গৃহীত হ'লো। অল্পদিনের মধ্যে "স্তাখানভ আন্দোলন" অন্যান্য শ্রমশিল্পেও ছড়িয়ে পড়লো। কিভাবে শ্রমিকদের নিয়োগ করলে যন্ত্রগুলিকে সর্বাধিক উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে শ্রমিকরা নিত্য নূতন কৌশল আবিষ্কার করতে লাগলেন। উৎপাদন দ্রুত বাড়তে লাগলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, "স্তাখানভ আন্দোলনে" শ্রমিকদের কার্যকাল বাড়ানোর বা অধিকতর কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হ'লো না। স্তাখানভপন্থীরা অতিরিক্ত সময় কাজ করাকে অনৈপুণ্যেরই পরিচয় মনে করতেন। দন্‌বাসের খনি শ্রমিকরা রুরের খনি শ্রমিকদের চেয়ে মাথা পিছু দ্বিগুণ উৎপাদন

করলো। গর্কি আটা কারখানার শ্রমিকরা ফোর্ডের কারখানার সমপর্যায়ে পৌঁছলো। লেনিনগ্রাদের জুতোর কারখানায় উৎপাদনের হার চেকোশ্লোভাকিয়ার বাটার উৎপাদনকে শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়িয়ে গেল। সমবায় খামারেও অনুরূপ উৎপাদন বাড়াবার আন্দোলন চলছিল। কৃষক রমণী মারী দেম্‌চেংকো বীট উৎপাদনে রেকর্ড ভাঙলেন।

এই পরিকল্পনার মধ্যে আরও বিরাটকায় বহু নূতন কল-কারখানা দেশে গ'ড়ে উঠলো। ক্রামাতরস্কে স্তালিন যন্ত্রনির্মাণ কারখানা ও ক্রিভয় রগ ইস্পাত কারখানা গ'ড়ে উঠলো। মস্কোর বিখ্যাত ভূগর্ভস্থ পথের একাংশ নির্মিত হ'লো। ১২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মস্কো-ভল্‌গা খালটি মস্কোকে ভল্‌গার সঙ্গে যুক্ত করলো। বাল্‌টিক ও শ্বেত সাগরের সংযোগকারী খালটিতে নৌচলাচল শুরু হ'লো। যে এক লক্ষ বন্দী এই খাল খননের কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে ৭২০০০ বন্দী মুক্তি ও নাগরিক অধিকার ফিরে পেলো। অনেকে গৌরবজনক সম্মানেও ভূষিত হ'লো। বহু স্থানান্তরিত কুলাক শ্রমিকরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পুনরায় নাগরিকের মর্যাদা পেলো।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চার বৎসর তিন মাসেই কার্যে পরিণত হ'লো। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র শ্রমশিল্পে ফ্রান্সকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এখন বৃটেন ও জার্মানিকেও ছাড়িয়ে গেল। শ্রমশিল্পে এখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো, তার স্থান হ'লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। এই দ্রুত ব্যাপক শিল্পায়ন সত্যই বিস্ময়কর ছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ধনতন্ত্রী দুনিয়ায় শ্রমশিল্পের উৎপাদন যখন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় মাত্র শতকরা ৯৫ থেকে ৯৬ ভাগ ছিল, তখন

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ৪২৮ ভাগ অর্থাৎ চার গুণেরও বেশী হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিগুণ, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় চারগুণ এবং ১৯:৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় আট গুণ হয়েছিল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দিক থেকে সোভিয়েত দেশের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। আবাদী জমির পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল—১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তা ছিল দশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ হেক্‌টেয়ার; ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ হেক্‌টেয়ার।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২১ ভাগ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ধ'রে নিলেও মাথা পিছু শস্যের ব্যবহার দেড় গুণ বেড়েছিল। চিনি ও আলুর ব্যবহার হয়েছিল মাথা পিছু দ্বিগুণ। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় বাজারে তিন গুণ বেশী মাখন বিক্রয় হচ্ছিল।

জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের বাস্তবিক আয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছিল। প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ উৎপাদন ব্যবস্থা ও শতকরা ১০০ ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্য সমাজগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলবার সময়ে সোভিয়েত সরকারের বাজেটের একটি মোটা অংশ, শতকরা প্রায় সাড়ে নয় ভাগ, সামরিক খাতে ব্যয়িত হচ্ছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ শত কোটী রুবল সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়েছিল। ঐ সময়ে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা হয়েছিল ৯৪০,০০০। এই ব্যয় ক্রমেই বাড়ছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা হয়েছিল ১,৩০৯,০০০। সামরিক বাহিনীকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র, বিমান

ও যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানির ক্রমবর্ধমান ভীতি-প্রদর্শন এবং পশ্চিমের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির জার্মানিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্‌কানি দানই এর প্রধান কারণ ছিল।

স্তালিন সংবিধান :

ছুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এখন পুঁজিবাদী শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, এখন শ্রমিক শ্রেণী প্রোলেটারিয়েট বা শোষিত সর্বহারা ছিল না। সমাজগতভাবে কর্মে ব্যস্ত নূতন এক কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও সক্রিয়ভাবে দেখা দিয়েছিল। তাই এখন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত সংবিধানের পরিবর্তে নূতন একটি সংবিধান প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নিখিল সোভিয়েত কংগ্রেসে একটি নূতন সংবিধানের খসড়া রচনার জন্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সংবিধান কমিশন গঠিত হয় এবং ঐ কমিশন সংবিধানের খসড়া রচনা করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে খসড়াটি প্রকাশিত হয়। এতে শ্রেণী-নির্বিশেষে আঠারো বা তদূর্ধ্ব-বয়স্ক সকল নরনারীই (কেবল উন্মাদ ও দণ্ডভোগ করছে এমন অপরাধী বাদে) ভোটদানের অধিকার পায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শোষক শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায় পূর্বের বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সকল সংস্থার প্রতিনিধিকেই এখন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হ'তে হয়। গোপন

ব্যালটে ভোটদানের ব্যবস্থা হয়। প্রার্থী-নির্বাচনের ভার শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির হাতে থাকে। নির্বাচন-প্রার্থীর বয়স আঠারো বৎসর হওয়া চাই (পরে বয়স বাড়িয়ে তেইশ করা হয়)। তবে সম্পত্তি, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক অন্য কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন থাকে না। অন্ততপক্ষে অর্ধেক নির্বাচকমণ্ডলী ভোট না দিলে বা প্রদত্ত ভোটের অর্ধেক না পেলে কোনও প্রার্থী নির্বাচিত হ'তে পারবেন না। স্থানীয় সোভিয়েত থেকে সর্বোচ্চ সোভিয়েত পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্যদের ফিরিয়ে আনবার (recall) অধিকার নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে থাকে। পূর্বের মতোই সর্বোচ্চ সোভিয়েত দুটি পরিষদ্ নিয়ে গঠিত হয়। একটি হ'লো যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত (Soviet of the Union)। এতে সকল অঞ্চল থেকে জাতিনির্বিশেষে ৩০০,০০০ অধিবাসী পিছু একজন ক'রে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয় পরিষদ্‌টি হ'লো জাতি-সমূহের পরিষদ্ (Soviet of the Nationalities). এতে জাতীয়তার ভিত্তিতে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি বিভিন্ন জাতি থেকে নির্বাচিত হবেন। যে কোনও আইন-প্রণয়নের জন্যে উভয় পরিষদের সম্মতি লাগবে।

কেবল কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনও পার্টির অস্তিত্ব অস্বীকৃত হ'লো। এই ব্যাপারটি বুর্জোয়া দেশগুলিতে সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। স্তালিন এর সুস্পষ্ট জবাব দেন : "কোনও পার্টি কোনও বিশেষ শ্রেণীর অংশ মাত্র, সর্বাপেক্ষা অগ্রণী অংশ। সুতরাং পার্টিসমূহের স্বাধীনতা কেবল সেই সমাজে থাকতে পারে, যেখানে বিরোধী শ্রেণীসমূহ রয়েছে। শ্রমিক ও কৃষক, এদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হওয়া দূরের কথা, এদের স্বার্থ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জড়িত। তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পার্টির অস্তিত্বের যেমন প্রয়োজন নেই, নেই তেমনি বিভিন্ন পার্টির

স্বাধীনতার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির, অস্তিত্বের কারণ আছে।···কমিউনিস্ট পার্টি সাহসের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করে।" সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অন্য পার্টির অস্তিত্ব স্বীকৃত না হ'লেও পার্টিবহির্ভূত ব্যক্তিদেরও নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থাকে। প্রার্থী মনোনয়নের পূর্বে প্রার্থীদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে ধরনের আলোচনা ও ভোটাভোটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠনগুলিতে হয়ে থাকে, তা অন্য কোনও দেশে নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থী-মনোনয়নের এই প্রাথমিক স্তরেই নির্বাচন ঘ'টে থাকে।

খসড়া সংবিধানটির ৬ কোটি কপি ছাপানো হয় এবং ব্যাপক-ভাবে আলোচনার জন্যে দেশে পাঁচ লক্ষ সাতান্ন হাজারেরও বেশি সভাসমিতি হয়। নানা খুঁটিনাটি সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ প্রস্তাব আসে। এই প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই পুনরাবৃত্তি মাত্র হ'লেও সেগুলিকে বিভিন্ন দফায় ভাগ ক'রে সেগুলির উপর পরিপূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেকগুলি পরামর্শ গৃহীতও হয়। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় পরিষদের সদস্য-সংখ্যা সমান করা এবং জাতিসমূহের সোভিয়েতে প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি-নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় নিখিল সোভিয়েতের অষ্টম অতিরিক্ত কংগ্রেসে সংবিধানটি গৃহীত হয় এবং ৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) থেকে আইনরূপে চালু হয়।

ঐ দিন কাজাক ও কিরঘিজ স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্রগুলি পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্রের (Union Republic) মর্যাদা লাভ করে। জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানও পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হয়। ঐ সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ সাধারণ-তন্ত্রের সংখ্যা ছিল এগারো।

নূতন সংবিধান অনুসারে সারা এক বৎসরকাল দেশব্যাপী আলোচনা ও প্রচারকার্যের পর ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৭) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শতকরা ৯৬ ভাগেরও বেশি ভোটার অংশগ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচনে যে "ব্লক" গঠিত হয়, সমস্ত প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮ ভাগই তা পায়। গোপন ব্যালটে ভোট হওয়া সত্ত্বেও এই পরিমাণ ভোট পাওয়া থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অসামান্য জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া :

একদিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত ও সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে নাৎসী জার্মানির আক্রমণাত্মক মনোভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সরকারগুলির মধ্যে একটি দ্বিধাগ্রস্ত বিকল্প মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। কখনও তারা জার্মানির আক্রমণাত্মক নীতিতে সন্ত্রস্ত হয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ-প্রতিরোধের কথা বলছিল, আবার কখনও জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধবে, এই আশায় জার্মানিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবার চেষ্টা করছিল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে লণ্ডনে একটি ইঙ্গো-ফরাসী চুক্তি হয়। তাতে বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে পারস্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে পূর্ব ইউরোপেও অনুরূপ একটি চুক্তির কথা ওঠে। ২০-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে সোভিয়েত সরকার এইরূপ চুক্তিকে স্বাগত জানান, তবে একথাও তাঁরা সুস্পষ্টভাবে জানান যে, ইউরোপের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যেই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত, কারণ যুদ্ধ বাধলে তাকে কোনও

বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না। ৭ই মার্চ তারিখে ঘোষিত হয় যে, বৃটেনের তৎকালীন অর্থ সচিব মিঃ ইডেন আলোচনার জন্যে মস্কো যাচ্ছেন। যেন এই ঘোষণার জবাবরূপেই ১৬ই মার্চ তারিখে হিটলার ভের্সাই চুক্তির শর্ত উপেক্ষা ক'রে জার্মানিতে সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

বৃটেন ও সোভিয়েতের মধ্যে আলোচনার পর মস্কো থেকে ৩১-এ মার্চ তারিখে একটি ইশ্‌তেহারে ইউরোপে একটি সমবেত নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার এবং সমবেত নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বৃটেন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এটি ঘোষণা মাত্রই থাকে। একে কার্যকরী করবার কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লক্ষিত হয় না। বরং বিপরীত নীতিই গৃহীত হয়। জার্মানি রাজী না হওয়ায় ২রা মে তারিখে ফ্রান্সের সঙ্গে ও ১৬ই মে তারিখে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করে। তবে এই উভয় চুক্তিতেই জার্মানির যোগদানের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত থাকে। চোকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি হয়, তাতে এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, জার্মানি যদি এমন কোনও পরিস্থিতিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে, যাতে ফ্রান্স সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করবে না, তবে সেক্ষেত্রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করবার দায়িত্ব চেকোস্লোভাকিয়ার থাকবে না। এই শর্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পশ্চিমের দেশগুলি তখনও জার্মানির আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রমণকে "একমুখো কামানের মতো" নিয়োগ করবার স্বপ্ন দেখছিল।

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির এই দুমুখো নীতি ঐ বৎসরে (১৯৩৫) শেষ-ভাগে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, যখন ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ

করলো। লীগ অব নেশন্‌স্ ইতালির বিরুদ্ধে কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে সোভিয়েত সরকার সেগুলি কঠোরভাবে পালন করেন। ইতালির আক্রমণাত্মক নীতি বিফল করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল ইতালিতে কয়লা, তেল, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা। বিশেষত, বাইরে থেকে তেল না পেলে ইতালির পক্ষে যুদ্ধের কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। তাই সোভিয়েত প্রতিনিধি লীগ অব নেশন্‌স্‌কে ঐ সকল দ্রব্যের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতে বললেন। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের চেষ্টায় তা ব্যর্থ হ'লো। এইভাবে ইতালির পক্ষে আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ ও কার্যত তাকে সফল করতে কোনও অসুবিধা হ'লো না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে জার্মানি, ইতালি ও জাপান বিশ্ব শান্তিকে নির্লজ্জভাবে বিঘ্নিত করলো। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিটলার রাইন্‌ল্যাণ্ড অধিকার করলেন এবং তাকে সামরিক দিক থেকে সুরক্ষিত ক'রে তুললেন। দ্রুত লণ্ডনে লীগ কাউন্‌সিলের অধিবেশন ডাকা হ'লো। তৎকালীন সোভিয়েত বৈদেশিক সচিব লিৎভিনভ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের লোকার্নো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি জার্মানির বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, তাতেই সোভিয়েত দেশের অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই গৃহীত হ'লো না। হিটলার ক্রমাগত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছিলেন এবং জার্মানিকে শক্তিশালী ক'রে তোলার একমাত্র উদ্দেশ্য যে দুনিয়া থেকে সোভিয়েত শাসন ও কমিউনিজমের উচ্ছেদ করা, তা তারস্বরে অবিরাম ঘোষণা করছিলেন। পশ্চিমী দেশগুলির কর্ণধাররা তা-ই সহজে বিশ্বাস করছিলেন ও জার্মানি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করবে, এই আশায় তার আক্রমণাত্মক নীতি সহ্য ক'রে চলেছিলেন।

জাপান যে নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করছিল, সে সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার লীগ অব নেশন্‌স্‌কে ক্রমাগত সচেতন ক'রে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও সুফল হচ্ছিল না। জাপানের সোভিয়েতবিদ্বেষ তাঁদের কাছে সুপরিজ্ঞাত ছিল। পূর্বদিক থেকে জাপান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করবে, তাঁরা এই আশা পোষণ করছিলেন। সীমান্ত অঞ্চলে জাপানের সঙ্গে সোভিয়েতের ছোটখাটো সংঘর্ষও দেখা দিয়েছিল। তাই ১২ই মার্চ (১৯৩৬) তারিখে সোভিয়েত সরকার মঙ্গোলীয় গণ-সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যের একটি চুক্তি করলেন।

জুন মাসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তুরস্কের সঙ্গে নূতন যে চুক্তি হ'লো, তাতে তুরস্ক বস্‌ফোরাস ও দার্দানেল্‌স্‌ প্রণালীগুলিকে সুরক্ষিত ক'রে তোলার একক অধিকার পেলো। তরুণ তুর্কী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে ক্রমাগত সাহায্য ক'রে এসেছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তুরস্কের সঙ্গে একটি চুক্তির ফলে সোভিয়েত সরকার তুরস্ককে সর্বপ্রথম আধুনিক কাপড়ের কল স্থাপনের জন্যে বিশ বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে আশি লক্ষ স্বর্ণ রুবল ঋণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন অকস্মাৎ তুরস্ক পশ্চিমী শক্তিগুলির, বিশেষত ইংল্যাণ্ডের, প্ররোচনায় সোভিয়েতবিরোধী নীতি গ্রহণ করলো। এইভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিপন্ন করবার চেষ্টা চলতে লাগলো।

১৮ই জুলাই (১৯৩৬) তারিখে তথাকথিত স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হ'লো। আসলে এ ছিল স্পেনের কতিপয় ফাসিবাদী সামরিক কর্মচারীর বিদ্রোহের অন্তরালে স্পেনের স্বাধীনতার উপর জার্মানি ও ইতালির আক্রমণ। জার্মানি ও ইতালির সাহায্য ছাড়া এই বিদ্রোহ এক সপ্তাহকালের বেশী স্থায়ী হ'তো না। ইতালীয় বিমানবহর

গোড়া থেকেই বিদ্রোহীদের সাহায্য করছিল, ২৮-এ জুলাই তারিখে জার্মান বিমানবহরও এসে পৌঁছলো। ফ্রান্স স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারকে সামরিক দ্রব্যাদি বিক্রয় করছিল এবং জার্মানির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণতন্ত্রী স্পেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এই সময়ে সুস্পষ্টভাবে ফ্রান্সকে জানিয়ে দিলো যে, স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারকে সামরিক মাল বিক্রয়ের ফলে জার্মানির সঙ্গে যদি ফ্রান্সের সংঘর্ষ বাধে, তবে লোকার্নো চুক্তি অনুসারে ফ্রান্সকে সাহায্য করবার যে বাধ্যবাধকতা ইংল্যাণ্ডের আছে, তা ইংল্যাণ্ড স্বীকার করবে না। এই নির্লজ্জ ব্যাপারকে ঢাকবার জন্যে একটি তথাকথিত "হস্তক্ষেপ নিবারণ কমিটি" গঠিত হ'লো এবং উভয় পক্ষকেই কেউ সামরিক মাল সরবরাহ করতে পারবে না, এই ব্যবস্থা হ'লো। এতে বিদ্রোহীদের কোনও অসুবিধা হ'লো না। কারণ, তাদের হয়ে ইতালি ও জার্মানি নিজেরাই আক্রমণ চালাতে লাগলো। বার বার প্রতিবাদ জানিয়েও সোভিয়েত সরকার যখন ব্যর্থ হলেন, তখন ২৮-এ অক্টোবর তারিখে তাঁরা স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারের জন্যে পৌঁছতে লাগলো। ২৯-এ অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ও কামান এবং ১১ই নভেম্বর সোভিয়েত বিমানবহর স্পেনের রণাঙ্গনে প্রথম দেখা গেল। কিন্তু স্পেন থেকে সোভিয়েত দেশ বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় এই সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হ'লো না। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে স্পেনে সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটলো।

স্পেনকে সাহায্যদান নিয়ে যখন ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে ২৫-এ নভেম্বর তারিখে (১৯৩৬) জার্মানি ও জাপানের মধ্যে "কমিণ্টার্নবিরোধী চুক্তি" (Anti-commintern Pact) সম্পন্ন

হ'লো। পশ্চিম ও পূর্ব থেকে একযোগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করাই যে এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। সোভিয়েত দেশের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণাকে তিনি কখনও গোপন করেন নি। জার্মানি ও ইতালির আক্রমণাত্মক নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়াই তাঁর বৈদেশিক নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

আমুর নদী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর চীনের মধ্যে একটি সুদীর্ঘ সীমারেখা রূপে বর্তমান ছিল। জুন ও জুলাই মাসে জাপানীরা আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কতকগুলি প্ররোচনামূলক ঘটনার সৃষ্টি করে। অতঃপর ৭ই জুলাই তারিখে জাপান চীনদেশের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। আমুর অঞ্চলে জাপানের ঐ সকল ঘটনা ঘটাবার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে তার সোভিয়েতবিরোধী মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার ফলে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি থেকে বিরত করা। জাপান সে বিষয়ে সফল হ'লো। চীন লীগ অব নেশন্‌সে বার বার জাপানকে আক্রমণকারী ঘোষণা করবার জন্যে দাবী উত্থাপন ক'রে ব্যর্থ হ'লো। ২১-এ আগস্ট তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করলো এবং চীনা সরকারের জন্যে যুদ্ধোপকরণ পাঠাতে লাগলো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যে বার বার প্রস্তাব ক'রেও ব্যর্থ হ'লো। আক্রমণকারীদের প্রতি পশ্চিমী রাজ্যগুলির নীরব সমর্থন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র রচনা করলো। জার্মানি, ইতালি ও জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি ও সামরিক শক্তি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হ'ক—এই হ'লো তাদের একমাত্র কামনা, একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই ২৭-এ নভেম্বর (১৯৩৭) তারিখে লিৎভিনভ লেনিনগ্রাদের

এক জনসভায় ঘোষণা করলেন ঃ "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার শক্তি আন্তর্জাতিক জোটের উপর নির্ভর করে না। তা লাল ফৌজ, লাল নৌবাহিনী ও লাল বিমানবহরের অব্যর্থ ও ক্রমবর্ধমান শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।" তাঁর এই উক্তি শূন্যগর্ভ আস্ফালন মাত্র ছিল না।

"মহা উন্মত্ততা" ঃ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে সময়ে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে তা অকস্মাৎ এমন এক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'লো, যা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পরম শত্রুদেরও হতবাক্ ক'রে দিলো। এই সময়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে ভয়ংকর ও শোচনীয় ঘটনাবলী ঘটেছিল, প্রবীণা মার্কিন কমিউনিস্ট লেখিকা অ্যানা লুইস্ স্ট্রং তাকে "মহা উন্মত্ততা" (Great Madness) নাম দিয়েছেন। কিন্তু তা কি কেবল উন্মত্ততাই ছিল? পরবর্তী কালে (১৯৫৬) নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই উন্মত্ততার জন্যে স্তালিনকে প্রধানত দায়ী করেছেন। কিন্তু সত্যই কি স্তালিন সেজন্যে দায়ী ছিলেন?

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় প্রচ্ছন্ন প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা নিযুক্ত লোকেরা দীর্ঘকাল ধ'রে ইতস্তত ধ্বংসাত্মক কার্য চালাচ্ছিল। এ সম্পর্কে কয়েকটি বিখ্যাত মামলার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এইসব ধ্বংসাত্মক কার্য দেশে কোনরূপ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে নি; দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির পাশে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ফাসিস্ট ইতালি ও নাৎসী জার্মানি তাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে কেবল গুপ্তচরবৃত্তিই বৃদ্ধি করে নি, ঐ সকল দেশে তারা তাদের সমর্থক

অসংখ্য প্রতিষ্ঠানও গ'ড়ে তুলেছিল। এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানও জড়িত ছিলেন। ফাসিবাদের জাল যে কিভাবে অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ক'রে গোপনে বিস্তার লাভ করেছিল, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ও কালে প্রকাশ পেয়েছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে এইসব বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরের দল পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column) নামে পরিচিত হয়েছিল। এই পঞ্চম বাহিনী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং এই পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বহু নেতা ও দায়িত্বপূর্ণ সংস্থার পদস্থ ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে ভয়ংকর ও শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার জন্যে গেস্টাপো বা জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ এবং দেশীয় পঞ্চম বাহিনীই সর্বতোভাবে দায়ী ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন আশাতীতভাবে সফল হয়েছে এবং সমগ্র দেশ পূর্ণোদ্যমে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন অকস্মাৎ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি, পোলিট ব্যুরোর সদস্য ও স্তালিনের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহকর্মী সের্গেই কিরভ আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। আততায়ী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং জিনোভিভ- ও ট্রট্স্কি-পন্থীদের সমর্থক ছিল। এই হত্যাকাণ্ড সমগ্র দেশে ঘৃণা ক্রোধ ও সন্দেহের সঞ্চার করলেও সোভিয়েত জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলার মতো কোনরূপ প্রাধান্য লাভ করেনি। বিচার শুরু হ'লো। তদন্তকালে জানা গেল, রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থার (G P U) যেসব পদস্থ কর্মচারীর উপর কিরভের রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁরাও এই কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং তাঁদের সঙ্গে জার্মান

গোয়েন্দা বিভাগের যোগাযোগ আছে। এ বিষয়ে আরও সুদীর্ঘ দেড় বৎসর ধ'রে তদন্ত চললো। কিরভ হত্যার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জাল পাসপোর্ট, পিস্তল ও হাত বোমায় সজ্জিত ১২০ জনেরও বেশী প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ফিন্ল্যাণ্ড ও রুমানিয়া থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত লঙ্ঘন করবার ফলে ধরা পড়লো। সুপ্রীম কোর্টে তাদের বিচার হ'লো। সোভিয়েত নেতাদের সুযোগমতো হত্যা করবার জন্যে জার্মান গেস্টাপো তাদের পাঠিয়েছিল। একথা বিচারালয়ে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের গুলী ক'রে মারা হ'লো। জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে দেশে যে একটি পঞ্চম বাহিনী গ'ড়ে উঠছে, এ বিষয়ে সোভিয়েত নেতৃবর্গের ও জনসাধারণের স্থির বিশ্বাস জন্মালো।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অকস্মাৎ ঘোষিত হ'লো যে, কিরভ হত্যার সঙ্গে কেবল জি. পি. ইউ.-র পদস্থ কর্মচারীরা ও জার্মান গেস্টাপোর লোকেরাই নয়, জিনোভিভ, কামেনেভ প্রভৃতি পদস্থ সোভিয়েত নেতারাও জড়িত আছেন। ১৬ই আগস্ট তারিখে বিচার শুরু হ'লো। একটি সুবিশাল কক্ষে সোভিয়েত ও বৈদেশিক সাংবাদিকগণ, বৈদেশিক দূতাবাসের লোকজন, কলকারখানা থেকে প্রেরিত অসংখ্য প্রতিনিধি ও পদস্থ কর্মচারীদের সম্মুখে এই গুরুত্বপূর্ণ বিচারগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিচার-অনুষ্ঠান দিনের পর দিন ধ'রে চলতে থাকে। অভিযুক্ত বন্দীরা প্রকাশ্য আদালতে তাঁদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতেও বিন্দুমাত্র সংকুচিত হন না। স্বীকৃতি দানের জন্যে তাঁদের উপর যে জুলুম করা হয়েছে, এমন কোনও লক্ষণই তাঁদের চেহারা, আচার-ব্যবহার বা কথাবার্তায় প্রকাশ পায় না। বৈদেশিক সাংবাদিক ও কূটনীতিবিদ্রা সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও ব্যর্থ হন। জিনোভিভ আদালতে বলেন, তিনি

সুদীর্ঘকাল ধ'রে বহুসংখ্যক লোককে হুকুম করতে অভ্যস্ত ছিলেন। নেতৃত্বের প্রধানতম পদগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সে সুযোগ তিনি হারিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে জীবন অর্থহীন মনে হয়েছিল। কামেনেভ বলেছিলেন, একদা তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রে অসামান্য ক্ষমতা লাভের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। এখন সে সুযোগ তাঁর ছিল না। স্তালিনের বিভিন্ন নীতিই যে জনসাধারণ গ্রহণ করছে এবং সন্ত্রাসবাদ ভিন্ন অন্য কোনও রাজনৈতিক উপায়ে স্তালিনকে অপসারিত করা যে সম্ভব নয়, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁরা এই পথ অবলম্বন করেছিলেন। জিনোভিভ, কামেনেভ ও অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, স্তালিন সহ কতিপয় নেতাকে গুপ্তঘাতকের দ্বারা হত্যা করানো হবে। আততায়ী ধরা পড়লে, কারা এই চক্রান্তের নেতৃত্ব করছে, তা তাদের কাছ থেকে জানা যাবে না। জানা যাবে, তারা জার্মান গেস্টাপোর চর। নেতাদের হত্যাকাণ্ডের ফলে নেতৃত্বে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তার সুযোগে জিনোভিভ, কামেনেভ ও তাঁদের সঙ্গীরা বিপদ্-কালে নেতৃত্বের ঐক্যসাধনের নামে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করবেন। তখন তাঁরা বাকাইয়েভ নামে তাঁদের বিশ্বস্ত একব্যক্তিকে জি. পি. ইউ.-র কর্তা নিযুক্ত করবেন। বাকাইয়েভ দ্রুত আততায়ীদের নিকাশ ক'রে এই চক্রান্তের সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবেন।

বিচারকালে এন. লুরিয়ে নামে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি স্বীকার করে যে, সে জার্মান গেস্টাপোর কর্তা হিমলারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ফ্রান্‌ৎস ভাইট্‌সের অধীনে কাজ করেছিল। অন্যান্য অভিযুক্তরা তাদের নেতাদের পরিকল্পনার ভয়ংকর দিকটা সম্পর্কে যখন সচেতন হ'লো, তখন তারাও আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে

অকপট উক্তি করতে লাগলো। আসামী রাইন্‌গোল্ড কামেনেভের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়ে বললো: "উনি যেন কতো সাধু! উনি আমাদের মড়ার স্তূপের উপর দিয়ে গদিতে চড়বার চেষ্টা করেছিলেন।"

আদালতে উপস্থিত সাংবাদিক, কূটনীতিবিদ্ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসের লোকেরা সকলেই স্বীকার করেছিলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত অপরাধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত ডেভিস তাঁর "মিশন টু মস্কো" বইয়ে লিখেছিলেন, অভিযুক্তরা যে দোষী, সেকথা তিনি বিশ্বাস করেন। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত আইনজীবী ও পার্লামেন্টের সদস্য ডি. এন. প্রিট-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্পর্কাদি প্রতিষ্ঠানের (Institute of Pacific Relations) সাধারণ সম্পাদক এডোয়ার্ড সি. কার্টার লিখেছিলেন. "ক্রেম্‌লিনের মামলাটি ভয়ংকররূপে সত্য।" বিচারে জিনোভিভ, কামেনেভ ও তাঁর সহযোগীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তাঁদের গুলী ক'রে হত্যা করা হ'লো।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পিয়াতাকভ, রাদেক, সকল্‌নিকভ প্রভৃতি ট্রট্স্কিপন্থী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁদের বিচার শুরু হ'লো। চক্রান্তে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং রাদেক, সকল্‌নিকভ প্রভৃতির অপরাধ অল্প হওয়ায় তাঁরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হালকে জানান যে, এসব অভিযোগই সত্য।

কিন্তু এইখানেই এই ভয়ংকর নাটকের যবনিকাপাত হ'লো না। আরও গ্রেপ্তার, আরও বিচার চলতে লাগলো। ককেসাস, মধ্য-এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে তদন্ত ও বিচার চলতে লাগলো। দূর প্রাচ্যে জি. পি. ইউ.-র যিনি

কর্তা ছিলেন, তিনি জাপানে পালিয়ে গেলেন এবং অধীনস্থ বহু কর্মচারী জাপানী গুপ্তচররূপে ধরা পড়লো।

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও এই চক্রান্ত বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক কমিশার মার্শাল গামার্নিক আত্মহত্যা করলেন। ১১ই জুলাই তারিখে দেশরক্ষা বিভাগের সহকারী কমিশার মার্শাল তুখাচেভ্স্কিকে আর সাতজন উচ্চপদস্থ সেনাপতি সহ কোর্ট মার্শাল করা হ'লো। এঁদের বিচার গোপনেই করা হয়েছিল। তবে তাঁরা হিটলারের নিকট টাকা খেয়েছিলেন এবং হিট্লার তাঁদের ইউক্রেন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এইরূপ স্বীকারোক্তি করেছেন ব'লে ঘোষণা করা হ'লো।

মে মাসে বুখারিন, রিকভ ও তম্স্কি প্রভৃতি নেতারাও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। বুখারিন ও রিকভকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। তম্স্কি আত্মহত্যা করলেন। ঐ বৎসর অন্যান্য বহু সুপরিচিত ট্রট্স্কিপন্থী নেতা গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের মধ্যে সমর মন্ত্রণালয়ে ট্রট্স্কির ভূতপূর্ব সহকারী এবং পরে লণ্ডনস্থ সোভিয়েত প্রতিনিধি ও বৈদেশিক বাণিজ্য সচিব রোজেন্গোল্জ, ইউক্রেনে সোভিয়েত সরকারের ভূতপূর্ব কর্তা লণ্ডনস্থ প্রাক্তন দূত রাকোভ্স্কি এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক, প্রাক্তন অর্থসচিব ও বের্লিনস্থ দূত ক্রেস্তিনস্কি প্রভৃতি ব্যক্তিরাও ছিলেন। এঁদের বিচার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শুরু হয় এবং এঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কিন্তু দেশে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো, যখন রাষ্ট্রদ্রোহের বিচারগুলি চলাকালে হঠাৎ জি. পি. ইউ.-র অধিকর্তা ইয়াগোদাও অন্যতম চক্রান্তকারীরূপে উল্লিখিত হলেন। সেই সঙ্গে জি. পি. ইউ.-র অন্যান্য বহু কর্মচারীও অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগে

প্রকাশ পেলো, তাঁরা ক্রমাগত বহু নির্দোষ লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া ক'রে তাদের উপর অত্যাচার ক'রে তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছেন ও তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ তাঁরা দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হয়েই করেছিলেন এইভাবেই পার্টির বিশ্বস্ত কর্মীদের অপসারিত ক'রে পার্টিকে দুর্বল ও সোভিয়েত সরকারকে বিপন্ন ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। ইয়াগোদা ও জি. পি. ইউ.-র অন্যান্য কর্মচারীদের গ্রেপ্তারের ফলে দেশে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হ'লো। কে দোষী, কে নির্দোষ, কে কাকে গ্রেপ্তার করছে, কে কার বিচার করছে—এমনি এক ভীতিবিহ্বল সংশয় সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েলা। শত্রুর গোপন হস্ত যে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরে অতি গভীরে মূল সঞ্চারিত করেছে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় রইলো না।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন যে, ঐসময়ে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও নির্বাসিত করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নির্দোষ। বিংশ পার্টি কংগ্রেসে ৭৬৭৯ জন দণ্ডিত ব্যক্তিকে পুনর্মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অবশ্য, তখন তাঁদের অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটেছিল। ক্রুশ্চেভের অভিযোগের সবচেয়ে ভয়াবহ অংশ এই ছিল যে, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে ১৩৪ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৯৮ জনকেই ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার ও গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছিল। এই ভয়ংকর ঘটনাবলীর জন্যে ক্রুশ্চেভ দায়ী করেছিলেন স্তালিনকে এবং তাঁর রুগ্ণ সন্দেহ-পরায়ণতাকে। কিরভ-হত্যা ও স্তালিন-হত্যার চক্রান্ত, সর্বোপরি সকল গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার গভীরে চক্রান্তকারীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ স্তালিনের মতো দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকেও যে অতিশয় সন্দেহপরায়ণ

ক'রে তুলবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সেজন্যে স্তালিনকেই দোষী করা যায় না। কারণ, তাঁকে অপরের প্রদত্ত তথ্যাবলীর উপরই নির্ভর করতে হ'তো—প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানকেই তা করতে হয়। যাঁদের তথ্যের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হ'তো, পরে দেখা গিয়েছিল, তাঁরাও চক্রান্তকারী। তাঁরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্দোষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করেছেন, তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই জার্মান ও জাপানী গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাই বলা চলে, স্তালিন এই ভয়ংকর ঘটনাবলীর জন্যে ব্যক্তিগত-ভাবে যতখানি দায়ী ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী ছিল ফাসিস্ট গোয়েন্দা বিভগের অনুপ্রবেশ ও পঞ্চম বাহিনীর ক্রিয়া-কলাপ। আর একথাও সত্য যে, এই "মহা উন্মত্ততার" ফলে কিছু-সংখ্যক নির্দোষ ব্যক্তি প্রাণ হারালেও সোভিয়েত দেশ বিশ্বাস-ঘাতক ও পঞ্চম বাহিনীর হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে কোনরূপ আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা তাকে বিপন্ন করবার সুযোগ পায় নি। এই রক্ত-মোক্ষণের ফলে সোভিয়েত দেশের দেহ সুস্থ ও সবলই হয়ে উঠেছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সোভিয়েত দেশ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'লো। এই কংগ্রেসে স্তালিন বললেন যে, সোভিয়েত দেশ শ্রম-শিল্পে ও যান্ত্রিক নৈপুণ্যে পৃথিবীর প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু মাথা পিছু উৎপাদনে এখনও পেছনে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বললেন, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের জনসংখ্যার তুলনায় যে পরিমাণ কাঁচা লোহা উৎপাদন করে, সোভিয়েত দেশ তার জনসংখ্যার তুলনায় গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্ধেক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম করে। সোভিয়েত দেশে তার জনসংখ্যার অনুপাতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তা ফ্রান্সের জনসংখ্যার তুলনায় অর্ধেক, গ্রেট বৃটেনের জনসংখ্যার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ, জার্মানির জনসংখ্যার তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ। সুতরাং মাথা পিছু উৎপাদন আরও অনেক পরিমাণ বাড়ানো দরকার। ঐ কংগ্রেসে মলোতভ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গৌরবময় সাফল্য এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূলকথা ছিল দেশের আরও অধিকতর শিল্পায়ন।

প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সোভিয়েত দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উপর অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পশ্চিম দিকে আক্রমণের সম্ভাবনা

সম্পর্কে সচেতন থাকায় দেশের পূর্বাঞ্চলে কলকারখানা অধিকতর পরিমাণে নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। মধ্য-এশিয়ায় বস্ত্রশিল্পের নূতন কেন্দ্র গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থাও থাকে। অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে কয়লা ও সিমেণ্ট উৎপাদনের সূচী গৃহীত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় "দ্বিতীয় বাকু" এবং কুইবিশেভ জলবিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। এই জল-বিদ্যুৎ-উৎপাদন-শক্তি-কেন্দ্রটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র হবে, স্থির হয়। এর সাহায্যে ভল্‌গা-পারের জলহীন বিশুষ্ক বিস্তৃত অঞ্চলে জল সরবরাহ হ'তেও পারবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বৎসরে শত শত নূতন কল-কারখানা গ'ড়ে ওঠে ও চালু হয়। বিশেষত, ঐ সময় উরাল অঞ্চলের বিখ্যাত ম্যাগ্‌নিতোগর্‌স্ক্‌ ইস্পাতের কারখানাটির নির্মাণ-কার্য শেষ হয়।

এই পরিকল্পনা ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কার্যত পূর্ণ হ'তো এবং সোভিয়েত দেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হয়ে উঠতো। কিন্তু পরিকল্পনার কাজ সাড়ে তিন বৎসর অগ্রসর হওয়ার পর অকস্মাৎ তাতে ছেদ পড়লো। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত দেশ অকস্মাৎ জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হ'লো।

যুদ্ধ-প্রতিরোধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা :

বার বার ব্যর্থ হ'লেও সোভিয়েত সরকার ইউরোপে সম্মিলিত নিরাপত্তার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে অক্লান্তভাবে ক্রমাগত প্রস্তাব করছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ জানুয়ারি তারিখে লিৎভিনভ লীগ পরিষদের অধিবেশনে লীগ অব নেশন্‌স্‌কে শান্তিকামী দেশসমূহের একটি "ব্লক" বা "এক্সিসে" পরিণত হ'তে বলেন। এই ব্লক বা এক্সিস একক বা সংঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে

আদর্শগত ভাবে এবং প্রয়োজন ও সম্ভব হ'লে কার্যকরী ভাবে, প্রতিরোধ ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত থাকবে। লীগের মূলনীতিগুলি (Convenant) সংশোধনের জন্যে “২৮ জন সদস্যের কমিটি” গঠিত হয়। কয়েকদিন বাদে লিৎভিনভ ঐ কমিটিতে বলেন যে, বর্তমানে লীগ যেভাবে গঠিত, তাতেও এমন কোনও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট নেই, যা লীগের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মিলিত শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে। লীগের মূলনীতিসমূহের ১৬ নং ধারায় যে ব্যবস্থা আছে, তা এ পর্যন্ত আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োগ করা না হ'লেও সকল আক্রমণকারী রাষ্ট্রকেই তা মানতে হবে। কিন্তু লীগকে ঐ ধরনের কোনও প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার ইচ্ছা বুর্জোয়া দেশগুলির ছিল না। তাই সোভিয়েত সরকারের চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হ'তে লাগলো।

হিটলার এখন অস্ট্রিয়া অধিকার করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩৮) তারিখে হিটলার অস্ট্রীয় সরকারে নাৎসীদের মন্ত্রীরূপে নেওয়ার জন্য দাবী জানিয়ে চরমপত্র দিলেন। অস্ট্রিয়া নিরুপায় হয়ে রাজী হ'লো। অস্ট্রীয় সরকারের দুটি বিভাগে নাৎসী মন্ত্রী গৃহীত হলেন এবং নাৎসী সংগঠনগুলি স্বাধীন ও সক্রিয় হয়ে উঠলো। এর অর্থ যে সমগ্র অস্ট্রিয়ার নাৎসীকরণ ও স্বাধীনতা হরণ, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ রইল না। তাই অস্ট্রীয় সরকার এ বিষয়ে গণভোটের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। ১১ই মার্চ তারিখে হিটলার গণভোটের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করবার দাবী জানিয়ে একটি চরমপত্র পাঠালেন, এবং তা না করলে জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করবে, এই হুমকিও দিলেন। কিন্তু এতে লীগ অব নেশন্‌স্ বা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কোনও প্রতিবাদ করলো না। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত সরকার জার্মানির মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত যেসব কূটনৈতিক দলিল প্রকাশ করেছেন,

তাতে দেখা যায়, ঐ সময় (৩রা মার্চ) বের্লিনস্থ বৃটিশ দূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন বলেন যে, তিনি জার্মানির সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণেরই পক্ষপাতী; রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সমস্ত ইউ-রোপের ঐক্যবদ্ধকরণে তাঁর আপত্তি নেই। এ যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল, এমন কথা ভাববার কোনও কারণ নেই। হিটলারের চরমপত্র অনুসারে অষ্ট্রিয়ার গণভোট প্রত্যাহৃত হ'লো এবং অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার শুস্‌নিগ পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ দিনই জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করলো এবং ১৩ই মার্চ (১৯৩৮) থেকে অষ্ট্রিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেলো।

জার্মানি কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকারের মধ্যে যে চেকোস্লোভাকিয়ার আসন্ন বিপদের সংকেত রয়েছে, তা ঘোষণা ক'রে লিৎভিনভ ১৭ই মার্চ তারিখে একটি বিবৃতি দিলেন এবং এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে লীগ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিতভাবে যে কোনও ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র রাজী আছে ব'লে জানালেন। কিন্তু বৃটেন থেকে নৈরাশ্যজনক জবাব এলো। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জানালেন যে, সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র যদি একত্র মিলিত হয়, তবেই এই ভয়ংকর সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। বৃটেনের মতিগতি যে কি, সে সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় রইলো না। কারণ, বৃটিশ সরকার ভাল ক'রেই জানতেন যে, ঐ ধরনের সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানি কখনও রাজী হবে না। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হাউস অব কমন্‌সে বললেন, "আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে পারস্পরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান ও দায়িত্ব গ্রহণ আগে থেকে সম্ভব নয়।"

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে এখন সোভিয়েত সরকার জানালেন যে, ফ্রান্স যদি চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য

করে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও তা করবে। পরে সোভিয়েত সরকার এ-ও জানালেন যে, ফ্রান্স যদি সাহায্য না করে, সে ক্ষেত্রেও চেকোস্লোভাকিয়া লীগের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্যরূপে একক দায়িত্বে চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করবে। চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডে যে আক্রমণাত্মক প্রচার চলছিল, সে বিষয়েও সোভিয়েত সরকার সচেতন ছিলেন। তাই সোভিয়েত সরকার পোল্যাণ্ডকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, পোল্যাণ্ড যদি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে, তবে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি আছে, তা বাতিল ব'লে গণ্য হবে। আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের সুদৃঢ় মনোভাব সম্পর্কে কারও সংশয় ছিল না। তাই বৃটেন জার্মানিকে প্রকাশ্য আক্রমণের নীতি ত্যাগ করতে অনুরোধ জানালো এবং ধীরে ধীরে চেকোস্লোভাকিয়া যাতে জার্মানির কবলিত হ'তে পারে, সেইরকম নীতি গ্রহণ করলো। হিটলার সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৮) এই অভিযোগ করলেন যে, চেকোস্লোভাকিয়ায় যেসব জার্মান অধিবাসী আছে, তারা উৎপীড়িত হচ্ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার কবল থেকে তাদের মুক্ত করবার জন্যে চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্ত-অঞ্চল তাঁর প্রয়োজন।

এই অবস্থায় বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন বিমানযোগে দ্রুত মিউনিকে ছুটলেন এবং জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে এক চতুঃশক্তি বৈঠক হ'লো। তাতে তাঁরা চেকোস্লোভাকিয়াকে তার সীমান্তবর্তী অঞ্চল জার্মানিকে ছেড়ে দিতে বললেন। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার পশ্চিমাংশ জার্মানির কবলিত হ'লো ও জার্মানির বিরুদ্ধে চেকোস্লোভাকিয়ার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা লোপ পেলো। চেম্বারলেন স্মিতহাস্যে দেশে ফিরলেন এবং

ইউরোপে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে ব'লে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন। মিউনিক চুক্তি সম্মেলনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে যেমন অংশগ্রহণের জন্যে ডাকা হয় নি, তেমনি এ সম্পর্কে তাকে কিছু জানানোও হয় নি। তখনো বৃটেন ও ফ্রান্স পূর্বদিকেই জার্মানির আক্রমণকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছিল।

পশ্চিমে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানিকে যেমন লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, তেমনি পূর্বদিক থেকেও তাকে বিপন্ন করবার চেষ্টা চলছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জাপ সরকার কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তবর্তী হাসান হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দাবী ক'রে সোভিয়েত সরকারকে পত্র দেন। জাপানের এই অসঙ্গত দাবী সোভিয়েত সরকার প্রত্যাখ্যান করেন। ২৯-এ জুলাই তারিখে ঘন কুয়াশার অন্তরালে হঠাৎ জাপানীরা সোভিয়েত ভূমি আক্রমণ ক'রে হাসান হ্রদের নিকটবর্তী বেজিমিয়ানি পাহাড় অধিকার করে। জাপানীদের সঙ্গে রুশ প্রতিবিপ্লবীরা বহুসংখ্যায় ছিল। সোভিয়েত সীমান্তরক্ষী দলের সংখ্যাল্পতার সুযোগে জাপানীরা ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। ফলে দূর প্রাচ্যে লাল ফৌজকে দ্রুত পাঠানো হয়। ২রা থেকে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত জায়োজের্নি ও বেজিমিয়ানির জন্য যুদ্ধ চলে।

পাহাড়ের উপরে জাপানী ঘাঁটিগুলির উপর সোভিয়েত বিমান-বহর শত শত বোমা বর্ষণ করে। সোভিয়েত পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীও তীব্র আক্রমণ চালায়। লাল ফৌজের হস্তে জাপানীরা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয় এবং সোভিয়েত ভূমি ত্যাগ ক'রে পালায়। জাপান সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করে। পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়।

কয়েক মাসের মধ্যে মিউনিক চুক্তির অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মার্চ মাসের গোড়াতেই হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে বিপুল সংখ্যায় জার্মান সৈন্য সমাবেশ করেন। ১৫ই মার্চ তারিখে নাৎসী বাহিনী চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ ক'রে প্রাগ অধিকার করে। ইংলণ্ডের জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা জানতে না দিয়ে এতোদিন রক্ষণশীল সরকার স্তোকবাক্যে তাদের ভুলিয়ে রেখেছিলেন। চেকোস্লোভাকিয়া অধিকারের সংবাদে তারা হতচকিত হয়ে যায়।

জার্মানির পরবর্তী লক্ষ্য যে রুমানিয়া, তাতে সন্দেহ থাকে না। রুমানিয়া সরকার এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারকে জানান। বৃটেনের জনসাধারণ ও রক্ষণশীল দলের একাংশের চাপে চেম্বারলেন হিটলার কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া অধিকারের নিন্দা করতে বাধ্য হন। মস্কোস্থ রুমানীয় দূত তাঁদের আশঙ্কার কথা জানালে লিৎভিনভ অবিলম্বে বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড ও তুরস্ক, এই কয়টি রাষ্ট্রের সম্মেলন আহ্বান করবার প্রস্তাব করেন। তৎকালীন বৃটিশ বৈদেশিক সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স লণ্ডনস্থ সোভিয়েত দূতকে জানান যে, ঐরূপ সম্মেলনের এখনও সময় আসেনি। ২১-এ মার্চ তারিখে তিনি জানান যে, কোনও ইউরোপীয় রাষ্ট্র আক্রান্ত হ'লে বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও পোল্যাণ্ড আলাপ-পরামর্শ করতে প্রস্তুত থাকবে, এই মর্মে তাঁরা একটি যুক্ত ঘোষণা দিতে পারেন। এতে পারস্পরিক সাহায্যের কোনও কথা ছিল না।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানির পারস্পরিক সাহায্যের যে পঞ্চবার্ষিক চুক্তি ছিল, এর ফলে তা ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেইরূপ অবস্থায় পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করবার কোনও ভরসা দেওয়া হয় নি। তাই পোল্যাণ্ড এই ধরনের যুক্ত বিবৃতিতে সম্মতি দিলো না।

২৩-এ মার্চ তারিখে হিটলার লিথুয়ানিয়া আক্রমণ ক'রে মেমেল অধিকার ক'রে নিলেন। তিনি রুমানিয়াকে জার্মানির সঙ্গে অত্যন্ত অসুবিধাজনক শর্তে অর্থনৈতিক চুক্তি করতে বাধ্য করলেন এবং

পোল্যাণ্ডের কাছে ডান্‌জিগ দাবী করলেন। অবশেষে ৩০-এ মার্চ তারিখে বৃটিশ মন্ত্রিসভা পোল্যাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তবে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন একথাও জানালেন যে, জার্মানি যদি এমন শান্তিপূর্ণভাবে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারে, যাতে ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে না, তবে পূর্বদিকে জার্মানির সম্প্রসারণে বৃটেন বাধা দেবে না। চেম্বারলেনের সমর্থক সংবাদপত্রগুলি একথা প্রচার করতে লাগলো। এর ফল হাতে হাতে ফললো। ৭ই এপ্রিল তারিখে ইতালি আল্‌বেনিয়া আক্রমণ করলো। ১৮ই এপ্রিল তারিখে লণ্ডনস্থ সোভিয়েত দূত বৃটিশ বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রস্তাব করলেন যে, আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্যে অবিলম্বে মিলিতভাবে ব্যবস্থা গৃহীত হ'ক। কিন্তু তার পরিবর্তে বৃটিশ সরকার গ্রীস ও রুমানিয়াকে গ্যারেন্টি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় সোভিয়েত সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় ও বিতর্ককালে ইঙ্গো-ফরাসী-সোভিয়েত চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় সরকারী মুখপাত্ররূপে স্যার জন সাইমন বললেন যে, "নীতিগতভাবে এই ধরনের প্রস্তাবে তাঁদের আপত্তি নেই।" কিন্তু আপত্তি যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাগুলি থেকেই সুপ্রমাণিত হ'ল।

১৬ই এপ্রিল তারিখে মস্কোস্থ বৃটিশ দূত জিজ্ঞাসা করলেন, আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে কোনও ইউরোপীয় রাষ্ট্র অগ্রসর হ'লে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে কি না। এই প্রস্তাবের মধ্যে যে কৌশল প্রচ্ছন্ন ছিল, সোভিয়েত সরকার সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যদি জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে কোনও ইউরোপীয় রাষ্ট্র অগ্রসর হবে না। অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হ'লেও সোভিয়েত

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রমণে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্যদানের দায়িত্ব কারও থাকবে না। তাই লিৎভিনভ এই প্রস্তাবের উত্তরে জানালেন যে, আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সাহায্য পারস্পরিক হবে এবং সেজন্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি থাকবে। ৮ই মে পর্যন্ত এই সোভিয়েত প্রস্তাবের কোনও জবাব এলো না। ২৮-এ এপ্রিল তারিখে হিটলার ইঙ্গো-জার্মান নৌচুক্তি এবং জার্মান-পোলিশ মৈত্রী চুক্তি বাতিল ব'লে ঘোষণা করলেন এবং প্রকাশ্যে ডান্‌জিগ দাবী করলেন। সোভিয়েত সরকারও তাঁদের বৈদেশিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, একথা জানাবার জন্যে ৩রা মে তারিখে লিৎভিনভের স্থলে মলোতভকে বৈদেশিক সচিব নিয়োগ করলেন। মলোতভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সোভিয়েত দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ও সম্মান-প্রতিপত্তি লিৎভিনভের চেয়ে ছিল অনেক বেশী। ৮ই মে তারিখে বৃটিশ সরকার সোভিয়েত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ইতিমধ্যে মস্কোয় জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকার পোলিশ সরকারকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব করলে পোলিশ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি না হওয়ার প্রকৃত কারণগুলি ধীরে ধীরে জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হ'তে থাকায় বৃটেনে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা শুরু হ'লো। ফলে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ২০-এ মে তারিখে প্যারিসে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে ২৭-এ মে তারিখে মস্কোস্থ বৃটিশ ও ফরাসী দূতরা জানালেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স ত্রিপাক্ষিক চুক্তির নীতি গ্রহণ করতে রাজী আছে। তবে এই চুক্তি লীগ অব নেশন্‌সের অনুমোদন অনুসারে কার্যকরী হবে। এই

শর্তটির অর্থ যে কি, সোভিয়েত সরকার তা জানতেন। লীগের স্বরূপ স্পেন, চীন ও চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণকালে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, শর্তও এই ছিল যে, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া আক্রান্ত হ'লে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে সাহায্য দেবে, অন্য কোনও রাষ্ট্র আক্রান্ত হ'লে সেই রাষ্ট্র যদি সাহায্য চায়, তবেই তাকে সাহায্য দেওয়া চলবে। তাছাড়া, জার্মানি যদি বাল্‌টিক অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি আক্রমণ করে, তাদের সাহায্যদানের কোনও প্রতিশ্রুতি এতে ছিল না। তাই প্রস্তাবের উত্তরে মলোতভ পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, সোজা পারস্পরিক সাহায্যের শর্তেই চুক্তি হ'তে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে হিট্‌লার চেম্বারলেনকে দিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মানির অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করিয়ে নিলেন এবং ডান্‌জিগের অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। অবশেষে ১লা জুলাই তারিখে বৃটেন ও ফ্রান্স বাল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে আক্রান্ত হ'লেই সাহায্যদানের প্রস্তাব স্বীকার ক'রে নিলো। কিন্তু তথাপি নানাভাবে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটি সম্পন্ন করতে টালবাহানা চলতে লাগলো।

ইংলণ্ডের প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ লয়েড জর্জ "সান্‌ডে এক্‌স্‌প্রেস" পত্রিকায় লিখলেন যে, এই আলাপ-আলোচনার ধারা থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায়; সেটি হ'লো: "মিঃ নেভিল্ চেম্বারলেন, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও স্যার জন সাইমন রাশিয়ার সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন করতে অনিচ্ছুক।" তাঁরা কি করতে চান, তা-ও "ডেলি এক্‌স্‌প্রেস" কাগজে পরদিন প্রকাশিত হ'লো। ঐ সময় বৃটেনের সমুদ্রপারের বাণিজ্য বিভাগীয় সচিব মিঃ হাডসন হিটলারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভোহ্‌লটাটের সঙ্গে লণ্ডনে গোপন আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। এই আলাপের বিষয় ছিল "বিপুল পরিমাণে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান" এবং জার্মানি ও ইংল্যাণ্ড কর্তৃক

মিলিতভাবে উপনিবেশগুলির শোষণ। ঐ সময়ে হিটলার পোল্যাণ্ডের সীমান্তে ব্যাপকভাবে সৈন্যসমাবেশ করেছিলেন এবং পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাচ্ছিলেন। জার্মান ঝটিকাবাহিনীর লোক দিয়ে ডান্‌জিগের পুলিশবাহিনীকে শক্তিশালী ক'রে তোলা হয়েছিল। তাই এই মুহূর্তে জার্মানির সঙ্গে বৃটেনের গোপন আলোচনার কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ভয়ানক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। চেম্বারলেন ঐরূপ কোনও ঘটনার কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলেন। কিন্তু পরে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যেসব জার্মান দলিল-দস্তাবেজ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, ডেলি এক্‌স্‌প্রেসের ঐ সংবাদ সত্য ছিল। এই কেলেঙ্কারি ঢাকবার জন্যে ৩০-এ জুলাই তারিখে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে, শীঘ্রই আলোচনার জন্যে মস্কোয় একটি বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের ব্যাপারেও তাঁরা কালহরণ করতে লাগলেন। ৫ই আগস্ট তারিখে প্রতিনিধিরা সাধারণ জাহাজে অতিশয় মন্থরগতিতে মস্কো যাত্রা করলেন। প্রতিনিধি-দলে প্রথম শ্রেণীর সামরিক বা কূটনৈতিক কোনও ব্যক্তিই ছিলেন না। প্রতিনিধিদলের গঠন ও আগমনের গতিবেগ থেকে যেমনটি প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তা-ই ঘটলো। সামরিক শর্তাদিতে স্বাক্ষর দানের কোনরূপ অধিকার এই প্রতিনিধিদলের ছিল না। কেবল পোল্যাণ্ডকে সাহায্যদানের বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে তাঁদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। অথচ এই প্রতিনিধিদল রওনা হওয়ার ঠিক আগেই পোল্যাণ্ড পুনরায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাদের অনিচ্ছার কথা ঘোষণা করেছিল। কেবল তাই নয়, পোল্যাণ্ডকে সাহায্যদানের জন্যে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি সোভিয়েত সরকার করেছিলেন, তাও গৃহীত হ'লো না। জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের লাগাও সীমান্ত না

থাকায় পোল্যাণ্ডকে সাহায্যদানের জন্যে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগদানের দাবী তাঁরা করেছিলেন। এমন কি মিঃ চার্চিলও ১লা অক্টোবর তারিখে একটি বেতার ভাষণে ঐ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার জানালেন যে, এ বিষয়ে পোল্যাণ্ডকে রাজী করাবার মতো ক্ষমতা তাঁদের নেই।

এর পশ্চাতে যে দুরভিসন্ধি ছিল, তা সুস্পষ্ট। সোভিয়েত বাহিনী সাহায্যদানের জন্যে সোভিয়েত সীমান্তে উপস্থিত থাকবে এবং জার্মানি পোল্যাণ্ড অধিকার করলে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ সোভিয়েত ভূমিতেই ঘটবে। তাই এই প্রস্তাবে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে রাজী হওয়া সম্ভব ছিল না।

পোল্যাণ্ডের প্রশ্ন নিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে হিটলার রাজী ছিলেন না। ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সাহায্যদানের চুক্তি ইতিপূর্বেই করেছিল। তদনুসারে জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধবার এবং ইংল্যাণ্ডকে সাহায্য করবার জন্যে ফ্রান্সের এগিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায় হিটলার পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করলেন না। তাই তিনি এখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেন। জার্মানির বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপ তাঁর মস্কো যাত্রার কথা ঘোষণা করলেন। নাৎসী জার্মানির অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতিতে সোভিয়েত সরকার বিশ্বাস না করলেও এতে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মানিকে লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ক্রমাগত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া, এতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে কয়েক বৎসর জার্মানির আক্রমণ থেকে বাঁচবে এবং নিজের রক্ষাব্যবস্থা দৃঢ়তর ক'রে তোলার সুযোগ

পাবে, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই সোভিয়েত সরকার জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির জন্যে জার্মানির আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজী হলেন। ১৯-এ আগস্ট তারিখে একটি সোভিয়েত-জার্মান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লো। ২৩-এ আগস্ট তারিখে রিবেন্‌ট্রপ মস্কোয় এসে পৌঁছলেন এবং সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লো। অবশ্য, এই চুক্তি অনাক্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতে পারস্পরিক সাহায্যের কোনও শর্ত ছিল না। এই চুক্তির বিরূপ সমালোচনা হ'লেও পারস্পরিক সাহায্যের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ক্রমাগত অনিচ্ছা এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে বিপন্ন করবার অভিসন্ধিই যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে নাৎসী জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এতে সোভিয়েত কূটনীতিই জয়ী হয়েছিল এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সকল দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল।

মস্কোয় যখন আলাপ-আলোচনা চলছিল, তখন জাপানও আবার সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী সৈন্য মঙ্গোলীয় গণ-সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত খাল্‌খিন্‌-গোল নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আক্রমণ করলো। মঙ্গোলীয় গণ-সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলো। মঙ্গোলীয় বাহিনীর সহযোগিতায় লাল ফৌজ জাপ আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। জাপানীদের প্রায় ৬০,০০০ সৈন্য হতাহত হ'লো। হতাহতের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার। প্রায় ৬০০ জাপ বিমান বিনষ্ট হয়েছিল। ফলে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাপ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে যুদ্ধবিরতির জন্যে প্রস্তাব করলো। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হওয়ায়

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে পূর্বদিক থেকেও কিছুটা নিরাপদ হ'লো।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ—সোভিয়েত নিরপেক্ষতার দু বছর ঃ

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘটবার পক্ষকাল পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে পোল্যাণ্ডের পক্ষে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকার অতিরিক্ত আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্যকে যে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিলেন। অল্পকালের মধ্যেই জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ক'রে দিলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রিগার সন্ধি অনুসারে ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার অনেকখানি অঞ্চল পোল্যাণ্ড গ্রাস ক'রে নিয়েছিল। ঐ অঞ্চলে প্রায় সত্তর লক্ষ ইউক্রেনীয় ও প্রায় ত্রিশ লক্ষ বিয়েলোরুশ পোলিশ শাসনে ক্রীতদাসের মতোই জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের মনে তাদের মাতৃভূমি ইউক্রেন ও বিয়েলো-রাশিয়ার মধ্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল থাকাই ছিল স্বাভাবিক। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে যে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল, তাতে পৃথক একটি গোপন চুক্তিপত্রে এই শর্ত স্বীকৃত হয়েছিল যে, জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ড-অধিকৃত ইউক্রেনীয় ও বিয়েলোরুশ অঞ্চলে প্রবেশ করবে না। পোল্যাণ্ড প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাল ফৌজ ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করলো। স্থানীয় শ্রমিক, কৃষক ও জন-সাধারণ তাদের বিপুল অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বুর্জোয়া দেশগুলি সোভিয়েত সরকারের

এই কার্যকে নাৎসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা ব'লেই প্রচার করতে লাগলো এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলো। এমন একটা ভাব দেখা গেলো, যেন ঐ অঞ্চল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অধিকার না ক'রে জার্মানি অধিকার করলেই খুব ভাল হ'তো! কিন্তু অনেক স্থিরবুদ্ধি পর্যবেক্ষক ও রাজনীতিবিদ্ একে জার্মানির পূর্বদিকে সম্প্রসারণে প্রথম বাধাদানরূপেই লক্ষ্য করলেন। ১লা অক্টোবর তারিখে মিঃ উইন্স্টন চার্চিল তাঁর একটি বেতার ভাষণে বললেনঃ "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পোল্যাণ্ডে নাৎসীদের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। কেবল তারা যদি আমাদের সহযোগীরূপে এই কাজ করতো!" "লণ্ডন টাইম্স্" কাগজে বিখ্যাত মনীষী ও নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ লিখলেন, 'Three cheers for Stalin'." তিনি স্তালিনকে হিটলারের অগ্রগতি প্রথম ব্যাহত করবার জন্যে অভিনন্দন জানালেন। ২৮-এ সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্সের সংবাদদাতা এই মর্মে তার পাঠালেন যে, লণ্ডনে অনেকের ধারণা এই যে, "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই কাজ রুমানিয়া সম্পর্কে হিটলারের দুরভিসন্ধিকে ব্যাহত করেছে।" তখন বৃটেনের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনও ১৬-ই অক্টোবর তারিখে হাউস অব কমন্সে একথা স্বীকার করেছিলেন যে, জার্মানির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে পোল্যাণ্ডের একাংশ অধিকার করা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে।" ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার তাঁর সোভিয়েত দেশ আক্রমণের সাফাই ক'রে যেসব কারণ ঘোষণা করেছিলেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই কাজটিও সেগুলির মধ্যে ছিল।

তাই সোভিয়েতবিরোধী প্রচারকদের বিষোদ্গারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধাররা কর্ণপাত করলেন না। অক্টোবর মাসে গোপন ব্যালটে গণভোট গ্রহণের পর ঐ দুটি অঞ্চলকে ইউক্রেনীয়

সাধারণতন্ত্র ও বিয়েলো রুশ সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হ'লো। হিটলার ও স্তালিন পোল্যাণ্ড ভাগ ক'রে নিয়েছেন, এই প্রচারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল, পরবর্তী ঘটনাবলীই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে।

অতঃপর সোভিয়েত সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করবার কাজে মন দিলেন। পোল্যাণ্ড বিশ বৎসর পূর্বে লিথুয়ানিয়ার প্রাচীন রাজধানী ভিল্না অধিকার ক'রে নিয়েছিল। এখন সোভিয়েত সরকার তাঁদের শুভেচ্ছার চিহ্নরূপে ভিল্না শহর লিথুয়ানিয়াকে ফিরিয়ে দিলেন এবং লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়ার বুর্জোয়া সরকারগুলিকে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। পোল্যাণ্ড অভিযানের প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে ১০ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখে বাল্‌টিক রাজ্যগুলির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহযোগিতার চুক্তি করলো। এইভাবে ঐ সকল রাজ্যের কতকগুলি নৌঘাঁটি সোভিয়েত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হ'লো।

এর পরেই সোভিয়েত সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করবার জন্যে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। বাল্‌টিক রাজ্যগুলির চেয়েও ফিন্‌ল্যাণ্ড অনেক বেশী পরিমাণে সোভিয়েতবিরোধী ছিল। অক্‌টোবর বিপ্লবের ফলেই ফিন্‌ল্যাণ্ড জার আমলের রুশ সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে সোভিয়েত সরকারের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিল না। বর্তমানে ফিন্‌ল্যাণ্ডে জারের প্রাক্তন জেনারেল ব্যারন ম্যানারহাইমের নেতৃত্বে একটি ফাসিস্ট-মনোভাবাপন্ন সরকার রাজত্ব করছিল। ফিন্‌ল্যাণ্ড ছিল সোভিয়েতবিরোধী প্রতিবিপ্লবীদের আড্ডা। ফিন্‌ল্যাণ্ডের সীমান্ত সোভিয়েত যুক্ত-

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শহর লেনিনগ্রাদ (প্রাক্তন পেত্রোগ্রাদ) থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ফিন্ল্যাণ্ডের বিমান-ঘাঁটি-গুলি থেকে মাত্র দু-তিন মিনিটেই বিমানগুলি লেনিনগ্রাদের উপর এসে পৌঁছতে পারতো। ফিন্ল্যাণ্ডের সীমান্তে বৃটিশের তত্ত্বাবধানে "ম্যানারহাইম লাইন" নামে যে দুর্ভেদ্য দুর্গ শ্রেণী গ'ড়ে তোলা হয়েছিল, তা লেনিনগ্রাদের উপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যেই যে করা হয়েছিল, তাতে সন্দেহ ছিল না। ফিন্ল্যাণ্ডের বিমান-ঘাঁটিগুলি নাৎসীরা তৈরী করেছিল। ঐসব বিমান ঘাঁটিতে ২০০০ বিমান থাকবার জায়গা ছিল। অথচ ফিন্ল্যাণ্ডের বিমানবহরে মাত্র ১৫০ খানা বিমান ছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, ঐসব বিমান-ঘাঁটি অন্য কোনও শক্তির ব্যবহারের জন্যেই করা হয়েছিল। সে শক্তি যে জার্মানি, এমন কথা ভাববারও যথেষ্ট কারণ ছিল।

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ বাধায় বাল্টিক সমুদ্রের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। তাই ফিন্ল্যাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়েছিল। এই অবস্থায় সোভিয়েত সরকার ফিন্ সরকারকে আলাপ-আলোচনার জন্যে মস্কোয় আমন্ত্রণ করলেন। ১১ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখে ফিন্ প্রতিনিধি-দল মস্কোয় এসে পৌঁছলেন। সোভিয়েত সরকার তাঁদের কাছে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে চুক্তির প্রস্তাব করলেন। ফিন্ল্যাণ্ডের সীমারেখাকে লেনিনগ্রাদ থেকে আরও কয়েক মাইল দূরে, কামানের গোলার নাগালের বাইরে, সরিয়ে নিতে বলা হ'লো। ফিন্ উপসাগরের মুখে অবস্থিত হান্গো বা ঐরূপ কোনও স্থান সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ত্রিশ বছরের জন্যে ইজারা চাওয়া হ'লো। ঐ সকল স্থানের বিনিময়ে সোভিয়েত সরকার কারেলিয়ায় এর তিনগুণ অনুরূপ ভূমি ফিন্ল্যাণ্ডকে দিতে চাইলেন। ফিন্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট কাজান্দার নিজেও সোভিয়েত সরকারের এই প্রস্তাব ফিন্ল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য ও অখণ্ডতার পরিপন্থী

নয় ব'লেই ঘোষণা করলেন। প্রায় মাসখানেক ধ'রে উভয় পক্ষে দর-কষাকষি চললো। কিন্তু তারপর অকস্মাৎ ফিন্ সরকার আলাপ-আলোচনা বন্ধ ক'রে দিলেন। সীমান্ত অঞ্চলে ১৯২১, ১৯২৩, ১৯৩০ ও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মতো পুনরায় ছোটখাটো সংঘর্ষ দেখা দিলো। ফলে লাল ফৌজ কয়েক জায়গায় ফিন্ল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করলো এবং যুদ্ধ শুরু হ'লো। পশ্চিমের বুর্জোয়া দেশগুলিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য চললো। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লীগ অব নেশন্স্ থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বহিষ্কৃত হ'লো।

এই সময় হিটলার তাঁর নববিজিত চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন এবং পশ্চিমে যুদ্ধ তেমন ব্যাপক আকার ধারণ করে নি। তাই ফিন্ল্যাণ্ডের দিকেই এখন ছুনিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। প্রায়ই সোভিয়েত বাহিনীর বিপর্যয় ফলাও করে ঘোষিত হ'লো। কিন্তু আসলে এই সময়ে সোভিয়েত বাহিনী ছোটখাটো সংঘর্ষে ফিন্ বাহিনীকে ব্যস্ত রাখলেও তারা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। শীত পড়েছিল প্রচণ্ড। প্রায়ই তাপমাত্র —২৫° থেকে —৩০° ছিল। ঐ অঞ্চলে বহু হ্রদ থাকায় কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি ভারী যুদ্ধাস্ত্র সহ সৈন্যবাহিনীকে ব্যাপক আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত করা সহজসাধ্য ছিল না। এজন্যে প্রায় ছ'মাস লেগেছিল। এই সময়টাতেই বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত বাহিনীর ঘন ঘন বিপর্যয়ের সংবাদ পরিবেশন ক'রে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছিল। কিন্তু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আক্রমণ শুরু হ'লো। যে ম্যানারহাইম লাইনকে ফ্রান্সের মাজিনো লাইনের

চেয়েও দুর্ভেদ্য মনে করা হ'তো, এক মাসের মধ্যেই তা বিধ্বস্ত হ'লো।

লাল ফৌজ ভিবর্গ অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'লো। এখন সমগ্র ফিন্‌ল্যাণ্ড তার সম্মুখে অবারিত প'ড়ে রইলো। অপর দেশ গ্রাস করবার সামান্যতম দুরভিসন্ধিও যদি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের থাকতো, তবে অল্প দিনের মধ্যেই লাল ফৌজ তা সম্পন্ন করতে পারতো। কিন্তু সেরকম কোনও অভিসন্ধি না থাকায় লাল ফৌজ অধিক দূর অগ্রসর হ'লো না। ফিন্‌ল্যাণ্ড সুইডেনের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব করলো। ফিন্‌ল্যাণ্ড যাতে সন্ধি না করে, সেজন্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী দালাদিয়ে ফিন্ সরকারকে জানালেন যে, ইঙ্গো-ফরাসী বাহিনী ফিন্‌ল্যাণ্ডে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। ফিন্‌ল্যাণ্ড যদি তাঁদের সাহায্য না চায়, তবে যুদ্ধের পরে ফিন্‌ল্যাণ্ডের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনও প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিতে পারবেন না। দালাদিয়ে ও চেম্বারলেন সুইডেনকে তার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ ক'রে তার মধ্য দিয়ে ইঙ্গো-ফরাসী বাহিনীকে ফিন্‌ল্যাণ্ডে যেতে দেওয়ার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। ১২ই মার্চ (১৯৪০) তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফিন্‌ল্যাণ্ড সন্ধি করলো।

সন্ধির শর্ত অনুসারে সোভিয়েত সরকার ভিবর্গ ও লাডোগা হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করলেন। ফিন্ উপসাগরের মুখে অবস্থিত পূর্বোক্ত স্থানও সোভিয়েত অধিকারে গেল। এখন তার বিনিময়ে আর তিনগুণ ভূমি দেওয়া হ'লো না। তবে কিছু পরিমাণ বার্ষিক খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা রইলো। লাল ফৌজ ফিন্‌ল্যাণ্ডের তুষারমুক্ত বন্দর পেৎসামো অধিকার ক'রে নিয়েছিল। পেৎসামো বন্দরটি সোভিয়েত সরকার

ফিন্‌ল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দিলেন। সোভিয়েত সরকার যুদ্ধের জন্যে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন না। কেবল তাই নয়, খাদ্যাভাবে জর্জরিত ফিন্‌ল্যাণ্ডের জন্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হ'লো।

এই নবলব্ধ অঞ্চল কারেলীয় স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হ'লো এবং কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র নামে একটি নূতন ইউনিয়ন রিপাবলিক বা পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটলো।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া বেসারেবিয়া অঞ্চল দখল ক'রে নিয়েছিল। বেসারেবীয়রা ছিল মোল্‌দাভিয়ার অধিবাসীদের সগোত্র। মোল্‌দাভিয়া ইতিপূর্বেই ইউক্রেন সাধারণতন্ত্রের মধ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্ররূপে স্থান পেয়েছিল। উত্তর বুকো-ভিনার অধিবাসীরাও ইউক্রেনীয়দের সগোত্র ছিল। বেসারেবিয়া ও উত্তর বুকোভিনার অধিবাসীরা রুমানিয়ার শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে সংগ্রাম করছিল। এখন সোভিয়েত সরকার রুমানিয়ার কাছে ঐ অঞ্চলগুলি দাবী করলেন। রুমানিয়া এই দাবী মেনে নিলো। উত্তর বুকোভিনা ইউক্রেন সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ও বেসারেবিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত মোল্‌দাভিয়া সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হ'লো এবং মোল্‌দাভিয়া একটি ইউনিয়ন রিপাবলিক বা পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্রের মর্যাদা পেলো।

লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের সন্ধি করলেও মূলত সেগুলিতে ছিল ফাসি-পন্থী সরকার। তাই জার্মানির প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল বেশী। জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অনাক্রমণ চুক্তির ফলেই সম্ভবত তারা সোভিয়েতের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীর পথে পা বাড়াতে সহজে সম্মত হয়েছিল। ইতিমধ্যে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত

সরকারের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটেছিল। জার্মানি যে শিল্পজাত দ্রব্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করবার চুক্তি করছিল, তা না করায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও জার্মানিতে শস্য ও চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অন্যান্য দ্রব্য পাঠানো হ্রাস করেছিল। এপ্রিল মাসে জার্মানি ডেন্‌মার্ক ও নরওয়ে অভিযানে সাফল্য লাভ করবার পর জার্মান সংবাদপত্রগুলি সুইডেনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিল এবং সুইডেনের কাছে এই দাবী করেছিল যে, সুইডেনের টেলিফোন লাইনগুলি জার্মানির তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে এবং সুইডেনের মধ্য দিয়ে নরওয়েতে জার্মান সৈন্য পাঠাবার জন্যে সুযোগ দিতে হবে। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত সরকার এতে হস্তক্ষেপ করলেন এবং সুইডেনের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। এইভাবে সুইডেনের নিরপেক্ষতা রক্ষা পেলো। জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়ার বুর্জোয়া ফাসিপন্থী সরকারগুলি গোপনে সোভিয়েতবিরোধী পথ গ্রহণ করতে লাগলো। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েত সরকার জানতে পারলেন যে, ঐসব রাষ্ট্র জার্মান সামরিক বিভাগের সঙ্গে গোপনে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে। এই আলোচনা অনুসারে ঐ সকল রাষ্ট্রে উৎপন্ন শস্য, শূকর, দুধ, মাখন, শণ, কাঠ ও তেলের শতকরা ৭০ ভাগ জার্মানিতে পাঠানো হবে। সোভিয়েত সরকার ঐ নীতির বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যবস্থারূপে ঐ সকল রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় রদবদল এবং ঐ সকল রাষ্ট্রে আরও সৈন্যাদি প্রেরণের প্রস্তাব করলেন। ৫ই জুন (১৯৪০) তারিখে বহুসংখ্যক লাল ফৌজ ঐ সকল রাষ্ট্রে পাঠানো হ'লো। স্থানীয় জার্মানপন্থী অফিসাররা পলায়ন করলো। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী সোভিয়েত বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানালো এবং বহু স্থানে অভ্যুত্থান ঘটলো। সৈন্যবাহিনীকে গুলী চালাতে আদেশ দিলে তারা নিষ্ক্রিয়

রইলো। এইভাবে ঐ তিনটি রাষ্ট্রেই নূতন জনপ্রিয় সরকার গঠিত হ'লো। জুলাই মাসে নির্বাচন হ'লো। নবনির্বাচিত পার্লামেণ্টগুলি একুশ বছর আগেকার প্রাক্তন সোভিয়েত শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলো। ১লা আগস্ট (১৯৪০) তারিখে ঐ রাষ্ট্রগুলি পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্ররূপে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হ'লো।

এইভাবে বিপ্লবের কালে কৃষ্ণসাগর থেকে ফিন্ উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে সকল অঞ্চল সোভিয়েত রাষ্ট্র হারিয়েছিল, তা পুনরায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হ'লো। এখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্রের সংখ্যা হ'লো ষোল।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে জার্মানি ডেনমার্ক আক্রমণ করে। প্রায় বিনা যুদ্ধেই ডেন্মার্ক ও নরওয়ে জার্মানির পদানত হয়। মে মাসে জার্মানি হল্যাণ্ড ও বেল্জিয়ামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং মাত্র এগারো দিনে ফরাসী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। অতলান্তিক সমুদ্রের তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চল জার্মানির করতলগত হয়। বৃটিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে ডানকার্কের বেলাভূমিতে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ফেলে ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করে। ১০ই জুন তারিখে ইতালি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বুল্গেরিয়া ও রুমানিয়ার ফাসিপন্থী সরকারগুলিও জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। এখন জার্মানি বৃটেন আক্রমণ করবে, অনেকে এইরূপ মনে করলেও হিটলার সে-পথে অগ্রসর হলেন না। এখন তিনি পূর্বদিকে পুনরায় অভিযান শুরু করলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি যুগোস্লাভিয়া জার্মান অধিকারে যায়। গ্রীসও জার্মানির পদানত হয়। জার্মানি পূর্বদিকে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। সোভিয়েত সরকার জার্মানির অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাঁরা ১৩ই এপ্রিল (১৯৪১) খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে পাঁচ বৎসরের জন্যে অনাক্রমণচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

অনাক্রমণ-চুক্তি থাকলেও জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার সর্বদাই সচেতন ছিলন। তাই আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে দেশরক্ষার জন্যে সমগ্র বাজেটের একটি মোটা অংশ বরাদ্দ করা হয়। ঐ বৎসর সমগ্র বাজেটের পরিমাণ ছিল ১৫০,০০০,০০০,০০০ রুবল। তন্মধ্যে দেশরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয় ৫৭,০০০,০০০,০০০ রুবল। মন্ত্রিসভা কলকারখানার ফোরম্যান ও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দেন। কলকারখানায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, এমন লোকদের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ঐরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা ৩ থেকে ৪ জন ছিল। কলকারখানায় যে রোজ সাত ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল, তা এখন বাড়িয়ে আট ঘণ্টা করা হয়। খনিতে দৈনিক কাজের সময় ছিল ছ ঘণ্টা ; তা এখন বাড়িয়ে সাত ঘণ্টা করা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমশিল্পের উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়েছিল, এখন তা শতকরা আরও ৪৫ ভাগ বাড়ে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হ'তো। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসরেই, ঐ পরিকল্পনায় নির্ধারিত সূচী বিভিন্ন ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬ ভাগ থেকে ৯৮ ভাগ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছিল। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তার আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ৬ই মে (১৯৪১) তারিখে। এ পর্যন্ত স্তালিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেছিলেন। এখন তিনি গণপ্রতিনিধি-পরিষদের সভাপতি (প্রধান মন্ত্রীও) নিযুক্ত হলেন। স্তালিন কর্তৃক একই সঙ্গে পার্টি ও শাসনতন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ নিঃসন্দেহে সোভিয়েত রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।

সুতরাং জার্মান আক্রমণের জন্যে সোভিয়ত যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত ছিল না, একথা ভাবা ভুল। তবে এই আক্রমণ কখন কিভাবে আসবে, সে সম্পর্কে কোনও স্থিরতা ছিল না। কারণ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির শর্তাবলী কঠোরভাবেই পালন করছিল এবং জার্মানিকে কোনও অজুহাতের সুযোগ দিচ্ছিল না।

জার্মান আক্রমণ—দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ঃ

যুদ্ধশেষে নুরেম্‌বুর্গে যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হয়, তা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগ থেকেই হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রধান জার্মান জেনারেলদের স্বীকৃতি থেকে জানা গেছে যে, ডান্‌কার্কে বৃটিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ না চালাতে হিটলার সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস, অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের কাল, থেকেই হিটলার বৃটেনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট আক্রমণের মতলব করেছিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রুডল্‌ফ হেসকে বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে বিমানযোগে বৃটেনে পাঠিয়েছিলেন। নাৎসী নেতৃত্বে হেসের স্থান ও পদমর্যাদা বিবেচনা ক'রে দেখলে এই গোপন দৌত্যের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করা যায়। হিটলারের অবর্তমানে নাৎসী নেতৃত্ব পরিচালনার জন্যে যে তিনজন সদস্য-বিশিষ্ট সমিতি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভের প্রাক্কালে গঠিত হয়েছিল, তাতে হেসের স্থান ছিল দ্বিতীয়—গোয়েরিংয়ের পরেই। হেস্‌কে বৃটেনে বন্দী করা হ'লেও বা প্রকাশ্যে জার্মানির সঙ্গে মৈত্রীর নীতি গৃহীত না হ'লেও তা বৃটিশ বৈদেশিক ও সামরিক

নীতিকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মিঃ উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে বৃটেনে নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রী-সভা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের সোভিয়েত বিরোধিতা সকলের কাছেই সুবিদিত ছিল। তাই হেস্ ফিরে না এলেও হিটলার সম্ভবত নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেজন্যে হেসের ইংল্যাণ্ড যাত্রার ৪২ দিন বাদেই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ জুন তারিখে, তিনি যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই অকস্মাৎ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করলেন।

১৯০০ মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ সীমান্ত ধ'রে এই আক্রমণ শুরু হ'লো। হিটলার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাছাই-করা ১৭০ ডিভিজন জার্মান সৈন্য নিয়োগ করলেন। তাছাড়া জার্মান সৈনাপত্যে জার্মানির তাঁবেদার ও সহযোগী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীগুলিও ছিল। জার্মান-অধিকৃত ইউরোপের প্রায় আড়াই কোটি লোককে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম যোগান দেওয়ার জন্যে কলকারখানায় ও অন্যত্র ক্রীতদাসের মতো খাটানো হ'তে লাগলো। হিটলার নিজে একে "পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম সামরিক অভিযান" ব'লে বর্ণনা করলেন। তাঁর এই বর্ণনা অত্যুক্তি ছিল না। হিটলার ঐ সময় পশ্চিম ইউরোপে ও অন্যত্র মাত্র ৭৫ ডিভিজন সৈন্য রেখেছিলেন। ঐসব ডিভিজনে অধিকাংশই বেশী বয়সের সৈন্য এবং রোগমুক্তির পর বিশ্রামের জন্যে প্রেরিত সৈন্যই ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, হিটলার ঐ সময় পশ্চিম থেকে আক্রমণ সম্পর্কে নির্ভয় ছিলেন এবং অত্যধিক সৈন্যের চাপে ব্লিৎস্‌ক্রিগ বা দ্রুত আক্রমণরীতিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে পদানত করবার সংকল্প করেছিলেন। ১১ দিনে ফ্রান্স পদানত হয়েছিল। তাই হিটলার ভেবেছিলেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে পদানত করতে এক মাসের বেশী সময় লাগবে না। নাৎসী বাহিনী ১৯০০ মাইল সোভিয়েত সীমান্তে

তিনটি প্রধান অভিযান শুরু করেছিল। তারা উত্তরে ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদ ও মুরমান্‌স্কের দিকে, মধ্যে পোল্যাণ্ড থেকে মস্কোর দিকে এবং দক্ষিণে রুমানিয়া থেকে কিয়েভ ও ওডেসার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

জার্মানরা প্রথম কয়েক সপ্তাহে দ্রুত অগ্রসর হ'লেও তারা শীঘ্রই ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'লো। ৩রা জুলাই (১৯৪১) তারিখে স্তালিন সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে যে আহ্বান জানালেন, তাতে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই যুদ্ধ সোভিয়েত জনগণের জীবনমৃত্যুর যুদ্ধ। সোভিয়েত ভূমির জনগণের পূর্ব-পুরুষরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে টিউটন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, সেইভাবে ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে বললেন। তিনি বললেন, হিটলার জার্মানির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধ দুই বিরোধী বাহিনীর মধ্যে নয়, এই যুদ্ধ সর্বব্যাপী দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার যুদ্ধ—ফাসিস্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ কেবল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে ফাসিস্ট বিপদ থেকে মুক্ত করবে না, সমগ্র ফাসিস্ট-পদানত ইউরোপকেও মুক্তি দেবে। যুদ্ধের গোড়াতেই যে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়, স্তালিন তার সভাপতি হন। পরে তিনি সর্বাধিনায়কের পদও গ্রহণ করেন।

স্তালিনের আহ্বানে দেশের জনসাধারণ অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়া দিলো। আক্রান্ত ও আক্রমণযোগ্য অঞ্চল থেকে সকলেই প্রতিটি জিনিস সরিয়ে ফেললো, যা সরানো গেলো না, তা বিনষ্ট ক'রে ফেললো। আক্রান্ত অঞ্চল থেকে শস্য, পশু ও শেষ নাট-বল্টু পর্যন্ত কলকারখানাগুলি নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো। পূর্ব অঞ্চলে তারা দ্রুত উৎপাদন

ব্যবস্থা গ'ড়ে তুললো, কাজের উদ্দীপনায় উৎপাদনের পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভাঙলো। ইউক্রেনে যখন জার্মানরা এসে পৌঁছেছিল, তখন ছিল ফসল তোলা সময়। কৃষকরা দলে দলে ঐ ফসল তুলে নিরাপদ স্থানে পাঠাচ্ছিল। ফসল তোলার কাজে শিক্ষকরা, ছাত্ররা, শ্রমিকরা, এমন কি যুদ্ধের অবকাশে সৈন্যরাও সাহায্য করছিল। কোটি কোটি কৃষক দ্রুত যন্ত্রপাতি সহ পূর্বাঞ্চলে চ'লে গিয়ে নূতন কৃষিক্ষেত্র গ'ড়ে তুলেছিল। ১৩৬০টি বড় কারখানাকে লক্ষ লক্ষ ট্রাকে ক'রে পূর্ব অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ট্রেন ও জলপথেও লক্ষ লক্ষ মানুষ দ্রুত পূর্বাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং সমগ্র দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গ'ড়ে তুলেছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশে আক্রান্ত অঞ্চল থেকে পলায়িত মানুষরা শরণার্থী মাত্র ছিল। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে তারা ছিল সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক নরনারী—তারা আক্রান্ত অঞ্চল থেকে সমগ্র অর্থনৈতিক সংগঠনকে যেন কোনও জাদুবিদ্যার বলে অভাবিতপূর্ব শক্তিতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে রাতারাতি স্থানান্তরিত করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা নেই। কেবল তাই নয়, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ সামরিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছিল, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেবল পূর্ব অঞ্চলেই উৎপন্ন হচ্ছিল সেই পরিমাণ সামরিক দ্রব্য। উৎপাদন ক্রমেই আরও ত্বরিত হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত সময় কাজ করা হ'তো না। এখন অতিরিক্ত সময়ও কাজ চলছিল। পূর্বাঞ্চলের রেলপথ কম ছিল। তাই রেলপথগুলি দ্রুত গ'ড়ে তোলা হ'লো। এই সময় প্রায় ৬০০০ হাজার মাইল নূতন রেলপথ গ'ড়ে তোলা হয়। সমবায় খামারগুলি এখন প্রধানত মেয়েদের নেতৃত্বাধীনেই গ'ড়ে ওঠে। সমবায় খামারে কার্যকাল প্রায় শতকরা

৪০ ভাগ বাড়ানো হয়। আবাদী জমির পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। অনধিকৃত অঞ্চলে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় বাহান্ন লক্ষ একর, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ একর এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দু কোটি একর বেশী জমিতে আবাদ হয়।

যেসব লোক আক্রান্ত ও শত্রু-অধিকৃত এলাকায় রয়ে যায়, তারাও শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালাতে থাকে। ছলে বলে কৌশলে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ক'রে শত্রুদের হত্যা করা ও শত্রুদের রসদ নষ্ট করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। অরণ্যময় অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন করে এবং গেরিলা বাহিনী গ'ড়ে তুলে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। গেরিলাদের হস্তে অসংখ্য জার্মান সৈন্য নিহত হয়। আক্রমণযোগ্য সকল এলাকাতেই "অপল্‌চেনিয়ে" নামে পরিচিত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে ওঠে। যুদ্ধের প্রথম মাসে কেবল মস্কোতেই এক লক্ষ ষাট হাজার ও লেনিনগ্রাদে তিন লক্ষ নরনারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়। নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে যোগদানের উপযুক্ত তরুণদের বাদ দিয়েই এইসব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে ওঠে। ফলে সমগ্র সোভিয়েত দেশ এক নিরবচ্ছিন্ন সমর শিবিরে পরিণত হয়। এই শক্তি ও সংঘবদ্ধতা সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে।

সোভিয়েতের শক্তি সম্পর্কে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় অনেকের সন্দেহ ছিল। সোভিয়েতবিরোধী মনোভাবেরও অভাব ছিল না। তাই জার্মান আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট) হ্যারি ট্রুম্যান বলেছিলেন: "যদি জার্মানরা জিততে থাকে, তবে আমরা রাশিয়ানদের সাহায্য করব। যদি রাশিয়ানরা জিততে থাকে, তবে আমরা জার্মানদের সাহায্য

করব। এইভাবে ওদের পরস্পরকে যতো ইচ্ছা মারবার সুযোগ দেওয়া যাবে।” কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বাদেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও সংগঠন এঁদের মতো মানুষের মুখ বন্ধ ক’রে দিলো।

প্রথম কয়েক সপ্তাহে জার্মান বাহিনী অগ্রসর হ’লেও তাদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হ’তে হয়। সর্বত্র উভয় পক্ষে তুমুল ট্যাঙ্ক ও বিমান যুদ্ধ চলে।

সোভিয়েত কে. ভি. (ভারী) ও টি. ৩৪ (মাঝারি) ট্যাঙ্কগুলি জার্মান ট্যাঙ্কের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সহজগামী ব’লে প্রমাণিত হয়। মুখোমুখি ধাক্কায় জার্মান ট্যাঙ্কগুলিকে সেগুলি উল্টে দিতে পারতো। সোভিয়েতের ২০০ মিটার দৌড়ের অটোমেটিক রাইফেলগুলি জার্মান ৫০ মিটার টমি গানের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। সোভিয়েত বিমানবহরের রকেটকামানযুক্ত ট্যাঙ্কবিধ্বংসী “স্তর্মোভিক” বিমানগুলি জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। ঐ ধরনের বিমান তখনও জার্মানির ছিল না। সোভিয়েত বাহিনীর রকেট কামানগুলিও জার্মান পদাতিক বাহিনীর মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল। সোভিয়েত সৈন্যরা আদর ক’রে এই শ্রেণীর কামানগুলিকে নাম দিয়েছিল “কাতিউশা”। কিন্তু এই সকল অস্ত্র গোড়ার দিকের কয়েক মাসে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। তাই সোভিয়েত বাহিনীকে বেশ অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।

হিটলার তাঁর যুদ্ধের জন্যে ব্লিৎস্‌ক্রিগ্ বা দ্রুতগতি আক্রমণকেই প্রধানতম পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে শত্রু-বাহিনীকে যেমন অত্যল্প সময়ের মধ্যে বিধ্বস্ত করা যেতো, তেমনই নিজেদের হতাহতের সংখ্যাও নামমাত্র হ’তো। তাছাড়া, অতি দ্রুত জয়লাভের ফলে বিজিত দেশের কলকারখানা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদ্‌গুলি অক্ষত অবস্থায় অধিকার করা যেতো। ব্লিৎস্‌ক্রিগের

পদ্ধতিতে বিরুদ্ধ পক্ষের সৈন্যবাহিনীকে বিপুল ট্যাঙ্ক ও বিমান আক্রমণের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হ'তো এবং সঙ্গে সঙ্গে সাঁজোয়া বাহিনীগুলি শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়ে পশ্চাদ্‌দিক থেকেও তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতো। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী হিটলারের ব্লিৎস্‌ক্রিগ্ রীতিকে ব্যর্থ ক'রে দিলো। জার্মান ট্যাঙ্কগুলি সৈন্যব্যূহ ভেদ করলেই সোভিয়েত পদাতিক বাহিনী দ্রুত জার্মান ট্যাঙ্কবাহিনী ও পদাতিক বাহিনীর মাঝখানে এসে পড়তো। ফলে যুদ্ধসীমান্তে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হ'তো এবং সোভিয়েত ও জার্মান বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে সকল দিকেই যুদ্ধ করতে থাকতো। অন্যান্য অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর পশ্চাতে যে ধরনের "নরম" বেসামরিক অধিবাসীদের সন্ধান জার্মান বাহিনী পেতো, সোভিয়েত দেশে সে ধরনের বেসামরিক অধিবাসীও ছিল না। তারা ছিল সমবায় খামারগুলির সংঘবদ্ধ কৃষক। তারা সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সর্বত্রই গেরিলা বাহিনী গ'ড়ে তুলেছিল। সোভিয়েত দেশের অধিবাসীদের ধ্বনি ছিল—"যেখানে কামান গর্জন করছে, কেবল সেখানেই যুদ্ধক্ষেত্র নয়। যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিটি কারখানায়, প্রতিটি খামারে।"

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত কয়েকটি মিত্রের সন্ধান পেলো। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে গ্রেট বৃটেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানির বিরুদ্ধে পাশাপাশি সংগ্রামের চুক্তি করলো। ১৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডনস্থ পলায়িত চেকোস্লোভাক সরকার সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করলেন। তাতে দূত বিনিময় ও সোভিয়েত ভূমিতে নিজেদের সেনাপতির অধীনে চেকোস্লোভাক বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হ'লো। ৩০-এ জুলাই তারিখে লণ্ডনস্থ পলায়িত পোলিশ সরকারও অনুরূপ চুক্তি করলেন। সোভিয়েত ভূমিতে অনুরূপ একটি পোলিশ

বাহিনীও গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা হ'লো। ২৪-এ সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনে এক সম্মেলনের ফলে সোভিয়েত দূত রুজভেল্ট-চার্চিল-বিঘোষিত "অতলান্তিক সনদের" (Atlantic Charter) নীতি সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার পূর্ণ সম্মতি ঘোষণা করলেন। ২৭-এ সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনে সোভিয়েত দূত মাইস্কি জেনারেল দ্য গোলকে "স্বাধীন ফরাসীদের নেতা" রূপে স্বীকৃতি দিলেন।

প্রতিটি পদ অগ্রসর হওয়ার জন্যে জার্মান বাহিনীকে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করতে হ'লো। সোভিয়েত বাহিনী ন' দিন ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক, ত্রিশ দিন স্মোলেন্স্ক্, প্রায় এক মাস কাল তালিন, সত্তর দিন ওডেসা এবং প্রায় ছ মাস ফিন্ল্যাণ্ডস্থ সোভিয়েত ঘাঁটি হান্গো প্রবল প্রতিরোধের সঙ্গে রক্ষা করলো। যাই হ'ক, প্রথম কয়েক মাস জার্মান বাহিনী অগ্রসর হ'তে লাগলো। প্রথম দশ দিনে লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়ার অধিকাংশ, বিয়েলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের এক সুবিস্তৃত অঞ্চল তাদের অধিকারে গেল। তারপর তারা লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর উপকণ্ঠে পৌঁছলো, দনেৎস্ অঞ্চল ও ক্রিমিয়া অধিকার করলো।

২রা অক্টোবর তারিখে তারা পঁয়ত্রিশ ডিভিজন সৈন্য নিয়ে মস্কো আক্রমণ শুরু করলো। হিটলার তাঁর জয় সম্বন্ধে এতোই সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি ৭ই নভেম্বর তারিখে মস্কো রেড স্কোয়ারে জার্মান বাহিনীর কুচকাওয়াজ হবে ব'লে দিনও ধার্য ক'রে ফেললেন। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন বিফল হ'লো।

সোভিয়েত জনসাধারণ মস্কোকে প্যারিসের মতো "উন্মুক্ত নগরী" ঘোষণা করলো না। মধ্যযুগে শহরগুলি প্রায়ই দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হ'তো। মস্কো শহরও একদা বহু যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও এই শহর এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, যাতে অবরুদ্ধ অবস্থাতেও যুদ্ধ চালাতে কোনও অসুবিধা না হয়। যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও

রসদ শহরের মধ্য থেকে সরবরাহ করবার ব্যবস্থা ছিল। বিমান-ঘাঁটিগুলিও শহরের ভেতরে ও পূর্ব দিকে ছিল। আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সোভিয়েত সরকার ও বৈদেশিক দূতাবাসগুলি কুইবিশেভে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। শিশুদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল উরাল অঞ্চলে।

এখন মস্কো ছিল রণক্ষেত্র। স্তালিন নিজে মস্কোতে ছিলেন। ৭ই নভেম্বর তারিখে (১৯৪১) জার্মান কামানগুলি যখন শহরের উপকণ্ঠে মুহুর্মুহু গর্জন করছিল এবং হিটলার মস্কো অধিকৃত হয়েছে ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, তখন স্তালিন রেড স্কোয়ারে সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করছিলেন। পরিদর্শনকালে তিনি মস্কোর তথা সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কথা—আলেকজান্দার নেভ্স্কি, দিমিত্রি দনস্কয়, কুজ্মা মিনিন, দিমিত্রি পোঝার্স্কি, আলেকজান্দার সুভরভ, মিখাইল কুটুজভ প্রভৃতি বীরদের কীর্তির কথা—স্মরণ করিয়ে দিলেন।

সোভিয়েত বাহিনী এক অভিনব উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে জার্মান বাহিনীর প্রতিরোধের জন্যে অগ্রসর হ'লো। মস্কোর সমস্ত প্রবেশপথগুলিতে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলো। বিশেষত জেনারেল পান্ফিলভের নেতৃত্বে রক্ষী-বাহিনী অসাধারণ গৌরব অর্জন করলো। রক্ষী-বাহিনীর মাত্র আঠাশজন সৈনিক রাজনৈতিক উপদেষ্টা ক্লচ্কভের নেতৃত্বে চার ঘণ্টা কালেরও বেশী প্রায় পঞ্চাশটি জার্মান ট্যাঙ্ককে ঠেকিয়ে রাখলো। যুদ্ধের সময়ে একজন ছাড়া সকলেই নিহত হলেন। কিন্তু তাঁদের আত্মদান বিফল হ'লো না। শত্রুর গতিরোধ হ'লো। ইতিমধ্যে সৈন্যবাহিনী এসে পড়লো এবং আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করলো। শহরের প্রবেশপথগুলিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের সকল

জাতির হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক রাজধানী ও রাষ্ট্রের সম্মানরক্ষার জন্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলো। জার্মান বাহিনীর প্রায় ৩৫ ডিভিজন সৈন্য নিশ্চিহ্ন হ'লো। এইভাবে মস্কোয় হিটলারের অক্টোবর অভিযান ব্যর্থ হ'লো। ১৬ই নভেম্বর তারিখে আবার প্রায় একান্ন ডিভিজন জার্মান সৈন্য মস্কো আক্রমণ করলো। সেগুলির মধ্যে তেরোটি ছিল ট্যাঙ্ক ডিভিজন। জার্মান বিমানের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী এই প্রচণ্ড আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সমর্থ হ'লো। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে স্তালিন চূড়ান্ত আক্রমণের আদেশ দিলেন। সোভিয়েত বাহিনী পরবর্তী ৪০ দিনে জার্মান বাহিনীকে মস্কোর উপকণ্ঠে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেললো।

নাৎসী বাহিনী ইতিপূর্বে আর কখনও এভাবে পরাজিত হয় নি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি জার্মান বাহিনী প্রায় ২৫০ মাইল পিছু হ'টে যেতে বাধ্য হ'লো। বহু কামান, গোলাগুলী ও অস্ত্রশস্ত্র লাল ফৌজের হস্তগত হ'লো। সোভিয়েত বাহিনী প্রায় দেড় হাজার ট্যাঙ্ক এবং বহু কামান ও বিমান ধ্বংস করলো। প্রায় তিন লক্ষ মৃত জার্মান সৈনিককে সোভিয়েত বাহিনী কবর দিলো।

এতোদিন জার্মান বাহিনী অপরাজেয় ব'লে যে ধারণা গ'ড়ে উঠেছিল, এই পরাজয়ের ফলে তা বিনষ্ট হ'লো। কেবল তাই নয়, সোভিয়েত বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে সকলেই সচেতন হয়ে উঠলো। সোভিয়েত জনসাধারণও আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হ'লো।

মস্কোর পরাজয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা উত্তরে তিখ্‌ভিন অঞ্চলে এবং দক্ষিণে দনতীরবর্তী রস্তভে পরাজিত হ'লো। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাল ফৌজ দিবসে সমগ্র মস্কো ও টুলা অঞ্চল, কালিনিন অঞ্চলের অনেকাংশ এবং লেনিনগ্রাদ ও স্মোলেন্‌স্কের কতকাংশ মুক্ত হ'লো। ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালীন



জোসেফ স্তালিন

অভিযানে সোভিয়েত বাহিনী প্রায় ষাটটি শহর এবং ১১,০০০ বসতিপূর্ণ অঞ্চল মুক্ত করলো।

কিন্তু তখনও জার্মানির সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হ'তে অনেক দেরি ছিল। তখনও জার্মান বাহিনী ছিল দুর্দম ও দুর্নিবার এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে প্রায় সমগ্র শক্তিই নিয়োগ করেছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বৃটেন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লো। জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি "ঋণ ও ইজারা" চুক্তি করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জার্মানির বিরুদ্ধে একাকীই লড়তে হয়েছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন থেকে কিছু পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ আসতে থাকে। বৃটেনের মনোভাব সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এর কিছুদিন পূর্বে মস্কোয় বৃটেনের তরফ থেকে লর্ড বীভারব্রুক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে হ্যারিম্যান গিয়েছিলেন। তখন স্তালিন সোভিয়েত বাহিনীর সাহায্যার্থে কিছু বৃটিশ সৈন্যকে ইউক্রেনে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। লর্ড বীভারব্রুক তাতে বলেন যে, তাঁরা পারস্য থেকে ককেসাসে বৃটিশ সৈন্য পাঠাতে রাজী আছেন। স্তালিন তার উত্তরে বলেন, "ককেসাসে তো যুদ্ধ নেই, যুদ্ধ হচ্ছে ইউক্রেনে।" বৃটেন তার এই মনোভাব সহজে ত্যাগ করে না। দ্বিতীয় রণাঙ্গন (Second Front) খোলার বিষয়ে তারা ক্রমাগত গড়িমসি করতে থাকে। ফলে জার্মান বাহিনীর ২৫৬ ডিভিজন সৈন্যের মধ্যে ১৭৯ ডিভিজন সৈন্যের বিরুদ্ধে একাকী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকেই লড়তে হয়।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন না থাকায় হিটলার ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার ইচ্ছায় আরও প্রায় ত্রিশ ডিভিজন সৈন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিয়োগ

করেন। এখন পশ্চিম দিকে মাত্র ত্রিশ ডিভিজনের মতো সৈন্য থাকে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১৭৯ ডিভিজন জার্মান সৈন্য ও ৬১ ডিভিজন তাঁবেদার দেশগুলির সৈন্য যুদ্ধ করতে থাকে। তারা দক্ষিণ অঞ্চলে সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে এবং তাদের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনীগুলি দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বহু দূরে প্রবেশ করে। তারা পুনরায় রস্তভ অধিকার করে। দক্ষিণ অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দর নভরোসিইস্ক্ তাদের হস্তগত হয়। প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর ককেসাস এবং মাইকপের তৈল খনিগুলি তাদের হাতে যায়। ৩রা জুলাই তারিখে সেবাস্তোপলে সোভিয়েত বাহিনী ২৫০ দিন প্রতিরোধের পর সেবাস্তোপল ছেড়ে সমুদ্রপথে স'রে যায়। এই অবরোধের ফলে প্রায় তিন লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত হয়েছিল। এখন সমগ্র ক্রিমিয়া জার্মান বাহিনীর অধিকারে আসে। উত্তরে জার্মান বাহিনী ভরোনেজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আগস্ট মাসের শেষাশেষি তারা স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছে।

এইভাবে সোভিয়েত দেশের বহু কোটি অধিবাসী জার্মান আক্রমণকারীদের পদানত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত অধিবাসীদের উপর জার্মানরা অকথ্য অত্যাচার চালায়, সামান্য সন্দেহে তাদের দলে দলে হত্যা করে। অনাহার, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণ লেগেই থাকে। সমবায় খামারগুলি ভেঙে দেয়। বলপ্রয়োগে লোকদের জার্মান বাহিনীর জন্যে খাটাতে থাকে। অসংখ্য নরনারীকে প্রাচীন কালের ক্রীতদাসদের মতো বন্দী ক'রে জার্মানি ও অন্যান্য জার্মান-অধিকৃত এলাকায় কাজ করবার জন্যে পাঠায়। নাৎসীরা জার্মানিতে ও জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে ইহুদীদের যেভাবে দলে দলে হত্যা করেছিল, সোভিয়েত দেশেও তারা তা-ই করে। তথাপি জার্মান-অধিকৃত এলাকার সোভিয়েত নাগরিকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয় না। তারা সর্বত্রই গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে তোলে এবং

জার্মান সৈন্যদের পদে পদে বিপন্ন ও দলে দলে হত্যা করে। এই সংগ্রাম তারা জার্মান সৈন্যদের বিতাড়নের শেষ দিন পর্যন্ত অবিরাম চালিয়ে যায়।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে নাৎসী বাহিনী ভরোনেজ, স্তালিনগ্রাদ ও নভরোসিইস্ক্ পৌঁছবার পর হিটলার স্তালিনগ্রাদ অধিকারের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। সামরিক দিক থেকে স্তালিনগ্রাদের গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। কতকগুলি প্রধান জলপথ ও রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় স্তালিনগ্রাদ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে ককেসাস, ট্র্যান্সককেসিয়া, অস্ত্রাখান, বাকু, ভল্‌গা অঞ্চল ও পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিল। তাছাড়া স্তালিনগ্রাদের কলকারখানাগুলি সোভিয়েত বাহিনীকে অবিরাম ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিচ্ছিল। হিটলার তখনও মস্কো জয়ের আশা ত্যাগ করেন নি। স্তালিনগ্রাদ অধিকার করতে পারলে মস্কোকে পূর্ব দিক থেকে আক্রমণের সুযোগ ঘটবে এবং মস্কো ভল্‌গা ও উরাল অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, এই রকম পরিকল্পনা-ও হিটলারের ছিল। তাই সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪২) জার্মান বাহিনী জেনারেল ফন প্যাউলাসের অধীনে স্তালিনগ্রাদ অধিকারের জন্যে অভিযান শুরু করলো। এই অভিযানে ৩৬ ডিভিজন ট্যাঙ্ক ও পদাতিক ও দু' হাজার বিমান নিয়োজিত হ'লো। প্রায় দেড় হাজার কামান অবিরাম চারিদিক থেকে শহরের উপর আক্রমণ চালালো। জার্মান বিমানগুলি থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরক ও আগুনে বোমাগুলি নিয়ত বর্ষিত হ'তে লাগলো।

সমগ্র দেশ স্তালিনগ্রাদের সাহায্যে অগ্রসর হ'লো। স্তালিনগ্রাদের ভাগ্যের সঙ্গে সমগ্র সোভিয়েত ভূমির ভাগ্য যে জড়িত, সোভিয়েত দেশের প্রতিটি অধিবাসী তা জানতো। স্তালিনগ্রাদের শ্রমিকরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে তুললো। শত্রুর আক্রমণ

উপেক্ষা ক'রে কলকারখানাগুলিতে অবিরাম ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সামরিক দ্রব্য উৎপন্ন হ'তে লাগলো। গৃহযুদ্ধের সময়ে জারিৎসিনে (স্তালিনগ্রাদের তৎকালীন নাম) যেসব বীর যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই স্তালিনগ্রাদ রক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে ভল্‌গা নৌবহর ও জেনারেল চুইকভের অধীনে ৬২তম সোভিয়েত বাহিনী জার্মান বাহিনীর প্রতিরোধ করতে লাগলো। জার্মানরা দু জায়গায় ভল্‌গা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী ভল্‌গার পশ্চিম তীরেই অটল হয়ে রইলো, তারা এক পা-ও পেছনে হটলো না। তারা ধ্বনি তুললোঃ "ভল্‌গার পারে মাটি নেই।"

এইভাবে প্রায় দু মাস প্রতিরোধ চললো। অবশেষে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির পর ১৯-এ নভেম্বর (১৯৪২) তারিখে সোভিয়েত বাহিনী স্তালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিমে ও উত্তর পূর্বে চড়াও হয়ে আক্রমণ শুরু করলো এবং শত্রুবাহিনীর রক্ষাব্যূহ ভেদ করলো। সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণের ফলে বহু জার্মান ডিভিজন নিশ্চিহ্ন হ'লো। সোভিয়েত বাহিনী এখন চতুর্দিক থেকে জার্মান বাহিনীকে বেষ্টন করলো এবং ক্রমাগত জার্মান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে লাগলো। অবশেষে ফীল্ড মার্শাল ফন পাউলাস সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করলেন (২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩)। তাঁর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্যের মাত্র ৯১ হাজার অবশিষ্ট ছিল। সোভিয়েত বাহিনীর ছচল্লিশ হাজার সাত শত সৈন্য নিহত হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর এই বিপর্যয় প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিলো।

স্তালিনগ্রাদের জয়লাভের প্রায় সমকালে সোভিয়েত বাহিনী দুই হাজার মাইল সীমান্তে তিন মাস কাল-ব্যাপী শীতকালীন অভিযান চালাতে থাকে। বরফ ও তুষারঝটিকার মধ্যে সোভিয়েত বাহিনী জানুয়ারি মাসে (১৯৪৩) অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের আবেষ্টনী

ভেদ করে এবং মার্চ মাসে জার্মান বাহিনীকে পশ্চিমে হটিয়ে দেয়। ঐ সময়ে জার্মান বাহিনী উত্তর ককেসাস, দনতীবরর্তী রস্তভ, ভরোনেজ, কুর্স্ক্ ও ইউক্রেনের বিরাট শিল্পনগরী খারকভ থেকেও বিতাড়িত হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় জার্মান বাহিনী খারকভ আধিকার করে এবং দনেৎস্ কয়লা অঞ্চলে পৌঁছবার জন্যে সোভিয়েত বাহিনীর অভিযান প্রতিরোধ করে। কিন্তু এই কয় মাসের যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর প্রায় সাড়ে আট লক্ষ লোক মারা যায়, তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার লোক বন্দী হয়। তাদের বিশ হাজার কামান, ন হাজার ট্যাঙ্ক ও পাঁচ হাজার বিমান বিনষ্ট হয়। জার্মান বাহিনী গত পাঁচ মাসে নীপার নদীর দিকে চার শত মাইল পিছু হটে যায়।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে উভয় পক্ষের অভিযান ও আক্রমণে কিছুটা ভাটা পড়ে। উভয় পক্ষই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকে। হিটলার সোভিয়েত সীমান্তে প্রায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন। জার্মানিতে "সামগ্রিক" অভিযান ঘোষিত হয়। জার্মান-সোভিয়েত সমরসীমান্তে জার্মানি ২৪৭ ডিভিজন সৈন্য সমাবেশ করে।

শীতকালীন যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনী কুর্স্ক্ মুক্ত করেছিল এবং কুর্স্ক্ সোভিয়েত বাহিনীর অভিযানের অন্যতম পুরোভাগে পরিণত হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে (১৯৪৩) জার্মান বাহিনী কুর্স্কের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো। উত্তরে ওরেল এবং দক্ষিণে বেল্‌গরদ অঞ্চল থেকে আক্রমণ চালিয়ে কুর্স্কের সোভিয়েত বাহিনীকে ঘিরে নিশ্চিহ্ন করা এবং তারপর কুর্স্ক্ থেকে মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল হিটলারের বর্তমান পরিকল্পনা। তাই তিনি এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমর-সীমান্তে ইতিহাসে অভূতপূর্ব সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ করেছিলেন। প্রতি কিলোমিটারে (এক মাইলের পঞ্চ-

অষ্টমাংশে) ১০০ থেকে ১৬০টি ট্যাঙ্ক ও ১০০ থেকে ২০০টি কামান ছিল। ঐ সীমান্তে জার্মানি আটত্রিশ ডিভিজন সৈন্য, তিন হাজার ট্যাঙ্ক, দু হাজার বিমান ও ছ হাজার কামান সমাবেশ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান বাহিনীর এই অভিযান ব্যর্থ হ'লো। প্রথম এক সপ্তাহ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর তাদের অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হ'লো। কয়েক দিন বাদে শুরু হ'লো সোভিয়েত বাহিনীর পাল্টা-আক্রমণ। সোভিয়েত বাহিনী ৫ই আগস্ট তারিখে জার্মান ঘাঁটি ওরেল ও বেল্‌গরদ অধিকার করলো। এক মাসেই জার্মান বাহিনীর প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার লোক নিহত হ'লো। অসংখ্য কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান বিনষ্ট হ'লো।

কুর্‌স্ক্, ওরেল ও বেল্‌গরদের যুদ্ধ থেকেই সোভিয়েত বাহিনীর প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালীন অভিযান শুরু হ'লো। ২৩-এ আগস্ট (১৯৪৩) তারিখে খারকভ মুক্ত হ'লো এবং দনেৎস্ অববাহিকা মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম চললো। ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৩) তারিখে স্তালিনো মুক্ত হ'লো। জার্মান বাহিনী দেস্‌না ও নীপার নদীর তীরে সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী তাগান্‌রগ মুক্ত করলো এবং দেস্‌না পার হয়ে নীপারের উপরের দিকের তীরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলো। ২৫-এ সেপ্টেম্বর তারিখে স্মোলেন্‌স্ক্ মুক্ত হ'লো। নীপার নদীর তীরে সোভিয়েত বাহিনী উপস্থিত হওয়ায় ক্রিমিয়ার জার্মান বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। নভরোসিইস্ক্ মুক্ত হ'লো।

নাৎসীবিরোধী সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্‌টোবর মাসে মস্কোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবরা মিলিত হলেন। জার্মানি ও তার সহযোগীদের পরাজিত ক'রে কিভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে যুদ্ধ শেষ করা যায়, কিভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও

সহযোগিতার ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হ'লো। অষ্ট্রিয়াকে পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইতালিতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষে সম্মেলন মত প্রকাশ করলেন। নাৎসীরা যে নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তার উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থার কথাও এই সম্মেলনে ঘোষিত হ'লো। এক মাস বাদে, নভেম্বর মাসে, পারস্যের তেহেরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এবং স্তালিন মিলিত হলেন। এই সম্মলেনের ফলে যে মিলিত ঘোষণা প্রচার করা হ'লো, তাতে হিটলার জার্মানির ধ্বংসসাধন এবং সকল জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার কথা ঘোষিত হ'লো। যুদ্ধের পরেও এই তিনটি রাষ্ট্র বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে কাজ করবে ব'লেও তিনজন রাষ্ট্রনেতাই ঘোষণা করলেন। হিটলারকে চূড়ান্ত আঘাত দেওয়ার জন্যে অবিলম্বে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কথাও হ'লো। তবে চার্চিল এ বিষয়ে কেবলই নানারূপ বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন। জার্মানির সঙ্গে একক যুদ্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে যথাসম্ভব দুর্বল ক'রে দেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সময়সাপেক্ষ হ'লেও একাকী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রই যে জার্মানিকে পরাজিত করতে সমর্থ হবে, তাতে এখন কারো সন্দেহ ছিল না। ১৫-ই জুলাই তারিখে মুসোলিনি পদত্যাগ করেছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলো।

নীপার নদীর তীরেই সোভিয়েত বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে নাৎসী বাহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। নীপার নদীর সমস্ত সেতু তারা উড়িয়ে দিয়েছিল এবং নীপার নদীর ডান তীরে সুরক্ষিত পাহাড়ে অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। সুপ্রশস্ত নীপার নদী সেতু ভিন্ন পার হওয়া যে সম্ভব হবে না, সে বিষয়ে নাৎসী বাহিনী সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী নাৎসী বাহিনীর অবিরাম

গোলাবর্ষণ উপেক্ষা ক'রে ছোট ছোট বজরায়, এমন কি অনেকে সাঁতার দিয়ে, কয়েক স্থানে নীপার নদী পার হ'লো। অতঃপর নীপার নদীর ডান তীরে সোভিয়েত বাহিনী কয়েক স্থানে সুরক্ষিত ঘাঁটি গেড়ে কিয়েভ মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম শুরু করলো। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ৬-ই নভেম্বর (১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) কিয়েভ মুক্ত হ'লো। কিয়েভ মুক্ত করবার সময়ে সোভিয়েত ভূমিতে গঠিত চেকোস্লোভাক বাহিনীও নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। ৬ই নভেম্বর তারিখে স্তালিন ঘোষণা করলেন যে, ১২৫০ মাইল সমর-সীমান্তে নাৎসী বাহিনী সর্বত্র ২০০ থেকে ২৫০ মাইল হটে গেছে। ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে সোভিয়েত বাহিনী অগ্রসর হ'তে লাগলো এবং ৩১-এ ডিসেম্বর (১৯৪৩) তারিখে ঝিতোমির মুক্ত করলো। বিয়েলোরুশ সীমান্তের সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক গোমেল মুক্ত হ'লো। এইভাবে শুরু হ'লো সমগ্র বিয়েলো-রাশিয়াকে মুক্ত করবার সংগ্রাম। এই এক বৎসরেই প্রায় তেইশ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিহত হয়েছিল।

সোভিয়েত বাহিনী গত আড়াই বৎসর ধ'রে লেনিনগ্রাদকে জার্মান বাহিনীর হাত থেকে প্রাণপণে রক্ষা করছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে জার্মান ও ফিন্ বাহিনী লেনিনগ্রাদ অধিকার করবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়, কিন্তু লেনিনগ্রাদকে চারিদিক থেকে অবরোধ ক'রে ফেলে। দিনের পর দিন শত্রুর কামানগুলি গোলা বর্ষণ করতে থাকে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শহরে খাদ্যাভাব ভয়ংকরভাবে দেখা দেয়। দিনে চার পাঁচ ফালি কালো রুটি ও দু গ্লাস গরম জলের বেশী লেনিনগ্রাদের অধিবাসীদের কিছু জুটতো না। শত্রুর গোলাবর্ষণে যে সংখ্যক লোক মরেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মরেছিল খাদ্যাভাবে ও খাদ্যাভাব-জনিত রোগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদের নাগরিকরা পরাভব

স্বীকার করেন নি। বিখ্যাত সুরকার শোস্তাকোভিচ্ এয়ার ওয়ার্ডেনের কাজ করতেন, তিনি তাঁর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বিখ্যাত সপ্তম সিম্ফনি" রচনা করেছিলেন। কলকারখানাগুলিতে অবিরাম কাজ চলছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত বাহিনী লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলে খাদ্যসমস্যা অনেকখানি দূর হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মানরা শহরের বাইরে কতিপয় বেষ্টনী রচনা ক'রে লেনিনগ্রাদ অবরোধ ক'রে ছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত বাহিনী লেনিনের নামাঙ্কিত এই শহরকে মুক্ত করবার জন্যে চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করলো। লেনিনগ্রাদ মুক্ত হ'লো এবং জার্মান বাহিনী এস্তোনিয়ায় পালিয়ে গেল।

জানুয়ারি মাসের শেষে নীপারের পশ্চিম তীরবর্তী ইউক্রেন মুক্ত করবার জন্যে সোভিয়েত বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। ক্রমাগত প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বসন্তকালেই নীপার নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সমগ্র ইউক্রেন মুক্ত হ'লো। বহু ডিভিজন জার্মান সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মার্চ মাসে নীস্তার নদী অতিক্রম ক'রে সোভিয়েত বাহিনী মোল্‌দাভিয়ায় প্রবেশ করলো এবং দ্রুত অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও রুমানিয়ার সীমানায় অবস্থিত প্রুথ নদীর তীরে পৌঁছলো (২৬-এ মার্চ, ১৯৪৪)। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে সোভিয়েত বাহিনী কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে উপস্থিত হ'লো। এই-ভাবে সোভিয়েত বাহিনী চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলো। এপ্রিল-মে মাসে (১৯৪৪) ক্রিমিয়া মুক্ত হ'লো। ক্রিমিয়া মুক্ত হওয়ায় সোভিয়েত বাহিনী কৃষ্ণ সাগরে প্রাধান্য বিস্তার করলো এবং বল্‌কান অঞ্চলের সান্নিধ্যে এসে পড়লো।

অবশেষে ৬ই জুন (১৯৪৪) তারিখে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা

হ'লো এবং উত্তর ফ্রান্সে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী অবতরণ করলো। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী হিটলারের ৭৫ ডিভিজন সৈন্যকে ব্যস্ত রাখায় সোভিয়েত বাহিনীর উপর চাপ কিছুটা কমলো। তবু যুদ্ধের প্রধান ভার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকেই বইতে হ'লো। কারণ, তখনও জার্মান-সোভিয়েত সীমান্তে দু শতেরও বেশী ডিভিজন জার্মান সৈন্য ছিল। কিন্তু এখন উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় হিটলার জার্মানির পতন অপেক্ষাকৃত ত্বরান্বিত হয়ে উঠলো।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কারেলো-ফিনিশ সাধারণতন্ত্রের মুক্তিসাধন শুরু হ'লো। ১৯-এ জুন (১৯৪৪) তারিখে ম্যানারহাইম লাইনের মধ্যস্থলে ফিন্ বাহিনীর সংরক্ষা ব্যবস্থা বিনষ্ট ক'রে সোভিয়েত বাহিনী ভিবর্গ অধিকার করলো। সপ্তাহকালের মধ্যে মুর্মান্স্ক্ রেলপথ ও কারেলো-ফিনিশ সাধারণতন্ত্রের রাজধানী পেত্রোজাভোদ্স্ক্ মুক্ত হ'লো। জার্মানির সহযোগী ফিন্ সরকার এখন বিপন্ন হয়ে সোভিয়েত সরকারের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। ১৯-এ সেপ্টেম্বর (১৯৪৪) তারিখে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লো। ইতালির পর হিটলার আরও একটি বিশ্বস্ত সহযোগীকে হারালেন।

এই বৎসর (১৯৪৪) গ্রীষ্মকালেই বিয়েলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়া থেকে জার্মানদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়নের সংগ্রাম চললো। ৩রা জুলাই তারিখে মিন্স্ক্ এবং ১৩ই জুলাই তারিখে ভিল্না মুক্ত হ'লো। এইভাবে সমস্ত বিয়েলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার একাংশ মুক্ত হওয়ায় সোভিয়েত বাহিনী নিউমেন নদী অতিক্রম ক'রে উত্তরে পূর্ব প্রাশিয়ার এবং দক্ষিণে পোল্যাণ্ডের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলো।

২৩-এ আগস্ট তারিখে মোল্দাভীয় সাধারণতন্ত্রের রাজধানী কিশিনেভ মুক্ত হ'লো। সোভিয়েত বাহিনী জার্মান ও রুমানীয়

বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন ক'রে দ্রুত অগ্রসর হ'লো এবং ৩০-এ আগস্ট তারেখে (১৯৪৪) রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্তে প্রবেশ করলো। রুমানিয়া আত্মসমর্পণ করলো। পূর্বের ফাসিপন্থী সরকারের স্থলে যে নূতন সরকার গঠিত হ'লো, তা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর ক'রে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকার বুল্‌গেরীয় সরকারের কাছে এই মর্মে এক প্রস্তাব পাঠালেন যে, বুল্‌গেরিয়া কার্যত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বুল্‌গেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব'লেই মনে করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ আগস্ট তারিখে রাজা বরিস হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে আসবার পর অকস্মাৎ মারা যান। তখন তাঁর ছ-বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে এক অভিভাবক-সরকার রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। এখন বুল্‌গেরিয়ার জনসাধারণ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বুল্‌গেরিয়ার ফাসিবাদী সরকারকে বিতাড়িত করলো। যে নূতন গণতান্ত্রিক সরকার বুল্‌গেরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হ'লো, তা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এইভাবে হিটলার তাঁর অধিকাংশ সহযোগীকেই হারালেন।

এই সেপ্টেম্বর মাসেই বাল্‌টিক অঞ্চল-অধিকারকারী চল্লিশ ডিভিজন জার্মান সৈন্যের উপর চূড়ান্ত আঘাত এলো। সোভিয়েত বাহিনী প্রথমে রিগা উপসাগরের পথে প্রবেশ ক'রে জার্মান বাহিনীগুলিকে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললো। তারপর তারা একে একে এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন ও লাৎভিয়ার রাজধানী রিগা অধিকার করলো। ত্রিশ ডিভিজন জার্মান সৈন্য বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হ'লো।

অক্‌টোবর (১৯৪৪) মাসে হাঙ্গেরির উপর আক্রমণ শুরু হ'লো। সেই সঙ্গে যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় অবশিষ্ট জার্মান সৈন্যের উপরও আক্রমণ চললো। নভেম্বরের গোড়ার দিকে বেল্‌গ্রেদ ও কার্পাথিয়ান পর্বতমালার অপর পারে অবস্থিত ইউক্রেনীয় অঞ্চল মুক্ত হ'লো। যুগোস্লাভ বাহিনী প্রায় দেড় লক্ষ জার্মান সৈন্যকে বন্দী করলো এবং দশ ডিভিজন সৈন্যের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ তাদের হস্তগত হ'লো।

উত্তর ফিন্‌ল্যাণ্ডেও জার্মান বাহিনীর উপর আক্রমণ চললো। পেৎসামো থেকে তারা মিত্রপক্ষীয় জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালাতো। পেৎসামো থেকে তারা বিতাড়িত হ'লো। এখন সোভিয়েত বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে নরওয়েতে প্রবেশ করলো। গত বৎসর বসন্তকালে নরওয়ে সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, তদনুসারে নরওয়েতে অবিলম্বে বেসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লো। এইভাবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বাহিনীর সব প্রধান ঘাঁটিই বিধ্বস্ত হ'লো। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের পর থেকে জার্মান বাহিনী ১২০০ মাইল হটে গেলো। কৃষ্ণ সাগর থেকে মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ৬০০,০০০ বর্গ মাইল ভূমি মুক্তি পেলো। ২৩-এ অক্‌টোবর (১৯৪৪) তারিখে সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়ায় প্রবেশ করলো।

এলো যুদ্ধের শেষ বৎসর—১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত বাহিনী পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া মুক্ত ক'রে জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রগুলির দিকে অগ্রসর হ'লো। ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ত্‌ মুক্ত হ'লো। নূতন সাময়িক সরকার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি ক'রে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ক্রিমিয়ায়

ইয়াল্টার নিকটবর্তী লিভাদিয়া প্রাসাদে স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। এই সময় জার্মানির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গনেও যুদ্ধ চলছিল এবং জার্মানি জাঁতিকলের মধ্যে পড়েছিল। এই সম্মেলনে স্থির হ'লো যে, জার্মানিকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্যে বলা হবে। এই সম্মেলন থেকে প্রদত্ত ঘোষণায় তাঁরা জানালেন যে, জার্মান সমরবাদের ধ্বংস করা হবে, তবে জার্মানির জনসাধারণকে ধ্বংস করবার কোনরূপ ইচ্ছা তাঁদের নেই। বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে এই সম্মেলনেই একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—রাষ্ট্র সংঘ—গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হ'লো।

মার্চ মাসে (১৯৪৫) সোভিয়েত বাহিনী ডান্‌জিগ অধিকার করলো এবং বুদাপেস্তের দক্ষিণ-পশ্চিমে এগারোটি জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিজনের দুর্গম ব্যূহ ভেদ ক'রে অগ্রসর হ'লো। ৯ই এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী জার্মানির অভ্যন্তরে কোয়েনিগ্‌স্‌বের্গ এবং ১৩ই এপ্রিল তারিখে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অধিকার করলো।

১৩ই এপ্রিল তারিখে মার্শাল ঝুকভের নেতৃত্বে সোভিয়েত বাহিনী বের্লিন অভিমুখে অগ্রসর হ'লো। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে শুরু হ'লো বের্লিনের উপর সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ১৯-এ এপ্রিল রাত্রিতে দেড় হাজার কামান বের্লিনের উপর গোলা-বর্ষণ শুরু করলো। চার হাজার ট্যাঙ্ক বের্লিন অভিমুখে অগ্রসর হ'লো। পাঁচ হাজার বিমান বের্লিনের সমস্ত জার্মান ঘাঁটিগুলিকে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ক'রে দিলো। ২৭-এ এপ্রিল তারিখে শহরের রক্ষা ব্যবস্থা ভেদ ক'রে সোভিয়েত বাহিনী জার্মানির উপকণ্ঠে পৌঁছলো এবং শত্রুদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করতে লাগলো। বেষ্টনী ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে বের্লিন শহরকে চেপে ধরলো। ক্রমেই আক্রমণ প্রচণ্ডতর হ'তে লাগলো।

শেষ অবস্থায় সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ভয়ংকররূপ ধারণ করলো। ৪১,০০০ হাজার কামান, ৮,৪০০ বিমান ও ৬,৩০০-এরও বেশী দ্রুতগামী ট্যাঙ্ক এই আক্রমণে নিযুক্ত হ'লো। অবশেষে সোভিয়েত বাহিনীর একটি অগ্রগামী দল সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন ক'রে শহরের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপনীত হ'লো এবং জার্মানির রাইখ্স্টাগে (রাষ্ট্রীয় ভবনে) লাল পতাকা উড়িয়ে দিলো। প্রায় চার লক্ষ ত্রিশ হাজার জার্মান সৈন্য বন্দী হ'লো। ২রা মে তারিখে (১৯৪৫) সোভিয়েত বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে স্তালিন ঘোষণা করলেন ঃ "লাল ফৌজ বের্লিন অধিকার করেছে।"

বের্লিনের উপর যখন সোভিয়েত বাহিনী প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন মিত্রপক্ষীয় বাহিনী জার্মানির মধ্য দিয়ে বিনা প্রতিরোধেই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। তারা ২৫-এ এপ্রিল তারিখে বের্লিনের পশ্চিম দিকে এসে পৌঁছেছিল এবং বের্লিনের উপর আক্রমণে যোগ দিয়েছিল। জার্মানরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভেদ ঘটাবার চেষ্টায় বললো যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছে, কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নয়। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। মিত্রপক্ষ অবিলম্বে বিনা শর্তে জার্মানির আত্মসমর্পণ দাবী করলেন। ৮ই মে তারিখে (১৯৪৫) জার্মান বাহিনীর অধিকর্তারা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের লিপিতে স্বাক্ষর করলেন। জার্মান সূত্র থেকে জানা গেল, হিটলার, গোয়েবেল্স্ ও তাঁদের অনুচররা আত্মহত্যা করেছেন। গোয়েরিং, মার্শাল কাইটেল প্রভৃতি নাৎসী নেতারা বন্দী হলেন। এইভাবে নাৎসী জার্মানি পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হ'লো।

নাৎসী জার্মানির এই উচ্ছেদের গৌরব প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রাপ্য। অনেকেই মনে করেছিলেন, সোভিয়েত

যুক্তরাষ্ট্র একাকীই জার্মানি অধিকার করতে সমর্থ হবে, এ বিষয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তখনই সমগ্র জার্মানি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবিত অঞ্চলে পরিণত হবে এই ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলেছিল। পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানির পরবর্তী কালের ইতিহাস তাঁদের অনুমানকেই সত্য ব'লে প্রমাণিত করেছে। মিত্রপক্ষের কাছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকালে সাহায্য পেয়েছিল সত্য, কিন্তু হিটলার-জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে যে বিপুল আয়োজন করতে হয়েছিল, তার তুলনায় তা ছিল নগণ্য। সমগ্র যুদ্ধকালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের কাছ থেকে ১৬,০০০ বিমান পেয়েছিল। কিন্তু কেবল যুদ্ধের শেষ তিন বৎসরেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ১,২০,০০০ বিমান তৈরি করেছিল। অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি করা চলে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি যে কী বিপুল ও বিস্ময়কর ছিল, তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আমরা মনে রাখি যে, জাপান জার্মানির অন্যতম মিত্র হওয়ায় অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও পূর্ব দিক থেকে তার আক্রমণ করবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা ছিল এবং সেজন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব সীমান্তেও বিপুলসংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সর্বদা প্রস্তুত রেখেছিল। জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ চলতে থাকলেও জার্মানির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করবার জন্যে মিত্রপক্ষ জার্মানির পরাজয়ের পূর্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার জন্যে তারা চাপ দেয় নি এবং স্থির হয়েছিল যে জার্মানির পরাজয়ের তিন মাস বাদে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ৬ই আগস্ট (১৯৪৫) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোসিমার উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলো।

পূর্বোক্ত চুক্তি অনুসারে ৮ই আগস্ট (১৯৪৫) তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। পরদিন সোভিয়েত বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'লো। ৯ই আগস্ট তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা ফেললো। ১৪ই আগস্ট তারিখে জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু তখনও জাপ বাহিনী এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে লাগলো। ২১-এ আগস্ট তারিখে সোভিয়েত বাহিনী জাপ-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ার প্রধান শহরগুলি অধিকার করলো এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাপ কোয়ান্তুং বাহিনী বিধ্বস্ত হ'লো। মাঞ্চুরিয়া জাপানের কবল থেকে মুক্তি পেলো। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিওতে জাপানের আত্মসমর্পণ লিপি স্বাক্ষরিত হ'লো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ সাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ফিরে পেলো। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলো।

অধিকৃত জার্মানি ঃ

জার্মানির পূর্বাঞ্চল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমাংশ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে রইলো। এইভাবে সমগ্র জার্মানি চারটি এলাকায় (zone) বিভক্ত হ'লো। ওডার ও নাইস নদীগুলির পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল, পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণাংশ ও ডান্‌জিগ ক্রিমিয়া (ইয়াল্টা) ও পট্‌স্‌ডাম (বের্লিন) সম্মেলনের আলোচনা অনুসারে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হ'লো। বের্লিন শহর সোভিয়েত-অধিকৃত পূর্ব জার্মানির মধ্যে হ'লেও বের্লিনের পশ্চিম অংশ মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসীদের অধিকারে রইলো।

পট্‌স্‌ডাম সম্মেলন ঃ

১৭ই জুলাই থেকে ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পট্‌স্‌ডামে (বের্লিন)

যে সম্মেলন হ'লো তাতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রাষ্ট্রপ্রধানরা মিলিত হলেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হওয়ায় হ্যারি ট্রুম্যান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়ী হওয়ায় চার্চিলের স্থলে ক্লেমেণ্ট এট্‌লী ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন। হ্যারি ট্রুম্যানের সোভিয়েতবিরোধিতার কথা সর্বজনবিদিত হ'লেও তিনি এই সম্মেলনে রুজভেল্টের নীতিই অনুসরণ করলেন। সম্ভবত সদ্যজয়ী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যেই তাঁকে কিছুটা সতর্ক হ'তে হয়েছিল। পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে তেহেরান ও ইয়াল্টা সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি পুনরায় সমর্থিত ও গৃহীত হ'লো। যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার এবং পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি থেকে জার্মান বাসিন্দাদের জার্মানিতে স্থানান্তরিত করবার পূর্ণ সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনেও গৃহীত হ'লো। ইতালি, ফিন্‌ল্যাণ্ড, বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির সঙ্গে দ্রুত শান্তিচুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্তও গৃহীত হ'লো। পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল জার্মানির ভবিষ্যৎ অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি। অবিলম্বে জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ ও অসামরিকীকরণ, সামরিক উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা বিলোপসাধন, নাৎসী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপসাধন ও জার্মানিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন, সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান থেকে নাৎসীদলের সমর্থকদের বিতাড়ন, সামরিক উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার্য কলকারখানাগুলির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অপসারণ বা ধ্বংসসাধন এই সিদ্ধান্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোভিয়েত সরকারের কাছে এইসব বিষয় ছিল ইউরোপে তথা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্যে অপরিহার্য। তাই পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনকে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীনের পররাষ্ট্র সচিবদের নিয়ে একটি পররাষ্ট্র সচিব সংসদ্‌ও (Council of Foreign Ministers) গঠিত হ'লো। মস্কো, তেহেরান ও ইয়াল্টা সম্মেলনের মতো পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভবিষ্যৎ সৌহার্দ্য ও শান্তির আশা বহন ক'রে এনেছিল। বুর্জোয়া দেশগুলির দ্বারা চারিদিক থেকে বেষ্টিত হওয়ার যে ভীতি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে বিগত আটাশ বৎসর দুঃস্বপ্নের মতো ঘিরে ছিল, তার অবসান হ'লো ব'লে সোভিয়েত নেতারা মনে করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, তাঁদের সে আশা ক্ষণস্থায়ী ও ভিত্তিহীন ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধোত্তর কাল—স্তালিনের মৃত্যু—ক্রুশ্চেভের নায়কত্ব গ্রহণ

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেরই ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কারণ, যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এক সুবিস্তৃত অঞ্চল। জার্মান আক্রমণকারীরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ও তার মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে কি প্রকার বর্বর ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, তা অনুসন্ধান করবার জন্যে সোভিয়েত সরকার যে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন, তার বিবরণ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্ষতির বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, তা নিম্নলিখিতরূপ: ১৭১০টি শহর এবং ৭০,০০০-এর বেশী গ্রাম শত্রুরা ধ্বংস করেছিল; ৬,০০০,০০০ বাসভবন তারা পুড়িয়ে দিয়েছিল বা ভেঙে ফেলেছিল; এইভাবে ২৫,০০০,০০০ লোক গৃহহারা হয়েছিল। বিধ্বস্ত বা অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলির মধ্যে সুবৃহৎ শিল্পকেন্দ্র ও সংস্কৃতিকেন্দ্রও বহু ছিল। যেমন, স্তালিনগ্রাদ সেবাস্তোপল, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, মিন্স্ক্, ওডেসা, স্মোলেন্স্ক্, নভ্‌গরদ, প্‌স্কভ্‌, ওরেল, খারকভ, ভরোনেজ, দনতীরবর্তী রস্তভ। জার্মানি ও তার সহযোগী আক্রমণকারীরা ৩১,৮৫০ টি কলকারখানা ধ্বংস করেছিল। এইসব কলকারখানায় প্রায় ৪,০০০,০০০ লোক কাজ করতো। আক্রমণকারীরা ২৩৯,০০০ ইলেকট্রিক মোটর এবং ১৭৫,০০০ ধাতুকাটার লেদ্-মেসিন নষ্ট করেছিল বা নিজ নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছিল। তারা প্রায় ৪০,০০০ মাইল রেলপথ, ৪১,০০০ রেল স্টেশন, ৩৬,০০০ ডাক ও তার বিভাগের অফিস, ৪০ ০০০

হাসপাতাল ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান, ৮৪,০০০ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ৪৩,০০০ গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে ৯৮,০০০ সমবায় খামার ১,৮৭৬ সরকারী খামার, এবং ২,৮৯০ যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর-কেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়েছিল। শত্রুরা ৭,০০০,০০০ ঘোড়া, ১৭০০,০০০ গোরু ও মহিষ, ২০,০০০,০০০ শূকর, ২৭,০০০,০০০ ভেড়া ও ছাগল এবং ১১০,০০০,০০০ হাঁস-মুরগী হত্যা করেছিল বা দেশে নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ অধিকৃত অঞ্চলের জাতীয় আয়ের তুই-তৃতীয়াংশ তারা বিনষ্ট করেছিল। শহর ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষতি হয়েছিল ৬৭৯,০০০,০০০,০০০ রুবল।

কেবল তাই নয়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে নিহতদের সংখ্যাও ছিল সর্বাধিক। বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন রকম সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই সংখ্যা ন্যূনতম পক্ষে সত্তর লক্ষ এবং ঊর্ধ্বতম পক্ষে তুই কোটি। সুতরাং সোভিয়েত রাষ্ট্র কেবল ধনবলের দিক থেকে নয়, জনবলের দিক থেকেও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এই ক্ষতি যে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল মারাত্মক, এবং পতনের অনিবার্য কারণ হ'তো। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিও সে সম্পর্কে আশা পোষণ করতো। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সংহতি ও অর্থনীতি এমনই বস্তু যে, মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই আঘাত সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম ক'রে উঠতে সমর্থ হয়েছিল। যুদ্ধ অবসানের পূর্বেই পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন এলাকা শত্রু-মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে চতুর্থ বা যুদ্ধোত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হ'লো।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম:

পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনের পরে কয়েক মাসের মধ্যেই মিত্রপক্ষীয়

দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আঁতাতে ফাটল দেখা দিলো। বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ফিন্‌ল্যাণ্ড, জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি, ক্ষতিপূরণ ও সাহায্য দান, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য অপসারণ, রাষ্ট্র সংঘে ভেটো প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে মতদ্বৈধ ও বিরোধ প্রথম প্রকাশ পেলো। এই যুদ্ধের ফলে ধনবল ও জনবলের দিক থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যেমন সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি ধনবলের দিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাভ হয়েছিল সর্বাধিক। জনবলের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ছিল নগণ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক দিক থেকে কি পরিমাণ লাভবান্ হয়েছিল, সে সম্পর্কে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে মলোতভ উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের "ওয়ার্ল্ড অ্যাল্‌মানাক্" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ছিল ৯৬,০০০,০০০,০০০ ডলার। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তা ১২২,০০০,০০০,০০০ ডলার হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তা হয় ১৪৯,০০০,০০০,০০০ ডলার এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তা হয় ১৬০,০০০,০০০,০০০ ডলার। এইভাবে ঐ চার বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ৬৪,০০০,০০০,০০০ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জাতীয় আয় ছিল ৬৪,০০০,০০০,০০০। অর্থাৎ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয় যা ছিল, এই কয়েক বছরে বৃদ্ধির পরিমাণই ছিল তাই।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বেড়েছিল। যুদ্ধের সময়ে দেশের কলকারখানার উৎপাদন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, শান্তির সময়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সেই হার রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ফলে আভ্যন্তরীণ

সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী নীতির আশ্রয় নেওয়া ছিল অপরিহার্য। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমার একক অধিকারী হওয়ায় আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করতেও দুঃসাহস করেছিল। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীরা তাদের একনিষ্ঠ সেবকের সন্ধান পেলো। ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে শান্তি, সহ-অবস্থান ও পারস্পরিক সাহায্য ও সৌহার্দ্যের নীতি গ্রহণ করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন তা পরিহার করলো। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তার এই আক্রমণাত্মক নীতির বিশ্বস্ত অনুচরও মিললো।

এই সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের প্রধান অন্তরায় ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও সাম্যবাদ। তাই ট্রুম্যান "কমিউনিজম্‌কে সীমাবদ্ধ করবার" (to contain Communism) নীতি ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাসে তা "ট্রুম্যান মতবাদ" (Truman Doctrine) নামে পরিচিত হয়েছে। চার্চিলও ট্রুম্যানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে ফুল্‌টনে (মিসৌরি) এক সভায় ট্রুম্যানের সমক্ষেই কমিউনিজম্‌কে সীমাবদ্ধ করবার নীতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। লেবার পার্টি ঐ সময় বৃটেনে শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করলেও রক্ষণশীল দলের নীতির সঙ্গে তাদের কোনও পার্থক্য ছিল না। তাই বৃটেনের সহযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বত্র সামরিক ঘাঁটি বাড়াতে শুরু করেছিল।

ইতালি, বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ফিন্‌ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সঙ্গে অবিলম্বে সন্ধি সম্পন্ন করবার জন্যে সোভিয়েত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের উপর ক্রমাগত চাপ

দিচ্ছিল। কিন্তু এইসব সন্ধি সম্পাদন করবার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি কেবলই নানারূপ বাধার সৃষ্টি করছিল। ইতালি, বুল্‌গেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে যে, মিত্রপক্ষীয় প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে কোনরূপ প্রাথমিক আলোচনা না ক'রেই শান্তি সম্মেলনের আলোচনা শুরু হ'ক। ইংল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এর বিরোধিতা করেন। কারণ, শান্তি চুক্তির প্রধান শর্তাবলী সম্পর্কে আগে একমত হ'তে না পারলে শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব ও শর্তাবলী উত্থাপন করবে এবং তার ফলে শান্তি সম্মেলনের কাজ ব্যাহত হবে। ভোটের বিষয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতবিরোধ হয়। যে একুশটি রাষ্ট্র নিয়ে শান্তি সভা গঠিত হয়েছিল, তার এগারোটি রাষ্ট্রের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রভাব ছিল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি সাধারণ সংখ্যাধিক্যে, অর্থাৎ একটি মাত্র ভোট বেশী হ'লেই, পাস করবার প্রস্তাব করে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে কোণঠাসা করবার এবং সোভিয়েত প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলির উপর অসুবিধাজনক শর্তাবলী চাপিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই রীতি গ্রহণের চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু পররাষ্ট্র সচিব সংসদের অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটেই গৃহীত হবে। তা ছাড়া স্যান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি গ্রহণের রীতি স্বীকৃত হয়েছিল। তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র শান্তি সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটেই প্রস্তাব গ্রহণের নীতি ও রীতি সমর্থন করলো। এইভাবে স্পষ্টই দেখা গেল যে, মস্কো, তেহেরান,

ইয়াল্টা ও পট্‌স্‌ডামে যে সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর নীতি গৃহীত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স তা পদে পদে ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করছে।

ইতালি, রুমানিয়া, বুল্‌গেরিয়া ও হাঙ্গেরির ফাসীবাদী নেতারা প্রথমে মিত্রপক্ষীয় অঞ্চল আক্রমণ করলেও পরে ফাসীবাদী সরকারগুলির পতনের পর তারা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ঐ সকল দেশের কাছ থেকে সামান্য—ন্যায্য দাবীর মাত্র এক-পঞ্চমাংশ—ক্ষতিপূরণ দাবী করেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি তারও বিরোধিতা করতে লাগলো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই ক্ষতিপূরণ কয়েক বৎসরের কিস্তিতে উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে পরিশোধের প্রস্তাব করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থক বুর্জোয়া দেশগুলি তারও বিরোধিতা করতে লাগলো এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব করলো। এর পশ্চাতে প্রধান দুটি দুরভিসন্ধি ছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যে ক্ষতিপূরণ পেলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সুবিধা হবে, এই ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ভয়। তাছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রায় ক্ষতিপূরণ-দানের ব্যবস্থা হ'লে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, পক্ষে ঐ সকল অঞ্চল থেকে অল্পমূল্যে মাল কেনা ও পরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে অধিক মূল্যে মাল বেচা এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা করা সম্ভব হ'তো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলো।

জার্মানির ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স ইয়াল্টা ও পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে গৃহীত নীতি কার্যকরী করতে চাইলো না। ভবিষ্যৎ বিশ্ব শান্তির জন্যে সর্বাগ্রে জার্মানির সামরিক দ্রব্য

উৎপাদনের কলকারখানা বিনষ্ট ক'রে সেখানে শান্তির উপযোগী শিল্প গ'ড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, সামরিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কলকারখানাগুলি হয় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ত্রিপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলি নেবে, নয় সেগুলি বিনষ্ট করা হবে। সামরিক শিল্পকেন্দ্র প্রধানত রুহ্‌র অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। রুহ্‌র অঞ্চল পশ্চিম জার্মানিতে হওয়ায় অসামরিকীকরণের দায়িত্ব প্রধানত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের ওপর।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারির মধ্যে সোভিয়েত-অধিকৃত পূর্ব জার্মানিতে সামরিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী ৭৩৩টি কলকারখানার মধ্যে ৬৭৬টি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু ঐসময়ে পশ্চিম জার্মানিতে ঐরূপ ১১৫৪টি কলকারখানার মধ্যে মাত্র তিনটির সম্পূর্ণ অপসারণ ঘটেছিল এবং ৩৭-টির অপসারণ চলছিল। অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানির সম্ভাব্য সামরিক শক্তি বিনষ্ট করবার ইচ্ছা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির ছিল না। কেবল তাই নয়, প্রাক্তন নাৎসী বাহিনীগুলিকে ভেঙে দেওয়ার কাজও ঠিকমতো করা হয় নি। পশ্চিম জার্মানিতে বৃটিশ ও মার্কিন সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে জার্মান সেনানায়কদের অধীনে তথাকথিত সাহায্যকারী দল নামে প্রাক্তন জার্মান বিমান, জল ও স্থল বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য ছিল। সরকারী, বেসরকারী, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে নাৎসী বা তাদের সমর্থক ব্যক্তিদের বিতাড়নের যে প্রস্তাব পূর্বে গৃহীত হয়েছিল, তাও কার্যকরী করা হয় নি। সুতরাং জার্মানির অনাৎসীকরণ, নিরস্ত্রীকরণ ও অসামরিকীকরণ বন্ধ রেখে তাকে পুনরায় একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করাই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অভিপ্রায়, সে বিষয়ে কানও সংশয় ছিল না।

ক্ষতিপূরণের ব্যাপারেও অনুরূপ নীতিই অনুসৃত হচ্ছিল। জার্মান আক্রমণের ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১২,৮০০ কোটি ডলার ক্ষতি হ'লেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তার এক-দশমাংশেরও কম ১,০০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবী করেছিল। ইয়াল্টা ও পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত-অধিকৃত অঞ্চল থেকে কলকারখানা ইত্যাদি অপসারণ ও জার্মানির বহির্ভূত জার্মান সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে; পোল্যাণ্ডের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সোভিয়েত তার নিজের অংশ থেকেই দেবে; পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থিত জার্মানির শান্তিকালীন অর্থনীতির জন্যে আবশ্যক নয় এমন সব কলকারখানা অপসারণের ফলে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ১৫ ভাগ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র লাভ করবে; জার্মানির শান্তিকালীন অর্থনীতির জন্যে প্রয়োজন নয় এমন সব কলকারখানা ইত্যাদির শতকরা ১০ ভাগ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ বাবদ বিনা বিনিময়ে বা বিনা মূল্যে পাবে; পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনের ছয় মাসের মধ্যেই পশ্চিম জার্মানি থেকে কি পরিমাণ দ্রব্য ক্ষতিপূরণ বাবদ অপসারিত করা যাবে, তা স্থির করতে হবে; পূর্ব জার্মানি, বুল্‌গেরিয়া, হাঙ্গেরি, ফিন্‌ল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও পূর্ব অষ্ট্রিয়ায় অবস্থিত জার্মান সম্পত্তির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কোনও দাবী থাকবে না। ইয়াল্টা সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ তিনভাবে গৃহীত হবে; (১) কলকারখানার অপসারণ দ্বারা, (২) জার্মানির কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য বার্ষিক কিস্তিতে সরবরাহের দ্বারা, ও (৩) জার্মান শ্রম ব্যবহারের দ্বারা। কিন্তু এই সুস্পষ্ট প্রস্তাবগুলি কার্যত পালনে মার্কিন ও বৃটিশ সরকার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং নানারূপ বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

জার্মান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সংগঠন সম্পর্কেও তাঁরা নানারূপ বিরোধিতার সৃষ্টি করলেন। পট্স্ডাম সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, প্রথমে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জার্মানিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে; গণতান্ত্রিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে উৎসাহিত করা হবে; আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও লাণ্ড প্রশাসনে প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচনের নীতি গৃহীত হবে; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হবে; এবং এইভাবে জার্মানিতে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের পত্তন ঘটবে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব সংসদের অধিবেশনে মলোতভ বললেন, এই নীতি কিছুটা কার্যকরী হ'লেও যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী হয়নি। সোভিয়েত ও মার্কিন এলাকায় লাণ্ডস্টাগগুলিতে নির্বাচনের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়েছে। বৃটিশ ও ফরাসী এলাকায় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জার্মানির জন্যে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কোনরূপ নির্বাচন হয় নি। বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনের ব্যবস্থাও একরকম নয়। মার্কিন এলাকায় লাণ্ডস্টাগ-গুলিতে যে ধরনের প্রশাসনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, তা ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠনের পরিপন্থী, তাতে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। জার্মান সমরবাদের ভিত্তিভূমি ছিল যে ইউংকার ভূমিব্যবস্থা, তার সংস্কারসাধন করাও হয় নি। এইভাবে গণতন্ত্রের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সোভিয়েত এলাকায় ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়েছে। ফলে জার্মান সমরবাদের ভিত্তিভূমি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং গণতন্ত্রের বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে পররাষ্ট্র সচিব সংঘের অধিবেশনে মলোতভ বললেন, ভাইমার সংবিধান (নাৎসীদের অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী জার্মানির

গণতান্ত্রিক সংবিধান) অনুসারেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিনের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি স্বীকার করলেন, ভাইমার সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অত্যধিক এবং গণতন্ত্রের পক্ষে হানিকর ছিল, তাঁর অধিকার ও দায়িত্ব হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের ইচ্ছা নেই। ফ্রান্স জার্মানি থেকে রুহ্‌র ও রাইনল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মিত্রপক্ষীয়দের তত্ত্বাবধানে দিতে বললো। সোভিয়েত সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এতে জার্মানির অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হবে এবং জার্মানদের মনে বিক্ষোভ থাকায় তা শান্তির পথেও বাধা সৃষ্টি করবে। সোভিয়েত প্রতিনিধি জার্মানিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করবার প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করলেন। মলোতভ বললেন, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও পররাষ্ট্র সচিব ইডেন বৃটেনের পক্ষ থেকে জার্মানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তখন সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। সোভিয়েত সরকার এর বিরুদ্ধে একাধিক বার মত প্রকাশ করেছেন।

এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স ক্রমাগত নানাভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা ব্যর্থ করতে লাগলো।

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তির ব্যাপারেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে নানারূপ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হ'লো। যুদ্ধের ব্যাপারে চেকোস্লোভাকিয়ার মতোই অষ্ট্রিয়ার কোনও দায়িত্ব ছিল না। তাই পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে সোভিয়েত সরকার অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে

ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবী ত্যাগ করেছিলেন। তবে পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে এ-ও স্থির হয় যে, পূর্ব অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত জার্মান সম্পত্তি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং অবশিষ্ট অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত জার্মান সম্পত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ত্রিপক্ষীয় দেশগুলি পাবে। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি আলোচনা কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত জার্মান সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করবার চেষ্টা চললো।

এইভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ইয়াল্টা ও পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে যে শান্তি, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল, তা ভাঙতে আদৌ বিলম্ব হ'লো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সোভিয়েত-বিরোধী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রচক্র আবার নখদন্ত বিস্তার ক'রে অগ্রসর হওয়ায় সোভিয়েত দেশের রাজনীতি ও কূটনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটলো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মিলনের জন্যে যে কর প্রসারিত করেছিল, তা পুনরায় মুষ্টিবদ্ধ হ'তে লাগলো। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বার যে শঙ্কা ও সংশয় সুদীর্ঘকাল সোভিয়েত রাজনীতি ও কূটনীতিকে পরিচালিত করেছিল, তাই আবার ক্ষণস্থায়ী আশা ও সুখস্বপ্নের পরে মাথা তুলে দাঁড়ালো। এখন নাৎসী জার্মানির স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সোভিয়েতবিরোধী রাষ্ট্রচক্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যুদ্ধপূর্ব কালের চেয়ে অনেক শক্তিমান্ এবং আণবিক বোমার একমাত্র অধিকারী হওয়ায় সে প্রকাশ্যেই সমরবাদী আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করলো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চারদিকে ক্রমাগত সামরিক ঘাঁটি গ'ড়ে তুলতে লাগলো। বৃটেন ও ফ্রান্স তার বিশ্বস্ত অনুচররূপে এই আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করলো।

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যে রাষ্ট্র সংঘের উদ্ভব হয়েছিল, সেখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলি

আক্রমণাত্মক নীতিই অনুসরণ করলো। তাই রাষ্ট্র সংঘে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হ'লো। রাষ্ট্র সংঘের কার্যারম্ভের গোড়ার দিকেই (২৯-এ অক্টোবর, ১৯৪৬) জেনারেল এসেম্ব্লির অধিবেশনে মলোতভ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করলেন। বললেন, রাষ্ট্র সংঘ এখনও ফাসীবাদী স্পেনের বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে নি, রাষ্ট্র সংঘের সদস্যরা স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। চুক্তি অনুসারে কিছু সোভিয়েত সৈন্য ইরানে ছিল, সেই সৈন্য অপসারণে বিলম্ব সম্পর্কে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালানো হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদে সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। ইরান থেকে সোভিয়েত বাহিনী দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ইরান ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই আলোচনার বিষয়সূচী থেকে ঐ বিষয় বাদ দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তা সত্বেও নিরাপত্তা পরিষদ্ তা করতে রাজী হয় না। এতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংসদে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিশ্ব ফেডারেশনকে অংশ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ করা হয় নি। আন্তর্জাতিক ন্যাস সংসদ্ (International Trusteeship Council) প্রতিষ্ঠার কাজও সম্পন্ন হয় নি। ভারতকে রাষ্ট্র সংঘের সদস্য করা হয়েছে, কিন্তু তাকে সার্বভৌম অধিকার দানের জন্যে রাষ্ট্র সংঘে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হ'লো না। হল্যাণ্ডের ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের দাবী মেনে নেওয়া উচিত। প্রাক্তন শত্রু রাষ্ট্রগুলির ভূমিতে ছাড়া অন্য কোথায় ও কত সংখ্যায় রাষ্ট্র সংঘের সদস্যগুলির সৈন্য রয়েছে, তার একটি তালিকা দেওয়ার জন্যে পূর্বেই সোভিয়েত প্রতিনিধি প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে বিষয়েও কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। এই গোপনতার কারণ কি?

বহু দেশে আজও মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী রয়েছে এবং ঐসব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইসব সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্বের ফলে চাপ দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে। কেবল তাই নয়, কতিপয় রাষ্ট্র নিজেদের দেশ থেকে বহু দূরে অসংখ্য বিমান ও নৌঘাঁটি নির্মাণ করছে। মিত্র ও সহযোগী দেশগুলিতে দীর্ঘকাল ধ'রে অপর রাষ্ট্রের সৈন্যের অবস্থান মানুষের মনে আতঙ্ক ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বাহিনী যুগোস্লাভিয়া ও নরওয়েতে প্রবেশ করেছিল। যুদ্ধের পরেই অনতিবিলম্বে ঐসব সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনবার জন্যে সোভিয়েত সরকার ব্যবস্থা করেছিলেন। গত এপ্রিল মাসে ডেন্‌মার্ক থেকেও সৈন্য সরিয়ে আনা হয়েছে। সোভিয়েত বাহিনী জাপ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করেছিল, তা-ও গত ৩রা মে-র মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মলোতভ বললেন, রাষ্ট্র সংঘ সনদে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ্ কোনও ব্যবস্থা করেন নি। আণবিক বোমা ও তৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটে অধিকারে থাকায় সে বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চার করেছে এবং ভবিষ্যৎ শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর প্রতিকার দুভাবে হ'তে পারেঃ (১) আণবিক বোমার একচেটে অধিকার বিনষ্ট হওয়া, (২) আণবিক বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। মলোতভ বললেন, কোনও দেশের পক্ষে আণবিক শক্তির পরিপূর্ণ একচেটে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের বাক্সে বন্ধ ক'রে তালা-চাবি দিয়ে রাখা যায় না। তিনি বললেন, ইতিপূর্বেই জেনারেল এসেম্‌ব্লি জাতীয় অস্ত্রসজ্জা থেকে আণবিক অস্ত্র বাদ দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে আণবিক অস্ত্রের

উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন? মলোতভ প্রশ্ন করলেন, এই আণবিক বোমা ব্যবহার সম্পর্কে স্বাধীনতা ভোগ করবার জন্যেই কি "ভেটো" প্রয়োগের অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে না?

লীগ অব নেশন্‌সে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি গৃহীত হওয়ায় তা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই রাষ্ট্র সংঘে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে অন্যতর রীতি গৃহীত হয়েছে। জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে যে কোনও সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হবে। নিরাপত্তা পরিষদেও যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে অন্ততপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্য, অর্থাৎ এগারোজন সদস্যের মধ্যে সাতজন সদস্যের সমর্থন চাই। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়; সেই সঙ্গে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীনের—সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন লাগবে। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির যে কোনও একটি কোনও প্রস্তাব সমর্থন না করলে তা সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হবে না। এইরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন বা "ভেটো" প্রয়োগের ব্যবস্থা কেবল প্রধান রাষ্ট্রগুলির ঐকমত্যের জন্যেই প্রয়োজন ছিল না, এর দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র-জোটের স্বৈরাচার ও শান্তি বিঘ্নিত করবার সুযোগও বিনষ্ট হয়েছিল। তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ভেটো-প্রয়োগের এই অধিকার সম্পর্কে যখন অটল ছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ভেটো-প্রয়োগের অধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাই ছিল স্বাভাবিক। অস্ট্রেলীয় সদস্য ভেটো-প্রয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে মলোতভ বলেছিলেন, "কুয়োর জলে থুতু ফেলবেন না; ঐ জল আপনারও খাওয়ার দরকার হ'তে পারে।" তাঁর এই উক্তি একান্তই সত্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা রাষ্ট্র সংঘে

অত্যধিক হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশেষভাবে নিরাপত্তা পরিষদ্ যুদ্ধবাজদের হাতিয়ার মাত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষার নামে বিশ্বের বিভিন্ন স্থলে যুদ্ধ বাধাবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টা এই ভেটো-প্রয়োগের ফলে পরে বহুবার ব্যর্থ হয়েছে।

মার্শাল প্ল্যান:

এইভাবে হিটলারের পতনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় এক শক্তিশালী সমরবাদী রাষ্ট্রজোটের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্র যেভাবে নিঃসঙ্গ ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তেমনটি ছিল না। সোভিয়েত সীমান্তে কতিপয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও মিত্রতার মনোভাবপূর্ণ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া (১৯৪৫), বুল্‌গেরিয়া (১৯৪৬), হাঙ্গেরি (১৯৪৬), রুমানিয়া (১৯৪৭) ও আল্‌বেনিয়ায় (১৯৪৬) কতিপয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। পূর্ব জার্মানিতেও ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় ইতালি, বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। ইতালি ও ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে ইউরোপে প্রাক্-যুদ্ধ কালের অপেক্ষা বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রভাব ও প্রাধান্যবৃদ্ধি যে মার্কিন ও ইউরোপীয় সমরবাদীদের যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন এই অবস্থায় ইউরোপে প্রাধান্য

বিস্তারের জন্যে অন্যতর পথ অবলম্বন করলো। যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন দ্রব্য যুদ্ধের জন্যে ব্যবহৃত হওয়ায় ও যুদ্ধে রত দেশগুলিকে সরবরাহ করায় মার্কিন শিল্পপতিরা ফেঁপে-ফুলে উঠেছিল। কিন্তু এখন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় মার্কিন অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ঘটলো। একদিকে এই সম্ভাবিত সংকট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সাময়িকভাবে রক্ষা করবার জন্যে এবং অপর দিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা ও প্রভাব হ্রাস করবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "ইউরোপীয় পুনর্গঠন সূচী" (E. R. P.) নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫-ই জুন তারিখে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বেসরকারী বক্তৃতায় এই পরিকল্পনার আভাস দেন। তাই এই পরিকল্পনা "মার্শাল প্ল্যান" নামে কুখ্যাত হয়েছে। "ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা ও বিশৃঙ্খলার" হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার আদর্শই এই পরিকল্পনা-প্রণয়নে প্রণোদিত করেছে ব'লে প্রচার করা হ'লেও ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিকে বাজারে পরিণত ক'রে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্বাবলম্বনের পথ রুদ্ধ করা এবং অর্থনৈতিক সংকট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করাই ছিল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দিতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে এমন কতকগুলি শর্তও ছিল, যেগুলির ফলে মার্শাল প্ল্যান-গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্র সংঘেও ঐ সকল দেশের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবাদী নীতিকে সমর্থন করাই ছিল স্বাভাবিক।

ঐসময় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তখন ঐ সাহায্য উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এই সুযোগে

সাহায্যদানের নামে হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুল্‌গেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও আল্‌বেনিয়ায় প্রভাব বিস্তারের দুরভিসন্ধিও ছিল। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইউরোপের নবজাত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলি এই পরিকল্পনার সুদূরবিসারী কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা মার্শাল প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এবং এশিয়ার বহু দেশ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বহুল পরিমাণে সফল হ'লো।

সোভিয়েত-যুগোস্লাভ বিরোধ ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে কমিউনিজমে বিশ্বাসী রাষ্ট্র ও দলগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সহযোগিতা সাধনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মিত্রতা ও সৌহার্দ্য যাতে পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা "কোমিন্‌টার্ন" তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্‌টোবর মাসে যুগোস্লাভিয়ার বেল্‌গ্রেদে "কমিউনিস্ট ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো" (সংক্ষেপে কমিন্‌ফর্ম) প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, বুল্‌গেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ইতালি ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিয়েই প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যুগোস্লাভিয়াকে কমিন্‌ফর্ম থেকে বিতাড়িত করা হ'লো। এই ব্যাপারটি তৎকালে ও তৎপরবর্তী কালে ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিকে সোভিয়েতবিরোধী প্রচারে যথেষ্ট খোরাক যুগিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কালে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট নেতা

মার্শাল জোসিফ ব্রোজ্ (টিটো) মিত্রপক্ষের সাহায্যে নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। অতঃপর সোভিয়েত বাহিনী যুগোস্লাভিয়ায় প্রবেশ করলে সোভিয়েত বাহিনীর সাহায্যে তিনি যুগোস্লাভিয়াকে জার্মানির কবল থেকে মুক্ত করেন এবং যুগোস্লাভিয়ায় পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুল্গেরিয়া ও রুমানিয়ার মতোই একটি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। শান্তি সম্মেলনে যুগোস্লাভিয়ার নেতারা যুগোস্লাভ সাধারণতন্ত্রের বাইরে অবস্থিত স্লোভেন অঞ্চলগুলি দাবী করেন। এই দাবী কিছুটা ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং তাঁরা এই দাবী পূরণের জন্যে সোভিয়েত সরকারের সাহায্য পাবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলির অনিচ্ছা ও বিরোধিতার ফলে শান্তি চুক্তিগুলি সম্পাদনের কাজ ব্যাহত হবে, এই ভয়েই সম্ভবত সোভিয়েত সরকার যুগোস্লাভিয়ার দাবীর পূর্ণ সমর্থন করেন নি। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক্ সন্ধির সময়ে তাঁরা সুবিস্তৃত অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেসারেবিয়া, উত্তর বুকোভিনা, কার্পাথিয়ান পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত ইউক্রেন অঞ্চল ও পোল্যাণ্ড-অধিকৃত ইউক্রেনীয় ও বিয়েলোরুশ অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে তাঁরা সুদীর্ঘকাল নীরবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তাই যুগোস্লাভিয়াও তার পার্শ্ববর্তী স্লোভেন অঞ্চলগুলি সম্পর্কে ধৈর্য ধারণ করবে এবং সুসময়ের অপেক্ষায় থাকবে, সম্ভবত এইরূপ আশাই তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু যুগোস্লাভ নেতারা এর মধ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতাই লক্ষ্য করলেন। এইভাবে পারস্পরিক সন্দেহ ও মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'লো। যুগোস্লাভ নেতারা উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ নিলেন এবং সোভিয়েতবিরোধী প্রচারকার্যেও কুণ্ঠিত হলেন না।

তাঁরা সোভিয়েত সরকারের পরামর্শকে হস্তক্ষেপ ব'লেই গণ্য করতে লাগলেন। যুগোস্লাভ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে

প্রতিশ্রুত সাহায্য পাচ্ছেন না এবং সোভিয়েত সরকার বাণিজ্য সম্পর্কে কেবলই বাধার সৃষ্টি করছেন, এমন অভিযোগও উঠলো। যেসব সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ যুগোস্লাভিয়ায় কাজ করছিলেন, তাঁরা অনাবশ্যক এবং অত্যধিক ব্যয়সাধ্য ব'লেও মন্তব্য করা হ'লো। এই অবস্থায় (১৮-ই ও ১৯-এ মার্চ ১৯৪৮) তারিখে সোভিয়েত সরকার যুগোস্লাভিয়া থেকে সামরিক ও বেসামরিক সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানালেন। ২০-এ মার্চ তারিখে টিটো সোভিয়েত বৈদেশিক সচিব মলোতভকে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে যে পত্র লিখলেন, তার উত্তরে ২৭-এ মার্চ তারিখে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানানো হ'লো যে, সোভিয়েত সরকার যুগোস্লাভিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক গঠন বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করছে, এই অভিযোগ মিথ্যা। যুগোস্লাভ সামরিক নেতারা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, সোভিয়েত সামরিক পরামর্শদাতারা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সুতরাং তাঁদের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ কমানো দরকার; সোভিয়েতের সামরিক সংগঠন ও অভিজ্ঞতা যুগোস্লাভ বাহিনী গঠনের জন্যে অপরিহার্য নয়, সুতরাং তাঁদের পরামর্শ অনাবশ্যক ও অর্থের অপচয়মাত্র। কমিউনিস্ট নেতা জিলাস সোভিয়েত সামরিক কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কেও নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। সোভিয়েত বেসামরিক বিশেষজ্ঞদের ও বেলগ্রেদে অবস্থিত কমিন্‌ফর্মের সোভিয়েত প্রতিনিধি ইউদিনকে যুগোস্লাভ গোয়েন্দা বিভাগ ক্রমাগত অনুসরণ করছে, এই অভিযোগও করা হ'লো। অন্যান্য কতিপয় বিষয়ও সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিরক্ত করেছে ব'লে ঐ পত্রে উল্লেখ করা হ'লো। যেমন, যুগোস্লাভিয়ার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা "সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষয়িষ্ণু,"

"সোভিয়েত দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ রয়েছে"; "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যুগোস্লাভিয়াকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পদানত করতে চায়"; "কমিন্‌ফর্ম অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তারের হাতিয়ার মাত্র", "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদ আর বিপ্লবী নেই", ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন।

পত্রে অভিযোগ করা হ'লো, যুগোস্লাভিয়ার বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি সংশয়ের উদ্রেক করে। কারণ, পার্টি সংগঠনে গণতান্ত্রিক রীতি গৃহীত হয় নি; পার্টি সংগঠন ন্যূনাধিক গোপন ও চক্রান্তমূলক পদ্ধতিতে চলে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যকেই নির্বাচনের দ্বারা গ্রহণ না ক'রে মনোনীত করা হয়। পার্টির কর্মসূচীতে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব নেই। শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শ্রেণী ক্রমেই অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করছে। পত্রে আরও বলা হ'লো যে, যুগোস্লাভ কমরেডরা জানেন, ভেলেবিত্‌ একজন বৃটিশ গুপ্তচর। তাকে এখনও সহকারী বৈদেশিক সচিবের পদে রাখা হয়েছে। এই পত্রের কপি কমিন্‌ফর্মের সদস্য বিভিন্ন পার্টির কাছেও পাঠানো হ'লো।

যুগোস্লাভ প্রধান মন্ত্রী টিটো ও সহকারী প্রধান মন্ত্রী কার্দেলি এইসব অভিযোগ অস্বীকার ক'রে স্তালিন ও মলোতভের কাছে পত্র দিলেন। ফলে সোভিয়েত সরকার জানালেন যে, কমিন্‌ফর্মের সদস্য নয়টি কমিউনিস্ট পার্টির উপর এ বিষয়ে তদন্ত ও বিচারের ভার দেওয়া হ'ক।

যুগোস্লাভ সরকার তাতে রাজী হলেন না। জুন মাসের শেষে (১৯৪৮) রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্তে কমিন্‌ফর্মের অধিবেশনে যুগোস্লাভিয়াকে কমিন্‌ফর্ম থেকে বহিষ্কৃত করা হ'লো। যুগোস্লাভিয়া যে মার্ক্‌স্‌-লেনিনবাদী বৈপ্লবিক ভিত্তিভূমি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না। টিটোপন্থী

কোনি জিলিয়াকাস তাঁর "টিটো অব যুগোস্লাভিয়া" পুস্তকে লিখেছেন, "জনৈক যুগোস্লাভ নেতা আমাকে বলেছিলেন, রাষ্ট্র ধীরে ধীরে লোপে পাবে, এই কথা আমরা অনেক কপচেছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই বুঝছে না যে, তার মানে হ'লো পার্টিরও ধীরে ধীরে লোপ পাওয়া।" যুগোস্লাভ নেতার এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, যুগোস্লাভ নেতারা মার্ক্স্‌বাদ-লেনিনবাদ কতখানি বুঝেছিলেন !

সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ঃ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার এই বিরোধে বুর্জোয়া জগৎ যথেষ্ট উৎফুল্ল হ'লেও শীঘ্রই তাদের আনন্দে ভাটা পড়লো। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দুনিয়া দ্রুত শক্তিলাভ করতে লাগলো। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কাইরো সম্মেলনে কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সোভিয়েত বাহিনী ও মার্কিন বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে জাপান কোরিয়া থেকে পলায়ন করেছিল। ফলে ৩৮° উত্তর অক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল যথাক্রমে সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছিল। এখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন কোরীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলো। ফলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর কোরিয়ায় একটি গণ-সাধারণতন্ত্রের (People's Republic) উদ্ভব হ'লো। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত বাহিনী উত্তর কোরিয়া ত্যাগ করলো। দক্ষিণ কোরিয়ায় মে মাসে (১৯৪৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি তাঁবেদার সরকার গঠিত হ'লো।

জার্মানিতেও অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে

হতাশ হয়ে সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত-অধিকৃত পূর্ব জার্মানিতে একটি পৃথক গণ-সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পূর্ব জার্মানির জন্যে একটি খসড়া সংবিধান রচিত হ'লো এবং পূর্ব বের্লিনে অক্টোবর মাসে (১৯৪৯) কমিউনিস্ট নেতা অটো গ্রোটেভলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হ'লো। পশ্চিম জার্মানিতে ইতিপূর্বে মার্কিন ও বৃটিশ এলাকা একত্রিত হয়ে "বাইজোনিয়া" ও পরে ফরাসী এলাকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে "ট্রাইজোনিয়া"-র সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পশ্চিম জার্মানিতেও একটি "ফেডারেল সরকার" গঠিত হ'লো।

কেবল তাই নয়, চীনে সুদীর্ঘকাল ধ'রে কমিউনিস্ট ও কুয়োমিন্-তাং সরকারের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল, তার অবসান ঘটলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইশেক ফরমোসায় পলায়ন করলেন। ১লা অক্টোবর তারিখে (১৯৪৯) চীনে গণ-সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'লো। এইভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমিউনিস্ট শাসনে এলো। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েৎনামের একাংশে কমিউনিস্টরা তাদের নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে জাপ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত ক'রে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে লাগলো। ভিয়েৎনামের কমিউনিস্টরা ভিয়েৎনামের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ অঞ্চল মুক্ত করলো এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে উত্তর ও মধ্য ইন্দোচীনে কমিউনিস্ট ভিয়েৎমিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হ'লো। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মস্কোয় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনা গণ-সাধারণতন্ত্রের মধ্যে ত্রিশ বৎসর কালের জন্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্তি হ'লো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট চীন অবিলম্বে ভিয়েৎমিনকে স্বীকৃতি দিলো।

ঠাণ্ডা লড়াই :

এইভাবে ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলই কমিউনিস্ট শাসনে গেল। এই কয়েক বৎসরে কমিউনিস্টদের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি মার্কিন সমরবাদী ও তার অনুচরদের আতঙ্কিত ক'রে তুললো। কেবল তাই নয়, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে মস্কো সোভিয়েতের এক উৎসব-সভায় মলোতভ ঘোষণা করেছিলেন যে, আণবিক বোমার গোপনতার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যধিক নির্ভর করছে, কিন্তু আণবিক বোমা আর গোপন কিছু ব্যাপার নয়। তাঁর এই ঘোষণা কার্যত প্রতিপন্ন হ'লো ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করলো। আণবিক বোমায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটে অধিকার বিনষ্ট হওয়ায় বিশ্বের শান্তিপ্রিয় লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কারণ, আণবিক বোমার প্রত্যাঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ঐ ভয়াবহ অস্ত্র ব্যবহার করবার দুঃসাহস করবে না, এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব'লেই অনেকের কাছে গৃহীত হ'লো। আরও প্রচণ্ড ধরনের আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রতিযোগিতা চালালো, তাতেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পেছনে রইলো না। তথাপি সোভিয়েত প্রতিনিধিরা আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করবার জন্যে রাষ্ট্র সংঘে বার বার প্রস্তাব করতে লাগলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থক রাষ্ট্র-জোটের চেষ্টায় তা ব্যর্থ হ'লো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত অধিকতর প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েত-বিরোধিতা ও সমরবাদী নীতি অনুসরণ করতে লাগলো। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স সহ বারোটি দেশের মধ্যে কুখ্যাত "উত্তর অতলান্তিক চুক্তি" স্বাক্ষরিত হ'লো।

সোভিয়েত সরকার চীনা গণ-সাধারণতন্ত্রকে অবিলম্বে রাষ্ট্র

সংঘে গ্রহণের জন্যে দাবী করলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাধিক ভোটের জোরে তা ব্যর্থ হ'লো। এর প্রতিবাদে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্র সংঘের অধিবেশন সাময়িকভাবে (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত) বর্জন করলেন। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবীতে আন্দোলন গ'ড়ে তোলার জন্যে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হ'লো। পৃথিবীতে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সকল পথ বন্ধ করবার এবং আণবিক অস্ত্র অবিলম্বে নিষিদ্ধ করবার সমর্থনে শান্তি সম্মেলনের স্টকহলম আহ্বান অনুসারে কোটি কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগৃহীত হ'লো। মাত্র ছ মাসের মধ্যে সাতাশ কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক এই আবেদনে স্বাক্ষর দিলো। কিন্তু তাতেও মার্কিন সমরবাদীরা নিরস্ত হ'লো না। তারা ঐ বৎসর (১৯৫০) ২৫-এ জুন তারিখে কোরিয়ায় যুদ্ধ ঘটাতে সমর্থ হ'লো।

কোরিয়ার যুদ্ধ:

উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করেছে ব'লে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে চীৎকার করলেও তা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। "কোরিয়ায় আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সম্পর্কে" সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব এ. এ. গ্রোমিকো ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে "প্রাভ্‌দায়" যে সকল তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকান ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতার কাছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লি সিউং মান সদম্ভে বলেন যে, দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী তিন দিনে ফিয়োংইয়াং (উত্তর কোরিয়ার রাজধানী) অধিকার করতে পারবে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিন সেন মো-ও অনুরূপ উক্তি করেন।

১৯-এ জুন তারিখে লি সিউং মান দক্ষিণ কোরিয়ার "জাতীয় পরিষদে" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগের পরামর্শদাতা ডালেসের সমক্ষে বললেন যে, "আমরা যদি ঠাণ্ডা যুদ্ধে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে না পারি, তবে গরম যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারব।" ১৯-এ মে তারিখে কোরিয়ায় মার্কিন সাহায্য ব্যবস্থার অধিকর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভার মঞ্জুরি কমিটিতে বলেন যে, মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও মার্কিন সামরিক মিশনের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত এক লক্ষ কোরীয় সৈন্য যে কোনও সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্যে প্রস্তুত আছে। সুতরাং কোরিয়ার যুদ্ধ যে উত্তর কোরীয়দের আক্রমণের ফলে হয় নি এবং হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার দক্ষিণ কোরীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

২৫-এ জুন (১৯৫০) তারিখে দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীর উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের ফলে এই যুদ্ধ বাধলো। উত্তর কোরীয় বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরীয় সরকার যতোখানি দুর্বল মনে করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তা না হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহর উত্তর কোরিয়ার উপর আক্রমণ শুরু করলো। এই অন্যায় আক্রমণকে ঢাকবার চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৭-এ জুন তারিখে সোভিয়েত প্রতিনিধির অনুপস্থিতির সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদে উত্তর কোরীয় বাহিনীকে আক্রমণকারী ঘোষণা ক'রে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র সংঘ বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করলো।

কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্র সংঘ সনদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পঞ্চ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত এইরূপ ব্যবস্থা নিরাপত্তা পরিষদ্ গ্রহণ করতে পারেন না। রাষ্ট্র সংঘের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের বাহিনী কোরিয়ায় যুদ্ধ চালাতে লাগলো। নভেম্বর মাসে (১৯৫০)

চীনা গণ-সাধারণতন্ত্রও কোরিয়ায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠালো। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর কোরিয়া গ্রাসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। তথাকথিত রাষ্ট্র সংঘ বাহিনী ৩৮° অক্ষরেখার নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে হটে আসতে বাধ্য হ'লো। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জুন তারিখে রাষ্ট্র সংঘে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক গুলীবর্ষণ বন্ধ ক'রে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করবার জন্যে প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামী শক্তি-জোট গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লো। কোরিয়ায় মার্কিন সমরবাদ সুকঠিন আঘাত পেলো।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ঃ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ সোভিয়েত ১৯৪৬-১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জন্যে যে চতুর্থ ও যুদ্ধোত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা চার বৎসর তিন মাসেই পূর্ণ হ'লো। পরিকল্পনায় স্থির হয়েছিল, শেষ বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্পের উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব বৎসরের, অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের, তুলনায় শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে। কার্যত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা ৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিতেও লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছিল। শস্যের উপযোগী ভূমির আবাদ ঐ পাঁচ বৎসরে শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী বেড়েছিল। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ৩৭৬,০০০,০০০ পুড বেশী। পরিকল্পনার নির্দিষ্ট পরিমাণও অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শস্যোৎপাদন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশি হয়েছিল। শ্রমশিল্পের উপযোগী ফসলের জন্যে আবাদী জমি ঐ পাঁচ বৎসরে বেড়েছিল শতকরা ৫৯ ভাগ—তুলো শতকরা ৯১

ভাগ, শণ শতকরা ৯০ ভাগ, বীট শতকরা ৫৭ ভাগ। তুলোর উৎপাদন বেড়েছিল ৩·৯ গুণ, শণের উৎপাদন ২ গুণ ও বীটের উৎপাদন ২·৭ গুণ। শাকসবজি, আলু ও তরমুজ জাতীয় ফলের আবাদী জমি বেড়েছিল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা পাঁচ ভাগ। আলুর উৎপাদন বেড়েছিল ১৯৪০এর তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ। পশুর উপযোগী খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছিল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ।

সমবায় খামারগুলিতে পশুর সংখ্যা পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে গো-মহিষের সংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ৪০ ভাগ। ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা শতকরা ৬৩ ভাগ, শূকর শতকরা ৪৯ ভাগ এবং হাঁস-মুরগী শতকরা ২০০ ভাগেরও বেশি।

কৃষিতে যন্ত্রপাতির প্রয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বনাঞ্চল গ'ড়ে তোলার কাজও প্রচুর সাফল্যলাভ করেছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬০,০০০ হেক্টেয়ার জমিতে বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন হয়েছিল। সরকারী খামারগুলির আরও উন্নতি হয়েছিল। সমবায় খামারগুলির আকার-আয়তনও অনেক বেড়েছিল।

এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যানবাহনেরও বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছিল। ডাক, তার ও বেতার ব্যবস্থারও ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল।

জাতীয় আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছিল। পরিকল্পনায় জাতীয় আয় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ৩৮ ভাগ বাড়াবার কথা ভাবা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত তা বেড়েছিল শতকরা ৬৪ ভাগ। জাতীয় আয় বাড়ায় শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী জনসাধারণের অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। কারণ, বুর্জোয়া দেশগুলিতে যখন জাতীয় আয়ের অর্ধেকের বেশী পুঁজিবাদী শ্রেণীর হস্তগত হয় এবং

বাকী অংশ সরকার, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের হাতে আসে, তখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ জনসাধারণের ব্যক্তিগত, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক খাতে ব্যয়িত হয় এবং শতকরা ২৪ ভাগ সরকারের হাতে যায়। ফলে সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো থাকে। ১৯৪৬-৫০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ও সমবায় খামারের কথা বাদ দিয়েই প্রায় ৬০০০ শিল্প-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও চালু করা হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতি ঘটায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের রেশন ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হ'লো ও মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হ'লো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্রব্যমূল্য তিন বার কমানো হ'লো এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে যাতে পুনরায় আর এক দফা কমানো যায়, তার ব্যবস্থা রইলো।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের পূর্বেও যেমন বেকার ছিল না, যুদ্ধের পরেও তেমনি বেকার রইলো না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকারখানায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও কর্মচারীর যে সংখ্যা ছিল, তা আরও ৭,৭০০,০০০ বেড়ে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯,২০০,০০০ হ'লো। শ্রমিক ও কর্মচারীদের আয় দ্রব্যমূল্যের হিসাবে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৬২ ভাগ বৃদ্ধি পেলো।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও ব্যাপক উন্নতি দেখা গেল। প্রাথমিক, সপ্তবার্ষিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ও অন্যান্য মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঐ কয় বৎসরে আশি লক্ষ বৃদ্ধি পেলো এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৭,০০০,০০০। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পেলো। বিজ্ঞান

ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটলো। বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, সাহিত্য ও কলাশিল্পে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে ৬৫০০ ব্যক্তিকে "স্তালিন পুরস্কার" দেওয়া হ'লো। গবেষণাগার ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সারা দেশে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পেলো। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ বাড়লো। যুদ্ধের সময়ে বিধ্বস্ত স্বাস্থ্যনিবাসগুলির পুনর্নির্মাণ করা হ'লো। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়লো শতকরা ৭৫ ভাগ।

সরকারী সাহায্যে সরকারী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সোভিয়েতসমূহ শহর ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা যে সকল গৃহ নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করেছিল, সেগুলির মেঝের মোট আয়তন ছিল দশ কোটি বর্গ মিটারেরও বেশী। তা ছাড়া শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দু কোটি সাত লক্ষ গৃহ নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছিল। তবুও যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গৃহাভাবের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র ছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য বুর্জোয়া বিশ্বকে বিস্মিত করে। জার্মান আক্রমণকারীরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বুকে যে ধ্বংসলীলা করেছিল, তার আঘাত কোনও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে এতো অল্প দিনের মধ্যে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংগঠনের পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুনরায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হ'লো। এক বৎসর পূর্বে (১৯৫০) সোভিয়েত সরকার আমু দরিয়া থেকে ক্রাস্‌নোভদ্‌স্ক্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রধান তুর্কেমেন খালটি নির্মাণের জন্যে এবং পশ্চিম তুর্কমেনিস্তানের অন্তর্গত কাস্পিয়ান নিম্নভূমির দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ আমু দরিয়া অঞ্চল ও কারা কুম মরুভূমির পশ্চিম অংশের সেচ ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য-এশিয়ার মরু-

অঞ্চলকে এইভাবে সুজলা সুফলা ক'রে তোলার কথা পূর্বে কখনো কল্পনাও করা হয় নি।

স্থির হয় যে, এই পরিকল্পনা অনুসারে ১,৩০০,০০০ হেক্টেয়ার (প্রধানত তুলো উৎপাদনের উপযোগী) জমিতে এবং ৭,০০০,০০০ হেক্টেয়ার পশুচারণের উপযোগী জমিতে জল সেচ সম্ভব হবে। ৫০০,০০০ হেক্টেয়ার জমিতে বালু-চলাচলের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ ব্যবস্থারূপে অরণ্যবলয় গ'ড়ে তোলা যাবে। ঐ খাল ও আমু দরিয়া নদীতে ১০০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদনের উপযোগী তিনটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হবে। খালটি একটি গভীর প্রশস্ত নদীর সমান হবে এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫০-৪০০ ঘন মিটার জল প্রবাহিত করবে। ভল্গা নদীর তীরে কুইবিশেভ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ও স্তালিনগ্রাদ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র এবং নীপার নদীর তীরে কাখোভ্কা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হবে। দক্ষিণ ইউক্রেনে ও উত্তর ক্রিমিয়ায় জলসেচের জন্যে দক্ষিণ ইউক্রেনীয় ক্যানাল ও উত্তর ক্রিমীয় ক্যানাল খনন করা হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেস :

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ অধিবেশন হয়েছিল। তেরো বৎসর বাদে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৫-১৪ অক্টোবর তারিখে পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। এতে জি. এম. মালেন্কভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিবরণ, এম. জেড্. সাবুরভ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে উনবিংশ কংগ্রেসের খসড়া নির্দেশাবলীর বিবরণ এবং এন. এস. ক্রুশ্চেভ (খ্রুশ্চফ্) পার্টির নিয়মাবলী সংশোধন সংক্রান্ত বিবরণ পেশ করেন। পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সাফল্য বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু উনবিংশ কংগ্রেসের নির্দেশাবলী থেকে বোঝা যায়,

এই পরিকল্পনা পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির চেয়েও বিস্ময়কর হবে। প্রথম দুই পরিকল্পনায় যে পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছিল, কেবল ১৯৫১ ও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দেই তার চেয়েও শতকরা ২২ ভাগ দ্রব্য বেশী উৎপন্ন হবে। উনবিংশ কংগ্রেসে পার্টির নিয়মাবলী সম্পর্কে যেসব সংশোধন গৃহীত হ'লো, সেগুলি পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকাশের পথ আরও সুপ্রশস্ত করলো।

মার্কিন সমরবাদের স্বরূপ :

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যখন এইভাবে শান্তিপূর্ণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমরবাদের দ্বারাই তার অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন যখন শতকরা ১২৬৬ ভাগ অর্থাৎ প্রায় তেরো গুণ বেড়েছিল, তখন ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছিল শতকরা ২০০ ভাগ বা দ্বিগুণ। যুদ্ধের ফলেই উৎপাদন এই হারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১৭৫, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১৬০, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১৮২ ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২০০ ছিল। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, যুদ্ধোত্তর কালে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমতে শুরু করেছিল এবং ১৯৫০ ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধায় তা পুনরায় বাড়তে শুরু করেছিল।

তাই অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে মার্কিন সরকার ও পুঁজিপতিরা সমরবাদ ও যুদ্ধকেই একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় থেকে এই নীতি তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও ত্যাগ করেন নি। তাই যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন ও

যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকেই তাঁরা জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক খাতে প্রচুর টাকা ব্যয় করছিল। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আর্থিক বৎসরে যেখানে দেশরক্ষা খাতে ১,০০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় হয়েছিল, সেখানে ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের আর্থিক বৎসরে তা হয়েছিল ৫৮,২০০,০০০,০০০ ডলার। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জুলাই তারিখে কংগ্রেসে ট্রুম্যান মধ্যবার্ষিক বিবরণী পেশ ক'রে বলেন, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে সামরিক খাতে যে পরিমাণে ব্যয় ছিল, এখন তা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক কার্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। বিমান, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাগুলীর উৎপাদন তিনগুণ বেড়েছে। এই সমরবাদী অর্থনীতিকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধ বা যুদ্ধের আবহাওয়া—ঠাণ্ডা লড়াই—বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

তাই মার্কিন সরকার ক্রমাগত কমিউনিজ্‌ম্ ও কমিউনিস্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে থাকেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির চারিদিকে অসংখ্য বিমানঘাঁটি ও নৌঘাঁটি গ'ড়ে তোলা হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র কয়েক ডজন ঘাঁটি ছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে দেখা গেল, মার্কিন ঘাঁটির সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। জর্জ ম্যারিয়ন তাঁর "বেসেস অ্যাণ্ড এম্পায়ার" পুস্তকে প্রমাণ ক'রে দেখান যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ষাটটিরও বেশী "বিশেষ প্রভাবিত ও সামরিক সুযোগ-সুবিধার দ্বারা বশীভূত অঞ্চল" ছিল। ঐ অঞ্চলগুলির ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩,২৮৭,৭০০ বর্গ কিলোমিটার ও অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৪৫,১০৫,০০০। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের সহকারী সেক্রেটারি হেন্‌সেল বলেন যে, ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে ২৫৬টি ও

অতলান্তিক মহাসাগরে ২২৮টি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। ঘাঁটির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানি ও জাপানকে পুনরায় সমর-সজ্জায় সজ্জিত করতে থাকে এবং কেবল তাই নয়, মার্শাল প্ল্যান ও উত্তর অতলান্তিক চুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট চীন ও সমাজতন্ত্রী নব-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির চারিদিকে এক নিরবিচ্ছিন্ন সামরিক বেষ্টনী গ'ড়ে তোলে। সর্বত্র গুপ্তচরবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, এমন কি মার্কিন বিমান সোভিয়েত অঞ্চলে হানা দিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে প্ররোচিত করতে থাকে।

যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে সোভিয়েত নীতি ঃ

সোভিয়েত রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া ছিল অনিবার্য। পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়বার আতঙ্ক অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই সোভিয়েত নেতাদের বুকে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসেছিল। এই বিভীষিকার মধ্যেই স্তালিনের সমগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছিল। ফলে সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার অত্মরক্ষার জন্যে তিনি তাকে এক সুদৃঢ় কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইলেন। ফাসিবাদ ও নাৎসী জার্মানির অভ্যুত্থানের যুগে যেমনটি হয়েছিল, আবার তেমনি সন্দেহ ও সংশয়ের আবহাওয়া এখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও নব-গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা দিলো। যুগোস্লাভিয়ার নেতৃবর্গের ক্রমাগত সোভিয়েতবিরোধী প্রচার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থনের নীতি এই আবহাওয়াকে আরও বিষাক্ত ক'রে তুললো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে যে বেষ্টনী গ'ড়ে তুলেছিল, যুগোস্লাভিয়াই ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অংশ। মার্কিন সংবাদপত্রগুলির হিসাব অনুসারে ১৯৪৮

খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ও সরকারের কাছ থেকে ১০২,০০০,০০০ ডলার ঋণ নিয়েছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে যুগোস্লাভিয়াকে ৩৮,০০০,০০০ ডলার "সাহায্য" দেওয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভার বৈদেশিক বিষয়ক কমিটিতে রিপাবলিকান প্রতিনিধি ফুল্‌টন পররাষ্ট্র সচিব একেসনকে প্রশ্ন করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে যুগোস্লাভ বাহিনী যে লড়বে, তার নিশ্চয়তা কি? একেসন তার উত্তরে বলেন, "টিটো যতোদিন ক্ষমতায় আছেন, ততোদিন যুগোস্লাভিয়ার সৈন্যবাহিনী আমাদের জন্যেই যুদ্ধ করবে।" এণ্টনি ইডেন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যুগোস্লাভিয়াকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য না দেওয়ার জন্যে লেবার পার্টি সরকারকে তিরস্কার করেন। ঐ সময় লণ্ডনের "ডেলী ডেলিগ্রাফ" কাগজ লেখে যে, "পশ্চিমী শক্তিগুলির স্বার্থেই টিটোর শাসন টিকিয়ে রাখতে হবে।" ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে তথাকথিত বাণিজ্য চুক্তি করে। যুগোস্লাভিয়া ঐ সময় সমগ্র সরকারী বাজেটের শতকরা ৭৩ ভাগ সামরিক খাতে খরচ করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া সামরিক খাতে ৫১,০০০,০০০,০০০ ডিনার ব্যয় করেছিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে ১৩৩,০০০,০০০,০০০ ডিনার হয়। গ্রীস ও তুরস্কও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। যুগোস্লাভিয়া গ্রীস ও তুরস্কের সঙ্গে হাত মেলায়। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী ভেনিজেলস ১৯-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৫১) লণ্ডনের ডেলি কাগজের সংবাদদাতার কাছে বলেন: "আমরা (গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্ক) কেবল আমাদের দেশরক্ষার জন্যেই প্রস্তুত হই নি, আমরা আক্রমণের জন্যেও প্রস্তুত হয়েছি।" আলেন-টিটো চুক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা পার্কিন্‌সের বেলগ্রেদ সফর, সমস্ত কিছুই

এই আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির অংশ ব'লেই প্রতিভাত হয়েছিল। আল্‌বেনিয়া, বুল্‌গেরিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার সীমান্তে সংঘর্ষ ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা-ও আক্রমণাত্মক প্ররোচনা দান ভিন্ন কিছুই ছিল না। কতিপয় গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মককার্যকারীদের বিচার থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে গুপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক কার্যের পেছনে যুগোস্লাভিয়ারও হাত আছে। এই অবস্থায় সোভিয়েত-যুগোস্লাভ বিরোধ দেখা দিয়েছিল, এই অবস্থার ফলেই ইউরোপের নব-গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংশয় ও আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছিল এবং বহু অবাঞ্ছিত ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। সংশয় ও আশঙ্কা অত্যধিক প্রবল হওয়ায় ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মতোই নানা ভুল এবং নানা অবিচার ঘটেছিল। যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে স্তালিন ও অন্যান্য সোভিয়েত নেতাদের কার্যের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন এই অনিশ্চিত আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার কথা স্মরণ রাখলে ঐ সমালোচনা অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দুই জগতের তত্ত্ব :

মার্কিন সমরবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে স্তালিন এই সময়ে (অক্‌টোবর, ১৯৫২) তাঁর "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" নামে পুস্তক রচনা করেন। এতে বলা হয় যে, সমস্ত বিশ্ব এখন সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিতন্ত্রী, এই দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর এক সুবিস্তীর্ণ অংশে সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি গ'ড়ে ওঠায় অর্থনৈতিক জগৎ-ও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে এবং সম্পূর্ণ দুটি পৃথক অর্থনৈতিক জগৎ গ'ড়ে উঠেছে। সমাজবাদী অর্থনৈতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখন পুঁজিবাদী জগতে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হবে,

পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বাজারের সন্ধানে প্রতিযোগিতা ও পরস্পর কলহ করবে এবং পুঁজিবাদী জগৎ ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়বে। এই মতবাদের পশ্চাতে স্তালিনের একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গ'ড়ে তোলার পুরাতন নীতির প্রভাবই বিদ্যমান দেখা দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বাইরে অবস্থিত দেশসমূহকে পৃথক জগৎ—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের পক্ষপুষ্ট জগৎ—রূপে দেখা হয়েছিল। অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করবার প্রচেষ্টা উপেক্ষিত হয়েছিল। এর ফলে সমাজতন্ত্রী জগতের বাইরে অবস্থিত বহু দেশকেই শত্রুশিবিরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট ঘটাবার জন্যে যুদ্ধনিরোধের প্রচেষ্টা তীব্র করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহের একাংশকে নিরপেক্ষ করবার চেষ্টা না থাকায় ঐ সকল সরকারের সঙ্গে হৃদ্যতামূলক সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার চেষ্টা ছিল না। কেবল ঐসব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করা হচ্ছিল এবং সাধারণ মানুষকে তাদের স্ব স্ব দেশের বুর্জোয়া শাসকদের চাপ দিতে বলা হচ্ছিল। কিন্তু ঐসব দেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব না ঘটা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে হটকারী বুর্জোয়া সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে যুদ্ধ রোধ করা কার্যত সম্ভব ছিল না। অর্থনৈতিক দুই জগতের তত্ত্ব বুর্জোয়া দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল, তাতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হ্রাস পেয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে কার্যত সহযোগ ও শান্তির নীতি ব্যাহত হয়েছিল এবং আরও "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের"

আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে নিকিতা ক্রুশ্চেভ (খ্রুশ্চফ্) এই নীতির সমালোচনা করেছিলেন এবং এই নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

স্তালিনের মৃত্যু ঃ

কিন্তু তাঁর মতবাদের ফলাফল কি, স্তালিন তা দেখে যাওয়ার সুযোগ পান নি। এই পুস্তক প্রকাশের মাত্র চার মাস বাদেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ১লা মার্চ (১৯৫৩) তারিখ রাত্রিতে অকস্মাৎ রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলে স্তালিনের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে পক্ষাঘাত দেখা দিলো। হৃৎপিণ্ডের কাজে দ্রুত গোলযোগ দেখা দিলো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনও ফলোদয় হ'লো না। ২রা মার্চ তারিখের রাত্রিতে শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত সংকটজনকরূপেই দেখা দিলো এবং অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে লাগলো। সমস্ত সমাজতন্ত্রী দুনিয়া ও সমগ্র পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ স্তব্ধ শঙ্কিত চিত্তে প্রতীক্ষা ক'রে রইলো। এইভাবে আরও দুদিন কাটলো। অবশেষে ৫-ই মার্চ (১৯৫৩) তারিখে সন্ধ্যা ৯-৩০ মিনিটে স্তালিনের মৃত্যু ঘটলো।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রিসভা ও সর্বোচ্চ সোভিয়েত স্তালিনের শবাধার রেড স্কোয়ারে সমাধি-মন্দিরে লেনিনের শবাধারের পাশেই রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ৬ই, ৭ই, ৮ই ও ৯ই মার্চ সমগ্র দেশে শোক-দিবস পালনের নির্দেশ দেওয়া হ'লো। মস্কো ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের হল্ অব কলাম্সে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্তালিনের দেহকে কয়েকদিন রাখা হ'লো। অগণিত মানুষ তীর্থযাত্রীর মতো তাদের মহান্ নেতাকে দেখতে এলো। মালেন্কভ, বেরিয়া, মলোতভ, ভরোশিলভ, ক্রুশ্চেভ, বুল্গানিন,

কাগানোভিচ্, মিকোইয়ান, সাবুরভ, পেরভুখিন প্রভৃতি রাষ্ট্রনয়াকরা উপস্থিত রইলেন। মস্কো রেড স্কোয়ারে ৯ই মার্চ তারিখে স্তালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কমিটির সভাপতি নিকিতা ক্রুশ্চেভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করলেন।

স্তালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত দেশের ইতিহাসের এক দীর্ঘ যুগ শেষ হ'লো। বিগত ত্রিশ বৎসর ধ'রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নামের সঙ্গে স্তালিনের নাম জড়িত ছিল। স্তালিন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই যে এক নবজাত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র একদা এক দুর্বার শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে বিশ্বে স্থান লাভ করেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সরকার ও পার্টি নেতৃত্বের পুনর্বিন্যাস ঃ

স্তালিনের মৃত্যুর সঙ্গে পার্টি ও সরকারের নেতৃত্বে ও সংগঠনে পুনর্বিন্যাস ঘটলো। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা ও সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর (প্রেসিডিয়াম) মিলিত অধিবেশনে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো। তদনুসারে জর্জি মালেন্‌কভ মন্ত্রিসভার সভাপতি (প্রধান মন্ত্রী) এবং বেরিয়া, মলোতভ, বুল্‌গানিন ও কাগানোভিচ্ মন্ত্রিসভার প্রধান উপসভাপতি (সহকারী প্রধান মন্ত্রী) নির্বাচিত হলেন। নিকোলাই স্‌ভের্নিকের স্থলে মার্শাল ভরোশিলভ হলেন সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতি (রাষ্ট্রপতি)। স্‌ভের্নিক হলেন নিখিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি। মলোতভের হস্তে বৈদেশিক, বেরিয়ার হস্তে স্বরাষ্ট্র ও বুল্‌গানিনের হস্তে দেশরক্ষা বিভাগের ভার রইলো।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে প্রেসিডিয়াম ও ব্যুরো অব

প্রেসিডিয়াম ছিল, তার পরিবর্তে কেবল প্রেসিডিয়াম রাখা হ'লো। মালেন্‌কভ, বেরিয়া, মলোতভ, ভরোশিলভ, ক্রুশ্চেভ, বুল্‌গানিন, কাগানোভিচ্‌, মিকোইয়ান, সাবুরভ্‌ ও পেরভুখিন, এই দশজন সদস্য ও অপর ছয়জন বিকল্প সদস্য নিয়ে প্রেসিডিয়াম গঠিত হ'লো। ক্রুশ্চেভ যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন, সেজন্যে তাঁকে পার্টির মস্কো কমিটির কার্যভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হ'লো। অল্পদিনের মধ্যেই ক্রুশ্চেভ স্তালিনোত্তর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

নিকিতা ক্রুশ্চেভ (খ্রুশ্চভ্‌) ঃ

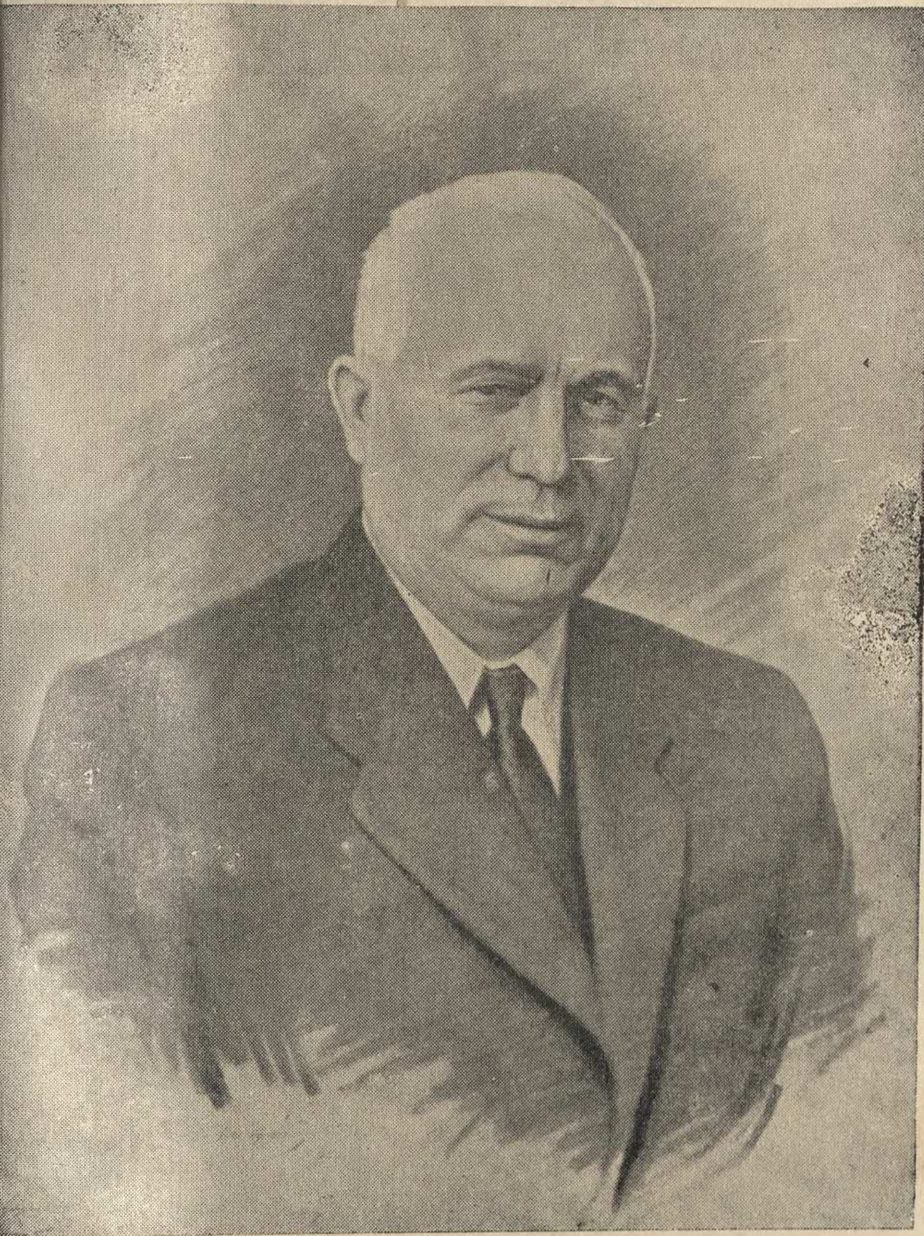
নিকিতা সের্গেইয়েভ্‌ ক্রুশ্চেভ কুর্‌স্ক্‌ অঞ্চলের কালিনোভ্‌কা গ্রামে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইউক্রেনের দনবাস কয়লার খনিতে কাজ করতেন। ক্রুশ্চেভ বাল্যকালে কালিনোভ্‌কা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামে রাখালের কাজ করেন। অতঃপর তিনি দনবাসে তাঁর বাবার সঙ্গে কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে যান এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ফিটারের শিক্ষানবীশের কাজ পান। পরে তিনি খনির যন্ত্রপাতি মেরামতের মিস্ত্রী হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং গৃহযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ অঞ্চলে লাল ফৌজের সৈনিকরূপে যুদ্ধ করেন। গৃহযুদ্ধের পর তিনি দনবাসে ফিরে আসেন ও কিছুদিন একটি খনির সহকারী ম্যানেজাররূপে কাজ করেন।

অল্পকালের মধ্যেই তিনি ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে একটি "শ্রমিক শিক্ষালয়ে" শিক্ষার্থীরূপে যোগ দেন এবং স্নাতক হয়ে বার হন। তারপর তিনি পার্টির পেত্রোভ্‌স্কো-মারিন্‌স্কি জেলা কমিটির

সম্পাদক ও পরে পার্টির ইউজোভ্‌কা জেলা কমিটির সংগঠন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হন এবং কিয়েভে (উইক্রেন) পার্টির নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মস্কোর "শ্রমশিল্প আকাদেমিতে" ভর্তি হন, এবং সেখানে পার্টি কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে তিনি মস্কো পার্টির বাউমান ও পরে ক্রাস্‌নাইয়া প্রেস্‌নিয়া জেলা কমিটিগুলির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ক্রমান্বয়ে পার্টিতে তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিখিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্টির মস্কো কমিটির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউক্রেন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সদস্য হন। এই পলিট-ব্যুরোই পরে (১৯৫২) পুনর্গঠিত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীতে পরিণত হয়। ১৯৪১-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধকালে তিনি সামরিক পরিষদের সদস্যরূপে একাধিক সমর সীমান্তে কাজ করেন। স্তালিনগ্রাদ রক্ষায় ও ইউক্রেনে প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলায় তিনি বিশেষভাবে অংশ নেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মস্কো আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও নিখিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঃ

স্তালিনের মৃত্যুর পর কয়েকটি দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তীব্রতা হ্রাস করবার এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সন্দেহ ও ত্রাসের আবহাওয়া দূর করবার নীতি গৃহীত হ'লো। স্তালিনের মৃত্যুর পর গুপ্ত পুলিস ও নিরাপত্তা



নিকিতা খ্রুশ্চফ্

সংস্থাকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল এবং অন্যতম সহকারী প্রধান মন্ত্রী এল. পি. বেরিয়া ঐ মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেছিলেন। বেরিয়া ছিলেন জর্জিয়ার অধিবাসী এবং স্তালিনের অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর। স্তালিনের কালে তিনি দ্রুত ক্ষমতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিলেন ও স্তালিনের মৃত্যুর পর প্রশাসন ব্যবস্থায় মালেন্‌কভের পরেই স্থান পেয়েছিলেন। এখন অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভের লালসা তাঁকে পেয়ে বসলো। ফলে তিনি জিনোভিভ, কামেনেভ প্রভৃতির মতোই ক্ষমতা অধিকারের জন্যে চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমী সরকারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির বিনা অনুমোদনেই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত কোডে বা সাংকেতিক প্রণালীতে তাঁর সমর্থক ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রালাপ চালালেন। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ২৬-এ জুন (১৯৫৩) তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। বিচার-কালে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে প্রমাণের মধ্যে তাঁর সাংকেতিক পত্রগুলিও উত্থাপন করা হয়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লে ২৩-এ ডিসেম্বর (১৯৫৩) খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে গুলী ক'রে হত্যা করা হ'লো।

শীঘ্রই এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮-ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে মালেন্‌কভ পদত্যাগ করলেন এবং তাঁর স্থলে মার্শাল বুল্‌গানিন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার ক্ষেত্রে মতদ্বৈধের ফলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। মালেন্‌কভ ভারী শিল্পের (heavy industry) চেয়ে হালকা শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে ভারী শিল্পের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল এবং তাতে অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত ঘটেছিল। মালেন্‌কভের হালকা শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ

করবার নীতি লেনিন ও স্তালিন-প্রদর্শিত ও বহু-পরীক্ষিত পথ থেকে বিচ্যুতি মাত্র ছিল। মালেন্‌কভ-গৃহীত নীতি কার্যত ব্যর্থতারও সূচনা করেছিল। তাই তিনি নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে স্বীকৃতি দিলেন ও পদত্যাগ করলেন। নিকিতা ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমর্থন পেয়ে মার্শাল বুল্‌গানিন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। এখন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন বিভাগের ভার রইলো মালেন্‌কভের উপর। তিনি অন্যতম সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদও পেলেন।

স্তালিনের মৃত্যুর পর "সমবেত নেতৃত্ব" ও "ব্যক্তি-পূজার" বিরোধিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে বৈদেশিক নীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হ'লো। বুর্জোয়া দেশগুলি থেকে সমাজতন্ত্রী দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন রাখবার নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হ'লো। এই নূতন নীতিকে কার্যকরী করবার জন্যে সোভিয়েতের রাষ্ট্রনায়করা বুর্জোয়া দেশগুলিতে ভ্রমণ ও বুর্জোয়া দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের সোভিয়েত দেশে আমন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ক্রুশ্চেভ ও বুল্‌গানিন বৃটেনে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ভারত, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করলেন, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার জন্যে যুগোস্লাভিয়াতেও গেলেন। বুর্জোয়া দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার নীতি গৃহীত হ'লো।

এই নীতি অনুসারে বুর্জোয়া দেশের রাষ্ট্রনায়করাও সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করলেন। বুর্জোয়া দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক অধিকতর পরিমাণে গ'ড়ে তোলার নীতি গৃহীত হওয়ায় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলো। বৈদেশিক বাণিজ্য কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল,

ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য থেকেই তার প্রমাণ মেলে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ৮০ লক্ষ রুবল থেকে ৭২ কোটি ৪০ লক্ষ রুবলে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিংশ পার্টি কংগ্রেস ঃ

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৪ই থেকে ২৫-এ তারিখ পর্যন্ত) কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। স্তালিনের মৃত্যুর পর পার্টির এই প্রথম কংগ্রেস। এই কংগ্রেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতে স্তালিনোত্তর যুগের কর্মপন্থা সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ অধিবেশনের উদ্‌বোধন দিবসে সুদীর্ঘ ছ ঘণ্টা-ব্যাপী ভাষণে প্রধান বিবরণ পেশ করেন। তিনি বলেন, "বর্তমান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো একটি দেশের গণ্ডি থেকে সমাজতন্ত্রের বহিরাগমন।" তিনি কেবল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুল্‌গেরিয়া, আল্‌বেনিয়া, পূর্ব জার্মানি ও উত্তর কোরিয়ায় সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির কথাই উল্লেখ করলেন না, সেই সঙ্গে বললেন যে, "যুগোস্লাভিয়াতেও সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছে।" যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে স্তালিন যুগে অনুসৃত নীতির পরিবর্তন এতে সুস্পষ্টভাবেই সূচিত হ'লো। ক্রুশ্চেভ বললেন, অর্থনীতিকে সামরিকীকরণ ও অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদেশে অর্থনৈতিক প্রসারণ, দেশে মেহনতী মানুষের অত্যধিক শোষণ প্রভৃতির ফলে বিগত দশ বৎসরে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কোনরূপ নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্ব আসেনি। কেবল তাই নয়, বিগত দশ বৎসরে পৃথিবীর প্রায় ১২০ কোটি অধিবাসী ঔপনিবেশিক বা অর্ধ-ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে

মুক্তি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী দেশগুলি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও নব-গণতান্ত্রিক দেশগুলির উপর আক্রমণের জন্যে ক্রমাগত তোড়জোড় করলেও প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌমিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমতা সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা রাখা, আক্রমণ না করা, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সমানাধিকার ও হিতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতা করা, এই পঞ্চশীল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে ব'লে ক্রুশ্চেভ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন।

ক্রুশ্চেভ বললেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃথিবীর এই দুই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশের মধ্যে এবং বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েতের মৈত্রী স্থাপন বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বিশেষ কার্যকরী হবে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান ও মিশরের সঙ্গে সম্প্রতি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে মিত্রতা স্থাপন করেছে, এই কংগ্রেসেও তা অনুমোদন করা হ'লো।

এই কংগ্রেসে স্তালিন-অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দ্বিজাগতিক নীতির বর্জন সুস্পষ্টভাবেই সূচিত হ'লো। বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সুদৃঢ় ক'রে তোলার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, তা পরিত্যাগ ক'রে এখন বুর্জোয়া দেশগুলিকে মার্কিন যুদ্ধজোটের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠী গ'ড়ে তোলাই নূতন নীতিরূপে গৃহীত হ'লো। কেবল তাই নয়, ক্রুশ্চেভ সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন, যুদ্ধ নিয়তির অনিবার্য বিধান, এ ধারণাও ভুল।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেবল হিংসাত্মক অভ্যুত্থানের দ্বারাই সাধিত হ'তে পারে; এই মতবাদও তিনি

অস্বীকার করলেন। বললেন, বর্তমান পরিবেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতেও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তিনি বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও করলেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-নির্বিশেষে সকল প্রকার রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কে লেনিনের নীতিই অনুসৃত হবে। বিশ্বে শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষার জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক শক্তিশালী করা হবে। যুগোস্লাভ গণ-সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার নীতি সর্বতোভাবে গৃহীত হবে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, মিশর, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি যে-সব দেশ বিশ্বে শান্তি রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছে, সেগুলির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার নীতি আরও দৃঢ়তর করা হবে। ফিন্‌ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন ও অন্যান্য নিরপক্ষ দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতামূলক সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, জাপান এবং প্রতিবেশী ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্কের যাতে উন্নতি হয়, সেজন্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপন ও পারস্পরিক বিশ্বাস গ'ড়ে তোলার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চলবে।

স্তালিনের মৃত্যুর পর "ব্যক্তি-পূজা"র বিরুদ্ধে যে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছিল, তাও এই পার্টি কংগ্রেসে অনুমোদিত হ'লো। পার্টির মধ্য থেকে যাতে সন্দিগ্ধতা, আতঙ্ক ও চক্রান্তকারী মনোভাব দূর হয় এবং পার্টির অভ্যন্তরে সুস্থ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্যে গৃহীত ব্যবস্থাবলীও অনুমোদিত হ'লো।

বিগত পাঁচ বৎসরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল, সে সম্পর্কেও বিবরণ

প্রদত্ত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র শ্রমশিল্পের উৎপাদন ৩·২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বহু অনাবাদী জমি নূতন ক'রে আবাদ করায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ২,৪০০,০০০ হেক্টেয়ার জমি বেশী চাষ হয়েছিল। ফলে কৃষিজাত দ্রব্য ও পশুর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্যর উৎপাদন লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছিল, তা হয়নি। তার ফলে হালকা শিল্প ও খাদ্য শিল্পগুলির উন্নতি এবং ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ৬৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মজুরি ও বেতন প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৩৯ ভাগ বেড়েছিল। সমবায় খামারগুলির কৃষকদের প্রকৃত আয় বেড়েছিল শতকরা ৫০ ভাগ। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটেছিল।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশাবলীও প্রদত্ত হয়। মার্চ মাসের (১৯৫৬) মাঝামাঝি এই সংবাদ পশ্চিমের বুর্জোয়া সংবাদ পত্রগুলিতে অকস্মাৎ প্রচারিত হয় যে, কংগ্রেসের অধিবেশনের পর একটি রুদ্ধদ্বার অধিবেশন হয়েছিল। তাতে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের নেতৃত্বের শেষ কয়েক বৎসর সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এই বক্তৃতার অনুলিপি সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি, তবে নাকি দেশের সর্বত্র কমিউনিস্ট পার্টির সভাগুলিতে পড়া হয়েছিল। এই বক্তৃতার একটি অনুলিপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ না করায় এই অনুলিপিটিকে অনেকে মূলত সত্য ব'লে মনে করেন।

এই অনুলিপি থেকে জানা যায় যে, ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, সোভিয়েত-যুগোস্লাভ সম্পর্কের অবনতির জন্যে স্তালিনই দায়ী ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বহু নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যু ও নির্বাসনের জন্যেও স্তালিনকে দায়ী করা হয়। তবে ক্রুশ্চেভ জিনোভিভ, কামেনেভ, বুখারিন প্রভৃতির শাস্তি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির এবং ভারী শিল্পের প্রতি অধিকতর গুরুত্বদানের নীতির প্রশংসা করেন।

বিংশ কংগ্রেসের পরে দেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সকল প্রাক্তন সদস্যই পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে মার্শাল ঝুকভ প্রতিরক্ষা সচিবরূপে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন এবং তিনি সভাপতিমণ্ডলীর বিকল্প সদস্যরূপে ছিলেন। নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি ১৩৩ জন পূর্ণ সদস্য ও ১২২ জন বিকল্প সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ১০২ জন ছিলেন নবাগত। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচিত সদস্যদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপসারিত হয়েছিলেন।

পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরিতে গোলযোগ ঃ

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কমিন্‌ফর্ম ভেঙ্গে দেওয়া হয়। জুন মাসে মলোতভকে বৈদেশিক সচিবের পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং তাঁর স্থলে প্রাভ্‌দা পত্রিকার সম্পাদক ও পার্টির অন্যতম সম্পাদক শেপিলভ বৈদেশিক সচিব নিযুক্ত হন। স্তালিনের মৃত্যুর পর "সমবেত নেতৃত্বের" বিঘোষিত নীতি ও বিংশ কংগ্রেসের শেষে ক্রুশ্চেভের পূর্বোক্ত ভাষণ পূর্ব ইউরোপের নব-গণতান্ত্রিক দেশগুলির, বিশেষত পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরির, রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডের সংযুক্ত শ্রমিক (কমিউনিস্ট) পার্টির নেতা বোলেস্লাভ বিয়েরুতের মৃত্যু হওয়ায়

পোল্যাণ্ডের রাজনীতিতে সংকট দেখা দিয়েছিল। বিয়েরুতের মৃত্যুর পর এডোয়ার্ড ওচাব পার্টির সেক্রেটারি হয়েছিলেন। পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সিরান্‌কিয়েভিচের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২৮-এ জুন পোজ্‌নানে শ্রমিকরা অকস্মাৎ সাধারণ ধর্মঘট করলো এবং খাদ্য, স্বাধীনতা, স্বাধীন নির্বাচন ও সোভিয়েত সৈন্যদের অবিলম্বে অপসারণের দাবীতে মিছিল করলো। দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিলো। গোলযোগ দমনের জন্যে সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে বাধ্য হ'লো। সরকারী বিবরণ অনুসারে ৫৩ জন লোক নিহত ও ২০০ জন লোক আহত হ'লো। এই আন্দোলনের মধ্যে জনসাধারণের প্রকৃত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ যে কিছু পরিমাণে ছিল না, তা নয়। তবে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোগ-সাজস জনসাধারণের এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। ১০ই জুলাই তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে ওচাবও সে কথা স্বীকার করেন। পার্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণপন্থী ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির অভিযোগে তৎ-কালীন পার্টির প্রধান সম্পাদক ও সহকারী প্রধান মন্ত্রী ভ্লাদিস্লাভ গোমুল্‌কা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রভাব ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ওচাবের চেষ্টায় তাঁকে পুনরায় পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে আহ্বান করা হ'লো। ১৯-এ অক্টোবর তারিখে অকস্মাৎ ক্রুশ্চেভ্, মলোতভ ও কাগানোভিচ্ ওয়ারশতে উপস্থিত হলেন। অনেকে মনে করেন, পলিট-ব্যুরোর নির্বাচন প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা গিয়েছিলেন। যাই হ'ক, ২১-এ অক্টোবর তারিখে পলিট-ব্যুরোর নির্বাচন হ'লো এবং গোমুল্‌কা পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। মার্শাল রকোসভ্স্কি পোল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম প্রধান

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রতিরক্ষা সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৩ই নভেম্বর তারিখে পদত্যাগ ক'রে মস্কোয় চ'লে আসেন এবং ১৯-এ নভেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকারের সহকারী প্রতিরক্ষা সচিবের পদ গ্রহণ করেন।

গোমুল্‌কা পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে ঘোষণা করেন যে, পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্যে সোভিয়েত-পোলিশ মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এই মৈত্রী ও সহযোগিতা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা বিপন্ন হ'তে পারে। কারণ, ওডার ও নাইস নদীগুলিকে পোল্যাণ্ডের সীমারেখা ব'লে স্বীকৃতিদান সোভিয়েতের চেষ্টাতেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সাময়িকভাবে পোল্যাণ্ডের ভূমিতে সোভিয়েত বাহিনীর অবস্থানেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে সোভিয়েত বাহিনী বা সরকার পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। এই মর্মে ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) তারিখে সোভিয়েত সরকার ও পোলিশ সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হ'লো। সোভিয়েত সরকার ঋণরূপে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪,০০০,০০০ টন শস্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণরূপে ৭০০,০০০,০০০ রুবল ঋণ দিতে সম্মত হলেন। গোমুল্‌কা সোভিয়েত-পোলিশ মৈত্রীর চিহ্ন রূপে নিজেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র-সফরে গেলেন।

কিন্তু হাঙ্গেরিতে অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করলো এবং তা কিছুদিন বুর্জোয়া রাজনীতির খোরাক হয়ে উঠলো। হাঙ্গেরীয় শ্রমিক (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রথম সেক্রেটারি মাথিয়াস রাকোসি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে হাঙ্গেরির প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি স্তালিনের "মনোনীত ব্যক্তি" ছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর মস্কোয় "সমবেত নায়কত্বের" নীতি ঘোষিত হ'লে রাকোসি প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং ইম্‌রে নাগি হাঙ্গেরিতে নূতন সরকার গঠন করেন। পোল্যাণ্ডের পোজ্‌নানে সংঘটিত ঘটনাবলীর

প্রতিক্রিয়া হাঙ্গেরিতেও দেখা দেয়। ১লা জুলাই তারিখে পুনরায় ইম্‌রে নাগির নীতির নিন্দা করা হয় এবং তিনি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। আন্দ্রাস হেগেদুস তাঁর স্থলে নূতন প্রধান মন্ত্রী হন। ১৮ই জুলাই তারিখে রাকোসি পার্টির প্রথম সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। এর্নো গেরো এখন পার্টির প্রধান সম্পাদক হন এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, হাঙ্গেরিতে পোজ্‌নানের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। তিনি মার্শাল টিটোর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু ২৩-এ অক্টোবর তারিখে বুদাপেস্তে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ২৪-এ অক্টোবর তারিখে ইম্‌রে নাগি পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হন। ঐ সময়ে মিশরে বৃটেন ও ফ্রান্স তাদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্যে চেষ্টা করছিল। ২৯-এ অক্টোবর তারিখে ইস্‌রায়েলী বাহিনী অকস্মাৎ মিশর আক্রমণ করেছিল এবং ৩০-এ অক্টোবর তারিখে চরমপত্র দেওয়ার পর বৃটেন ও ফ্রান্স মিশরে আক্রমণ শুরু করেছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে অপদস্থ করবার জন্যে হাঙ্গেরিতে গোলযোগ সৃষ্টির জন্যে উস্‌কানি দিচ্ছিল।

পূর্ববর্তী সরকার সোভিয়েত বাহিনীকে ডেকেছিলেন। সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলি বুদাপেস্তের পথে দেখা দিলে বিক্ষোভকারীরা সেগুলি আক্রমণ করলো ও সংঘর্ষ দেখা দিলো। মিকোয়ান ও সুস্লভ দ্রুত বিমানযোগে বুদাপেস্তে এসে পৌঁছলেন। মীমাংসার চেষ্টায় এর্নো গেরোকে পার্টির সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করা হ'লো। এখন ইয়ানোস কাদার পার্টির সম্পাদক হলেন। সোভিয়েত বাহিনী স'রে যেতে শুরু করলো। কিন্তু ১লা নভেম্বর তারিখে নাগি "ওয়ারশ চুক্তি" বাতিল ব'লে ঘোষণা করলেন। এটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য নব-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি

বিরুদ্ধতা ছাড়া কিছুই ছিল না। ফলে মন্ত্রিসভা থেকে নাগি বিতাড়িত হলেন এবং ৪ঠা নভেম্বর তারিখে ইয়ানোস কাদার নিজেই প্রধান মন্ত্রী হলেন। ইমরে নাগি অকস্মাৎ যুগোস্লাভ দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। পরে ১৮ই নভেম্বর তারিখে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে রুমানিয়ায় পাঠানো হ'লো। কাদারের আমন্ত্রণেই সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরিতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যে অগ্রসর হ'লো এবং প্রচুর রক্তপাত ঘটলো। হাঙ্গেরির বিষয় রাষ্ট্র সংঘে উত্থাপনের জন্যে চেষ্টা ক'রেও পশ্চিমী শক্তিগুলি ব্যর্থ হ'লো। হাঙ্গেরির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নেই ব'লে কাদার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন। অবশেষে হাঙ্গেরিতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'লো। হাঙ্গেরিকে সোভিয়েত সরকার প্রচুর ঋণ ও খাদ্য দিলেন এবং প্রাপ্য ঋণ বাতিল করলেন।

কারেলো-ফিনিশ সাধারণতন্ত্রের বিলোপ ঃ

১৬ই জুলাই (১৯৫৬) সর্বোচ্চ সোভিয়েতের এক অধিবেশনে কারেলো-ফিনিশ সাধারণতন্ত্র রহিত ক'রে তাকে পুনরায় রুশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্রে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ফলে এখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ সাধারণতন্ত্রের সংখ্যা হয় পনেরো।

প্রশাসনিক পরিবর্তন ঃ

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক নায়কত্বে প্রচুর রদবদল হয়। মলোতভ, কাগানোভিচ্ মালেন্‌কভ ও শেপিলভের সঙ্গে ক্রুশ্চেভ ও তাঁর সমর্থকদের মতবিরোধ ঘটে। জুন মাসে (১৯৫৭) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে মলোতভ, কাগানোভিচ,

মালেন্‌কভ ও শেপিলভ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলী (প্রেসিডিয়াম) থেকে এবং মালেন্‌কভ, মলোতভ ও কাগানোভিচ সহকারী প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হলেন। মলোতভ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, মালেন্‌কভ বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র বিভাগ এবং শেপিলভ পররাষ্ট্র বিভাগের সচিবের পদও হারালেন। মলোতভ, মালেন্‌কভ, কাগানোভিচ্‌ ও শেপিলভকে অপেক্ষাকৃত অল্প দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হ'লো। পরে মলোতভ মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। মার্শাল ঝুকভ পূর্ণ সদস্যের পদ লাভ করেন।

কিন্তু ঝুকভও শীঘ্রই অপসারিত হলেন। যুগোস্লাভিয়া সফর থেকে ফিরে আসবার পর তাঁকে অকস্মাৎ প্রতিরক্ষা সচিবের পদ থেকে অপসারিত করা হ'লো। তাঁর বিরুদ্ধে নিজের সম্পর্কে অত্যধিক উচ্চ ধারণা এবং সোভিয়েত বাহিনীতে পার্টির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করবার চেষ্টার অভিযোগ করা হয়। তাঁর স্থলে মার্শাল রুদিয়ন মালিনোভ্‌স্কি প্রতিরক্ষা সচিব নিযুক্ত হন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আশানুরূপ সফল না হওয়ার কথা প্রথম ঘোষিত হ'লো। পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি থাকার জন্যেই ব্যর্থতা ঘটেছে বলা হ'লো। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রুশ্চেভ কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে সংশোধিত একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন, স্থির হ'লো যে, বর্তমান পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি শেষ হবে এবং ১৯৫৯-১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জন্যে নূতন একটি সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলো। মার্শাল বুল্‌গানিন প্রধানমন্ত্রীর

পদ থেকে অপসারিত হলেন এবং ক্রুশ্চেভ প্রধান মন্ত্রী হলেন। এইভাবে পার্টি ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ক্রুশ্চেভ স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

একবিংশ বিশেষ পার্টি কংগ্রেস :

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টির একবিংশ বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'লো। ২৭-এ জানুয়ারি তারিখে ক্রুশ্চেভ তাঁর বিবরণী পেশ করলেন। এই বিবরণীর প্রথমেই তিনি বহু বৎসর যাবৎ জে. ভি. স্তালিনের পরিচালনাধীনে পার্টি ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে জনসাধারণ দেশের শিল্পায়ন ও কৃষির সমবায়নের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, তার উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় শ্রমশিল্পের উৎপাদন ৩৬ গুণ, উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ৮৩ গুণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উৎপাদন ২৪০ গুণ বেড়েছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সংশোধিত পরিকল্পনা ক্রুশ্চেভ পেশ করেছিলেন, তার কাজ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছে। পরিকল্পনায় শ্রমশিল্পে উৎপাদন শতকরা ৭·৬ ভাগ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত তা শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছে। তিনি বললেন, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সারা রাশিয়ায় যে পরিমাণ ইস্পাত ও তেল উৎপন্ন হ'তো, এখন তা প্রতি মাসেই হচ্ছে। বিপ্লব-পূর্ব কালে সারা বছরে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হ'তো, এখন তা হচ্ছে প্রতি তিন দিনে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নব নব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনারও অভাব নেই। কেবল গত তিন বছরে ৪৫০৯-এরও বেশী নতুন ধরনের মেশিন ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে মাথা পিছু উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় এখন শ্রমশিল্পে মাথা

পিছু উৎপাদন বেড়েছে ২·৬ গুণ। কৃষিতে শস্যের উৎপাদনও গত পাঁচ বৎসরে তার পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৯ ভাগ বেড়েছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় বীটের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ। তুলোর চাষও উল্লেখযোগ্য বেড়েছে।

ক্রুশ্চেভ এই কংগ্রেসে প্রথম সপ্তবার্ষিক (১৯৫৯-৬৫) পরিকল্পনাটিও পেশ করেন।

এই সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পোৎপাদন ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের চেয়ে শতকরা ৮০ ভাগ বেশী হবে। তেলের উৎপাদন হবে দ্বিগুণ ও গ্যাসের উৎপাদন পাঁচ গুণ। জ্বালানিতে তেল ও গ্যাসের অংশ বাড়বে শতকরা ৫১ এবং কয়লার অংশ ৬০ থেকে কমে হবে ৪৩ ভাগ। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতার হার দ্বিগুণেরও বেশী হবে। আগামী সাত বৎসরে হালকা শিল্পে মোট উৎপাদন বাড়বে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং খাদ্য শিল্পে মোট উৎপাদন বাড়বে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়বে শতকরা ৭০ ভাগ। আগামী সাত বৎসরে কৃষিতে দশ লক্ষেরও বেশী ট্র্যাক্টর ও প্রায় চার লক্ষ ফসল-কাটা কম্বাইন যন্ত্র সরবরাহ করা যাবে। আগামী কয়েক বছরে মাথাপিছু উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও যথেষ্ট পরিমাণে ছাড়িয়ে যাবে। শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ গত সাত বৎসরের চেয়ে শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। বাসগৃহ ও জনপ্রতিষ্ঠান-ভবন নির্মাণের জন্যে সরকারী তহবিল থেকেই সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার কোটি থেকে আটত্রিশ হাজার কোটি রুবল ব্যয় করা হবে। যে সকল বাসগৃহ নির্মিত হবে, তার মেঝের আয়তনের পরিমাণ আগামী সাত বৎসরে ৬৫-৬৬ কোটি বর্গ মিটার—অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি ফ্ল্যাট হবে। দৈনিক শ্রমকাল ও শ্রমসপ্তাহ হ্রাস, ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, ব্যাপকভাবে গৃহনির্মাণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির আরও উন্নতি-

সাধনও এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয় শতকরা ৬২-৬৫ ভাগ, অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একবিংশ কংগ্রেসের সামাপ্তিক অধিবেশনে তিনি যুগোস্লাভিয়ার টিটো প্রভৃতি নেতাদের তীব্র সমালোচনা করলেন। যুগোস্লাভিয়া ও টিটো সম্পর্কে স্তালিনের অনুসৃত নীতি যে অনেকাংশে নির্ভুল ছিল, এতে প্রকারান্তরে তারই স্বীকৃতি ছিল।

মহাকাশ জয়ের সূচনা ঃ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র সমরবাদ অনেকখানি দমিত হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও দ্রুত ছাড়িয়ে গেল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে নিয়মিতভাবে ঘুরবার জন্যে মহাশূন্যে প্রেরণ করলো। কয়েক সপ্তাহ ধ'রে ঐ কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বেতারযন্ত্র-যোগে বিভিন্ন সংকেত প্রেরিত হ'তে লাগলো এবং সংকেতগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়লো। ঐ বৎসর ৩রা নভেম্বর তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিক (রুশ ভাষায় "স্পুৎনিক" শব্দের অর্থ সহযাত্রী) মহাশূন্যে প্রেরণ করলো। এইটি প্রথমটির তুলনায় ছিল ছ গুণ বড় ছিল এবং এটির মধ্যে একটি জীবন্ত কুকুর ছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি অন্য কারণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এই সময়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন,

যার ফলে এখন পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে অপর মহাদেশে বহু হাজার মাইল দূরে অবস্থিত লক্ষ্য বস্তুকেও নির্ভুলভাবে ধ্বংস করা যাবে। এই ঘোষণা মার্কিন জঙ্গীবাদীদের সন্ত্রস্ত করেছিল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেলেও এবং তার হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র থাকলেও, সোভিয়েত সরকার ক্রমাগত শান্তির নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবার জন্যে তাঁরা বিভিন্নভাবে ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের এই চেষ্টার আন্তরিকতা প্রমাণ করবার জন্যে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একপাক্ষিকভাবেই আণবিক বোমা পরীক্ষা বন্ধ করলেন। ঐ বৎসর (১৯৫৮) ১৫ই মে তারিখে তাঁরা তৃতীয় স্পুৎনিক নিক্ষেপ করলেন। স্পুৎনিকটির ওজন ছিল দুই টন এবং এতে মহাশূন্য সম্পর্কে বহু তথ্য জানবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে দুটি কুকুর সহ একটি রকেট মহাশূন্যে ৪৫০ কিলোমিটার উর্ধ্বে নিক্ষেপ করা হ'লো। মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার পক্ষে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য এই নিক্ষেপণ থেকে পাওয়া গেল।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২-রা জানুয়ারি তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে একটি বহুস্তরবিশিষ্ট রকেট নিক্ষেপ করলেন। এই রকেটটি চন্দ্রের কাছ ঘেঁষে চন্দ্রকে অতিক্রম ক'রে আরও দূরে এগিয়ে গেল এবং প্রথম কৃত্রিম সৌর-গ্রহরূপে স্থান লাভ করলো।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে। ঐদিন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র চন্দ্রলোকের অভিমুখে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী রকেট নিক্ষেপ করলো। শেষ পর্যায়ে রকেটটি প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল গতিতে ছুটবে ও ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দ্রে পৌঁছবে। যন্ত্রপাতিসহ রকেটটির পরিমাণ

প্রায় ৬৮০ পাউণ্ড। এই রকেটের সাহায্যে পৃথিবী ও চন্দ্রের চৌম্বক মেরু, পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী তাপ বিকিরণ, মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য এবং উল্কাকণিকা ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা সম্ভব হবে। এই রকেটটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বিজয়ের স্বাক্ষররূপে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নামাঙ্কিত প্রস্তর-খণ্ডসমূহ চন্দ্রলোকে স্থাপিত করবে। এইভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো। তার এই অগ্রগতি পুনরায় যুদ্ধবাজদের সতর্ক ক'রে দিলো।

শান্তির দূত ক্রুশ্চেভ :

মহাজাগতিক এই রকেটটি যেদিন চন্দ্রলোকে পৌঁছলো, তার পরদিনই (১৫ই সেপ্টেম্বর) নিকিতা ক্রুশ্চেভ শান্তির দূতরূপে বর্তমান সমরবাদের নায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হলেন। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর উন্নতির ফলে যুদ্ধ যে আজ বিশ্ব ও মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা ছাড়া আর কিছুই নয়, শান্তির এই সতর্ক বাণী নিয়েই ক্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর এই প্রায় পক্ষকালব্যাপী সফর যদি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তবে বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং মানবজাতি ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, মনে হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সোভিয়েত শাসনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

সোভিয়েত শাসনের বিগত বিয়াল্লিশ বৎসরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। কেবল রাশিয়ায় নয়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অংশও প্রায় সমান পদক্ষেপেই অগ্রসর হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর বিপ্লবের পর বুর্জোয়া দেশগুলিতে এই কলরব উঠেছিল যে, সোভিয়েত দেশে শ্রমিক-কৃষকের শাসনে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। তাদের এই শঙ্কা (আশা) যে কতো ভিত্তিহীন ছিল, তা সোভিয়েত শাসনে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে সুপ্রমাণিত হয়েছে।

শিক্ষা :

দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধ যখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন সোভিয়েত সরকার লেনিনের স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা প্রচার করেন। তাতে বলা হয় যে, দেশের রাজনৈতিক জীবনে সচেতনভাবে অংশ গ্রহণের জন্যে সাধারণতন্ত্রের সকল অধিবাসীকে সমর্থ ক'রে তোলার জন্যে আট থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক নিরক্ষর সকল নরনারীকেই তাদের ইচ্ছামতো হয় রুশ ভাষায়, নয় নিজ নিজ মাতৃভাষায় পড়া ও লেখা শিখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে সারা দেশে অসংখ্য শিক্ষালয় ও কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে এবং প্রতিদিন কর্মশেষে লক্ষ লক্ষ নরনারী লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করে। দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত

ব্যক্তিদের সহযোগে শ্রমিক ও কৃষকরা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে "নিরক্ষরতা বিদায় করো" নামে সংঘ গ'ড়ে তোলে। এই সংঘ অন্যতম জননেতা কালিনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনসাধারণের, বিশেষত কৃষকদের, নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী কার্যত সম্পন্ন হয়। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচ কোটি বয়স্ক লোক পড়তে ও লিখতে শেখে। কেবল বর্ণ পরিচয়ের মধ্যেই এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের মধ্য থেকে বহু হাজার লোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেও যেসব স্ত্রীলোক পর্দানশীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই পর্দা ছেড়ে লেখাপড়া শিখে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ করেন, এমন কি সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যও নির্বাচিত হন। বয়স্ক শিক্ষার ফলে শিক্ষিত হয়ে এম. ইয়েগরভ নামে জনৈক ইয়াকুত পরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনার জন্যে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্তালিন পুরস্কার পান।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও অসামান্য অগ্রগতি ঘটে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের দেশের চার-পঞ্চমাংশ শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ১৯১৯-২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তা পরবর্তী চার বৎসরেই সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়। অথচ জারের আমলের শিক্ষাবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীরা মনে করতেন যে, ১২৫ বছরের কমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না।

নাৎসী জার্মানির আক্রমণের ফলে সোভিয়েত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়। আক্রমণকারীরা প্রায়

৮২,০০০ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিত্থালয় ধ্বংস করে। ঐসব বিত্থালয়ে প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করতো। যুদ্ধের পর বিত্থালয়গুলির দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩০,০০০ এর বেশী বিত্থালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ধরনের বিত্থালয়ে প্রায় তিন কোটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করতে থাকে। সমগ্র দেশে সাতবর্ষব্যাপী সর্বজনীন শিক্ষা এবং শহরাঞ্চলে দশবর্ষব্যাপী সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। গ্রামাঞ্চলে দশবর্ষব্যাপী সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা ঐ সময় সম্পূর্ণ কার্যকরী না হ'লেও তাতে প্রচুর সাফল্য দেখা যায়। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামাঞ্চলে ৮ম-১০ম শ্রেণীযুক্ত বিত্থালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে হয়েছিল তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার। এই সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। সোভিয়েত দেশের যেসব অঞ্চল বিপ্লবের পূর্বে অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল, শিক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলির অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। বোখারার আমীরের শাসনাধীনে তাজিকিস্তানে মাত্র দশটি প্রাথমিক বিত্থালয় ছিল। সেগুলিতে ৩৬৯ জন ছাত্র পড়তো। একটিও মাধ্যমিক বিত্থালয় ছিল না। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাজিক সাধারণতন্ত্রে ২৫০০-এর বেশী সপ্তবার্ষিক ও দশমবার্ষিক বিত্থালয়ে ৩২০,৫০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়তো। বিগত কয়েক বৎসরে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর উত্তরাঞ্চলে বিপ্লবের পূর্বে একটিও বিত্থালয় ছিল না। সেখানে এখন ৬০০-এর বেশী বিত্থালয়ে ৪০,০০০-এরও বেশী ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করছে। দু শ আঞ্চলিক বিত্থালয়ে বিনা খরচে ৭০০০ স্থানীয় ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০ম শ্রেণী বিশিষ্ট বিত্থালয়গুলি থেকে ৬,৩০০,০০০ ছাত্রছাত্রীর ডিগ্রী লাভ করবার ব্যবস্থা ছিল। আবাসিক বিত্থালয়গুলির সংখ্যা সারা দেশে দ্রুত

বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৬৫,০০০ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বহুমুখী কারিগরি শিক্ষাদানের জন্যে কেবল রুশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রেই ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পনের হাজার কারখানা ছিল। জনশিক্ষার জন্যে সোভিয়েত সরকার ক্রমাগত অধিক অর্থ ব্যয় করছেন। সেজন্য ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ২৩,২০০,০০০,০০০ রুবল ব্যয় করা হয়েছিল, সেখানে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩,১০০,০০০,০০০ রুবল ব্যয় করা হয়।

উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থাতেও দ্রুত ব্যাপক উন্নতি ঘটে। ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে জারশাসিত রাশিয়ায় যেখানে মাত্র ১০৫টি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১২৭,৪০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়তো, ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয় ৮১৭ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয় ৮১২,০০০। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে।

স্ত্রীশিক্ষারও বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রীর সংখ্যা যেখানে সমগ্র ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার শতকরা ২৮·১ ভাগ ছিল, সেখানে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তা শতকরা ৫২ ভাগে গিয়ে পৌঁছে। ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়।

পুস্তক প্রকাশন ঃ

প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তারের অন্যতম প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। রুশ ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী ৪০০ বছরে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুশ ভাষায় সর্বসমেত ৫৫০,০০০ নামের বই প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সকল পুস্তকের কপির সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী ৩৭ বৎসরে (১৯১৮-৫৫) ১,২৬৮,০০০ নামের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সকল

পুস্তকের সর্বসমেত কপির সংখ্যা আঠারো শ কোটি কপি। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রকাশভবনগুলি থেকে ৫৪,০০০ নামের বই প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর সোভিয়েত দেশে ১২২টি সোভিয়েত ও বৈদেশিক ভাষায় প্রায় এক হাজার কোটি কপি পুস্তক ও পুস্তিকা মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থাগার ঃ

সোভিয়েত দেশের জনসাধারণের ক্রয়শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় তারা প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগতভাবে পুস্তক ক্রয় করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপকতা ও গভীরতা সহজেই অনুমিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ২৪১,০০০ এবং সেগুলিতে পুস্তকের সর্বসমেত সংখ্যা ছিল ৪৪৩,০০০,০০০। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের সংখ্যা হয়েছিল ৩৯২,০০০ এবং সেগুলিতে পুস্তকের সর্বসমেত সংখ্যা ছিল এক শত ত্রিশ কোটি। মস্কোর লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগার। এতে ১৬০টি ভাষায় প্রকাশিত এক কোটি নব্বই লক্ষেরও বেশী বই আছে। এই গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি আছে প্রায় তিন শত। দৈনিক প্রায় ৫০০০ পাঠক এখানে পড়াশোনা করেন। এতে বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার ও শিশুদের পাঠের উপ-যোগী পৃথক পৃথক পাঠগৃহ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পাঠা-গারের সঙ্গে লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পুস্তকবিনিময়েরও সুব্যবস্থা আছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও দেশের সর্বত্র ক্লাব, কারখানা, সমবায় ও সরকারী খামার, মেশিন ও ট্র্যাক্টর কেন্দ্র ও বিভিন্ন

কার্যালয়গুলিতে অসংখ্য গ্রন্থাগার আছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১১৯,০০০। ঐসব গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র :

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে ১০৫৫টি সংবাদপত্র মোট ৩,৩০০,০০০ কপিতে প্রকাশিত হ'তো। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭২৪৬ এবং প্রকাশিত কপির সংখ্যা হয় ৪৮,০০০,০০০। সারা রুশ সাম্রাজ্যে যেখানে ২৪টি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'তো, সেখানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ৫৭টি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পূর্বে ইউক্রেনে ইউক্রেনীয় ভাষায় মাত্র একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'তো এবং কিরঘিজ, তাজিক, তুর্কেমেন প্রভৃতি জাতিগুলির নিজস্ব কোনও সংবাদপত্র ছিল না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউক্রেনে ইউক্রেনীয় ভাষায় এক হাজারেরও বেশী, কিরঘিজিয়ায় ৯০টি, তাজিকিস্থানে ৭০টি এবং তুর্কেমানিয়ায় ৬৯টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ৫১টি ভাষায় ২০০০-এরও বেশী সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। সেগুলির মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছত্রিশ কোটিরও বেশি।

বেতার ও টেলিভিজন :

বেতার ব্যবস্থা জালের মতো সমগ্র দেশখানিকে ছেয়ে আছে। অসংখ্য বেতারকেন্দ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছে। বেতারকেন্দ্রগুলি থেকে ৪৬টি সোভিয়েত ভাষায় এবং প্রায় ৩০টি বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেতারকেন্দ্রগুলির প্রচার শক্তি আরও শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিজস্ব রেডিও

সেটের সংখ্যা বহু লক্ষ। দেশে বেতার অনুষ্ঠান শ্রবণের কেন্দ্র রয়েছে প্রায় দুই কোটি।

টেলিভিজনও দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সারা সোভিয়েত দেশে মস্কোয় ও লেনিনগ্রাদে দুটি টেলিকাস্টিং কেন্দ্র ছিল। এখন কিয়েভ, খারকভ, রিগা, তালিন, স্‌ভের্দ্‌লভ্‌স্ক্‌, মিন্‌স্ক্‌, ওম্‌স্ক, ভ্লাদিভস্তক, তম্‌স্ক্‌, গর্কি, ৎবিলিসি, বাকু ও অন্যান্য শহরেও টেলিকাস্টিং কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এখন সোভিয়েত দেশের বহু লক্ষ লোকের নিজস্ব টেলিভিজন সেট রয়েছে। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। দেশে টেলিভিজন সেটের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সিনেমা ঃ

সিনেমা সোভিয়েত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। জারশাসিত রাশিয়ায় যেখানে মাত্র ১৫১০টি ছায়াচিত্রপ্রদর্শক যন্ত্র ছিল, সেখানে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ষাট লক্ষ ছায়াচিত্রপ্রদর্শক যন্ত্র কাজ করতে থাকে। জারশাসিত রাশিয়ায় গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১৪২টি ছায়াচিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে ৪৬,৭০০ ছায়াচিত্রপ্রদর্শক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। শিশুসহ সোভিয়েত দেশের অধিবাসীরা গড়ে বছরে বারো বার সিনেমা দেখে। সিনেমার সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে।

কলানৈপুণ্যের দিক থেকেও সোভিয়েত ছায়াচিত্র পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করেছে। "যুদ্ধজাহাজ পোতেম্‌কিন্‌", "মা", "চাপাইয়েভ" ম্যাক্‌সিম গর্কির জীবন সংক্রান্ত ত্রিপর্ব জীবনীচিত্র, "আমরা ক্রোন্‌স্টাড থেকে এসেছি", "অক্‌টোবরে লেনিন", "১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন", "প্রথম পিটার", "সার্কাস",

"ভল্‌গা-ভল্‌গা", "তরুণ রক্ষী", "মুসোর্গ্‌স্কি", "তারাস শেভ্‌চেঙ্কো", "একটি মহান্ পরিবার", রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট", "স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ" প্রভৃতি চিত্র সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সোভিয়েত চিত্রপরিচালক আইসেন্‌স্টাইন, পুদভ্‌কিন, পেত্রভ, আলেক্‌জান্দ্রভ, রোসাল, দভ্‌ঝেংকো প্রভৃতি পরিচালকরা সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ করেছেন। সম্প্রতি সারা বিশ্বের চিত্রামোদী ও চিত্রসমালোচকদের ভোট গ্রহণের ফলে আইসেন্‌স্টাইনকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাতা এবং "যুদ্ধজাহাজ পোতেম্‌কিন"কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্র ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা ও চিত্র-পরিচালক চার্লি চ্যাপ্‌লিনও আইসেন্‌স্টাইনকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাতার সম্মান দিয়েছেন।

বিজ্ঞান ঃ

বিজ্ঞানে আজ সোভিয়েত দেশ যে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের পুরোভাগে এসেছে, তার প্রমাণ মহাকাশ বিজয়ে তার সার্থক অভিযান। কিভাবে বিগত চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েত দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে, তা মনে রাখলে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। লোবাচেভ্‌স্কি, কোভালেভ্‌স্কায়া, পপভ, স্তোলেতভ, ঝুকভ্‌স্কি, মেন্দেলিয়েভ, সেচেনভ, পাভ্‌লভ প্রভৃতি প্রতিভাধর বিজ্ঞানীরা জারশাসিত রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু জার সরকারের অবহেলা ও অনুৎসাহের ফলে তাঁরা তাঁদের প্রতিভাবিকাশের সম্যক্ সুযোগ পাননি। বিজলী বাতির প্রথম আবিষ্কারক ইয়াব্‌লোচ্‌কভকে তাই কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে মরতে হয়েছিল এবং বিজলী বাতি আবিষ্কারের সম্মান আমেরিকা পেয়েছিল।

কিন্তু সোভিয়েত সরকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের

অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। মহা বৈজ্ঞানিক পাভ্‌লভ জারশাসিত যুগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করলেও বিপ্লবোত্তর যুগে তাঁকে তাঁর গবেষণার জন্যে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা অভূতপূর্ব। লেনিনগ্রাদের নিকটবর্তী কোল্‌তুশিতে পাভ্‌লভ ও তাঁর সহকারীদের জন্যে গবেষণাগারের একটি ক্ষুদ্র নগরী গ'ড়ে তোলা হয়েছিল। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইভান ভ্লাদিমিরোভিচ্ মিচুরিন (১৮৫৫—১৯৩৫) অক্‌টোবর বিপ্লবের পূর্বে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর অজ্ঞাতই ছিলেন। সোভিয়েত শাসনেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক সাধনার ষষ্ঠিতম বার্ষিকীতে তিনি বলেছিলেন যে, ষাট বছর পূর্বে তিনি এক খণ্ড জমি নিয়ে যে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সোভিয়েত সরকারের উৎসাহে ও সাহায্যে তাই একদিন কয়েক হাজার হেক্‌টেয়ার ভূমিতে বহু উদ্যান, বহু গবেষণাগার ও বহু বৈজ্ঞানিক সহ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভিদ ও ফসল সংক্রান্ত গবেষণার প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পাভ্‌লভ ও মিচুরিনের মতো অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিকও তাঁদের বিজ্ঞানসাধনার পূর্ণ সুযোগ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পেয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক চর্চা ও গবেষণার জন্যে সোভিয়েত সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালেই দেশে ১২৬৩টি রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট, গবেষণাগার ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৭৯৭। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জারের আমলে তা প্রায় অবহেলিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির কেন্দ্র ছিল। অক্‌টোবর বিপ্লবের পর তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাতে এক হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক কাজ করতে

থাকেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ আকাদেমিতে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২০০০-এরও বেশী। মোল্দাভিয়া, কারেলিয়া, তাতারিয়া, বাশ্কিরিয়া, ইয়াকুতিয়া, দাঘেস্তান, প্রিমোরিয়ে অঞ্চল, সাখালিন, উরাল ও কোলা উপদ্বীপ, সর্বত্রই এই আকাদেমির শাখা রয়েছে। এর সঙ্গে ৩৪০টি রিসার্চ ইন্স্টিট্যুট জড়িত। এতে ৮০টি স্বতন্ত্র বিভাগ ও গবেষণাগার, ৮টি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত উদ্যান এবং অন্যান্য বহু নিরীক্ষাকেন্দ্র ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়া তেরোটি সাধারণতন্ত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক আকাদেমি এবং সেগুলির সঙ্গে ২৬২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞান দেশের শ্রমশিল্প ও কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি লাভ করে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আণবিক বিজ্ঞানে অসাধারণ উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আণবিক শক্তিকে শান্তির কাজে ব্যবহারের জন্যেও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নিরন্তর চেষ্টা করছেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্যে আণবিক শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিল্প, কৃষি, জীববিদ্যা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞান দ্রুত উন্নতি করছে। পারমাণবিক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও তেজস্ক্রিয় শক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞান বহু অভিনব উদ্ভাবনার দ্বারা বিশ্ব বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানী এ. ইয়ফ্ "সেমি-কণ্ডাক্টর" আবিষ্কার ক'রে বৈজ্ঞানিক জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। এই আবিষ্কারের ফলে তাপ ও আলো থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা সহজ হয়ে উঠেছে। একটি হারিকেনের চিমনির তাপে একটি বড় রেডিও সেট এবং একটি স্টোভের তাপে একটি গোটা বেতারকেন্দ্র চালানো যাবে। এতে বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে আরও নানা সুযোগ-সুবিধা হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানী এন. সেমিয়নভ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা ও উদ্ভাবনার জন্যে তিন-জন সোভিয়েত বিজ্ঞানী যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের নাম পি. এ. চেরেন্‌কভ, আই. ই. ত্রাম্‌ ও আই. এম. ফ্রাঙ্ক।

সাহিত্য ঃ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জার-শাসিত রাশিয়ার রুশ সাহিত্যের এক বিপুল উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েত দেশে সেই উত্তরাধিকার যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। সোভিয়েত শাসনে পুশ্‌কিনের রচনা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ৮১টি ভাষায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ কপিরও বেশী প্রকাশিত হয়েছে। লেও টলস্টয়ের রচনা প্রকাশিত হয়েছে ৭৫টি ভাষায়। সাল্‌তিকভ-শ্চেড্রিনের রচনা প্রকাশিত হয়েছে ৩৬টি ভাষায়, এক কোটি সত্তর লক্ষ কপিরও বেশী। ১৯১৮ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাক্‌সিম গর্কির রচনা ৭৩-টি ভাষায় ২২৭৯ বার প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কপির সংখ্যা সাড়ে আট কোটিরও বেশী। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলিও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা পৃথিবীর আর কোনও দেশে হয় নি। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সোবিয়েত ভাষায় ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের সতের শতেরও বেশী কবি ও সাহিত্যিকের রচনার ছত্রিশ কোটিরও বেশী কপি মুদ্রিত হয়েছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে অসংখ্য বিদেশী পুস্তক। শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা ২৫টি ভাষায় বহু লক্ষ কপিতে, ডানিয়েল ডেফোর রচনা ছত্রিশটি ভাষায় পঁত্রিশ লক্ষেরও বেশী কপিতে। চার্লস্‌ ডিকেন্সের

পুস্তকাবলী পঞ্চাশ লক্ষ কপিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাল্‌জাকের বই প্রায় পঁয়ষটি লক্ষ কপিতে এবং জ্যাক লণ্ডনের বইগুলি প্রায় দেড় কোটি কপিতে মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্ব সাহিত্য সম্ভোগের এমন বিরাট ও ব্যাপক মহোৎসব আর কোনও দেশে হয়নি।

কেবল সাহিত্য সম্ভোগে নয়, সাহিত্য সৃষ্টিতেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অসামান্যতার পরিচয় দিয়েছে। কেবল ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই রুশ ভাষায় ২৯০০খানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত পুস্তকের কপির সংখ্যা ছিল সতের কোটি চল্লিশ লক্ষ। কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, উৎকর্ষের দিক থেকেও সোভিয়েত সাহিত্যকে উপেক্ষা করা যায় না। গর্কি, মায়াকোভ্‌স্কি, আলেক্‌সি টলস্টয়, শোলোখভ, ফুর্মানভ, এন. অস্ত্রোভ্‌স্কি, ফাদাইয়েভ, গ্লাদকভ, ফেদিন, লেওনভ, সুরকভ, সিমোনভ, তিখনোভ, ৎভাদোভ্‌স্কি, এরেন্‌বুর্গ, পগোদিন প্রভৃতি সাহিত্যিকরা রুশ ভাষাকে, কর্নেইচুক, রিল্‌স্কি, গন্‌চার প্রভৃতি সাহিত্যিক ইউক্রেনীয় ভাষাকে, কুপালা, কোলাস, ক্রাপিভা প্রভৃতি সাহিত্যিক বিয়েলোরুশ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কাজাক সাহিত্যিক আউয়েজভ, আজারবাইজানীয় সাহিত্যিক রাগিম, লেৎ সাহিত্যিক লাসিস, এস্তোনীয় সাহিত্যিক জাকোবসন এবং অন্যান্য অনেকের নামও স্মরণীয়। গর্কি, মায়াকোভ্‌স্কি, আলেক্‌সি টলস্টয়, শোলোখভ ও এরেন্‌বুর্গের রচনা পৃথিবীর সকল সভ্য ভাষাতেই প্রায় অনূদিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কিরঘিজ, ইয়াকুত, কাবার্দিন, তুভা প্রভৃতি বহু জাতির ভাষায় কোনও বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না। ঐ সকল ভাষার দ্রুত বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং সেগুলিতে অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কিরঘিজিয়ায় সর্বপ্রথম একটি কাহিনী পুস্তক প্রকাশিত হয়। এখন সেখানে প্রায় সত্তর

জন সুপরিচিত লেখকের অভ্যুত্থান ঘটেছে। জার আমলের অন্যান্য অনগ্রসর জাতিগুলি সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা চলে।

সোভিয়েত দেশে লেখকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত লেখক সংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৫০০। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত লেখক সংঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কালে সদস্যসংখ্যা দেখা যায় ৩৬৯৫।

সঙ্গীত ঃ

ইউরোপীয় সঙ্গীতের আসরে রুশ সঙ্গীতের একটি বিশেষ স্থান ছিল। গ্লিংকা, মুসোর্গ্স্কি, চাইকোভ্স্কি প্রভৃতির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য উপযুক্ত যোগ্যতার সঙ্গেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গীতের উত্তর-সাধকরা গ্রহণ করেছেন। সোভিয়েত দেশে সঙ্গীতের শ্রোতা ও সমঝদারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জার-শাসিত যুগে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ এই রসধারা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। এখন তারাই এর পৃষ্ঠপোষক। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বহু প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পীর উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শোস্তাকোভিচ্, প্রকোফিয়েভ, আলেকজান্দ্রভ, গ্লিয়ের, তুনাইয়েভ্স্কি জাখারভ, কাবালিয়েভ্স্কি, খাচাতুরিয়ান, খ্রেন্নিকভ, শাপোরিন, বাবাজানিয়ান, দান্কেভিচ্, কাপ্, কারা কারাইয়েভ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতির লোক-সঙ্গীতও বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

রঙ্গমঞ্চ ঃ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চগুলিও একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সারা দেশে পাঁচ শতেরও বেশী থিয়েটার আছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐসব থিয়েটারে দর্শকদের সংখ্যা ছিল সাত কোটি আশি লক্ষ। এছাড়া কারখানা,

অফিস ও সমবায় খামারগুলিতেও বহু শৌখিন নাট্যকে দল আছে। গীতিপ্রধান নাটকের জন্যে বল্‌শয় থিয়েটার সারা সোভিয়েত দেশে অদ্বিতীয়। বল্‌শয় থিয়েটার সোভিয়েত অপেরা ও ব্যালের জন্যে বিখ্যাত। সোভিয়েত যুগে বল্‌শয় থিয়েটারের সঙ্গে ওবুখোভা, বার্সোভা, কোজ্‌লভ্‌স্কি, পিরোগভ, রেইজেন, মিখাইলভ, লেমেশেভ প্রভৃতি গায়ক-গায়িকা এবং সেমিয়নোভা, উলানোভা, লেপেশিন্‌স্কায়া, প্লিসেৎস্কায়া, কোরিন, প্রেয়োব্রাজেন্‌স্কি. ফার্মানিয়ান্‌ৎস্‌ প্রভৃতি ব্যালে নর্তক-নর্তকীদের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

নাট্যাভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চগুলি হ'লো মস্কোর মস্কো আর্ট থিয়েটার, মালি থিয়েটার এবং লেনিনগ্রাদের কিরভ থিয়েটার ও পুশ্‌কিন থিয়েটার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সাধারণ-তন্ত্রেও অসংখ্য রঙ্গমঞ্চ আছে।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য :

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রশিল্পীরা ব্রিউলভ, ইভানভ, ক্রাম্‌স্কয়, রেপিন, সুরিকভ প্রভৃতি চিত্রকরদের যোগ্য উত্তরসাধক ছিলেন। সোভিয়েত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে নেস্তেরভ্‌, বাক্‌শেইয়েভ, গ্রেকভ্‌, ব্রদ্‌স্কি, গ্রাবার, ইউয়ন, গেরাসিমভ, সেরভ, মেশ্‌কভ্‌, গ্রিতাসি, ইয়াব্‌কর্ভ্‌লিয়েভ্‌, প্লাস্তভ্‌, কোনেন্‌কভ্‌, শাদ্‌র্‌, মুখিনা, ভুচেতিচ্‌, কিব্‌রিক, শ্‌মারিনভ্‌, কুপ্রিয়ানভ্‌, ক্রিলভ্‌, সকোলভ্‌, চুইকভ্‌, সারিয়ান, ইয়াব্‌লোন্‌স্কায়া, আজগুর, তান্‌সিক্‌বায়েভ্‌, স্কুল্‌মে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিকোলাই তম্‌স্কি, ইভ্‌জেনি ভুচেতিচ্‌, ভেরা মুখিনা প্রভৃতি শিল্পী ভাস্কর্যেও বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ১১৫টি শিল্প সংগ্রহশালা আছে। মস্কোর ত্রেতিয়াকভ্‌ শিল্প সংগ্রহশালা রাশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ ও

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কলাকীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা রূপে সুবিখ্যাত। সুবৃহৎ এই শিল্প-সংগ্রহশালায় প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ দর্শক ছবি দেখতে যান। এ থেকেই বোঝা যায়, চিত্রকলার প্রতি সোভিয়েত জনসাধারণের অনুরাগ কতোখানি।

শিল্পসংগ্রহশালা, বিপ্লবের ইতিহাস ও ইতিহাস সংক্রান্ত সংগ্রহশালা সহ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বসমেত ৮৬২টি সংগ্রহশালা বা জাদুঘর আছে।

শরীর-চর্চা:

শরীর-চর্চাও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে, প্রতিটি কারখানায়, প্রতিটি সমবায় খামারে খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শরীরচর্চার জন্যে প্রায় দুই লক্ষ দল ছিল। সেগুলির সদস্যসংখ্যা ছিল এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ। সারা দেশে আটটি ক্রীড়া সংঘ ও ৯৯২টি খেলাধুলো শেখাবার বিদ্যালয় আছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে ৪৫০০ খেলাধুলোর মাঠ।

শরীর-চর্চা ও খেলাধুলোয় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এখন সভ্য দেশগুলির পুরোভাগে এসেছে। অলিম্পিক্ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে বিজয়ী সোভিয়েত প্রতিযোগীদের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। অনেকক্ষেত্রে বিশ্বের রেকর্ডভঙ্গকারী মহিলা প্রতিযোগীরাও রয়েছেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে আজ সর্বাগ্রণী হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পরম শত্রুও সে কথা আজ স্বীকার না ক'রে পারে না।

উপসংহার

মাত্র বিয়াল্লিশ বছর আগেও মানুষের কাছে যা কল্পনা মাত্র, আদর্শ মাত্র, স্বপ্ন মাত্র ছিল, আজ তা এক প্রত্যক্ষ, প্রচণ্ড ও দুর্নিবার শক্তিরূপে দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত। আদিম কালে মানুষ একদিন সাম্যের মধ্যেই বাস করতো। সেদিন তার সে সাম্যের মূলে ছিল নবোদ্ভূত মানব-সমাজের দুর্বলতা ও অপ্রাচুর্য। মানুষের উৎপাদন শক্তি ছিল অতীব অল্প ও অনুন্নত। উৎপাদন ব্যবস্থা অতীব অক্ষম ও দুর্বল হওয়ায় না ছিল প্রাচুর্য, না ছিল উদ্‌বৃত্ত। উদ্‌বৃত্ত ছিল না, তাই বিত্ত ছিল না, বৈভব ছিল না। মানুষ দলবদ্ধ-ভাবে যা সংগ্রহ করতো, যা উৎপন্ন করতো, তাই সমানভাবে ভাগ ক'রে নিতো।

কিন্তু নিত্যনূতন উদ্‌ভাবন মানুষের এই উৎপাদনী শক্তিকে ক্রমেই বাড়াতে লাগলো। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফলে এলো উদ্‌বৃত্ত—মানুষ তার জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চেয়েও উৎপন্ন করলো বেশী। কিন্তু এই বেশীটুকু তার হাতে রইলো না, জড়ো হ'লো সমাজের অপেক্ষাকৃত চতুর ও শক্তিশালী অংশের হাতে। শুরু হ'লো প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শাসন, শোষণ —উদ্ভব হ'লো শ্রেণী-সমাজের।

কিন্তু মানুষ একদিন যে সাম্য-ব্যবস্থার মধ্যে, শান্তির মধ্যে, সংঘবদ্ধতার মধ্যে জীবনযাপন করতো, তার স্মৃতি সম্ভবত প্রসুপ্ত রইলো তার রক্তকণিকায়। তাই বুঝি শ্রেণী-সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষরাও বার বার দেখলেন সাম্যের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁদের এই স্বপ্ন সেদিন বাস্তবে পরিণত হয় নি।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ আবার নূতন ক'রে স্বপ্ন দেখেছিল সাম্যের, সৌভ্রাত্রের, স্বাধীনতার। তাদের স্বপ্নই

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রেডেরিক এংগেল্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে। উৎপাদন ব্যবস্থাও জন্ম দিয়েছিল এক নূতন শ্রেণীর, যার শক্তি ও সংঘবদ্ধতা ছিল অভূতপূর্ব, "যার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার মতো আর কিছুই ছিল না।" অবশেষে মার্ক্স্বাদের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে রুশ সাম্রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ ল্যাবরেটরিতে এক মহাসত্য রূপে সুপ্রমাণিত করেছিলেন মহাবিপ্লবী লেনিন। আদিম সাম্যবাদের মূলে ছিল মানুষের উৎপাদনী শক্তির অক্ষমতা ও অপ্রাচুর্য। আধুনিক সাম্যবাদের ভিত্তি হ'লো—উৎপাদন শক্তির অভাবনীয় সামর্থ্য ও অতুল প্রাচুর্য।

কিন্তু সোভিয়েত বিপ্লবের পরেও শ্রেণী-সমাজের প্রবক্তারা বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, সমাজতন্ত্রবাদ এতোদিনে সত্যই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হয়েছে—সমাজতন্ত্রবাদ থাকবার জন্যই এসেছে। তাঁদের ধারণা হ'লো, সোভিয়েত রাষ্ট্র একদিন আবার প্যারিস কমিউনের মতোই ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদে বিলীন হবে। এজন্যে তাঁরা অন্তরে বাইরে সর্বত্র শুরু করলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বিপন্ন করবার চেষ্টা। কিন্তু গৃহযুদ্ধ এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে একক প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্রী সমাজ ও সংগঠনের শ্রেষ্ঠতার সুনিশ্চিত প্রমাণরূপে সোভিয়েত রাষ্ট্র আত্মরক্ষা করলো; কেবল আত্মরক্ষা করলো না, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মিলিত শত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দুনিয়ায় দেখা দিলো এক দুর্জয় শক্তিরূপে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি তাতেও নিরাশ ও নিরস্ত হ'লো না, নাৎসী জার্মানিকে দিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংসসাধনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কি হ'লো তার পরিণাম? সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থা তার শ্রেষ্ঠতারই প্রমাণ দিলো পুনরায় জগৎ-সমক্ষে।

কেবল তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিপ্লবের যে ধস নামলো, তাতে বহু বুর্জোয়া রাষ্ট্র বিলীন হয়ে গেল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রই ছিল একমাত্র সমাজ-তন্ত্রী দেশ—সমগ্র পৃথিবীর মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ স্থল, শতকরা প্রায় ৯ ভাগ জনসংখ্যা ও শতকরা প্রায় ১০ ভাগ উৎপাদন ছিল সোভিয়েত দেশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রী দেশগুলির মিলিত আয়তন হয়ে উঠলো প্রায় পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ, জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আগামী সোভিয়েত সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বর্তমান পরিকল্পনাগুলির কাজ শেষ হ'লে সমাজতন্ত্রী দেশগুলি সমগ্র পৃথিবীর অর্ধেক উৎপাদনের অধিকারী হবে। সমাজতন্ত্রী শাসনের মাত্র চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস যদি এই হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করতে পারেন।

কিন্তু সমাজতন্ত্র যাঁদের কাছে সর্বাপেক্ষা দুঃস্বপ্ন রূপে দেখা দিয়েছে, তাঁরা এই অদৃশ্য-হস্তলেখ পাঠ করতে পারছেন না। তাঁরা সমাজতন্ত্রী দেশগুলিকে বেষ্টন ক'রে, অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ক'রে ও ক্রমাগত আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের, বিরুদ্ধে হীন কুৎসা প্রচারেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই অপপ্রচারের প্রধান বিষয় হয়েছে, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। অবশ্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে শ্রেণী-সমাজের প্রবক্তারা যা বোঝেন,—অপরকে শোষণ করবার, অপরের উপর অর্থের জোরে উৎপীড়ন চালাবার, অপরের উৎপাদন গ্রাস ক'রে বিনা শ্রমে বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবার স্বাধীনতা,

সোভিয়েত রাষ্ট্রে তা নেই। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাধ্যতা-মূলক শ্রমের অভিযোগ সুদীর্ঘ কাল ধ'রেই করা হচ্ছে। যে শ্রেণী-সমাজে বিনাশ্রমে অর্জিত অর্থের উপরই মানুষের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই শ্রেণী-সমাজের কাছে এ একটা অক্ষম্য দুর্নীতিই বটে! যে শ্রেণী-সমাজে মানুষ জীবিকার উপযোগী সামান্য একটি কাজ সংগ্রহ করতে পারে না, যে শ্রেণী-সমাজে কাজের অভাবে নিরন্ন, রুগ্ণ, বিবস্ত্র মানুষ দলে দলে হাহাকার করে, "কাজ দাও কাজ দাও" চীৎকারে কণ্ঠগ্রন্থি ছিন্ন রক্তাক্ত ক'রে ফেলে, সেই শ্রেণী-সমাজের প্রবক্তাদের কাছে "যে কাজ করবে না, সে খাবে না" সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে অনুসৃত এই নীতি আতঙ্কেরই কারণ বটে! শ্রেণী-সমাজের প্রবক্তারা বলেন, সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা নেই। তাঁদের প্রশ্ন করবো, যে দেশে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা নেই, সে দেশে অবিরাম বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উদ্‌ভাবনগুলি ঘটছে কিভাবে? স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তি ছাড়া কোনও নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ মানুষের কাছে যে এইসব অপপ্রচারের কোনও মূল্য নেই, আজ তা সুস্পষ্ট। মাত্র চল্লিশ বৎসর আগেও যে রুশদেশ পৃথিবীর প্রধান বুর্জোয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সর্বপশ্চাতে ছিল, আজ তা পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের পুরোভাগে চিন্তার স্বাধীনতাহীনতার জোরেই কি এসে পৌঁছেছে?

আজ শ্রেণী-সমাজের প্রবক্তাদের বোঝা উচিত, সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে এখন একটি বাস্তব ও চিরস্থায়ী সত্যরূপে দেখা দিয়েছে —সমাজতন্ত্র থাকবার জন্যেই এসেছে। তাকে হটাবার, তাকে লোপ করবার চেষ্টা বৃথা। এই সত্যকে স্বীকার ক'রে নিলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়। আমেরিকা সফরকালে আমেরিকার "ফরেন্ অ্যাফেয়ার্স" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধক্রমে নিকিতা

ক্রুশ্চেভ "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান" সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন। তাতে তিনি সুন্দরভাবে একটি উপমা দিয়েছেন ঃ

"আপনার প্রতিবেশীকে আপনি পছন্দ করতে পারেন, না-ও পারেন। পড়শীর সঙ্গে আপনার ভাব করতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। তার বাড়িতে আপনাকে ঘন ঘন যেতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবু উভয়কে থাকতে হয়, থাকতে হবে। পাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা আপনারও নেই, আপনার প্রতিবেশীরও নেই। এই যদি হয়, তবে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ঐরূপ করবার প্রয়োজন আরও বেশী। আপনি এমন অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে আপনার প্রতিবেশী অতিষ্ঠ হয়ে মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে চ'লে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন, কিংবা প্রতিবেশীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নিরুপায় আপনি গ্রহান্তরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন, এমন অবস্থার কথা ভাবা যায় না।

"তা হ'লে গত্যন্তর কি? মাত্র দুটি পথ খোলা আছে ঃ হয় যুদ্ধ, নয় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। এই রকেট ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে মহাযুদ্ধ দুনিয়ার সকল জাতির পক্ষেই সর্বনাশা। আপনার প্রতিবেশীকে আপনি ভালো চোখে দেখুন, আর না দেখুন, পাশাপাশি বাস করা ছাড়া আপনি আর কি করতে পারেন? সুতরাং তাঁর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার একটা উপায় আপনাকে বাৎলাতেই হবে। কারণ আপনারা একই গ্রহের বাসিন্দা।"

নিকিতা ক্রুশ্চেভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এই নীতির প্রবর্তক নন্। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই এই নীতি বার বার বিঘোষিত ও ক্রমাগত অনুসৃত হয়ে এসেছে। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে শান্তির ভিত্তি কি হ'তে পারে, সে সম্পর্কে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের একখানি সান্ধ্য পত্রিকার

সংবাদদাতা লেনিনকে প্রশ্ন করেছিলেন। লেনিন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমেরিকার পুঁজিপতিরা যেন আমাদের গায়ে হাত না দেন। আমরাও তাঁদের গায়ে হাত দেব না।"

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তথা অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এই নীতি ধাপ্পা মাত্র নয়। উক্ত বিবৃতিতে ক্রুশ্চেভ তাই পুনরায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

"আমাদের শান্তির কামনা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কল্পনার মূলে কোনরূপ সাময়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের মনোভাব বা কূট-কৌশলগত অভিসন্ধি নেই। এই কামনার উদ্ভব সমাজবাদী সমাজের প্রকৃতির মধ্য থেকেই। এই সমাজে মহাযুদ্ধের দ্বারা বা অপরের ভূখণ্ড গ্রাস ক'রে মুনফা বৃদ্ধির জন্যে আগ্রহশীল কোনও শ্রেণী বা গোষ্ঠী নেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কল্যাণে সোভিয়েত দেশ ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বাজারের পরিধি অপরিসীম। তাই অপর দেশ দখলের সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণ করবার ও অন্যান্য দেশকে তাদের প্রভাবাধীন করবার কোনও প্রয়োজনই নেই সমাজতন্ত্রী দেশগুলির।"

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এই নীতির সমালোচকরা বলেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র কেবলই সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা এবং সমগ্র পৃথিবীতে ভবিষ্যতে একদা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করে। তবে তাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির মধ্যে আন্তরিকতা বা সত্যতা কোথায়? এই সংশয় নিরসনের জন্যে ক্রুশ্চেভ সহ-অবস্থানের নীতির মূলকথাটি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন ঃ

"আমরা, কমিউনিস্টরা, বিশ্বাস করি যে, সাম্যবাদের ভাবধারা শেষ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। যেমন আমাদের দেশে হয়েছে, যেমন চীনদেশে হয়েছে, যেমন আরও অনেক দেশে হয়েছে। 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকার বহু পাঠক হয়তো আমাদের সঙ্গে

একমত হবেন না। হয়তো তাঁরা মনে করেন, শেষ পর্যন্ত সারা ছুনিয়ায় পুঁজিবাদের ভাবধারাই জয়যুক্ত হবে। এরকম ভাববার অধিকার তাঁদের আছে। আমরা যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে পারি, পরস্পরের সঙ্গে দ্বিমত হ'তে পারি। আসল কথা হচ্ছে, কার পথ ঠিক, সে কথা প্রমাণ করবার জন্যে যুদ্ধের পথে না গিয়ে নিজ নিজ আদর্শগত সংগ্রামে অবিচল থাকা। মনে রাখতে হবে, আধুনিক সামরিক উপায়-উপকরণের কাছে পৃথিবীর কোনো স্থানই অনধিগম্য নয়। একটি মহাযুদ্ধ বাধলে সেই মারাত্মক আঘাতের হাত থেকে কোনও দেশই নিষ্কৃতি পাবে না।"

তবে নিজ নিজ ভাবাদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের পথ কি? রকেট ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে যুদ্ধ নিশ্চয়ই নয়। একমাত্র পথ—শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা। তাই ক্রুশ্চেভ বলেন :

"পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতাদের আমরা বলতে চাই : আসুন, কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ করি, কোন সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ। আসুন, আমরা যুদ্ধ না ক'রে প্রতিযোগিতা করি। কে বেশী অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করবে, কে কার মাথা ভাঙবে, সেই প্রতিযোগিতার চেয়ে শ্রেয় হ'লো এইরূপ প্রতিযোগিতা। আমরা সর্বদাই এইরকম প্রতি-যোগিতার পক্ষপাতী। এই রকম প্রতিযোগিতার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নততর হবে।"

আক্রমণের নীতি অনুসরণ করবার ফলে পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হ'তে পারছে না। তিনি সে সম্পর্কেও বলেন :

"বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী জে. বার্নাল নিম্নলিখিত সংখ্যার উল্লেখ করেছেন : ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত সারা ছুনিয়ায় প্রতি বৎসরে গড়ে সামরিক ব্যয় হয়েছে ৯ হাজার কোটি ডলার। আর একটি মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে যে বিপুল অর্থ ব্যয়

হচ্ছে, সেই অর্থে কত কল-কারখানা, বাসগৃহ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারই না নির্মিত হতে পারত! যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, তার কিছু অংশ দিলে অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ কত দ্রুতই না অগ্রসর হ'তো!"

সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস ক'রে সমাজ উন্নয়ন খাতে তা ব্যয় করবার নীতি সোভিয়েত নেতা কেবল মুখেই প্রচার করছেন না। কার্যতও তা অনুসৃত হয়েছে সোভিয়েত দেশে। সম্প্রতি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একতরফাই বিশ লক্ষেরও বেশী সৈন্য কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একতরফা নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। অন্যান্য রাষ্ট্রও করবে, এই আশায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা সাময়িকভাবে একতরফা বন্ধ করেছিল। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের অনিচ্ছাই তাকে পুনরায় পরীক্ষার কাজ শুরু করতে বাধ্য করেছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যুদ্ধ ও সম্প্রসারণমুখী আক্রমণের সে ঘোর বিরোধী। তাই শান্তির অতন্দ্র মহাপ্রহরীরূপে আজ সে পৃথিবীর বুকে দণ্ডায়মান। ইউরোপে, মধ্য-প্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাধাবার সকল প্রচেষ্টা তার সজাগ দৃষ্টিই ব্যর্থ করেছে। কাশ্মীরের প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট যে যুদ্ধক্ষেত্র রচনার পরিকল্পনা করেছিল, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো-প্রয়োগের ফলেই তা ব্যর্থ হয়েছে।

শক্তিমান্ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই বলিষ্ঠ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির পশ্চাতেই আজ পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে। কেবল এই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিই আজ মানব জাতি ও সভ্যতাকে অকাল বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অন্য কোনও পথ নেই।

——

এই পুস্তক রচনায় যে সকল পুস্তক, সাময়িকপত্র, বিশ্বকোষ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

Economic Geography of The U.S.S.R. *by* S. S. Balzak
The Basis of Soviet Strength *by* G. B. Cressy
Across the Map of the U.S.S.R. *by* Nikolai Mikhailov
A History of Russia *by* George Vernadsky
A History of the U.S.S.R. in 3 Parts
Edited by A. M. Pankratova
A History of Russia *by* Bernard Pares
A History of Russia *by* B. H. Sumner
History of Russia *by* M. N. Pokrovsky
A History of Russia *by* Ivor Spectar
A History of Russia *by* Walther Kirchner
The Beginning of Russian History *by* N. K. Chadwick
The Culture of Kiev Rus *by* B. D. Grekov
Ancient Russia *by* George Vernadsky
The Mongols and Russia *by* George Vernadsky
Genghis Khan *by* Ralph Fox
Ivan the Terrible *by* H. Eckhardt
Ivan Grozny *by* R. Wipper
Boris Godunov *by* Stephen Graham
Peter the Great and Emergence of Russia
by B. H. Sumner
Catherine II and the Expansion of Russia
by G. S. Thompson
A Life of Alexander II *by* Stephen Graham
The Second Duma *by* A. Levin
Russia and Reform *by* Bernard Pares
The Fall of Russian Monarchy *by* Bernard Pares
The Reign of Rasputin *by* Michæl Rodzianko
My Life *by* Leon Trotsky
Lenin *by* G. Vernadsky

Vladimir Lenin *prepared by* the Marx-Engels-Lenin Institute
Stalin *by* Henry Barbusse
Stalin *compiled by* G. F. Alexandrov and others
History of the C.P.S.U. (Bolsheviks) *edited by* a Commission of C. C. of the C.P.S.U. (Bolsheviks)
The History of the Civil War in 2 vols. *edited by* M. Gorky, V. Molotov, K. Voroshilov, S. Kirov, A. Zhdanov & J. Stalin
Soviet Communism *by* Sidney and Beatrice Webb
Social and State Structure of the U. S. S. R. *by* V. Karpinsky
Soviet Economic Development (Since 1917) *by* Maurice Dobb
A History of the U. S. S. R. *by* Andrew Rothstein
Lenin and the Russian Revolution *by* Christopher Hill
Foundation of Leninism *by* J. V. Stalin
Marxism and National Question *by* J. V. Stalin
Russia's Productive System *by* Emile Burns
America and Russia *by* H. H. Fisher
Russia and Balkans *by* B. H. Sumner
Marxim Litvinov *by* A. U. Pope
Great Conspiracy against Russia *by* M. Sayers and A. Kahn
Problems of Foreign Policy *by* V. M. Molotov
Tito of Yugoslavia *by* K. Zilliacus
The Stalin Era *by* Anna Louise Strong
Guide to the Soviet Uuion *by* William Mandel
Moscow '41 *by* Alexander Werth
Leningrad *by* Alexander Werth
The Year of Stalingrad *by* Alexander Werth
Mother Russia *by* Maurice Hindus
A History of Russian Literature *by* D. S. Mirsky
Soviet Literature To-day *by* G. Reavey
Russian Art *by* T. T. Rice
History of the Russian Theatre *by* B. V. Varneke
Soviet Russian Literature *by* G. Struve
On Russian Music *by* G. Abraham

Soviet Science *by* J. G. Crowther

Lomonosov *by* B. B. Kudryavtsev

I. P. Pavlov *by* E. A. Asratyan

Pavlov *by* B. P. Babkin

Pushkin *by* Henry Troyat

I. V. Michurin *by* A. N. Bakharev

The Land of Soviets *Published by* Foreign Languages Publishing House, Moscow

Report to the Nineteenth Party Congress on the Work of the Central Committee of the C. P. S. U. (B.) *by* G. Malenkov

Resolutions of the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union

40 Years of Soviet Power *by* Central Statistical Board of the U. S. S. R. Council of Ministers

Report to the 21st Extraordinary Congress of the C. P. S. U. *by* N. S. Khruschov

New Times, Labour Monthly, Soviet Land, Soviet Literature, Voks, Communist Review, Masses and Mainstream, World News, News, সোভিয়েত দেশ প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের বিভিন্ন সংখ্যা।

Encyclopaedia Britannica

Encyclopedia Americana

Chambers' Encyclopaedia World Survey, 1956, 1957, 1958

Britannica Book of the Year, 1956, 1957, 1958

Universal Encyclopedia.

ঋষি দাসের অন্যান্য বই

জীবনী :

শেক্‌স্‌পীয়র

বার্নার্ড শ

গান্ধীচরিত

আবুল কালাম আজাদ

উপন্যাস :

জেলেডিঙ্গি

নাটক :

দুয়ে দুয়ে বাইশ

অনুবাদ :

লেনিনের সাথে (গর্কি)

টলস্টয়ের স্মৃতি (গর্কি)

জীবনপ্রভাত (গর্কি)

রামকৃষ্ণের জীবন (রোলাঁ)

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী (রোলাঁ)

মহাত্মা গান্ধী (রোলাঁ)

মা (দেলেদ্দা)

ইয়ামা (কুপ্‌রিন)

ছোটদের জন্যে লেখা জীবনী :

আইনস্টাইন, ডারুইন, মার্কনি, নিউটন, মাদাম কুরি, এডিসন, শেক্‌স্‌পীয়র, বার্নার্ড শ, মিল্‌টন, গর্কি, টলস্টয়, ভিক্‌তর হিউগো, তিলক, গিরিশচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, নজরুল ইত্যাদি।

অভিধান :

আধুনিকী (বাংলা)

ইতিহাস :

অমর ভারত, ইতিহাসের ধারায় ভারত, ইতিহাসের নবযুগ


ডেনমার্ক
বাল্টিক সাগর
পোল্যান্ড
কারেলিয়া
লেনিনগ্রাদ
তালিন
রিগা
ভিলনিয়াস
মিনস্ক
নভগরদ
কিয়েভ
নীপার নং
খারকভ
ওডেসা
মস্কো
গোর্কি
সারাটভ
কুইবিশেভ
কামা নং
ভলগা
স্তালিনগ্রাদ
অস্ত্রাখান
উরাল নং
আর্কেঞ্জেল
উত্তর দ্বিনা নং
নোভায়া জেমলিয়া
কা রা সা গ
ওব নং
তবলস্ক
ইশিম নং
ইরতিস নং
ককেসাস
টিবলিসি
ইরেভান
বাকু
কাস্পিয়ান সাগর
আরল সাগর
সির দরিয়া
আমু দরিয়া
বলখাস হ্রদ
আলমা আতা
ফ্রুনজ
কিরঘিজ
তাশখন্দ
বোখারা
সমরখন্দ
কোকান্দ
স্তালিনাবাদ
আশখাবাদ
পামীর
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
ভারত
শ্রীনগর
চী
১ এস্তোনিয়া
২ লাৎভিয়া
৩ জর্জিয়া
৪ আর্মেনিয়া
৫ আজারবাইজান



ম হা সা গ র
সেভার্নায়া জেমলিয়া
চেলিউস্কিন অন্তরীপ
নভোসিবিরস্কিয়ে দ্বীঃ পুঃ
পূর্ব সাইবেরিয়ান সাগর
র‍্যাংগেল দ্বীঃ
লেনা নঃ
কলিমা নঃ
বে রি য়া
সা ধা র ণ ত ন্ত্র
ও খ ত স্ক সা গ
সা খা লী
তাতার প্রণালী
ইর্খুতস্ক
বইকাল হ্রদ
ম ঙ্গো লি য়া
ন
ভ্লাদিভস্তক
জাপান সাগ
পীত সাগর